হিটলারের যুদ্ধ : প্রথম দশ মাস

(ব্লিৎসক্রীগ রণনীতি ও রণকৌশল)

(HITLER'S WAR : THE FIRST TEN MONTHS)

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

Before the marching step of the German soldier,
The earth held its breath and was silent.
From the seeds that streamed from the heart's blood
Rose the cathedral of sanctified deeds :
Victory.

Gerland Schumann

Is this the way things go ?
Must it go on and on ?
Yes, We are on earth.
Earth is despair and shame.
But I am no bird, and I
Cannot escape from it.

Okura

মুখবন্ধ

হিটলারের যুদ্ধ বা রণনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় আগাথা ক্রিস্টির 'ফিলোমেল কটেজ' নামে গল্পটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ফিলোমেল কটেজের হত্যাকারী শুধুমাত্র কথা বলে তার শিকারের মনে এমন বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। হত্যাকারী কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেনি, নিহত ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করেনি। খুনীর বিরুদ্ধে পুলিশের কিছু করণীয় নেই। কেননা খুনের কোনো প্রমাণ নেই, থাকতে পারে না। এরই নাম পরোৎকৃষ্ট হত্যা বা perfect murder যা সব 'স্বভাব' ঘাতকের স্বপ্ন।

হিটলারও এই পরোৎকৃষ্ট হত্যা বা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিনা যুদ্ধে একটিও সৈন্যক্ষয় না করে তিনি শত্রুদেশ জয় করে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি রাউসনিঙকে বলেছেন, "শত্রুর মানসিক বিভ্রান্তি, অনুভূতির স্ববিরোধিতা, অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, এই হল আমাদের অস্ত্র।" এই অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুর মনোবল ভেঙে দিয়ে তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করাই হিটলারের লক্ষ্য ছিল। হিটলারের রণনীতিতে সামরিক অভিযান বা যুদ্ধের স্থান প্রাথমিক নয়। বিজয়ের অন্য সব অস্ত্র নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধ এড়াবার আর যখন কোনো উপায় থাকত না, একমাত্র তখনই হিটলার সৈন্যবাহিনীকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসতেন। মিউনিক পর্যন্ত বিনা রক্তপাতে পর পর রাজ্যগ্রাস হিটলারের পরোৎকৃষ্ট যুদ্ধের আদর্শ দৃষ্টান্ত। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জর্মনির সংযুক্তির আগে শুসনিগের সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অবিকল ফিলোমেল কটেজের সাক্ষাৎকারের মতো।

কিন্তু পোল্যাণ্ডে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখনো হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী পরিখা যুদ্ধের কথা ভাবেননি। হিটলার জানতেন, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জর্মনির বিজয়ের সম্ভাবনা বিশেষ নেই। তাই তিনি পুরোপুরি আক্রমণাত্মক ব্লিৎসক্রীগ রণনীতি বেছে নিয়েছিলেন। নাৎসীবাহিনী কোনো কোনো বিন্দুতে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ছিন্ন ক'রে শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সমর এড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। শত্রুর যোগাযোগব্যবস্থার শৃঙ্খল সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেবে এবং তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্সে। এতে শত্রুর মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে। শত্রুসেনা অক্ষত থাকলেও তাদের অবস্থা হবে অন্ধকারে দিশেহারা একদল মূষিকের মতো। অতএব শত্রুবাহিনী অক্ষত থাকা সত্ত্বেও শত্রুদেশ পরাজিত হবে। এই রণনীতিই ব্লিৎসক্রীগ। মেজর জেনারেল ফুলার এই রণনীতিকে বলেছেন attack by paralyzation (পক্ষাঘাতের দ্বারা আক্রমণ)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করার অসামর্থ্যই পরিখা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করার জন্য মিত্রপক্ষ ট্যাঙ্কের সার্থক ব্যবহার করেছিল। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ব্রিটিশ ও ফরাসী সমরতাত্ত্বিকেরা বারবার বলেছিলেন যে ট্যাঙ্ক এক মহাসম্ভাবনাময় আক্রমণাত্মক রণনীতির পথ খুলে দিয়েছে।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সমর দফ্তর এঁদের কথায় কান দেয়নি। কিন্তু জর্মনিতে জেনারেল গুডেরিয়ান ও হিটলার এঁদের কথার অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শত্রুর রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করার জন্য জর্মনি যে শক্তিশেল খুঁজছিল, ট্যাঙ্কের এক বিশেষ ধরণের ব্যবহারের মধ্যে তা পাওয়া যাবে। শত্রুর রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করার সমস্যার Deux ex machina হয়ে এল ট্যাঙ্ক ও গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমানের ভয়ঙ্কর যোগসাজস। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান নয়—ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের কম ছিল না—এই দুটি অস্ত্রের বিশিষ্ট ব্যবহারই আসল কথা। আকস্মিকতা, দ্রুতি, সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত রেখায় আক্রমণ, অস্ত্রশস্ত্রের অভিনব ব্যবহার, শত্রুসেনার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে পশ্চাতে অবস্থিত শত্রুর কমাণ্ড মস্তিষ্ককে অবশ করে দেওয়া—এই হল ব্লিৎসক্রীগের মূল কথা।

যদিও এই বইয়ের জন্মযন্ত্রণা যতটা কঠিন হওয়া সম্ভব ততটাই হয়েছে, তবু এই বই যে শেষ পর্যন্ত আদৌ দিনের আলো দেখতে পেল তার জন্য মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থের প্রকাশনার পথ নানাভাবে সুগম করে দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীসুখেন্দু চক্রবর্তী ও স্নেহাস্পদ শ্রীমানস দাশগুপ্ত। এই সহায়তার জন্য আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীতুষার তালুকদার আই. পি. এস এই বইয়ের প্রস্তুতিতে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর (আই. বি.) শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শে আমি অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋণস্বীকার করছি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিত্র এই বইয়ের প্রস্তুতিতে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

এই গ্রন্থের নামকরণ করেছে আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে আমাকে সাহায্য করেছে আমার পীড়িত পুত্র কল্যাণ। মুদ্রণে সহায়তা করেছে শ্রীমান্ শম্ভুনাথ রায়। নির্দেশিকা তৈরী করে দিয়েছেন শ্রীমতী চৈতালি দাশশর্মা। এদের কাছে ভালবাসার ঋণে বাঁধা রইলাম।

মডার্ন প্রিণ্টার্সের সত্ত্বাধিকারী সুরেশ দত্ত এই বইয়ের দ্রুত মুদ্রণের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। শিল্পীবন্ধু শ্রীহেমকেশ ভট্টাচার্য বইটির মানচিত্র, প্রচ্ছদপট ও ছবি এঁকেছেন। নবজাতকের যাতে শোভন আবির্ভাব ঘটে সেজন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীরঞ্জিতকুমার সরকার পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে একটি ভ্যাকুয়াম ক্লীনার নিয়ে বিচরণ করেছেন ; তাতে পাণ্ডুলিপিটি অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। এই গ্রন্থের শব্দময় জগতে কবিবন্ধু অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর অবদান অনেক। প্রুফ দেখে দিয়েছেন অনুজপ্রতিম শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ দাশশর্মা। এই তিনজনের সঙ্গেই আমি ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

রেখাচিত্র (১)

জর্মন সামরিক বাহিনীর (Wehrmacht) উচ্চতর সংগঠন

Ober Kommando der Wehrmacht (O.K.W.)
অর্থাৎ
জর্মন সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ড সংগঠন।
সংক্ষেপে (ও. কে. ডব্লিউ)

হিটলার ফ্যুরের ও সামরিক বাহিনীর (হ্বেরমাখ্ট) সর্বোচ্চ কমাণ্ডার। O.K.W.র (সর্বোচ্চ কমাণ্ড সংগঠন) : চীফ্ অভ্ স্টাফ্ কাইটেল (Chief O.K.W.)—Keitel হ্বেরমাখট-এর অপারেশন স্টাফের প্রধান ইয়ডল (Chief O.K.W. ops staff)—Jodl জাতীয় প্রতিরক্ষা সেকশনের প্রধান হ্বার্লিমণ্ট (Chief L. section)—Warlimont

Ober Kommando des Heeres O.K.H. (সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ড, সংক্ষেপে (ও.কে.এইচ)। সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি Von Brauchitsch ফন ব্রাউশিচ : Chief of Army Staff (চীফ্ অভ্ আর্মি স্টাফ) Halder—হালডের

নৌবাহিনী
Ober Kommando der Kriegsmarine (O.K.M) (নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ড সংক্ষেপে—G.K.M ও.কে.এম) নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ Raeder রেডার Chief of Navy Staff (চীফ অভ্ নেভি স্টাফ্) Schniewind শ্নিয়েহ্বিণ্ড

বায়ুবাহিনী
Ober Kommando der Luftwaffe (O.K.L) বায়ুবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ড (O.K.L—ও.কে.এল)। রাইষের বায়ুবাহিনীর মন্ত্রী—ও এই বাহিনীর প্রধান—গ্যোরিঙ ; Chief of Staff Air (চীফ্ অভ্ স্টাফ্ এয়ার) Jeschonek জেসোনেক

Army Group (আর্মি গ্রুপ)
Army (আর্মি)
Corps (কোর)
Division (ডিভিশন)

(O.K.W.) ও. কে. ডব্লিউর অন্তর্গত ছিল :
The Amt Ausland (আমট্ আউসলাণ্ড) /
Abwehr (আবহ্বের) অথবা গোয়েন্দা দপ্তর—
এই দপ্তর Canaris (কানারিসের) নেতৃত্বাধীনে ছিল।

বইয়ে ব্যবহৃত ও. কে. ডব্লিউ (O.K.W.), ও. কে. এইচ (O.K.H.), ও. কে. এম (O.K.M.) এবং ও. কে. এল (O.K.L.) প্রভৃতির ব্যাখ্যা।

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

১

পোল-জর্মন যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধ : ১-৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

কুড়ি বছরের অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে গেল কামানের প্রবল গর্জনে। আবার লাখো লাখো সৈনিকের উদ্ধত পদক্ষেপ, ট্যাংক ও সাঁজোয়াবাহিনীর অমোঘ গতিবেগ, এবং অস্ত্রের তীব্র উল্লাস। ব্যাপ্ত হেমন্তের আকাশে মৃত্যুবাহী বিমানের কুটিল চলাফেরা, এবং সমুদ্রের অন্তঃপুর থেকে উঠে-আসা টর্পেডোর আকস্মিক বিভীষিকা। মাটি-জল-আকাশ মৃত্যুর সাম্রাজ্য। আহত, মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদই জীবনের একমাত্র অভিজ্ঞান।

হেমন্তের এক মোলায়েম সকালে পোল্যাণ্ডের আকাশ চকিতে অগ্নিবর্ষণ করে বিশ বছরের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাল। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ য়োরোপ পৌঁছল মৃত্যুর পরম নিশ্চিতিতে। ভার্সেই সন্ধিতে যুদ্ধ থেমেছিল। শান্তি আসেনি। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত য়োরোপ শান্তির জন্য, নিরাপত্তার জন্য পথ হাতড়ে বেরিয়েছে, সন্ধান পায়নি। পুরনো, কুটিল ক্ষমতার আবর্তে ঘুরে লীগের যৌথনিরাপত্তার নীতিকে অস্বীকার করেছে। শক্তিসাম্যের রাজনীতি-নির্ভর য়োরোপে বিজয়ীর পরাক্রান্ত ক্রোধ ও আত্মপ্রবঞ্চনা, এবং পরাজিতের আক্রোশ ও প্রতিহিংসার অদৃশ্য প্রস্তুতি, সমানভাবে সক্রিয় থেকেছে। চারবছর চূড়ান্ত হত্যালীলা দেখার পরেও য়োরোপের আশ্চর্য স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। আদিম অতীতের গহ্বর থেকে উঠে এসেছে এক দানবীয় মানুষ, তার উলঙ্গ স্পর্ধায় সম্মোহিত জর্মনি; মূল্যবোধহীন বিভক্ত য়োরোপ। লুব্ধ পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী জর্মনিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে; শুরু হয় হিটলারের নির্লজ্জ তোষণ। অক্ষমতা ও অস্ত্রের এই ক্রূর প্রতিযোগিতা য়োরোপের সংহারকে আসন্ন, অনিবার্য করে তোলে।

অতএব য়োরোপের আবার সেই পরিচিত পথে যাত্রা শুরু হল। ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর প্রত্যূষ সময়। হিটলারের ৩ এপ্রিলের নির্দেশে 'কেস হোয়াইট' অর্থাৎ পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য যে সামরিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তা কার্যে পরিণত করার এই সময়, এই দিনই নির্দিষ্ট হয়েছিল।

সৈন্যবাহিনীর কাছে হিটলারের যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা জর্মন রেডিও থেকে সকাল ৫.৪০ মিনিটে প্রচারিত হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যা হকারের হাতে হাতে বের্লিনের রাজপথে বিলি হয়। কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সারভিসের বের্লিনস্থ প্রতিনিধি উইলিয়াম শিরার তাঁর বের্লিন ডায়েরীতে লিখেছেন : "১ সেপ্টেম্বরের প্রত্যূষে এই সাঙ্ঘাতিক খবর প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বের্লিনের মানুষ কেমন যেন অনীহ। তাদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। এই দিনটিকেও বের্লিনের মানুষ অন্যান্য সাধারণ দিনের মতোই গ্রহণ করেছে, অন্যান্য দিনের মতোই বের্লিনের আই. জি. ফারবেনের নবনির্মিত ভবনে সকালের শিফ্‌টে কাজে গেছে। হকারের হাত থেকে খবরের কাগজ কেনার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়নি। সম্ভবত জর্মনির মানুষ ভেবেছিল যে প্রতিবার যে ভাবে হিটলার সংকট কাটিয়ে উঠেছেন, যে ভাবে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া জর্মনির কুক্ষিগত হয়েছে. যেভাবে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে, বাধেনি, অথচ জর্মনির বিজয়রথ প্রবল বিক্রমে এগিয়ে গেছে, জর্মন-পোল্যাণ্ড সংকটেরও সেই একই পরিণতি ঘটবে। কিন্তু পোল্যাণ্ড সংকটের অবিশ্বাস্য পরিণতি ঘটল, যুদ্ধ বাধল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় জর্মনি হতভম্ব। ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর জর্মনিতে যুদ্ধোন্মাদনা ছিল না, যেমন ছিল ১৯৪০-এর ১৩ অগস্ট, যখন বের্লিনের রাজপথে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল জর্মনির সম্রাট ও সৈন্যবাহিনীকে। পুষ্পবৃষ্টি করেছিল তাদের উপর। ১ সেপ্টেম্বর এই উন্মাদনা ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রান্ত জর্মন বাহিনীর বিজয় দুর্ধর্ষ জর্মন জাতির ধমনীতে রণোন্মাদনা এনে দেয়।"*

সুতরাং, সকাল ১০টায় হিটলার যখন চ্যান্সেলারি থেকে রাইখ্‌স্টাগে ভাষণ দিতে যান, তখন রাজপথে উৎসুক জনতার ভিড় জমেনি। নাৎসী যুদ্ধনায়কের মোটর জনশূন্য পথ অতিক্রম করে ক্রোল অপেরা হাউসে আসে। সেখানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন হিটলার। এই ভাষণে হিটলারের স্বভাবসিদ্ধ বন্য উদ্দামতা যেন কিছুটা দমিত। হিটলার তাঁর ভাষণে বলেন :

"পোল রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে আলোচনার সময় শেষ পর্যন্ত আমি জর্মন প্রস্তাব পেশ করেছি···এর চেয়ে পরিমিত প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না। একটা কথা আমি জগৎকে বলতে চাই। এই ধরণের প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে, যদিও নিশ্চিত জানি এই প্রস্তাব দিয়ে আমি লক্ষ লক্ষ জর্মনের বিরুদ্ধতা করেছি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।···

---

* **William Shirer—Berlin Diary,** পৃঃ ১৪৮

দু দিন ধরে আমি এবং আমার সরকার অপেক্ষা করেছি। দেখতে চেয়েছি পোলিশ সরকারের পক্ষে দূত পাঠানোর সুবিধা হয় কিনা…কিন্তু শান্তির জন্য আমার কামনা এবং আমার ধৈর্যকে যদি দুর্বলতা কিংবা কাপুরুষতা বলে ভুল করা হয় তাহলে আমাকে ভুল বোঝা হবে।…আমাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা করার কোনো ইচ্ছা আমি পোলিশ সরকারের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না।…সুতরাং আমি স্থির করেছি পোল্যাণ্ড গত কয়েকমাস ধরে আমাদের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করেছে, আমিও সেই ভাষাতেই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা বলব…

আজ রাত্রিতে এই প্রথম পোলিশ নিয়মিত সৈনিকেরা আমাদের দেশে গুলি ছুঁড়েছে। সকাল ৫.৪৫ মিনিট থেকে আমরা পাল্টা গুলি ছুঁড়েছি এবং এখন থেকে বোমার জবাব বোমা দিয়েই দেওয়া হবে।

…এখন থেকে আমি জর্মন রাইষের প্রথম সৈনিক। আবার আমি সেই কোট পরেছি যা আমার কাছে পরম পবিত্র এবং অতি প্রিয়। যতদিন বিজয়লাভ না হয় ততদিন এই কোট আমি খুলব না, নয়তো এই যুদ্ধের পর আমি বেঁচে থাকব না।

…আমার যদি কিছু ঘটে, তবে গ্যোরিঙ্ আমার উত্তরাধিকারী হবেন, গ্যোরিঙ্-এর কিছু হলে হেস্, যদি হেসের কিছু ঘটে তবে আইন অনুযায়ী সিনেটকে আহ্বান করে, তার মধ্য থেকে যিনি সবচেয়ে যোগ্য অর্থাৎ যিনি সবচেয়ে সাহসী তাকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করা হবে।"

রাইষস্টাগে কিছুটা দমিত থাকলেও চ্যান্সেলারিতে ফিরে এসে মেজাজের পরিবর্তন হল হিটলারের। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডাহ্লেরাসের[১] সঙ্গে এই সময় তার সাক্ষাৎকারের বিবরণে। রাইষস্টাগে বক্তৃতার পরই গ্যোরিঙের সঙ্গে ডাহ্লেরাস চ্যান্সেলারিতে আসেন। ন্যুরেমবের্গে সাক্ষ্যদানকালে ডাহ্লেরাস এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করেছেন :

"হিটলারকে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এবং উত্তেজিত দেখলাম। তিনি বললেন, তাঁর চিরকালের সন্দেহ, ইংলণ্ড যুদ্ধ চেয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, তিনি পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবেন এবং গোটা দেশকে জর্মনির অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তাঁর উত্তেজনা বাড়তে লাগল, এবং তিনি হাত নেড়ে আমার মুখের উপর চিৎকার করে বললেন : যদি ইংলণ্ড এক বছর যুদ্ধ করতে চায় আমি এক বছর লড়ব ; যদি ইংলণ্ড দু বছর যুদ্ধ করতে চায় আমি দু বছর লড়ব। একটু থেমে আবার পাগলের মতো হাত নাড়তে নাড়তে কণ্ঠস্বর

একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : যদি ইংলণ্ড তিনবছর যুদ্ধ করতে চায় আমি তিন বছর লড়ব।

এখন থেকে তাঁর হাতের আন্দোলনকে অনুসরণ করে শরীরও নড়তে লাগল। তিনি শেষ পর্যন্ত হাঁক দিলেন, প্রয়োজন হলে আমি দশ বছর লড়ব। তারপর ঘুঁষি পাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এমন ঝুঁকে পড়লেন যে তাঁর ঘুঁষি প্রায় মাটি স্পর্শ করল।"

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই বিষোদ্‌গার সত্ত্বেও হিটলার ইংলণ্ড যুদ্ধ করবে এই নিশ্চিতিতে তখনও পৌঁছননি। তখনও হিটলারের ক্ষীণ আশা ছিলো। হয়তো শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড যুদ্ধ করবে না। কারণ এতক্ষণ দুপুর গড়িয়ে গেছে, জর্মন বাহিনী পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে কয়েক মাইল প্রবেশ করেছে, জর্মন বোমারু বিমান নিরন্তর বোমা ফেলছে, কিন্তু লণ্ডন কিংবা পারীতে এখনও সাড়া নেই, পোল্যাণ্ডের প্রতি প্রতিশ্রুতি পালন করবে তার কোনো লক্ষণ নেই।

সকাল সাড়ে দশটায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসন[২] বিদেশমন্ত্রী হ্যালিফ্যাক্সের[৩] কাছে যে প্রতিবেদন পাঠান, তাতে গ্যোরিঙ্‌-এর কথার প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে তিনি জানান, "শুনেছি, রাত্রিতে পোলরা ডিরসাউ সেতু উড়িয়ে দিয়েছে এবং ডানজিগবাসীদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে। এই খবর পেয়ে হিটলার সীমান্তরেখা থেকে পোলদের হঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং গ্যোরিঙ্‌কে নির্দেশ দিয়েছেন—সীমান্তবর্তী এলাকায় পোলিশ বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করতে।...শান্তিরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা হিসাবে হিটলার হয়তো আমাকে ডেকে পাঠাতে পারেন।"

প্রতিবেদনের শেষে হেণ্ডারসন জানিয়েছেন যে, এই সব খবরই তিনি গ্যোরিঙ্‌-এর কাছে পেয়েছেন। হেণ্ডারসনের আশা ছিল, রাইখস্টাগে বক্তৃতার পর হিটলার তাঁকে ডেকে পাঠাবেন, কিন্তু হিটলার তাঁকে ডেকে পাঠাননি। কিন্তু হেণ্ডারসন আশা ছাড়লেন না। ১০-৫০ মিনিটে হ্যালিফ্যাক্সকে টেলিফোনে তাঁর আকস্মিক অভিনব চিন্তা ব্যক্ত করলেন :

"আমি একথা জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি (অবশ্য এই আশা ফলবতী হওয়ার যত কম সম্ভাবনাই থাকুক না কেন) যে শান্তিরক্ষার একমাত্র সম্ভাব্য উপায়, মার্শাল[৪] স্মিগলী রিজের পক্ষে এই ঘোষণা করা যে তিনি অবিলম্বে জর্মনিতে এসে গোটা প্রশ্নটি নিয়ে ফিল্ড মার্শাল গ্যোরিঙ্‌-এর সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী আছেন।"

অন্যদিকে জর্মন আক্রমণের প্রথম দিনে ডাহ্‌লেরাস আরও বেশি সক্রিয়

হয়ে উঠেছিলেন। সকাল ৮টায় গ্যোরিঙ্ তাঁকে জানান, পোলরা গ্লাইহ্বিৎস্ রেডিওস্টেশন ও ডিরসাউসেতু উড়িয়ে দেওয়ায় জর্মন-পোল যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ডাহ্লেরাসও সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরে একথা টেলিফোনে জানান। ন্যুরেমবের্গে সাক্ষ্যদানকালে তিনি একথা বলেন। ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরের গোপন স্মারকলিপিতে উল্লেখ আছে যে, ডাহ্লেরাস ৯-৫ মিনিটে ফোন করেন। বেলা সাড়ে বারটায় ডাহ্লেরাস আবার লণ্ডনের বিদেশ দপ্তরে ফোন করেন।

এবার ফোন ধরেন ক্যাডোগান। ডাহ্লেরাস আবার বলেন যে, পোলরা ডিরসাউসেতু উড়িয়ে দিয়ে শান্তির বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তিনি লণ্ডনে উড়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্যাডোগানের[৫] ডাহ্লেরাসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার আর ধৈর্য ছিল না। তিনি সংক্ষেপে স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আর কিছু করবার নেই। কিন্তু ডাহ্লেরাস ছাড়বার পাত্র নন। ক্যাডোগানের সাফ্ জবাবে তিনি হাল ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত ক্যাডোগানতো বিদেশ দপ্তরের আণ্ডারসেক্রেটারী মাত্র। তিনি জোর করতে লাগলেন, তাঁর অনুরোধ যেন ক্যাবিনেটে পেশ করা হয়। একথাও বলতে ভুললেন না যে, তিনি একঘণ্টার মধ্যে ফোন করবেন। একঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য ডাহ্লেরাস ক্যাবিনেটের জবাব পেয়ে গেলেন :

"জর্মন সৈন্যরা যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে তখন মধ্যস্থতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করার উপায় হল আক্রমণ বন্ধ করা এবং পোল্যাণ্ডের মাটি থেকে জর্মন বাহিনীর পশ্চাদপসরণ।"

সকাল দশটায় লণ্ডনে পোলিশরাষ্ট্রদূত হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা করে সরকারীভাবে তাঁকে জর্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণের সংবাদ জানান এবং ব্রিটিশ-গ্যারান্টি কার্যকর করবার অনুরোধ করেন। হ্যালিফ্যাক্স জানান যে, খবর সম্পর্কে তাঁরও কোনো সন্দেহ নেই। ১০—৫০ মিনিটে তিনি জর্মন শার্জেদাফেয়ার থিওডোর কর্‌ট্‌কে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কোনো সংবাদ আছে কিনা জানতে চান। কর্‌ট্ জানান যে জর্মন আক্রমণের কোনো সংবাদ কিংবা কোনো নির্দেশ তার কাছে আসেনি। হ্যালিফ্যাক্স জানান, তাঁর কাছে যে প্রতিবেদন এসেছে, তাতে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সন্ধ্যা ৭—১৫ মিনিটে ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে জর্মন বিদেশ দপ্তরে টেলিফোনে জানানো হয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য হেণ্ডারসন ও কুলঁদ্র[৬] রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করতে চান। কয়েকমিনিট পরে ফরাসী দূতাবাস থেকেও অনুরূপ অনুরোধ আসে। রিবেনট্রপ দুজনের সঙ্গে

একত্রে দেখা করতে অসম্মত হন। রাত্রি ৯টায় তিনি হেণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা করবেন, তার এক ঘণ্টা পরে কুলঁদ্রের সঙ্গে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রিবেনট্রপকে[৭] একটা সরকারী নোট দেন। এই নোটের বক্তব্য হল :

যদি জর্মনসরকার হিজ্‌ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেণ্টকে এই সন্তোষজনক আশ্বাস দিতে রাজী না থাকেন যে, জর্মনসরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ করবেন এবং সত্বর পোল্যাণ্ডের ভূমি থেকে সৈন্য অপসারণ করবেন, তাহলে ব্রিটিশ সরকার বিনা দ্বিধায় পোল্যাণ্ডের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

ফরাসী নোটের ভাষাও অনুরূপ। উভয়ের প্রতি রিবেনট্রপের ভাষাও এক। জর্মন আক্রমণের কোনো প্রশ্ন নেই। আক্রমণ করেছে পোলরা। গতকাল পোলরা জর্মন ভূমিতে তাদের আক্রমণ চালিয়েছে। তবে তাদের সরকারী নোট তিনি ফ্যুরেরের কাছে পেশ করবেন।

পয়লা সেপ্টেম্বরের রাত্রি বাড়তে লাগল। পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি ও লুফ্‌ট্‌ভাফের নিরন্তর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রইল। ব্রিটিশ ও ফরাসী নোটের পর একথা স্পষ্ট হয়ে গেল, জর্মন-পোল যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে আর দেরি নেই। কিন্তু হেণ্ডারসন ও ডাহ্‌লেরাস ছাড়াও আরও একটি রাষ্ট্রের কর্ণধার তখনও বিশ্বযুদ্ধের আসন্নতা মেনে নিতে পারেননি। তিনি মুসোলিনি। মুসোলিনি আতঙ্কিত। হিটলার বন্ধুত্বের দাবিতে তাঁকে কোন সর্বনাশের গহ্বরে টেনে নামাচ্ছেন। এখনও তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন। তিনি তো হিটলারকে আগেই বলেছেন, ১৯৪১-৪২ এর আগে তাঁর পক্ষে যুদ্ধে নামা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর ও সৈন্যবাহিনীর মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা নেই তাঁর। সুতরাং এই মুহূর্তে আসরে নেমে আর একটি মিউনিক সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন তিনি। যদি হিটলার সামলে চলেন, যদি তাঁকে একটা সুযোগ দেন। আর মুসোলিনির এই শান্তি প্রয়াসের সম্ভাবনা এখন কিছুটা উজ্জ্বলতর। ফরাসী বিদেশমন্ত্রী বন্নের মনোভাবেও সেই পথেরই ইঙ্গিত ছিল।

যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য মুসোলিনির চেষ্টা

যুদ্ধের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত মুসোলিনি ২৬ অগস্ট ইস্পাতের চুক্তির[৮] দায় থেকে ইতালিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং জোর দিয়ে বলেছিলেন, পোলিশ সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। হিটলার কোনো উত্তর দেননি, নীরব ছিলেন। তাতেই মুসোলিনি নিরস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু

৩১ অগস্ট পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, বের্লিনে ইতালির রাষ্ট্রদূত আত্তোলিকোর কাছ থেকে সেইরকম প্রতিবেদনই আসে। দ্বিতীয় মিউনিকের চেষ্টা করতে হলে আর দেরি নয়। সুতরাং মুসোলিনি ও চিয়ানো জরুরী অনুরোধ করলেন হিটলারকে, তিনি যেন পোলিশ রাষ্ট্রদূত লিপ্‌স্কির সঙ্গে দেখা করেন। কারণ, তাঁরা চেষ্টা করছেন যাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শান্তি আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ডানজিগ ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়।

কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ডানজিগ তো যুদ্ধ আরম্ভের অজুহাত মাত্র। হিটলার কি ডানজিগ কিম্বা করিডর ফিরে পেলেই যুদ্ধ থেকে বিরত হবেন? তিনি তো পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুচের* সেই ধারণা ছিল না। যুদ্ধের বিস্তৃতি বন্ধ করা দুচের কাছে অত্যন্ত জরুরী. কেননা পোল-জর্মন যুদ্ধ যদি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় তবে দুচেকে মনস্থির করতে হবে তিনি কি করবেন : নিরপেক্ষতা ঘোষণা করবেন কিংবা ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের ঝুঁকি নেবেন। চিয়ানোর[৯] ডায়েরী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এই আক্রমণের আশঙ্কা কি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। সুতরাং দুচের মনস্থির করতে দেরি হয়নি। তিনি নিরপেক্ষতাই বেছে নিলেন। পয়লা সেপ্টেম্বর সকালবেলাই দুচে রাষ্ট্রদূত আত্তোলিকোকে টেলিফোন করে বললেন যে, তিনি যেন হিটলারকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান এবং এই সিদ্ধান্ত যাতে তিনি মেনে নেন তার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেন। হিটলার অবশ্য অনায়াসেই এই অনুরোধ মেনে নেন এবং টেলিগ্রাম করে দুচেকে তা জানিয়ে দেন :

দুচে,

ইদানীং জর্মানি এবং তার ন্যায্য দাবিকে আপনি যে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস, যে কর্তব্য আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা জর্মানির সামরিক শক্তির সাহায্যেই সমাধা করতে পারব। সুতরাং এই অবস্থায় ইতালির সামরিক সাহায্য প্রয়োজন হবে বলে আমি মনে করি না। ফাসীবাদ ও ন্যাশনাল সোস্যালিজমের জন্য আপনি ভবিষ্যতে যা করবেন তার জন্য, দুচে, আপনাকে আরও ধন্যবাদ।

এডলফ্‌ হিটলার।

---

* দুচে—ইতালীয় শব্দ Il Duce। নেতা এই অর্থ ব্যবহৃত হয়। বেনিটো মুসোলিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্জনের পর Il Duce নামে পরিচিত হন।

১২—৪৫ মিনিটে হিটলার আর একটি বার্তা পাঠান। তাতে তিনি জানান, আলাপ আলোচনার দ্বারাই তিনি পোলিশ সমস্যার সমাধান করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দুটো গোটা দিন তিনি একজন পোল দূতের জন্য বৃথাই অপেক্ষা করেছেন। গতকাল রাত্রিতেই জর্মন সীমানা লঙ্ঘনের চোদ্দটি ঘটনা ঘটেছে। অতএব শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের জবাব বলপ্রয়োগের দ্বারাই দিতে বাধ্য হয়েছেন। পরিশেষে দুচেকে আবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বার্তা শেষ করেন :

"দুচে, আপনার সকল চেষ্টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে মধ্যস্থতার প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রথম থেকেই এ ধরণের চেষ্টায় আমার কোনো আস্থা ছিল না, কারণ পোলিশ সরকারের যদি সৌহার্দপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও থাকত, তাহলে তারা যে কোন সময়েই তা করতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করেছেন ... ...

সেই কারণে, দুচে, আমি চাইনি যে আপনি মধ্যস্থের ভূমিকার ঝুঁকি নেন। পোল সরকারের অযৌক্তিক মনোভাবের কথা বিবেচনা করলে এই ভূমিকা সম্ভবত ব্যর্থই হত।"

কিন্তু চিয়ানোর পরামর্শে মুসোলিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইলেন। ইতিমধ্যেই (৩১ অগস্ট) রোমের ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে চিয়ানো প্রস্তাব করেছেন যে, তাঁদের সরকার যদি সম্মত হন, তবে মুসোলিনি ৫ সেপ্টেম্বর এক কনফারেন্সে জর্মানিকে আমন্ত্রণ করবেন। ভার্সেই সম্মেলনের কয়েকটি ধারা বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য প্রধানত দায়ী, এবং সেই ধারাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখাই হবে এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য।

পয়লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণের পর এধরণের প্রস্তাব স্বভাবতই অর্থহীন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ বন্নের[১০] কিছুটা বিস্ময়কর প্রচেষ্টার ফলে এই প্রস্তাবের ভ্রূণেই বিনষ্টি ঘটল না। কারণ ১ সেপ্টেম্বর ১১—৪৫ মিনিটে বন্নে ইতালির ফরাসী রাষ্ট্রদূত ফ্রাঁসোয়া পঁসেকে ফোন করেন। বন্নে ফ্রাঁসোয়া পঁসেকে বলেন যে তিনি যেন চিয়ানোকে জানান—ফ্রান্স শর্তাধীনে ইতালির কনফারেন্স আহ্বানের প্রস্তাবে রাজী আছে। শর্ত হল এই সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি থাকতে হবে। পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে পোল্যাণ্ড সম্পর্কে কোনো আলোচনা হবে না। দ্বিতীয়ত, সম্মেলন শুধুমাত্র সীমিত ও তাৎক্ষণিক সমস্যার আংশিক ও সাময়িক

সমাধান খুঁজবেনা। বন্নে অবশ্য পোল্যাণ্ড থেকে জর্মন সৈন্য অপসারণ কিংবা জর্মন আক্রমণ বন্ধের শর্ত আরোপ করেন নি।

কিন্তু ব্রিটেন এই শর্তের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ফরাসী ক্যাবিনেটকে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়। তার ফলে ঠিক একরকম সাবধানবাণী উচ্চারণ করে রিবেনট্রপের কাছে ইংরেজ ও ফরাসী নোট দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু দুচে এতেও দমলেন না কারণ যুদ্ধবন্ধ করা তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং ২ সেপ্টেম্বর দুচে আবার হিটলারের কাছে শান্তিরক্ষার আবেদন করলেন। ২ সেপ্টেম্বর শ্বাসরোধকারী অনিশ্চয়তার দিন। হেণ্ডারসন ও কুলঁদ্র রুদ্ধশ্বাসে হিটলারের কাছ থেকে তাঁদের নোটের জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। এলেন আত্তোলিকো। হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রিটিশ দূতাবাসে এসে তিনি হেণ্ডারসনের কাছে জানতে চাইলেন, গত সন্ধ্যার ব্রিটিশ নোট চরমপত্র কিনা। হেণ্ডারসন বললেন, জর্মন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি জানতে চাইতেন, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি গত সন্ধ্যায়ই দিতে পারতেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে একথা বলবার অধিকার দিয়েছেন যে, গত সন্ধ্যার নোট সাবধানবাণী, চরমপত্র নয়। এই উত্তর নিয়ে আত্তোলিকো আবার ছুটলেন জর্মন পররাষ্ট্রদপ্তরে। সকাল দশটায় আত্তোলিকো মুসোলিনির একটি বার্তা নিয়ে হ্বিলহেলমস্ট্রাসেতে আসেন। রিবেনট্রপের শরীর ভাল নেই জেনে তিনি বার্তাটি হ্বাইৎস সাটেরের হাতে দেন। বার্তাটি হল :

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

স্বভাবতই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ফ্যুরেরের উপর ছেড়ে দিয়েও ইতালি একথা জানাতে চাইছে যে, নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও পোল্যাণ্ডকে একটি কনফারেন্সে রাজী করাবার সম্ভাবনা এখনও রয়েছে :

১। যুদ্ধ বিরতি, যার ফলে এখন যেখানে সৈন্যদল আছে সেখানেই থাকবে।

২। দু'তিন দিনের মধ্যে কনফারেন্স আহ্বান।

৩। পোলিশ-জর্মন বিবাদের মীমাংসা যা বর্তমান অবস্থায় নিঃসন্দেহ জর্মনির অনুকূল হবে।

এই পরিকল্পনা দুচের হলেও এতে বিশেষভাবে ফ্রান্সের সমর্থন ছিল। কনফারেন্সের প্রস্তাব যদি জর্মানি গ্রহণ করে, তাহলে তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও এড়ানো যাবে। নয়তো এই যুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে।

দুচে জোর করতে চান না, কিন্তু উপরিলিখিত বিষয় এই মুহূর্তে হের ফন রিবেনট্রপ ও ফ্যুরেরের কাছে উপস্থাপিত করা তিনি অত্যন্ত জরুরী মনে করেন।

বেলা সাড়ে বারটায় রিবেনট্রপ আত্তোলিকোর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আত্তোলিকোকে বলেন, দুচের প্রস্তাবের সঙ্গে গত সন্ধ্যায় ইঙ্গ-ফরাসী নোটের (যা প্রায় চরমপত্রের পর্যায়ে পড়ে) কোনো সঙ্গতি নেই। আত্তোলিকো বলেন, দুচের সর্বশেষ বার্তার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী নোট বাতিল হয়েছে। আত্তোলিকোর এই উত্তর অবশ্য ঠিক নয় এবং এ জাতীয় উক্তি করার কোনো অধিকারও তার ছিল না। কিন্তু আত্তোলিকো তখন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং এই ধরণের অত্যুক্তি তাঁর কাছে তখন অন্যায় বলে মনে হয়নি। কিন্তু রিবেনট্রপ এই উক্তি সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করলেন। আত্তোলিকোও তাঁর মত আঁকড়ে রইলেন। তিনি বললেন :

"ফরাসী ও ব্রিটিশ ঘোষণা এখন আর বিবেচ্য নয়। চিয়ানো আজ সকাল ৮-৩০ মিনিটে এই প্রস্তাব টেলিফোনে জানিয়েছেন অর্থাৎ এমন সময়ে জানিয়েছেন যার পূর্বেই ইঙ্গ-ফরাসী ঘোষণা ইতালিতে রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঘোষণা দুটি বাতিল হয়ে গেছে। কাউণ্ট চিয়ানো আরও বলেছেন, ফ্রান্স বিশেষভাবে দুচের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। আপাতত চাপ আসছে ফ্রান্স থেকে, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্সকে অনুসরণ করবে।"

রিবেনট্রপের সন্দেহ গেল না। তিনি বললেন একটু আগে তিনি ফ্যুরেরের সঙ্গে দুচের প্রস্তাব নিয়ে কথা বলেছেন। ফ্যুরের যা জানতে চাইছেন, তা হল এই যে ইঙ্গ-ফরাসী নোট চরমপত্র কিনা। সেই কথা জানতেই আত্তোলিকো এসেছিলেন ব্রিটিশ দূতাবাসে আর হেণ্ডারসনের উত্তর পেয়ে আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে গেলেন হ্বিলহেল্‌ম্‌স্‌স্ট্রাসেতে এবং একটু দম নিয়ে রিবেনট্রপকে সেই উত্তর জানালেন। রিবেনট্রপ বললেন, ইঙ্গ-ফরাসী ঘোষণাপত্রের জর্মন উত্তর নেতিবাচক হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ফ্যুরের দুচের প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখছেন এবং রোম যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে ইঙ্গ-ফরাসী ঘোষণাপত্র চরমপত্র নয়, তাহলে দুএকদিনের মধ্যে উত্তর দেবেন। আত্তোলিকো আরও আগে উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শেষ

পর্যন্ত রিবেনট্রপ রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর নাগাদ উত্তর দিতে রাজী হলেন।

ইতিমধ্যে মুসোলিনির সব আশা বিনষ্ট হয়েছে। বেলা দুটোয় চিয়ানো ইংরেজ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের সাক্ষাতেই হ্যালিফ্যাক্স ও বন্নেকে টেলিফোন করে আত্তোলিকোর সঙ্গে জর্মন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনার কথা জানান। বন্নে তার স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এবং চিয়ানোকে ধন্যবাদ জানালেন। হ্যালিফ্যাক্স বললেন, ব্রিটিশ ঘোষণাপত্র চরমপত্র নয়, কিন্তু মুসোলিনির সম্মেলনের প্রস্তাব শুধুমাত্র এক শর্তেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে : পোল্যাণ্ড থেকে জর্মনসৈন্য অপসারণ। বন্নে অবশ্য এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। হ্যালিফ্যাক্স এ-বিষয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত চিয়ানোকে টেলিফোন করে জানাবেন বললেন। সন্ধ্যা ৭টার কিছু পরে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত জানা গেল। জর্মানি যদি পোল্যাণ্ড থেকে সৈন্য অপসারণ করে, তবে ব্রিটেন দুচের প্রস্তাব গ্রহণ করবে। চিয়ানো বুঝতে পারলেন, এই শর্ত হিটলারের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ইতালির এ-বিষয়ে আর কিছু করণীয় নেই। সুতরাং ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৮-৫০ মিনিটে ক্লান্ত আত্তোলিকো আবার এলেন হ্বিলহেল্‌ম্‌স্ট্রাসেতে। চ্যান্সেলারিতে এবার রিবেনট্রপ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। হিটলারের সঙ্গে তখন তাঁর আলোচনা চলছিল। জর্মন বিদেশদপ্তরের একটি স্মারকলিপিতে দৃশ্যটির বর্ণনা রয়েছে :

"ইতালির রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই খবর দিলেন যে, ব্রিটেন ইতালির মধ্যস্থতার প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজী নয়। ব্রিটেন আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বেই অধিকৃত পোলিশ অঞ্চল এবং ডানজিগ থেকে জর্মন সৈন্য-অপসারণের দাবি জানিয়েছে। পরিশেষে ইতালির রাষ্ট্রদূত জানালেন যে, দুচের ধারণা তার মধ্যস্থতার প্রস্তাবের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালির রাষ্ট্রদূতের এই বার্তা নীরবে গ্রহণ করলেন।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াবার ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকুও আর রইল না। বন্নে কিন্তু তখনও একেবারে আশা ছাড়েন নি। তিনি রাত্রি ৯টায় চিয়ানোকে আবার টেলিফোনে জানালেন, ফরাসী নোট চরমপত্র নয় এবং ফরাসী সরকার ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যদিন পর্যন্ত জর্মন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে রাজী আছেন। বন্নে আরও জানালেন, ফরাসী সরকার ব্রিটেনের সঙ্গে একমত যে, জর্মনবাহিনীকে পোল্যাণ্ড ছেড়ে আসতে হবে। এই প্রথম বন্নে জর্মন সৈন্য অপসারণের শর্ত আরোপ করলেন। অবশ্য ব্রিটেনের জন্য ফরাসী সরকারকে

এই শর্ত আরোপ করতে হল। চিয়ানো জবাব দিলেন, জর্মন সরকার এই দাবি মেনে নিতে রাজী নয়। কিন্তু বন্নে তবুও হাল ছাড়লেন না। বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ডের প্রতি ফ্রান্সের দায়িত্ব এড়াবার জন্য রাত্রির মধ্যে আর একটি উপায় খুঁজে বার করলেন। চিয়ানোর ৩ সেপ্টেম্বরের ডায়েরীর পাতায় এই চেষ্টার উল্লেখ আছে।

"রাত্রিতে (৩ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে আমার ঘুম ভাঙানো হয়, কারণ বন্নে ওয়্যারিগ্নিয়াকে* জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা অন্তত জর্মনিকে পোল্যাণ্ড থেকে প্রতীকী সৈন্য অপসারণে সম্মত করাতে পারব কিনা। আমি দুচেকে না জানিয়েই প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা নিয়ে এবং নিরুৎসাহিত চিত্তে ফ্রান্স এই বিরাট পরীক্ষার দিকে অগ্রসর হল।

৩ সেপ্টেম্বর

৩ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের কাছ থেকে ব্রিটিশ দূতাবাসে স্যার নেভিল হেণ্ডারসনের কাছে যে টেলিগ্রাম আসে তাতে বলা হয়, তিনি যেন জর্মন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সকাল ৯টায় এক সাক্ষাৎকার চান এবং ব্রিটিশ সরকারের জরুরী বার্তা পেশ করেন। বার্তাটি তখনোই পাঠানো হচ্ছে।

এতদিনে চেম্বারলেন[১১] সরকার বিভ্রমের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। দীর্ঘকাল শান্তির খোয়াব দেখেছেন চেম্বারলেন। তোষণনীতির ঢালু পথ বেয়ে আজ তিনি গহ্বরের কিনারায়। পোল্যাণ্ড থেকে জর্মন সৈন্য অপসারণ দাবি করে সাবধান বাণী পাঠাবার পর কমন্স সভায় চেম্বারলেন যে বক্তৃতা দেন তাতে এর পরিচয় মেলে:

"আঠারো মাস আগে এই সভায় আমার প্রার্থনা ছিল, যেন এই দেশকে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মীমাংসা গ্রহণ করতে বলার দায়িত্ব আমায় উপর না আসে। আমি আশঙ্কা করছি, সেই দায়িত্ব সম্ভবত আমি এড়াতে পারব না।...একথা জেনেই আমরা ইতিহাসের আদালতে দাঁড়াব যে এই ভয়ানক বিপদের দায়িত্ব একটিমাত্র লোকের স্কন্ধে ন্যস্ত। তিনি জর্মন চ্যান্সেলার, যিনি নিজের অর্থহীন উচ্চাশা পূরণের জন্য সমগ্র জগৎকে দুঃখে নিমজ্জিত করতে দ্বিধা করেননি। জর্মন জাতির সঙ্গে আমাদের কোনো কলহ নেই। যতদিন নাৎসী সরকারের অস্তিত্ব আছে ততদিন গত দুবছর ধরে এই সরকার ক্রমাগত যে কৌশল

* পারীতে ইতালির রাষ্ট্রদূত

অবলম্বন করেছে, তারই অনুসরণ করে যাবে, ততদিন য়োরোপে কোনো শান্তি থাকবে না। আমরা এক সঙ্কট থেকে আর এক সঙ্কটে পৌঁছব মাত্র এবং একটির পর একটি দেশ এমন উপায়ে আক্রান্ত হতে দেখব যার নোংরা কৌশলের সঙ্গে এতদিনে আমরা পরিচিত হয়েছি। আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা এই অবস্থার প্রতিকার করতে হবে।"*

কিন্তু এই বক্তৃতার পরও চেম্বারলেনের মন থেকে দ্বিধা কিংবা যুদ্ধ ঘোষণার অনিচ্ছা যে একেবারে মুছে যায়নি তার প্রমাণ আছে। প্রথমত, ১ সেপ্টেম্বর জর্মন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যে নোট পাঠানো হয়, তার ভাষা চরমপত্রের মত হলেও তা যে চরমপত্র নয়, তা আত্তোলিকোর প্রশ্নের উত্তরে হেণ্ডারসনের জবাব এবং চিয়ানোর কাছে হ্যালিফ্যাক্সের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

এই নোটের উত্তর দেওয়ার কোনো সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া যুগপৎ ফ্রান্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা আবশ্যিক কিন্তু ফরাসী ক্যাবিনেট বিভক্ত। দালাদিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, কিন্তু বন্নে তখনও তোষণনীতির মায়ায় আবদ্ধ। ফরাসী সংসদের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটি বন্নের মতাবলম্বী। ফরাসী সরকারের দ্বিধা ছাড়াও মুসোলিনির শান্তি প্রস্তাবও আর একটি নতুন উপাদান। দেরি করার আর একটি কারণ, নারী ও শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য অঞ্চল থেকে অপসারণ এবং সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য কিছু সময়। অতএব চেম্বারলেন শান্তির শেষ আশাও একেবারে ছাড়েন নি। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করার এই সব বাধা সাধারণের কাছে প্রকাশ করাও যায় না, অথচ ইতিমধ্যে হাউস অব কমন্স চেম্বারলেনের হাতের বাইরে চলে গেছে, কমন্স সভার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে। অনেকে চেম্বারলেন সরকারকে কাপুরুষ এবং বিশ্বাসঘাতক বলেও ভাবতে শুরু করেছেন।

২ সেপ্টেম্বর সঙ্কট আরও ঘনীভূত হল। সন্ধ্যায় যখন পার্লামেন্টের অধিবেশন বসল তখন তীব্র উত্তেজনার মধ্যে বিতর্ক শুরু হল এবং চেম্বারলেন সরকারের দীর্ঘসূত্রিতার নীতির ও যুদ্ধ ঘোষণায় বিলম্বের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ ও বিক্ষোভের নাটকীয় বিস্ফোরণ ঘটল। বিরোধী লেবার দলের পক্ষে যখন গ্রীনউড বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তখন রক্ষণশীল দলের সদস্য আমেরি অধীর উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন—ইংলণ্ডের হয়ে কথা বলুন।** সঙ্গে সঙ্গে গোটা কমন্সসভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। এর পর আর কোনো সন্দেহ রইল

* Keith Feiling-এর Life of Neville Chamberlain থেকে উদ্ধৃতি—পৃঃ ৪১৩

** Winston Churchill : The Second World War

না যে গোটা কমন্সসভা যুদ্ধের পক্ষে। চার্চিল লিখেছেন, "৩ অগস্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ দৃশ্যে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার চেয়েও (২ সেপ্টেম্বর) পার্লামেন্ট অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল বলে আমার ধারণা। সন্ধ্যায় ওয়েস্টমিনিষ্টারের ক্যাথিড্রালের উল্টোদিকে আমার ফ্ল্যাটে বিভিন্ন দলের কয়েকজন প্রভাবশালী ভদ্রলোক উপস্থিত হন এবং পাছে আমরা পোল্যাণ্ডের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পেছপা হই, এই আশঙ্কায় গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন। সেই রাত্রিতে আমি প্রধানমন্ত্রীকে নীচের চিঠিটি লিখি :

২-৯-৩৯

শুক্রবার আমাদের আলোচনার পর আপনার কাছ থেকে আর কোনো খবর পাইনি। তখন আমার ধারণা হয়েছিল যে, আমি আপনার সহকর্মী হিসাবে কাজ করব এবং আপনি বলেছিলেন যে এ-বিষয়ে আপনি শীঘ্রই ঘোষণা করবেন। আমি সত্যি জানি না, আজকের উত্তেজনার মধ্যে কি ঘটেছে, যদিও আমার ধারণা, যখন আপনি বলেছিলেন যে পাশার শেষ দান পড়েছে, এখনকার পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমি জানি যে আজকের প্রচণ্ড য়োরোপীয় পরিস্থিতির সংস্পর্শে কৌশলের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু আগামী কাল দুপুরে বিতর্ক শুরু হওয়ার পূর্বে প্রকাশ্যে এবং গোপনে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, একথা আমাকে জানাতে বলার অধিকার আছে বলে মনে করি*।"

২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হ্যালিফ্যাক্স পরামর্শ দেন, যেন ওইদিন মধ্যরাত্রিতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একসঙ্গে বেলিনে চরমপত্র দেয়। এই চরমপত্রের মেয়াদ শেষ হবে পরদিন সকাল ৬টায়।

কিন্তু বিভক্ত ফরাসী ক্যাবিনেট তখনও মনস্থির করতে পারেনি। গত এক সপ্তাহের মধ্যে ফরাসী ক্যাবিনেট পোল্যাণ্ডের প্রতি প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোতে পারেনি। ২৩ অগস্টের রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির খবরে ফ্রান্স মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। বনে তখন নতুন পরিস্থিতিতে কি কর্তব্য তা আলোচনার জন্য জাতীয় আরক্ষা পরিষদ আহ্বান করতে দালাদিয়েকে সম্মত করিয়েছিলেন। দালাদিয়ে এবং বনেকে নিয়ে এই পরিষদের সদস্য সর্বসমেত ১২ জন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সশস্ত্র-

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ

বাহিনীর তিনটি শাখার তিনজন মন্ত্রী, জেনারেল গামেল্যাঁ এবং নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর দুই প্রধান।

দালাদিয়ের সমরক্যাবিনেটের প্রধান জেনারেল দেফাঁ এই পরিষদের বৈঠকের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, সেখানে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় :

১। পোল্যাণ্ড কিংবা রুমানিয়াকে যখন য়োরোপের ম্যাপ থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে, তখন ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে কি ?

২। কি উপায়ে ফ্রান্স এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে ?

৩। এই মুহূর্তে কি করণীয় ?

বিপজ্জনক য়োরোপীয় পরিস্থিতি বর্ণনা করে বন্নে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন :

"পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা কি আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করব এবং অবিলম্বে যুদ্ধে যোগ দেব, অথবা আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি পুনরায় বিবেচনা করে দেখব এবং তাতে আমাদের যে সময় মিলবে, তার সুযোগ নেব। এই প্রশ্নের উত্তরের প্রকৃতি প্রধানত সামরিক।"

উত্তরে গামেল্যাঁ ও দারলাঁ বললেন, সামরিক ও নৌবাহিনী প্রস্তুত। যুদ্ধের প্রথমদিকে জর্মনির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু ফরাসী সমর প্রস্তুতিতেই পোল্যাণ্ডের খানিকটা সহায়তা হবে। কারণ এতে আমাদের সীমান্তে কিছু জর্মন ইউনিট আটকে থাকবে। কতদিন পোল্যাণ্ড কিংবা রুমানিয়া জর্মনির বিরুদ্ধে লড়তে পারবে, এই প্রশ্নের উত্তরে গামেল্যাঁ বললেন : আগামী বসন্তের পূর্বে জর্মন বাহিনীর অধিকাংশকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা সম্ভব হবে না। এবং ততদিনে ব্রিটেন ফ্রান্সের পাশে এসে দাঁড়াবে। অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হল :

"আলোচনার ফলে একথা বোঝা গেল যে, কয়েকমাস পরে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলেও, জর্মনির শক্তিবৃদ্ধি হবে আরও অনেক বেশি। কারণ ততদিনে পোলিশ ও রুমানীয় সম্পদ তার আয়ত্তে এসে যাবে। অতএব ফ্রান্সের সম্মুখে অন্য কোনো পথ খোলা নেই······একমাত্র সমাধান হল পোল্যাণ্ডের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে মেনে নেওয়া।"

২৩ অগস্টের এই বৈঠকের পর সশস্ত্রবাহিনীকে সতর্ক করা হয়। ২৪ অগস্ট মজুত বাহিনীকে আহ্বান করা হল। ৩১ অগস্ট ফরাসী ক্যাবিনেট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ঘোষণা করল, ফ্রান্স দৃঢ়ভাবে তার

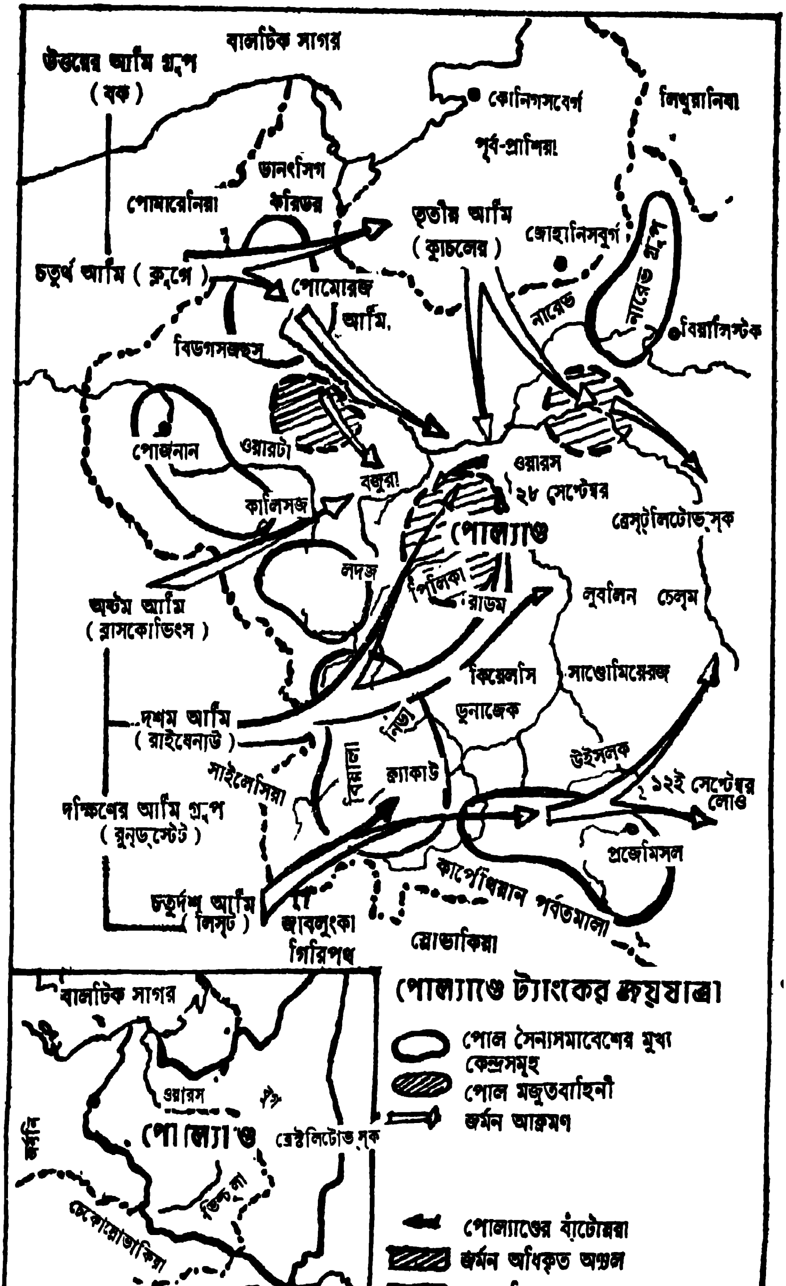
দায়িত্ব পালন করবে। ১ সেপ্টেম্বর হ্যালিফ্যাক্সের পরামর্শে বন্নে ইংলণ্ডের সঙ্গে একযোগে সাবধানবানী উচ্চারণ করে বার্লিনে নোট পাঠালেন। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন হ্যালিফ্যাক্স ওইদিন মধ্যরাত্রিতে চরমপত্র পাঠাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন জেনারেল গামল্যাঁ ও ফরাসী জেনারেল স্টাফ্ বাধা দিলেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি জর্মানি আক্রমণ করে, তাহলে সেই আক্রমণ ঠেকাতে হবে শুধু-মাত্র ফ্রান্সকেই। তখন একটি ইংরেজ সৈন্যকেও পাওয়া যাবে না। সুতরাং বিনা বাধায় সৈন্যবাহিনীর সমর প্রস্তুতির জন্য আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় চাইলেন ফরাসী জেনারেল স্টাফ্। সন্ধ্যা ৬টায় হ্যালিফ্যাক্স পারীতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার এরিক ফিপ্সকে টেলিফোন করলেন : ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ফরাসী মনোভাবের জন্য হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছে।

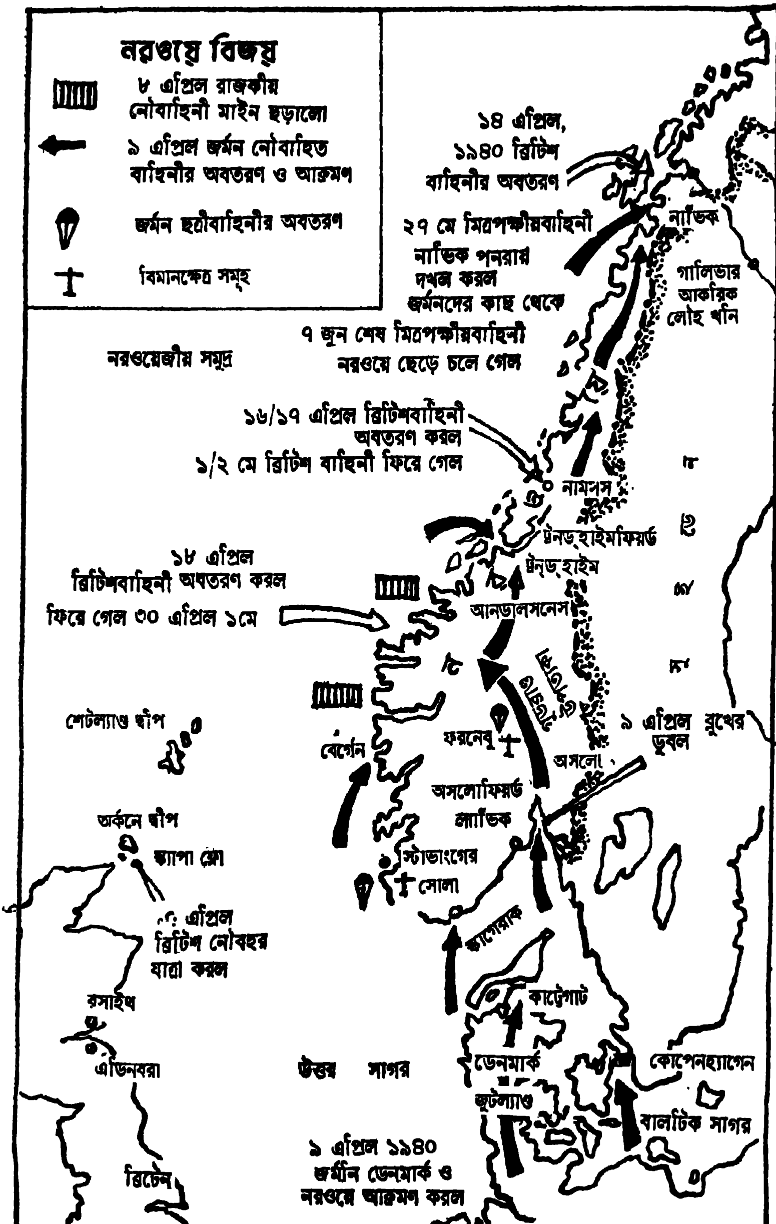
চেম্বারলেন সরকারের পক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। কারণ পার্লামেণ্টের ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণের পর একথা চেম্বার-লেনের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ৩ সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সময় চেম্বারলেন যদি কোনো সুনির্দিষ্ট সংবাদ না দিতে পারেন, তবে তার সরকারকে তিনি টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। সুতরাং ২ সেপ্টেম্বর কমন্সসভা থেকে বেরিয়ে এসে সোজা দালাদিয়েকে ফোন করলেন তিনি। ক্যাডোগান ফোনে এই কথোপকথন শোনেন এবং সরকারী দলিলের জন্য একটি বিবরণী তৈরী করেন। নীচে তার অনুবাদ দেওয়া হল ; "চেম্বারলেন : এখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক...... পার্লামেণ্টে একটি ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণ ঘটে গেছে...আগামীকাল মধ্যদিন থেকে ফ্রান্স যদি আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দাবি করে, তাহলে এই সরকারের পক্ষে এখানে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা অসম্ভব হবে।"

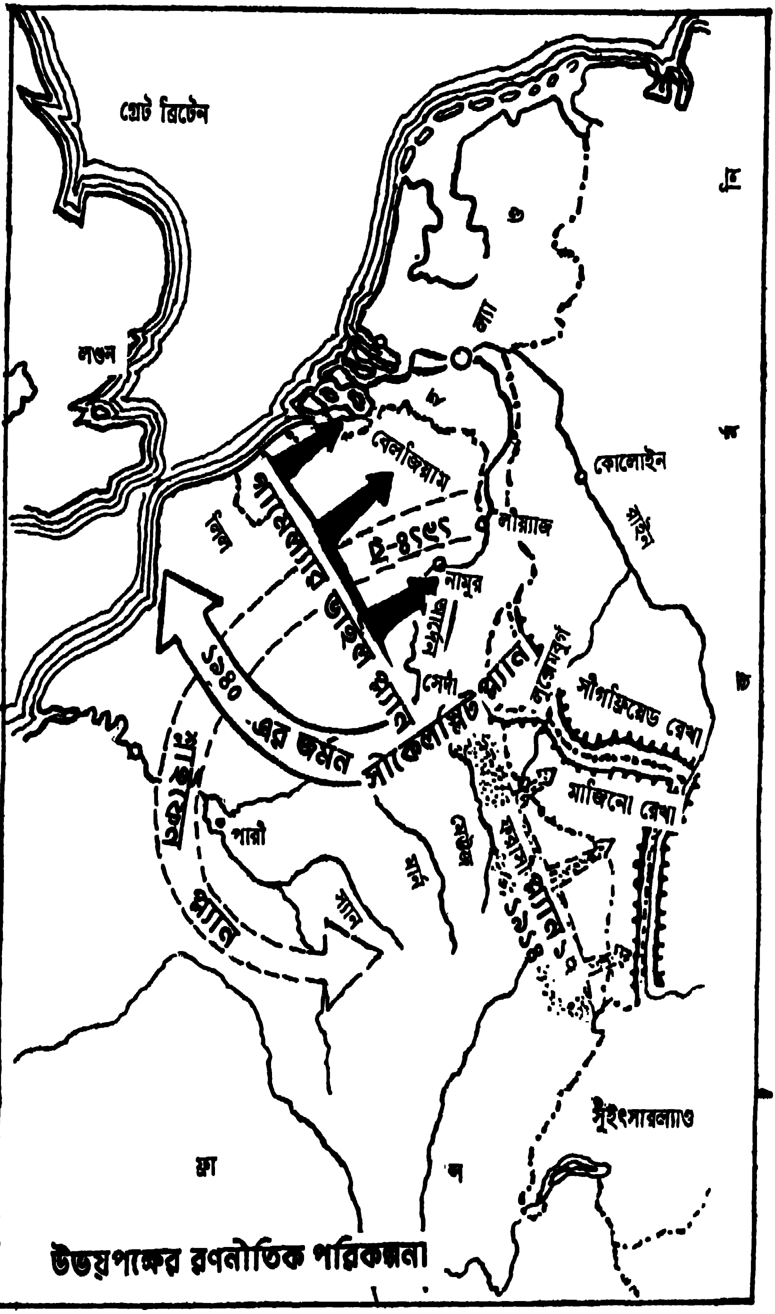
প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, তিনি জানেন জর্মন আক্রমণের ঝুঁকি ফ্রান্সকেই সামলাতে হবে। তবু আজ সন্ধ্যার মধ্যে তাঁকে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি একটি মধ্যপন্থার প্রস্তাব করলেন...আগামীকাল সন্ধ্যায় চরমপত্র দেওয়া হবে যার মেয়াদ শেষ হবে পরদিন দুপুরে।

দালাদিয়ে উত্তর দিলেন যে, ব্রিটিশ বোমারু বিমান যদি এই মুহূর্তে যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত না থাকে, তবে ফরাসীদের পক্ষে জর্মন বাহিনীর উপর আক্রমণ কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়াই ভাল।

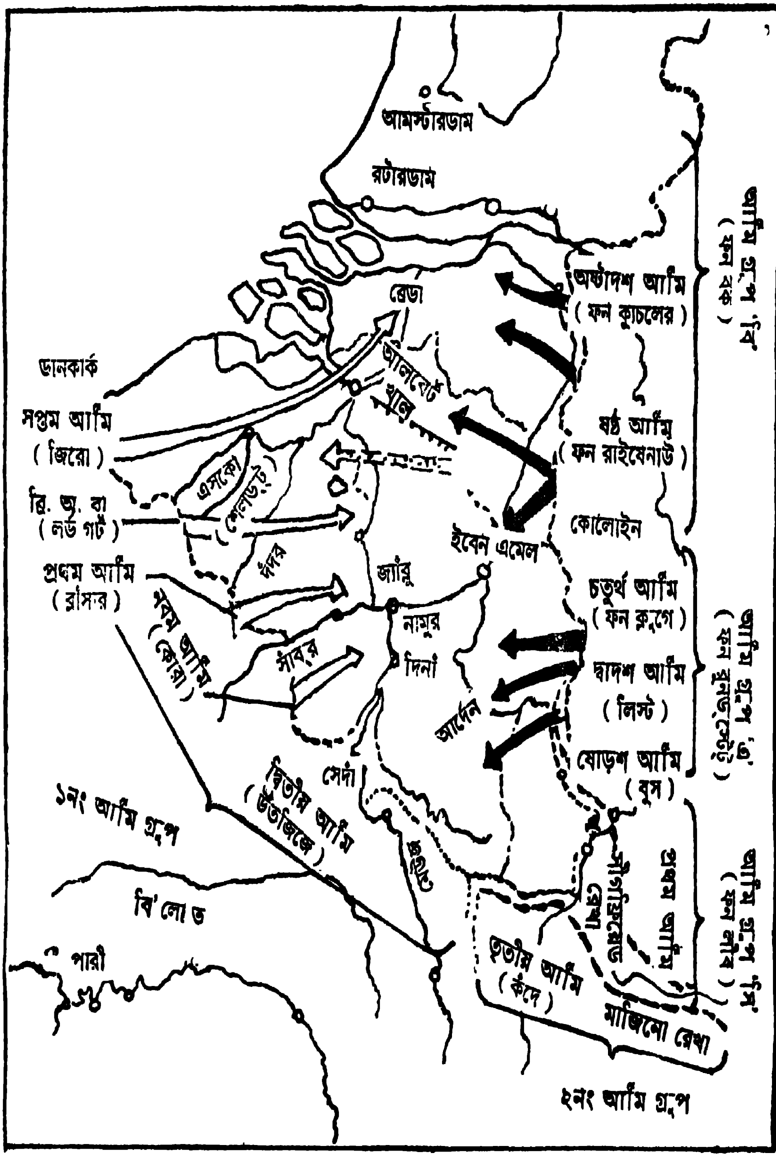
রাত্রি ১০-৩০-এ হ্যালিফ্যাক্স বন্নেকে ফোন করলেন। তিনি ফরাসী


বালটিক সাগর
উত্তরের আর্মি গ্রূপ
(বক)
কোনিগসবের্গ
লিথুয়ানিয়া
পূর্ব-প্রাশিয়া
ডানৎসিগ
করিডর
পোমারেনিয়া
তৃতীয় আর্মি
(কুচলের)
জোহানিসবুর্গ
চতুর্থ আর্মি (ক্লুগে)
পোমোরজ
আর্মি
নারেভ
বিয়ালিস্টক
বিডগসজ্জ
পোজনান
ওয়ারটা
বজুরা
ওয়ারস
২৮ সেপ্টেম্বর
কালিসজ
পোল্যাণ্ড
ব্রেস্ট্‌লিটোভ্‌স্ক
লদজ
পিলিকা
রাডম
লুবলিন
চেল্‌ম
অষ্টম আর্মি
(ব্লাসকোভিৎস)
কিয়েলসি
সাণ্ডোমিয়েরজ
দশম আর্মি
(রাইখেনাউ)
ডুনাজেক
ভিস্তুলা
উইসলক
সাইলেসিয়া
ক্র্যাকাউ
১২ই সেপ্টেম্বর
লোও
দক্ষিণের আর্মি গ্রূপ
(রুন্ড্‌স্টেট)
প্রজেমিসল
কার্পেথিয়ান পর্বতমালা
চতুর্দশ আর্মি
(লিস্‌ট)
জাবলুংকা
গিরিপথ
স্লোভাকিয়া
বালটিক সাগর
ওয়ারস
পোল্যাণ্ড
ব্রেস্টলিটোভ্‌স্ক
চেকোস্লোভাকিয়া
পোল্যাণ্ডে ট্যাংকের জয়যাত্রা
পোল সৈন্যসমাবেশের মুখ্য কেন্দ্রসমূহ
পোল মজুতবাহিনী
জর্মন আক্রমণ
পোল্যাণ্ডের ঘাঁটোয়ারা
জর্মন অধিকৃত অঞ্চল
রুশ অধিকৃত অঞ্চল


নরওয়ে বিজয়
৮ এপ্রিল রাজকীয় নৌবাহিনী মাইন ছড়ালো
৯ এপ্রিল জর্মন নৌবাহিত বাহিনীর অবতরণ ও আক্রমণ
জর্মন ছত্রীবাহিনীর অবতরণ
বিমানক্ষেত্র সমূহ
১৪ এপ্রিল, ১৯৪০ ব্রিটিশ বাহিনীর অবতরণ
২৭ মে মিত্রপক্ষীয়বাহিনী নার্ভিক পনরায় দখল করল জর্মনদের কাছ থেকে
নার্ভিক
গালিভার আকরিক লোহ খনি
৭ জুন শেষ মিত্রপক্ষীয়বাহিনী নরওয়ে ছেড়ে চলে গেল
নরওয়েজীয় সমুদ্র
১৬/১৭ এপ্রিল ব্রিটিশবাহিনী অবতরণ করল
১/২ মে ব্রিটিশ বাহিনী ফিরে গেল
নামসস
ট্রনড্‌হাইমফিয়র্ড
ট্রন্‌ড্‌হাইম
১৮ এপ্রিল ব্রিটিশবাহিনী অবতরণ করল
ফিরে গেল ৩০ এপ্রিল ১মে
আনডালসনেস
শেটল্যাণ্ড দ্বীপ
বের্গেন
ফরনেবু
অসলো
৯ এপ্রিল ব্লুখের ডুবল
অসলোফিয়র্ড
ন্যার্ভিক
অর্কনে দ্বীপ
স্ক্যাপা ফ্লো
স্টাভাংগের
সোলা
এপ্রিল ব্রিটিশ নৌবহর যাত্রা করল
স্কাগেরাক
রসাইথ
কাটেগাট
এডিনবরা
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
কোপেনহ্যাগেন
জুটল্যাণ্ড
বালটিক সাগর
৯ এপ্রিল ১৯৪০ জর্মান ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করল
ব্রিটেন



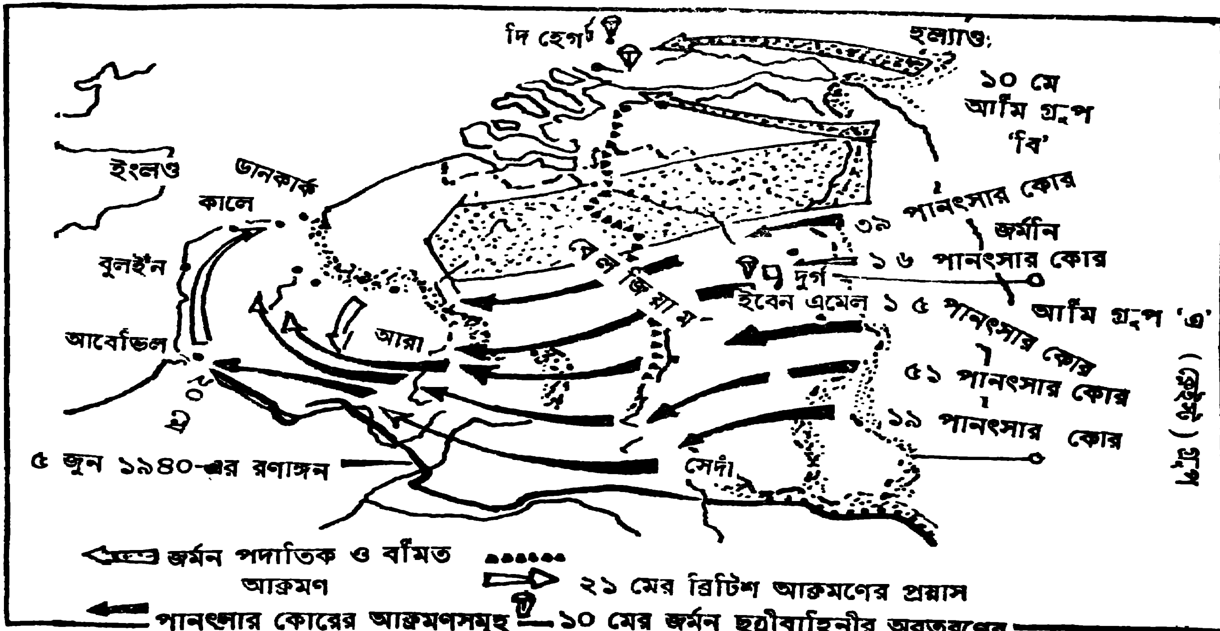
উভয়পক্ষের রণনীতিক পরিকল্পনা

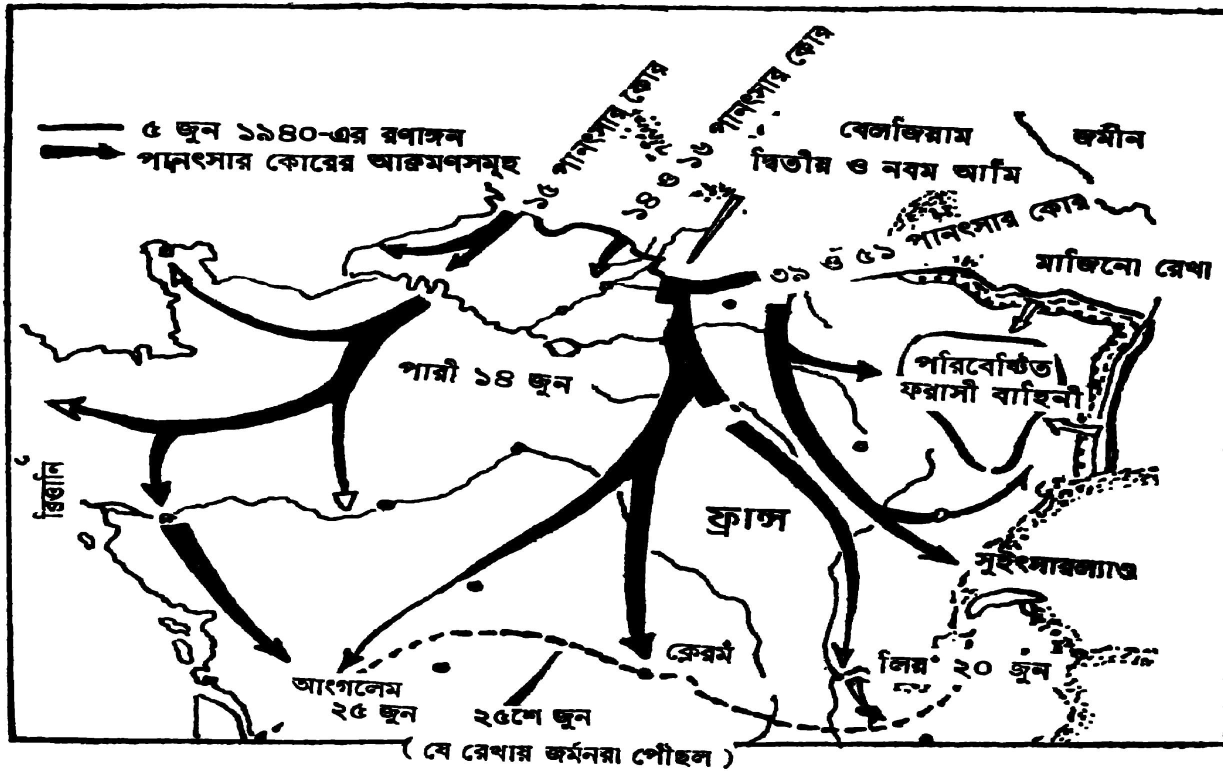


উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশের রেখা

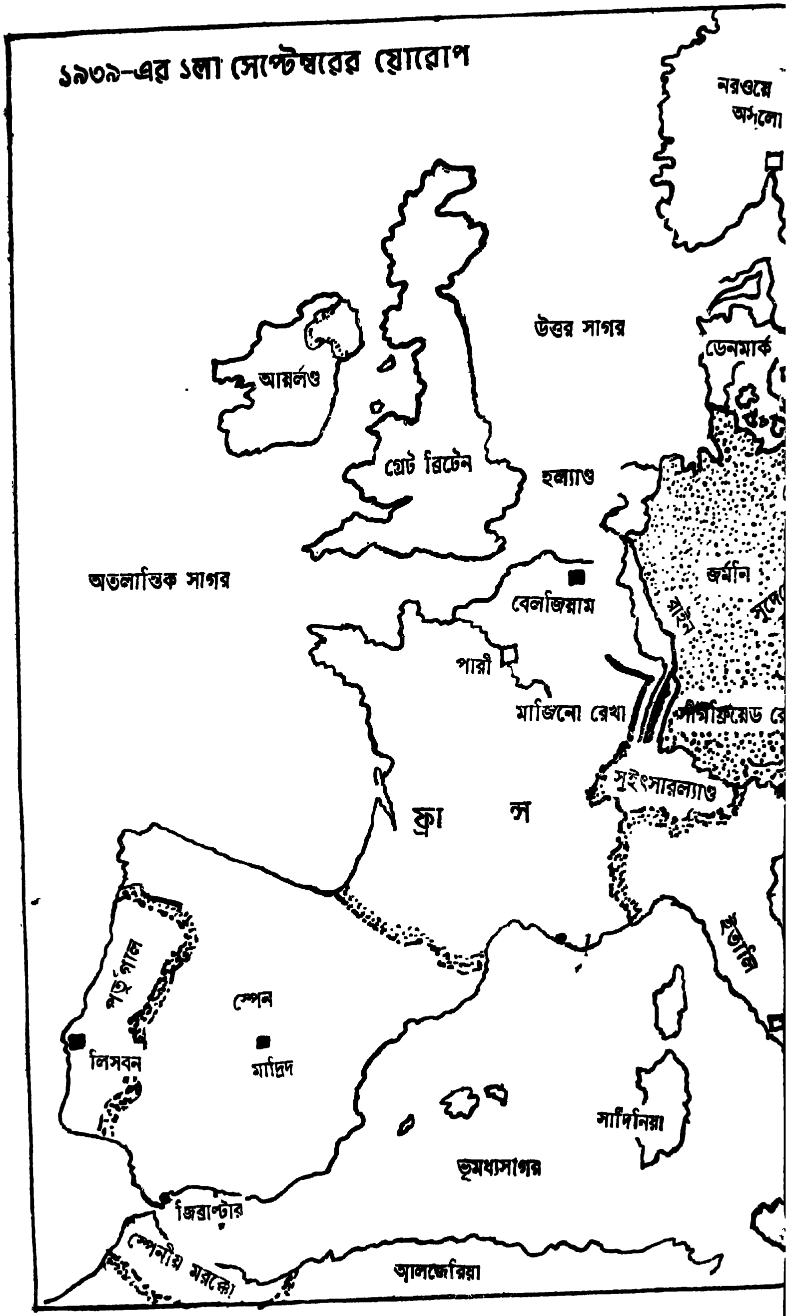
ফ্রান্সের পতন—১৯৪০ ২৬ মে—২ জুন

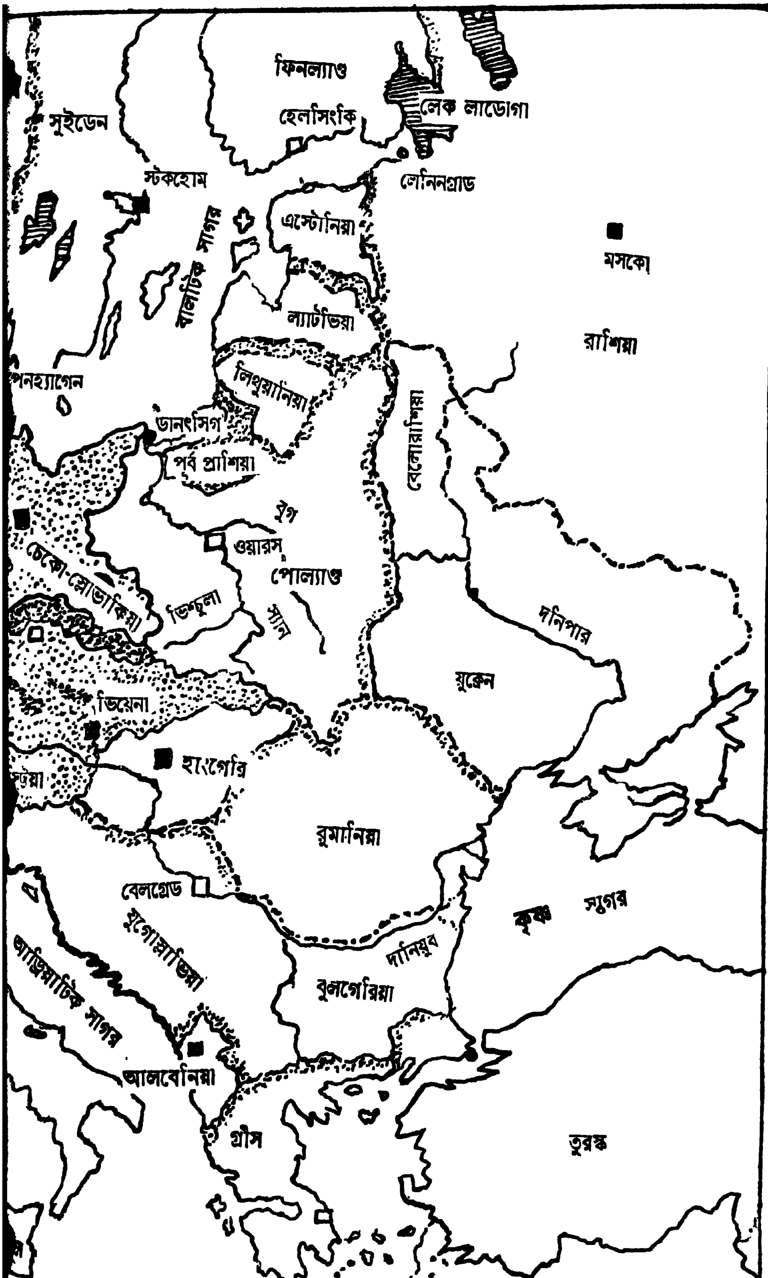
মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর ডানকার্ক থেকে উদ্বাসন





৫ জুন ১৯৪০-এর রণাঙ্গন
পানৎসার কোরের আক্রমণসমূহ
১৫ পানৎসার কোর
১৪ ও ১৬ পানৎসার কোর
বেলজিয়াম
জর্মান
দ্বিতীয় ও নবম আর্মি
৩৯ ও ৫১ পানৎসার কোর
মাজিনো রেখা
পারী ১৪ জুন
পরিবেষ্টিত ফরাসী বাহিনী
ফ্রান্স
সুইৎসারল্যাণ্ড
ব্রিটানি
ক্লেরমঁ
লিয়ঁ ২০ জুন
আংগলেম ২৫ জুন
২৫শে জুন
(যে রেখায় জর্মনরা পৌঁছল)


১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বরের য়োরোপ
নরওয়ে
অস্লো
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
আয়র্লণ্ড
গ্রেট ব্রিটেন
হল্যাণ্ড
অতলান্তিক সাগর
বেলজিয়াম
রাইন
পারী
মাজিনো রেখা
সুইৎসারল্যাণ্ড
ফ্রা ন্স
পর্তুগাল
স্পেন
লিসবন
মাদ্রিদ
সার্দিনিয়া
ভূমধ্যসাগর
জিব্রাল্টার
স্পেনীয় মরক্কো
আলজেরিয়া


ফিনল্যাণ্ড
লেক লাডোগা
হেলসিংকি
সুইডেন
স্টকহোম
লেনিনগ্রাড
বাল্টিক সাগর
এস্টোনিয়া
মসকো
ল্যাটভিয়া
রাশিয়া
পেনহ্যাগেন
লিথুয়ানিয়া
বেলোরাশিয়া
ডানৎসিগ
পূর্ব প্রাশিয়া
বুগ
ওয়ারস
পোল্যাণ্ড
চেকো-স্লোভাকিয়া
ভিশ্চুলা
স্যান
দনিপার
য়ুক্রেন
ভিয়েনা
হাংগেরি
রুমানিয়া
বেলগ্রেড
কৃষ্ণ সাগর
যুগোস্লাভিয়া
দানিয়ুব
আড্রিয়াটিক সাগর
বুলগেরিয়া
আলবেনিয়া
গ্রীস
তুরস্ক

সরকারকে চেম্বারলেনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য জোর করতে লাগলেন। বন্নে রাজী নন। তিনি আপত্তি জানালেন। এত তাড়াতাড়ি কিছু করার জন্য ব্রিটিশ জবরদস্তির ফলে ফ্রান্সে বিশ্রী ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি দাবি করলেন চরমপত্র দেওয়ার আগে লণ্ডন অন্তত আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করুক। হ্যালিফ্যাক্স বললেন, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ততক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়···ততক্ষণ সরকার পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে পারবে কি না সন্দেহ। সুতরাং হ্যালিফ্যাক্স বন্নেকে জানালেন, ফরাসী সরকার যদি অগ্রসর হতে রাজী না হয়, তবে ব্রিটিশ সরকারকে পৃথকভাবেই কাজ করতে হবে। রাত্রি দুটোয় লণ্ডন থেকে ফরাসী রাষ্ট্রদূত করবাঁ বন্নেকে ফোনে জানালেন যে, রবিবার দুপুরে (৩ সেপ্টেম্বর) পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় যদি চেম্বারলেন সরকার সুস্পষ্ট সংবাদ না দিতে পারে, তবে সরকারের পতন ঘটবে।

ভোর ৪টায় হেণ্ডারসনের কাছে হ্যালিফ্যাক্সের টেলিগ্রাম পৌঁছোয়। রবিবার ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় ব্রিটিশ সরকারের এই চরমপত্র হেণ্ডারসনকে জর্মন সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ব্রিটিশ চরমপত্রে ১ সেপ্টেম্বরের জর্মন সৈন্য অপসারণের দাবি সম্বলিত নোটের কথা উল্লেখ করে বলা হয় :

যদিও এই বার্তা ২৪ ঘণ্টা আগে দেওয়া হয়েছে, এখনও তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি, অথচ পোল্যাণ্ডে জর্মন আক্রমণ চলছে এবং আরও তীব্রতর হয়েছে। সুতরাং আমি সবিনয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আজ ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ গ্রীষ্মকালীন সময় বেলা ১১টার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত বিষয়ে জর্মন সরকার যদি কোনো সন্তোষজনক আশ্বাস না দেয় এবং তা লণ্ডনে হিজ ম্যাজিস্টিজ গভর্ণমেণ্টের কাছে না পৌঁছায়, তবে ওই সময় থেকে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হবে।

হেণ্ডারসন হ্বিলহেলমস্ট্রাসেতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সকাল ৯টায় রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হবে না এবং বিদেশমন্ত্রক থেকে তাঁকে বলা হল যে, হেণ্ডারসন যেন তাঁর বার্তা সরকারী দোভাষী ডঃ স্মিটের হাতে দেন। ডঃ স্মিট পরে এই ঘটনার বর্ণনা করেছেন : "হেণ্ডারসন ঘরে ঢুকলেন, তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি করমর্দন করলেন কিন্তু বসলেন না, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ব্রিটিশ চরমপত্র পড়ে গেলেন এবং স্মিট্‌কে একটি কপি দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।"

এই দলিলটি নিয়ে ডঃ স্মিট্ হ্বিলহেলমস্ট্রাসে থেকে চ্যান্সেলারিতে গেলেন। সেখানে ফ্যুরের অফিসের বাইরে ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্য

এবং পদস্থ কর্মচারী চিন্তিতভাবে খবরের প্রতীক্ষা করছিলেন। ডঃ স্মিট্ সোজা ফ্যুররের ঘরে ঢুকে গেলেন। পরবর্তী ঘটনা ডঃ স্মিটের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"আমি যখন পাশের ঘরে ঢুকলাম তখন হিটলার তাঁর ডেস্কের সামনে বসেছিলেন। রিবেনট্রপ দাঁড়িয়েছিলেন জানালার কাছে। আমি ঘরে ঢুকতেই উভয়ে আমার দিকে সাগ্রহে তাকালেন। হিটলারের ডেস্ক থেকে কিছুটা দূরে আমি থামলাম এবং তারপর ধীরে, ধীরে ব্রিটিশ চরমপত্রটি অনুবাদ ক'রে গেলাম। আমি যখন শেষ করলাম তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

হিটলার সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনড় হয়ে বসে রইলেন···কিছুক্ষণ পরে (যা আমার কাছে এক যুগ বলে মনে হয়েছিল) তিনি জানালার কাছে তখনও দাঁড়ানো রিবেনট্রপের দিকে তাকালেন। বন্য দৃষ্টিতে তাঁকে বিদ্ধ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন এখন কি হবে ? যেন তিনি এটা বোঝাতে চাইছিলেন যে, ইংলণ্ডের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর বিদেশমন্ত্রী তাঁকে ভুল বুঝিয়েছেন। রিবেনট্রপ শান্তভাবে উত্তর দিলেন—আমার ধারণা একঘণ্টার মধ্যে ফরাসীরা অনুরূপ চরমপত্র পাঠাবে।"

এরপর ডঃ স্মিট্ বাইরের ঘরে যেখানে সবাই অপেক্ষা করছেন, সেখানে তাদের খবরটা জানাতে গেলেন। তাঁরাও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর, স্মিট্ লিখেছেন, গ্যোরিঙ[১২] আমার দিকে ফিরে বললেন : "এই যুদ্ধে যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে ভগবান যেন আমাদের কৃপা করেন।"

গোয়বল্‌স্[১৩] ঘরের এক কোণে একা দাঁড়িয়েছিলেন, বিষণ্ন ও আত্মমগ্ন। ঘরের সর্বত্র গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া দেখলাম।

ডাহ্‌লেরাস কিন্তু তখনও অনিবার্যকে নিবারণ করার আশা ছাড়েননি। ব্রিটিশ চরমপত্রের কথা তিনি সকাল ৮টায় জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে লুথ্‌ট্‌হ্বাফে হেড কোয়ার্টারে মার্শাল গ্যোরিঙ্-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করেন যে, ব্রিটিশ চরমপত্রের উত্তর যেন যুক্তিপূর্ণ হয়। ডাহ্‌লেরাস আরও পরামর্শ দেন, গ্যোরিঙ্ যেন বেলা ১১ টার পূর্বেই এই ঘোষণা করেন যে তিনি লণ্ডনে উড়ে গিয়ে আলোচনায় বসতে রাজী আছেন।

তাঁর বইয়ে ডাহ্‌লেরাস লিখেছেন যে গ্যোরিঙ্ তাঁর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং হিটলারকে টেলিফোন করেন। হিটলারও রাজী হন। জর্মন দলিলপত্রে কিন্তু এর কোনো উল্লেখ নেই। ডঃ স্মিটের বর্ণনা থেকেও জানা

যায়, ৯টার কয়েক মিনিট আগে গ্যোরিঙ্ তাঁর হেডকোয়ার্টারে ছিলেন না, ছিলেন চ্যান্সেলারির পাশের ঘরে।

ডাহ্‌লেরাস অবশ্য ১০-১৫ মিনিটে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রকে ফোন্ ক'রে জানান, ব্রিটিশ চরমপত্রের জর্মন উত্তর আসছে এবং জর্মনসরকার ব্রিটিশ সরকারকে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লঙ্ঘন না করার আশ্বাস দিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তিনি আশা করেন, লণ্ডন হিটলারের উত্তর বিবেচনা করবে। ১০-১৫ মিনিটে তিনি আবার পররাষ্ট্রদপ্তরকে টেলিফোনে জানান, গ্যোরিঙ, হিটলারের সম্মতি নিয়ে আলোচনার জন্য লণ্ডনে উড়ে আসছেন। হ্যালিফ্যাক্স এই খবরের কঠিন উত্তর দিলেন। জর্মন সরকারকে একটি স্পষ্ট প্রশ্ন করা হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার তার একটি সুস্পষ্ট উত্তর চান। ব্রিটিশ সরকার গ্যোরিঙ্-এর সঙ্গে আর আলোচনার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী নন।

ডাহ্‌লেরাসের শেষ চেষ্টার এইখানে পূর্ণচ্ছেদ। ন্যুরেমবের্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সাক্ষ্য প্রদানকালে তাঁর আবার আবির্ভাব হয়েছিল। তার বই 'Last Attempt'এ তিনি যুদ্ধ এড়াবার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ব্রিটিশ চরমপত্রের সময়সীমা পার করে বেলা ১১টার কিছু পরে জর্মনির জবাব দেওয়ার জন্য হেণ্ডারসনকে ডেকে পাঠানো হয়। জর্মন সরকার ব্রিটিশ চরমপত্রের শর্ত পূরণ করা তো দূরের কথা, তা গ্রহণ করতেও রাজী নন। জর্মন উত্তরে বলা হয়, পোল্যাণ্ড জর্মানি আক্রমণ করেছে এবং যা কিছু ঘটেছে সব কিছুর জন্য ব্রিটেনই দায়ী। রাইষকে রক্ষায় নিযুক্ত জর্মনবাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করার জন্য ব্রিটিশ প্রচেষ্টা জর্মানি প্রত্যাখ্যান করছে। উত্তরে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হয় যে, মুসোলিনির শেষ মুহূর্তের শান্তি প্রস্তাব জর্মানি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্রিটেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জর্মানি ও জর্মন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

হেণ্ডারসন দলিলটি পড়ে বললেন, কে অপরাধী ইতিহাস তার বিচার করবে। তার উত্তরে রিবেনট্রপ বলেন, প্রকৃত ঘটনা ইতিমধ্যে ইতিহাস প্রমাণ করেছে।

বনে কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন, যাতে পোল্যাণ্ডের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন এবং কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে য়োরোপে শান্তি বজায় রাখা যায়। সুতরাং তিনি মুসোলিনির শান্তি প্রচেষ্টার উপর অনেকটা নির্ভর করেছিলেন, এমনকি বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডকে

অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন মুসোলিনিকে অনুরোধ করেন শান্তির জন্য হিটলারকে প্রভাবিত করতে।

বনে ২ সেপ্টেম্বর ফরাসী চরমপত্র দিতে বাধা দেন, কারণ তিনি চিয়ানোকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ইঙ্গ-ফরাসী নোটের জর্মন উত্তরের জন্য তিনি ৩ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

২ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রিতে ফরাসী ক্যাবিনেট স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার ১০-২০ মিনিটে রাষ্ট্রদূত কুল'দ্র ফরাসী চরমপত্র প্রদান করেন। ফরাসী চরমপত্রের ভাষা প্রায় ব্রিটিশ চরমপত্রের মত। কিন্তু হুবহু এক নয়। এতে বলা হয় যে, বিকেল পাঁচটার মধ্যে জর্মন সরকারের উত্তর না পেলে, ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ডের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করবেন এবং সে দায়িত্ব কি জর্মন সরকার তা অবগত আছেন।

বেলা ১২-৩০-এ রিবেনট্রপ কুলঁদ্রের সঙ্গে দেখা করেন। রিবেনট্রপ অভিযোগ করেন যে, মুসোলিনির শান্তিপ্রস্তাবে জর্মানি সম্মত হয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশ একগুঁয়েমীর ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে। রিবেনট্রপ বলে চললেন, জর্মানির ফ্রান্স আক্রমণ করার ইচ্ছা নেই, কিন্তু তবু যদি ফ্রান্স ব্রিটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তবে তা জর্মানির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে। এর কোনো উত্তর না দিয়ে কুল'দ্র শুধু একটি প্রশ্ন করেন, বিদেশ মন্ত্রীর কথা থেকে কি তিনি ধরে নেবেন যে ১ সেপ্টেম্বরের ফরাসী নোটের উত্তর নেতিবাচক। হ্যাঁ, রিবেনট্রপ উত্তর দিলেন।

এইবার কুল'দ্র ফরাসী চরমপত্র রিবেনট্রপের হাতে দিলেন। চরমপত্র দেওয়ার আগে বললেন, যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই পোল্যাণ্ড আক্রমণ এবং ইঙ্গ-ফরাসী অনুরোধ সত্ত্বেও পোল্যাণ্ড থেকে সৈন্য অপসারণে রাজী না হওয়ায় রাইষ গভর্ণমেণ্টের গুরু দায়িত্বের কথা তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন। রিবেনট্রপ বললেন, ফ্রান্স তাহলে আক্রমণকারী বলে গণ্য হবে। কুলঁদ্র জবাব দিলেন, তার বিচার করবে ইতিহাস।

৩ সেপ্টেম্বর বিকেল পেরিয়ে গেল। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন উভয়েই এখন জর্মানির সঙ্গে যুধ্যমান। কিন্তু হিটলারের চোখে ফ্রান্স নয়, ব্রিটেনই প্রকৃত শত্রু, ব্রিটেনই জর্মানির বিরুদ্ধে আবার এক য়োরোপীয় কোয়ালিশন গড়ে তুলেছে। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখা গেল ৩ সেপ্টেম্বর বিকেলের দুটি ঘোষণাপত্রে। একটি ঘোষণাপত্র জর্মন জাতির উদ্দেশে :

বহু শতাব্দী ধরে ব্রিটেন য়োরোপীয় জাতিগুলোকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ক'রে পৃথিবী বিজয়ের নীতি অনুসরণ করেছে এবং যে য়োরোপীয় রাষ্ট্র কোনো

বিশেষ সময়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়েছে, তাকে সামান্য অজুহাতে আক্রমণ করে ধ্বংস করার অধিকার দাবি করেছে।

ব্রিটেন কিভাবে জর্মনিকে ঘিরে ফেলার নীতি অনুসরণ করেছে, আমরা নিজেরাই তা লক্ষ্য করেছি···ব্রিটিশ যুদ্ধবাজেরা ভার্সেই ডিক্‌টাটের দ্বারা জর্মন জাতিকে নিষ্পেষিত করেছে।

আর একটি ঘোষণাপত্র পশ্চিমসীমান্তের সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে :

পশ্চিমের বাহিনীর সৈনিক :

"গ্রেট ব্রিটেন জর্মনিকে ঘিরে ফেলবার নীতি অনুসরণ করেছে। যুদ্ধবাজদের দ্বারা পরিচালিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তার মুখোশ খসিয়ে ফেলেছে এবং সামান্য অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।"

সব আলাপ আলোচনার এতদিনে অবসান। পোল্যাণ্ডে জর্মন সৈন্য ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষিত হচ্ছে। জর্মন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এডলফ্‌ হিটলার ও তার স্টাফ্‌ স্পেশাল ট্রেনে করে পোলিশ রণাঙ্গনে রওনা হয়ে গেলেন রাত ৮-৩০ মিনিটে। ট্রেন ছাড়ার আগে ফ্যুরের বার্তা পাঠিয়ে গেলেন বন্ধু দুচেকে। অধিকৃত নাৎসী কাগজপত্রের মধ্যে এই চিঠিটি পাওয়া গেছে :

দুচে :

"মধ্যস্থতার শেষ চেষ্টার জন্য প্রথম আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মধ্যস্থতায় রাজী হতে পারতাম, যদি এই সম্মেলন সার্থক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকত। দুদিক থেকে জর্মন বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং অত্যন্ত দ্রুত পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে অগ্রসর হচ্ছে। পোল্যাণ্ডে যে রক্তক্ষয় হয়েছে, কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রে তা অপব্যয় করার সাধ্য আমার নেই।

তবু আমি মনে করি একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যেত, যদি প্রথম থেকে ইংলণ্ড যে কোনো ভাবে যুদ্ধকে ডেকে আনতে বদ্ধপরিকর না হত। ইংলণ্ডের হুমকির কাছে আমি নতি স্বীকার করতে পারিনি। কারণ, দুচে, ছ'মাস কিংবা বড় জোর (বলা যেতে পারে) ১ বছরের বেশি শান্তি স্থায়ী হত বলে আমি বিশ্বাস করিনা। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান মুহূর্তই সব অসুবিধা সত্ত্বেও রুখে দাঁড়ানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

অল্প সময়ের মধ্যেই পোলিশ সৈন্যবাহিনী ভেঙে পড়বে। এক বা দুই বৎসর পরে এই দ্রুত বিজয়লাভ সম্ভব হবে কি না, সে বিষয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তাদের মিত্রদের এমনভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে তুলত যে জর্মন হেবেরমাখ্‌টের সুনিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক আজকের

মত তখন স্পষ্ট হয়ে উঠত না। দুচে, যে লড়াইয়ে আমি লিপ্ত হয়েছি, তার জন্য আমি জীবনপণ করেছি। আমি জানি যে, শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম এড়ানো যাবে না। অতএব প্রতিরোধের মুহূর্ত শীতল মস্তিষ্কে স্থির করতে হবে, যাতে বিজয় সুনিশ্চিত হয় ; এবং, দুচে, এই বিজয়ে আমার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল।

অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন। আমি তা গ্রহণ করছি এবং পূর্বাহ্নে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমি এও বিশ্বাস করি, আপাতত আমাদের পথ আলাদা হলেও, নিয়তি আমাদের উভয়কে একত্রে গ্রথিত করবে। যদি ন্যাশনাল সোস্যালিজম পশ্চিমী গণতন্ত্রের দ্বারা ধ্বংস হয়, তবে ফাসিবাদী ইতালিও কঠিন ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবে। ব্যক্তিগত ভাবে সব সময়ই আমার একথা মনে হয়েছে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ একসঙ্গে বাঁধা। আমি জানি, দুচে, এবিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ একমত।

পোল্যাণ্ডে জর্মন বিজয়ের বিবরণ দিয়ে হিটলার চিঠি শেষ করলেন : পশ্চিমে আমি আত্মরক্ষা করব। ফ্রান্স সেখানে প্রথম তার রক্তক্ষয় করুক। তারপর সেই মুহূর্ত আসবে, যখন আমরা সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের জাতির সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করব। অতীতে আমাকে আপনার সমর্থনের জন্য, দুচে, পুনরায় আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার সমর্থন থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

এডলফ্ হিটলার ॥"

এই বার্তা ৮-৫১ মিনিটে টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রাত্রি ৯টায় হিটলার স্পেশাল ট্রেনে বেৰ্লিন ছেড়ে রণাঙ্গনে রওনা হয়ে গেলেন।···

৩ সেপ্টেম্বর বেলা এগারটায় ব্রিটিশ চরমপত্রের সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। জর্মানি থেকে কোনো উত্তর আসেনি। বেলা ১১-১৫ মিনিটে চেম্বারলেন জাতির উদ্দেশে বেতারভাষণ দিলেন :

"আপনারা অনুমান করতে পারছেন, শান্তিরক্ষার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের ব্যর্থতা আমার পক্ষে কি নিদারুণ আঘাত ! তা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস আমার নেই যে, আমি আরও কিছু করতে পারতাম, অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারতাম, যা অধিকতর সার্থকতা লাভ করত। আমাদের বিবেক পরিষ্কার, শান্তিরক্ষার জন্য কোনো দেশের পক্ষে যা করা সম্ভব, আমরা তা করেছি। কিন্তু এখন এমন অসহনীয় পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, জর্মন শাসকের কোনো

কথাই আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোনো জাতি অথবা কোনো দেশ আর নিজেকে নিরাপদ মনে করছে না…এখন আপনাদের উপর ভগবানের আশিস বর্ষিত হোক এবং তিনি ন্যায়কে রক্ষা করুন। কারণ আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব—পাশব শক্তি, অবিচার, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং এজাতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় জিতবে এতে আমি নিশ্চিত।"*

বেতার ভাষণের পর চেম্বারলেন চলে গেলেন পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিতে। সেখানে তিনি বললেন :

"পার্লামেন্টের সদস্যদের সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। কারণ আমি যদি সরকারী বেঞ্চে না বসে মাননীয় সদস্যদের স্থানে থাকতাম এবং আমাদের কাছে যে তথ্যাদি আছে, তা যদি না থাকত, তাহলে আমার মনের ভাবও সম্ভবত একই রকম হত। তারপর তিনি সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে এবং চরমপত্রের কথা উল্লেখ করে বললেন :

যার জন্য এতকাল আমি কাজ করেছি, আমার রাজনৈতিক জীবনে যা আমি বিশ্বাস করেছি, সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আজ একটি কাজ শুধু আমার জন্য পড়ে আছে : যে আদর্শের জন্য এতটা ত্যাগ করেছি, সেই আদর্শের বিজয়ের জন্য আমার যা শক্তি ও ক্ষমতা আছে তা নিয়োগ করা। জানিনা আমি নিজে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারব। আমি আশা করছি সেই দিন প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি বেঁচে থাকব, যেদিন হিটলারবাদ ধ্বংস হবে এবং মুক্ত য়োরোপ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।"

কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতার চেয়ে একান্তেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মনোভাব, আশা-আকাঙ্খা বেশী স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করেছেন :

"যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেকার দীর্ঘ যন্ত্রণা যতটা অসহ্য হওয়া সম্ভব ততটাই হয়েছিল। ঘটনা প্রবাহকে চরমে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু তিনটি কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল : একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থের মারফৎ গ্যোরিঙ ও হিটলারের সঙ্গে গোপনবার্তা বিনিময় চলছিল ; মুসোলিনি সম্মেলনের প্রস্তাব করেছিলেন ; নারী ও শিশুদের অপসারণ ও সৈন্যবাহিনীর সমরপ্রস্তুতি না হওয়া পর্যন্ত ফরাসীরা যুদ্ধঘোষণা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল।

এসবের অতি সামান্যই আমরা প্রকাশ্যে বলতে পারতাম। অথচ ইতি-

---

* Keith Feiling—পৃঃ ৪১৫-৪১৬
পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪১৬

মধ্যে কমন্সসভা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, সভা সন্দেহজর্জরিত, কেউ কেউ সরকারকে কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতেও প্রস্তুত।

হিটলার এবং গ্যোরিঙ্-এর সঙ্গে বার্তাবিনিময় এক সময় সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়, কারণ পোল্যাণ্ডে স্বল্পকাল-স্থায়ী যুদ্ধ এবং পরে একটা শান্তিচুক্তির আশা হিটলারের মনে ছিল।...তারা সম্ভবত ইচ্ছা করেই এই ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে হিটলার তার চিরকালের কাঙ্ক্ষিত ইঙ্গ-জর্মন সমঝোতার আশায় পোলিশ সমস্যার একটি যুক্তিসহ শান্তিপূর্ণ সমাধান গ্রহণে রাজী হবেন।

এই সুযোগকে নষ্ট করার মত কি ঘটল ? হিটলার কি বাজে কথা বলেছিলেন ? যখন তিনি তার পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন, তখন কি জেনেশুনে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলেন ? আমার তা মনে হয় না। ২৫ অগস্ট যে আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার ভাল প্রমাণ আছে। তারপর শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করেছিলেন কারণ হিটলার যা চাইছিলেন যুদ্ধে তা না পেলে, তিনি আর হাত গুটিয়ে নিতে রাজী ছিলেন না। আর আমরাও হিটলারকে তা দিতে রাজী ছিলাম না।

অতএব যুদ্ধ শুরু হল...কিছুদিন ধ'রে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পূর্বের অভিযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শান্তি প্রস্তাব দেওয়ার জর্মন পরিকল্পনা আছে, এবং ইতিমধ্যে তারা এমন কিছু করবে না, যাতে তাদের অভিযানের সার্থক রূপায়ণ কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।...একটি বিষয়ে আমার সান্ত্বনা আছে। যতদিন যুদ্ধ এড়ানো গেছে, ততদিন আমি নিজেকে অপরিহার্য বলে মনে করতাম, কারণ অন্য কেউ আমার নীতিকে কার্যে পরিণত করতে পারত না। আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আধ ডজন লোক আমার স্থান অধিকার করতে পারেন। যতদিন শান্তির শর্ত আলোচনার সময় না আসছে, ততদিন আমার বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। শান্তি আলোচনা এখনও অনেক দূর। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, অতটা দূর নাও হতে পারে। যুদ্ধ এড়ানোর এমন একটা বহু বিস্তৃত ইচ্ছা রয়েছে, এর মূল এত গভীরে যে, এই ইচ্ছা কোনো না কোনো উপায়ে তার প্রকাশ খুঁজে পাবেই। অবশ্য প্রধান বাধা হিটলার নিজেই। যতদিন তিনি সরে না যাচ্ছেন এবং যতদিন তাঁর ব্যবস্থা ভেঙে না পড়ছে, ততদিন কোনো শান্তি নেই। কিন্তু আমি যা আশা করছি, তা সামরিক বিজয় নয়, তা সম্ভব কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে

—আমি আশা করছি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ভাঙন। তার জন্য যা প্রয়োজন, তা হল জর্মনদের বোঝানো যে, তারা জিততে পারবে না। এখানে উপযুক্ত সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে পারে।

সুতরাং জর্মন মানসিকতার উপর প্রত্যেক কাজের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি আশা করব, যতদিন জর্মনরা বোমাবর্ষণ আরম্ভ না করছে, ততদিন আমরা যেন তাদের সমরোপকরণকেন্দ্র এবং শহরের লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমাবর্ষণ করতে শুরু না করি।

আপনি আপনার চিঠিতে আশা করেছেন যে, আমি যেন আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে না করি। বাস্তবিক, আমি তা মনে করি না এবং কখনও তা বলিওনি। শান্তি রক্ষা করা গেল না বলে আমি ভয়ানক হতাশ হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি জানি যে শান্তির জন্য আমার নিরন্তর চেষ্টা থেকে সারা জগৎ বুঝেছে, অপরাধ আমাদের নয়।"*

৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে ফরাসী ও ব্রিটিশ চরমপত্রের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর হিটলার তার ২নং নির্দেশনামা প্রচার করেন। তাতে এই নির্দেশ দেওয়া হল : জর্মন সামরিক লক্ষ্য আপাতত পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্রুত পরিণতি ঘটানো ও বিজয়কে নিশ্চিত করা। পশ্চিমে সংগ্রাম শুরু করার ভার শত্রুর হাতেই রইল। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নৌআক্রমণের অনুমতি দেওয়া হল। জর্মন লক্ষ্যবস্তুর উপর ব্রিটিশ আক্রমণ হলে লুফ্‌ট্‌হ্বাফে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু সফলতার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকলে তবেই আক্রমণ চালাবে। সমগ্র জর্মন শিল্পকে যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার আদেশ দেওয়া হল।

৩ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় জর্মন নৌবহর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানল। জর্মন সাবমেরিন ইউ-৩০ কোনো সাবধান সঙ্কেত না ক'রে ব্রিটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ অ্যাথেনিয়াকে টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়ে দিল। অ্যাথেনিয়ার যাত্রীসংখ্যা ছিল ১৪০০। তার মধ্যে ২৮ জন আমেরিকান সহ ১০০ জন প্রাণ হারালেন।

১ সেপ্টেম্বরের উষায় যে জর্মন-পোল যুদ্ধ শুরু হয়, ৩ সেপ্টেম্বর তা বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হল।

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪১৬-৪১৮

২

নাৎসী রণনীতি

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর যে যুদ্ধ শুরু হল, সে যুদ্ধ বিশেষভাবে হিটলারের। তিনি এই যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছেন চিরকাল। তবে তিনি ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে এই যুদ্ধ আসেনি। ব্রিটেনকে তিনি শত্রু হিসেবে চাননি। ব্রিটেনের মিত্রতা চেয়েছিলেন। ফ্রান্সকে পুরোপুরি ধ্বংস করে পূর্বয়োরোপে জর্মানিকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে, ১৯২৫-এ প্রকাশিত মাইন-কাম্‌প্‌ফ্‌ নামক গ্রন্থে হিটলার য়োরোপে জর্মন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন। ক্ষমতা দখল করার পর তিনি এই পরিকল্পনাকে ভুলে যাননি, যদিও য়োরোপীয় রাজনীতিবিদেরা এই পরিকল্পনাকে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন, উন্মাদ রাজনৈতিক নেতার অসংলগ্ন প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। হিটলার একে প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছিলেন। পরিস্থিতির চাপে এর অল্পস্বল্প পরিবর্তন করা হয়নি তা নয়, কিন্তু ১৯৩৯ পর্যন্ত এই পরিকল্পনার মূল কাঠামোটি প্রায় অক্ষুন্ন ছিল।

মাইনকাম্‌প্‌ফে হিটলারের প্রধান সিদ্ধান্ত : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হিসেবে জর্মনি এবং 'প্রভু' জাতি হিসেবে জর্মনজাতি নিয়তিনির্দিষ্ট। দ্বিতীয় রাইখের শান্তিকামী নীতিকে তিনি নিন্দা করেছেন। শিল্পায়ন, বহির্দেশীয় বাণিজ্য ও উপনিবেশবাদ—এই তিনটি বিশেষ প্রবণতার মধ্যে দ্বিতীয় রাইখের শান্তিকামী নীতি প্রকাশিত। শিল্পায়ণের ফলে জর্মন সাম্রাজ্যই একটি উপনিবেশে পরিণত হয়; বহির্দেশীয় বাণিজ্য তো একটি হিমালয় সদৃশ ভুল, কারণ এই তথাকথিত শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক বিজয় আন্তর্জাতিক শান্তির উপর নির্ভরশীল এবং এই শান্তির সোনার হরিণের পিছনে ছোটার একটাই অর্থ হতে পারে : একটি বাস্তব জর্মন নীতির রূপায়ণের সব আশার জলাঞ্জলি। শান্তি ও শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের নীতির মূলে 'প্রভু' জাতির দুটি চিরন্তন শত্রু—মার্ক্সবাদ ও ইহুদীবাদ। শান্তির ললিতবাণীই জর্মনজাতিকে নির্বীর্য করেছে। সুতরাং মার্ক্সবাদ ও ইহুদীবাদকে

সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। আফ্রিকায় নয়, জর্মনি তার উপনিবেশ বিস্তার করবে য়োরোপে। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার আসন য়োরোপে এবং এখানেই বেগবান যৌবনচঞ্চল জর্মন জাতিকে তার বেঁচে থাকার জায়গা* ছিনিয়ে নিতে হবে। য়োরোপীয় মহাদেশে জর্মনজাতির সম্প্রসারণ শুধু জর্মনির নীতি নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই জাতির জন্যই প্রকৃতি তার ভূমি রেখে দেয়, যে জাতির এই ভূমি ভোগ করার মতো পরাক্রম আছে, যার অধ্যবসায় আছে এই ভূমি চাষ করার। সুতরাং জর্মনির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত পূর্বদিকে, যেখানে য়ুক্রেনের বিস্তীর্ণ উর্বরভূমি প্রসারিত। চিরকাল জর্মনি এদিকেই সম্প্রসারণ চেয়েছে এবং এদিকেই আছে সভ্যতার চরম শত্রু সোভিয়েত য়ুনিয়ন। সভ্যতার এই শত্রুকে ধ্বংস করার দায়িত্বও এই নবজাগ্রত জর্মনির।

কিন্তু পূর্ব য়োরোপের এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জয় করা সম্ভব হবে না, যদি ১৯১৪—১৮ র যুদ্ধের মতো জর্মনিকে যুগপৎ দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে হয়। অতএব জর্মনির প্রাথমিক ও আবশ্যিক মৌল নীতি হওয়া উচিত কখনোই য়োরোপে দুটি মহাদেশীয় শক্তির সহাবস্থান মেনে না নেওয়া। শেষ পর্যন্ত য়োরোপে একটিই সামরিক শক্তি থাকবে এবং সেই শক্তি জর্মনি। এই একমেবাদ্বিতীয় জর্মনি জর্মনজাতির জন্মগত অধিকার। য়োরোপে অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পথ প্রয়োজনবোধে অস্ত্রপ্রয়োগ করে রুদ্ধ করা জর্মনজাতির কর্তব্য। ইতিমধ্যে কোনো জাতি যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে, তবে তাকে মুছে দিতে হবে। এই অর্থে জর্মনির সাঙ্ঘাতিক শত্রু ফ্রান্স। “ফ্রান্স আমাদের গলা টিপে ধরেছে। য়োরোপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই ফরাসী প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে।”** ফ্রান্স ও জর্মনির মধ্যে এই চিরন্তন সংঘাতের অবসান হতে পারে একমাত্র আক্রমণাত্মক আঘাতের দ্বারা, যার ফলে ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যাবে। এই সত্যটি যখন জর্মনি ভাল করে বুঝবে, তখন সে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষা করে নিজের শক্তির অপচয় করবে না, ফ্রান্সের সঙ্গে চরম বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হবে ; জর্মনি মহত্তম ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ও নিষ্পত্তির সংগ্রাম শুরু করবে। একমাত্র তখনই ফ্রান্সের সঙ্গে এই পরিণামহীন, চিরন্তন সংগ্রামের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। অবশ্য একটি

* Lebeusraum

** Mein Kampf

শর্ত মেনে নিলেই তা হতে পারে। পরবর্তীকালে এবং চিরকালের জন্য জর্মানির অন্যত্র সম্প্রসারণের সুযোগ হিসেবেই ফ্রান্সের বিনষ্টিকে দেখতে হবে। ফ্রান্সকে ধ্বংস করার জন্য প্রথম তাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। সেজন্য পূর্বয়োরোপের সঙ্গে ফ্রান্সের মিত্রতার সম্পর্কের অবসান ঘটাতে হবে। জর্মানিকে ইংলণ্ড ও ইতালির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, কারণ তা না হলে জর্মানির উন্মুক্ত পশ্চিমপার্শ্বকে রক্ষা করা যাবে না।

এই হল হিটলারের রণনীতির সারাৎসার : ফ্রান্সকে মুছে দিতে হবে। কারণ য়োরোপে ফ্রান্সের ইতিহাসসম্মত নীতি হল জর্মানিকে দাবিয়ে রাখা। জর্মানির পথের কাঁটা ফ্রান্স। সুতরাং হিটলারের রণনীতির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে ফ্রান্সের সামগ্রিক ও স্থায়ী বিলুপ্তি। হিটলারের এই কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের কথা মনে রাখলে তিরিশের দশকে য়োরোপীয় রাজনীতিতে হিটলারের প্রত্যেকটি চালের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ, ইতালির সঙ্গে মিত্রতা, জার উপত্যকা পুনরায় দখল করার জন্য আন্দোলন, রাইনল্যাণ্ডে জর্মন আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা, চেকোশ্লোভাকিয়ার ধর্ষণ, জিগফ্রিড রেখার নির্মাণ, সোভিয়েত য়ুনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি, পোল্যাণ্ডের বণ্টন—এই সবই একটি বিশেষ অর্থে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। পূর্বয়োরোপে জর্মন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত বিধ্বস্ত ফ্রান্স। কিন্তু এই প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরও একটি জর্মন ছাঁচে গঠিত য়োরোপ প্রতিষ্ঠার পথে আরো দুটি প্রতিবন্ধক থেকে যায় : প্রথমত ব্রিটেনের রাজকীয় বিমানবহর এবং দ্বিতীয়ত রুশ রেডআর্মি। রাজকীয় বিমানবহর তাঁর স্বপক্ষে থাকবে, অন্তত বিপক্ষে থাকবে না, এ ধরণের আশা দীর্ঘকাল লালন করেছেন হিটলার। আর রুশ রেডআর্মি সম্পর্কে প্রবল অবজ্ঞা ছিল তাঁর।

হিটলার জানতেন, ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছোতে না পারলে তাঁর কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ব্রিটেনের বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারেননি বলে হিটলার তাঁর তীব্র নিন্দা করে বলেছেন : "ইংরেজ জাতিকে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান মিত্র বলে ধরে নিতে হবে। ইতালি ও ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির দ্বারা জর্মানির পার্শ্ব ও পার্ষ্ণি সুরক্ষিত না হলে জর্মানির পক্ষে কোনোভাবেই ফ্রান্সকে পরাজিত করা অথবা পূর্বয়োরোপ অধিকার করা সম্ভব নয়। একমাত্র এই দুই দেশের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক থাকলেই প্রতিকূল রণনীতিক পরিস্থিতি জর্মানির অনুকূল হতে পারে। এই নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একদিকে

জর্মানির পার্শ্বকে সুরক্ষিত করবে; অন্যদিকে জীবনধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও কাঁচামালের যোগানও এতে অব্যাহত থাকবে। গত বিশ্বযুদ্ধের দুই জর্মন মিত্রের কথা (জরাগ্রস্ত অস্ট্রিয়াহাঙ্গেরি ও মুমূর্ষু তুর্কী) মনে রাখলে য়োরোপীয় মিত্র সম্পর্কে জর্মন অনীহা স্বাভাবিক। কিন্তু গত যুদ্ধের দুই মিত্র তো পচনশীল শবের বেশি কিছু ছিল না। এবারের মিত্র ব্রিটেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি আর ইতালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ, যৌবনাক্রান্ত একটি দেশ।

১৯১৪-র পূর্বে ইংলণ্ডের প্রসন্নতা অর্জনের জন্য কোনো ত্যাগকেই ত্যাগ বলে গণ্য করা উচিত ছিল না। তৃতীয় রাইখও কোনো ত্যাগকেই ত্যাগ বলে মনে করবে না, যদি ইংরেজের সঙ্গে সমঝোতা জর্মানিকে য়োরোপীয় মহাদেশে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি এনে দেয়। এর জন্য জর্মানি উপনিবেশ ও সামুদ্রিকআধিপত্যের কামনা ভুলে যেতে রাজী; দুনিয়ার বাজারে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না সে; নৌবহর নির্মাণের প্রতিযোগিতায়ও নামবে না। ব্রিটিশ মৈত্রীর ফলে জন্ম নেবে এক প্রবল প্রতাপান্বিত জর্মন ভবিষ্যৎ।"*

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও ইঙ্গ-জর্মন মৈত্রী গভীর অর্থবহ বলে মনে হবে। ব্রিটেনের সঙ্গে জর্মানির সম্পর্ক অনেকাংশে জর্মানির প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্ট করে দেবে। হিটলার লিখছেন: "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইঙ্গ-স্যাক্সন্ দুনিয়াকে আড়াল করে রেখেছে। অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের তুলনা চলে না; সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।"** মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সীমাহীন শক্তি সম্পর্কেও হিটলার সচেতন ছিলেন। জাপানকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করে তিনি আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। জাপান-জর্মন মৈত্রীচুক্তির পিছনে এই চেতনাই কাজ করেছে।

মেইন-কাম্প্ফের পৃষ্ঠা ওলটালে বোঝা যায় যে, ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতার গুরুত্ব সম্পর্কে হিটলারের কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই মিত্রতার নীতি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি তিনি। বরং তিনি যে নীতি অনুসরণ করেছেন তা ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে এসেছে অমোঘ অনিবার্যতায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বরাবরই হিটলারের আশা ছিল যে ব্রিটেন যুদ্ধে নামবে না। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন ব্রিটিশ চরিত্রের সেই অনমনীয় কাঠিন্য আর নেই।

* Mein Kampf ** পূর্বোক্ত গ্রন্থ

এখন তা অনেক নমনীয়। ব্রিটিশ চরিত্রের এই হিটলারী মূল্যায়নের কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না, একথা অবশ্যই বলা চলে না। বলডুইন[১৪] ও চেম্বারলেনের আমলের ব্রিটেনের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় অবমূল্যায়ন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। হয়তো এই কারণেই তিনি ভাবতে পেরেছিলেন, বায়ুশক্তি জর্মনির নৌশক্তির অভাব মেটাবে।

কিন্তু ব্রিটিশ বিদেশনীতির একটি অপরিবর্তনীয় সংকল্পের গভীর অর্থ বুঝতে পারেননি হিটলার। হয়তো তাঁর পক্ষে তা বোঝা সম্ভবও ছিল না। ব্রিটিশ বিদেশনীতির সনাতন সংকল্প জর্মানি অথবা কোনো একটি মহাদেশীয় রাষ্ট্রকে য়োরোপে একাধিপত্য করতে না দেওয়া। হিটলার প্রাগ অধিকার করার পর এই ঐতিহ্যাগত শক্তিসাম্যের নীতি চেম্বারলেনের বিদেশনীতির মূল সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। হিটলার বোঝেন নি যে, কোনো মহাদেশীয় রাষ্ট্র যত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হবে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সম্প্রসারণের কামনা যত বাড়বে, সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রতিরোধ ততই দৃঢ় হবে। ব্রিটিশ জাতির শান্তিকামনা যতই প্রবল হোক না কেন, যুদ্ধের প্রতি তার যতই অনীহা থাক, শেষ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে নামবেই। ব্রিটিশনীতির এই বিশেষ দিকটি বোঝেন নি অথবা বুঝতে চান নি বলেই হিটলারের শেষ পর্যন্ত আশা ছিল ব্রিটেন যুদ্ধে নামবে না। ব্রিটেন যুদ্ধে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও হিটলার আশা করেছিলেন, পোল্যাণ্ডের সমস্যার সামরিক সমাধানের পর ব্রিটেনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলে সেই ঘাতক হাত ব্রিটেন গ্রহণ করবে। এমনকি ডানকার্কে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর উদ্বাসন হিটলারের যে নির্দেশের ফলে সম্ভব হয়েছিল, তার মূলেও হয়তো ছিল এই সমঝোতার কামনা।

অতএব যে নীতি অনুসরণ করার জন্য হিটলার কাইজারকে নিন্দা করেছিলেন, সেই পথে তাঁকেও যেতে হয়েছিল। ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব হয়নি। ইতালিকে বন্ধু হিসাবে পেলেও ইতালির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে হিটলার বিন্দুমাত্র লাভবান হননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন কাইজারকে মৃত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের শববহন করতে হয়েছিল, তেমনি হিটলারকেও ইতালির দায় বহন করতে হয়েছিল। কারণ এই ইতালির মুসোলিনির ফাঁকা আওয়াজের চেয়ে বেশি কিছু সম্বল ছিল না।

তবু একথা স্বীকার্য যে, তিনি ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ব্রিটেনও প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রথম হিটলারী চাল ১৯৩৪-এর পোল-জর্মন চুক্তি। এই চুক্তির জন্য হিটলারকে কিছুই ছাড়তে হয়নি। ঠিক এই মুহূর্তে পোল্যাণ্ড জর্মনির চেয়ে

শক্তিশালী—এই বাস্তব পরিস্থিতিকে হিটলার স্বীকার করে নিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু এতে ফ্রান্সের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। পূর্ব য়োরোপে জর্মনআগ্রাসন বিরোধী যে রাষ্ট্রজোট ফ্রান্স গড়ে তুলেছিল, পোল-জর্মন চুক্তিতে সেই রাষ্ট্র-জোটে ফাটল ধরে গেল। রাইনল্যাণ্ডের পুনরধিকার, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আনশ্লুস (সংযুক্তি), চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিচ্ছিন্নতাকামী হেনলাইনের সমর্থন ফরাসী নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মিউনিক চুক্তির আগে হিটলার একবারে খুব বেশি দাবি করতেন না। তিনি এমন দাবি করতেন না, যা প্রতিপক্ষের মেনে নেওয়া অসম্ভব হত এবং যার ফলে যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। কারণ তখনও হিটলার যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাননি। ছোট রাষ্ট্রগুলিকে একটি একটি করে মুছে দিতে থাকেন তিনি; ফ্রান্সের শক্তিও ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ফ্রান্স অবসন্ন হয়ে পড়ে।

ফ্রান্স হিটলারের গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। ফ্রান্সকে নিপুণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করেছিলেন হিটলার। জর্মন হ্বেরমাখ্‌ট্‌ ফ্রান্সে একটি কানি ধরণের যুদ্ধ ঘটিয়ে ফরাসীবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল; হিটলার চেয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক কানি যা য়োরোপীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো থেকে ফ্রান্স ও তার মিত্রদের চিরকালের মতো সরিয়ে দেবে। এখানে লক্ষণীয় যে ফ্রান্সকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করার হিটলারী নীতি জর্মনবিদেশনীতির ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করেছিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে হিটলারী নীতি মহামতি ফ্রেডরিক অথবা বিসমার্কের বিদেশনীতি থেকে আলাদা। ১৮৮৭-এ বিসমার্ক লিখছেন: "একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে ফ্রান্সের অস্তিত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো জর্মনির কাছেও আবশ্যক। ফ্রান্স যদি আমাদের আক্রমণ করে এবং যুদ্ধে আমরা যদি বিজয়ী হই, তবুও চারকোটি য়োরোপীয়ের দেশ ফ্রান্স ধ্বংস করে দেওয়ার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না।" কিন্তু হিটলার ফ্রান্সের মহতী বিনষ্টিই চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন ফ্রান্সকে জর্মন উপনিবেশে পরিণত করতে।

রাইখের সামরিকবাহিনী নাৎসী সমরযন্ত্রের ধারালো প্রান্তের বেশি কিছু নয়। সার্বিক একনায়কত্বের রণনীতিতে যুদ্ধ এবং সামরিক অভিযান কখনোই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ নয়, বিনাযুদ্ধে জয়লাভের সবচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর শেষ উপায় হিসাবেই লড়াইয়ের পথ বেছে নিতে হয়। ক্ষমতা দখল করার পর থেকে মিউনিকের চুক্তি পর্যন্ত হিটলারের জীবনের সফলতম যুগ। এই 'সাদা যুদ্ধের' যুগে হিটলার বিনা রক্তপাতে প্রত্যেকটি লড়াইয়ে জিতেছেন।

মিউনিকের পর চেম্বারলেন পোল্যাণ্ডকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সৈনিকদের উপর লড়াইয়ের ভার দিতে হয়।

স্নায়ুযুদ্ধে জেতার প্রাথমিক শর্ত জর্মনজাতিকে গোটানো স্প্রিঙের মতো একটি ঐক্যবদ্ধ এককে পরিণত করা, যাতে এই ভয়ঙ্কর ঐক্য অন্যান্য রাষ্ট্রকে ভীতিবিহ্বল করে দেয়। জর্মন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি পন্থা ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মমভাবে মুছে দেওয়া। অর্থাৎ ইহুদী, চার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেডয়ুনিয়ন, সোস্যাল ডিমোক্র্যাট ও কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিকতাবাদী ও শান্তিবাদী গোষ্ঠীকে নির্মম নিপীড়নের দ্বারা বিলুপ্ত করে নাৎসীবাদে দীক্ষিত একটি অখণ্ড জাতিগঠন। অন্য পন্থা হল নাৎসীপার্টির কঠিন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সংবাদপত্র ও রেডিওর মাধ্যমে সুনিপুণ প্রচারকে যুক্ত করে জর্মন জাতীয় অহঙ্কারকে উদ্বুদ্ধ করা। রণোন্মাদনা, ইহুদী-বিরোধিতা, জাত্যভিমান, রাষ্ট্রপূজা ও নাৎসী কর্মসূচীর অন্যান্য বিষয় জর্মন ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। প্রাচীন জর্মন কৌমচেতনার প্রত্যেকটি প্রকাশকে নাৎসী দল একটি অখণ্ড জর্মনজাতি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেছিল। হিটলার লিখছেন: "বাহ্যিক শক্তির অধিকারী হতে পারলেই জর্মানির পুনরুত্থান সম্ভব। কিন্তু শক্তিমান হওয়ার উপায় অস্ত্রশস্ত্র নয়, যদিও বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা ক্রমাগতই তাই বলছেন। উপায় ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ডতা। ব্রহ্মাস্ত্রও মৃত এবং অর্থহীন, যদি সেই আত্মিক শক্তি না থাকে, যা দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে স্বেচ্ছায় সেই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আসল কথা কিভাবে আমরা অস্ত্রনির্মাণ করব তা নয়, কিভাবে আমরা সেই আত্মিক শক্তির জন্ম দেব যা একটি জাতিকে অস্ত্রবহন করার যোগ্য করে তোলে।"*

জর্মনজাতির সুপ্ত বিজীগিষাকে জাগ্রত করে হিটলার এই জাতিকে এক অকল্পনীয় রূপান্তরের পথে নিয়ে যান। হিন্‌ডেনবুর্গ ও অন্যান্য সামরিক নেতাদের কাছ থেকে তিনি জর্মানির "পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাতের" কিংবদন্তীটি তুলে নেন। ১৯১৮-তে জর্মনবাহিনী পরাজিত হয়নি, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিল। উড্রো উইলসনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে জর্মানি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিল। আশা করেছিল, একটি সহৃদয় ও ন্যায্য শান্তিচুক্তি হবে। কিন্তু উইলসন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। ইতিহাসে এই বিশ্বাসভঙ্গের কোনো তুলনা নেই। এভাবে ক্রমাগত প্রচার করে তিনি ভার্সেইয়ের ডিক্‌টাটের বিরুদ্ধে জর্মানির সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রবল প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত

* Mein Kampf

করে তোলেন। জর্মন যুবকদের প্রাণে সঞ্চার করেন অন্ধ জাতীয়তাবাদী আক্রোশ এবং ফ্যুরেরের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। ক্ষমতায় আসার আগেই তিনি যুবকদের নিয়ে এস. এ. ও এস. এস. নামে সামরিককায়দায় শিক্ষিত দুটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন রণোন্মাদনা। জর্মন যুবকের সামনে স্পার্টানজাতির লক্ষ্যকে তুলে ধরেছিলেন। হিটলার লিখছেন: "রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাকে ক্রমশ নিরাপদে পৃথিবীব্যাপী কর্তৃত্বের পথে নিয়ে যাওয়া।"*

যুদ্ধের জন্য হিটলারের আর্থনীতিক প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, জর্মন জেনারেল স্টাফের একটি ধারণাকে নাৎসীরা গ্রহণ করেছিল। জর্মন জেনারেল স্টাফের বিশ্বাস ছিল যে ১৯১৪-১৯১৮-র সার্বিক যুদ্ধ যথেষ্ট সার্বিক ছিল না। সার্বিক যুদ্ধের উপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না জর্মনির। সার্বিক যুদ্ধের জন্য অবরোধের বিরুদ্ধে কৃত্রিম কাঁচা মাল ও খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার; আর্থনীতিক ও মানসিক দিক থেকে গোটা দেশকে এমনভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যাতে যুদ্ধোদ্যমে জাতির প্রাণের সমর্থন মেলে। গ্যোরিঙের নেতৃত্বে দুটি চার বছরের পরিকল্পনা জর্মন অর্থনীতির পুরোপুরি সামরিকীকরণ সম্পন্ন করে। ফলে ১৯৩৯-এ জর্মনবাহিনী যখন যুদ্ধ শুরু করে, তখন অন্যান্য দেশের বাহিনীর চেয়ে জর্মনবাহিনী অনেক সুসজ্জিত, তার ভাণ্ডারে আধুনিক সমরোপকরণের প্রাচুর্য। সার্বিক একনায়কত্বের মধ্যে এই সার্বিক যুদ্ধ অন্তর্লীন।

হিটলার কিন্তু বাহুবলকে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বলে কখনোই মনে করেন নি। বাহুবল এবং বাহুবলের হুমকির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন শব্দের প্রচণ্ড শক্তি। শব্দ, শ্লোগান, আদর্শ অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ফরাসী বিপ্লব, উড্রো উইলসন এবং বলশেভিকরা তা প্রমাণ করেছে। এখানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অর্থাৎ নাৎসী আন্দোলন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। নাৎসী জর্মনি বিশ্বের কাছে তুলে ধরল এক নতুন ব্যবস্থার রূপরেখা, যা পুরনো অরাজকতা ও অযোগ্যতার অবসান ঘটাবে। এক মার্কিন লেখকের ভাষায়, নাৎসী মতবাদ ভবিষ্যতের তরঙ্গ। এর মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্যতা ছিল যে এই আক্রমণাত্মক ভাবাদর্শের কাছে পুরনো সব মতবাদই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হিটলারের মতে, ভাবাদর্শগত আক্রমণ—নিজের জীবনাদর্শের উপর প্রবল আস্থা-বিজয় এনে দিতে পারে।

* পূর্বোক্ত বই

সুতরাং নাৎসী বিপ্লব জর্মনজাতিকে শুধু ঐক্য এনে দেবে তা নয়, জর্মনজাতির সম্প্রসারণের পথে যেসব জাতি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে বিভেদও নিয়ে আসবে। লেনিনের ভাষায় বলা চলে, জর্মনির বিপ্লবী সংগ্রামকে হিটলার একটি য়োরোপীয় ও বিশ্বব্যাপী গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

অন্যান্য জাতির মধ্যে বিসম্বাদী আপেল ছুঁড়ে দেওয়ায় হিটলারের জুড়ি ছিলনা। ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্য যে সংকট সৃষ্টি করেছিল, তার সুচতুর ব্যবহার করেছিলেন হিটলার। য়োরোপীয় রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যাকে হিটলার শক্তির সমস্যা হিসেবেই দেখতেন। কিন্তু আলোচনার সময় এই সব সমস্যাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতেন, যাতে অন্যান্য দেশে তা নিয়ে প্রবল বিভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টি হত। হিটলার রাউসনিঙকে* বলেন : "মানসিক বিভ্রম, অনুভূতির স্ববিরোধিতা, অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক : এই হল আমাদের অস্ত্র।" একটু তলিয়ে দেখলেই এই উক্তির তাৎপর্য বোঝা যাবে। জাপান-জর্মন মৈত্রীচুক্তিকে তিনি প্রচার করলেন কমিণ্টার্ন বিরোধী অর্থাৎ বলশেভিক বিরোধী চুক্তি বলে। হিটলার জানতেন, বলশেভিক জুজুর ভয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রভাবশালী রক্ষণশীল মহল এমন সন্ত্রস্ত যে, এই মৈত্রীর প্রকৃত তাৎপর্য (প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা) সম্পর্কে তাদের বিভ্রম জন্মাবে। এই সব দেশের রক্ষণশীলরা মনে করতেন, হিটলার শ্রমিক সমস্যার সমাধান করেছেন। অথচ হিটলার যে শ্রমিকশ্রেণীকে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করেছিলেন, তা তাদের চোখে পড়েনি। ভার্সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণ, ব্রিটেন ও আমেরিকার মুক্তপন্থীদেরও বিভ্রান্ত করেছিল। কারণ তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার জর্মনদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, মাতৃভূমির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় অধিকার দাবি করেছিলেন। উপরন্তু ইহুদীবিরোধিতা এমন একটি টোপ যাতে শ্রেণী, দল, এমনকি দেশ, নির্বিশেষে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলত, যে সব শান্তিবাদী মানুষ হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলতেন, হিটলার তাঁদেরই যুদ্ধলিপ্সু বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এভাবে হিটলার য়োরোপের দেশে দেশে এমন বিভ্রান্তির কুয়াশা ছড়িয়েছিলেন যে, এই সব দেশের রাজনীতিবিদদের পক্ষে নিজেদের স্বার্থ চিনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্পেন। স্পেনের ব্যাপারে ফাসিবাদী প্রচারের শিকার হয়েছিল গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ। স্পেনের

* Hermann Rauschning—The Voice of Destruction.

সংগ্রাম স্পেনের গলায় ফাসিবাদী দাঁড় পড়াবার লড়াই নয়, বলশেভিকবাদ ও ক্যাথলিক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই—এই হল নাৎসীপ্রচারের প্রধান কথা। দেশে দেশে অস্বস্তি, সন্দেহ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পরাজিতের মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যান্য দেশের মনোবল ও প্রতিরোধের স্পৃহা নষ্ট করে দিয়েছিলেন হিটলার। এভাবেই তিনি তাঁর শিকারকে নরম করে দিতেন, মিথ্যা নিরাপত্তার বোধ এনে দিতেন, যা শত্রুকে সফল সশস্ত্র প্রতিরোধের অযোগ্য করে তুলত।

১৯৩৮-এর প্রথমভাগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমৃদ্ধি ছিল। শক্তিশালী দুর্গশ্রেণীর দ্বারা রক্ষিত এই দেশের নিরাপত্তার অভাব ছিলনা। এর সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী ছিল, পূর্বে ও পশ্চিমে শক্তিশালী মিত্র ছিল ; নয়মাস পরে এই রাষ্ট্র তার ভাঙন রোধ করতে পারলনা, তার মিত্ররাষ্ট্র এই ভাঙনে সহায়তা করল। একটিও গুলি না ছুঁড়ে চেকোশ্লোভাকিয়া বিজয় হিটলারের অসামান্য কীর্তি। হিটলার যদি অন্য কোনো যুদ্ধে জয়লাভ না করতেন, তাহলেও এই একটিমাত্র বিজয়ই রাজনৈতিক যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার নিদর্শন হয়ে থাকত। যদিও এই প্রমত্ত নাটকে গোয়েবল্‌স্‌ ও গ্যোরিঙ্‌ তাঁদের ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনয় করেছেন, যদিও হেবেরমাখ্‌ট্‌ সর্বদাই পাদপ্রদীপের আলোর সামনে থেকেছে, তবু শেষ পর্যন্ত এর গতিবেগ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন হিটলার, আড়াল থেকে সুতো টেনেছেন তিনি এবং ফসলও ঘরে তুলেছেন তিনি।

নাৎসী রণনীতিতে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে কোনো স্থির বিভাজন রেখা নেই। নাৎসী-তত্ত্বে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা শান্তি নয়, যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধের অর্থ সামরিক অভিযান নয়। তথাকথিত শান্তির সময়েও রাষ্ট্র অনুসরণ করবে এক ব্যাপকতর রণনীতি, যার প্রধান উপাদান আর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য অসামরিক হাতিয়ার। রাউসনিঙ লিখছেন : বিরতিহীন এই রাজনৈতিক যুদ্ধ রণকৌশলের ক্ষেত্রে এমন সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যাতে বিনারক্তপাতে বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয় ; শুধু তাই নয় নাৎসী মতবাদের লক্ষ্য অনুযায়ী কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্র কখন প্রস্তুত হয়েছে, তা এই রাজনৈতিক সংগ্রামই স্থির করে দেবে। অভিনব রাজনৈতিক চালের মধ্যেই নাৎসীদের নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সক্রিয়তার ব্যাখ্যা মিলবে। এর অর্থ কখনও একটি বিশেষ বিন্দুতে, কখনও অন্যবিন্দুতে আকস্মিক হুমকি ও নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, যার ফলে প্রতিপক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়বে, ঘটনাবলীর পরম্পরা নষ্ট করে তাদের

বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে, শত্রুশিবিরে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে এবং সমস্যাসমূহের এমন সরলীকরণ সম্ভব হবে, যাতে কোনো জটিলতা (অর্থাৎ যুদ্ধ) ছাড়াই তাদের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। নাৎসী জর্মনির সমর প্রস্তুতি তার বিপ্লবী সক্রিয়তার একটি দিক মাত্র। এই বিপ্লবী সক্রিয়তার একমাত্র লক্ষ্য সশস্ত্র আগ্রাসন নিষ্প্রয়োজনীয় করে তোলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি তা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, তবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত করে তোলা, জর্মনির সীমান্তকে প্রসারিত করা। নতুন রাজ্য জয় করা নাৎসী বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই বিপ্লব সার্বিক একনায়কত্বের বিপ্লবী আদর্শকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেবে। তার জন্য হিটলার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ কুদেতার পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা আকস্মিক আঘাত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা নেবে জর্মন সামরিক বাহিনী এবং আকস্মিক আঘাতে শত্রুকে নক্-আউট করে দেবে।* লড়াই না করে, শুধুমাত্র যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বিনারক্তপাতে জয় চেয়েছিলেন হিটলার এবং তা পেয়েছিলেনও। কিন্তু যদি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তাহলে স্থিতিশীল যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে অসাড় হয়ে পড়ে থাকবেন না, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর। দুরন্তবেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি প্রচণ্ড হাতুড়ির আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে দেবেন। এই হাতুড়ির আঘাতই ব্লিৎসক্রীগ। ব্লিৎসক্রীগ ব্যাপকতর নাৎসী রণনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ব্লিৎসক্রীগ অথবা বিদ্যুৎ যুদ্ধের নিখুঁত তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়েছিল নাৎসী জর্মনিতে। স্থিতিশীল রণাঙ্গনের চোরাবালিতে Deux ex machina হয়ে এসেছিল ব্লিৎসক্রীগ।

---

* Herman Rauschning—The Voice of Destruction.

৩

রণনীতি সম্পর্কিত চিন্তা : ফ্রান্স

যে মানসিকতা নিয়ে ফরাসী জাতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাকে পরাজিতের মানসিকতা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অথচ ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরে যখন পারীর দিকে জর্মন অভিযান শুরু হয়, তখন অনুপ্রাণিত ফরাসী দেশপ্রেম আক্রমণকারীকে মার্নে রুখে দিয়েছিল। ১৯৪০-এ একটি নিরুদ্যম জাতি যুদ্ধে যোগ দেয়। জর্মন আক্রমণের আকস্মিকতায় বিপর্যস্ত ফরাসী বাহিনী মরিয়া হয়ে শত্রুকে মরণকামড়ও দিতে পারে নি। পশ্চাদপসরণ প্রতি-আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নি, বরং আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হয়েছিল।

ফরাসী জাতির দৃপ্ত মনুষ্যত্ব এবং বীরোচিত গুণাবলী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশেষ চোখে পড়ে নি। ফরাসী সৈন্যবাহিনী তার পরাক্রান্ত ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছিল। এই আত্মবিস্মৃতির দুটি প্রধান কারণ: প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপুল সৈন্যক্ষয় ফরাসী জাতির মনে যুদ্ধের প্রতি যে তীব্র অনীহার জন্ম দিয়েছিল, পরবর্তী বিশ বছরেও তা দূর হয় নি। দ্বিতীয়ত, সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক কলহ ফরাসী সেনার মনোবল অনেকাংশে ভেঙে দিয়েছিল; অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল ফরাসী বাহিনীতে সমর শিক্ষার্থীর শিক্ষণের সময় হ্রাস। ফলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ফরাসী জাতির জড়ত্ব ভাঙতে সময় লাগে।

১৮৭০-৭১-এর পরাজয়ের পর যখন ফরাসী জাতি তার বিধ্বস্ত আত্মরক্ষা ব্যবস্থা আবার গড়ে তুলতে শুরু করে, তখন সংসদে ফরাসী বাহিনীর পুনর্গঠন-সংক্রান্ত আলোচনা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 'শস্ত্রপাণি জাতি'* এই নীতির ভিত্তিতে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত। অতএব ভবিষ্যতে ফরাসী নিরাপত্তার জন্য ফরাসীবাহিনীও এই নীতির ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করতেন। পক্ষান্তরে পারী কমিউন বুর্জোয়া শ্রেণীকে এমন আতংকিত করে তুলেছিল যে, তাদের নেতা তিয়ের এই নতুন নীতি পুরোপুরি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। কারণ এই নীতির

---

* Nation-at-arms

অর্থ, একটি স্বল্পকাল শিক্ষিত বাহিনী। এ ধরণের বাহিনীকে বুর্জোয়ারা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে সৈন্যবাহিনীর অর্থ পুলিশবাহিনী, যা সমাজবিপ্লবের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবে। সুতরাং, জন্মভূমি রক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরস্পরবিরোধী নীতির সংঘাত অনিবার্য ছিল।

শেষ পর্যন্ত ১৮৭৩-এ একটি আপোষ হয় : বার্ষিক সমরশিক্ষার্থী দলকে দুভাগে ভাগ করা হল। এক ভাগ পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করবে আর তথাকথিত দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষা পাবে ছ'মাস। এ-সময় থেকেই সামরিক আইন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হতে লাগল। ১৮৭৩-এর আইনে যে আপোষ হল তা বাম ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আপোষ। সৈন্যবাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করার মধ্যে তা লক্ষ করা যায়। দক্ষিণপন্থীরা চেয়েছিল উচ্চশিক্ষিত পেশাদার বাহিনী, আর বামপন্থীরা জাতীয় মিলিশিয়া (গণসেনা)। সৈন্যবাহিনীকে দুভাগে ভাগ করে শ্যাম ও কুল দুইই রাখা হল।

সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলার চরম পরিণতি লক্ষ করা যায় দ্রেইফু[১৫] ঘটনায়, যার ফলে প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগে সৈন্যবাহিনী থেকে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছাঁটাই হন। এ. জেরো (A. Géraud "Pertinax") লিখছেন : "১৮৭৫-এর প্রজাতন্ত্র জেনারেলদের কুদেতার ভয়ে সর্বদাই শংকিত থাকত। প্রজাতন্ত্রের ধারণা হয়েছিল, দ্রেইফু ঘটনার পর থেকে এইসব জেনারেলদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের মাত্রা কিছু বেশি হয়ে গিয়েছিল।"

১৯০৫-এ শিক্ষণের সময় পাঁচ থেকে দু'বছর করে দেওয়া হয়। ১৯১৩-তে জর্মন সামরিক আইনে জর্মন শান্তিকালীন বাহিনীর প্রকৃত সৈন্যের সংখ্যা ৮ লক্ষেরও বেশি হয়ে যায়। জর্মন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্য ফ্রান্সকে তিন বছরের সমরশিক্ষণের নীতি গ্রহণ করতে হয়। কারণ ফরাসী জন্মহার হ্রাস পাওয়ায় জর্মানির বার্ষিক সমরশিক্ষার্থীর অর্ধেক মাত্র স্বাভাবিকভাবে শিক্ষণের জন্য ফরাসীবাহিনীতে আসত। ১৯১৪-র নির্বাচনে সংসদে সোস্যালিস্টদের আসন সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং 'অস্ত্রসজ্জার মূঢ়তা' বন্ধ করতে এবার তারা বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু তারা সময় পায়নি। কারণ, অচিরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯১৮-তে আবার তারা শান্তিবাদের পুরনো ধুঁয়া তোলে। এবার তাদের দাবি হল : ১৮৭৩-এর সামরিক আইনে ফিরে যেতে হবে ; দ্বিতীয় ভাগের স্বল্পকালীন শিক্ষাব্যবস্থা গোটা বাহিনীতে চালু করতে হবে। বিখ্যাত নেতা জ'্যা জোরেসের[১৬] 'লার্মে নুভেল' নামক

পুস্তিকাই এই দাবির প্রেরণা। কিন্তু এই দাবি গৃহীত হয়নি। তার কারণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে জর্মনির সঙ্গে সংঘাত এবং অনিবার্য ব্যয়সংকোচ। কিন্তু সমর শিক্ষণের সময় নিয়ে দীর্ঘকাল বাম ও দক্ষিণ-পন্থীদের মধ্যে তিক্ত সংগ্রাম চলে। শেষ পর্যন্ত সমাধান আসে আর একটি আপোষ রফায় : সমরশিক্ষণের সময় হবে আঠারো মাস।

১৯২৪-এর নির্বাচনে বামপন্থী-ফ্রন্ট* নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং এরিও (Herriot) সরকার অবিলম্বে নতুন সামরিক আইন প্রবর্তনের কাজে হাত দেন। এবার সামরিক আইনের লক্ষ্য শুধুমাত্র শিক্ষণের সময় হ্রাস নয়, ফ্রান্সের সামরিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন। অর্থাৎ 'শস্ত্রশাণি জাতির' ভিত্তিতে সামরিকবাহিনীর নবসংগঠন। এই উদ্দেশ্যে নতুন সাংগঠনিক আইনের প্রস্তাব করা হল। এই আইনের প্রধান কথা হল, ফ্রান্সকে যদি আবার তার অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে সে যেন তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে পারে।

১৯২৭-২৮-এ সৈন্যবাহিনীর জন্য যে সাংগঠনিক আইন পাশ হল, তার পটভূমিকা লক্ষণীয়। এসময় শুধু সামরিকবাহিনীই নয়, সমগ্র জাতি সামরিক অসুস্থতায় (malaise militaire) ভুগছিল। এই জটিল ব্যাধির প্রকৃতি নির্ণয় করাও সহজ ছিল না। মুদ্রাস্ফীতি একটি প্রত্যক্ষ কারণ, সন্দেহ নেই। এর ফলে অফিসার ও জওয়ানদের বেতন অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল। যৌথ দরকষাকষি করে অসামরিক কর্মচারীরা তাদের বেতন বাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু সামরিকবাহিনীর সেই সুযোগ ছিল না। তাই জাতি তাদের বিস্মৃত হয়েছিল। ১৯২৬-এ পোয়্যাঁকারে[১৭] (Poincaré) যখন ফ্রাঁকে টিকিয়ে রাখার জন্য কঠোর ব্যয় সংকোচন শুরু করেন, তখনও এই ব্যয় সংকোচের ধাক্কা গিয়ে পড়ে সৈন্যবাহিনীর উপর। পাঁচ হাজার পদস্থ অফিসারের পদ বিলুপ্ত করা হল ; পদোন্নতির সুযোগ কমে গেল ; সামরিক বাহিনীতে তারাই যোগ দিতে লাগল, যারা অন্যত্র প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে।

আর্থিক অসংগতি ছাড়াও সৈন্যবাহিনীর মনোবল নষ্ট হওয়ার অন্য কারণও ছিল। এ-সময় লোকার্নোর শান্তির বাতাস বইছিল। যখন আন্তর্জাতিক চুক্তি যুদ্ধকে অবৈধ করেছে, তখন আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্সের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, নিরর্থক। যারা স্বল্পকাল শিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয়বাহিনী সৃষ্টি করতে চাইছিলেন, এই পরিস্থিতি তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি করল।

* Cartel gauche

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, শিক্ষণের সময় আরো কমিয়ে দেওয়া হবে। এমন কি পদস্থ সামরিক অফিসাররা অনিবার্যকে মেনে নেওয়ার জন্য মনকে প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। তাঁদের মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধছিল যে, সংস্কার পরিকল্পনা তাঁদের মর্যাদা হানির সুচিন্তিত প্রয়াস। ক্ল্যেম্যাঁসোর ১৯০৭-এর আইনে জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে অসামরিক পদস্থ রাজপুরুষদের সামরিকবাহিনীর প্রধানদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ক্ষোভ বাড়ল। সামরিকবাহিনী যুদ্ধে দেশ রক্ষা করেছে, তারই পুরস্কার কি এই পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার? এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের জবাব হল: প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছে শস্ত্রপাণি জাতি। আর ক্ল্যেম্যাঁসোর বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে তারা বলেন, যুদ্ধ এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে শুধুমাত্র জেনারেলদের হাতে তা ছেড়ে দেওয়া যায় না।

বিক্ষোভ এভাবে জমা হচ্ছিল। ক্রমে তা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও স্থায়ী রাজনৈতিক কলহে পর্যবসিত হল। সামরিক ব্যাধির গভীর সাংগঠনিক কারণ ছিল। কিন্তু এই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হল রাজনৈতিক কলহে, সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশ্য বাদপ্রতিবাদে এবং জেনারেলদের মধ্যে স্থায়ী বিসংবাদে। র‍্যাডিক্যালরা অনেক জেনারেলের বিরুদ্ধে ফাসিবাদী প্রবণতার অভিযোগ আনে। আর জেনারেলরাও র‍্যাডিক্যালদের যুদ্ধ বিরোধী, অজ্ঞ ও অনধিকার চর্চায় লিপ্ত ফ্রান্সের শত্রু বলে গাল দেন।

এই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক সামরিক আইনের জন্মযন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী ও উত্তেজনাময় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ফ্রান্সের সামরিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন যুদ্ধের দুই আদিম নীতির প্রচণ্ড সংঘাতের সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই দুটি নীতি হল: 'লক্ষ লক্ষ স্বাধীন নাগরিক নিয়ে সংগঠিত জাতীয় মিলিশিয়া (বা গণসেনা) এবং দীর্ঘকাল শিক্ষিত ও বাছাই করা একটি ছোট পেশাদার বা আধা-পেশাদার বাহিনী। উভয় নীতির সমর্থকদেরই প্রেরণার উৎস ফ্রান্সের ইতিহাস। একদিকে কঁভ'সিয়'র লেভে অ্যাঁ মাস দ্বারা গঠিত গণসেনা, যা বিপ্লবী ফ্রান্সকে গৌরবে ভূষিত করেছিল এবং গাঁবেত্তার নাগরিক বাহিনী, যা জর্মনবাহিনীর কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। অন্যদিকে নাপোলেয়'র পেশাদার বাহিনী যা একটি অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল এবং তৃতীয় নাপোলেয়'র রক্ষীবাহিনী সেদাঁয় যার কলংকময় অবলুপ্তি ঘটে। উপরন্তু, দুই পক্ষের যুক্তির চরম উদাহরণ হিসেবে সুইস ও ব্রিটিশ সামরিক ব্যবস্থা তো তাদের চোখের সামনেই ছিল। ১৯২৪-এর পর এ-বিষয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিতর্কের ফলাফল নির্ধারিত হল গণসেনার আদর্শ

রূপায়িত করার সুগভীর ইচ্ছার দ্বারা। ফলে সামরিক শিক্ষণের সময় এক বছরে কমিয়ে আনা হল। স্বভাবতই এতে শান্তিকালীন 'প্রকৃত' সৈন্যের সংখ্যা অনেক কমে গেল। এর প্রতিষেধক হিসেবে বার্ষিক দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার রংরুটের সঙ্গে একটি পেশাদার অংশ জুড়ে দিতে হল, যাতে ঔপনিবেশিক বাহিনীকে বাদ দিয়েও ৪ লক্ষ শান্তিকালীন সৈন্যবাহিনী থাকে। ফলে শস্ত্রপাণি জাতি ও দীর্ঘকাল শিক্ষিত পেশাদার সৈনিকের মিশ্রণে নতুন বাহিনী গঠিত হল। বামপন্থীদের এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হল। কারণ জর্মানি ইতিমধ্যে দেড় লক্ষের একটি গুপ্ত সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাষ্ট্রীয় পুলিশ ছিল দেড় লক্ষ। এর সঙ্গে ভ্যর্সেই সন্ধির দ্বারা স্বীকৃত ১ লক্ষের সৈন্যবাহিনী যোগ করলে মোট সৈন্য সংখ্যা চার লক্ষে পৌঁছয়। আর এই রাইষহ্বেরের সেনাপতি ছিলেন আত্তাক ব্রুস্কের (attaque brusque) অর্থাৎ আকস্মিক আক্রমণের নীতির উদ্ভাবক জেনারেল এইচ-ফন জেকট। যে কোনো মুহূর্তে জর্মন বাহিনীকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল তাঁর।

সুতরাং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ১৯১৩-তে যেমন জর্মন অস্ত্রসজ্জা ফরাসী আইনকে প্রভাবিত করে, তেমনি ১৯২৭-২৮-এও জর্মানির সামরিক সংগঠনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে বামপন্থীরা সামরিক বাহিনীর সংগঠনের নতুন পরিকল্পনা অনেকাংশে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বামপন্থীরা চেয়েছিল সুইস জাতীয় মিলিশিয়ার (গণসেনা) আদর্শে ফরাসী বাহিনীর পুনর্গঠন। সামরিক নেতাদের যুক্তি ছিল, জর্মন ব্লিৎস আক্রমণ হলে ফ্রান্সের একটি স্থায়ী শক্তিশালী সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আবরণ (couverture) আবশ্যিক। হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হলে এই আবরক বাহিনী শত্রুকে কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। এতে দেশের অভ্যন্তরে সৈন্য সমাবেশের জটিল প্রস্তুতিপর্ব নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হবে। সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতে সময় লাগবে, কারণ ফ্রান্সে শান্তিকালীন প্রকৃত সৈন্যের সংখ্যা বেশি নয়। ১৮৬৬-র আগে জর্মন ব্যবস্থায় শান্তিকালেও 'প্রকৃত' সৈন্য সংখ্যা বিশাল ছিল এবং যুদ্ধকালীন সৈন্য সমাবেশের সময় এই স্থায়ী বাহিনীর সঙ্গে মজুতবাহিনী যুক্ত হত। ফলে সৈন্য সমাবেশ অনায়াসে ও অল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন হত। ১৮৭০-এর পর এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা য়োরোপের প্রত্যেক শক্তিশালী রাষ্ট্র গ্রহণ করে। নতুন ফরাসী সামরিক আইন এই ব্যবস্থা বাতিল করে দিল। এই ব্যবস্থার বিলোপের মধ্যেই এই আইনের মৌলিক চরিত্র নিহিত। এই আইন পাস হওয়ার আগে সামরিক শিক্ষা ও অনুশীলন, সৈন্য সমাবেশ ও সীমান্তরক্ষা—

এই সব কিছুরই দায়িত্ব ছিল শান্তিকালীন সৈন্যবাহিনীর উপর। নতুন ব্যবস্থা তিনটি আলাদা সংগঠন সৃষ্টি করল : একটি স্থায়ী আবরণ (couverture); একটি স্থায়ী বাহিনী, যার হাতে ন্যস্ত থাকবে প্রতি বছর যে সময় শিক্ষার্থীরা আসবে, তাদের শিক্ষণ ও অনুশীলনের দায়িত্ব ; একটি স্থায়ী স্টাফ্, যারা সৈন্য সমাবেশ করবে এবং এমন একটি কাঠামো বজায় রাখবে, যার ফলে মজুত-বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে তাদের নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে। এই তিনটি স্থায়ী অংশ ভিন্ন চরিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন পেশাদারদের নিয়ে গঠিত হল।

সামরিক সংগঠনের এই ভিত্তিস্থানীয় তিনটি অংশের কথা মনে রাখলে বলা যেতে পারে যে পুরনো অর্থে ফ্রান্সে আর শান্তিকালীন সেনা রইল না। যা রইল, তা হল একটি স্থায়ী সীমান্তরক্ষীবাহিনী ও শিক্ষাধীন ২ লক্ষ ৪০ হাজার রংরুট। একটি দলের শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অসামরিক জীবনে ফেরৎ পাঠানো হত। যুদ্ধের আগে এক বছরের শিক্ষিত একটি দলকে আরো এক কিংবা দু'বছর সৈন্যবাহিনীতে রেখে দেওয়া হত। এরাই শান্তি-কালীন সৈন্যবাহিনীর কাজ চালাত। এই ব্যবস্থা পুরোপুরি বিলুপ্ত হল। স্বভাবতই এতে সামরিক নেতারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এরপর ফরাসীবাহিনী শুধুমাত্র মজুতবাহিনী হিসেবেই থাকবে। বস্তুত এই ব্যবস্থা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল : ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ও আয়ত্তের অতীত কিছু পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে শস্ত্রপাণি জাতি সৃষ্টি হল। ১৯৩৯-এ ফ্রান্স যখন যুদ্ধে যোগ দেয়, তখন এই ব্যবস্থাই চালু ছিল, যদিও ফরাসীদের জন্মহার দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে ১৯৩৫-এ দুই বছরের সামরিক শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

বিশ্লেষণ করলে এই সামরিক আইনের নানা ত্রুটি চোখে পড়বে। এতে ফরাসী বাহিনীকে তিনটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হল। চার ভাগেও বলা যেতে পারে। কারণ ঔপনিবেশিক বাহিনী একটি স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে পরিগণিত হল। এই বাহিনীর শিক্ষণকাল হল দুই বছর। পৃথক পৃথক কার্যভার, সংগঠন ও মর্যাদাসম্পন্ন এতগুলি আলাদা ইউনিট সৈন্যবাহিনীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ষড়যন্ত্রের লীলাভূমিতে পরিণত করল। এতে রাজনৈতিক ও মতাদর্শজনিত বিভেদ আরো বেড়ে গেল। এক বছরে প্রকৃত সামরিক মানসিকতা জন্মায় না। ফলে সৈন্যবাহিনী আঘাত হানার শক্তি হারাল। সামরিক সংগঠনের আত্মরক্ষাত্মক চরিত্রের উপর জোর দেওয়ায় সামরিকবাহিনীর উদ্যোগ, জঙ্গী মনোভাব এবং শত্রুর দেশে যুদ্ধকে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নষ্ট হল। স্বভাবতই এই বাহিনীর পক্ষে বিদ্যুৎ আক্রমণের ধাক্কা সামলানো

সম্ভব ছিল না। শস্ত্রপাণি জাতি সংগঠিত হয়ে কাজ করতে শুরু করার আগেই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জেকৃটের বাহিনী ঢুকে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

এইসব যুক্তি খণ্ডন করা সহজ ছিল না। সৈন্যবাহিনীর আক্রমণাত্মক জঙ্গী মনোভাবের অভাব ফরাসী জাতির শিরঃপীড়া ঘটায়নি। কারণ গোটা ফরাসীজাতির একটিমাত্র কামনা ছিল: আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা। রাইনল্যাণ্ডে যতদিন দখলদার ফরাসীবাহিনী ছিল, ততদিন নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য যখন এই বাহিনীকে তুলে নিতে হল, তখন ফ্রান্স একটি অত্যন্ত মূল্যবান রাজনৈতিক সুবিধা, একটি চমৎকার আবরণ হারাল। সুতরাং রাইনল্যাণ্ড থেকে সৈন্যাপসারণ ফরাসী নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কারণ রাইনল্যাণ্ডে ফরাসী সৈন্য থাকলে জর্মন আক্রমণ, এমনকি জর্মন বিদ্যুৎ-আক্রমণ, হলেও ফ্রান্স 'শস্ত্রপাণি জাতি' ব্যবস্থাকেও যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে স্থাপনকরার সময় পেত। সুতরাং এখন ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে একটি নতুন আবরণ তৈরীর প্রয়োজন দেখা দিল। এবং এই প্রয়োজনই মাজিনো রেখার জন্মের কারণ।

অন্যান্য দেশের সৈন্যবাহিনীতে অপরিচিত এই 'আবরণের অভীপ্সাই' মাজিনো রেখার উৎস। স্থায়ী সীমান্তরক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য অন্যান্য দেশের চেয়ে ফ্রান্সে শক্তিশালী। ভোবাঁ[১৮] থেকে এই ঐতিহ্য শুরু। ১৮৭০-এর পরে এই মানসিকতা সেরে দ্য রিভিয়েরের* ব্যবস্থা থেকে নতুন প্রেরণা পায়। ভর্দ্যাঁর যুদ্ধের সময় ভোক্স** ও দুওমঁ*** এই দুটি কংক্রীটের দুর্গ প্রচণ্ড জর্মন গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এথেকেই জর্মনির মুখোমুখি ফরাসী সীমান্তে একটি স্থায়ী ও জটিল রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হয়। বস্তুত ১৯২৭-২৮-এর সাংগঠনিক আইন এবং উত্তরপূর্ব সীমান্তের রক্ষাব্যবস্থা, যার পরবর্তী নাম মাজিনো রেখা—দুইই একই সময়ে সংসদে আলোচিত হয়েছিল। এই দুইয়ের জন্যই এ-সময়ের যুদ্ধমন্ত্রী পোল পেঁলেভো† দায়ী। তিনিই এই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনাটি তৈরী করেছিলেন। মাজিনো রেখা পরবর্তী যুদ্ধমন্ত্রী মাজিনোর (Maginot) নাম বহন করছে, কারণ তিনি পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করেছিলেন।

মাজিনো রেখা পেঁলেভে কর্তৃক পরিকল্পিত এই কথাটি গভীরভাবে অর্থবহ। ১৯১৭-র নিভেল (Nivelle) অভিযানের বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী

---

* Serré de Rivière ** Vaux *** Douaument

† Paul Painlevé

হিসেবে পেঁলেভে সংসদে বলেছিলেন : "আর আক্রমণ হবে না।" পেঁলেভের পর ক্ল্যমাঁ্যাসো[১৯] প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আক্রমণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং যুদ্ধে জয়ও তিনিই এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু আক্রমণ ও বিজয় সম্ভব হয়েছিল ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার ফলে।

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী দেশে ফিরে যাওয়ার পর ফ্রান্স আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ম্যাজিনো রেখা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার প্রকৃত প্রতীক। ১৯৩৫-এ যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে সংসদে জেনারেল মোরাঁ্যার (Maurin) বক্তৃতা থেকে তা বোঝা যায় : "আমরা একটি সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মাণের জন্য বহু কোটি ফ্যাঁ ব্যয় করেছি। এর পরও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা আক্রমণের কথা চিন্তা করছি ? আমরা কি এতই নির্বোধ যে, এই প্রাচীরের আশ্রয় ছেড়ে সামরিক এ্যাড্‌ভেঞ্চারের খোঁজে বাইরে বেরোব ?"

মার্শাল পেতাঁ্যার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে ভর্দাঁ্যার কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, সেকথা না বললে ম্যাজিনো রেখার মানসিকতার কথা পুরোপুরি বলা হল না। ভর্দাঁ্যায় ফ্রান্স বিজয়ী হয়। এই বিজয় শত্রুর পক্ষে মারাত্মক নৈতিক আঘাত। আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধেই জয় এসেছিল। ভর্দাঁ্যার প্রতিরোধ জর্মানি ভেঙে দিতে পারেনি। আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের জীবন্ত প্রতীক হয়ে রইলেন মার্শাল পেতাঁ্যা, যদিও তিনি নিজে এই নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন না। ফরাসী মনে এই মিথ্যাধারণার সৃষ্টি হল যে, গৌরবময় আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয় নিয়ে এসেছে।

ম্যাজিনো রেখার মানসিকতা ক্রমে ফরাসী বিদেশনীতিকে দুর্বল করে দেয়। হিটলারের উত্থান, রাইনল্যাণ্ডের সামরিকীকরণ এবং অন্যান্য আক্রমণাত্মক জর্মন কার্যাবলী সম্ভব হয়েছিল এই মানসিকতার জন্য। ১৯২৭-২৮-এর 'শস্ত্রপাণিজাতি'র নীতি থেকে আবরণের কামনার জন্ম যার পরিণতি ম্যাজিনো রেখা। ম্যাজিনো রেখার পরিপূরক হল মার্শাল পেতাঁ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা ভর্দাঁ্যা কিংবদন্তী। এই দুয়ের যোগফল একটি নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি যা ফরাসী জাতির মনকে অধিকার করে রইল এবং একটি মিথ্যা নিরাপত্তার বোধ এনে দিল। ফলে এক ধরণের পচন ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত হয়, যার পরিণতি দ্যগল বর্ণিত 'অক্ষমতার একটি অস্পষ্ট ধারণায়'।*

এই ম্যাজিনো রেখার পটভূমিকায় আত্মরক্ষামূলক সীমাবদ্ধ দায়িত্বের যুদ্ধের নীতির উৎস অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৩৯-এ যখন ফ্রান্স

* দ্যগলের বিখ্যাত Memorandum, পৃঃ ৪০০

যুদ্ধঘোষণা করল, তখনও ফ্রান্স এই নীতিতে বিশ্বাসী। এমন কি জর্মানির পোল্যাণ্ড অভিযানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের শক্তি প্রত্যক্ষ করার পরও ফ্রান্স এই নীতি আঁকড়ে রইল। উটপাখির মতো ফ্রান্সের এই চোখ বুজে থাকা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। ফ্রান্সের সামরিক চিন্তার অন্ধতা বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অর্থ শস্ত্রপাণি জাতি। গোটা ফরাসীজাতিই পুরোপুরি মাজিনো রেখা মানসিকতায় ডুবে ছিল। জাতির এই মানসিকতার ছাপ সৈন্যবাহিনীর উপর পড়া স্বাভাবিক। কারণ সৈন্যবাহিনী মানেই তো শস্ত্রপাণি জাতি। আত্মরক্ষাত্মক নীতি চরমে নিয়ে যাওয়ায় এক ধরণের মানসিক জাড্য দেখা দিয়েছিল। তার পরিণাম মন্থর ও জটিল সরবরাহ এবং সমন্বয় ব্যবস্থা। ১৯২৩-এর একটি রুশ পত্রিকায়* এই পরিস্থিতির পরিচয় মেলে : "অধিকাংশ ফরাসী সমরোপকরণ পুরনো ও অকেজো। সৈন্যদের ইউনিটের গতি ও সঞ্চালনও অত্যন্ত মন্থর; হাই-কমাণ্ডের হিসেবে বৈপাণ্ডিত্য; সাধারণভাবে সৈন্যবাহিনীর আক্রমণাত্মক শক্তি অবসিত।"

ফরাসী সামরিক নীতি অগ্নিশক্তি নামক যাদুমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা আত্মরক্ষাত্মক মতবাদের একটি পরিবর্ত মাত্র। অগ্নিশক্তির মতবাদ আশ্রয়ের ধারণার উপর নির্ভরশীল। মাজিনো রেখার ভিত্তিও এই নীতি। আর্টিলারির অগ্নিশক্তি যেমন সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাত্মক আবরণ, তেমনি উত্তরপূর্বে সুরক্ষিত সীমান্ত সমগ্র জাতির সিমেণ্ট ও ইস্পাতের আবরণ।

১৯১৪-তে ফরাসী বাহিনী থেকে জর্মন বাহিনীকে ছুঁড়ে দেওয়া সীসার অগ্নিময় প্রবাহ মারাত্মক কার্যকর হয়েছিল। তাতেই অগ্নিশক্তি সম্পর্কে ফরাসীদের চোখ খুলে যায়। মানুষের জীবনের মূল্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয় এসেছিল। যন্ত্রের অভাব ছিল ফরাসীদের। জর্মন আর্টিলারি যে শূন্যস্থান তৈরী করছিল, তা মানুষ দিয়ে ভরাট করতে হচ্ছিল ফরাসীদের। ১৭১৬-তে পশ্চিম রণাঙ্গনে জর্মানি যখন আবার ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে, তখন সদ্য নির্মিত ফরাসী ভারীআর্টিলারি সেই আক্রমণ প্রতিহত করে দেশকে রক্ষা করেছিল। এই শিক্ষা ফরাসীদের মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, ১৯১৮-র বিখ্যাত ট্যাংকযুদ্ধের কথা ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ক্রমে অগ্নিশক্তির ধারণা এক প্রবল অন্ধতা এনে দিল। নতুন আবিষ্কারকে

* Voyna i Revolucia-Christian Science Monitor থেকে উদ্ধৃত।

নতুনভাবে কাজে না লাগিয়ে অগ্নিশক্তির অধীন করা হল। সামরিক বিমান আর্টিলারির সহযোগীতে পরিণত হল। অগ্নিশক্তির পাল্লার বাইরে ট্যাংককে ব্যবহার করা চলবে না। উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থাও নিয়োজিত হল অগ্নিশক্তির জন্য।

শত্রুর আত্মরক্ষার আবরণকে অগ্নিশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পরই ফরাসী বাহিনী আক্রমণ করবে। এর অর্থ হল সমরসম্ভারে ভারাক্রান্ত পরিবহন ব্যবস্থা। গতিশীলতা ও আকস্মিক আক্রমণের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল ফরাসীবাহিনী এবং ফরাসী সামরিক মতবাদ আপাতবৈজ্ঞানিক কিছু হিসেবে পরিণত হল। পেতঁ্যার জাদুমন্ত্র হল 'অগ্নিই মারক'* এবং এই শব্দবন্ধ অগ্নিশক্তিভিত্তিক আত্মরক্ষাত্মক মতবাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। এই মন্ত্রই জেনারেল শোভিনো (Chauvineau) একটি জনপ্রিয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, যার ভূমিকা লিখেছিলেন মার্শাল পেতঁ্যা। এই বইকে মাজিনো রেখা মানসিকতার নির্যাস বলা যেতে পারে। এই বই ফরাসী জাতিকে আশ্বস্ত করেছিল। কারণ যুদ্ধ হলেও তা সর্বনাশা হবে না ; অগ্নিশক্তি শত্রুবাহিনীকে নিঃশেষে সংহার করবে এবং দুর্ভেদ্য দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ফরাসী বাহিনী জাতিকে রক্ষা করবে।

শেষ পর্যন্ত অগ্নিশক্তির মতবাদ ও মাজিনো রেখা মানসিকতা ফরাসী জাতির কল্পনাশক্তি ও উদ্যমকে বিনষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, যে অল্প কয়েকজন মানুষ আক্রমণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ফরাসী সমরতত্ত্বের একমাত্র সদর্থকদিক-স্থিতিস্থাপক আত্মরক্ষার ধারণা—নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইছিলেন তাঁদের উদ্যোগেরও অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে। প্রতিআক্রমণ যা ফরাসীমেজাজ ও চরিত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সংগতিপূর্ণ, মাজিনো রেখার মানসিকতার প্রভাবে সেই দিকেও সমরনেতাদের দৃষ্টি পড়েনি। দ্যগল, বিমান বিশেষজ্ঞ রুজেরঁ (Rougeron), জেনারেল ভের্লাপ্র ও জেনারেল দুমেঁক এবং সংসদে তাঁদের মুখপাত্র পোল রেনো ও তাঁর দল পূর্বসংস্কারের এই চৈনিক প্রাচীরে মিথ্যাই মাথা খুঁড়েছিলেন।

আক্রমণ নিষিদ্ধ হয়ে রইল। কারণ শোভিনোর মতে আক্রমণে তিনগুণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োজন, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রয়োজন। সুতরাং যদি আবার যুদ্ধ বাধে তবে ফ্রান্স ফরাসীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না। ফরাসী দুর্ভেদ্য অবস্থানের কাছে শত্রু তার মৃত্যু ডেকে আনুক।

---

* Le feu tue

তারপর প্রতিআক্রমণের যখন সময় আসবে তখন ফ্রান্স অনায়াসে বিজয়ের ফসল ঘরে তুলবে। সস্তা যুদ্ধ ও অনায়াস বিজয়ের এই সংকীর্ণ, হীন, বুর্জোয়াজনোচিত ধারণাই ফরাসী জাতির সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্স মহৎ জাতির গৌরব খুইয়েছিল। কারণ, মহৎজাতির স্কন্ধে যে গুরু দায়িত্ব, মাজিনো রেখা মানসিকতার অর্থ তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি।

রণনীতি সম্পর্কিত চিন্তা : ব্রিটেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। সৈন্যবাহিনীর কাঠামোটি রেখে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করে নিম্নতম প্রয়োজনভিত্তিক একটি সামরিক বাহিনী রাখা হবে—এ-বিষয়ে জনমত ও সরকারের ঐকমত্য ছিল। সামরিকবাহিনীর তিনটি শাখাতেই এই নীতি অনুসৃত হয়। নৌবাহিনী ব্রিটেনের আত্মরক্ষার প্রথম স্তর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিমানবাহিনী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, স্থল বাহিনীর স্থান নির্দিষ্ট হয় সবার শেষে।

এই ব্যবস্থা ফরাসী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তার কারণও ভৌগোলিক। ফ্রান্সে সামরিক চিন্তা ও আলোচনার কেন্দ্রে 'শস্ত্রপাণি জাতি'। ব্রিটেনের দীর্ঘকাল শিক্ষিত পেশাদার বাহিনীর ঐতিহ্য অতি পুরাতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ১৯১৮র যুদ্ধবিরতির পর ইংলণ্ড আবার ধীরে ধীরে কার্ডওয়েল ব্যবস্থায় ফিরে আসে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্থায়ী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে উপনিবেশ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। য়োরোপে ভার্সেইসন্ধি, লীগ অভ নেশন্স ইত্যাদি শান্তিরক্ষা করবে। আর জরুরী কোনো অবস্থা দেখা দিলে ফ্রান্স ও তার মিত্রদের সৈন্যবাহিনী তার মোকাবিলা করবে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্রিটিশবাহিনীর কাজ হল স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করা, কিংবা পাহাড় বা মরুভূমির উপজাতিসমূহের আক্রমণ প্রতিরোধ করা। তারজন্য কয়েকটি ব্যাটালিয়ান, বড়জোর কয়েকটি ব্রিগেডই যথেষ্ট। ভারী অস্ত্রশস্ত্রেরও দরকার নেই; পদাতিক বাহিনীর ছোটখাট অস্ত্র এবং হালকা ফিল্ড আর্টিলারি হলেই যথেষ্ট। এর জন্য ইংলণ্ড হলডেন ব্যবস্থার জটিল সংগঠন ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ঝামেলা করতে যাবে কেন? অতএব পুরনো কার্ডওয়েল ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার লোভ সামলানো কঠিন ছিল। ব্রিটিশ

ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাজ হল ইম্পিরিয়াল পুলিশ বাহিনীর জন্য রংরুটদের শিক্ষা দেওয়া। সুতরাং কার্ডওয়েলের পৃথিবীব্যাপী পুলিশ বাহিনীর প্রাথমিক ধারণায় ফিরে যাওয়াই যুক্তিসংগত।

জর্মানির দ্রুত অস্ত্রসজ্জার ফলে য়োরোপে যখন সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল, তখনও কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এই নীতি আঁকড়ে ধরে আছে। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেবে ১৯৩৬-এর মার্চের ব্রিটিশ হোয়াইট পেপার, যা ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জার জন্য চারটি নতুন পদাতিক ব্যাটালিয়ান গঠন করার প্রস্তাব পেশ করে।

ব্রিটেন কার্ডওয়েল ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ায় ট্যাঙ্ক বাহিনীর চরম ক্ষতি হল। এই বাহিনীর সমস্ত উন্নতির পথ বন্ধ হল। মেজর ই. ডব্লিউ. শেপার্ড লিখেছেন, "১৯৩১-এ উন্নততর ডিজাইনের মাঝারি ট্যাঙ্ক প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আর্থনীতিক সংকট ও শান্তিবাদী আন্দোলনে এই ট্যাঙ্কের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৬-এ যখন এই ট্যাঙ্ক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তখন ট্যাঙ্কটি পুরনো হয়ে গেছে। কেবল বিতর্ক কেবল বিতর্ক ··· ট্যাঙ্কটি এখনও সৈন্যবাহিনীর হাতে পৌঁছল না।"*

সুতরাং ইংলণ্ডেরও ফ্রান্সের মতোই অবস্থা হল। কিন্তু বিশের দশকে ফ্রান্সে কোনো ট্যাঙ্কবিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে ছিলেন প্রতিভাবান ট্যাঙ্কবিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল জে. এফ. সি ফুলার। তাঁকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে একটি ট্যাঙ্কবিশেষজ্ঞগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। ফুলার ট্যাঙ্ক যুদ্ধের নতুন নীতির উদ্ভাবক। যুদ্ধ বিরতির পর সৈন্যবাহিনীর যান্ত্রিকীকরণের জন্য তিনি একক চেষ্টা চালিয়ে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ককোরের রেকর্ড খুব ভাল ছিল। তবু ফুলারের কাজ সহজ ছিল না। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ছিল এবং ক্রমে তিনি বহু মানুষকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্ব হল তিনি ব্রিটেনের খ্যাতনামা সমরতাত্ত্বিক ক্যাপ্টেন লিডেলহার্টকে তাঁর মতানুবর্তী করে তুলতে পেরেছিলেন।

লিডেল হার্টও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। ১৯১৮-তে তাঁকে ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনী ফিল্ডসারভিসের নিয়মকানুন সংশোধনের ভার দেওয়া হয়। লিডেল হার্টও ফুলারের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ব্রিটিশ বাহিনীতে কিছু সংস্কার প্রবর্তিত

* Major E.W. Sheppard—Tanks in the next war পৃঃ ৭৭-৮০

হয়েছিল। তখন লর্ড মিলনে ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের প্রধান ছিলেন। কিন্তু তিনি অতি মন্দ গতিতে এই সংস্কারে অগ্রসর হন। লিডেল হার্ট লিখছেন, "তার কারণ লর্ড মিলনে বৃদ্ধ ও স্কট। সুতরাং বেশি ব্যয়সাধ্য কোনো প্রগতিশীল নীতিকে কার্যে পরিণত করতে তার পদক্ষেপ ছিল অতি সতর্ক।"*

রাজকীয় বিমান বহরেও তিরিশের দশকের প্রথমদিকে একই মানসিকতা কাজ করছিল, যদিও সশস্ত্র বাহিনীর স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বায়ুবাহিনীর স্থান ছিল দ্বিতীয়। ট্যাঙ্ক বাহিনীর মতোই বায়ুবাহিনীকেও নতুন ডিজাইন, নতুন পরিকল্পনা ও সংগঠন শান্তিবাদ, নিরস্ত্রীকরণ ও রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছিল। লীগের যৌথনিরাপত্তা ও ব্রিটিশ তোষণনীতিসৃষ্ট শান্তির আবেশ যখন হিটলারের আগ্রাসীনীতির রূঢ় আঘাতে ভেঙে যায়, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অস্ত্রসজ্জাসম্পর্কিত সামরিক আইনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংঘাতের আবর্ত থেকে ব্রিটেন মুক্ত ছিল। ব্রিটেনে অস্ত্রসজ্জার আধুনিকীকরণে বিলম্বের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। অবশ্য সৈন্যবাহিনীর যান্ত্রিকীকরণে অবহেলার মূলে ফরাসী মানসিকতার অনুরূপ মানসিকতা একথাও স্বীকার্য। প্রথমত, আর্থনীতিক মন্দার ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতির বিপর্যয় একটি বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে : দ্বিতীয়ত, লেবার গভর্ণমেন্টের বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণে আত্যন্তিক আস্থার ফলে বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনী অবহেলিত হয়। লেবার গভর্ণমেন্টের পর যে ন্যাশনাল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তার পক্ষেও ব্রিটিশ জাতির শান্তির গভীর আকাঙ্ক্ষা অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ধারক ও বাহক হিসেবে যুগপৎ বিদেশে শান্তিবাদী প্রচার ও দেশে অস্ত্রসজ্জার জন্য বিপুল অর্থব্যয় ব্রিটিশ ভণ্ডামির একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। অতএব বলডুইন সরকারের পক্ষে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলনা। ১৯৩৫-এর নির্বাচন শান্তির শ্লোগানের ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। তাই ব্যালট বাক্সের কথা ভেবে অস্ত্রসজ্জার কথাটা আপাতত চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ এই বলডুইনের ১৯৩৬-এর জুলাইয়ের স্মরণীয় উক্তি হল, ব্রিটেনের পূর্ব সীমান্ত রাইন।

*Liddel Hart—Seven years : The Regime of Field Marshall Milne—English Revew LVI (1933)

১৯৩৬-এ ব্রিটেনে পুনরায় অস্ত্রসজ্জার প্রকৃত চেষ্টা শুরু হয় প্রধানত দুই কারণে : প্রথমত লণ্ডন নৌ-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে গৃহীত জাহাজ নির্মাণ বাড়ানো-কমানোর ধারাটি (escalator clause) এই বছর কার্যকর হয়। দ্বিতীয়ত হিটলার কর্তৃক রাইনল্যাণ্ডের পুনরায় সামরিকীকরণ ও লোকার্ণোচুক্তি প্রত্যাখ্যান। কিন্তু তখনও ব্রিটেনের দৃষ্টি নৌবাহিনীর দিকেই নিবদ্ধ। তবু জেনারেল মিচেল বোমা ফেলে দুর্ভেদ্য জর্মন জাহাজ অস্টফ্রিয়েসল্যাণ্ডকে (Ostfriesland) ডুবিয়ে দেওয়ার পর থেকে বোমারু বিমান বনাম যুদ্ধ জাহাজ বিতর্ক সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করা হয়। এই বিশেষ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হল : "নৌযুদ্ধের বর্তমান কৌশল পরিবর্তন করা উচিত হবে না এবং যতদিন অন্যরাষ্ট্র যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করবে, ততদিন ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।" এভাবেই গোঁড়া সামরিক মন নতুন রণকৌশল উদ্ভাবনের দায়িত্ব এড়াল। ফরাসী সমরনায়কদের মতো ব্রিটিশ এ্যাডমিরালদের মনও অগ্নিশক্তির তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। পার্থক্য যা ছিল তা শুধু প্রয়োগের ; ফরাসীরা এই তত্ত্বকে স্থলে প্রয়োগ করেছে, ইংরেজ করেছে জলে। যেহেতু ব্রিটিশ সামরিক চিন্তাকে নৌবাহিনীর ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাই সশস্ত্র-বাহিনীর অন্যান্য শাখাও এই মতবাদের প্রভাব এড়াতে পারেনি। সুতরাং সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকীকরণের উপরও অগ্নিশক্তি তত্ত্বের প্রভাব ফরাসী মানসিকতার অনুরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

১৯৩৬-এ যখন পুনরায় অস্ত্রসজ্জা শুরু হয়, তখন যুদ্ধজাহাজের পরেই স্থান পায় বায়ুবাহিনী। স্পিটফায়ার ও হারিকেন বিমানের ডিজাইনের উন্নতি হয়েছিল এযুগে। কিন্তু ট্যাঙ্ককোরের জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি।

ফুলারের পদ্ধতি অনুযায়ী যান্ত্রিকীকরণে সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধতা ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর মত গৃহীত হয়নি। ফুলার ও দ্যগলের ভাগ্যের খুব সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৩৭-এ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে অস্ত্রসজ্জার খুব তোড়জোড় চলেছিল। পাঁচ বছর আগেই ফুলার অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই বছরেই তিনি তাঁর Lectures on Field Service Regulations III : Operations between mechanized forces লেখেন। ব্রিটেনে এই বইয়ের মাত্র ৫০০ কপি ছাপা হয়, কিন্তু রুশ ও জর্মন কর্তৃপক্ষ তাদের বাহিনীতে এই বই হাজারে হাজারে ছাপিয়ে বিলি করেন। ফুলারের এই বই সম্পর্কে তাঁর একজন শিষ্য লিখেছেন, "আমার বিশ্বাস, এই বই অত্যন্ত দূরদর্শী

সামরিক ম্যানুয়েলের অন্যতম। ভবিষ্যৎ যান্ত্রিকীকৃত যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইংরেজজাতিকে অবহিত করতে চেয়েছিল এই বই। কিন্তু এই বই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাজে আসেনি, কারণ এর গুরুত্ব ইংরেজ সমরনায়কদের চোখে পড়েনি। একে যদি উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হত এবং এই বই যদি জর্মনদের নজর এড়িয়ে যেত, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাও ঘটতে পারত।"* যান্ত্রিকীকরণের মতবাদ অগ্রাহ্য করা হলেও ব্রিটিশ বাহিনীকে মোটরবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাল্কা বর্মাচ্ছাদিত মেসিনগানবাহী মোটরের উপরই জোর দেওয়া হয়। এই বাহনের আঘাত হানার ক্ষমতা সামান্য হলেও এ অত্যন্ত দ্রুতগতি। জর্মনবাহিনীর ভাবী পানৎসারের কাছে এইগুলো দেশলাই বাক্সের মতো, কিন্তু এরা অতিদ্রুত পালিয়ে যেতে পারত। সুতরাং ডানকার্কের পথ বেশ ভাল ভাবেই প্রশস্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু যান্ত্রিক অস্ত্রসজ্জার চেয়েও বড় প্রশ্ন ছিল, যুদ্ধ হলে য়োরোপে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর আকার। এই সমস্যায় জনসাধারণেরও ঔৎসুক্য ছিল এবং ইংরেজ জাতির এবিষয়ে কোনো দ্বিমতও ছিল না। চিরকালই ইংলণ্ড য়োরোপে বৃহৎ বাহিনী পাঠাবার বিপক্ষে এবং মিউনিক পর্যন্ত এই বিরুদ্ধতা ছিল। ১৯৩৯-এর বসন্তে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের কিছুটা সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের রণাঙ্গণে ৬০ হাজার ইংরেজ সন্তান ঘুমিয়ে আছে, একথা ইংরেজ জাতি ভুলতে পারেনি। ফ্রান্সে বড় সৈন্যবাহিনী পাঠাবার বিরোধিতাও সেই কারণেই। ভবিষ্যৎ অভিযাত্রী বাহিনীর আকার সম্পর্কে প্রত্যেক আলোচনায় গত বিশ্বযুদ্ধে ১৯১৭র সাঙ্ঘাতিক ক্ষতির কথা বারবার উঠত। পাসেনডেল[২৭] একটা বিয়োগান্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৬-এর পুনরায় 'অস্ত্রসজ্জা' সম্পর্কিত রচনার জন্য রয়াল ইউনাইটেড সারভিস ইনস্টিটিউশন যে স্বর্ণপদক দেয়, তার বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর আকার। সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার পান ক্যাপটেন জে. সি. শ্লেসার (J.C. Slessor)। তাঁর অভিমত ছিল, অভিযাত্রী বাহিনী হবে দীর্ঘকালশিক্ষিত বাছাইকরা যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী। ব্রিটেনের রণনীতি সম্পর্কিত চিন্তার বিশেষ প্রবণতা এতে ধরা পড়ে।

১৯৩৭-এর ২৫, ২৬ এবং ২৭ অক্টোবর টাইম্‌সের সামরিক ভাষ্যকার হিসাবে লিডেল হার্ট তিনটি লেখা ছাপান তাতে তিনি পরামর্শ দেন যে, ব্রিটেন যেন সীমাবদ্ধ দায়িত্বের নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি তার ঐতিহ্যসম্মত।

*S.L.A. Marshall-Armies on Wheels পৃঃ ii

সামুদ্রিক অবরোধ ও আর্থনীতিক যুদ্ধ ব্রিটেনের স্বাভাবিক নীতি। তার শক্তিশালী নৌবাহিনী এবং সাম্রাজ্যের সীমাহীন ঐশ্বর্যের কথা মনে রাখলে এই নীতি যে ব্রিটেনের সবচেয়ে উপযোগী, তা বোঝা যাবে। য়োরোপীয় ভূখণ্ডে লিডেল হার্ট পুরোপুরি আত্মরক্ষাত্মক রণনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন কারণ তা ব্রিটিশ মেজাজের অনুকূল। আরও একটি কারণ, আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষা বেশী ফলপ্রসূ। ফ্রান্সে একটি ক্ষুদ্র অভিযাত্রী বাহিনী পাঠানো উচিত, কেননা মাজিনো রেখার অভ্যন্তরে ফরাসী বাহিনী শত্রুকে ঠেকাবে এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন রণনীতিক মজুত বাহিনী হিসাবে ব্রিটিশ বাহিনীকে পশ্চাতে রাখা হবে।

এই তিনটি রচনা সীমাহীন বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় এবং তার ঢেউ বিদেশেও গিয়ে লাগে। ফরাসী জেনারেল বারাতিয়ে এই রচনার একটি উত্তর দেন। লিডেল হার্টের লেখার প্রতিবাদ করেন তিনি। প্রতিবাদ মিত্রপক্ষের উপর যুদ্ধ করার প্রধান দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার ইংরেজ প্রবণতার বিরুদ্ধে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের দৃঢ় প্রতিবাদ প্রয়োজন। যদি কখনও জর্মান ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সেই যুদ্ধ হবে সর্বব্যাপী এবং এই যুদ্ধে টিকে থাকতে হলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করতে হবে।

ইংরেজ লেখকেরাও লিডেল হার্টের রচনার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করেন। আর্মি কোয়ার্টারলিও লিডেল হার্টের অভিমতের প্রতিবাদ করে এবং লিডেল হার্টের লেখার সমালোচকদের জন্য এই পত্রিকার পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে নিপুণ ছিলেন জেনারেল এইচ. রাওয়ান-রবিনসন। তিনি ফুলারগোষ্ঠীর লোক। বিমাণআক্রমণের বিপদ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। হংকং থেকে জিব্রালটার পর্যন্ত যোগাযোগের রেখা রক্ষা করার জন্য বিপুল অস্ত্রসজ্জার পরিকল্পনার পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন। প্রাক্তন আর্টিলারির লোক হিসাবে তিনি অগ্নিশক্তির ও দ্রুতগতির উপর অর্থাৎ ট্যাঙ্কের ওপর জোর দেন। অনেক দিন ধরেই তিনি ফুলারের সঙ্গে এবিষয়ে একমত ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে লিডেল হার্টের নিষ্ক্রিয় যুদ্ধ এবং আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের ক্রুদ্ধ অস্বীকৃতি স্বাভাবিক। তিনি বললেন, এধরণের মতবাদ সামরিক কিংবা ব্রিটিশ কোনটাই নয়। তিনি লিডেল হার্টকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সীমাবদ্ধ দায়িত্বের যুদ্ধে সাম্রাজ্য তৈরী হয়নি। যান্ত্রিকীকরণের দৃঢ় সমর্থক হিসেবে তিনি সংখ্যার চেয়ে গুণমানের উপর জোর দিয়েছিলেন বেশি।

আমি কোয়ার্টারলিতে মেজর ই. ডব্লিউ. শেপার্ডের একটি লেখাও প্রকাশিত হয়। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, ব্রিটেন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে পারবে না, তার কারণ তার রণসম্ভারের অপ্রাচুর্য। প্রকৃতপক্ষে সস্তায় সফল আক্রমণ চালানো চিরকালই কঠিন। ইদানীং তা আরো কঠিন হয়েছে। সুতরাং তখনই তা চালানো সম্ভব. যখন আক্রমণকারীর পক্ষে কিছু বিশেষ সুবিধা থাকে, এই সব সুবিধার প্রকৃত রূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বদলাবে. কিন্তু কোনো বিশেষ সুবিধা যদি না থাকে, তবে একমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীন উন্মাদের পক্ষেই আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব। কারণ তার অর্থ স্বীয় কমাণ্ডের পরাজয় ডেকে আনা এবং নিজেকে কলংকিত করা।

সম্ভবত এ-যুগের ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ভি. ডব্লিউ জারমেইনস। তাঁর বই "The Mechanization of war" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এবং বিশেষত কাঁব্রে ও আমিয়ঁ্যার ট্যাঙ্কযুদ্ধের সবচেয়ে ভাল টীকা। একটি সর্বাত্মক মহাদেশীয় যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। কিন্তু এ-ধরণের যুদ্ধের জন্য সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যাট ডিভিশনের অভিযাত্রীবাহিনী আবশ্যিক। তিনি তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠীর একপেশে ধারণার নিন্দা করেন। পদাতিক বাহিনী সম্পর্কে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক মেলিন ক্রেগের সঙ্গে একমত ছিলেন। জেনারেল ক্রেগ স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন: শেষ পর্যন্ত পদাতিক বাহিনীর দ্বারাই যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়; নতুন অস্ত্র পদাতিক বাহিনীর সহায়ক, তাঁর পরিবর্ত নয়।

জারমেইনসই একমাত্র সামরিক ভাষ্যকার, যিনি অসামান্য দূরদৃষ্টি নিয়ে অবস্থার পর্যালোচনা করেন: "এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটেনের মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে যে, লড়াই না করে অন্য উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করা যেতে পারে।"* সৈন্যবাহিনীতে প্রাপ্তবয়স্কের যোগদান বাধ্যতামূলক করে তিনি একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সংগঠনের দাবি জানান। পার্লামেন্টে এই চেষ্টা সফল হয়নি। জারমেইনসের মতে, সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার মধ্যে স্থলবাহিনীর আঘাত হানবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এবং বায়ুবাহিনী চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়। কিন্তু স্থলবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করে বৃহৎ স্থলবাহিনী গঠন তো দূরের কথা, স্থলবাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সিণ্ডারেলার মতো রইল।

---

*"Military Lessons of the war", Contemporary Review CLVIII (1940) পৃঃ ১৪৬-১৫৫

ব্রিটিশ মানসিকতার প্রকৃত মুখপাত্র ছিলেন লিডেল হার্ট। ফুলারের মতবাদের সমর্থক ও ব্যাখ্যাতা লিডেলে হার্টের ট্যাঙ্কের প্রতি পক্ষপাতও ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে ব্রিটিশ সাঁজোয়াবাহিনীর ব্যবহারে তাঁর সায় ছিলনা। রণনীতিকমজুত হিসেবে তিনি সাঁজোয়াডিভিশনগুলিকে দেশে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। মিউনিকের পর বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তখন তিনি ১৯৩৭-এর অক্টোবরের টাইম্‌সে প্রকাশিত মতবাদ আরো ঘষামাজা করে ঘোষণা করলেন, কিছু যন্ত্রবিদ সৈন্য ছাড়া কোনো অভিযাত্রী বাহিনী ফ্রান্সে পাঠানো উচিত হবেনা। কেননা একবার কোনো ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী যদি আক্রমণে লিপ্ত হয় এবং সেই আক্রমণ যদি প্রতিহত হয়, তাহলে আরো নতুন সৈন্য ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। কারণ জেনারেলরা বারবার আক্রমণ করার চেষ্টা করবেন। শেষ পর্যন্ত অভিযাত্রী বাহিনীর সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছবে এবং হতাহতের সংখ্যাও হবে সেই অনুপাতে।

ফরাসী মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বড়জোর তিনটি সাঁজোয়া বাহিনী পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু এই বাহিনীকে আক্রমণাত্মক অভিযানে ব্যবহার করা হবেনা—ফ্রান্সকে এই শর্ত মেনে নিতে হবে। বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় এই তিনটি ডিভিশন গতিশীল মজুত বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। লিডেল হার্টের এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, মহাদেশীয় ভূখণ্ডে যুদ্ধ এলে তা আকস্মিক-ভাবে বিদ্যুৎগতিতে আসবে। জর্মনদের তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশন আছে এবং আরো দুটি প্রস্তুত হচ্ছে। তারা মাজিনো রেখা ভেঙে ফেলতে পারে। ব্রিটেনের গতিশীল আত্মরক্ষাত্মক বাহিনী জর্মন আক্রমণের সূচীমুখ ভেঙে দিয়ে ফাঁক ভরাট করে দিতে পারে। *

স্পেনীয় রণাঙ্গনের, বিশেষত গুয়াদালয়ারার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রসূত এই মতামত দ্যগলের বিখ্যাত স্মারকলিপির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই স্মারক-লিপিতে দ্যগল অনুরূপ বাহিনী ও রণকৌশলের কথা বলেন। বস্তুত এ ধরণের যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী এবং উপযুক্ত আনুষঙ্গিক বায়ুবাহিনী যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে ব্যবহার করা হত, তাহলে জর্মন আক্রমণ বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মাত্র একটি ইংরেজ সাঁজোয়া ডিভিশন ছিল এবং ফরাসীরা সোমে তা অপব্যয় করে। **

এই ভয়ানক অবহেলার কারণ কি ? ১৯৪০-এর বিপর্যয়ের পর নিজের

* Liddel Hart—"Defence of the Empire," Fortnightly Review. New Series CXL iii (1938) পৃঃ ২০-৩১

** Liddel Hart—Dynamic Defence (London, 1941) পৃঃ ৩০-৩৫

সমর্থনে একটি পুস্তিকায় লিডেল হার্ট লিখেছেন : "হোরবেলিশা যুদ্ধমন্ত্রী হওয়ার পর যে-সব রাজকর্মচারীর তাঁর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ছিল, তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যেন স্থলবাহিনীর মৌলিক সাংগঠনিক পরিবর্তন কিংবা যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর বৃদ্ধি সম্ভব বলে কোনো পরামর্শ না দেন।

লিডেল হার্টের এই বক্তব্য গ্রাহ্য নয়। কারণ লিডেল হার্ট হোরবেলিশার কনুইয়ের কাছে ছিলেন। অপরদিকে জারমেইনস—হোরবেলিশা বা লিডেল হার্ট কারো সম্পর্কেই যাঁর ভাল ধারণা ছিলনা—মিউনিক সংকটের পর তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সমর পর্ষদের (যার সঙ্গে লিডেল হার্টও যুক্ত ছিলেন) গতানুগতিক মনোভাবের নিন্দা করেন। মনে হয় লিডেল হার্ট নিজেও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি পাননি। পোল্যাণ্ডে নাৎসী ব্লিৎসক্রীগের পর যখন আক্রমণের শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ মিলল, তখন লিডেল হার্ট* ৯ সেপ্টেম্বর একটি স্মারক-লিপি প্রস্তুত করেন। এতেও তিনি আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের উপরই জোর দেন। অবশ্য তিনি একথাও লিখেছিলেন যে, যখন গতিশীল হওয়ার মতো উপযুক্ত স্থানের অভাব, তখনই আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি এখানেই থামেননি। সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সরকার যেন আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য সামরিক আক্রমণ নিষ্প্রয়োজন বলে ঘোষণা করেন। নয়তো মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা হাস্যকর মনে হতে পারে। তাছাড়া নৈতিক ও আর্থনীতিক অস্ত্রের উপর জোর দিলে শত্রুর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভাঙন আসতে পারে। ব্রিটেন শত্রুর দুর্বল পার্শ্বের বিরুদ্ধে শক্তি কেন্দ্রীভূত করবে, আক্রমণ করে নিজের পার্শ্বকে অরক্ষিত করবেনা। আত্মরক্ষার উপর এ-ধরণের নির্ভরতা যুদ্ধপরিচালনার উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার অনিবার্য পরিণাম 'শোণিত, ঘর্ম ও অশ্রুজল'।

কিন্তু লিডেল হার্টের নীতিও পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর একটি ছোট অভিযাত্রী বাহিনী ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল এবং মাজিনো রেখার অনেক পিছনে রণনীতিক মজুত হিসেবে তা ছিল। লিডেল হার্ট তাঁর টাইম্‌সের প্রবন্ধে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এর ১০ মে যখন জর্মনি পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ শুরু করল, তখন লিয়্যাজ ফাঁক দিয়ে জর্মনদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী এগিয়ে গেল। আর্দেন অরণ্যের দিকে তাদের চোখ পড়লনা। অথচ প্রধান জর্মন আক্রমণ আর্দেন অরণ্যের মধ্য দিয়ে সেদাঁর ভেদনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৩৬

পেতঁ্যার মতো লিডেল হার্টেরও এই অভিমত ছিল যে, আর্দেন অঞ্চলের গভীর অরণ্য বড় ধরণের অভিযানের পক্ষে অনুপযুক্ত। *

ব্রিটিশ বাহিনীর উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাব ছিল, যেমন ছিল উপযুক্ত সামরিক নীতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। কিন্তু আসল ভুল ছিল অন্যত্র। আত্মরক্ষাত্মক সীমাবদ্ধ দায়িত্বের যুদ্ধই ডানকার্কের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু এর জন্য শুধু লিডেল হার্টকে দায়ী করা উচিত হবে না। তিনি এই মতবাদকে ভাষা দেন, এই মতবাদের সারসংক্ষেপ করেন। তৎকালীন সমরতাত্ত্বিকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন বলে এই নীতি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

আত্মরক্ষার নীতি নানা জটিল কারণের ফল এবং সরকারীভাবে এই নীতি ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে গৃহীত হয়েছিল। তবে এই নীতির মূলে নিছক ভীরুতা ও সামরিক বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণতা ছিল, তাও সম্ভবত বলা চলে না। উন্নততর পাশ্চাত্য সভ্যতার যুদ্ধের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণাও ছিল। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থার শান্তিবাদী প্রভাব, আন্তর্জাতিক বিবাদের সমাধানের জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অস্ত্রগ্রহণে অনিচ্ছা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মানির বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ, মিত্রপক্ষের বিজয়জনিত গর্ব ও আত্মপ্রসাদ এবং সর্বোপরি আত্মরক্ষাত্মক নীতির অপরাজেয়তা সম্পর্কে অবিচলিত বিশ্বাস মিত্রপক্ষকে এক অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল এবং এই বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, উন্নততর সমর সম্ভার ও নতুন পদ্ধতির দ্বারা আত্মরক্ষা আরো বেশি কার্যকর হবে। তার উপর মাজিনো রেখার পশ্চাতে ছিল দুটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সীমাহীন ঐশ্বর্য। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্টির ভাব থাকবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বিজয়ীর মানসিকতা সশস্ত্র বাহিনীর অজেয়তা সম্পর্কে এমন স্থির বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে, নতুন সমরতাত্ত্বিক আলোচনার আর কোনো সুযোগ ছিল না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ধ্বংসের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা। সুতরাং আক্রমণাত্মক কোনো মতবাদ জনসাধারণও হয়তো মেনে নিতনা। আর্থনীতিক সংকট, সামাজিক ভারসাম্যের অভাব ও শান্তিবাদ একত্রিত হয়ে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল, সেখানে নতুন কোনো সামরিক পরিকল্পনা রূপায়িত করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

---

* Liddel Hart—The Defence of Britain (London, 1939) পৃঃ ৩৮১

৪

রণনীতি সম্পর্কিত চিন্তা : জর্মনি

জর্মন সামরিক ঐতিহাসিক ডেলব্রুক[২৮] রণনীতির দুটি মৌল রূপ স্বীকার করেন। ক্লাউজেহ্বিৎসের[২৯] "On War" নামক গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত ডেলব্রুকের কালের অধিকাংশ সমরতাত্ত্বিক মনে করতেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য শত্রুর সশস্ত্রবাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। অতএব যে খণ্ডযুদ্ধে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাই সকল রণনীতির শেষ কথা। কিন্তু সামরিক ইতিহাসে গবেষণার ফলে ডেলব্রুকের এই ধারণা জন্মায় যে এই জাতীয় রণনীতি একমাত্র পন্থা নয়। ইতিহাসে অনেক যুগ গেছে যখন সম্পূর্ণ আলাদা রণনীতি প্রচলিত ছিল। তাছাড়া ক্লাউজেহ্বিৎস নিজেও একাধিক রণনীতির সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। ১৮২৭-এ লিখিত একটি টীকায় ক্লাউজেহ্বিৎস বলেন, যুদ্ধ পরিচালনার দুটি সম্পূর্ণ পৃথক উপায় আছে: একটির উদ্দেশ্য শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, অপরটির সীমিত যুদ্ধ, যার ফলে শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন অসম্ভব। কারণ, পরিমিত রাজনৈতিক লক্ষ্য কিংবা স্তিমিত রাজনৈতিক উত্তেজনা অথবা সীমাবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থা শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ক্লাউজেহ্বিৎস একাধিক রণনীতির সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার বেশি কিছু করে যেতে পারেন নি। ক্লাউজেহ্বিৎস রণনীতির প্রাথমিক রূপের নাম দেন বিধ্বংসী রণনীতি (Niederwerfungsstregie)। এই রণনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য জয়পরাজয় নির্ধারক খণ্ডযুদ্ধ এবং সেনাপতির কাজ হল একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জাতীয় খণ্ডযুদ্ধের নিখুঁত পরিকল্পনা। ডেলব্রুক দ্বিতীয় ধরণের রণনীতির নাম দেন অবসাদী রণনীতি (Ermattungs-strategie)। বিধ্বংসী রণনীতির একমাত্র স্তম্ভ হল খণ্ডযুদ্ধ, কিন্তু অবসাদী রণনীতির দুটি স্তম্ভ—খণ্ডযুদ্ধ ও চতুর কৌশলচালনা*। যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই দুই স্তম্ভের যেটি অধিকতর ফলপ্রসূ, সেনাপতি তাই ব্যবহার করবেন। রণনীতির এই দ্বিতীয় স্তম্ভ প্রথমটির পরিবর্ত নয়, অথবা

---

* Manoeuvre

কোনোভাবে প্রথমটি থেকে ন্যূনও নয়। ইতিহাসের কোনো কোনো যুগে রাজনৈতিক কারণে কিংবা সৈন্যবাহিনীর সীমাবদ্ধতার জন্য দ্বিতীয়টিই প্রয়োগযোগ্য একমাত্র রণনীতি ছিল। এই রণনীতি গৃহীত হলে সেনাপতির উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তা বিধ্বংসী রণনীতির সেনাপতির দায়িত্বের মতোই কঠিন। সমরসম্ভার যখন সীমিত, তখন অবসাদী রণনীতির সেনাপতিকে স্থির করতে হবে কখন তিনি যুদ্ধ করবেন, কখন কৌশলচালনার চাতুর্যের উপর নির্ভর করবেন, কখন সাহসিকতার নীতি অথবা শক্তির মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করবেন। 'সেনাপতির সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বিষয়ীগত, বিশেষত যখন শত্রুর শিবিরের পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পূর্ণভাবে জানার কোনো সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধের উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, শত্রু সেনাপতির ব্যক্তিত্ব, শত্রুদেশের সরকার ও জনসাধারণ এবং নিজ দেশের সরকার ও জনসাধারণ— এইসব যুক্ত হয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তার সযত্ন বিচার ক'রে সেনাপতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, খণ্ড যুদ্ধ উচিত কিংবা অনুচিত। তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে যে খণ্ড যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। অথবা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁকে খণ্ড যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তখন বিধ্বংসী রণনীতির সঙ্গে অবসাদী রণনীতির কোনো তফাৎ থাকে না। অতীতে যেসব সেনাপতি বিধ্বংসী রণনীতি গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার, সীজার এবং নাপোলেয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবসাদী রণনীতি যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যেও মহানায়কেরা আছেন, যেমন পেরিক্লিস্[৩০], বেলিসারিয়াস্[৩১], হ্বালেনষ্টাইন[৩২], গুস্টাভাস এ্যাডলফাস[৩৩] এবং মহামতি ফ্রেডরিক[৩৪]।

ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে বিভিন্ন রাজবংশের যুদ্ধ জাতীয় যুদ্ধে পরিণত হল। ১৮৬৪, ১৮৬৬, ১৮৭০-এর যুদ্ধে জাতীয় রণক্ষমতাবৃদ্ধির অনন্য সাধারণ সম্ভাবনা যেন প্রমাণ করল যে আধুনিক যুদ্ধে বিধ্বংসী রণনীতিই স্বাভাবিক ও শ্রেয়। ডেলব্রুকেরও তখন এই বিশ্বাসই ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ কয়েকটি বছরে ষাটের দশকের সেনা গণবাহিনী বা eMillionenheerএ রূপান্তরিত হচ্ছিল। এই রূপান্তর কি বিধ্বংসী রণনীতির প্রয়োগ অসম্ভব করে তুলবে না এবং পেরিক্লিস ও দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের অবসাদী রণনীতি ফিরিয়ে আনবে না? বিকল্প রণনীতি অস্বীকার করে সেনাপতি-মণ্ডলী কি রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনছেন না? যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল তখন ডেলব্রুকের মনে এই চিন্তাই তোলপাড় করছিল।

বিধ্বংসী রণনীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মানির শ্লাইফেন[৩৫]

পরিকল্পনা এখানে প্রাসঙ্গিক। শ্লাইফেন পরিকল্পনা অনুযায়ী জর্মনবাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য ছিল অতি দ্রুত ফরাসীদের পরাজিত করে সমগ্র বাহিনী নিয়ে রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এই পরিকল্পনা বিধ্বংসী রণনীতির চরমরূপ। যুদ্ধের প্রথম মাসে ডেলব্রুকেরও এই নীতির ঔচিত্য সম্পর্কে সন্দেহ ছিল না। অন্যান্য জর্মন সামরিক ভাষ্যকারদের মতো ডেলব্রুকেরও ধারণা ছিল, ফরাসী প্রতিরোধ কার্যকর হবে না।

কাউণ্ট আলফ্রেড শ্লাইফেন (জন্ম ১৮৩৩) অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামরিক কলেজে ছিলেন ১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত। সৈন্যবাহিনীতে তাঁর পরবর্তী নিয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য উচ্চ স্টাফ্ পদ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত তিনি জেনারেল স্টাফে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯১এ তিনি জেনারেল স্টাফের প্রধান নিযুক্ত হন। শ্লাইফেন সামগ্রিক যুদ্ধের (Total war) প্রবক্তা ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হলে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন হতে বাধ্য। এই ভাবনা তাঁকে বিধ্বংসী রণনীতির প্রবক্তা করে তুলেছিল। তিনি লিখেছেন : "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এখন সম্ভব নয়, যখন বাণিজ্য ও শিল্পের নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির উপর জাতীয় অস্তিত্ব নির্ভর করছে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভরণপোষণের জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, তখন অবসাদী রণনীতি অচল। শ্লাইফেনের মতে একমাত্র বিধ্বংসী রণনীতিই সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

১৮৯৩-এর রুশ-ফ্রান্স মৈত্রীর ফলে ভবিষ্যতে জর্মনিকে যুগপৎ দুই রণাঙ্গনে লড়তে হবে, একথা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা গেল। রুশ-ফ্রান্স গোষ্ঠীর সঙ্গে জর্মনি সংখ্যার প্রতিযোগিতায়ও এঁটে উঠবে না। রাজনৈতিক কারণে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পক্ষেও অস্ত্রসজ্জা বাড়াবার ক্ষমতা ছিল না। মিত্র হিসাবে ইতালি তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। উপরন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই ব্রিটেনের সামরিক শত্রুতা স্পষ্টতর হতে লাগল। কিন্তু মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থান জর্মনিকে একটি বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর অসমবণ্টনের ঝুঁকি নিলে যুদ্ধের প্রথমদিকে একটি বিশেষ রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাতের প্রচণ্ডতা অনেক বেড়ে যেতে পারে। শ্লাইফেনের মতে এই সামরিক জর্মন শ্রেষ্ঠত্ব এমনস্থানে নিয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে কেবলমাত্র খণ্ডযুদ্ধে বিজয় নয়, গোটাযুদ্ধের চরম সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাত্মক ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের যে নির্দেশ মল্‌ট্‌কে দিয়েছিলেন, শ্লাইফেনের মতে তা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা সামান্যই। পূর্বরণাঙ্গণে যুদ্ধ

বেশি সময় নেবে, কারণ পূর্বদিকের বিশাল সমতলভূমিতে রুশরা এড়িয়ে যাওয়ার রণকৌশল গ্রহণ করতে পারবে। পশ্চিমে স্থিতাবস্থা ও পূর্বে কালক্ষয়ী যুদ্ধ ব্রিটেনকে য়োরোপের ভাগ্যবিধাতা করে দেবে। মল্‌ট্‌কে য়োরোপীয় যুদ্ধে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ আশা করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আগামী দিনের যুদ্ধ বেশ কয়েক বছর চলবে। কালক্ষয়ী যুদ্ধের সমস্যা সমাধানের জন্য শ্লাইফেন স্থির করলেন, যুদ্ধ হলে আক্রমণাত্মক অভিযান প্রথম ফ্রান্সের বিরুদ্ধেই আরম্ভ করা হবে।

শ্লাইফেনের সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান যুক্তি হল : ফ্রান্স অধিকতর শক্তিশালী শত্রু। সুতরাং যুদ্ধের প্রথমদিকেই ফ্রান্সের শক্তি বিনষ্ট করা প্রয়োজন। ফ্রান্স অধিকার করতে পারলে ব্রিটিশ আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যাবে অথবা আক্রমণ হলেও তা কার্যকর হবে না। কিন্তু ফ্রান্সে যুদ্ধাভিযানের দ্বারা একটি য়োরোপীয় যুদ্ধের চরম নিষ্পত্তি করতে হলে শুধুমাত্র প্যারী অধিকার কিংবা ফরাসীবাহিনীর পশ্চাদপসরণের দ্বারা তা সিদ্ধ হবে না। ফ্রান্সের সমগ্র সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

১৮৯৭ থেকে ১৯০৪-এর মধ্যে শ্লাইফেন তাঁর বিরাট পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই পরিকল্পনার মূল কথা হল : জর্মন বাহিনীর দক্ষিণ পক্ষ প্রচণ্ড শক্তিতে বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও দক্ষিণ হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করবে। ১৯০৫-এর বিখ্যাত স্মারকপত্রে শ্লাইফেন জর্মনির পশ্চিম-সীমান্তের অভিযানের ছকের ধ্রুপদী রূপ দেন। যে যুদ্ধের দুটি রণাঙ্গণ সেই যুদ্ধে বিদ্যুৎ গতিতে ফ্রান্স আক্রমণ করে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত জর্মন জেনারেল স্টাফ্‌ ও সরকার উভয়ের পক্ষেই গ্রহণীয় ছিল। এতে অবশ্য রাজনৈতিক ঝুঁকি ছিল। কারণ এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হলে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করতে হবে। জর্মনির পূর্বসীমান্ত রক্ষা করবে একটি ছোট বাহিনী। জর্মনবাহিনীর আট-নবমাংশ ফ্রান্সের সশস্ত্রবাহিনী ধ্বংসের কাজে নিয়োগ করা হবে। শ্লাইফেনের আশা ছিল যে, আক্রান্ত হলে পূর্বের বাহিনী ভিশ্চুলার দুর্গ শ্রেণীর পিছনে আশ্রয় না নিয়ে রুশ বাহিনীকে আক্রমণ করবে। একটি কারণে এই সংখ্যালঘু বাহিনীর পক্ষেও আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। কারণ আসুরিয়ান হ্রদের জন্য পূর্বপ্রাশিয়া আক্রমণকারী রুশ বাহিনীর দ্বিধা বিভক্ত না হয়ে উপায় ছিল না। এই বিভক্ত রুশবাহিনীর মধ্যবর্তী বিভাজনরেখার সঙ্গে পরিবেষ্টনের রণনীতি যুক্ত করা সম্ভব হলে জর্মন বাহিনীর পক্ষে বিজয়ও অসম্ভব ছিল না।

পূর্বাঞ্চলে বিজয়ের স্বপ্ন ১৯১৪-র ২৮ অগস্ট টানেনবের্গের যুদ্ধে বাস্তবে

পরিণত হয়। এই যুদ্ধে রুশ সেনাপতি সাম্‌সনোভের বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। টানেনবের্গের যুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধের পরিকল্পনাও প্রথম শ্লাইফেনই করেছিলেন। স্টাফ্ অফিসারদের নিয়ে এই জাতীয় যুদ্ধের মহড়াও তিনি মাঝে মাঝে করতেন। ১৯১৪-তে টানেনবের্গের যুদ্ধে হফ্‌মান ও ল্যুডেনডর্ফ শ্লাইফেনের রণক্রীড়াকেই বাস্তবায়িত করেন। অবশ্য শ্লাইফেন কখনোই ভাবেন নি যে, পূর্বরণাঙ্গনের এ-জাতীয় বিধ্বংসী খণ্ডযুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের পক্ষে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে। তবে তাঁর আশা ছিল এই ধরণের যুদ্ধ পশ্চিমরণাঙ্গণের বিরাট অভিযানের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কিনে দেবে।

টানেনবের্গ ধরণের খণ্ডযুদ্ধকে শ্লাইফেন সৈনাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করতেন। ডেলব্রুক তাঁর History of the Art of war গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন যুগের রণনীতির ব্যাখ্যা করেন। তিনি টানেনবের্গের যুদ্ধের আদিরূপ খুঁজে পান কানির যুদ্ধে। খ্রীষ্টপূর্ব ২১৬-তে কানিতে কার্থেজীয় সেনাপতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন। এই লড়াইয়ে তিনি স্বেচ্ছায় কেন্দ্রে সাময়িক হার স্বীকার করেন। কারণ তিনি তাঁর দুইপক্ষকে শক্তিশালী করে শত্রুর পক্ষকে পরাজিত করে সমগ্র শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই রণকৌশল পুরোপুরি সফল হয়েছিল। শ্লাইফেনের বিচারে ইতিহাসের সব প্রতিভাবান সেনাপতিই কানি লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি করতে চেয়েছেন। মহামতি ফ্রেডরিকের এই জাতীয় বিধ্বংসী আঘাত হানার শক্তি ছিল না। কিন্তু শ্লাইফেন মনে করতেন, ফ্রেডরিকের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধই পুরোপুরি কানি না হলেও অসম্পূর্ণ কানি। নাপোলেয়ঁর জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তে হানিবালের স্পর্শ চোখে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাপোলেয়ঁর ১৮০৫-এর বিখ্যাত অভিযান ধরা যেতে পারে, যার অসামান্য পরিণতি ঘটে উলমে মাকের গোটাবাহিনী অধিকারের মধ্যে। আবার লাইপ্‌ৎসিগ ও ওয়াটারলুঁতে নাপোলেয়ঁর পরাজয়ও এই কানি রণনীতির ফল। সাডোয়া সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

সামরিক ইতিহাস সরলীকরণের ঝোঁক ছিল শ্লাইফেনের। আধুনিক রণকৌশল শিক্ষা করে তিনি তাঁর রণনীতিক মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এই আধুনিক মতবাদের আলোকেই অতীতের সামরিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা করতে চাইতেন। শ্লাইফেন মনে করতেন, শত্রুর দুইপক্ষ আক্রমণ করে পরি-বেষ্টনের লড়াই গড়ে তোলাই রণনীতির সর্বোত্তম প্রকাশ। সংখ্যালঘু বাহিনীর

পক্ষে এই জাতীয় রণনীতি বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য। কারণ সংখ্যাল্প বাহিনীকে এই রণনীতিই জয় এনে দিতে পারে। কিন্তু এই রণনীতি প্রয়োগের আগে এর সব সমস্যা সমাধান করা আবশ্যিক। মহামতি ফ্রেডরিক বলতেন যে, শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও হতাশার কোনো কারণ নেই। কেননা উপযুক্ত সেনাবিন্যাসের দ্বারা সংখ্যাল্পতার সমস্যা মেটানো যেতে পারে। জর্মন অফিসার গোষ্ঠীকে এই মতবাদের দ্বারা শ্লাইফেন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন।

যেখানে কৌশলচালনার স্থানাভাব নেই, সেখানেও কানি রণনীতি প্রয়োগ সহজ নয়। পূর্ব প্রাশিয়া সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে। এখানে রুশ-জর্মন যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে এক একটি গোটা সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোটবাহিনী নিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করার জন্য রেলপথ ব্যবহারও সম্ভব ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের সৈন্যবাহিনীর বিশালতা ও আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানাভাবের ফলে পশ্চিম রণাঙ্গণ এই রণনীতির প্রয়োগের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত এক একটি বাহিনীতে চ্যানেল থেকে সুইৎসারল্যাণ্ড পর্যন্ত ফরাসী-জর্মন সীমান্তের সব জায়গা ভরে যাবে। বেলফোর্ট ও সুইস জুরা দুর্গ-শ্রেণী দ্বারা ফরাসী দক্ষিণপক্ষ সুরক্ষিত থাকায় যুগপৎ দুটি ফরাসী পক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ সম্ভব ছিল না। একমাত্র বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফরাসী বাহিনীর বামপক্ষে আক্রমণ করলেই শত্রুর পার্ষ্ণিতে ধাক্কা দেওয়ার পথ খুলে যেতে পারে। শ্লাইফেন পরিকল্পনাকে ফ্রেডরিকের ১৯৫৭-র লিউথেন যুদ্ধের তির্যক সেনাবিন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লিউথেনের যুদ্ধে ৭০ হাজারের অস্ট্রীয় বাহিনী ৩৫ হাজারের প্রুশীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু সংখ্যাল্পতার জন্য এই বিজয়ের সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে পারেননি ফ্রেডরিক পার্শ্বীয় রণকৌশল যে বিজয় এনে দিল, তা পরিবেষ্টনের রণনীতিতে রূপান্তরিত হয়নি।

কিন্তু সাময়িকভাবে পূর্ব রণাঙ্গনে রুশআক্রমণের বিপদ অগ্রাহ্য করে শ্লাইফেনের পক্ষে পশ্চিম রণাঙ্গনে বিধ্বংসী যুদ্ধের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সমাবেশ করা সম্ভব ছিল।

১৯০৫-এর স্মারকপত্রে শ্লাইফেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আটটি সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করার কথা বলেন। এতে থাকবে ৭২টি পদাতিক ডিভিশন, ১১টি অশ্বারোহী ডিভিশন ও ২৬½টি লাণ্ডহ্বের (Landwehr) ব্রিগেড। আরো আটটি মজুত (Ersatz) কোর ব্যবহার করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। এই সব

বাহিনীর অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত হবে মেজ ও এক্স-লা-শাপেলের মধ্যবর্তী স্থানে। মেজ ও স্ট্রাসবুর্গের মধ্যে থাকবে মাত্র ৯টি পদাতিক ডিভিশন, তিনটি অশ্বারোহী ডিভিশন ও ১টি লাণ্ডহ্বের (Landwehr) ব্রিগেড। দক্ষিণ আলসাস প্রায় অরক্ষিত থাকবে। সেখানে প্রহরায় থাকবে মাত্র সাড়ে তিনটি ব্রিগেড। এই ব্যবস্থায় জর্মন বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম পক্ষের মধ্যে অনুপাত দাঁড়ালো প্রায় ৭ : ১।

প্রথম পর্যায়ে আক্রমণ ভর্দ্যাঁ থেকে ডানকার্ক পর্যন্ত প্রসারিত যে রেখায় গিয়ে পৌঁছবে, তা মেজকে ঘিরে আবর্তিত। সৈন্যসমাবেশ (mobilization) সাঙ্গ হওয়ার ৩১ দিন পরে অভিযাত্রীবাহিনী সম-এ পৌঁছবে এবং আবেভিল ও আমিয়্যাঁ অতিক্রম করবে। পরবর্তী পর্যায়ে নিষ্পত্তির যুদ্ধে দক্ষিণ স্যান অঞ্চল আক্রমণ শুরু হবে। স্যান পেরোবার লড়াই যুদ্ধকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেবে। ঠিক এই সময় জর্মন দক্ষিণ পক্ষ পূর্বদিকে ঘুরবে এবং পারীর দক্ষিণে উত্তরের স্যান অঞ্চল আক্রমণ করবে। এতে ফরাসী বাহিনীকে তাঁদের নিজস্ব দুর্গশ্রেণী ও সুইস সীমান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হবে।

জর্মন দক্ষিণ পক্ষকে অতিরিক্ত শক্তিশালী করে শ্লাইফেন প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন। এখানেই প্ল্যানের দুঃসাহসিক অনন্যতা। বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় এই দক্ষিণ পক্ষের শুধুমাত্র শত্রুকে চূর্ণ করার মত ক্ষমতাই নয়, পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহ অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি থাকবে। সেই সঙ্গে এই বাহিনী উত্তরে ও পশ্চিমে ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকবে। ফরাসী ও জর্মন এই দুই বাহিনীই প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং একমাত্র আলসাস থেকে জর্মন সৈন্য তুলে নিয়ে, এমন কি ফরাসীদের উত্তরের রাইন পেরিয়ে আক্রমণের সুযোগ দিয়েই দক্ষিণ পক্ষকে শক্তিশালী করা সম্ভব ছিল। কিন্তু শ্লাইফেন জানতেন যে, ফরাসীরা তাদের দুর্গ ছেড়ে অগ্রসর হবে না। আর যদিও বা তারা আলসাস অথবা দক্ষিণ জর্মানি আক্রমণ করে, তবুও অল্পকালের মধ্যেই তারা সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাবে। জর্মন দক্ষিণ পক্ষের সম্ভাব্য চক্রাকার আক্রমণের চৌম্বকশক্তি তাদের ফ্রান্সে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যাবৃত্ত ফরাসী বাহিনী কোনো কাজে আসবে না। কারণ তারা ফিরে আসার আগেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে।

শ্লাইফেন মনে করতেন, এই জাতীয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য প্রায় সমস্ত শূন্যস্থানের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। বেলজিয়াম ও দক্ষিণ হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে অভিযানের পরিকল্পনার মূলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য

ছিল। কারণ একমাত্র এভাবেই ফরাসী বাহিনীকে চ্যানেল ও সুইস আল্‌প্‌সের মধ্যে একটি পূর্ব নির্দিষ্ট রেখার মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব ছিল। তিনি জর্মন বাহিনীর দ্রুত চ্যানেল ও আর্বেভিল পর্যন্ত পৌঁছনোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তা না হলে শত্রুর পার্শ্বাতিক্রমী আক্রমণ (outflanking attack) এড়ানো যাবে না। জর্মন বাহিনীর দক্ষিণ পক্ষ সমুদ্রতীর দিয়ে সুরক্ষিত থাকবে। এই বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফরাসীবাহিনীর পক্ষে যথা-সময়ে একটি শক্তিশালী বামপক্ষ বিস্তার করা সম্ভব হবে না। কারণ সেই মুহূর্তে ফরাসীবাহিনীর কেন্দ্র লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকবে। সুতরাং জর্মন আক্রমণের দুর্বার গতিবেগ রোধ করার সাধ্য থাকবে না ফরাসী বাহিনীর।

শ্লাইফেন পরিকল্পনার মূলকথা একটি গোটা যুদ্ধকে কানি ধরণের খণ্ড যুদ্ধে পরিণত করা। তার জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে সংহত সামরিক সংগঠন। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিকে তিনি একটি সংহত সামরিক সংগঠনের প্রধান হিসেবেই দেখেছেন। তিনি লিখেছেন: "আধুনিক সেনাপতি নাপোলেয়' নন। পাহাড়ের উপর সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দূরবীন নিয়ে দাঁড়াবেন না তিনি। সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও তিনি বিশেষ কিছু দেখতে পাবেন না। আর তাঁর সাদা ঘোড়া অনায়াসেই শত্রুর গোলাগুলির শিকার হবে। সেনাপতি থাকবেন সৈন্যবাহিনীর পিছনে। যে বাড়িতে তিনি থাকবেন, সেখানে বড় বড় অফিস ঘর থাকবে। হাতের কাছে থাকবে টেলিগ্রাফ ও বেতার, টেলি-ফোন ও সাংকেতিক বার্তা পাঠাবার যন্ত্রপাতি। সেনাপতির আদেশ রণাঙ্গনের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোটর ও মোটর-সাইকেল প্রস্তুত থাকবে। এখানে একটি স্বচ্ছন্দ চেয়ারে বসে আধুনিক যুদ্ধের আলেকজাণ্ডার একটি ম্যাপে সমস্ত রণাঙ্গণের উপর লক্ষ্য রাখবেন।"

১৯১৪-র অগস্টে ফ্রান্সে জর্মনবাহিনীর ব্যর্থতার জন্য শ্লাইফেন পরি-কল্পনাকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। ১৯০৫-এ যে পরিস্থিতিতে শ্লাইফেন তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেন, ১৯১৪-র পরিস্থিতি ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাশিয়ার শক্তি আগের থেকে অনেক বেড়েছে; ফ্রান্সে কর্নেল গ্রাঁমেজ' (Colonel Grandmaison) ফরাসী জেনারেল স্টাফ্‌কে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের তত্ত্বে শিক্ষিত করে তুলেছেন। সর্বোপরি ১৯১৪-তে জর্মন সেনাপতি মল্‌ট্‌কে শ্লাইফেন পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি।

১৯১৪-র আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার নানা কারণ। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, এই ব্যর্থতায় জর্মন রণনীতি কিছুকাল এক ধরণের উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে আটকে রইল। দীর্ঘকালব্যাপী পরিখা যুদ্ধ আরম্ভ হল। ডেলব্রুক স্পষ্ট

দেখলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিক বিপ্লব ঘটে গেছে। ভর্দ্যা আক্রমণের ব্যর্থতার পর তাঁর স্থির ধারণা জন্মাল যে, জর্মন হাইকমাণ্ডের রণনীতিক চিন্তা পালটাতে বাধ্য। কারণ পশ্চিম রণাঙ্গনের কালক্ষয়ী আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল। সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল, পশ্চিমের যুদ্ধ ক্রমশ অবসাদী রণনীতির (Ermattungsstrategie) রূপ নিচ্ছে। দুর্ভেদ্য অবস্থান, শক্তিশালী আর্টিলারি, সুরক্ষিত রণাঙ্গন, প্রয়োজন অনুযায়ী পশ্চাদ-পসরণ—এই রণনীতি প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ায় জর্মন রণনীতি ফ্রেডরিকের রণনীতির চেহারা নিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের যুদ্ধের আপাতত কোনো সম্ভাবনা রইল না। মার্নের[৩৬] যুদ্ধের পর জর্মন বিধ্বংসী রণনীতির ব্যর্থতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু জর্মন জেনারেল স্টাফ্ এই ব্যর্থতাকে স্বীকার করেন নি। তাঁরা বিধ্বংসী রণনীতি আঁকড়ে রইলেন। তার পরিণাম ১৯১৮-র মার্চ-এপ্রিলে ল্যুডেনডর্ফের ফ্রান্স অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা। অভিযানের পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল। প্রথমত, শত্রুর বিরুদ্ধে বিধ্বংসী আঘাত হানার মতো শক্তি জর্মনবাহিনীর ছিল না। এই বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সামান্যই ছিল। জর্মন মজুতবাহিনী ফরাসী মজুতবাহিনীর চেয়ে কম ছিল। জর্মনবাহিনীর ন্যূনতা ছিল সামরিক সাজ-সরঞ্জামে ; সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও মোটর বাহিতবাহিনীর জ্বালানি অপ্রচুর। এই সব অসুবিধা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাইকমাণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

অতএব ল্যুডেনডর্ফের পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রেখায় আঘাত হানা সম্ভব হল না। তাঁকে আক্রমণ করতে হল সবচেয়ে কম প্রতিরোধের রেখায়। কিন্তু বিধ্বংসী রণনীতির নির্যাস হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রেখায় আঘাত করা। যে রেখায় আঘাত করলে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী আলাদা হয়ে যায় ও ইংরেজ-বাহিনী গুটিয়ে যায়, তাই ছিল ল্যুডেনডর্ফের পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রেখা। ল্যুডেনডর্ফের পক্ষে সেখানে আক্রমণ সম্ভব ছিল না। কারণ বাহিনীর এক অংশ (Sector) দুর্বল হয়ে পড়লে, তাকে জোরদার করার মতো উপযুক্ত মজুত বাহিনী ছিল না তাঁর। পরিণামে ল্যুডেনডর্ফের বিরাট অভিযান কয়েকটি অসমন্বিত ও পৃথক ধাক্কায় (thrust) পর্যবসিত হল। যদিও প্রত্যেকটি ধাক্কাই গুরুভার ও গুরুতর, তবুও এতে সামগ্রিক সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল না।

কারণ শেষ পর্যন্ত একটি বৃহৎ অভিযান কয়েকটি পৃথক ধাক্কার যোগফল মাত্র নয়। একটি সমন্বিত, সুসম্বদ্ধ প্রয়াস।

সুতরাং ডেলব্রুকের সিদ্ধান্ত হল : দুইপক্ষের শক্তির এমন সমতা ছিল

যে শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন সম্ভব ছিল না। হাইকমাণ্ডের একথা বোঝা উচিত ছিল। অতএব ১৯১৮-তে অবসাদী রণনীতি গ্রহণ করাই সঙ্গত ছিল। এই রণনীতির লক্ষ্যও অনেকটা সীমাবদ্ধ ; বিজয় নয়, অবসন্ন শত্রু যাতে শান্তি আলোচনায় বসতে রাজী হয়, তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু হাইকমাণ্ড কিছুতেই ১৯১৮-র বাস্তবকে মেনে নিতে পারেনি। জর্মন জেনারেল স্টাফ্ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকে, অর্থাৎ যুদ্ধ ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে অস্বীকার করেছিল বলেই ১৯১৮-র সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা ও পরাজয় এসেছিল। তার অর্থ দাঁড়াল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জেনারেল স্টাফ্ যুদ্ধের শেষদিকে যুদ্ধ ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক মেনে নেন নি। অথচ ক্লাউজেভিৎস সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা না ভেবে কোনো রণনীতিক ধারণার রূপ দেওয়া যায় না।

মার্নের যুদ্ধের পরও জর্মন অফিসারদের উপর শ্লাইফেনের প্রভাব কমে যায় নি। পক্ষান্তরে পশ্চিম রণাঙ্গনের কালক্ষয়ী ও নিরুপায় যুদ্ধ এবং জর্মন সমাজ ও অর্থনীতির উপর এই যুদ্ধের সর্বনাশা প্রভাব অফিসারদের কাছে শ্লাইফেনের সামরিক প্রতিভার অস্বীকৃতির ফল বলেই মনে হল। শ্লাইফেনের শিক্ষা পূর্বরণাঙ্গনে টানেনবের্গ, মাসুরিয়ান হ্রদ ও হেরমানস্টাটের মতো অসামান্য বিজয় এনে দেয়। এই বিজয়ই জর্মনিকে চার বছর ধরে একটি বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি দিয়েছিল, জর্মনিকে প্রায় বিজয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং পরাজয়ের পরও শ্লাইফেনের প্রভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন পুনরায় অস্ত্রসজ্জা শুরু হয়, তখন তাঁর প্রভাব আরো বেড়ে যায়।

অবশ্য, দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে গ্রোনার, জেক্ট্, ফ্রিৎস ও বেকের মত রণনীতিবিদেরা অন্ধভাবে শ্লাইফেনের মতবাদ মেনে নেননি। রণনীতিক উদ্যোগ, গতিশীলতা ও পরিবেষ্টনের জন্য সৈন্য সঞ্চালনের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল নতুন জর্মনবাহিনী।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আত্মরক্ষাত্মক পরিখার যুদ্ধ যে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, তা সমাধান না করে নতুন জর্মন বাহিনীর জন্য কোনো বিশেষ রণনীতি নির্দিষ্ট করা সম্ভব ছিল না। সমস্যাটি হল স্থিতিশীল যুদ্ধে শত্রুর আত্মরক্ষাত্মক ব্যূহভেদ করে এগিয়ে গিয়ে কীভাবে শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করা যাবে। জর্মন রণনীতিবিদরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন যান্ত্রিকীকৃত ও মোটরবাহিত বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণের দ্বারা আকস্মিকতা ও গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার মধ্যে। জর্মনবাহিনী ১৯১৮-র ১৮ জুলাই

ও ৮ অগস্টের 'কালো দিনগুলির' কথা ভুলে যায় নি। এই 'কালো দিনে' মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্ক সোয়াসঁ ও আমিয়্যাতে জর্মন রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করে জর্মনির পরাজয় অনিবার্য করে তোলে। এই ট্যাঙ্কআক্রমণ রণকৌশলের ক্ষেত্রে যুগান্তর নিয়ে আসে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের জর্মন জেনারেলস্টাফ্ এই অস্ত্রকে বায়ুশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে রণকৌশলের ক্ষেত্রে এই নতুন সম্ভাবনাকে বিস্তৃততর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অবশ্য প্রধান লক্ষ্য ছিল নতুন রণকৌশল উদ্ভাবন করে শ্লাইফেনের বিধ্বংসী ও পরিবেষ্টনের রণনীতিকে পুনরায় গ্রহণীয় করে তোলা। নয়তো শ্লাইফেন রণনীতি নতুন জর্মন রণনীতি হিসাবে নির্দিষ্ট করা কঠিন ছিল। কারণ ১৯১৪-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত স্থিতিশীল যুদ্ধ থেকে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ছিল যে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্লাইফেনের রণনীতির আর কোনো উপযোগিতা নেই।

৫

রণকৌশলের নানা তত্ত্ব

ট্যাঙ্কের দ্বারা অন্তর্ভেদ

সশস্ত্র মানুষের যেকোনো দলকেই সৈন্যবাহিনী বলা চলে না। সংগঠিত সৈন্যবাহিনীরূপে এই দলকে একটি মানুষের ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হবে। কারণ একটি সৈন্যবাহিনীর মস্তিষ্কও একটি। উপরন্তু খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমরসম্ভারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত একে সৈন্যবাহিনী বলা যাবে না। একটি সেনার তিন ধরণের সংগঠন আবশ্যিক : দেহ অর্থাৎ সৈনিকদল, পাকস্থলী বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং মস্তিষ্ক অথবা কমাণ্ড। এই তিনটি অংশ পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যে কোন একটি অংশ নষ্ট হলে অন্য দুটি অচল হয়ে যায়। সুতরাং রণকৌশলের লক্ষ্য এই তিনটির সুরক্ষা অথবা আক্রমণ।

১৯১৪-তে পরিখাযুদ্ধ শুরু-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রণাঙ্গন পার্শ্বহীন হয়ে যায়। কারণ এই জাতীয় রণাঙ্গনকে ঘুরিয়ে দেওয়া অথবা ঘিরে ফেলা যায় না। তাই শত্রুর পার্ষ্ণিতে আঘাতও সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্ভেদ রণকৌশলের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত অন্তর্ভেদের উপায় হল একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একসঙ্গে বহু কামানের গোলাবর্ষণ করে শত্রুর রক্ষারেখায় একটি ফাঁক তৈরী করা। তারপর একটি সৈন্যবাহিনীকে এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্ষ্ণি আক্রমণ করা। আপাতদৃষ্টিতে এই জাতীয় রণকৌশল যুক্তিসহ মনে হলেও, কয়েকটি কারণে এই রণকৌশল কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। প্রথমত, শত্রুর রক্ষারেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে গোলাবর্ষণের জন্য বহু কামান জড় করতে সময়ের প্রয়োজন, যা শত্রুকে আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতির সময় দেয়। দ্বিতীয়ত, যে বিন্দুতে দীর্ঘকালব্যাপী প্রারম্ভিক গোলাবর্ষণ চলতে থাকে, সেখানেই আক্রমণ আসবে, শত্রু তা বুঝতে পারে। অতএব সে হিসেব অনুযায়ী নতুন করে সেনা সংস্থান করতে পারে।

তৃতীয়ত, দীর্ঘদিন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে সম্মুখের জমি ও সড়ক এমন

বিধ্বস্ত হয়ে যায় যে, পরে আর সেখান দিয়ে কোন চক্রযান চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

১৯১৭-র নভেম্বরে কাঁব্রের এইসব অসুবিধার সুরাহা করেছিল ট্যাঙ্ক। সংগোপনে ও অতি দ্রুত ট্যাঙ্ক বাহিনীকে জড় করা যায় : প্রারম্ভিক গোলা-বর্ষণেরও প্রয়োজন নেই ; সম্মুখের জমি ও সড়ক অটুট থাকে। কাঁব্রের যুদ্ধ সফল হয়নি। কিন্তু এই যুদ্ধ রণকৌশলের ক্ষেত্রে যুগান্তর নিয়ে আসে। ট্যাঙ্কের ব্যবহার প্রমাণ করল, শত্রুর সম্মুখের রক্ষারেখা দ্রুত ছিন্ন করে তার পার্ষ্ণি অর্থাৎ কমাণ্ড ও প্রশাসনের উপর আঘাত হানা সম্ভব।

১৯১৮-র রণাঙ্গনের যে পরিস্থিতি ছিল. তাতে ট্যাঙ্কের উদ্ভাবন নতুন পথ খুলে দেয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে ৫০০ মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চল জুড়ে জর্মনবাহিনীকে সাজানো হয়েছিল। জর্মনবাহিনীর সম্মুখ ভাগের গভীরতা ছিল ৫ মাইল আর পার্ষ্ণির ১৫ মাইল। পার্ষ্ণিতে ছিল ডিভিশন, কোর ও আর্মি হেডকোয়ার্টার, অর্থাৎ জর্মনবাহিনীর মস্তিষ্ক ও প্রশাসন। সম্মুখে সৈন্যবাহিনী অর্থাৎ দেহ। ট্যাঙ্কের উদ্ভাবনের ফলে অন্তর্ভেদ এখন আর কোনো সমস্যা নয়। উপরন্তু ৫০০ মাইলব্যাপী জর্মন বাহিনীর রৈখিক বিন্যাস অন্তর্ভেদকে সহজতর করেছিল। দ্রুত অন্তর্ভেদ করে এগিয়ে গিয়ে পার্ষ্ণি অর্থাৎ কমাণ্ড ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যেতে পারে। তারপর সম্মুখের বাহিনীকে আক্রমণ করলে, এই বাহিনী কমাণ্ড থেকে নির্দেশের অভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এই রণকৌশল মার্শাল ফশের ১৯১৯-এর আক্রমণের পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু কার্যে পরিণত হয়নি, কারণ ১৯১৮-র নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি আসে।

সৈন্যবাহিনীর যান্ত্রিকীকরণের ফলে আরো একটি রণকৌশল সম্পর্কিত নতুন মতবাদ গড়ে উঠতে থাকে।

দুহেত মতবাদ

সৈন্যবাহিনীর যান্ত্রিকীকরণের ফলে রণকৌশলের আর একটি তত্ত্ব গড়ে ওঠে। এই তত্ত্ব বায়ুশক্তির নতুন সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই তত্ত্বের প্রধান কথা হল : বেসামরিক জনসাধারণের মনোবলের উপরই শেষ পর্যন্ত জয়পরাজয় নির্ভর করে। সন্ত্রাসের দ্বারা এই মনোবল ভেঙে দিতে পারলে, বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক কমাণ্ড ভেঙে পড়বে। অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হবে। আক্রমণের দ্বারা জনসাধারণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার প্রধান প্রবক্তা ইতালীয় সেনাপতি গিউলিও দুহেত[৩৭]। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ

হওয়ার কিছুকাল পরে তিনি 'Command of the Air' নামক গ্রন্থে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি লিখেছেন : যুধ্যমান জাতিসমূহ পরস্পরের প্রতিরোধের শক্তি বিনষ্ট ক'রে দেওয়ার উপায় হিসাবে সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে। অথচ এ রকম হতে পারে যে, পরাজিত জাতির সৈন্যবাহিনী সবচেয়ে বেশি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করেছে। বেসামরিক জনসাধারণের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়লে আবার এই বিজয়ী সৈন্যবাহিনী ভেঙে যায়, আত্মসমর্পণ করে, সমগ্র নৌবাহিনী নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়। গত যুদ্ধে পরাজিত জাতিসমূহের ভাঙন রণাঙ্গনে সামরিক বাহিনীর বিজয়ের পরোক্ষ ফল। ভবিষ্যতে এই ভাঙন প্রত্যক্ষভাবে বায়ুশক্তির সাহায্যে সাধিত হবে। আকাশ থেকে কোনো শহরের উপর বোমা বর্ষিত হলে, সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী চলে যেতে বাধ্য হয়। সামগ্রিকভাবে যুদ্ধজয়ে এর প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক বিজয়ের চেয়ে অনেক বেশি। যে জাতি আকাশপথে আধিপত্য হারিয়েছে, তার প্রাণকেন্দ্রের উপর আকাশ থেকে নিরন্তর আক্রমণ হলে, তার প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে না। তার স্থল ও নৌবাহিনীর যত শক্তিই থাকুক না কেন, তাকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে, সবই নিরর্থক, কোনো আশা নেই।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, দুহেতের লক্ষ্য শত্রুর প্রাণকেন্দ্রে অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ অধিকার করা বা মুছে দেওয়া নয়। তার চেয়েও আরো সর্বনাশা, সৈন্য ও নৌবাহিনী ব্যবহার না করেই শত্রুকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। তার বইয়ে তিনি বারবার একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "সমস্যার একটি বিশেষ দিকের উপর আমি জোর দিতে চাই। বাস্তব ফলাফলের চেয়ে জনসাধারণের মনোবলের উপর আকাশপথে আক্রমণের প্রভাব অনেক বেশি। যুদ্ধের পরিচালনাও এতে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মহানগরীর কেন্দ্রস্থলকে ধরা যেতে পারে। কল্পনা করুন একটিমাত্র বোমা-বর্ষণকারী ইউনিটের আক্রমণে বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে। আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই, সাধারণ মানুষের উপর এর প্রভাব মারাত্মক হবে।......

একদিনে একটি নগরে যা ঘটতে পারে, দশবিশ পঞ্চাশটি নগরেও তাই ঘটতে পারে। যেহেতু টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও রেডিও ছাড়াই খবর বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে, তাই আমার প্রশ্ন হল, যে সব নগরে আক্রমণ হয়নি, অথচ হওয়া সম্ভব সেখানকার সাধারণ মানুষের উপর কি প্রভাব হবে ?

এ ধরণের' বিপদের মুখে কোন বেসামরিক অথবা সামরিক প্রশাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, উৎপাদন অব্যাহত রাখবে ?······সংক্ষেপে বলা যায় যে, আসন্ন মৃত্যু ও নিরন্তর দুঃস্বপ্নের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অসম্ভব হবে। দ্বিতীয় দিন যদি আরো দশ, বিশ অথবা পঞ্চাশটি নগরের উপর বোমা বর্ষিত হয়, তবে আকাশের এই বিভীষিকা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সব ভয়ার্ত, হারিয়ে-যাওয়া মানুষের মুক্ত গ্রামের দিকে পালিয়ে যাওয়া কে ঠেকাতে পারবে ?

যে দেশের উপর আকাশ থেকে এই জাতীয় নির্মম বোমাবর্ষণ হয়, সেই দেশের সামাজিক কাঠামোর সম্পূর্ণ ভাঙন অনিবার্য। এই বিভীষিকা ও যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একদিন এমন সময় আসবে, যখন আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিই জনসাধারণকে যুদ্ধবিরতির দাবি জানাতে বাধ্য করবে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে এই দুটি বিখ্যাত রণকৌশলের তত্ত্বের উদ্ভব হয়। লক্ষণীয় যে, উভয় মতবাদই যুদ্ধকে বাস্তব স্তর থেকে নৈতিক স্তরে উন্নীত করেছে। শত্রুর কমাণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্য হল শত্রুর সৈন্যবাহিনীর ভাঙন নিয়ে আসা, বেসামরিক জনসাধারণের উপর আক্রমণের লক্ষ্য শত্রু সরকারের মনোবলের বিনষ্টি।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুই রণকৌশলের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এদের প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথম রণকৌশলে সৈন্যবাহিনী ও বায়ুশক্তির সমন্বয় আবশ্যিক। দ্বিতীয়টির ভিত্তি এই দুই বাহিনীর বিযুক্তি। এক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব পুলিশবাহিনীর বেশি কিছু নয়। বিমান আক্রমণের দ্বারা বিপর্যস্ত দেশকে অধিকার করাই তার একমাত্র কাজ। এই ধরণের বিমান আক্রমণকে রণনীতিক বোমাবর্ষণ (Strategic bombing) বলা হয়ে থাকে। প্রথম রণকৌশলের প্রয়োগ হয় রণক্ষেত্রে। রণনীতির উদ্দেশ্য হল চরম সিদ্ধান্তের যুদ্ধ। দ্বিতীয়টির প্রয়োগ হয় বেসামরিক ক্ষেত্রে। লক্ষ্য, সভ্য জীবনযাত্রার সব উপকরণের ধ্বংসসাধন। এখন দেখা যাক, এই দুই তত্ত্ব যুদ্ধোত্তর য়োরোপকে কতটা প্রভাবিত করেছিল।

১৯৩৩-এ হিটলারের প্রবল উত্থানের পূর্বে প্রথমটির বিশেষ কোনো প্রভাব চোখে পড়েনা। দুহেতের বায়ুশক্তির বিশেষ ভূমিকার তত্ত্ব গৃহীত হলে ব্রিটিশ রণকৌশলের একটি বিতর্কিত সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। ব্রিটেনের সমুদ্রের উপর আধিপত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুতরাং মূল য়োরোপীয় ভূখণ্ড থেকে

ব্রিটেনের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন ছিল না, তেমনি তার পক্ষে কোনো য়োরোপীয় মিত্রকে সামরিক সমর্থনও সহজ ছিল না। যদি দুহেতের তত্ত্ব সঠিক হয়, তবে একটি মহাদেশীয় যুদ্ধে ব্রিটেনের বিশেষ সমস্যার (অর্থাৎ মহাদেশীয় যুদ্ধে ন্যূনতম শক্তি নিয়ে যোগ দিয়ে কিভাবে সর্বাধিক ফললাভ করা যায়) সমাধান হয়ে যায়। কেননা এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রিটেনের স্থলবাহিনী পাঠাতে হবে না, মহাদেশীয় লক্ষ্যবস্তুর উপর বিমান থেকে বোমা-বর্ষণ করেই কার্য সিদ্ধ হবে। এতে অভিযাত্রী বাহিনীর পাঠাবার দায় থেকে ব্রিটেন নিষ্কৃতি পাবে। ফ্রান্স ও জর্মনির মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের মত একটি চ্যানেল থাকলে ফ্রান্স সুখী হত। কিন্তু তা না থাকায় ফরাসীরা মাজিনো রেখা নির্মাণ করে ফ্রান্সকে একটি কৃত্রিম দ্বীপে পরিণত করতে চেয়েছিল। সমুদ্রের প্রাচীরের পরিবর্ত মাজিনো দুর্গশ্রেণী। ফ্রান্স একটি স্বতন্ত্র বায়ুবাহিনী গড়ে তোলেনি। ফরাসীরা বায়ুবাহিনীর কোনো ভূমিকা খুঁজে পায়নি। বিমানকে তারা মাজিনো রেখার কামানের পরিধি প্রসারিত করার উপায় হিসাবেই দেখেছিল।

ব্রিটিশ ও ফরাসী জেনারেল স্টাফ্ বায়ুবাহিনীর জন্য যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছিলেন তা থেকে স্পষ্ট হবে যে, তারা যে বিন্দুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ করবেন স্থির করেছিলেন। শুধু পুরনো পরিখার পরিবর্তে এবার ব্যবহৃত হবে মাজিনো রেখা। সুতরাং নতুন যুদ্ধের অর্থ হবে জর্মনি কর্তৃক ফ্রান্স অবরোধ, কারণ মাজিনো রেখা ছিন্ন করা অসম্ভব বলেই ফ্রান্সের ধারণা ছিল। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হলেও ফ্রান্স যথেষ্ট সময় পাবে। এই সময়ে সমুদ্রপথে জর্মনির অবরোধ সম্ভব হবে ; আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে জর্মনবাহিনীকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে।

এধরণের পরিকল্পনা একেবারেই অকেজো ছিল, একথা হয়তো বলা চলে না। কিন্তু হিটলার এলেন ১৯৩৩-এ। সব ওলট-পালট হয়ে গেল। হেরমান রাউসনিঙের 'Hitler Speaks' নামক গ্রন্থে তাঁর রণনীতিক চিন্তার নতুন তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বই হিটলারের কথোপকথনের সংকলন। এখানে হিটলার বলছেন : কে বলল, ১৯১৪-র মূর্খদের মতো আমি এবারের যুদ্ধ শুরু করব ? তা যাতে না হয়, আমাদের সব চেষ্টাই কি সেই উদ্দেশ্যে নয় ? অধিকাংশ মানুষেরই কল্পনাশক্তি বলে কিছু নেই। যা নতুন, যা বিস্ময়কর, তার প্রতি তাদের চোখ পড়ে না। এমনকি সেনাপতিরাও নতুন কথা ভাবতে পারেন না। বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের মধ্যেই তাঁরা আবদ্ধ। সৃজনী প্রতিভার স্থান এই বিশেষজ্ঞের চক্রের বাইরে।

১৯২৬-এ যখন তিনি মাইন কাম্‌প্‌ফ্‌-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখছিলেন তখনই তাঁর এই সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, পরবর্তী যুদ্ধে মোটরবাহিত বাহিনীর ব্যবহার সুনিশ্চিত। তিনি ক্লাউজেভিৎসের পরোৎকৃষ্ট (absolute) যুদ্ধের তত্ত্বে ও বিধ্বংসী রণনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কাছে যুদ্ধ রাজনীতির হাতিয়ার। তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আধিপত্যের বিস্তার (Lebensraum)। তাঁর রণকৌশলের বিশিষ্ট রূপও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে কম ক্ষতি করে শত্রুর রণস্পৃহার সম্পূর্ণ বিনষ্টি। তাঁর এই রণকৌশলের ভিত্তি দুটি বিশেষ তত্ত্ব—প্রচারের যুদ্ধ ও আঘাত হানার দ্রুতবেগ। দুহেত তত্ত্বে বেসামরিক জনসাধারণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে। কিন্তু হিটলারের উদ্দেশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই শত্রুর মনোবল নষ্ট করে দেওয়া। স্বভাবতই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে সশস্ত্র আক্রমণের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যুদ্ধের আগে শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়ার হাতিয়ার হল বুদ্ধি। তিনি বলছেন: ধূর্তামি, শঠতা, ছলনা, আকস্মিক আঘাত ছাড়া যুদ্ধের আর কি মানে হতে পারে? ...একটি ব্যাপকতর রণনীতি আছে, যাকে বুদ্ধির হাতিয়ার দিয়ে যুদ্ধ করা বলা চলে। সামরিক উপায়ে শত্রুর মনোবল নষ্ট করতে যাব কেন, যদি অন্য উপায়ে অনেক সহজে বাজিমাৎ করতে পারি? এই তত্ত্ব আরো পরিষ্কার হবে Hitler-Speaks-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে: "পদাতিক বাহিনীর দ্বারা মুখোমুখি আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য প্রারম্ভিক গোলা বর্ষণের স্থান ভবিষ্যতে নেবে বিপ্লবী প্রচার, যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই শত্রুর মনে দুর্বলতা এনে দেবে। শত্রু জাতিকে নির্বীর্য করে তাকে নৈতিক নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিতে হবে। সামরিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার আগেই তার আত্মসমর্পণের মানসিকতা তৈরী করতে হবে...

শত্রু দেশে আমাদের বন্ধু আছে। তারা আমাদের সাহায্য করবে। মানসিক বিভ্রান্তি, বিপরীত বুদ্ধি, অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, এই হল আমাদের হাতিয়ার।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের নেতৃবর্গকে হারাবে। সৈন্যবাহিনী থাকবে, জেনারেল স্টাফ্‌ থাকবে না। সব রাজনৈতিক নেতাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। অবিশ্বাস্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। কিন্তু নতুন সরকার গঠন করবে, এমন মানুষের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমার সহযোগ থাকবে। তারা যে সরকার গঠন করবে, সেই সরকার আমার ইচ্ছার অনুবর্তী হবে।

যখন শত্রুকে ভিতর থেকে নির্বীর্য করে দেওয়া যায়, যখন সে বিপ্লবের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়, যখন সামাজিক উত্তেজনা চরমে ওঠে, তখনই উপযুক্ত মুহূর্তে রচিত হয়। একটিমাত্র আঘাতে তাকে ধ্বংস করতে হবে…একটি প্রচণ্ড, বিধ্বংসী আঘাত।"

অন্যসময়ে তিনি বলেন : "যদি আমি কোনো শত্রুকে আক্রমণ করতাম, তবে মুসোলিনির থেকে আমার কার্যধারা সম্পূর্ণ আলাদা হত। আমি যুদ্ধের আগে শত্রুর সঙ্গে মাসের পর মাস আলোচনা চালাতাম না, অথবা ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হতাম না। বরং আমি যা চিরকাল করেছি, তাই করতাম। আঁধারে বিদ্যুৎ ঝলকের মত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম।"

এই সব মতবাদ থেকে বোঝা যায় যে ভবিষ্যতের যুদ্ধে রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ যুগে যুগে রণনীতি ও রণকৌশল পালটায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সম্ভবত বলা চলে যে রণাঙ্গণে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের রূপ ও নীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনা।

৬

আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন রূপ

রণাঙ্গণে আক্রমণের তিনটি প্রধান রূপ : সম্মুখ আক্রমণ (Front), পার্শ্ব আক্রমণ (Flank) ও পার্ষ্ণি আক্রমণ (Rear)।

সম্মুখ আক্রমণ দুই প্রকার : অবক্ষয়ী আক্রমণ (attack by attrition) এবং অন্তর্ভেদী আক্রমণ (attack by Penetration)। প্রথমটির কৌশল হল শত্রুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে তাকে স্থির রাখা। তারপর তাকে তার মজুত বাহিনী ব্যবহার করতে বাধ্য করা : ক্রমশ তার শক্তির ক্ষয় করে দেওয়া যাতে তাঁর পার্ষ্ণি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়টি হল সম্মুখ আক্রমণের দ্বারা শত্রুর রক্ষা ব্যূহ ভেদ করা। এই ধরণের সম্মুখ আক্রমণে আক্রমণকারীর ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। কারণ যে আত্মরক্ষা করছে, তার অগ্নিশক্তির বিধ্বংসী ক্ষমতা আক্রমণকারীর চেয়ে অনেক বেশি। এই জাতীয় আক্রমণে আত্মরক্ষাকারী পরাজিত হলেও, আক্রমণকারীকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। তার ক্ষয়ক্ষতি হয় অত্যধিক।

অন্তর্ভেদী আক্রমণের ধ্রুপদীরূপ আরবেলার (গোগামেলাও বলা হয়) যুদ্ধ। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩১-এ আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাট দারিয়ুসেকে এই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। আরবেলার যুদ্ধের কুশলী সৈন্যসঞ্চালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইরূপ : ৪৫০০০ সৈনিক নিয়ে আলেকজাণ্ডার দারিয়ুসের পারসিক বাহিনীর বামকেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোণাকুণিভাবে অগ্রসর হন। পারসিকবাহিনী সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। কাছাকাছি এসে তিনি তার বাহিনীকে তীরের ফলার মত সংগঠিত করেন : ফালাংক্স্ (ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক) বামে, হালকাপদাতিক দক্ষিণে এবং অশ্বারোহীবাহিনী কীলকের আকারে কেন্দ্রে। ফালাংক্সের নিঃশঙ্ক অগ্রগতিতে পারসিক বাহিনী যখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তখন কিছু পারসিক অশ্বারোহী এগিয়ে আসে। আলেকজাণ্ডার হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, এতে পারসিক বাহিনীর সম্মুখে একটি ফাঁক তৈরী হয়েছে। এই ফাঁক লক্ষ্য করে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তৎক্ষনাৎ আক্রমণ করলেন তিনি; ফাঁক দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গেলেন। তারপর অশ্বারোহী বাহিনীকে হঠাৎ

ঘুরিয়ে পারসিক দক্ষিণ পক্ষের পার্ষ্ণি আক্রমণ করলেন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল দারিয়ূসের গোটা সৈন্যবাহিনীতে।

পার্শ্ব আক্রমণের দুই রূপ : একক পরিবেষ্টনের দ্বারা আক্রমণ ও যুগ্ম পরিবেষ্টনের দ্বারা আক্রমণ। প্রথমটির নিখুঁত উদাহরণ লিউথেনের যুদ্ধ। ১৭৫৭-র ৫ ডিসেম্বর অস্ট্রীয় সেনাপতি মার্শাল ডাউনের বিরুদ্ধে মহামতি ফ্রেডরিক লিউথেনের যুদ্ধে জয়ী হন। ৩৬ হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে ফ্রেডরিক মার্শাল ডাউনের ৬৫ হাজারের অস্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুতবেগে অগ্রসর হন। ডাউন তাড়াতাড়ি একটি লম্বা রেখায় তার বাহিনীকে সাজিয়ে ফেলেন। বিন্যস্ত বাহিনীর দক্ষিণে একটি জলাভূমি, বামে সোয়াইডোনিৎস। সৈন্যবাহিনীর প্রায় কেন্দ্রে লিউথেন গ্রাম। এই বাহিনীর সম্মুখে একটি উঁচু জমির আড়ালে শত্রুর অজ্ঞাতসারে ফ্রেডরিক নিজের বাহিনীর অধিকাংশকে শত্রুর বাঁদিকে নিয়ে যান। কিন্তু ডানদিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে শত্রুকে এই ধোঁকা দেওয়ার জন্য ডানদিকে আক্রমণের ছলনা করেন। তারপর শত্রুর বামে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে বামপক্ষ লিউথনের দিকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি শত্রুর কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে বিধ্বস্ত করে দেন। নাপোলেয় এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন : "অগ্রগমন, সঞ্চালন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অসামান্য নিদর্শন এই যুদ্ধ।"

কানির যুদ্ধ যুগ্ম পরিবেষ্টনের ধ্রুপদী রূপ। খ্রীষ্টপূর্ব ২১৬-তে হানিবাল[৩৮] এই যুদ্ধে রোমান সেনাপতি ভারোকে পরাজিত করেন। হানিবাল তাঁর পদাতিক বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর স্পেনীয় ও গলীয় বাহিনী কেন্দ্রে এবং দুই পার্শ্বে আফ্রিকান বাহিনী। পদাতিক বাহিনীর উভয়পক্ষে তিনি দুটি শক্তিশালী অশ্বারোহীবাহিনী রাখেন। তাঁর মুখোমুখি ভারোর রোমান বাহিনীরও অনুরূপ বিন্যাস ছিল। বামপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে হানিবাল রোমান বাহিনীর দক্ষিণপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণ করেন। রোমান অশ্বারোহী বাহিনী পরাজিত হয়। তারপর রোমানবাহিনীর বামপক্ষের অশ্বারোহীদলকেও অনুরূপভাবে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে রোমান পদাতিক বাহিনী আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে শুরু করেছে। এবার হানিবাল তাঁর কেন্দ্রকে শত্রুর দিকে ফুলে থাকা উত্তল সংগঠনে পরিণত করেন। শত্রু এই স্ফীতিকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে এরা ধীরে ধীরে হটে আসতে থাকে। ফলে হানিবালের উত্তল সংগঠন অবতল সংগঠনে পরিণত হয় এবং কেন্দ্রের মধ্যস্থলে একটি পকেটের সৃষ্টি হয়।

সেই মুহূর্তে হ্যানিবাল হঠাৎ তার দুটি আফ্রিকান পদাতিক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার ভিতরের দিকে ঘুরে রোমান বাহিনীর পার্শ্বের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। কার্থেজীয় অশ্বারোহী বাহিনী রোমান অশ্বারোহী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে এগিয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই মুহূর্তে কার্থেজীর অশ্বারোহী বাহিনী ফিরে এসে রোমান পদাতিক বাহিনীর পার্ষ্ণি আক্রমণ করল। এভাবে গোটা রোমান বাহিনীকে হ্যানিবাল গ্রাস করলেন। যুগ্ম পরিবেষ্টনের, বিধ্বংসী যুদ্ধের নিখুঁত দৃষ্টান্ত কানির যুদ্ধ, তাকে একমাত্র একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্পের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

বিমানের ব্যবহার শুরু হওয়ার পূর্বে আলাদাভাবে পার্ষ্ণি আক্রমণ সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ পরিবেষ্টন অথবা অন্তর্ভেদী আক্রমণের পরিণাম হিসাবেই পার্ষ্ণি আক্রমণ হতে পারত। পার্ষ্ণি আক্রমণের চমৎকার দৃষ্টান্ত মার্কিন গৃহযুদ্ধের চ্যান্সেলর্স্‌ভিলের যুদ্ধ। ১৮৬৩-র ২ মে জেনারেল লী স্টোন ওয়াল জ্যাকসনকে ৩২ হাজার সৈন্য নিয়ে ১২ মাইল মার্চ করে হুকারের বাহিনীর সম্মুখ ও পার্শ্ব অতিক্রম করে পার্ষ্ণি আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। জ্যাকসনের এই আক্রমণ সার্থক হয়েছিল।

আত্মরক্ষাত্মক রণকৌশলের দুটি সাধারণ রূপ : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আত্ম-রক্ষা। পরোক্ষ আত্মরক্ষার আবার কয়েকটি বিশেষ কৌশল : অগ্নিরদ্বারা আত্মরক্ষা, দৃষ্টির আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা, আক্রমণ পথে নানা বাধা সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা। কিন্তু এই সবই প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষার সহায়ক, বিকল্প নয়।

প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষার দৃষ্টান্ত হল চীনের প্রাচীর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিখা, মাজিনো রেখা প্রভৃতি।

গতিশীল প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষার প্রাচীনতম রূপ হল ঢাল, দৈহিক বর্ম এবং আধুনিক যুগে ট্যাঙ্কের বর্ম।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার পন্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলেও আক্রমণ, আত্মরক্ষার রূপ পালটায়নি। বিশেষত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, রণকৌশলের ক্ষেত্রে ততটা নয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এনেছে বায়ুশক্তি। বিমানবাহিনী এখন দ্রুত সৈন্যবাহিনী স্থানান্তরিত করতে পারে, রসদ সরবরাহ করতে পারে। এই পরিবর্তন বৈপ্লবিক। এতকাল সৈন্যসঞ্চালন সীমাবদ্ধ ছিল ধরাপৃষ্ঠে। বায়ুবাহিনী আর একটি মাত্রা সংযোজিত করল। এতকাল সৈন্যবাহিনীর রৈখিক বিন্যাস ছিল। এখন আর রৈখিক বিন্যাস নয়, ত্রিঘাত

স্থানিক বিন্যাস। আধুনিক রণাঙ্গনকে একটি বাক্সের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বাক্সের ভেতরের সৈন্যবাহিনী ঊর্ধ্ব, সম্মুখ, পার্ষ্ণি ও পার্শ্ব সব দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে। যুদ্ধ এখন অনেক বেশি জটিল খেলা, খেলার ঘুঁটিও অনেক বেশি, কিন্তু খেলা হয় পুরনো ছকেই। বায়ুশক্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের চরমসিদ্ধান্ত হয় স্থলযুদ্ধেই।

৭

ব্লীৎসক্রীগ : রণনীতি ও রণকৌশল

Il apparait clairement anjourd' hui que la defaite de 1940 provenait de ce que les Allemands possedait une doctrine militaire mieux adaptée que la notre à l'emploi des armaments modernes.

Nous jouions en 1940 le jeu de 1918 que correspondait au moment ou les chars étaient encore dans l'enfance, tandis que lex Allemands exploitaient á fond les possibilites que le progrés de l'aviation avait permit de réaliser.

—General Beaufre

পশ্চাৎদৃষ্টির স্বচ্ছ আলোকে জেনারেল বোফ্‌র[৩৯] পশ্চিম রণাঙ্গনে জর্মনির অসামান্য বিজয়ের মূল কারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন : ফরাসী পরাজয় জর্মনির সামরিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব থেকেই উদ্ভূত। জর্মন সামরিক নীতির শ্রেষ্ঠত্বের উৎস একটি সমরাস্ত্রের—ট্যাঙ্কের-উপযুক্ত ও কুশলী ব্যবহার। ফরাসী জাতির বিজিগীষার অভাবের কথা বাদ দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী জাতির বিপর্যয়ের কারণ প্রায় একটি শব্দে ব্যাখ্যা করা চলে : ট্যাঙ্ক। হিটলারের যুগের জর্মন সামরিক মতবাদ নতুন সমরাস্ত্র ট্যাঙ্কের সর্বপ্রকার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে রচিত হয়েছিল বলেই জর্মনীর অকল্পনীয় জয় সম্ভব হয়।

আগেই বলা হয়েছে, জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। পক্ষান্তরে, মিত্রপক্ষের ধারণা জন্মেছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয় তাদের রণকৌশল, অস্ত্রশস্ত্র ও নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। সুতরাং নতুন রণনীতি, রণকৌশল অথবা অস্ত্রশস্ত্র প্রবর্তনের তাগিদ ছিল না মিত্র শক্তিবর্গের। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ব্রিটিশ মেজর জেনারেল জে. এফ. সি. ফুলারের চোখে নবপ্রবর্তিত ট্যাঙ্কের অসামান্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ধরা পড়েছিল। ১৯১৮-তে ফুলার লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'Attack by paralyzation' তাঁর দূরদৃষ্টির দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থে ফুলার একটি সম্পূর্ণ নতুন কৌশলের কথা বলেন। আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রভাগে থাকবে সাঁজোয়া

অথবা ট্যাঙ্কবাহিনী। এই বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করবে বায়ুবাহিনী। সাঁজোয়া বাহিনীকে অনুসরণ করবে পদাতিক বাহিনী। ফুলার বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্থিতিশীল রণাঙ্গন ছিন্ন করার কঠিন সমস্যার অনায়াস সমাধান এনে দিয়েছে ট্যাঙ্ক। এই নতুন অস্ত্র মিত্রপক্ষকে যে বিশেষ সুযোগ দিয়েছে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের একটি চমৎকার পরিকল্পনা মেলে তাঁর গ্রন্থে। এই অভিনব রণকৌশলের লক্ষ্য হবে শত্রুর দেহ অর্থাৎ সম্মুখের বাহিনী নয়, তার মস্তিষ্ক অর্থাৎ পশ্চাতে অবস্থিত কমাণ্ড। বায়ুশক্তির দ্বারা সমর্থিত ট্যাঙ্কবাহিনী শত্রুর রক্ষা রেখা ছিন্ন করে অতি দ্রুত এগিয়ে পার্ষ্ণি আক্রমণ করবে। এই দ্রুত, আকস্মিক আঘাতে পার্ষ্ণিতে অবস্থিত ডিভিশন, কোর ও আর্মি হেডকোয়ার্টার অথবা শত্রুর মস্তিষ্ক বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব সেখান থেকে কমাণ্ডের পক্ষে কোন নির্দেশ পাঠানো সম্ভব হবে না। ফলে গোটা শত্রুবাহিনী চরম বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাবে, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এই রণকৌশলকেই ফুলার শত্রুকে অসাড় করার আক্রমণ বলেছেন। এই রণকৌশলের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণই ব্লিৎসক্রীগ। মার্শাল ফশ ১৯১৮-র প্রস্তাবিত আক্রমণের জন্য এই রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই যুদ্ধবিরতি হওয়ায় এই আক্রমণের প্রয়োজন হয়নি।

ব্লিৎসক্রীগের বৈশিষ্ট্য :

ব্লিৎসক্রীগের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আকস্মিকতা, দ্রুত গতিবেগ ও অগ্নিশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। আকস্মিকতা শত্রুর মানসিকতায় এমন ধাক্কা দেবে যে, পরিণামে শত্রুবাহিনীর বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে পড়বে। সাঁজোয়াবাহিনী আক্রমণ করবে এবং আক্রমণ শুরু করার পর আর ফিরে তাকাবে না। শত্রুর পার্ষ্ণিতে পৌঁছোবার আগে নিজেদের পুনর্গঠিত করার জন্যেও সময় নষ্ট করবে না। ফলে দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চারিত হবে। বহুসংখ্যক ট্যাঙ্কের ও স্বয়ংচালিত কামানের একত্র সমাবেশের ফলে অগ্নিশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরবর্তী দশকে ফুলারের মতবাদের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমরতাত্ত্বিক লিডেল হার্ট। কিন্তু ব্রিটিশ সমরনায়কেরা এই তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হননি। অতএব এই তত্ত্বের আলোকে ব্রিটিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়নি। এই নতুন রণকৌশলের ভিত্তিমূলে যান্ত্রিকীকৃত সৈন্যবাহিনী। পদাতিক বাহিনীর সহযোগী হিসাবে নয়, সৈন্যবাহিনীর স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে ট্যাঙ্ক অথবা সাঁজোয়াবাহিনী ব্যবহৃত হবে।

ব্লিৎসক্রীগতত্ত্বের ফরাসী প্রতিক্রিয়া : দ্য গল

ফ্রান্সেও সৈন্যবাহিনীর একজন মেজর, শার্ল দ্য গল, অনুরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাঁর 'Vers L'Armée de Métier' গ্রন্থে যান্ত্রিকীকৃত গতিশীল বাহিনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি লিখেছেন : "দ্রুত আক্রমণের জন্য জর্মনি তার সমস্ত শক্তি সংহত করেছে। এই বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর বিরুদ্ধে এই অংশকে দ্রুত সমাবেশ করতে হবে। শত্রু আকস্মিক আক্রমণ করে নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর পার্শ্ব অতিক্রম করতে পারবে। ফলে সেই বাহিনী স্থবির হয়ে পড়বে।… সুতরাং একমাত্র গতিশীল সৈন্যসঞ্চালনের দ্বারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রত্যাঘাত হানার ক্ষমতাই ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে এবং তা একমাত্র পেশাদার সাঁজোয়া বাহিনীরই থাকা সম্ভব।"

সুতরাং দ্য গল বায়ুশক্তির দ্বারা সমর্থিত ছয়টি সাঁজোয়া ডিভিশন গড়ে তোলার কথা বলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল এক লক্ষের একটি সুশিক্ষিত পেশাদার বাহিনী। তার 'Vers L'Armée de Métier'-এ তিনি এই কথাই বারবার বলেছেন।

কিন্তু দ্য গলের বক্তব্য ফরাসী সমরনায়কদের মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করেনি। বরং একজন সাধারণ মেজরের এরকমের বক্তব্যকে তাঁরা ঔদ্ধত্য বলেই মনে করেছিলেন। ফলে দ্য গলের পদোন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। জর্মনিতে স্টাফ্ ক্যাপটেন হাইনৎস্ গুডেরিয়ান ও ব্লিৎসক্রীগ মতবাদের ব্যাখ্যা ক'রে অনুরূপ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার জন্যে হিটলার তাঁকে নতুন পানৎসার ডিভিশন গঠনের ভার দিয়ে অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেন।

জর্মনপ্রতিক্রিয়া : হানস ফন জেক্‌ট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মনির সবচেয়ে গ্লানিকর অভিজ্ঞতা অপরাজেয় জর্মন সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরিণতি। ভার্সেই সন্ধিতে জর্মনির সৈন্যবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, শান্তিরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন, তার চেয়ে বড় সৈন্যবাহিনী জর্মনি গঠন করতে পারবে না। অর্থাৎ জর্মন বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষের বেশি হবে না, ৪০০০ এর বেশি অফিসার থাকবে না। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সমরোপকরণের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বাধ্যতামূলকভাবে

সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ হয়। একমাত্র স্বেচ্ছাব্রতীদেরই সৈন্য-বাহিনীতে ভর্তি করা হবে। সৈন্যবাহিনীতে নন্‌কমিশন্‌ড্ অফিসারের কার্যকাল অন্যূন বার বছর এবং অফিসারের ২৫ বছর। বছরে ৫ শতাংশের বেশি জওয়ান অথবা অফিসার বরখাস্ত করা চলবে না।

সন্ধির নৌবাহিনী সংক্রান্ত ধারা অনুযায়ী জর্মনি মাত্র ৬টি ব্যাটলশিপ, ৬টি হাল্কা ক্রুইজার, বারটি ডেস্ট্রয়ার ও বারটি টরপেডো বোট রাখতে পারবে। সাবমেরিন একটিও নয় এবং পরিবর্ত ছাড়া নতুন যুদ্ধ জাহাজও নয়। সাধারণ নাবিকের সংখ্যা ১৫000 এর বেশি নয় এবং নৌবাহিনীর অফিসারের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৫০০। কার্যকালের মেয়াদ সৈন্যবাহিনীর মতোই। বাণিজ্যবহরের নাবিক নৌবাহিনীর নাবিকের শিক্ষালাভ করতে পারবে না। উপরিউক্ত সংখ্যার অতিরিক্ত সব যুদ্ধ জাহাজ বাণিজ্যবহরে পরিবর্তিত করতে হবে অথবা মিত্র পক্ষকে দিয়ে দিতে হবে। বিমান নির্মাণ নিষিদ্ধ হল এবং বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার মিত্রবাহিনীকে সমর্পণ করতে হল।

জর্মন সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের অসামান্যত্ব উপলব্ধি করতে হলে ভার্সেই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণের ধারাগুলি মনে রাখতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জর্মনির সামরিক পুনর্গঠন প্রায় শূন্য থেকে আরম্ভ হয়েছিল। শুধু যে শূন্য থেকে আরম্ভ হয়েছিল তাই নয়। ভার্সেই সন্ধি রাইষহেবেরকে ভেঙে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। নতুন শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন ও সমরাস্ত্র নির্মাণের পথ বিধি নিষেধের বেড়াজালে ঘিরে রাখা হয়। এই বিধিনিষেধ জর্মনি মেনে চলছে কিনা দেখবার জন্য মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়েছিল। সুতরাং শক্তিশালী রাইষহেবের গঠনের পথ ছিল অত্যন্ত বন্ধুর। ভার্সেই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণের শর্ত ও অন্যান্য বাধানিষেধ লঙ্ঘন করে জর্মন রাইষহেবেরকে পুনর্গঠন করা সম্ভব ছিল না। অথচ নিরস্ত্রীকরণের শর্ত সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করাও অসম্ভব ছিল। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার অসামান্য কীর্তি কর্ণেল জেনারেল হানস ফন জেক্‌টের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কর্ণেল জেনারেল হানস ফন জেকট্ রুশ রণাঙ্গনে জেনারেল মাকেনসেনের চীফ্ অভ্ স্টাফ্ ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গর্‌লিসের দর্শনীয় অন্তর্ভেদও (Breakthrough) তাঁর কীর্তি। পরাজয়ের পর রাইষহেবেরের দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর। জর্মন বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকে একটি মাত্র চিন্তা তাঁর চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছিল। ভার্সেই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণ শর্তের বিষক্রিয়া নষ্ট করে একটি বীজকোষ তিনি সৃষ্টি করবেন। ভস্ম থেকে যেমন ফিনিক্‌স্ উঠে আসে তেমনি এই বীজ থেকে

একদিন এক নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী রাইষহ্বের জন্ম নেবে। হানস ফন জেকৃট নতুন জর্মন বাহিনী সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেই যুগে পরাজিত জর্মানির স্বপ্নইতো একমাত্র সম্বল ছিল। যা বিস্ময়কর তা হল, পরাজিত জর্মানির প্রথম দশকের নিদারুণ সংকট ও বাধা বিপত্তির মধ্যেও জেকৃটের গভীর আত্মপ্রত্যয়, অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা ও সুচিন্তিত সামরিক মতবাদ এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। জেকৃট ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত রাইষহ্বেরের কর্ণধার ছিলেন। ১৯২৬-এ যখন তিনি রাজনৈতিক কারণে অবসর গ্রহণ করেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে জর্মন বাহিনীর চেহারা বিশেষ কিছু পালটায়নি। কিন্তু জেকৃট এই ক' বছরে নতুন সাংগঠনিক নীতি ও সামরিক মতবাদ এবং সমরোপকরণের আধুনিকিকরণের দ্বারা রাইষহ্বেরকে গোটানো স্প্রিঙের মতো একটি অসাধারণ স্থিতিস্থাপক যন্ত্রে পরিণত করেন। অর্থাৎ জেকৃট রাইষহ্বেরকে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত, নতুন সামরিক মতবাদে শিক্ষিত এমন একটি যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন, যা অল্প দিনের মধ্যে অনায়াসে বহুগুণে সম্প্রসারিত করা যেত।

ভার্সেই সন্ধি আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে না নিয়ে জেকৃটের উপায় ছিল না। জেকৃটের প্রতিভা এই বাধাকে সুযোগে পরিণত করল। ১৯১৪-১৮-র বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত বিরাট বাহিনী নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তা উচিতও নয় বলে জেকৃট মনে করলেন। ১৯১৪-১৮-র বাহিনীর সুযোগ্য পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ ছিল কার্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়েছিল। সুতরাং জেকৃট পুনরায় বাধ্যতামূলক ভাবে সংগৃহীত সৈন্যবাহিনী গঠনের কথা চিন্তা না করে একটি নতুন শিক্ষিত অফিসার বাহিনী গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। ভার্সেই সন্ধি অনুযায়ী জেকৃটকে রাইষহ্বেরে থেকে প্রায় বিশ হাজার অফিসার ছাঁটাই করতে হয়েছিল। এই সময় জেকৃটের শ্যেনদৃষ্টি ছিল যাতে যোগ্যতম অফিসারদের একজনও ছাঁটাই না হয়। ফলে সংখ্যায় কম হলেও একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তিরাই জর্মন বাহিনীতে থেকে গেলেন। রাইষহ্বেরে নতুন সৈন্য ভর্তি করার সময়েও সেচ্ছাব্রতীদের মধ্য থেকে কঠিন পরীক্ষা করে যোগ্যতম প্রার্থীকেই বেছে নিতেন। তারপর গোটা জর্মান থেকে বাছাই করা এই একলক্ষ মানুষকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন যাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এই শিক্ষিত বাহিনী বহুগুনে সম্প্রসারিত জর্মন সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বের প্রয়োজন মেটাতে পারে। প্রত্যেক সাব অণ্টার্নকে ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের, এবং প্রত্যেক ফিল্ডঅফিসারকে ডিভিশন পরিচালনার শিক্ষা দেওয়া হল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক সময়ে এক লক্ষের

সৈন্য বাহিনীতে নন্‌কমিশন্‌ড্‌ অফিসারের সংখ্যা ছিল ৪০০০০। কিন্তু জেক্‌টের সামরিক পুনর্গঠন কেবল মাত্র প্যারেড ও অস্ত্রশিক্ষায় পর্যবসিত হয়নি। রাইখহ্বের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে জেক্‌টের প্রধান কীর্তি একটি যুগোপযোগী সামরিক তত্ত্বের উপর জর্মন সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। বিশ্বযুদ্ধোত্তর জর্মনিতে সৈন্য বাহিনীর পরাজয়ের গ্লানি এবং ক্ষীয়মান মূল্যবোধ সত্ত্বেও জেক্‌ট রাইখহ্বেরের পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও তিনি সৈন্যবাহিনীতে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে দ্বিধা করেননি। সামরিক শিক্ষার কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা অটুট রেখেও তিনি অফিসার ও জওয়ানের সম্পর্ক সহজ ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সম্পর্ক অফিসার ও সাধারণ সৈন্যের মধ্যে যে নতুন সহর্মমিতার সৃষ্টি করে, তা জর্মনবাহিনীকে একটি দৃঢ়সম্বদ্ধ হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। জেক্‌টের আগে অফিসার ও সাধারণ সৈনিক ছিল শ্রেণীগত ও সামাজিক ভাবে সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকৃত। প্রায় দুই গ্রহের জীব। এদের সামাজিক মেলামেশা একেবারেই ছিল না। জেক্‌টের আমলে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

কিন্তু এহ বাহ্য। জেক্‌টের প্রধান কীর্তি জর্মন সামরিক তত্ত্বচিন্তা ঠিক পথে পরিচালিত করা। প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামরিক অভিজ্ঞতার ভুল ব্যাখ্যার উপর জর্মন সামরিক তত্ত্বচিন্তা যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই দিকে তিনি সর্বপ্রথম নজর দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভুল সামরিক তত্ত্বচিন্তার ভিত্তির উপর ফরাসী সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত হওয়ায় ফরাসী জাতিকে যে ভয়ানক মূল্য দিতে হয়েছিল, আমরা তা পরে দেখতে পাবো। পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেও অথবা হয়তো সেই জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সকল শিক্ষাই জর্মানি গ্রহণ করেছিল। ফলে সামরিক শিক্ষার নতুন নীতি উদ্ভাবিত হল এবং সামরিক শিক্ষার তত্ত্ব নতুন করে লেখা হল।

সামরিক তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে জেক্‌টের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদান তাঁর দূরদৃষ্টি। তিনি পশ্চিমরণাঙ্গনের স্থিতিশীল যুদ্ধের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেননি। ফরাসী সামরিক তত্ত্ববিদেরা তাই রেখেছিলেন। বিজয়গর্বপ্রসূত অন্ধতা ফরাসী সমরনায়কদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁরা স্থিতিশীল আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো ধরণের যুদ্ধের কথা ভাবতে পারেননি। জেক্‌ট পেরেছিলেন। মাকেনসেনের চীফ্‌ অভ্‌ স্টাফ্‌ হিসাবে পূর্ব রণাঙ্গনের বিরাট পরিবেষ্টন আক্রমণের রণকৌশল তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। অতএব তিনি জানতেন যে, স্থিতিশীল আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ ছাড়াও অন্য উপায়ে যুদ্ধপরিচালনা সম্ভব। গর্‌লিসের গভীর অন্তর্ভেদ (deep penetration)

তাঁকে এই উপায়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল। এই উপায় স্থিতিশীলতা নয় —গতিবেগ। তিনি জর্মন বাহিনীকে যে নতুন সামরিকতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করেন—তা পূর্বরণাঙ্গনে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ১৯২১-এ তাঁর লেখায় এই নতুন তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় : "গতিশীল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োগের উপর যুদ্ধের সমগ্র ভবিষ্যত নির্ভর করছে। সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও উচ্চমানের হবে। এই বাহিনীর সঙ্গে বিমান যুক্ত করে একে অনেক বেশি কার্যকর করা যাবে।" অল্প কথায় জেক্‌ট এখানে ব্লিৎসক্রীগের মূল সূত্র ব্যক্ত করেছেন। জেক্‌ট রচিত সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর এবং জেকটেরই সামরিক তত্ত্ব চিন্তার মূলসূত্র অনুসরণ করে হাইনৎস গুডেরিয়ান নতুন জর্মন বাহিনী গড়ে তোলেন।

হাইনৎস গুডেরিয়ান[৪০] :

১৯২২-এ সিগন্যাল বিশেষজ্ঞ চৌত্রিশবর্ষীয় স্টাফ্ ক্যাপটেন হাইনৎস গুডেরিয়ান মোটর ট্রান্সপোর্ট স্টাফ্ নিযুক্ত হন। ১৯১৬-তে জর্মন আক্রমণের গোটা সময়টা তিনি ভের্দ্যায় ছিলেন। ভের্দ্যা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা তাঁর মনে রক্তের অক্ষরে লেখা ছিল। স্থিতিশীল যুদ্ধের অর্থহীন রক্তক্ষয় আর কখনও ঘটতে দেওয়া চলবে না। অতএব মোটরবাহিত হলে সৈন্যবাহিনীর উপর কতটা গতিবেগ সঞ্চারিত হয় তা নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। এই সময় ব্রিটিশ সমরতাত্ত্বিকেরা তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। এই সমরতাত্ত্বিকদের নাম ফুলার, লিডেল হার্ট, মার্টেল[৪১]। এই ব্রিটিশ সমরতাত্ত্বিকেরাই ব্লিৎসক্রীগের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রয়োগ হয় জর্মানিতে। জর্মানিতে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার ও প্রয়োগকর্তা হাইনৎস গুডেরিয়ান। আঠারো মাস ইন্সপেকটোরেট অভ্ ট্রান্সপোর্টে কাজ করার পর গুডেরিয়ান মোটরবাহিত বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সমন্বিত রণক্রীড়ায় সাহায্য করার জন্য লেফটেনান্ট কর্ণেল ব্রাউশিচের সহকারী নিযুক্ত হন। এই দুই বাহিনীর সমন্বিত মহড়ার সংগঠনে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর তিনি সামরিক কৌশল ও সামরিক ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে গুডেরিয়ান তাঁর নতুন সমরতত্ত্বকে আরও সম্প্রসারিত করার সুযোগ পান। ১৯২৯-এ তিনি এই নতুন সমরতত্ত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোন। এই সিদ্ধান্তের মূলকথা : সমন্বিত সাঁজোয়া ডিভিশনের মৌলিক গুরুত্বের স্বীকৃতি এবং ট্যাঙ্ককে পদাতিক বাহিনীর অধীনস্থ সহযোগী থেকে প্রধান ভূমিকায় উন্নয়ন। ১৯৩১-এ তিনি

একটি মোটর বাহিত ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। এই বাহিনী ট্যাঙ্ক ও নকল ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামান দিয়ে সজ্জিত ছিল। এই বাহিনীতেই গুডেরিয়ান তাঁর সমরতত্ত্বের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। ব্রিটেনেও জেনারেল হোবার্টের ফার্স্ট ট্যাঙ্ক ব্রিগেডে ট্যাঙ্ক দিয়ে গভীর অন্তর্ভেদের পরীক্ষা চলছিল। ব্রিটেনে ট্যাঙ্ক নিয়ে পরীক্ষার খবর গুডেরিয়ান রাখতেন। লিডেল হার্টের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ামাত্র তিনি তা নিজের খরচায় অনুবাদ করে পাঠ করতেন। ১৯৩৫-এ একটি বইয়ে তিনি তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। এই বই Achtung-Panzer তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করেছে।

পানৎসার বাহিনীর সংগঠন : গুডেরিয়ান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ট্যাঙ্ক আক্রমণের সার্থকতা ও ব্যর্থতার কারণের আলোচনা দিয়ে গুডেরিয়ান তাঁর বই আরম্ভ করেন। মিত্রপক্ষীয় সেনাপতিদের মৌলিক ভুলের বিশ্লেষণ করেন। প্রথমত, মিত্রপক্ষীয় আক্রমণের যথেষ্ট গভীরতা ছিল না এবং এই আক্রমণ গতিশীল ও শক্তিশালী অনুগামী সৈন্যদ্বারা সমর্থিত হয়নি। সুতরাং এই ট্যাঙ্ক আক্রমণ শত্রুপক্ষের রণাঙ্গন ভেদ করে দিলেও, এই অন্তর্ভেদ গভীর হয়নি। এই অন্তর্ভেদ যথেষ্ট গভীর হলে তা একই সঙ্গে শত্রুপক্ষের ব্যাটারী, সংরক্ষিত সৈন্য, স্টাফ্ ধ্বংস করে দিতে পারত। তাছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ট্যাঙ্কের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা হয়নি। কারণ ট্যাঙ্ককে ধীরগতি পদাতিক বাহিনীও অশ্ববাহিত আর্টিলারির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় ট্যাঙ্কের পূর্ণ শক্তিকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। বহুসংখ্যক ট্যাঙ্কের সমন্বিত আক্রমণ না চালিয়ে ছোট ছোট পেনী প্যাকেটে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। যে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছিল, তাও ঠিক উপযুক্ত ছিল না।

এই সব ত্রুটি সংশোধনের জন্য গুডেরিয়াননির্দিষ্ট পথ হল পুরোপুরি যান্ত্রিকীকৃত পানৎসার ডিভিশন। পানৎসার ডিভিশনের প্রতিটি অংশই ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত হবে। প্রতিটি অংশই সমান বেগবান হবে। ট্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে এই পানৎসার ডিভিশন গঠিত হবে। এই ট্যাঙ্কও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পদাতিক বাহিনীর রক্ষী ও সহযোগী ধীরগতি ট্যাঙ্ক নয়। এই ট্যাঙ্ক নতুন ধরণের মাঝারি অন্তর্ভেদী ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্ক হবে উচ্চতর গতিবেগসম্পন্ন ও দূরগামী। এর ইস্পাতের বর্ম হবে ট্যাঙ্কধ্বংসী অস্ত্রের আঘাতসহ। এতে থাকবে ৭৫ মিঃ মিঃ কামান ও মেসিনগান। প্রথম থেকেই ট্যাঙ্ক কমাণ্ডারদের বহুসংখ্যক বৃহৎ ইউনিটকে একত্রিত করে

যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া হবে। এতে সর্বাধিক অগ্নিশক্তি কেন্দ্রীভূত হবে। অন্তর্ভেদী ট্যাঙ্কের পিছনে থাকবে মোটরবাহিত পদাতিক সৈন্য। তাদের কাজ হবে শত্রুসেনাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা এবং ট্যাঙ্কের সাফল্যের সার্থক ব্যবহার। মোটরবাহিত পদাতিকবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে গতিশীল ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের কাজ হবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে শত্রু ট্যাঙ্কের প্রতি আক্রমণ থেকে পানৎসার বাহিনীর অনায়াসভেদ্য পার্শ্বরক্ষা করা। ১৯১৪-১৮-র অশ্ববাহিত আর্টিলারির পরিবর্তে থাকবে স্বয়ংচালিত কামান। কিন্তু স্বয়ংচালিত কামান ব্যবহারে আক্রমণে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হলেও, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের যা প্রধান সমস্যা, তার যে সমাধান হল না, গুডেরিয়ান তা জানতেন। পানৎসার আক্রমণের মূল কথা গতিবেগ এবং গতিবেগ নির্ভর করে আক্রমণের আকস্মিকতার উপর। কিন্তু আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রাক্কালে আর্টিলারি থেকে গোলাবর্ষণ করে আত্মরক্ষাকারীর মনোবল শিথিল করে দিতে হয়। এই গোলাবর্ষণ স্বয়ংচালিত উচ্চগতিবেগ সম্পন্ন আর্টিলারি থেকে হলেও তা দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপী গোলাবর্ষণ শত্রুকে জানিয়ে দেয়, আক্রমণ আসন্ন। অর্থাৎ এই প্রারম্ভিক গোলাবর্ষণ পানৎসার আক্রমণের সার্থকতার জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয়-আকস্মিকতা-তাই নষ্ট করে দেয়। গুডেরিয়ান যখন তাঁর বই লেখেন, তখন এই সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উপায় তিনি ভেবে পাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই অবশ্য জর্মনি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল এবং পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধে তার অসাধারণ নিপুণ প্রয়োগ করেছিল। এই উত্তর হল জর্মনির স্টুকা নামে পরিচিত গোঁত্তাখাওয়া বোমারু বিমান।

গুডেরিয়ান বহুসংখ্যক ট্যাঙ্কের ঘনীভূত আক্রমণের উপর বিশেষ জোর দেন। সম্ভব হলে আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে শেষরাত্রিতে, যাতে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দেন গতিবেগের উপর। কামানের লক্ষ্যস্থির করার পূর্বেই ট্যাঙ্ক প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে শত্রুর প্রধান সুরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়বে। গুডেরিয়ানের মতে পানৎসার ডিভিশনের প্রধান শত্রু হল বিপক্ষীয় ট্যাঙ্ক। গুডেরিয়ান লিখেছেন : "আক্রমণকারী যদি ট্যাঙ্কের প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করতে না পারে, তাহলে অন্তর্ভেদ ব্যর্থ হয়েছে ধরে নিতে হবে। কারণ পদাতিক অথবা আর্টিলারি আর বেশি দূরে যেতে পারবেনা। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মজুতবাহিনীর ট্যাঙ্কের আক্রমণ বিলম্বিত করার উপর এবং যথা সম্ভব সত্বর শক্তিশালী ইউনিট নিয়ে এদের বাধা দেওয়ার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

এই পানৎসার ইউনিটগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ণ গভীরতাব্যেপে এবং শত্রুপক্ষের মজুত ও কমাণ্ডকেন্দ্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে।

আত্মরক্ষাকারীর মজুতবাহিনীর হস্তক্ষেপ বিলম্বিত করতে হবে বিমান বাহিনীর সহায়তায়। ট্যাঙ্কের ঘনিষ্ট সহযোগী হিসাবেই গুডেরিয়ান বিমান বাহিনীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছিলেন। যুদ্ধে বিমান বাহিনীর অন্যতম প্রধান ভূমিকা হবে প্রতিআক্রমণ বিলম্বিত করা। শত্রুর পাশ্চিতে বিমান বাহিত সৈন্য পাঠিয়ে আসন্ন পানৎসার বাহিনীর আক্রমণের পথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র অধিকার করার কথাও তিনি বলেন।

শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত অঞ্চলে একবার ঢুকে পড়তে পারলে শত্রুপক্ষের ব্যাটারী ধ্বংস করা ও পদাতিকবাহিনীরক্ষিত যুদ্ধাঞ্চল দখল করার ভার অপেক্ষাকৃত দুর্বল পানৎসার বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তারপর ট্যাঙ্কের সাফল্যকে কাজে লাগাবে পদাতিক বাহিনী। গুডেরিয়ানের মতে শত্রুর রক্ষাব্যূহের সমগ্র গভীরতাব্যেপে আক্রমণ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। একমাত্র বহুসংখ্যক ট্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় গভীর ব্যবহারের দ্বারাই এই মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব। সেই সঙ্গে থাকবে পানৎসার ইউনিট ও পানৎসার নেতারা যাদের একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া হবে। তাদের বিশেষত দেওয়া হবে শত্রুর প্রতিরোধকে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে ভেঙে দেওয়ার শিক্ষা। গভীরতা ছাড়াও অন্তর্ভেদী আক্রমণের ব্যাপ্তি এতবেশি হবে যে, আক্রমণের কেন্দ্রের পার্শ্বাতিক্রমণ কঠিন হবে। গুডেরিয়ান লিখেছেন : চরম সিদ্ধান্তঅভিলাষী পানৎসার আক্রমণের নীতি আমরা এইভাবে সংক্ষেপিত করতে পারি। উপযুক্ত ভূমি, আকস্মিকতা ও প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তি ও গভীরতায় একত্র সন্নিবিষ্ট ট্যাঙ্কের নিয়োগ।

গুডেরিয়ানের এই রচনা তাঁর অতি আশ্চর্য দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। চার বছর পরে তাঁর এই মতবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। ব্লিৎসক্রীগ যুদ্ধের নবোদ্ভাবিত কৌশল গুডেরিয়ান গোপন রাখেননি। তাঁর Achtung Panzer যখন ছাপা হয়, তখন সমরতত্ত্ববিদ হিসাবে গুডেরিয়ান সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সামরিক পত্রপত্রিকায় গুডেরিয়ানের লেখা ছাপা হয়েছে। সুতরাং গুডেরিয়ান লিখিত Achtung Panzer ব্রিটিশ কিংবা ফরাসী সমরতত্ত্ববিদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল না। অথচ ব্রিটিশ ও ফরাসী সমরতত্ত্ববিদরা গুডেরিয়ানের এই বইকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। আরও একটি কারণে এই বইটির প্রতি মিত্রপক্ষীয় সমরতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল : ফরাসী দ্বিতীয় ব্যুরো (Deuxieme Bureau) থেকে

নবগঠিত পানৎসার বাহিনী সম্পর্কে ফরাসী জেনারেলদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ফরাসী সমরনায়কদের চোখ খোলেনি। হিটলারের মাইন কাম্‌প্‌ফ সম্পর্কেও মিত্রপক্ষীয় রাজনীতিজ্ঞদের অনুরূপ অন্ধতায় বিস্মিত হতে হয়। ক্ষমতায় আসার বহুপূর্বেই মাইন কাম্‌প্‌ফে হিটলার তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে ছকে দিয়েছিলেন। য়োরোপের রাজনীতিজ্ঞরা মাইন কাম্‌প্‌ফের রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা পাগলের প্রলাপ বলে ধরে নিয়েছিলেন। অথবা হিটলার জগতের চোখের সামনে তার পরিকল্পনা মেলে ধরেছিলেন বলেই হয়তো তা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সত্য-দৃষ্টি থাকলে বোঝা যেত মাইন কাম্‌প্‌ফের উল্লিখিত দ্রুত রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা গুডেরিয়ান সম্প্রসারিত ব্লিৎসক্রীগতত্ত্বের কী আশ্চর্য পরিপূরক!

দ্রুত য়োরোপ বিজয়ের জন্য যে নতুন সমরযন্ত্র হিটলার খুঁজছিলেন, গুডেরিয়ান তাঁর Achtung Panzer-এ সেই সমরযন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা হিটলারের হাতে তুলে দিলেন।

এই নতুন সমরকৌশলের অনন্ত সম্ভাবনা হিটলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ হিটলার Achtung Panzer প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই নতুন সমর কৌশলের উদ্ভাবন যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থিতিশীল আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের দ্বারা আর যাই হোক দ্রুত রাজ্যজয় সম্ভব নয়। সুতরাং আবার যুদ্ধ বাধলে যে নতুন সমরকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে, তাতে হিটলারের কোনো সন্দেহ ছিল না। জর্মনিতে ক্ষমতায় আসার পরই হিটলার এক সময় রাউর্সানিঙকে বলেন : "আগামী যুদ্ধ গত বিশ্বযুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির হবে। পদাতিক আক্রমণ ও বিরাট বাহিনীর সংগঠন পুরনো হয়ে গেছে ; প্রস্তরীভূত যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবৎসরব্যাপী সম্মুখ যুদ্ধে আবদ্ধ হয়ে থাকার দিন চলে গেছে, সেই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।" তারপর আরও বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন : "একটিও সৈন্য না হারিয়ে আমি ফ্রান্সকে তার মাজিনো রেখার বাইরে পাঠিয়ে দেব।" ১৯৩৫-এর অক্টোবর মাসে প্রথম তিনটি পানৎসার ডিভিশন গঠিত হয় এবং একটি ডিভিশনের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন কর্ণেল গুডেরিয়ান। ১৯৩৮-এ গুডেরিয়ান প্রথম লেফটেনাণ্ট জেনারেল এবং পরে জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং জেনারেল স্টাফে গতিশীল সৈন্যবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। জেনারেল স্টাফে গুডেরিয়ানের নিয়োগের অর্থ ব্লিৎসক্রীগের সরকারী সমর্থন লাভ।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, জেক্‌ট ও গুডেরিয়ান একটি বিপ্লবী সমরতত্ত্বের উপর জর্মন হ্বের়মাখ্‌ট্‌কে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরাসী সমর

নায়কেরা ১৯১৪-১৮-র বিজয়কে ভুলতে পারেননি। স্থিতিশীল আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যুদ্ধ করা যেতে পারে, তাঁরা মানতে রাজী ছিলেন না। দ্য গলের Vers L'armée de métier সত্ত্বেও না। অতএব যে ফরাসী বাহিনীকে ১৯৩৯-এর ভবিষ্যতের মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে হল, তা অতীতের সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা। জর্মন সমরনায়কেরা ১৯১৪-১৮-র পরাজয়কে ভুলতে পারে নি। ভর্দ্যাঁ আক্রমণের রক্তঝরা ব্যর্থতা ভোলা সম্ভবও ছিল না। এই পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে জর্মনবাহিনীর হৃতগৌরব আবার ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু বিজয়ের প্রথম শর্ত স্থিতিশীল ও অবিচ্ছিন্ন আত্মরক্ষাত্মক ফ্রণ্টকে ছিন্ন করা। সুতরাং জর্মানির পক্ষে যুদ্ধ করার নতুন পন্থা খুঁজে বার করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাছাড়া ভার্সেই সন্ধির শস্ত্রসঙ্কোচক ধারাগুলিও জর্মানির পক্ষে নতুন পন্থা বার করা বাধ্যতামূলক করে তুলেছিল। জেক্‌টও গুডেরিয়ানের সংগঠনী ও উদ্ভাবনী প্রতিভা এই প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিল। এই দুই সমরতত্ত্ববিদ ও সামরিক সংগঠকের প্রচেষ্টায় ১৯৩৯-এ যুদ্ধারম্ভের পূর্বে জর্মনবাহিনী সম্পূর্ণ নতুন রণনীতিতেসমৃদ্ধ ও রণসাজেসজ্জিত হয়ে এক উদ্দীপ্ত সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়েছিল। জর্মন বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকী-করণের কৃতিত্ব জেক্‌ট ও গুডেরিয়ানের। যে অপরাজেয় রণোন্মাদনা প্রত্যেক জর্মন সৈন্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা হিটলারের সৃষ্টি। হিটলার তাঁর নাৎসী মন্ত্রে জর্মন যৌবনকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার ক'রে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মদ্যের উন্মাদনায় অস্থির করে তুলেছিলেন।

হিটলারের প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড আহ্বান উচ্চকিত, আলোড়িত জর্মন চেতনার গভীরতম স্তরে প্রবিষ্ট হয়ে কি অন্ধকারময় আসুরিক কৌমকানার নিদ্রিত স্মৃতিকে, নিরন্তর যুধ্যমান জর্মন বীরদের ভালহাল্লার স্বপ্নকে জাগ্রত করল? হিটলার কি জর্মনদেবতা ওডিন—ভালহাল্লা যার প্রাসাদ, যিনি জর্মানির দারুণ বিপর্যয়ের দিনে জর্মন শৌর্যকে জাগাতে এসেছেন? স্বপ্নোত্থিতের মত জর্মন জাতি সাড়া দিল। জেক্‌ট-গুডেরিয়াননির্মিত হেবেরমাথটের যান্ত্রিক কাঠামোয় প্রাণ সঞ্চারিত হল এক অসম্ভব উন্মাদ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। নতুন সমরতত্ত্ব কিম্বা নতুন যান্ত্রিক সাজসজ্জায় যা হওয়া সম্ভব ছিল না—হিটলারী মদ্য জর্মন ধমনীতে যে প্রবল দুর্মর ইচ্ছাশক্তি সঞ্চার করল তা হেবেরমাথ্‌টের গুণগত পরিবর্তন সাধন করল। পারস্পরিক সহর্মিতা ও সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত হল যান্ত্রিক প্রযুক্তি বিদ্যায় জর্মন জাতির সহজাত প্রবণতা। এক অপরাজেয় বিপ্লবী হেবেরমাথ্‌টের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হল।

৮

ব্লিৎসক্রীগের প্রয়োগ : পোল্যাণ্ড

১৯৩৯, ১ সেপ্টেম্বর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক বিশ বছর পর অস্থির অশান্ত প্রচণ্ড য়োরোপের ধমনীতে আবার উত্তাল শোণিতস্রোত। এবার যুদ্ধের প্রথম বলি পোল্যাণ্ড। এবার য়োরোপ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে দেখবে হ্বেরমাখ্‌টের বিদ্যুৎগতি যুদ্ধ—দেখবে কিভাবে তিনকোটি সাহসী মানুষের দেশ পোল্যাণ্ড আঠার দিনের মধ্যে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল।

পোল্যাণ্ডের রণনীতি ও রণকৌশল :

পোল্যাণ্ডের এই আকস্মিক পতনের পশ্চাতে রণনীতি ও রণকৌশল উভয়ই কাজ করছে। পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান তার রণনীতির দিক থেকে বিপজ্জনক ছিল বলা যেতে পারে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিমার্ধে আসলে একটি বৃহৎ অভিক্ষিপ্ত অঞ্চল যার ঠোঁট বার্লিনের দিকে প্রসারিত। পোল্যাণ্ডের উত্তর পার্শ্বে পূর্বপ্রাশিয়া এবং পমারেনিয়া এবং দক্ষিণে সাইলেশিয়া ও শ্লোভাকিয়া। রণকৌশলের দিক থেকে লক্ষ্য করলে বলা যায় যে ভিশ্চুলার পশ্চিমে পোল্যাণ্ডের কোনো স্বাভাবিক আত্মরক্ষার রেখা নেই এবং পোল-জর্মন সীমান্তের দৈর্ঘ্য ১৭০০ মাইল। সুতরাং কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষেই এই অতিদীর্ঘ সীমান্তকে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না।

অথচ জর্মনির বিরুদ্ধে পোল রণকৌশল ছিল আত্মরক্ষামূলক। পোল্যাণ্ডে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল এই অভিক্ষিপ্ত এলাকার মধ্যে। এই অঞ্চলের উপর অধিকার হারালে পোল্যাণ্ডের পক্ষে সৈন্যবাহিনীর রণসম্ভার ও রসদ যোগানোর উপায় ছিল না। এই অঞ্চলের মধ্যে চারটি এলাকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পোল-সাইলেশীয় কয়লাখনি অঞ্চল; দ্বিতীয়ত, শিল্পসমৃদ্ধ কয়েকটি নগর কিয়েলসি, কন্‌স্কি, অপক্‌জ্‌নো, রাদম এবং লুবলিন; তৃতীয়ত, তারনো ক্রস্নো, দ্রবিক্‌জ এবং রবিয়ৌউ এই কয়টি

শিল্পনগরী ; চতুর্থত, লদ্‌জের আশেপাশের বস্ত্রশিল্প। তৃতীয় অঞ্চলটিতে পোল্যাণ্ডের রণসম্ভার নির্মাণের অধিকাংশ কারখানা, উড়োজাহাজ ও মোটরের কারখানা এবং কয়লা, তৈল ও পেট্রোলের শোধনাগার অবস্থিত। প্রথম অঞ্চলটি একেবারে জর্মন সীমান্তে অবস্থিত। দ্বিতীয়টির অবস্থিতি শ্লোভাকিয়ার উত্তরে একশ' থেকে দেড়শ' মাইলের মধ্যে। তৃতীয়টিও শ্লোভাকিয়ার উত্তরে বিশ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে এবং চতুর্থটি সাইলেশিয়ার আশি মাইল পূর্বে।

পোলদের আরও দুইটি বিশেষ রণনীতিক অসুবিধা ছিল। প্রথমত বাল্টিকে জর্মনির নৌ-আধিপত্য যার ফলে করিডর সত্ত্বেও পূর্বপ্রাশিয়ার সঙ্গে জর্মনির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রইল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের একমাত্র যোগসূত্র হল রুমানিয়া ও কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে। রণনীতিক দিক থেকে পোল্যাণ্ড এমন একটি স্থলপরিবেষ্টিত দ্বীপ যার 'উপকূলরেখা' অনায়াসে আক্রমণযোগ্য। রণকৌশলের দিক থেকে দেখলেও পোল্যাণ্ডের প্রায় সমান অসুবিধা ছিল। পোল সৈন্য ও বিমানবাহিনী জর্মনির তুলনায় শুধুমাত্র সংখ্যায় নগণ্য ছিল তাই নয়, সামরিক উপকরণ ও সাজসজ্জা সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যূন ছিল। তাছাড়া জর্মনদের বাধা দেওয়ার জন্য যে অঞ্চলে পোলরা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই অঞ্চল মোটরবাহিত সৈন্যবাহিনীর দ্রুত চলাচলের পক্ষে আদর্শ স্থান বলা যেতে পারে, বিশেষত হেমন্তে যখন আবহাওয়া চমৎকার। তার উপর আবার এই অঞ্চলেই দুই লক্ষ জর্মনের বাস। সুতরাং এখানে সামরিক গোপনীয়তার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পোলিশ প্ল্যানও একটি আধাব্যবস্থা, আধা-আক্রমণাত্মক, আধা-আত্মরক্ষাত্মক। অবশ্য প্ল্যান নির্মাতাদের স্বপক্ষে একথা বলা যায় যে, পোল্যাণ্ডের আশা ছিল, পশ্চিমী মিত্ররা পশ্চিমদিক থেকে জর্মনিকে আক্রমণ করবে। পোল সেনাপতি মার্শাল স্মিগলী রিজ[৪২] গ্রডনো থেকে ক্রয়ো পর্যন্ত গোটা এলাকা এবং সেই সঙ্গে গোটা শিল্প অঞ্চলটি রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি ভেবেছিলেন ত্রিশটি পদাতিক ডিভিশনের ছয়টি বাহিনীকে সীমান্তের কাছাকাছি ছড়িয়ে রাখবেন। সেইসঙ্গে থাকবে তাদের মজুতবাহিনী। তাছাড়া ওয়ারসর কাছাকাছি থাকবে একটি সাধারণ মজুতবাহিনী। সৈন্যসমাবেশ সম্পন্ন হলে পোলিশবাহিনীতে সর্বসমেত ৫০,০০০ অফিসার ও ১৭ লক্ষ সৈন্য থাকবে। কিন্তু পোলিশবাহিনীর প্রকৃত শক্তি এই সংখ্যার অনুপাতে ছিল না কারণ পোলিশবাহিনীতে

মোটরবাহিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাদের বিমানবাহিনীতে ছিল সর্বসাকুল্যে কাজ চলা গোছের পাঁচশ' উড়োজাহাজ এবং সাঁজোয়া বাহিনীতে ছিল সাঁজোয়া গাড়ির ২৯টি কম্‌প্যানি এবং হাল্কা ট্যাঙ্কের নয়টি কম্‌প্যানি। তাছাড়া ভারী ট্যাঙ্কধ্বংসী ও বিমানধ্বংসী আর্টিলারির সংখ্যা ছিল অকিঞ্চিৎকর।

জর্মন রণপরিকল্পনা :

জর্মন পরিকল্পনাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে পোলিশবাহিনীকে ভিশ্চুলা বাঁকে ঘেরাও ও ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে দক্ষিণে এবং শ্লোভাকিয়া থেকে উত্তরে অগ্রসর হয়ে বিয়ালিস্টক-ব্রেস্টলিটোভ্‌স্ক ও বুগ নদীর পশ্চিমের গোটা পোল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। অতএব জর্মন প্ল্যানের মূল কথা দুটি যুগ্ম পরিবেষ্টন। ওয়ারসর পশ্চিমে একটি আন্তর পরিবেষ্টনী; অপরটি বাইরের, ওয়ারস শহরের পূর্বে।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব দেওয়া হল জেনারেল ফন ব্রাউশিৎসকে এবং এই জন্য পাঁচটি সৈন্যবাহিনী দেওয়া হল তাঁকে। ব্রাউশিৎস এই পাঁচটি বাহিনীকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেন। দুটি গ্রুপের বিভাজন রেখা হল নোটেক নদী। তৃতীয় ও চতুর্থ আর্মি নিয়ে গঠিত উত্তরের গ্রুপটি পরিচালনার ভার দেওয়া হল জেনারেল ফন বক্‌কে। তৃতীয় আর্মিকে রাখা হল পূর্ব প্রাশিয়ায় এবং চতুর্থ বাহিনীকে পোমারেনিয়ায়। তৃতীয় আর্মির প্রধান কাজ হল দক্ষিণ দিকে এগিয়ে ওয়ারসর পূর্ব পর্যন্ত চলে যাওয়া এবং চতুর্দশ আর্মির সঙ্গে মিলিত হওয়া। চতুর্দশ আর্মি আপার সাইলেসিয়া ও শ্লোভাকিয়া থেকে উত্তরদিকে এগিয়ে আসবে। চতুর্দশবাহিনীর কাজ হল প্রথমত, পোমোরজে শত্রুকে ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয়ত, তৃতীয়বাহিনীর দক্ষিণ অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পোজনানের পোলবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করা।

দক্ষিণের গ্রুপের দায়িত্ব দেওয়া হল জেনারেল ফন রুনস্টেট্‌কে। এই গ্রুপটি গঠিত হল অষ্টম, দশম ও চতুর্দশ আর্মিকে নিয়ে। অষ্টমবাহিনী থাকবে পোমারেনিয়া ও ব্রাণ্ডেনবুর্গে। তার বাম থাকবে নোটেক নদীর দিকে, দক্ষিণ নামস্লোর দিকে। এই আর্মি পোজনানের পোলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করবে এবং চতুর্থ আর্মির দক্ষিণ দিক ও দশম আর্মির বামদিকের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। দশম আর্মি নিম্ন সাইলেসিয়া থেকে ভিশ্চুলা

অভিমুখে এগিয়ে যাবে এবং পোজনানের পোলিশ বাহিনীর বামদিক বেষ্টন করবে। আপার সাইলেসিয়া, মোরাভিয়া এবং শ্লোভাকিয়ায় অবস্থিত চতুর্দশ আর্মি ক্রাকাউ অঞ্চলের পোলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করবে। এই আর্মির দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় আর্মির বামদিকের সঙ্গে মিলিত হবে।

পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে জর্মন বায়ুবাহিনীর ব্যবহার :

সবশুদ্ধ পোল্যাণ্ডে ৪৭টি জর্মন ডিভিশন ব্যবহার হয়েছিল বলে মনে হয়। যে বিরাট অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ হয় তার তুলনায় এই বাহিনী খুব বড় নয়। কিন্তু তাদের সাজসরঞ্জাম ও নিখুঁত কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পোলিশ বাহিনীর কোনো তুলনা চলে না। জর্মন যান্ত্রিকবাহিনীতে সম্ভবত ছয়টি সাঁজোয়া ডিভিশন ও ছয়টি মোটরবাহিত ডিভিশন ছিল। চারটি বিমানবহরের মধ্যে পোল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল দুটি। প্রথম বিমানবহর ছিল কেসেলারিঙের অধীনে, দ্বিতীয়টি জেনারেল ল্যোরের অধীনে। প্রথমটির সমাবেশ ক্ষেত্র ছিল পূর্ব প্রাশিয়া ও পোমারেনিয়ায়, দ্বিতীয়টির সাইলেসিয়া ও শ্লোভাকিয়ায়। দুটি বিমানবহরের মোট বিমানের সংখ্যা ছিল ২ হাজার। পদাতিকের সংখ্যার তুলনায় ট্যাঙ্ক ও বিমানের সংখ্যা নগণ্য হলেও, এই যুদ্ধে বিমান ও ট্যাঙ্কের ভূমিকা অনন্যসাধারণ কারণ অত্যল্পকালের মধ্যে পোল্যাণ্ড ভেঙে পড়ার প্রধান কারণ বিমান ও ট্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

১ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে বিমান আক্রমণ দ্বারা পোল্যাণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। পোলদের সামরিক চিন্তা ১৯১৪-র পরে আর এগোয়নি। পোলরা ভেবেছিল ১৯১৪-র মত যুদ্ধ এবার ধীরে ধীরে গতি লাভ করবে। অশ্বারোহীর পর্দা, ভ্রাম্যমান প্রহরী সংযোগ ও সতর্ক অগ্রগতি এইসব এবারও ঘটবে এবং সেই সুযোগে পোল্যাণ্ড তার সৈন্যসমাবেশ সম্পূর্ণ করতে পারবে। সুতরাং ১ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে যখন পোল্যাণ্ডের গোটা আকাশ জুড়ে অগ্নিবর্ষণ হতে লাগল তখন বিমান আক্রমণের আকস্মিকতায় ও প্রচণ্ডতায় পোল্যাণ্ড বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। আর তারই ফলশ্রুতি হল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পোল্যাণ্ডের সামরিক মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।

বিমান আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হল পোল্যাণ্ডের আকাশে সম্পূর্ণ বিমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব হল না। আক্রমণের প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পোল্যাণ্ডের আকাশে জর্মন বিমানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। আকস্মিক আক্রমণে আকাশযুদ্ধে এবং বিমানঘাটিতে গোটা

বিমানবহর নিশ্চিহ্ন হল। বিমানঘাটিতে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে আকাশযুদ্ধে অথবা বিমানঘাটিতেই পোলবিমান ধ্বংস করা হল। তাছাড়া জর্মন বিমানের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু ছিল বিমানধ্বংসী কামানের আত্মরক্ষাব্যূহ, মেরামতি কারখানা এবং রেডিও স্টেশন।

জর্মন বিমানবহরের রণকৌশল হল : একটি বা দুটি পর্যবেক্ষক বিমানের নেতৃত্বে এবং জঙ্গীবিমানের প্রহরায় ৯টি বোমারু বিমানের এক একটি স্কোয়াড্রন লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাবে।

সাধারণত ১০ হাজার ফুট উঁচুতে এরা উড়ে যেত। লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি এসে বিমানগুলো ৩ হাজার ফুট উঁচুতে নেমে এসে ঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলত। বোমারু বিমানের কাজ সারা হওয়ার পর জঙ্গীবিমানগুলো গোত্তা খেয়ে নেমে এসে মাটির কয়েক ফুট উঁচু থেকে মেসিনগানের গুলিতে বিমান কিংবা বৈমানিক যা পেত গুলিবদ্ধ করত। কখনো কখনো বোমারু বিমান বোমাবর্ষণ করার পূর্বে একটি পর্যবেক্ষক বিমান নীচু দিয়ে উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঘিরে দিত এবং তারপর বোমারু বিমান এসে সেই ধূম্রকুণ্ডলীর উপর বোমাবর্ষণ করত।

আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বিমানবাহিনীর কাজ হল শত্রু-বাহিনীর মাটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া। এবার বিমান আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হল রেলপথ, রেলজংশন—বিশেষত ভিশ্চুলা বাঁকে এগুলো নষ্ট করে দেওয়া। কারণ এই বাঁকে পোল বাহিনীর সমাবেশ হয়েছিল এবং এখানে প্রধান যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া রাজপথে সৈন্যদল ও তাদের রক্ষিবাহিনীর উপর আক্রমণ করা হল। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের জন্য পোলবাহিনীর পিছনে ছত্রীবাহিনী নামিয়ে দেওয়া হল। লেঃ জেনারেল এম, নরহ্বিড নয়গেবাহ্বয়ের লিখেছেন : "কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছত্রীবাহিনীর এক একটি দল যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আর্মি হেডকোয়ার্টার এবং নিরাপত্তা ইউনিট আক্রমণ করে।"*

এই সব আক্রমণের ফল হল পোল সামরিক কমাণ্ডশৃঙ্খলের সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং পোল সমর প্রস্তুতির চরম বিশৃঙ্খলা। এতে পোলবাহিনীর বিরাট অংশের যেখানে একত্রিত হওয়ার কথা ছিল সেখানে এসে পৌঁছতে পারেনি এবং এই সব এলাকা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই জর্মন বাহিনীর দখলে চলে আসে।

---

* The Defence of Poland, Lieut. General M. Norwid Neugebauer (1942) পৃঃ ২০৬

পোল জর্মন যুদ্ধের একটি বিশেষত্ব হল এই যে, জর্মন বিমান বহরের আক্রমণের আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতায় একদিকে যেমন পোল বিমান বহরের ভ্রূণেই বিনষ্টি ঘটে। অপরদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পোল সামরিক কমাণ্ড বিমান আক্রমণে পর্যুদস্ত হওয়ায় পোলবাহিনীর একটি বিরাট অংশের যুদ্ধে যোগ দেওয়াই সম্ভব হয়নি।

জর্মন বিমানবাহিনীর তৃতীয় উদ্দেশ্য হল স্থলবাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করা এবং বেগ সঞ্চার করা। বিশেষত বিমানবাহিনীর কাজ হল সাঁজোয়া ও মোটরবাহিত বাহিনীর সহযোগিতা করা। বিমান আক্রমণে যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় এসেছিল সাঁজোয়া ও মোটরবাহিত স্থলবাহিনীর আক্রমণে তা সম্পূর্ণ হল। ফলে অনায়াসেই জর্মনবাহিনীর পক্ষে বহুস্থান অধিকার করা সম্ভব হল।

জর্মন সাঁজোয়াবাহিনীর ব্যবহার :

জর্মন সাঁজোয়াবাহিনীর রণকৌশলের ভিত্তি ছিল গতিবেগ, অগ্নিশক্তি নয়। ওদের উদ্দেশ্য প্রধানত যুদ্ধে জয় নয়, শত্রুপক্ষের বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেওয়া। ওরা চেয়েছিল গভীর অন্তর্ভেদ। অতএব শত্রুর প্রতিরক্ষাকেন্দ্র, সুরক্ষিত এলাকা, ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের অবস্থান এড়িয়ে শত্রুর পশ্চাদাভিমুখী এমন সব পথ বেছে নেবে এই বাহিনী যেখানে প্রতিরোধের সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। অন্তর্ভেদের পর বাহিনী পার্শ্বাভিমুখী অভিযান না চালিয়ে সোজাসুজি অগ্রসর হবে। কিন্তু এই গভীর অন্তর্ভেদের প্রচণ্ড ঝুঁকি। কারণ দ্রুত অগ্রসরমান অন্তর্ভেদীবাহিনীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং জর্মনকমাণ্ড সাঁজোয়াবাহিনীর আক্রমণের প্রাক্কালে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের দ্বারা শত্রুর প্রতিরোধক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। প্রত্যেকটি সাঁজোয়া ইউনিট তার আশেপাশের ইউনিটের কথা চিন্তা না করে সোজা এগিয়ে যাবে তাতে পিছনের বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে যে ফাঁক তৈরী হবে তা রক্ষার ভার থাকবে পশ্চাদ্‌বর্তী পদাতিক বাহিনীর। প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তা চূর্ণ করার ভার ছেড়ে দিতে হবে পশ্চাদ্‌বর্তী পদাতিক বাহিনীকে। এই আক্রমণ রচনার একেবারে গোড়ার কথা হল লুফ্‌ট্‌ব্বাফে এবং সাঁজোয়াবাহিনীর অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। বাস্তবক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। বোমারু বিমান, জঙ্গীবিমান এবং ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রনের মধ্যে সহযোগিতায় এতটুকু ফাঁক ছিল না। স্বয়ংচালিত ও মোটরবাহিত আর্টিলারির উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছিল।

আক্রমণের প্রথম পর্বে প্রতিরোধ এড়ানো সম্ভব না হলে ট্যাঙ্কবাহিনী কীলকের আকারে গঠিত হয়ে তিন থেকে চার কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত সংকীর্ণক্ষেত্রে অগ্রসর হবে এবং শত্রুর আত্মরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করবে। দ্বিতীয়ত, ছিন্ন স্থান ট্যাঙ্কের পশ্চাদগামী পদাতিকবাহিনী আয়ত্তে রাখবে। নতুন ট্যাঙ্ক-বাহিনী এই ফাঁক দিয়ে এগিয়ে পার্শ্বাভিমুখে ছড়িয়ে পড়বে, আর অন্য ট্যাঙ্ক-বাহিনী সোজা এগিয়ে গিয়ে গভীর অন্তর্ভেদের উপযুক্ত ব্যবহার করবে।

কিন্তু পোল প্রতিরোধ এমন দুর্বল ছিল যে ট্যাঙ্কবাহিনীর এই রণকৌশল অনেক সরলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ট্যাঙ্কবাহিনী প্রতিরোধ ছিন্ন করে সোজা এগিয়ে গেল এবং দশ থেকে বিশ মাইল পিছনের পদাতিকবাহিনী ট্যাঙ্কবাহিনীকে অনুসরণ করল। এভাবে জর্মন চতুর্থ আর্মি পোমারেনিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে ওয়ারসর উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল প্রথম সাঁজোয়াবাহিনীর চেষ্টায়। আট দিনে এই বাহিনী ২৪০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছিল।

সামরিক শিক্ষা, শৃঙ্খলাবোধ, সামরিক সাজসরঞ্জাম, রণনীতি ও রণকৌশল সব দিকেই জর্মনবাহিনীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু সর্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব না থাকলেও জর্মনির জয় সুনিশ্চিত ছিল। এই শ্রেষ্ঠত্বের ফলে জর্মনির বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে মাত্র। পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পোল্যাণ্ড আগে থেকেই হেরে বসেছিল বলা যেতে পারে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের য়োরোপের মানচিত্রের দিকে তাকালেই একথা স্পষ্ট হবে। পোল্যাণ্ডের সীমান্তের তিন দিকেই জর্মনি। অতএব দুই বিশাল সবল বাহুর আলিঙ্গনে পোল্যাণ্ডকে পিষ্ট করে দেওয়া জর্মনির পক্ষে কঠিন ছিল না।

উত্তরে পূর্বপ্রাশিয়া পূর্ব দিকে বহুদূরে প্রসারিত। দক্ষিণ সীমান্ত থেকেও পরিবেষ্টনকারী জর্মন ফৌজের ওয়ারস ও ব্রেস্টলিটভ্‌স্কের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ দিকের পোল-শ্লোভাক সীমান্ত থেকে অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তরে ক্র্যাকাউ এবং লেমবুর্গের দিকে আঘাত হানাও ছিল অনায়াসসাধ্য। অতএব উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই বাহুর আলিঙ্গন পোল্যাণ্ডকে চূর্ণ করে দেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১৯৩৯-এর ২৬ অগস্ট জর্মনবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। পর্যবেক্ষক দলগুলির ২৫শে রাত্রিতে এগিয়ে যাওয়ার কথা। প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ২৫শে সন্ধ্যায় সৈন্যবাহিনীও যাত্রা শুরু করেছিল। ঐ রাত্রিতেই সীমান্তে পৌঁছে পরদিন প্রত্যূষে সীমান্ত অতিক্রম করার কথা। ২৫ অগস্ট রাত্রির প্রথমভাগে হিটলারের এক বিস্ময়কর

আদেশ এল—সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ কর। স্বভাবতই এ-সময়ে যুদ্ধ এড়াবার শেষ চেষ্টা চলছিল অর্থাৎ যুদ্ধ না করে মিউনিক সঙ্কটের মতো সঙ্কট সৃষ্টি করে কার্যোদ্ধার করার জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে শেষ মুহূর্তের টানাপোড়েনে হিটলার হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাই এই বিস্ময়কর আদেশ। কিন্তু এই আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করতে না পারলে সৈন্যদলের সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধ আরম্ভ করার কথা। শেষ পর্যন্ত এই আদেশ সৈন্যদলের সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বেই কার্যকর করা সম্ভব হয়েছিল। জর্মন সৈন্যবাহিনীকে স্তব্ধ করা হয়েছিল। এতে জর্মন সমরযন্ত্রের অসাধারণ নিয়মনিষ্ঠা ও ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করার ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। ২৭৫ মাইল ব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাগসর পর্যবেক্ষক দলগুলিকেও কয়েকঘণ্টার মধ্যে থামিয়ে দেওয়া জর্মন সমরযন্ত্রের যান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হল না, কয়েকদিন বিলম্বিত হল মাত্র। ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর দুটি আর্মি গ্রুপই উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সীমান্ত অতিক্রম করল। ৫ সেপ্টেম্বর তৃতীয় আর্মির বামপক্ষ লোমজার কাছাকাছি নারেভ নদী অতিক্রম করে এবং দক্ষিণে চতুর্থ আর্মির বামপক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়। ইতিমধ্যে চতুর্থ আর্মি করিডর সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছে।

৭

পোল-জর্মন যুদ্ধ

পোল্যাণ্ড অভিযান : জর্মন সামরিক সংগঠন ও শক্তি

সমগ্র অভিযাত্রীবাহিনীর সেনাপতি—জেনারেল ফন ব্রাউশিৎস[৪৩]

স্থলবাহিনী--পদাতিক ডিভিশন—৪২

পার্বত্য ডিভিশন—৩

বর্মিত ডিভিশন—৬

হাল্কা ডিভিশন—৪

মোটরবাহিত ডিভিশন—৪

হাই কমাণ্ড ডিভিশন

স্থলবাহিনীর সংগঠন—উত্তর আর্মি গ্রুপ—সেনাপতি জেনারেল ফেডর ফন বক[৪৪]

দুটি আর্মি নিয়ে উত্তর আর্মি গ্রুপ গঠিত :

১। তৃতীয় আর্মি—সেনাপতি—জেনারেল ফন ক্যুচলের[৪৫]

অবস্থান—পূর্ব প্রাশিয়া

২। চতুর্থ আর্মি—সেনাপতি—জেনারেল গুন্থার ফন ক্লুগে[৪৬]

অবস্থান—পূর্ব পোমারেনিয়া

—দক্ষিণ আর্মি গ্রুপ সেনাপতি জেনারেল কার্ল ফন রুণ্ডষ্টেট্[৪৭]

দক্ষিণ আর্মি গ্রুপের অন্তর্গত তিনটি আর্মি :

১। অষ্টম আর্মি—সেনাপতি—জেনারেল ব্লাস্কোভিৎস[৪৮]

অবস্থান—মধ্য সাইলেশিয়া

২। চতুর্দশ আর্মি—সেনাপতি—জেনারেল ফন লিস্ট্[৪৯]

অবস্থান—আপার সাইলেশিয়া, পূর্ব মোরোভিয়া ও পশ্চিম শ্লোভাকিয়া।

৩। দশম আর্মি—সেনাপতি—জেনারেল ফন রাইখেনাউ[৫০]

অবস্থান—আপার সাইলেশিয়া

বিমানবাহিনী : (লুফ্‌ট্‌হ্বাফে)—প্রথমশ্রেণীর বিমান—১৬০০

সংগঠন : বিমানবহর (লুফ্‌ট্‌ফ্লোট)—১ সেনাপতি

জেনারেল আলবের্ট কেসেলরিঙ[৫১] তৃতীয় ও চতুর্থ আর্মিকে সাহায্য করবে।

লুফ্‌ট্‌ফ্লোট—৪—সেনাপতি—জেনারেল ল্যোহ্‌র[৫২] অষ্টম দশম ও চতুর্দশ আর্মিকে সাহায্য করবে।

দুটি আর্মি গ্রুপের মধ্যে স্থলবাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশন যেভাবে বণ্টিত হয়েছিল তা নীচে দেওয়া হল :

	ডিভিশন পদাতিক	ডিভিশন বর্মিত	ডিভিশন হাল্কা	ডিভিশন মোটরবাহিত	ডিভিশন পার্বত্য	ডিভিশন মোট
উত্তর আর্মি গ্রুপ—	১৭	২	—	২	—	২১
দক্ষিণ আর্মি গ্রুপ—	২৩	৪	৪	২	৩	৩৬
হাই কমাণ্ড মজুত—	২	—	—	—	—	২
	৪২	৬	৪	৪	৩	৫৯

পোলবাহিনী—

স্থলবাহিনী—পদাতিক ডিভিশন—৩০
বর্মিত ব্রিগেড—১
অযান্ত্রিক অশ্বারোহী ব্রিগেড—১১
মজুত ডিভিশন—১০

বিমানবাহিনী—পুরনো মডেলের বিমান—৫০০

পোল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও রণকৌশল :

পোল সৈন্যাধ্যক্ষ মার্শাল স্মিগলী-রিজ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পোল প্রতিরক্ষা সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু জর্মন বিমান ও স্থলবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হওয়ার পর তিনি যেসব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তা তাকে বিমূঢ় করে দেয়। রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির পর পোল্যাণ্ড য়োরোপের সব বন্ধু রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই চুক্তি না হলেও জর্মন আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা পোল্যাণ্ডের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। পোল্যাণ্ডের সীমান্তরেখা দীর্ঘ। এই বিস্তৃত এলাকার অধিকাংশই উৎকৃষ্ট কৃষিজমি, প্রায় সমতল। ভিশ্চুলা ও সান নদীর পশ্চিমে এমন কোনো প্রাকৃতিক বাধা ছিল না, যা আক্রমণকারীর অনায়াস অগ্রগতি ব্যাহত করতে

পারত। পোল্যাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনকেন্দ্র আপার সাইলেশিয়া প্রায় সীমান্তে অবস্থিত। আর ওয়ারস তো পূর্ব প্রাশিয়া থেকে প্রায় ৮০ মাইলের মধ্যে। দক্ষিণে শ্লোভাকিয়ার মধ্য দিয়ে জর্মনি বিনাবাধায় দ্রীসৃটার নদীর উৎস পর্যন্ত সৈন্য পাঠাতে পারত। এখানে কার্পাচিয়ান পর্বতমালা হাইট্রাট্রাস ও বেসনিডমে ৮০০০ ফুট উঁচু। পোল্যাণ্ডের এই সীমান্তে প্রাকৃতিক বাধা। কিন্তু এই পার্বত্য সীমান্ত রক্ষাও পোল্যাণ্ডের পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ, উত্তর ও পশ্চিমের দীর্ঘ সীমান্তরেখায় সেনাবিন্যাসের পর আর সৈন্য অবশিষ্ট ছিল না। অথচ পোল্যাণ্ডের প্রধান নদীগুলির পিছনে রক্ষাব্যূহ রচনা করারও উপায় ছিল না। দেশের শিল্পাঞ্চল পশ্চিমদিকে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং নদীর পিছনে রক্ষাব্যূহ রচনা করলে এই শিল্পাঞ্চল পুরোপুরি শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে হয়। মিত্রদেশ থেকে রসদ ও রণসম্ভার সরবরাহের সম্ভাবনা থাকলে ওই জাতীয় রক্ষাব্যূহ রচনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু কোনোদেশ থেকে কোনো সাহায্য আসার সম্ভাবনা ছিল না ; ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকেও নয়। রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির আগে রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে সবরকম সাহায্য দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পোল্যাণ্ড রাশিয়ার সহায়তা নিতে রাজী হয়নি। কারণ, স্মিগলী-রিজের উক্তি স্মরণীয়, 'জর্মনির কাছে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারাতে পারি, রাশিয়ার কাছে আমরা আমাদের আত্মাকে হারাব।' অথচ স্মিগলী-রিজের এই অস্বাভাবিক আশা ছিল, জর্মনি পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করলে রাশিয়া সমরসম্ভারের যোগান দেবে। কিন্তু রুশ সাহায্য পেলেও পোল্যাণ্ডের সার্থক প্রতিরক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। কারণ, স্থলে ও অন্তরীক্ষে জর্মন শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। অতএব পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষার আপাত নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম পোল্যাণ্ড ত্যাগ করে ভিশ্চুলা ও সান নদীর পিছনে রক্ষাব্যূহ রচনা করা। কিন্তু রুশ সাহায্য ছাড়া এই জাতীয় রক্ষাব্যবস্থা অসম্ভব। আবার পশ্চিমের শিল্পাঞ্চলের উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ঘিরে রক্ষাব্যূহ রচনা করলে শক্তিশালী জর্মন আক্রমণ এই ব্যূহকে যদি চূর্ণ করে দেয় তাহলে পোলবাহিনীর সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ নাও সম্ভব হতে পারে।

সুতরাং একটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করা পোল্যাণ্ডের পক্ষে সঙ্গত পন্থা ছিল বলা যেতে পারে। রুশ-জর্মন চুক্তির পর এই মধ্যপন্থা একমাত্র পন্থায় পরিণত হল। স্মিগলী-রিজের আশা ছিল পশ্চিমের অভিক্ষিপ্ত এলাকায় তিনি জর্মন-বাহিনীকে একমাসের মত ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। তাই বিনাযুদ্ধে এই এলাকা ছেড়ে দেওয়ার কথা তিনি ভাবেন নি। মাসখানেক পরে পশ্চাদপসরণ যদি বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে তাহলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সান-ভিশ্চুলা রেখায়

হটে যাবেন না। বরং পশ্চিমের অভিক্ষিপ্ত এলাকা ও সান-ভিশ্চুলা নদীরেখার মধ্যবর্তী স্থানের হ্রদ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত ছোটখাট নদীনালাকে ঘিরে একটি অন্তর্বর্তী রক্ষাব্যূহ রচনা করবেন। এই রক্ষাব্যূহ থেকে পশ্চাদ-পসরণ করতে হলেও তিনি পোল্যাণ্ডে একটি যুদ্ধক্ষেত্র টিকিয়ে রাখতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন। আরো বড়ো আশা ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণে জর্মান বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ইংরেজ কমাণ্ড থেকে স্মিগলী-রিজকে পশ্চিম রণাঙ্গন সৃষ্টির কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়নি। অথচ সেই মুহূর্তে একটি সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল, পশ্চিম রণাঙ্গন সৃষ্টি না হলে জর্মন আক্রমণের সম্মুখে পোল্যাণ্ড ছয় মাসের বেশি টিকে থাকতে পারবে না। অথচ ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হলে তার প্রথম ঝুঁকি পুরোপুরি ফ্রান্সকে নিতে হত। যুদ্ধের প্রথম পর্বে ব্রিটিশবাহিনীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবেনা তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। সুতরাং ফ্রান্স আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের কথাই ভেবেছিল। কিন্তু পোলিশ কমাণ্ড থেকে এই দাবি করা হয় যে, ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গামেল্যাঁ নাকি পোল সমরমন্ত্রীকে সৈন্যসমাবেশ শেষ হওয়ার পক্ষকালের মধ্যে জর্মানি আক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গামেল্যাঁ এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। বরং তিনি বলেন যে, তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কোনো-ক্রমেই জিগফ্রীড রেখা আক্রমণ করবেন না। এ-বিষয়ে পোল সমরমন্ত্রীর সফরের পর ইংরেজ সামরিক আত্তাসে তাঁর প্রতিবেদনে লেখেন : "পোলরা হতাশ হয়েছে কারণ ফরাসীরা জর্মনদের ওপর উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজী নয়।" গামেল্যাঁ জর্মানি আক্রমণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই ধারণা ইংরেজ আত্তাসের প্রতিবেদনে সমর্থিত হয়নি।

জর্মন আক্রমণ শুরু হল :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামরিক চিন্তার উপর পোল রণপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত ছিল। জর্মন আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিকল্পনার ত্রুটি ধরা পড়ল। জর্মন সামরিক চিন্তার ও রণকৌশলের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছিল পোল পরিকল্পনায় তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। সুতরাং যে মুহূর্তে জর্মন বাহিনী পোল সীমান্ত অতিক্রম করল, প্রায় সেই মুহূর্ত থেকেই স্মিগলী-রিজের সমস্ত পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে গেল। পোলদের সৈন্য-সমাবেশে বিলম্বিত হওয়ায় তাদের দশটি মজুত ডিভিশন যথাসময়ে সংগঠিত

হয়নি। ফলে পোল্যাণ্ডকে ৩০টি পদাতিক ডিভিশন, একটি বর্মিত এবং এগারটি অযান্ত্রিক অশ্বারোহী ব্রিগেড নিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীও পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। কারণ, জর্মন বর্মিত বাহিনীর বিদ্যুৎগতি ও বিমানবাহিনীর অগ্নিবর্ষণে পোল-বাহিনীর নিয়মিত ডিভিশনগুলিও তাদের সম্মিলনের বিন্দুতে পৌঁছোতে পারে নি। জর্মনবাহিনী এই ডিভিশনগুলির অন্তর্গত ইউনিটগুলিকে পরাজিত করে অথবা অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। পোল্যাণ্ডের ৫০০ বিমানের বিমান-বহর জর্মন বিমানের আক্রমণে বিমানবন্দরেই ধ্বংস অথবা পঙ্গু হয়ে যায়। পোল্যাণ্ডের আকাশে জর্মন বিমানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এমনকি আবহাওয়াও পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল বলা যেতে পারে। কারণ এই গ্রীষ্মকালে পোল্যাণ্ডে একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। তাপদগ্ধ মাটি এমন কঠিন হয়ে গিয়েছিল যে ভারী গাড়ী নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভাল রাস্তার সমস্যা মিটে গিয়েছিল। এমনকি বড় সড়কে প্রতিবন্ধক থাকলে জর্মন বাহিনীর পক্ষে মেঠো রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার কোনো অসুবিধা হয়নি। অগ্রসরমান ট্যাঙ্কবাহিনী পিছনের ভাবনা না ভেবেই বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে যায়। পশ্চাতের যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব ছিল পদাতিক ডিভিশনের। বর্মিত বাহিনীর এই বিদ্যুৎগতি সব পুরনো ধারণা ওলট-পালট করে দেয়।

পোল বিমানবহরকে ধ্বংস করার পর জর্মন বিমানবহরের দায়িত্ব হল পোল যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া এবং অগ্রসরমান বর্মিত বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করা। ব্লিৎসক্রীগ অথবা বিদ্যুৎযুদ্ধের আসল কথা বিদ্যুৎ-গতিতে আক্রমণ করে শত্রুর মস্তিষ্ককে পর্যুদস্ত করে দেওয়া। এই আক্রমণ সম্ভব হয় বায়ুবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে। পোল বিমান বহর ধ্বংস হওয়ার পর পোল্যাণ্ডের আকাশে জর্মন বিমানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জর্মন বায়ুবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সম্ভব হয়। এতকাল ব্লিৎসক্রীগ একটি সামরিক তত্ত্বের বেশি কিছু ছিলনা। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা গেল।

জর্মন বায়ুবাহিনী রেল ও সড়কের সংযোগস্থল, সেতু ও রণনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উপর বোমাবর্ষণ করে পোল্যাণ্ডের সামরিক কমাণ্ডকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের স্বাভাবিক ঝোঁক পোলজাতির। কিন্তু জর্মন আক্রমণের অকল্পনীয় গতিবেগ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে দেয়। এই পরিস্থিতিতে পুরনো পোল পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ করলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। সুতরাং নতুন জর্মন রণনীতির সম্যক মূল্যায়ন না

করে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার জন্য স্মিগলী-রিজের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল কেননা জর্মন আক্রমণের ধারাটা স্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কোনো প্রতি-আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিলনা। জর্মনবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণের আবশ্যিক শর্ত জর্মন সীমান্ত থেকে দূরে অবস্থিত শক্তিশালী মজুতবাহিনী। স্মিগলী-রিজের কোনো মজুতবাহিনী ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া শক্তিশালী পোল নিয়মিত ডিভিশনগুলি পশ্চিম পোল্যাণ্ডে জর্মন সীমান্তের এত কাছাকাছি ছিল যে তাদের অপসারণের কোনো প্রশ্নই ছিল না। কেননা জর্মনবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে কি করে পোল বাহিনীকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব। অথচ জর্মনরা বাধ্য না হলে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন রণাঙ্গন তৈরী করতে চায়নি। চেয়েছিল তড়িৎগতিতে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর রক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত এনে দিতে। তাই পুরনো রণকৌশলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পোল বাহিনীকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যায়।

জর্মন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দুটি সাঁড়াশি আক্রমণ। একটি সাঁড়াশি আক্রমণ তৈরী হবে ভিতর দিকে। ভিতর দিকের সাঁড়াশির দুটি বাহুর একটি উত্তর দিক থেকে আসবে। আর একটি আসবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। এই দুই মিলিত হবে ওয়ারসতে।

দ্বিতীয় সাঁড়াশি আক্রমণ আরো সুদূর প্রসারী। কেননা এই আক্রমণ আসবে বাইরে থেকে। তৃতীয় আর্মি এর একটি বাহু যা ব্রেস্ট্‌লিটোভ্‌স্ক্ দখল করে এগোবে। চতুর্দশ আর্মি 'অন্য বাহু'; এই বাহু লেম্‌বার্গ হয়ে তৃতীয় আর্মির সঙ্গে মিলিত হবে। ভিতরের ও বাইরের এই দুই সাঁড়াশির আক্রমণের ফলে কোনো পোলবাহিনীর পক্ষে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় ছিলনা। ভিতরের সাঁড়াশির চাপ এড়াবার জন্য কোনো পোলবাহিনী রুমানিয়ায় পশ্চাদপসরণ করতে চাইলে বাইরের সাঁড়াশিতে প্রতিহত হবে। শেষ পর্যন্ত এই দুই সাঁড়াশির মধ্যেই পোলবাহিনী যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যেই জর্মন বাহিনীর পোল্যাণ্ডের গভীরে প্রবিষ্ট হয়। পোলবাহিনী দুরন্ত সাহসের পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে জর্মন জয়রথ থামেনি। একমাত্র আপার সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চলে পোল প্রতিরোধ ভাঙতে জর্মন বাহিনীর কিছুটা বেগ পেতে হয়। তার কারণ এই শিল্পাঞ্চলে পোলদের আধুনিক আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল। এখানে জর্মন চতুর্দশ আর্মিকে বেশ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু জর্মন আক্রমণে প্রত্যেকটি

পোল সৈন্যদলকেই পিছনে হঠে যেতে হয়। জর্মন দশম আর্মির প্রচণ্ড আক্রমণে লদজের পোল সেনা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্ত বাহিনীর একটি অংশ সরে যায় রাদমের দিকে, অন্যটি চলে যায় উত্তর পশ্চিমে। ফলে যে ফাঁক তৈরী হয় তার মধ্য দিয়ে দুটি পানৎসার বাহিনী তীরবেগে এগিয়ে যায়। আরো উত্তরে চতুর্থ আর্মি ভিশ্চুলা অতিক্রম করে ওয়ারসর দিকে অগ্রসর হয়। জর্মন তৃতীয় আর্মি পোল বাহিনীর কাছে প্রতিহত হয়। কিন্তু জর্মন বাহিনী পার্শ্ব অতিক্রম করে যাওয়ায় পোলসেনার নারেউ নদী পর্যন্ত হঠে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। কারণ এখানে শক্তিশালী রক্ষাব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় সপ্তাহে যুদ্ধের চরমক্ষণ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে একটি সংগঠিত শক্তি হিসাবে ২০ লক্ষের পোল বাহিনী ভেঙে যায়। দক্ষিণে সান নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায় চতুর্দশ আর্মি। উত্তরে তৃতীয় আর্মি নারেউ পার হয়ে নিম-ভিশ্চুলার দুই পার ধরে অগ্রসর হতে থাকে।

পোজেনের পোল সেনার সঙ্গে লদজ ও থর্নের পোল সেনা জর্মন আক্রমণের চাপে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। সব মিলিয়ে প্রায় বার ডিভিশন পোল সৈন্যের একত্র সমাবেশ হয়েছিল। এই দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়েই জর্মন দশম আর্মি সোজা ওয়ারসর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই আর্মির নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ছিল কিছুটা দুর্বল অষ্টম আর্মির। এদিকে উত্তরের জর্মন আর্মি গ্রুপ এবং দশম ও অষ্টম আর্মির দ্বারা পোজেনের পোল আর্মি গ্রুপের প্রায় পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং পোজেনগ্রুপের পোল সেনাপতি জেনারেল কুত্রাদিয়া বজুরা অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার জন্য সোজা অষ্টম আর্মির পার্শ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অসমসাহসিক পোল আক্রমণ বজুরার যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই আক্রমণে জর্মন বাহিনীতে সংকট দেখা দিয়েছিল। ফলে অষ্টম আর্মি জোরদার করার জন্য দশম আর্মি থেকে কয়েক ডিভিশন সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল।

পোল্যাণ্ড অভিযান যখন আরম্ভ হল তখন দক্ষিণ আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক রুনৃড্স্টেটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দক্ষিণ আর্মি গ্রুপের চাপে প্রধান পোলবাহিনী যুগ্মপার্শ্বাতিক্রমী জর্মন অগ্রগতি এড়াবার জন্য ব্রোমবের্গ ও পোজনান থেকে হঠে যায়। এতে জর্মন সর্বোচ্চ কমাণ্ডের সন্দেহ থেকে যায় যে, পোল বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে ঠিক কোন নতুন অবস্থানে স্থির হল। ওয়ারসর পশ্চিমে অথবা ওয়ারস অতিক্রম করে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে বুগ নদী পার হয়ে অবস্থান সম্ভব ছিল। সুপ্রিম কমাণ্ডের সিদ্ধান্ত ছিল পোলবাহিনী শেষোক্ত অবস্থানেই আছে। সুতরাং কমাণ্ডের নির্দেশ ছিল যে দক্ষিণ আর্মি

গ্রুপ ভিশ্চুলা পেরিয়ে লুবলিনের দিকে এগোবে। এতে বুগ ও ভিশ্চুলার অন্তর্বর্তী পোলবাহিনীর রুমানিয়ায় হঠে যাওয়ার পথ বন্ধ হবে। কিন্তু দক্ষিণের আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক রুন্ড্স্টেট ও তার চীফ্ অভ্ স্টাফ্ মানস্টাইন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল. পোলবাহিনী ওয়ারসর পশ্চিমের অবস্থানে আছে। সুতরাং রুন্ড্স্টেট অষ্টম আর্মিকে এবং দশম আর্মির মোটরায়িত অংশকে লুবলিনের দিকে না পাঠিয়ে ওয়ারসর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। দশম আর্মি, চতুর্দশ আর্মি এবং মোটরায়িত ভারী আর্টিলারিও পাঠালেন ওয়ারসর দিকে। এতে পোলবাহিনী ভিশ্চুলা পেরোবার আগেই ওয়ারস পরিবেষ্টিত হল। ফলে ওয়ারসর পচাত্তর মাইলের মধ্যে কুটনোর একটি পকেটে পোলবাহিনী ফাঁদে পড়ল। এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা বাহিনী আত্মসমর্পণ করল।

ইতিমধ্যে বাইরের দুই সাঁড়াশির দুই বাহুও সংযুক্ত হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর চতুর্দশ আর্মি লেমবার্গের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তারপর উত্তরে মোড় নিয়ে ব্রেস্টলিটোভ্স্ক্ পেরিয়ে তৃতীয় আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়। এই নিশ্ছিদ্র লৌহবেষ্টনী এড়িয়ে পোলবাহিনীর পক্ষে রুমানিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় রইল না।

১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভিশ্চুলার পশ্চিমের যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেল। ১৮ সেপ্টেম্বর শিরার ডানজিগের কাছাকাছি জপ্পট থেকে লিখছেন: "সারি সারি মোটরবাহিত জর্মন সৈন্যে রাস্তা ভর্তি। এরা পোল্যাণ্ড থেকে ফিরছে। অর্থাৎ পোল্যাণ্ডে জর্মন বাহিনীর কাজ শেষ। এবার এদের পশ্চিম ফ্রণ্টে পাঠানো হচ্ছে।"*

১৭ সেপ্টেম্বর রুশ-জর্মন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রুশ বাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করে ধীরেসুস্থে অগ্রসর হয়। ওই দিন রাত্রিতে পোল সরকার রুমানিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ওই দিনই যুদ্ধও প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত মডলিন ও ওয়ারস রুশ আক্রমণ ও পোল যুদ্ধোদ্যম সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া সত্ত্বেও বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। এই সীমাহীন, বেপরোয়া সাহসের জন্যই পোল সৈনিকের য়োরোপজোড়া খ্যাতি, যা এই যুদ্ধে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পকেট ছাড়া অন্যত্র লক্ষ্য করা যায় নি।

ওয়ারস আত্মসমর্পণ না করলেও হিটলারের চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। অমোঘ অনিবার্যতায় ওয়ারসর অহঙ্কৃত আত্মপ্রত্যয় ভেঙে যাবে। হয়তো

---

* **William Shirer—Berlin Diary** পৃঃ ১৫৯

কয়েকটা দিন সময় বেশি লাগবে। কিন্তু হিটলারের তাড়া ছিল। পোল্যাণ্ডের ভাগ্যনির্ধারণের জন্য রুশ-জর্মন বৈঠকের আগেই হিটলার ওয়ারসকে করতলগত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং সেনাপতিদের প্রতি হিটলারের নির্মম আদেশ হল : সেপ্টেম্বর পেরোবার আগেই ওয়ারস দখল করতে হবে। বাধ্য হয়ে সেনাপতিদের ভারী আর্টিলারি ও বিমান থেকে অগ্নিবর্ষণের দ্বারা এই শহর মুছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হল। এই আক্রমণের কোনো উত্তর ছিল না ওয়ারসর। শেষ পর্যন্ত ২৭ সেপ্টেম্বর ওয়ারস পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর পোল সেনাপতি যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করলেন। যুদ্ধ বিরতির দলিল সই হল ২৮শে। দলিল সই করে পোল সেনাপতি বলেছিলেন, 'চাকা সর্বদাই ঘোরে'। ৩০ সেপ্টেম্বর এক লক্ষ বিশ হাজারের অবরুদ্ধ পোল বাহিনী শহরের বাইরে এসে তাদের অস্ত্র জমা দেয়।

এই অত্যাশ্চর্য সামরিক অভিযানে জর্মন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অকিঞ্চিৎকর। হতাহতের যে তালিকা হিটলার জর্মন বেতারে প্রচার করেন তা সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তাঁর হিসেব হল : নিহত—১০,৫৭২, আহত—৩০,৩২২ এবং নিখোঁজ—৩৪০০। পোল ক্ষয়ক্ষতির নিশ্চিত হিসেব পাওয়া কঠিন। জর্মন বাহিনী ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার পোলকে বন্দী করেছে, এই দাবি করে জর্মন সামরিক কর্তৃপক্ষ।

কুটনোর যুদ্ধকে (বজুরার যুদ্ধ) দ্বিতীয় টানেনবের্গের যুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর শিরার তাঁর বেলিন ডায়েরিতে লিখছেন : "একজন জর্মন জেনারেল স্টাফ্ অফিসারকে এ-বিষয়ে আজ আমি প্রশ্ন করি। তিনি আমাকে একটা হিসেব দেন। টানেনবের্গে রুশবন্দীর সংখ্যা ছিল ৯২,০০০ হাজার এবং নিহতের সংখ্যা ২৮,০০০ হাজার। গতকাল (১৯শে) একমাত্র কুটনোতেই ১ লক্ষ ৫ হাজার বন্দী হয়েছে। তার আগের দিন বন্দী হয়েছে ৫০,০০০ হাজার। জর্মন হাই কমাণ্ড এই যুদ্ধকে চিরকালীন বিধ্বংসী যুদ্ধের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন। রণাঙ্গনের দিকে একবার তাকিয়েই পোলদের ভাগ্যে কি ঘটেছে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। জর্মন বোমারু-বিমান ও ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কোনো হাতিয়ার ছিল না পোল বাহিনীর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মান অনুযায়ী মোটামুটি একটি সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ছিল পোল্যাণ্ডের। ১৯৩৯-এর যান্ত্রিকীকৃত মোটরায়িত জর্মন বাহিনী এই বাহিনীর চারপাশ দিয়ে এবং মধ্য দিয়ে বাঁধভাঙা নদীর মতো বয়ে চলে যায়। ঠিক

কোন ধরণের বাহিনীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড যুদ্ধে নেমেছে পোল সামরিক হাই কমাণ্ডের সে বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না।"*

পোল্যাণ্ডে জর্মন রণকৌশলের দিকে তাকালে এই সংক্ষিপ্ত আক্রমণের গুরুত্ব বোঝা যাবে। সংক্ষিপ্ততার জন্যই এই অভিযান অনন্য সাধারণ। এই যুদ্ধে পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রমণের** পরীক্ষা হল। যান্ত্রিকীকৃত সমরে অগ্নিশক্তি নয়, গতিবেগ যুদ্ধের প্রধান উপাদান—এই সত্যটি এই অভিযানে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়, বিশৃঙ্খলা। তীব্র গতিবেগের জন্যই জর্মন বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছে। পোল বাহিনী যে প্রথম জর্মন আক্রমণের সম্মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারপর আর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি তার কারণও পোলবাহিনীতে গতিবেগের অনুপস্থিতি। এই যুদ্ধে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে সংখ্যাধিক্য নয়, গতিবেগ। জর্মন বিমান বহর ও বর্মিত বাহিনী সমন্বিত, সংহত হয়ে এমন একটি ঘড়ির মতো যন্ত্রে পরিণত হয় যে স্বাভাবিক কারণেই এই বাহিনী দুটিতে বিস্ময়কর গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। যদি অবস্থা ঠিক বিপরীত হত অর্থাৎ পোলদের জর্মন বিমানবহর ও বর্মিত বাহিনী থাকত এবং জর্মনদের পোল বিমানবহর ও সৈন্যবাহিনী থাকত তাহলে জর্মনরা যত শীঘ্র ভিশ্চুলায় পৌঁচেছে, ঠিক ততটা তাড়াতাড়িই পোলরা ওডেরে পৌঁছে যেত।

ব্লিৎসের সর্বনাশা রূপ :

জর্মন আক্রমণের গতিবেগ ও আকস্মিকতা সমগ্র পোলবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা এনে দেয় তার আশ্চর্য উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন হিরণ্ময় ঘোষাল তাঁর মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় নামক গ্রন্থে। ডক্টর ঘোষাল ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ছিলেন। জর্মন-পোল যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর পোল সামরিক কমাণ্ডের নির্দেশে ওয়ারস ছেড়ে যেতে হয় তাঁকে। তারপর তিনি পোল সীমান্ত অতিক্রম করে রুমানিয়া অথবা রাশিয়া চলে যাওয়ার জন্য মাসাধিক কাল ঘুরে বেড়ান। এ সময়ে তাঁর জর্মন ব্লিৎসক্রীগ স্বচক্ষে দেখার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়। যদিও জর্মন ব্লিৎসের রণকৌশল সম্পর্কে তখন তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তবু পশ্চাদ্দৃষ্টির আলোকে আমরা তাঁর বর্ণনা থেকে জর্মন

---

* Berlin Diary পৃঃ ১৬৩

** Attack by paralyzation

রণকৌশলের মূলনীতি—গতিবেগ ও শত্রু শিবিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি—স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। তিনি লিখছেন :*

"পথ চলতে চলতে দেখি পুড়ছে গ্রাম, পুড়ছে ক্ষেত, পুড়ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি আর বহু যোজনব্যাপী উত্তুঙ্গ অরণ্যানী। তখন সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি……

সারা রাত ধরে জ্বলে বন আর গ্রাম। সে আলোয় অনেকদূর থেকেও পথ চিনে আমরা চলি। চলে হাজারে হাজারে মানুষ আমাদের মতো ; কখনো বা স্বল্পালোকে দেখি, চলেছে বিরাট অশ্বারোহী বা পদাতিক সেনা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার গাড়ী, সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আহার্য প্রভৃতি নিয়ে। দিনের পর দিন সৈন্যবাহিনী অবিরাম পথ চলেছে দেখে মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো এরাও আমাদের মতো লক্ষ্যহীন-ভাবে ক্রমাগত দূরত্ব অতিক্রম করছে। তাদের দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্তায় উপলব্ধি করি, আমাদের অনুমান ভ্রান্ত নয়। অনেকেই অসঙ্কোচে স্বীকার করে, তারা কোথায় যাচ্ছে জানে না, এবং তাদের মাথার ওপর উচ্চতর পদস্থ অফিসার একজনও নেই। এদের বেশির ভাগই হচ্ছে তারা যাদের একেবারে সবশেষে হাতিয়ার ধরবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল এবং যারা শেষ পর্যন্ত নিজের নিজের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছতে পারেনি। তার প্রধান কারণ দুটি। এক : জর্মনরা পোলদেশের সর্বত্র বোমা ফেলে ট্রেন চলা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। দুই : জর্মন গুপ্তচরেরা টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পাঠানো একেবারে অসম্ভব করে ফেলেছে। সুতরাং এই বিশৃঙ্খল, ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল হন্যে হয়ে যোজনের পর যোজন পথ অতিক্রম করে চলেছে আপন আপন ঘাঁটির সন্ধানে।

আমরা যতই পূবমুখো চলি, ততই সৈন্যদের এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা স্পষ্টতর হয়ে চোখে পড়ে। দেখি চারিদিক দিয়ে সৈন্যদের দল চলেছে কেউ পূবে, কেউ পশ্চিমে, কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিণে। পরস্পরের সঙ্গে খবরাখবরের একমাত্র উপায় বিমানপথে। কিন্তু তা জর্মন-অধিকৃত অঞ্চলে হওয়া সম্ভব হয়নি। এবং জর্মনরা যে কোথায় তা আমরা যেমন তেমনি সৈন্যরাও জানেনা। স্থানে স্থানে যুদ্ধ হচ্ছে, বুঝতে পারি, কারণ কামানের গোলার আওয়াজ খুব কাছেই শোনা যায়। কিন্তু এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যেরা যে

* মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় পৃঃ ২৪৭

একত্র মিলিত হয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করবে, সে উপায় নেই, কারণ এখানেও ঐ মুস্কিল, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব।

পথ-চলা সৈনিকদের কাছে জর্মনদের লড়ার বিবরণ শুনতে পাই। তাদের কাছে প্রথমে শুনে তখনো বিশ্বাস হয়নি যে, এক একটা জর্মন বাহিনী মাইলের পর মাইল রাস্তা জুড়ে বিদ্যুতের গতিতে, ব্লিৎসী কায়দায় ছুটে চলে। তাদের পদাতিক বলে কোনো পায়ে চলা সৈনিক নেই। আছে বড় বড় লোহায় ঢাকা বাস, তাতে হাজারে হাজারে সৈনিক দিনে একশ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করে আরামে তাঁবু গেড়ে নিদ্রা দেয়। তারপর আবার সকালে ক্ষৌরকার্য ও জামাইষষ্ঠীর জলখাবার সেরে লড়তে বার হয় বাসে চড়ে। সঙ্গে থাকে শতশত ট্যাঙ্ক আর আর্মার্ড কার।··· ঘণ্টায় সত্তর মাইল গতিতে তারা মোটর-বাইকে চড়ে লড়াই করে। একজন চালায় গাড়ী, আর একজন সাইড-কারে কল-বন্দুকের (machinegun) সামনে বসে গুলির হরিরলুট ছড়াতে ছড়াতে চলে।

বেশ খানিকদূর পূর্বদিকে এগিয়ে যাবার পর দেখা গেল, আমরা যে-মুখো চলেছি তার ঠিক উল্টো দিক থেকে আসছে হাজারে হাজারে পলাতক আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দলছাড়া সৈনিক ঠিক আমাদেরই মত। জিজ্ঞেস করি, তাঁরা কোনদিকে ? উত্তর আসে, যেদিকে দুচোখ যায়।

জর্মনরা কোথায় ?

ভগবান জানেন।

তোমরা ফিরছ যে ?

কেন তাও জানিনা।"

পোল্যাণ্ডেও ব্লিৎস রণনীতির যে আশ্চর্য নিপুণ প্রয়োগ হয়েছিল, তা উপরের বর্ণনায় চমৎকার ফুটে উঠেছে : ব্লিৎস রণনীতির প্রধান কথা বিদ্যুৎ গতিতে আক্রমণের দ্বারা শত্রুর কমাণ্ড মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত এনে দেওয়া ; ক্রমাগত বিমান আক্রমণের দ্বারা সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে শত্রু বাহিনীকে টুকরো টুকরো করে পেনী প্যাকেটে পরিণত করা, যার ফলে পোল আক্রমণ পিনের খোঁচায় পর্যবসিত হয়। জর্মন পদাতিক বাহিনী নেই। আছে মোটরায়িত পদাতিক সৈন্য। অশ্বারোহীর বদলে মোটরবাইকে মেসিনগান থেকে গুলির হরিরলুট দিতে দিতে অতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া : শত শত ট্যাঙ্ক ও বোমারু-বিমানের ভয়ঙ্কর যোগসাজস ; আর সারাদেশের সড়কে, বনে প্রান্তরে, শহরে, গ্রামে, গঞ্জে হাজার হাজার ঘরভাঙা, ঘরছাড়া মানুষের, ছত্র-ভঙ্গ, দলছুট সৈনিকের দিশেহারা নিরুদ্দেশ যাত্রা। সব মিলে যে নারকীয়

বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয় তাতে পোল্যাণ্ডের 'সোনার হেমন্তের' দুই সপ্তাহে গোটা দেশ এক অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে ডুবে যায়। ব্লিৎসের নিখুঁত প্রয়োগের এই সর্বনাশা চেহারা পোল্যাণ্ডই প্রথম প্রত্যক্ষ করল।

এই অভিযানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল: যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে পুরনো রৈখিক আত্মরক্ষা পদ্ধতি আর চলবেনা। স্থায়ী রক্ষাব্যবস্থা অথবা পরিখা যাই হোক্‌না কেন, তা যে এখন একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। এই যুদ্ধে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই ধরণের রক্ষা ব্যবস্থাই আক্রমণকারীকে অনায়াসে প্রতিহত করেছে। পোল্যাণ্ড অভিযান থেকে বোঝা গেল, বর্মিত বাহিনী যদি একবার আত্মরক্ষার ব্যূহভেদ করতে পারে তাহলে আত্মরক্ষাকারীর পক্ষে প্রতিআক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। ফুলারের মতে, এই জাতীয় আত্মরক্ষা-কারীর অবস্থা হল একটি মুষ্টিযোদ্ধার মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই হাত-মেলে-দেওয়া লোকের মতো। নিজেকে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য অথবা আঘাত করার জন্য এই মানুষকে হাত গুটিয়ে আনতে হবে।

এই যুদ্ধের আর একটি শিক্ষা হল এই যে, আবরক দলগুলির* প্রধান কাজ শত্রুসেনার উপর লক্ষ রাখা, যুদ্ধকে বিলম্বিত করা, খণ্ডযুদ্ধে পরিণত করা নয়। এই কাজ করার জন্য এই দলগুলির প্রচণ্ড গতিশীলতা থাকতে হবে।

এই অভিযানে যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী যে নতুন রণকৌশল প্রয়োগ করল তাতে প্রমাণিত হল যে, যুদ্ধপরিচালনার ক্ষমতা একটি কমাণ্ডে কেন্দ্রীভূত হলে যুদ্ধে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই রণকৌশলের প্রধান কথা দ্রুতি, সময়ের সংক্ষিপ্ততা। সুতরাং রণাঙ্গনে অধীনস্থ কমাণ্ডারদের যদি সর্বোচ্চ কমাণ্ডের নির্দেশের জন্য বসে থাকতে হয়, তবে সেই নির্দেশ পালনের সময় তাঁরা পাবেন কিনা সন্দেহ। এই জাতীয় যুদ্ধে কমাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যিক এরূপ যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করে অধীনস্থ কমাণ্ডারদের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব এবং তাৎক্ষণিক সাহসিক সিদ্ধান্তের উপর। কমাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণ, বিচ্ছিন্নতা নয়। বিকেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও কমাণ্ড সমন্বিত হবে রণক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্যের একটি সাধারণ ধারণার মধ্য দিয়ে, একটি অখণ্ড, অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনার নিশ্চিন্ত অনুসরণ করে নয়। সুতরাং প্রত্যেক কমাণ্ডারকে এই লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত থাকতে হবে। কারণ তাঁকেই তো এই

---

* Covering detachments

লক্ষ্য কার্যে পরিণত করতে হবে। যদিও এই জাতীয় যুদ্ধে গতিবেগই প্রধান অবলম্বন, তবু এই গতিবেগও রণক্ষেত্রে অনুসৃত মূল লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডে ঢুকল

১৭ সেপ্টেম্বর রুশবাহিনী পোল সীমান্ত অতিক্রম করে। পোল্যাণ্ডে জর্মনবাহিনীর বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো রাশিয়াও চমকিত হয়ে গিয়েছিল। রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ৫ সেপ্টেম্বর জর্মানি রাশিয়াকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের আহ্বান জানায়। কিন্তু রাশিয়া গড়িমসি করছিল। স্বভাবতই রাশিয়া ধরে নিয়েছিল জর্মানির পক্ষে পোল্যাণ্ড বিজয় সময়সাপেক্ষ। অতএব তাড়াহুড়া করে আক্রমণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার ব্যাপারে রাশিয়ার দ্বিধা ছিল না, তা বলা চলে না। রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তি এক কথা। এই চুক্তির পিছনে রাশিয়ার নির্দিষ্ট ও সঙ্গত যুক্তি ছিল। ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লির্টভিনফের যৌথ নিরাপত্তার নীতির ধ্বংসাবশেষের উপরই এই নীতির প্রতিষ্ঠা। যৌথ নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, কোনো আস্থা ছিল না। বরং ফাসিবাদী রাষ্ট্রের তোষণে তাদের অখণ্ড মনোযোগ ছিল। এই তোষণ নীতির পিছনে নাৎসী জর্মানিকে বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছার কোনো অবদান ছিল না, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। তাছাড়া, রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির আগে যুদ্ধ আসন্ন জেনেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে গদাইলস্করি চালে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার জন্য আলোচনা চালাচ্ছিল, তাতে রাশিয়ার বুঝতে দেরি হয়নি যে, এই রাষ্ট্র দুটির একটিরও অবিলম্বে কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী কোনো চুক্তিতে পৌঁছোবার কোনো ইচ্ছাই নেই। শেষপর্যন্ত জর্মান তোষণে এদের অনাগ্রহ ছিল না। কারণ এ-যুগে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে বলশেভিকবিদ্বেষ প্রায় মনোবিকারের পর্যায়ে পৌঁচেছিল। এই পরিস্থিতিতে স্তালিনের পক্ষে সাপের মুখে চুমু খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। পোল্যাণ্ড বিজয়ের পর ১৯৩৯-এর অক্টোবরে হিটলার যদি রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তবে রাশিয়া নিজেকে রক্ষা করতে পারত কিনা সন্দেহ। ১৯৩৯-এর অগস্ট থেকে ১৯৪১-এর জুন পর্যন্ত অমূল্য সময় রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির দান। আত্মরক্ষার্থে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাভাবিক। পোল্যাণ্ডের উপর বর্বরোচিত আক্রমণে ও লুণ্ঠনে নাৎসী জর্মানির অংশীদার হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এখানে স্মরণীয় যে

পোল-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করা হয়নি। পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে সেই চুক্তিও লঙ্ঘিত হবে। এ-বিষয়ে বিশ্বের জনমত গঠন করা এবং পৃথিবীর সবদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বোঝাবার প্রশ্নও ছিল। সুতরাং পোল্যাণ্ডে জর্মন জয়রথের অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎগতিতে রাশিয়া কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। অথচ এই অবস্থায় পোল্যাণ্ডে রুশ হস্তক্ষেপ বিলম্বিত করারও উপায় ছিল না। পোল্যাণ্ডে সামরিক হস্তক্ষেপের সমর্থনে রাশিয়া প্রথম যে সব যুক্তির অবতারণা করে খসড়া রচনা করেছিল, জর্মানি তাতে আপত্তি জানায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত যে চুক্তি প্রচারিত হয় তা হল এই: পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, সুতরাং সোভিয়েত-পোল অনাক্রমণ চুক্তির আর অস্তিত্ব নেই। শ্বেত রুশদের, য়ুক্রেইনীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য পোল্যাণ্ডে সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা:

এবার পরাজিত, বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নির্ধারণের পালা। ২৮ সেপ্টেম্বর রিবেনট্রপ দ্বিতীয়বার মস্কো এলেন। রাত্রি দশটায় রিবেনট্রপের সঙ্গে স্তালিন ও মলোটভের আলোচনা শুরু হল। আলোচনার ভিত্তি হল দুটি প্রস্তাব: পিসা, নারেউ, ভিশ্চুলা ও সান নদীর রেখাধরে পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা, যা অগস্টের অনাক্রমণ চুক্তির গোপন প্রটোকোলে মেনে নেওয়া হয়েছিল: অন্যটি, লিথুয়ানিয়ায় রুশ আধিপত্যের বিনিময়ে লুবলিন প্রদেশ ও ওয়ারসর পূর্ববর্তী অংশে জর্মন কর্তৃত্বের স্বীকৃতি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি যাতে জর্মানি মেনে নেয় তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্তালিন। শেষপর্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের ভিত্তির উপরই পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয়। জর্মন-সোভিয়েত দেশের সীমানা ও বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ২৯ সেপ্টেম্বর।

এভাবেই পোল্যাণ্ডের চতুর্থ বাঁটোয়ারা (অথবা টয়েনবির মতে পঞ্চম বাঁটোয়ারা) সম্পন্ন হল। হিটলার প্রচণ্ড যুদ্ধ করে পোল্যাণ্ডের অর্ধেক দখল করলেন, বাকী অর্ধেক স্তালিন নিয়ে নিলেন প্রায় বিনা যুদ্ধে। যখন তিনি মাইন কামপ্‌ফ্‌ লিখছেন, তখন থেকেই হিটলারের লুব্ধদৃষ্টি ছিল য়ুক্রেনীয় গম ও রুমানিয়ার তেলের খনির উপর। বাঁটোয়ারার ফলে য়ুক্রেন ও রুমানিয়ার পথ জুড়ে বসল রাশিয়া। এমনকি পোল্যাণ্ডের তেলের খনিও কুক্ষিগত হল রাশিয়ার। বালটিকের রাষ্ট্রগুলিও রুশী ভল্লুকের আলিঙ্গনে পিষ্ট হল।

পোল্যাণ্ডের আক্রমণ ও বাঁটোয়ারায় অংশগ্রহণ করায় পশ্চিমী শিবির থেকে ধিক্কারের ঐকতান ওঠে : অবিবেকী, আগ্রাসী রাশিয়া নাৎসী যুদ্ধবাজ হিটলারের সহযোগিতায় পোল্যাণ্ডের স্বাধীন অস্তিত্ব মুছে দিয়েছে। রুশী কমিউনিজম পুরনো শ্লাভ সাম্রাজ্যবাদের মুখোসমাত্র।

কিন্তু চার্চিলের ১ অক্টোবরের বেতার ভাষণে কিছুটা ভিন্ন সুর লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন : "যে দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র দেড়শ বছর ধরে পোল্যাণ্ডকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল, তাদের দ্বারা সে আবার বিজিত হয়েছে।···কিন্তু ওয়ারসর সাহসিক আত্মরক্ষা প্রমাণ করেছে, পোল্যাণ্ডের আত্মার মৃত্যু নেই। (এই মুহূর্তে) পোল্যাণ্ড জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যাওয়া পাহাড়ের মতো। কিন্তু আপাততঃ ডুবে গেলেও সে পাহাড়ই আছে।

রাশিয়া নিজের স্বার্থরক্ষার হিমশীতল নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করেছিলাম, পোল্যাণ্ডে যে সীমান্তরেখায় রাশিয়া এখন অবস্থান করছে, সেখানে সে শত্রু হিসাবে নয়, বন্ধুরূপে থাকবে। কিন্তু যে রেখায় সে আছে, নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য সেখানে তার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবেই হোক অন্তত রেখাটি আছে। পূর্বদিকে একটি রণাঙ্গণ তৈরী হয়েছে যা আক্রমণ করার সাহস জর্মনির নেই।

রাশিয়া কি করবে তা আগে থেকে বলা আমার সাধ্যাতীত। রাশিয়া এখন একটি ব্যাসকূটের অন্তর্গত রহস্যেমোড়া হেয়ালি।* কিন্তু এই রহস্য ভেদের হয়তো একটি চাবিকাঠি আছে। তা হল রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ। জর্মানি কৃষ্ণসাগরের উপকূলে নিজেকে প্রোথিত করবে অথবা বল্কান অঞ্চল জয় করে শ্লাভজাতিগুলিকে পদানত করবে, তা রুশ জাতীয় স্বার্থ কিম্বা নিরাপত্তার অনুকূল হতে পারে না, তা ঐতিহ্যাগত রুশ স্বার্থ বিরোধী।" প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনও এই চার্চিলী ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হন। তিনি তাঁর বোনকে চিঠিতে লেখেন** : আমি উইনস্টনের সঙ্গে একমত। রাশিয়া তার স্বার্থের কথা মনে রেখেই কাজ করবে। জর্মন বিজয় ও য়োরোপে জর্মন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা তার স্বার্থসিদ্ধ হবে, রাশিয়া একথা ভাবতে পারে বলে মনে করি না।"

অন্যত্র*** চার্চিল স্বীকার করেন যে, রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে পশ্চিমীরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সময় ভিলনা ও লেমবের্গে রুশ

* It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.

** Keith feiling—Life of Chamberlain পৃঃ 425

*** Paper prepared for the War Cabinet

সৈন্য মোতায়েনের যে প্রস্তাব রাশিয়া করেছিল, তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু পোল্যাণ্ড যে কারণে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তা স্বাভাবিক হলেও যুক্তিসহ নয়। এই প্রস্তাব মেনে নিলে রাশিয়া শত্রুরূপে যেখানে আছে, সেখানে বন্ধু হিসাবেই থাকতে পারত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই পার্থক্য যতটা সাঙ্ঘাতিক মনে হচ্ছে, কার্যত ততটা নয়। রাশিয়া বিরাট বাহিনী যুদ্ধার্থে সমাবেশ করেছে, সে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে তাও প্রমাণ করেছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে যেখানে ছিল তার থেকেও অনেক এগিয়ে আছে। জর্মনির পক্ষে এখন পূর্ব-রণাঙ্গন থেকে সব সৈন্য তুলে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কার্যত পূর্ব-রণাঙ্গন আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে সোভিয়েত মূল্যায়ন এই রকম: এই চুক্তি না করে রাশিয়ার উপায় ছিলনা। তোষণনীতির পশ্চাতে ব্রিটেনের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়া এবং নাৎসী-বলশেভিক মরণপণ যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হাততালি দেওয়া। এই অবস্থায় ১৯৩৯-এর অগস্টের চুক্তি প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। তা নাহলে রাশিয়ার অস্তিত্ব বিপন্ন হত। এ-সময়ে ব্রিটেনে রুশ রাষ্ট্রদূত ছিলেন মেইস্কি। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় * একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে সরকারী ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এই অভিমতই উচ্চারিত। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে খ্রুশ্চভ স্তালিনের সমালোচনা করেননি। বরং রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছেন।

হিটলারের পোল্যাণ্ড অভিযানের প্রথম কয়েকদিন এই যুদ্ধের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রচারিত হয়। এমনকি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার পরও রাশিয়ায় পোল্যাণ্ডে হিটলারী অভিযান বলে প্রচারের প্রবণতা ছিল। যুদ্ধের দশদিন কেটে যাওয়ার পর প্রাভ্‌দায় পোল-জর্মন যুদ্ধের একটি পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে জর্মন আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও বিদ্যুৎগতি, পশ্চিম পোল্যাণ্ডে উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থার অভাব, আকাশে জর্মনির একাধিপত্য, তার স্থলবাহিনীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর সহায়তার অনুপস্থিতির কথা বলা হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রাভ্‌দার সম্পাদকীয়তে পোল্যাণ্ড আসন্ন রুশ হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এতে বলা হয় যে, পোলবাহিনী জর্মনির বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিরোধই করেনি তার কারণ পোল্যাণ্ডের জনগণের মাত্র ৬০ শতাংশ পোল। বাকী ৪০ শতাংশ

* Maisky—Who helped Hitler ?

য়ুক্রেনীয়, বেলোরুশ ও ইহুদি। পোল্যাণ্ডের ১ কোটি দশ লক্ষ য়ুক্রেনীয় ও বেলোরুশকে চিরকাল নিপীড়িত। পোল্যাণ্ডে রুশ হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করার জন্যই এই সম্পাদকীয়। কারণ, জর্মনির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি পোল্যাণ্ডে রুশসৈন্যের উপস্থিতি অনিবার্য করে তোলে। রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির গোপন প্রোটোকোলে যে রুশ-জর্মন সীমান্ত চিহ্নিত হয়েছিল, সেখানে জর্মন সৈন্য পৌঁছোবার আগেই রুশ সৈন্যের পৌঁছনো প্রয়োজন ছিল। অতএব প্রোটোকোলে নির্ধারিত গোপন বিভাজন-রেখা প্রকাশ্যে কার্যকর করার জন্য জনমত গঠন করার প্রয়োজন ছিল। তাই নিগৃহীত য়ুক্রেনীয় ও বেলোরুশ জনগণের উল্লেখ। ১৭ সেপ্টেম্বরের বেতার বক্তৃতায় মলোটোভ[৫৩] বলেন : "দুই সপ্তাহের যুদ্ধে পোল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে। পোল্যাণ্ড তার গোটা শিল্পাঞ্চল হারিয়েছে, ওয়ারসকে আর পোলরাষ্ট্রের রাজধানী বলা চলেনা, পোল সরকার কোথায় আছে কেউ জানেনা। অতএব পোল রাষ্ট্রদূত গ্রাজবাউস্কিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রেড আর্মিকে পশ্চিম য়ুক্রেনীয় ও পশ্চিম বেলোরুশদের নিরাপত্তা বিধানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।"

রুশ বাহিনীর পোল সীমান্ত অতিক্রম করার পর থেকে পশ্চিম য়ুক্রেনে ও বেলোরাশিয়ায় রেড আর্মির উল্লসিত সম্বর্ধনার ইতিহাস ছাপা হতে থাকে। কারণ রেড আর্মি নিপীড়িত জনগণের মুক্তিফৌজ। শেষ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডে যে বিভাজন-রেখা স্থির হয় তাতে অধিকাংশ পোল-অধ্যুষিত অঞ্চল জর্মন-অধিকৃত এলাকায় আসে, আর য়ুক্রেনীয় ও বেলোরুশ-অধ্যুষিত অঞ্চল আসে রুশ-অধিকৃত এলাকায়। এই রুশ-অধিকৃত 'মুক্ত' এলাকায় ভূমি সংস্কার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমিদারী কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

পশ্চিম বেলোরাশিয়া ও পশ্চিম য়ুক্রেনের পুনরুদ্ধার রুশ জনসাধারণের গভীর পরিতৃপ্তির কারণ। হিটলার-জর্মনির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার আপাত সখ্য সত্ত্বেও হিটলারকে রুশ জনসাধারণ কখনোই বিশ্বাস করতে পারেনি। সুতরাং আপাতত রুশ-জর্মন মধুযামিনীর সুযোগ নিয়ে রুশ সীমান্ত যদি আরো অনেক পশ্চিমে ঠেলে দেওয়া যায়, তবে তা একেবারে আদর্শ ব্যাপার। যদি ভবিষ্যতে এই সুযোগ সন্ধানী বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে জর্মনবাহিনীকে রুশভূমিতে পৌঁছতে হলে কয়েক হাজার কিলোমিটার পোলভূমি অতিক্রম করতে হবে। তাতে যে সময় মিলবে জর্মন বিদ্যুৎযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য অসাধারণ। যে কারণে নারেউ-ভিস্চুলা-সান রেখায় রুশ সীমান্তকে

ঠেলে দিতে হল. ঠিক সেই কারণেই, এই আত্মরক্ষার রেখাকে উত্তরে বাল্‌টিক উপকূলের নিথুয়ানিয়া. লাত্‌ভিয়া ও এস্তোনিয়া পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রণনৈতিক গুরুত্ব। অকস্মাৎ আক্রান্ত হলে এই বিস্তীর্ণ আত্মরক্ষা রেখার অন্তরালে সোভিয়েত ভূমি নিজেকে প্রস্তুত করার সময় পাবে। একমাত্র আকস্মিক আক্রমণের কথা মনে রাখলেই বাল্‌টিকে পরবর্তী পদক্ষেপ ক্ষমার্হ বলে মনে হতে পারে। পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়া লিথুয়ানিয়া. লাত্‌ভিয়া ও এস্তোনিয়ার উপর তিনটি পারস্পরিক সাহায্যের ও বাণিজ্যের চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তি অনুযায়ী তিনটি রাষ্ট্রকেই তাদের সামরিক, বিমান ও নৌঘাঁটি সোভিয়েত রাশিয়াকে দিতে হয়। এই তিনটি চুক্তিই রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির এবং পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার পরিণতি বলা যেতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কে রুশ নেতাদের আরো একটি বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল। পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারার পর ফ্রান্সে ও ব্রিটেনে যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে ওঠে তা হিটলার বিদ্বেষকেও ছাড়িয়ে যায়। এই রুশ বিদ্বেষের ফলে হিটলার ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রুশবিরোধী সমঝোতা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয় বলে রাশিয়া মনে করেছিল। এই জাতীয় সমঝোতা হলে রাশিয়ার অবস্থা সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো হত। সুতরাং রাশিয়ার ওই মুহূর্তের লক্ষ্য ছিল রুশ-জর্মন মৈত্রীতে যাতে কোনো ফাটল না ধরে তার ব্যবস্থা করা এবং রুশ রক্ষাব্যবস্থাকে দুর্ভেদ্য ও রেড আর্মিকে অপরাজেয় করে গড়ে তোলা। সুতরাং রুশ-জর্মন মধুচন্দ্রিমায় প্রেমালিঙ্গন অতি প্রগাঢ়। মিলনের সেতু পূর্বীরাজনীতিতে* বিশ্বাসী মস্কোতে জর্মন রাষ্ট্রদূত শূলেনবের্গ,[৫৪] রিবেনট্রপ ও মলোটভ প্রধান পূজারী।

---

* Ostpolitik

১০

নকল যুদ্ধ*

পোল্যাণ্ডে প্রচণ্ড হিটলারী আক্রমণ এবং জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার পরও ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় থাকায় পৃথিবীব্যাপী বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪০-এর মে পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গন নীরব ছিল। ১৯৪০-এর মে মাসে নীরবতা ভাঙল। কিন্তু সেই নীরবতা ভাঙলেন হিটলার, মিত্রপক্ষ নয়। মিত্রশক্তি জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দিয়েছিল। অথচ সেই দেশ যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল তখনও মিত্রশক্তির বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত হয়নি। পোল্যাণ্ডে সামরিক সাহায্য পাঠানো সাধ্যাতীত হলেও মিত্রশক্তির পক্ষে, পশ্চিম রণাঙ্গণে জর্মনিকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। পোল্যাণ্ডে জর্মানি তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, পশ্চিম রণাঙ্গণে রেখে দেয় একটি হালকা সৈন্যবাহিনীর আস্তরণ। এ-সময় মাত্র ১১টি প্রথমশ্রেণীর ডিভিশন ও ২২টি মজুত** ডিভিশন ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে। এখানে আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক প্রায় ছিল না বলা চলে। অন্যদিকে ফ্রান্সের ছিল প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ডিভিশন। জর্মনির তুলনায় ফ্রান্সের ফিল্ডগান*** সীজগান† ও ভারী হাউইয়িটজারও ছিল অনেক বেশি। তাছাড়াও ছিল ইস্পাতে মোড়া দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্ক। মিত্রপক্ষের রণতরী জর্মানির চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল। এমনকি জর্মানির যত সাবমেরিণ প্রয়োজন ছিল, তার মাত্র এক দশমাংশ ছিল তার। যদিও লুফ্‌ট্‌হ্বাফের সংখ্যাধিক্য ছিল (জর্মনির ৩,৬০০ প্রথমশ্রেণীর বিমান, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রথমশ্রেণীর বিমান ২,৮০০-র মতো) তবু এখানেও আপাতসংখ্যাধিক্য ছিল মিত্রপক্ষের কারণ জর্মনির বিমানবহরের অর্ধেক এ-সময় পোল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

সর্বদিকে শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও পশ্চিম রণাঙ্গনের স্তব্ধতায় বিশ্বব্যাপী বিস্ময় দেখা

---

* Phoney war—মার্কিন সাংবাদিকদের দেওয়া নাম। চার্চিল বলেছেন গোধূলিলগ্নের যুদ্ধ Twilight war.

** Reserve

*** Field Gun

† Siege Gun.

দিল। এই যুদ্ধের নাম দেওয়া হল (Phoney war) বা নকল যুদ্ধ। জর্মন নামকরণ আরো যথাযথ সিট্‌ৎসক্রীগ (Sitzkrieg) বা বসে-থাকা যুদ্ধ। মিত্র-শক্তির, বিশেষত ফ্রান্সের, বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তার কারণ দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীযুগের ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক চিন্তা ও রণনীতির মধ্যে খুঁজতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র ফরাসী জাতি রণোন্মাদনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। ১৮৭০-এর পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্স ভোলেনি, নতুন রণক্ষেত্রে এই কলংক মুছে দেওয়ার প্রবুদ্ধ সংকল্প ছিল সমগ্র ফরাসী জাতির। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের রণনীতি ছিল আক্রমণাত্মক। এই রণনীতির আসল কথা হল: যদি কোনো রাষ্ট্র সংখ্যায় অধিক শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে চায়, তাহলে প্রতিআক্রমণ করা ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর নেই। শুধুমাত্র রণনীতিই আক্রমণাত্মক হবে তাই নয়, রণাঙ্গনের প্রত্যেক বিন্দুতে রণকৌশলও হবে আক্রমণাত্মক। সুতরাং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রণোন্মাদনায় অধীর ফরাসীবাহিনী জর্মনবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু জর্মনবাহিনী প্রতিআক্রমণ করেনি। তারা স্থিতিশীল অবস্থান থেকে মেসিনগান ও রাইফেলের গুলিতে ঝাঁপিয়ে-পড়া ফরাসীবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ফরাসী যৌবনের উষ্ণরক্তে রণক্ষেত্র ভিজে যায়।

যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে যখন আর্টিলারি থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর আক্রমণ করা হতে লাগল, তখনও আক্রমণকারী শত্রুর রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করতে পারেনি। পরিখার মধ্যে সুরক্ষিত শত্রু অনায়াসেএই আক্রমণ প্রতিহত করে দিত। আর আক্রমণকারীকে এই হঠকারী আক্রমণের মূল্য দিতে হত রক্ত দিয়ে। ফরাসী অথবা জর্মন যে বাহিনীই আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাকেই রণক্ষেত্রে সংখ্যাতীত শব ফেলে ফিরে আসতে হয়েছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে যুদ্ধান্তে মিত্রপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, সুরক্ষিত অবস্থান থেকে মেসিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের অগ্নিক্ষরণের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর কোনো প্রকৃত উত্তর নেই। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিশক্তি আরো বেড়ে যায়। সুতরাং এযুগে ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক চিন্তা আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে।

কিন্তু আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের প্রতি মুগ্ধতা ছাড়াও আরো অনেক কারণে ১৯১৪ এবং ১৯৩৯-এর ফ্রান্সের মধ্যে প্রচুর ফারাক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসী প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হয়। কিন্তু তার জন্য ফ্রান্সকে মারাত্মক মূল্য দিতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রায় পনর লক্ষ ফরাসী মারা যায়। ফরাসী আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ব্যর্থতাই এই নরমেধ যজ্ঞের প্রধান কারণ। জেনারেল

নিভেলের ১৯১৭-র আক্রমণাত্মক সংগ্রামের বিপর্যয় এবং সোম ও পাসেনডেলের দীর্ঘায়িত আর্তনাদ ফরাসীমনে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিবর্ষী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ফলে ফ্রান্সে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ব্যূহিত আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণকারী প্রায় নিরুপায়। এই বদ্ধমূল ধারণার জন্যই যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে ট্যাঙ্ক ব্যবহারের শিক্ষা ফ্রান্স অথবা ইংলণ্ড গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও ট্যাঙ্কের প্রথম ব্যবহার করে ইংলণ্ড, তবু মিত্রশক্তির একথা মনে হয়নি যে ইস্পাতে মোড়া যান্ত্রিকযানের পক্ষে আর্টিলারির গোলাবর্ষণ অগ্রাহ্য করে দিনে প্রায় একশ মাইল অতিক্রম করা সম্ভব। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক বছর আগে ট্যাঙ্কের নতুন সম্ভাবনাময় ব্যবহারের কথা বিবৃত করে কমাণ্ডার দ্য গল যে বই লেখেন, ফরাসী সমরনায়কগণ তাঁর বিশেষ মূল্য দেননি। কঁসেই সুপেরিয়র দ্য গ্যারে বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁ্যার আধিপত্য ফরাসী সমরতাত্ত্বিক চিন্তার উপর বিষম বোঝার মতো চেপে বসেছিল।

পশ্চাদ্দৃষ্টির আলোকে মাজিনো রেখাকে নিন্দা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই মাজিনো রেখা একটি আত্মরক্ষাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। তবু একথা স্বীকার্য যে, কয়েকশ' মাইল লম্বা অরক্ষিত সীমান্তকে সুরক্ষিত করা দেশরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এতে সীমান্তরক্ষার সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হয় এবং সম্ভাব্য আক্রমণ নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা যায়। ফরাসী যুদ্ধ পরিকল্পনা সঠিক হলে, মাজিনো রেখা ফরাসীদের কাজে আসত। ফরাসী সমরনায়কেরা এই রেখার জন্য একটিমাত্র ভূমিকাই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই রেখাকে একটি সক্রিয় ভূমিকাও দেওয়া যেত। এই রেখার বিভিন্ন বিন্দুকে আক্রমণের জন্য নির্গম পথ হিসেবে ব্যবহার করা যেত। জর্মনি ও ফ্রান্সের জনসংখ্যার তারতম্যের কথা মনে রাখলে মাজিনো রক্ষারেখা একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলে অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়। অথচ এই রেখাকে সম্পূর্ণ করা হয়নি। এই রেখা যদি মেউজ নদীর ধার দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে এটি ফ্রান্সের একটি নির্ভরযোগ্য বর্মের কাজ করত এবং ফরাসী তরবারি আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য মুক্ত হত। কিন্তু মার্শাল পেতাঁ্যা এই রেখাকে তার স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেননি। কারণ তাঁর মতে আর্দেনের অরণ্যের মধ্য দিয়ে জর্মন আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অতএব এই পর্যন্ত মাজিনো রেখা নিয়ে যাওয়ারও কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয়নি।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আর একটি প্রবল যুক্তি জর্মন জিগফ্রিড রেখা। জর্মন সীমান্তের এই কংক্রিট ও আগুনের প্রাচীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার

কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। তাতে ফরাসী প্রাণের নিরর্থক হননের বেশি কিছু হবে না। এমনকি ট্যাঙ্কের উদ্ভাবক চার্চিলও আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের অগ্নিশক্তির বিরুদ্ধে কাল্টিভেটার নং ৬ নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি।

আক্রমণাত্মক অভিযানে চার্চিলী দ্বিধা থেকে বোঝা যায় প্রথমদিকে চার্চিলও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের কথা ভাবেননি। তিনি লিখছেন: "আমি বিশ্বাস করতাম যে ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিবন্ধক এবং রণক্ষেত্রের কামানের (ফিল্ডগান) কুশলী ব্যবহারের দ্বারা ট্যাংককে প্রতিহত করা যায়। অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা উজ্জীবিত না হলে মানুষের মন যে সব প্রচলিত সিদ্ধান্তের মধ্যে লালিত হয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারে না। দুইপক্ষের আট মাসের নিষ্ক্রিয়তার পর আমরা প্রচণ্ড হিটলারী আক্রমণের গতিবেগ দেখতে পাব। এই আক্রমণ বর্শাফলকের মতো সাজানো দুর্ভেদ্য ও ভারী বর্মাচ্ছাদিত যন্ত্রযান দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমস্ত আত্মরক্ষাত্মক বাধাকে চূর্ণ করে দেবে। গোলাবারুদ আবিষ্কারের পর এই প্রথম কিছুকালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আর্টিলারি শক্তিহীন হয়ে যাবে।"*

নেদারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স ও জর্মনির বিস্তৃত সীমান্ত পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি রণনৈতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই সীমান্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে অনেক। এই সীমান্তের ভূখণ্ডের উচ্চতা, নদীপথ প্রভৃতি পশ্চিম য়োরোপের প্রত্যেক দেশের সমরতাত্ত্বিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন। নেদারল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে জর্মন আক্রমণ হলে দুটি বিশেষ রেখায় রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করা যেত। প্রথম রেখাটিকে শেলড্‌ট্ নদীরেখা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় রক্ষারেখাটি মেউজ নদীরেখাকে অনুসরণ করেছে। এই রেখা জিভে (Givet), দিনাঁ (Dinant) এবং নামুরের মধ্য দিয়ে লুভেঁ (Louvain) হয়ে এ্যাণ্টওয়ার্প (Antwarp) পর্যন্ত গেছে। জর্মনি বেলজিয়াম আক্রমণ করলে অথবা বেলজিয়াম মিত্রপক্ষকে আমন্ত্রণ জানালে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এই রেখাদুটি অধিকার করার গোপন পরিকল্পনা ছিল মিত্রপক্ষের। প্রথম রেখাটি (শেল্‌ড্‌টের রেখা) ফরাসী সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয় এবং এখানে এগিয়ে গেলে গুরুতর কোনো ঝুঁকিও ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় রক্ষারেখাটির গুরুত্ব অনেক বেশি। এখানে জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারলে এই আক্রমণের গতিবেগ রুখে দেওয়া যেত।

* Churchill, The Second World War: The Gathering Storm, পৃঃ ৩৮৩

আক্রমণ প্রতিহত হলে ওখান থেকে জর্মন রুয়র অঞ্চল অভিযানও অনেক সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু বেলজিয়ামের সম্মতি ছাড়া এই রক্ষারেখা দখল করা আন্তর্জাতিক রীতিনীতিবিরোধী। ফ্রান্স থেকে জর্মানি আক্রমণ করতে হলে রাইন নদী পেরিয়ে স্ট্রাসবুর্গের উত্তরে ও দক্ষিণে ক্রমাগত পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এভাবে এগোলে অভিযাত্রীবাহিনী কৃষ্ণ অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। ফ্রান্সের আর্দেনের মতো জর্মানির কৃষ্ণ অরণ্য তখন যুদ্ধের অনুপযোগী বলে গণ্য হত।

আর একটি পথেও জর্মানি আক্রমণ সম্ভব। স্ট্রাসবুর্গ-মেজ ক্ষেত্র থেকে পালাটিনেটে উত্তরপূর্বাভিমুখী অভিযান চালানো যেত। রাইন নদীকে ডানদিকে রেখে এভাবে এগোলে উত্তরদিকে কবলেনৎস বা কালোন পর্যন্ত রাইন নদীর উপর আধিপত্য করা যেত। কিন্তু এই এলাকায় ইতিমধ্যেই জিগফ্রিড রেখা প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। পর পর সাজানো কাঁটাতারে ঘেরা কংক্রিটের তৈরী পিলবক্স এই রেখাকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন পোলযুদ্ধ চলছিল তখন আক্রমণ একেবারে অসম্ভব ছিল না। অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষেও এই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অক্টোবরের মাঝামাঝি জর্মানি পূর্বরণাঙ্গন থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সেনা সরিয়ে নিয়ে আসে এবং সেখানে প্রায় ৭০ ডিভিশন কেন্দ্রীভূত হয়। এতে পশ্চিম রণাঙ্গনে ফরাসী সংখ্যাধিক্য নষ্ট হয়ে যায়। আরো একটি অসুবিধা ছিল। ফরাসী পূর্বসীমান্ত থেকে আক্রমণ করলে উত্তর সীমান্ত থেকে সৈন্য নিয়ে আসতে হত। কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে জর্মন প্রতি আক্রমণের বেগ সামলানো কঠিন হত।

কিন্তু পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ যখন চলছিল তখন ফরাসী নিষ্ক্রিয়তার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চার্চিল: "বেশ কয়েক বছর আগেই এই যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। ১৯৩৮-এ যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব বজায় ছিল, তখন এই যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল। ১৯৩৬-এ আমাদের বিশেষ কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হতনা। ১৯৩৩-এ জেনিভার কোনো আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হতনা। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ঝুঁকি নেননি বলে জেনারেল গামেল্যাকে দোষ দিলে চলবেনা। ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার আগেকার সংকটপরম্পরার সঙ্গে যুঝতে চায়নি, পিছিয়ে এসেছে। এখন লড়াইয়ের ঝুঁকি অসম্ভব বেড়ে গেছে।"*

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৩৮৪

ব্রিটিশ চীফ্ অব স্টাফ্ কমিটির হিসেবে দেখা যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর নাগাদ জর্মানি সর্বসাকুল্যে ১১৬ ডিভিশন সৈন্য-সমাবেশ* করে। তাদের বিন্যাস হয়েছিল এইরকম : পশ্চিম রণাঙ্গন—৪২ ডিভিশন ; মধ্য জর্মানি—১৬ ডিভিশন ; পূর্ব রণাঙ্গণ—৫৮ ডিভিশন। যুদ্ধান্তে অধিকৃত জর্মন দলিল-পত্র থেকে এই হিসেবের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। এই জর্মন দলিলপত্র অনুযায়ী এ-সময়ে জর্মানির মোট ১০৮ থেকে ১১৭টি ডিভিশন ছিল। ৫৮টি প্রথম শ্রেণীর ডিভিশন নিয়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। জর্মানির হাতে বাকী থাকে ৫০ থেকে ৬০টি নানা শ্রেণীর ডিভিশন। তার মধ্যে ৪২টি ডিভিশন ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল এক্স-লা-শাপেল থেকে সুইস সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম রণাঙ্গণে। জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনী পোল্যাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছিল। জর্মন সাঁজোয়া বাহিনী তখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, তখনও কারখানা থেকে জলস্রোতের মত ট্যাঙ্ক বেরিয়ে আসতে শুরু করেনি।

যুগপৎ দুই রণাঙ্গণে যুদ্ধ জর্মানির চিরকালীন শিরঃপীড়া। সুতরাং যখন পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ চলছে, তখন পশ্চিম রণাঙ্গন নিয়ে জর্মন হাইকমাণ্ডের গভীর দুশ্চিন্তা ছিল। হাইকমাণ্ড যুগপৎ দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায়নি। হিটলারের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা হাইকমাণ্ডকে এক অনিশ্চিত অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করেছিল। হিটলার বুঝতে পেরেছিলেন, রাজনৈতিক পচন দুষ্টক্ষতের মতো ফরাসী জাতির সারাদেহে ছড়িয়ে পড়েছে, সংক্রামিত হয়েছে সৈন্যবাহিনীতে। ফরাসী কমিউনিস্টদের শক্তি সম্পর্কেও তাঁর বাস্তব ধারণা ছিল। তিনি জানতেন, রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির পর মস্‌কো এই যুদ্ধকে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছে। এতে ফরাসী কমিউনিস্টদের সংগ্রামী মনোভাব অনেক শিথিল হয়ে যাবে তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। হিটলারের মতে, ব্রিটেন শান্তিকামী ও ক্ষয়িষ্ণু। ইংলণ্ডের মুষ্টিমেয় জঙ্গী মানুষের চাপে পড়ে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দুই দেশই কোনোভাবে যুদ্ধ এড়াতে পারলে যুদ্ধ করবে না। যুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে মুছে দেওয়ার পর ঘোর যুদ্ধফল মেনে নেবে, যেমন মেনে নিয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার হননকে। ফরাসী ও ব্রিটিশ মানসিকতার হিটলারী মূল্যায়ন বারবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অতএব হিটলারের সন্দেহ ছিল না যে, পোল্যাণ্ড গ্রাস করার পর বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অনায়াসে সেই ঘাতক হাত গ্রহণ করবে।

* Mobilization

এখানে হিটলারের হিসেবের ভুল হল। একবার যুদ্ধ বেধে গেলে ব্রিটিশ মানসিকতার যে গভীর পরিবর্তন ঘটে, কি করে হিটলার তা বুঝবেন? তাঁর আগের সব হিসেব realpolitik*-এর। সেখানে হিটলারের জুড়ি ছিল না। কিন্তু এই দ্বীপবাসী জাতির মানসিক ও আত্মিক শক্তির সঠিক ধারণা করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। তবু এক অর্থে হিটলার বিচার সঠিক ছিল: যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রতীকী মূল্যের বেশি কিছু ছিল না; আর ফরাসী জাতি মনপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

মিত্রপক্ষ ধরে নিয়েছিল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে জর্মনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আঘাত হানবে। প্রথম মহাযুদ্ধেও এই পথেই জর্মনবাহিনী আঘাত হেনেছিল। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে এগিয়ে গিয়ে জর্মনবাহিনীকে ঠেকাতে পারলে ফ্রান্সে পৌঁছবার আগেই এই আক্রমণ থিতিয়ে যেত। কিন্তু মিত্র-শক্তির পক্ষে এই দুই স্বাধীন দেশে এগিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ তাতে এদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হত।

জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি উপযুক্ত রণপরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতা ও সমরনায়কদের মধ্যে নভেম্বরের পাঁচ থেকে চৌদ্দ তারিখের মধ্যে পরপর কয়েকটি বৈঠক হয়। এতে আলোচনার ভিত্তি ছিল বেলজিয়ামের সঙ্গে জেনারেল গামেল্যাঁর একটি গোপন ব্যবস্থা। এতে স্থির হয়, বেলজিয়ান বাহিনী পূর্ণশক্তি নিয়ে প্রস্তুত থাকবে এবং বেলজিয়ান আত্ম-রক্ষার প্রস্তুতি হবে নামুর থেকে লুভেঁর অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বেখায়। ইঙ্গ-ফরাসী বৈঠকে আলোচনার ভিত্তি এই গোপন ব্যবস্থা। এতে জর্মন বাহিনীকে যথাসম্ভব এগিয়ে গিয়ে বাধা দেওয়ার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। স্থির হয়, জর্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ করলে মিত্রশক্তি মেউজ-এ্যান্টওয়ার্প রেখা রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেবে। এই পরিকল্পনাই হল গামেল্যাঁর প্ল্যান ডি। শেলড্‌ট্ নদীরেখায় ব্যূহিত হওয়ার বিকল্প পরিত্যক্ত হল।

প্ল্যান ডির সংযোজন হিসাবে ফরাসী সপ্তম আর্মিকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল। সপ্তম আর্মি ওলন্দাজদের সাহায্যার্থে এ্যান্টওয়ার্প হয়ে হল্যাণ্ডে এগিয়ে যাবে এবং ওলন্দাজদ্বীপ ওয়ালচেরেন ও রিভল্যাণ্ডের কিছুটা দখল করবে। এই দায়িত্ব দেওয়া হল জেনারেল জিরোকে।

প্ল্যান ডি থেকে বোঝা যায় মিত্রশক্তির রণনীতি পুরোপুরি আত্মরক্ষাত্মক।

* বাস্তবরাজনীতির

কিন্তু পোল্যাণ্ডকে গ্যারাণ্টি দেওয়ার সঙ্গে এই প্ল্যানের সঙ্গতি কোথায়? ৪ সেপ্টেম্বর গামেল্যাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি কিভাবে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করবেন। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি জর্মন রক্ষারেখার উপর ভর দিয়ে দেখবেন এই রেখার শক্তি কতটা। তার মানে, তিনি ১৬ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে সতর্কভাবে অগ্রসর হবেন এবং ততোধিক সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে আসবেন। অবশ্য কার্যত এই অতিসীমিত লক্ষ্যও সফল হয়নি। জর্মন রক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা না করেই তাকে ফিরে আসতে হয়। ১৯৩৯-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪০-এর বসন্ত পর্যন্ত এই রণাঙ্গনে ফরাসী সৈন্য সঞ্চালন হয় নি। এই দীর্ঘ সময় পশ্চিম রণাঙ্গনের শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। অথচ এ-সময় মাজিনো রেখা ও জিগফ্রিড রেখায় দুই রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। কামান নির্ঘোষ নেই, বিমানের তৎপরতা নেই, উভয়পক্ষেই একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভাব, যেন উভয়েই একটা অলিখিত, অনুচ্চারিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ। এরই নাম নকল যুদ্ধ।

শিরার এ-সময়ে পশ্চিম রণাঙ্গণ দেখে এসে ১০ অক্টোবর (১৯৩৯) তার বেলিন ডায়েরিতে লিখছেন: "আজ সকালে ফরাসী সীমান্তের ধার ঘেসে একশ' মাইল ঘুরে এলাম। যুদ্ধের কোনো চিহ্ন নেই…যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখানে একটি গুলিও ছোঁড়া হয়নি। আমাদের ট্রেন যখন রাইন নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমরা ফরাসী বাঙ্কারগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। (দুই পক্ষের) সৈন্যরাই যেন একটি যুদ্ধবিরতি (চুক্তি) মেনে চলছে। তারা পরস্পরের চোখের সামনে ও গুলির আওতার মধ্যে নিজেদের কাজকর্ম করছিল। ফরাসী '৭৫'-এর একটি গোলা আমাদের ট্রেনটিকে উড়িয়ে দিতে পারত।" *১৫ অক্টোবর: "একই ধরণের মিথ্যা যুদ্ধ। উভয়পক্ষের সৈন্যরাই তাকিয়ে দেখছিল, কিন্তু কোনো পক্ষই গুলি ছুঁড়ছিল না।" ১ মে: "যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর চার কিম্বা পাঁচবার রাইন নদীর ধার দিয়ে বাসেল থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে এলাম। বাসেল ছেড়ে আসার পর প্রথম বিশ মাইল কিম্বা ওইরকম একধরণের বেওয়ারিশ জমির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এখানে রাইন জর্মনিকে ফ্রান্স থেকে বিভক্ত করেছে। নদীর দুই পারে দুটি সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অথচ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। আজ রবিবার। একটি গ্রামের খেলার মাঠে জর্মন শিশুরা ফরাসী-সৈন্যের চোখের সামনে খেলছিল। ফরাসী সৈন্যরা নদীর অন্য পারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাইন

---

* The Berlin Diary পৃঃ ১৭৫

নদীর দুশ' গজের মধ্যে জর্মন সৈন্যরা একটি ফুটবলে লাথি মারছিল। ছোটাছুটি করছিল। নদীর দুই পারে দুটি ট্রেন যাচ্ছিল।* একটিও গুলি ছোঁড়া হয়নি। আকাশে একটিও বিমান নেই।**

পশ্চিম রণাঙ্গনে এই নিষ্ক্রিয়তার মূলে কি সমরপ্রস্তুতির অভাব? প্রস্তুতির অভাব ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রস্তুতি থাকলেও আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো হত না। প্ল্যান ডি তার প্রমাণ। ১৯৩৯-এ ফ্রান্স যুদ্ধে যোগ দিলেও, যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য যে জাগ্রত চেতনার প্রয়োজন ফ্রান্সের তা ছিল না। ফ্রান্স নিজের উপর আস্থা হারিয়েছিল। বিজয়ী হওয়ার জন্য সমরাস্ত্র ও সৈন্য বাহিনীর চেয়েও বেশি প্রয়োজন সমগ্র জাতির গভীর একপ্রাণতা ও আত্মবিশ্বাস। যুদ্ধ-পূর্ব দশকের অস্থির আভ্যন্তরীণ রাজনীতি জাতিকে খণ্ডিত করে রেখেছিল। কমিউনিস্ট ভীতি জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের এমন অন্ধতা এনে দিয়েছিল, পপুলার ফ্রন্ট সরকারের প্রতি এমন প্রবল আক্রোশ জমে উঠেছিল যে, ব্লুঁর চেয়ে হিটলারও ভাল এমন শ্লোগান অনায়াসে উচ্চারিত হচ্ছিল। অর্থাৎ দেশের একটি বিশেষ গোষ্ঠী বিদ্বিষ্ট কমিউনিস্ট বিরোধিতায় বিপন্ন 'পাত্রিকে' ভুলেছিল। এরা ফাসিবাদকে মেনে নিয়েছিল। এই ফাসিবাদী গোষ্ঠীর কথা মনে রাখলেই আক্রান্ত দেশকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রুশ-ফিন যুদ্ধের সময় ফিনল্যাণ্ডকে বিমান, সেনা ও সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রবল আবেগ বোঝা যায়। ফ্রান্সের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর কাছে নাৎসী জর্মানি প্রধান শত্রু নয়। প্রধান শত্রু রাশিয়া। এই শাসকশ্রেণী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে একটা ক্রুসেডের রূপ দিতে পারত। যুদ্ধ সম্পর্কে ফ্রান্সের শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় রুশ-জর্মন অনাক্রমণ চুক্তির পর। এই চুক্তির পর তাদের কাছে এই যুদ্ধের চরিত্র পালটে যায়। আপাতত এই যুদ্ধ ফাঁসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়। এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক হানাহানি। এই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর যোগ দেওয়ার কোনো অর্থ নেই। তাছাড়া, প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসী প্রাণের বিপুল অপচয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ফ্রান্সকে অতি সতর্ক, শঙ্কিত করে তুলেছিল।

অতএব যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ফরাসী জাতি বহুবিভক্ত, সন্ত্রস্ত ও আত্মপ্রত্যয়হীন। ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য দুইযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে সৈন্যবাহিনী

---

* একটি ফরাসী ট্রেন, অন্যটি জর্মন

** পূর্বোক্ত বই—পৃঃ ২০৯

পুনর্গঠন সম্পর্কিত যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, তাতে দীর্ঘকাল শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে স্বল্পকাল শিক্ষাপ্রাপ্ত বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত জাতীয়বাহিনী গড়ে তোলার নীতি গৃহীত হয়েছিল। এই বাহিনীতে যত শীঘ্র, যত সহজে জাতীয়মেজাজ সংক্রামিত হয় পেশাদার সৈন্যবাহিনীতে তা হয় না। পেশাদার বাহিনীতে দীর্ঘকাল শিক্ষা ও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের ফলে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, লৌহ কঠিন মনোবল ও সৌভ্রাত্রের বোধ গড়ে ওঠে। বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত জাতীয় বাহিনীতে তা থাকা সম্ভব নয়।

আত্মপ্রত্যয়হীন জাতীয়মেজাজ সংক্রামিত হয়েছিল এই বাহিনীতে। এই সংক্রামক ব্যাধি আরো ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ এই বাহিনী দেশের মধ্যে দীর্ঘকাল আলস্যে দিন কাটাচ্ছিল। এতে ফরাসী সৈনিকের জঙ্গী মনোভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং যুদ্ধ ক্ষমতাও কমে যায়। নকলযুদ্ধ নকল সৈনিকের মানসিকতা নিয়ে আসে। ১৯৪০-এর মে মাসে তার ভয়ানক প্রচণ্ডতা নিয়ে এল আসলযুদ্ধ ; এই যুদ্ধের বেগ ধারণ করা এই নকল সৈনিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১১

ব্লিৎসের প্রয়োগ : নরওয়ে

পোল্যাণ্ড ভোজনের পর ছয় মাসের সম্পূর্ণ নীরবতা। হঠাৎ ১৯৪০-এর ৯ এপ্রিল হিটলারের বজ্র নেমে আসে নরওয়ে ও ডেনমার্কের উপর।

৯ এপ্রিলের খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবরে য়োরোপ চঞ্চল হয়ে ওঠে। খবরটি এই রকম : ৮ এপ্রিল ব্রিটিশ ও ফরাসী নৌবাহিনী নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে মাইন ছড়িয়েছে। উদ্দেশ্য : জর্মানির সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান প্রদানের জন্য এই সমুদ্রের ব্যবহার বন্ধ করা। এতে নরওয়ের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হল। খবরের কাগজে এই আন্তর্জাতিক বিধিবিরুদ্ধ কাজের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছিল। কিন্তু কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বেতারে আর একটি খবর প্রচারিত হয় ; জর্মন সৈন্য নরওয়ের উপকূলের কয়েকটি বিশেষ স্থানে অবতরণ করেছে এবং ডেনমার্কের ভিতরে ঢুকে গেছে।

ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জর্মানির এই দুঃসাহসিক অভিযানে মিত্রপক্ষীয় নেতারা হতভম্ব হয়ে যান। ওইদিন বিকেলে চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে বলেন যে, নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের ট্রনড্‌হাইম ও বের্গেনে এবং দক্ষিণ উপকূলে জর্মন সেনা অবতরণ করেছে। নার্ভিকেও অবতরণ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই খবরের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এতটা উত্তরে জর্মানি সৈন্য নামাবে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল কারণ ব্রিটিশ নৌবহর ওইখানে মাইন ছড়াবার জন্য তখনও উপস্থিত। কিন্তু দিন শেষ হওয়ার আগেই নিশ্চিত খবর পাওয়া গেল, জর্মন সেনা নরওয়ের রাজধানী অস্‌লো, এবং নার্ভিকসহ অন্যান্য প্রধান বন্দর অধিকার করেছে। প্রত্যেকটি অভিযানই সমুদ্রপথে গেছে, প্রত্যেকটিই সফল হয়েছে।

নরওয়ের সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবহরের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে জর্মানি সমুদ্র-পথে সৈন্য পাঠিয়ে এভাবে নরওয়ের বন্দর অধিকার করে নিতে পারে, তা ব্রিটিশ নেতাদের কল্পনার বাইরে ছিল। সামুদ্রিক আধিপত্যের সম্মোহ

এমনই প্রবল ছিল ব্রিটেনে। নরওয়েতে ব্রিটেনের নৌবাহিনীকে এড়িয়ে জর্মানি বাজিমাৎ করতে পারে, তা চার্চিলের* কাছেও অবিশ্বাস্য ছিল। তাই দুদিন পরে হাউস অব কমন্সের বক্তৃতায় এই চার্চিলী বিভ্রম :

আমার মনে হয় হের হিটলার বিরাট রণনৈতিক ভুল করেছেন…স্ক্যানডিনেভিয়ায় যা ঘটেছে তাতে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে…নরওয়ের উপকূলে যে সব দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তার জন্যে তাঁকে এখন প্রয়োজন হলে গোটা গ্রীষ্মকালটা যুদ্ধ করতে হবে। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তাদের নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত এবং তাদের পক্ষে রণক্ষেত্রে সেনা নিয়ে যাওয়া তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সহজ…আমি বুঝতে পারছিনা এতে তাঁর কি বাড়তি সুবিধা হল…আমার ধারণা আমাদের এই সাংঘাতিক শত্রু প্ররোচিত হয়ে যে রণনৈতিক ভুল করেছে, তাতে আমাদের বিশেষ সুবিধাই হয়েছে। **

এই বিশেষ সুবিধা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হল না। ব্রিটেন যখন প্রত্যাঘাত করল তখনও তার দ্বিধা কাটেনি এবং অনেক দেরিও হয়ে গেছে। ব্রিটিশ নৌকর্তৃপক্ষ (অ্যাডমিরালটি) যখন প্রত্যাঘাত হানল, তখনও নৌবহরের ব্যবহারে সে অতি সতর্ক; যে কয়টি বিন্দুতে আক্রমণ করলে জয় সুনিশ্চিত হত, সেখানে বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় রণতরী পাঠিয়ে ঝুঁকি নিতে অ্যাডমিরালটি নারাজ। অথচ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই নৌ-কর্তৃপক্ষেরই বিমান আক্রমণ সম্পর্কে উন্নাসিক অবজ্ঞা ছিল। নরওয়ের উপকূলে ব্রিটিশ স্থলবাহিনীর উপস্থিতিও ছিল অতি দুর্বল। জর্মন অভিযাত্রীদের বিতাড়নের জন্য নরওয়ের উপকূলের কয়েকটি স্থানে ব্রিটিশ সৈন্য অবতরণ করে। কিন্তু এই সব অভিযাত্রী দল নার্ভিক ছাড়া অন্য কোথায়ও পক্ষকালের বেশি টি'কে থাকতে পারেনি। পশ্চিমে জর্মন আক্রমণ শুরু হওয়ার পর নার্ভিক থেকেও সৈন্য তুলে নেওয়া হয়।

চার্চিল যে স্বপ্নসৌধ রচনা করেছিলেন তা ভেঙে যাওয়ার জন্য ওইটুকু সময়েরই প্রয়োজন ছিল। কারণ সম্পূর্ণ অলীক ভিত্তির উপর এই স্বপ্নসৌধ রচিত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আধুনিক যুদ্ধের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছিল, তা চার্চিলের হিসেবের মধ্যে আসেনি। এখানে স্মরনীয় নরওয়ের যুদ্ধ থেকে একটি বিশেষ সত্যটি স্পষ্ট হল : নৌশক্তির উপর বায়ুশক্তির আধিপত্য।

---

* চার্চিল এ-সময় First Lord of the Admeralty অর্থাৎ নৌদপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন

** Churchill : War Speeches Vol I, পৃঃ ১৬৯-৭০

এই প্রসঙ্গে চার্চিলের উপরি-উদ্ধৃত বক্তৃতার শেষদিকের একটি কথা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। হিটলার এই যুদ্ধে প্ররোচিত হয়েছিলেন এবং প্ররোচনা ছিল মিত্রপক্ষের। যুদ্ধোত্তর যুগে নরওয়ে অভিযান সম্পর্কে সবচেয়ে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কৃত হয় তা হল এই যে, হিটলার নরওয়ে আক্রমণ করতে চাননি। তিনি নরওয়েকে নিরপেক্ষ রাখতে চেয়েছিলেন, মিত্রপক্ষ এই দেশ আক্রমণে উদ্যত এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই তিনি মিত্রপক্ষের আগেই নরওয়ে অধিকার করে নিতে অগ্রসর হন। এই অভিযানেও তিনি ব্লিৎস রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করেন। কিন্তু নরওয়েতে ট্যাঙ্ক ও বিমানের সমন্বিত ব্যবহার নয়; বলা যেতে পারে নৌবহর ও বিমানবহরের পরিকল্পিত সহযোগিতা। এই যুদ্ধে বিমানের বিস্ময়কর নিপুণ ব্যবহার হয়েছিল এবং নরওয়েতেই প্রথম দেশের অভ্যন্তরে ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে আকাশ থেকে ছত্রীসৈন্য নামিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩৯-এর উনিশে সেপ্টেম্বর চার্চিলই প্রথম ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে মাইন ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। উদ্দেশ্য ছিল নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সমুদ্র দিয়ে নার্ভিক থেকে সুইডেনের আকরিক লোহা জর্মনিতে পাঠানো বন্ধ করা। এতে জর্মনির সমর শিল্প ঘা খাবে এই ছিল চার্চিলের প্রধান যুক্তি। পরে তিনি নৌবাহিনীর প্রধানকে লেখেন : বিদেশমন্ত্রীসহ (লর্ড হ্যালিফাক্স) ক্যাবিনেট এই প্রস্তাবের পক্ষে।

কিন্তু চার্চিলের এই প্রস্তাব গৃহীত হলে নরওয়ের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হবে এবং আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘিত হবে, বিদেশ দপ্তর থেকে এই আপত্তি করা হয়। অতএব চার্চিলের স্বীকারোক্তি : "বিদেশ দপ্তরের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত যুক্তি অত্যন্ত জোরালো তাই আমার প্রস্তাব টেকেনি···কিন্তু আমি নানা ভাবে এবং সর্বদা এবিষয়ে ক্রমাগত চাপ রেখেছিলাম*।" ক্রমে এবিষয়ে আরো ব্যাপক আলোচনা হতে লাগল। এমনকি সংবাদ পত্রেও প্রস্তাবের পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হল। এর পর নরওয়ে সম্পর্কে জর্মনির উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক।

অধিকৃত জর্মন দলিল থেকে জানা যায় যে চার্চিলের প্রস্তাবের প্রায় মাস-খানেক পরে (অক্টোবরের প্রথম দিকে) জর্মন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল রেডার[৫৬] হিটলারের কাছে এক প্রতিবেদনে নরওয়ে তার সব বন্দর ব্রিটেনের হাতে তুলে দিতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এতে ব্রিটেনের যে রণনৈতিক সুযোগ আসবে সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

* Churchill—The Gathering Storm পৃঃ ৪৬৩

তারপর তিনি পরামর্শ দেন যে জর্মন সাবমেরিন অভিযানের জন্য নরওয়ের উপকূলে, বিশেষত ট্রনডহাইমে, ঘাঁটি অপরিহার্য এবং রাশিয়ার সহায়তায় তা নরওয়ের কাছ থেকে আদায় করা যেতে পারে।

কিন্তু হিটলার এই পরামর্শ কানে তোলেননি। কারণ ইতিমধ্যে তিনি পশ্চিমের অভিযান সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেছেন। প্রচণ্ড আক্রমণে ফ্রান্সকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করবেন। এই মুহূর্তে অন্য কোনো অভিযানে জড়িয়ে শক্তিক্ষয় করা নয়।

ঠিক এ-সময়ে ফিনল্যাণ্ডে রুশ আক্রমণের ফলে নরওয়েতে উভয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। চার্চিল এতে ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য-দানের অছিলায় হিটলারের পার্শ্বে আঘাত হানার নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। তিনি লিখছেন: "এই নতুন ও সুবিধাজনক বাতাসকে আমি স্বাগত জানালাম। এতে জর্মানিতে আকরিক লোহা সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে।*"

১৬ই ডিসেম্বর চার্চিল নরওয়ে অভিযানকে একটি বড় ধরণের আক্রমণাত্মক অভিযান বলে বর্ণনা করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, এতে জর্মনরা স্ক্যানডিনেভিয়া আক্রমণে প্ররোচিত হতে পারে। জর্মন আক্রমণ হলেও তা ক্ষতিকর হবেনা, বরং এতে মিত্রপক্ষের সুবিধা হবে বলেই তিনি মনে করলেন। স্ক্যানডিনেভিয়া রণাঙ্গনে পরিণত হলে সেখানকার অধিবাসীদের দুর্দশার কথা চার্চিলের হিসেবের মধ্যে আসেনি।

কিন্তু চার্চিলের ওকালতি সত্ত্বেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের দ্বিধা কাটেনি। তবে চার্চিলের প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ কার্যকর করতে সম্মত না হলেও ক্যাবিনেট তিনজন চীফ্ অভ্ স্টাফ্‌কে নার্ভিকে অবতরণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। নার্ভিক থেকে একটি রেলপথ সুইডেনের গালিভার আকরিক লোহার ক্ষেত্র হয়ে ফিনল্যাণ্ড পর্যন্ত গেছে। বাহ্যত এই অভিযানের উদ্দেশ্য রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্যদান; কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য সুইডেনের আকরিক লোহ ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য।

ঠিক এ-সময়ে নরওয়ে থেকে একজন আগন্তুক এলেন বেলিনে। ইনি ভিড্‌কুন কুইস্‌লিঙ্[৫৭], নরওয়ের ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এ-সময়ে নরওয়েতে তিনি নাৎসীপার্টির অনুকরণে একটি ছোট ফাসিবাদী দল গড়ে তোলেন।

---

* Churchill : The The Second World War : The Gathering Storm পৃঃ ৪৮৩

স্বভাবতই এই দল জর্মানির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বার্লিনে এসেই তিনি অ্যাড্‌মিরাল রেডারের সঙ্গে দেখা করেন। ব্রিটেন নরওয়ে অধিকার করলে জর্মানির পক্ষে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তিনি তা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। অতএব আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা নরওয়ের রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতাদখলের সংগ্রামে জর্মানির কাছে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য চাইলেন তিনি। তিনি দাবি করেন যে, নরওয়ের সামরিকবাহিনীর কয়েকজন অফিসার, বিশেষত নার্ভিকের কমাণ্ডার কর্ণেল সুণ্ডলো, তার সমর্থক। অতএব তাঁর পক্ষে ক্ষমতা দখল করা কঠিন হবে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ব্রিটেনের আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জর্মনদের ডেকে নিয়ে যাবেন।

রেডারের অনুরোধে হিটলার কুইসলিঙের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন। ডিসেম্বরের ১৬ ও ১৮—এই দুদিন কুইসলিঙ হিটলারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। যুদ্ধের পরে অধিকৃত জর্মন দলিলে তাঁদের কথাবার্তার যে লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, হিটলার নরওয়ে এবং স্ক্যানডিনেভিয়া উপদ্বীপের অন্যান্য দেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি। বরং তিনি নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন, একাধিক রণাঙ্গন তৈরী করতে চাননি। কিন্তু 'শত্রু যদি রণাঙ্গনকে বিস্তৃততর করতে চায়, তবে তিনি সেই বিপদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেবেন।' সন্দেহ নেই, ডিসেম্বর মাসেও নরওয়েতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে তিনি ঠিক এই অভিমতই পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি কুইসলিঙকেও একেবারে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেননি। তাঁকে অর্থসাহায্যের সরাসরি প্রতিশ্রুতি দেন এবং সামরিক সাহায্যদানের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন, এই আশ্বাস দেন।

জর্মন নৌবাহিনীর স্টাফের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনার প্রায় একমাস পরেও নরওয়ে সম্পর্কে জর্মানির মত পাল্‌টায়নি। 'নরওয়ের নিরপেক্ষতা রক্ষাই এই সমস্যার সবচেয়ে ভাল সমাধান'—এই অভিমত ১৩ জানুয়ারির ডায়েরিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের মতিগতি সম্পর্কে জর্মানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে; এই শঙ্কা জাগছে যে ব্রিটেন হয়তো নরওয়ের নীরব সম্মতি নিয়ে একদিন হঠাৎ নরওয়ে দখল করে বসবে।

ঠিক এই সময়ে মিত্রপক্ষের শিবিরে কি ঘটছে? ১৫ জানুয়ারি ফরাসী সেনাধ্যক্ষ জেনারেল গামেল্যাঁ প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েকে একটি স্মারকলিপিতে স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ায় একটি নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টি করার উপর জোর দেন। ফিনল্যাণ্ডের উত্তরে পেটসামোতে একটি মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর অবতরণের এবং যুগপৎ নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের সব বন্দর ও বিমানক্ষেত্র অধিকারের

পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেন। নরওয়ে থেকে অভিযান সুইডেনে বিস্তৃত হয়ে গালিভার আকরিক লৌহক্ষেত্রের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। ২০ জানুয়ারিতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশে এক বেতারভাষণে চার্চিল বলেন যে, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়া তাদের কর্তব্য। ব্রিটেন যে নরওয়েতে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে এই বক্তৃতায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এতে নরওয়ে সম্পর্কে জর্মানির আশঙ্কা কর্মেনি।

২৭ জানুয়ারি হিটলার তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের নরওয়ে আক্রমণের একটি পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশ দেন। ৫ ফেব্রুয়ারি এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরীর কাজ শুরু হয়।

ঠিক এই দিনই পারীতে মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সমরপরিষদের অধিবেশন হয়। চেম্বারলেন চার্চিলকে নিয়ে পারীতে যান। সেখানে আলোচনা করে স্থির হয়, দুই ডিভিশন ব্রিটিশ সৈন্য ও তার চেয়ে কিছু কম ফরাসী সৈন্য নিয়ে একটি 'ফিনল্যাণ্ড সহায়ক' বাহিনী গঠিত হবে। এই বাহিনী 'স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' বলে পরিচিত হবে। কারণ ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে খোলাখুলি এবং সরকারীভাবে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী পাঠালে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পেটসামোতে সৈন্যাবতরণের গামেল্যাঁ পরিকল্পনা পরিবর্তন করে মার্চের প্রথমদিকে নার্ভিকে সৈন্য নামানোর ব্যবস্থা হয় কারণ এখান থেকে গালিভার আকরিক লৌহক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ।

১৬ ফেব্রুয়ারি 'আল্‌ট্‌মার্ক' ঘটনার পর হিটলার নরওয়েতে হস্তক্ষেপের পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেন। 'আল্‌ট্‌মার্ক' নামে জর্মন জাহাজ দক্ষিণ অতলান্তিক থেকে ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরছিল। পথে কয়েকটি ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার আল্‌ট্‌মার্ককে তাড়া করে এবং নরওয়ের ফিয়র্ডে আশ্রয় নেয় এই জাহাজ। চার্চিলের আদেশে এইচ্‌, এম, এস 'কোজাক' নামে যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন ভিয়ান নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে ঢুকে জোর করে 'আল্‌ট্‌মার্কে' তল্লাশী চালায় এবং ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার করে। এ-সময়ে নরওয়ের দুটি গানবোটও কাছাকাছি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজকে বাধা দিতে সাহস পায়নি তারা। একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সমুদ্রে ঢুকে এই ধরণের আক্রমণাত্মক আঘাত হানায় নিরপেক্ষতার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। নরওয়ের সরকার ব্রিটিশ জাহাজের এই জাতীয় ব্যবহারের প্রতিবাদও করেছিল। কিন্তু ব্রিটেন এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু হিটলারও নরওয়ে সরকারের প্রতিবাদের কোনো মূল্য দেননি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন ওই প্রতিবাদ তাঁর চোখে ধূলা দেওয়ার কৌশল মাত্র,

আসলে নরওয়ের সঙ্গে ব্রিটেনের গোপন যোগসাজস রয়েছে। নরওয়ের গানবোট দুটির নিষ্ক্রিয়তা ও কুইস্‌লিংএর প্রতিবেদন থেকে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে 'কোজাকের' আচরণ পূর্বকল্পিত। জর্মন অ্যাড্‌মিরালদেরও ধারণা 'আল্‌ট্‌মার্ক' ঘটনার স্ফুলিঙ্গই নরওয়ের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ নিয়ে আসে।

এরপর হিটলার আর কুইস্‌লিংএর পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য সময় দিতে রাজী হননি। যদিও নরওয়ে থেকে খবর আসে, কুইস্‌লিঙ পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছেন, তবু হিটলার বুঝতে পেরেছিলেন আর অপেক্ষা করার সময় নেই কারণ ব্রিটেন অপেক্ষা করবে না।

২০ ফেব্রুয়ারি হিটলার জেনারেল ফন ফলকেনহার্স্টকে[৫৮] ডেকে পাঠান। ফলকেনহার্স্টকে তিনি নরওয়ের অভিযাত্রী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁকে বলেন : "আমি শুনেছি ইংরেজরা নরওয়েতে অবতরণের জন্য তৈরী হচ্ছে ; আমি ওদের আগে ওখানে পৌঁছতে চাই। নরওয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত হলে সেটা একটা পার্শ্বাতিক্রমী অভিযানের রূপ নেবে যা তাদের বাল্‌টিক পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সেখানে আমাদের না আছে সৈন্য, না আছে স্থায়ী রক্ষাব্যবস্থা। এতে শত্রুর বের্লিন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হবে। শত্রু আমাদের দুই ফ্রন্টের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারবে।"

১ মার্চ অভিযানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার নির্দেশ পাঠান হিটলার। রণনৈতিক প্রয়োজনে ডেনমার্কও অধিকার করতে হবে। কারণ তা নাহলে নরওয়ের সঙ্গে জর্মন যোগাযোগের রেখা অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

কিন্তু ১ মার্চের নির্দেশ সত্ত্বেও একথা বলা চলে না যে হিটলার নরওয়ে আক্রমণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন। রেডারের সঙ্গে হিটলারের বৈঠকের যে দলিল পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে হিটলার তখনও দ্বিধায় দুলছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নরওয়ের নিরপেক্ষতা রক্ষাই সমস্যার সবচেয়ে ভাল সমাধান। কিন্তু ব্রিটিশ আক্রমণের ভয়ও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ৯ মার্চ অভিযানে নৌবাহিনীর ভূমিকার আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হিটলারের দ্বিধা তখনও কাটেনি।

এর পর থেকে নরওয়ের ব্যাপারে জর্মন দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। ১৩ মার্চ খবর আসে, নরওয়ের দক্ষিণ উপকূলে ব্রিটিশ সাবমেরিণের সমাবেশ ঘটেছে। ১৪ জর্মনরা মিত্রপক্ষের একটি বেতারবার্তা ধরে ফেলে। এই বার্তায় মিত্র-পক্ষীয় বাহিনীকে অবিলম্বে অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। ১৫ কয়েকজন ফরাসী অফিসার বের্গেনে যান। নানাদিক থেকে এই জাতীয়

খবর আসায় জর্মনদের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, তাদের অভিযাত্রীবাহিনী তৈরী হওয়ার আগেই মিত্রপক্ষের বাহিনী সেখানে পৌঁছে যাবে।

এবার দেখা যাক 'পাহাড়ের অন্যদিকের' চিত্রটি কিরকম। ২১ ফেব্রুয়ারি দালাদিয়ে প্রস্তাব করেন, 'আল্‌ট্‌মার্ক' ঘটনার অজুহাতে আকস্মিক আক্রমণ করে নরওয়ের সব বন্দর দখল করে নেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে দালাদিয়ে যে যুক্তি দেন তা হিটলারের মুখেও বেমানান হতনা : যত দ্রুতবেগে এই কাজটি সমাধা করা যাবে ততই বিশ্বের জনমতের কাছে এই কাজের ঔচিত্যের ব্যাখ্যা সহজ হবে। 'আল্‌ট্‌মার্ক ঘটনায় নরওয়ের জর্মনির সঙ্গে যোগসাজসের কথা আমরা প্রচার করতে পারব। কিন্তু ব্রিটেন এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। এই কাজ অনুচিত বলে নয়, অভিযানের জন্য ব্রিটিশ প্রস্তুতি তখনও শেষ হয়নি। আর তখনও চেম্বার-লেনের আশা ছিল নরওয়ে ও সুইডেনের সরকার মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে তাদের দেশে ঢুকতে দেবে।

সমর ক্যাবিনেটের ৮ মার্চের সভায় চার্চিল নার্ভিক দখল করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এই ক্যাবিনেটের ১২ মার্চের সভায় ট্রণ্ডহাইম, স্টাভাংগের, বের্গেন ও নার্ভিকে সৈন্য অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে বাহিনীকে নার্ভিকে নামানো হবে, সেই বাহিনী সোজা দেশের ভিতরে ঢুকে নরওয়ের সীমান্তপেরিয়ে সুইডেনের গালিভার আকরিক লৌহক্ষেত্রে পর্যন্ত চলে যাবে। ২০ মার্চের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যবস্থা হবে।*

কিন্তু ১৩ মার্চ ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করায় সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এরপর মিত্রপক্ষ কোন অছিলায় নরওয়েতে সৈন্য নামাবে? সুতরাং নরওয়েতে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত দুই ডিভিশন সৈন্য ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাকী রইল এক ডিভিশন। ফ্রান্সে দালাদিয়ে মন্ত্রিসভার পতন ঘটল ; পোল রেনো প্রধান মন্ত্রী হলেন। কারণ ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে একটি আক্রমণাত্মক নীতির দ্রুত রূপায়নের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ২৮ মার্চ রেনো লণ্ডনে গেলেন মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সমর পরিষদে সভায় যোগ দিতে। এখানে রেনো দাবি করলেন, অবিলম্বে নরওয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা কার্যকর করা হোক।

কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে টেম্‌স্‌ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। চেম্বার-

---

* Chamberlain—The Gathering Strom পৃঃ ৪৫৯

লেন নিজেই এখন ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। চার্চিল লিখছেন, 'এই পর্যায়ে, চেম্বারলেন নিজেই আক্রমণাত্মক অভিযানের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।' নরওয়ে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারলেন দুপায়ে লাফিয়ে পড়লেন। সমর পরিষদের সভায় তিনি শুধু নরওয়ে অভিযানে তাঁর-সম্মতির কথাই বললেন না, রাইনসহ জর্মনির অন্যান্য নদীতে আকাশ থেকে ক্রমাগত মাইন ছড়িয়ে দেওয়ার চার্চিলী প্রস্তাবও মেনে নিলেন। রেনো কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি মেনে নেননি কারণ এটি কার্যকর হলে জর্মনিও ফ্রান্সের নদীতে মাইন ছড়াবে। তিনি জানালেন, এই প্রস্তাব ফরাসী সমরপরিষদের সম্মতি সাপেক্ষ।

সুতরাং সমর পরিষদে স্থির হল, ৫ এপ্রিল নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে মাইন ছড়িয়ে দেওয়া হবে, সৈন্য নামানো হবে নার্ভিক, ট্রণ্ডহাইম, বেগেন ও স্টাভাংগেরে। প্রথম সৈন্যদল নার্ভিকের পথে পাড়ি দেবে ৮ এপ্রিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে আবার বাধা পড়ল। চেম্বারলেন চেয়েছিলেন দুটি পরিকল্পনাই একসঙ্গে কার্যকর হোক। কিন্তু রাইনে মাইন ছড়ানোর পরিকল্পনায় ফরাসী সমর পরিষদের সম্মতি পাওয়া গেলনা। ফলে নরওয়ের সমুদ্রে মাইন ছড়ানোর পরিকল্পনা একটু বিলম্বিত হল। স্থির হল চার্চিল পারী গিয়ে ফরাসী সমর পরিষদকে রাইন পরিকল্পনায় রাজী করাবেন।

আশ্চর্য হতে হয়, চার্চিল এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। কারণ ইতিমধ্যেই খবর এসেছে, নরওয়ের কাছাকাছি সব বন্দরে সৈন্যবোঝাই বহু জর্মন জাহাজের সমাবেশ ঘটেছে। এই খবর পেয়ে সমর ক্যাবিনেটের ধারণা হল জর্মন জাহাজগুলি নরওয়েতে ব্রিটিশ অবতরণের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করছে। কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্ !

অতএব নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে মাইন ছড়ানোর কাজ তিনদিন পিছিয়ে গেল। মিত্রপক্ষীয় অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার জন্য এই তিনদিনেরই প্রয়োজন ছিল। এই তিনদিনই জর্মন বাহিনীর মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর আগে নরওয়েতে পৌঁছনর পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

১ এপ্রিল হিটলার তাঁর মন স্থির করে ফেলেন। তিনি নির্দেশ দেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক অভিযান ৯ এপ্রিল ৫-১৫ মিনিটে শুরু হবে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই তাঁর কাছে খবর আসে যে, নরওয়ের বিমানধ্বংসী ও উপকূলরক্ষী কামানগুলিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করে শত্রুর বিরুদ্ধে গোলা বর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। হিটলার বুঝলেন

নরওয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অতএব আর বিলম্ব নয়। আর দেরী করলে জর্মনি অতর্কিত আক্রমণের সুবিধা হারাবে। বিজয় সুদূরপরাহত হবে।

৯ এপ্রিলের প্রত্যুষে জর্মনবাহিনীর কয়েকটি প্রাগ্রসর দল যুদ্ধজাহাজে বোঝাই হয়ে নরওয়ের উপকূলের কয়েকটি প্রধান বন্দরে প্রবেশ করে এবং সব কয়টি বন্দরই অনায়াসে দখল করে নেয়। দখলকারী জর্মন সৈন্যদলের সেনাপতিরা স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে জানান যে, আসন্ন মিত্রপক্ষীয় আক্রমণ থেকে তাঁরা নরওয়েকে রক্ষা করতে এসেছেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ তৎক্ষণাৎ এই ধরণের আক্রমণের পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করে।

ঠিক এই সময়ে সমর ক্যাবিনেটের সভায় লর্ড হ্যাঙ্কি বলেন : (নরওয়ে আক্রমণের) পরিকল্পনার শুরু থেকে (নরওয়েতে) জর্মন আক্রমণ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন ও জর্মনি সমর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রায় একই সময়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আসলে ব্রিটেন পরিকল্পনা কিছুটা আগেই শুরু করেছিল …দুটি পরিকল্পনা প্রায় একই সঙ্গে কার্যকর হয়। বস্তুত ব্রিটেন ২৪ ঘণ্টা আগে এই তথাকথিত আগ্রাসন (যদি এই শব্দটি উভয়পক্ষ সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়) আরম্ভ করেছিল। কিন্তু জর্মন দৌড় অনেক বেশি দ্রুতগতি ও শক্তিশালী ছিল। দৌড়ে দুই প্রতিযোগীই গলায় গলায় যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত এই দৌড়ের একেবারে ফোটো ফিনিশ হয়।

এই হল নরওয়ে অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ভিতরের কাহিনী। অথচ ন্যুরেমবের্গ বিচারালয়ে জর্মনির বিরুদ্ধে আগ্রাসনের প্রধান অভিযোগসমূহের অন্যতম ছিল নরওয়ে অভিযান। ব্রিটেন ও ফ্রান্স কোন মুখে এই অভিযোগ পেশ করে অপরাধীদের শাস্তির জন্য যুক্তিজাল বিচার করল, তা ভেবে পাওয়া যায় না। এই ধরণের ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগের ইতিহাসেও খুব বেশি নেই।

নরওয়েতে জর্মন আক্রমণের একটি বিস্ময়কর দিক হল জর্মন অভিযাত্রী বাহিনীর স্বল্পতা। যে কয়টি সৈন্যদল নরওয়ের রাজধানী অস্‌লো ও অন্যান্য বন্দর দখল করে তাদের সংখ্যা ছিল অতিঅল্প। আক্রমণকারী জর্মন নৌবহরে ছিল ২টি ব্যাটল ক্রুইজার, ১টি যুদ্ধ জাহাজ, ৭টি ক্রুইজার, ১৪টি ডেস্ট্রয়ার ২৮টি ইউবোট, কিছু সহায়ক জাহাজ এবং ১০ হাজার সৈন্য। কোনো বন্দরেই ২ হাজারের বেশি সৈন্য নামানো হয়নি। অস্‌লো ও স্টাভাংগেরের বিমানক্ষেত্র দখল করার জন্য এক ব্যাটালিয়ন ছত্রী সৈন্য ব্যবহার করা হয়। নরওয়েতে জর্মন অভিযানে প্রধান ভূমিকা ছিল লুফ্‌ট্‌হ্বাফের। এই অভিযানে ৮০০ যুদ্ধক্ষম বিমান ও ২৫০ পরিবাহী বিমান ব্যবহার করা হয়। বিমান

আক্রমণের ফলে নরওয়েবাসীরা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং মিত্রপক্ষের প্রত্যাক্রমণও অবসিত হয় এই বিমানের জন্যই। বড় বিস্ময় লাগে যে, দুর্বল জর্মন নৌবহরে বয়ে নিয়ে যাওয়া ছোট ছোট জর্মন অভিযাত্রীদলকে ব্রিটিশ নৌবহর ঠেকাতে পারল না, জর্মন জাহাজগুলিকে ডুবিয়ে দিতে পারল না। নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের দৈর্ঘ্য, উপকূলের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং ঘন কুয়াশা, এই কয়টি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ব্রিটিশ নৌবহরকে। কিন্তু এই অসুবিধা ইংরেজ ব্যর্থতার যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। এর জন্য ব্রিটিশ নৌবহর সফল হতে পারেনি তাও নয়। আসল কারণ ব্রিটিশ নৌকর্তৃপক্ষের এক অদ্ভুত মানসিকতা : ব্রিটিশ নৌবাহিনী অপরাজেয় এবং সমুদ্র বক্ষে জর্মন নৌবাহিনী উপেক্ষনীয় এই জাতীয় বিশ্বাস এবং রণপরিকল্পনা প্রণয়ণে ও কার্যকর করায় নৌকর্তৃপক্ষের গদাই লস্করি চাল। ২ এপ্রিল গামেলঁ ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের প্রধান আয়রন সাইডকে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরণ যাতে ত্বরান্বিত হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেন। আয়রণসাইড উত্তর দেন, আমাদের ওখানে নৌকর্তৃপক্ষ সবচেয়ে শক্তিশালী। ওরা সবকিছুই ধীরে সুস্থে সংগঠিত করতে ভালবাসে। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস নরওয়ের পশ্চিম উপকূলে ওরা জর্মন সৈন্যাবতরণ আটকাতে পারবে।

৭ এপ্রিল দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে স্কাগেরাক পেরিয়ে উত্তরদিকেন রওয়ের উপকূল অভিমুখে দ্রুত অগ্রসরমান শক্তিশালী জর্মন নৌবহর একটি ব্রিটিশ বিমানের নজরে আসে। বিমান থেকে এই খবর পেয়েও 'আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি, চার্চিল লিখছেন, এই বাহিনী নার্ভিকের দিকে যাচ্ছে।* কিন্তু শুধু বিমান থেকে পাওয়া খবরই নয়। কোপেনহেগেন থেকে পাঠানো একটি খবরেও জানানো হয়েছিল যে এই বাহিনী নার্ভিক দখল করতে যাচ্ছে।** ৭টা ৩০ মিনিটে স্কাপাফ্লো থেকে ব্রিটিশ নৌবহর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এই নৌবহরের অ্যাডমিরালদের লক্ষ্য ছিল সমুদ্রবক্ষে জর্মন যুদ্ধ জাহাজগুলিকে আটক করা। এই জাহাজগুলি যে নরওয়ের উপকূলের দিকে যাচ্ছে একথা তাদের মাথায় আসেনি।

এখানে আর একটি প্রশ্ন মনে আসে। ব্রিটিশ অভিযাত্রীবাহিনী জাহাজে বোঝাই হয়ে নরওয়ে যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু প্রস্তুতি সত্ত্বেও এই বাহিনীর নরওয়েতে অবতরণ করতে এত দেরী হল কেন? এখানেও

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৪৭৩

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৪৭২

একই কারণে ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষের ভুল হল। জর্মন নৌবাহিনী নরওয়ের উপকূলে সৈন্য নামাতে পারে একথা ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষের মাথায় আসেনি। সুতরাং উন্মুক্ত সমুদ্রে জর্মন নৌবহরকে পাওয়া যাবে এই আশায় রোসাইথে যে সৈন্যবোঝাই ক্রুইজার স্কোয়াড্রন ছিল তাদের নির্দেশ দেওয়া হল : সৈন্যদের তীরে নামিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগ দাও। ক্লাইডে যে সব সৈন্যবোঝাই জাহাজ নরওয়ে যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে ছিল, তাদেরও একই আদেশ দেওয়া হল।

আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায়, কেন নরওয়েজীয়রা জর্মনদের বিরুদ্ধে একেবারেই দাঁড়াতে পারলনা। প্রতিরোধের কোনো প্রশ্নই ছিল না কারণ নরওয়ে যুদ্ধার্থে সৈন্য সমাবেশও করতে পারেনি। অথচ নরওয়ের বার্লিনস্থ রাষ্ট্রদূত জর্মনির অভিপ্রায়ের কথা পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং নরওয়ের চীফ্ অব্ স্টাফ বাররার সেনাসমাবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেনা সমাবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ৮ এপ্রিলের শেষরাত্রিতে, জর্মন আক্রমণের কয়েকঘণ্টা আগে। তখন আর সময় ছিল না।

আসলে নরওয়ে সরকার জর্মন আক্রমণ হতে পারে, এই ধরণের সম্ভাবনার কথা একেবারেই ভাবেননি। নরওয়ের সমুদ্রে ব্রিটেন মাইন বুনে দিচ্ছিল। জর্মন সৈন্যাবতরণের ২৪ ঘণ্টা আগে সরকারের দৃষ্টি ওই দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

অবশ্য নরওয়ে আগেই হেরে বসেছিল। লড়াইয়ের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না নরওয়েজীয়-বাহিনীর। সামরিক সংগঠনও ছিল সেকেলে। আধুনিক ব্লিৎসক্রীগের দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে নরওয়ে দাঁড়াবে কি করে ? ডেনমার্ক বিনা যুদ্ধে জর্মনির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু নরওয়ে তা করেনি, প্রতিরোধের অতি দুর্বল প্রয়াস ছিল তার। প্রতিরোধ কঠিন হলে জর্মনসেনাকে একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। ইতিমধ্যেই নরওয়ের উপত্যকা-সমূহের জমাট তুষার গলতে শুরু করেছিল। নরওয়েজীয় বাহিনী যদি কিছুদিন টিকে থাকতে পারত, তাহলে এই সব উপত্যকা পেরিয়ে পার্শ্বাতিক্রমী অভিযান দুরূহ হত।

এবার জর্মন ব্লিৎস আক্রমণের দিকে তাকানো যাক। এমন অকল্পনীয় বিদ্যুৎগতিতে এবং অনায়াসে নরওয়ে অধিকৃত হয়েছিল যে গোটা অভিযানকে খুব সহজ ব্যাপার বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে নরওয়ের বিশিষ্ট ভূপ্রকৃতির দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, এই দেশে এমন কিছু প্রাকৃতিক বাধা আছে যে আক্রমণকারী অনায়াসে এগোতে পারে না। কেকের মধ্যে

হুড়ি চালানোর মতো অনায়াস আক্রমণ এখানে সম্ভব নয়। নরওয়ের ভূমি পোল্যাণ্ডের মত সমতল ভূমি নয়, গোটা দেশে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকা ছড়ানো। পার্বত্য বন্ধুর পথ। এখানে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব। নরওয়ের জলপথও রীতিমত বিপজ্জনক। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়* এই জলপথের চমৎকার বর্ণনা করেছেন : ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে উত্তরসমুদ্র যেন একটা হ্রদের মতন—উহার তিনদিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, জর্মনি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড এবং নরওয়ে ও স্কটল্যাণ্ডের মাঝামাঝি শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ। ডেনমার্কের উত্তরপ্রান্ত ও নরওয়ের দক্ষিণপ্রান্তের মধ্যবর্তী স্কাগারেক, আরও নীচের দিকে নামিলে বাটেগাট—অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও গভীর আবর্তপূর্ণ জলপথ। ভ্রমণকারীরা এই বিপজ্জনক জলপথের অনেক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়াছেন। কত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র দ্বীপ, সঙ্কীর্ণতম প্রণালী, জলে ডুবানো অদৃশ্য পাহাড় এবং পুরানো শহরের অলিগলির মতো কত বাঁকাচোরা জলপথ এই জায়গাটি জুড়িয়া রহিয়াছে। নরওয়ের উত্তরপ্রান্ত আরও রোমাঞ্চকর, সেখান হইতে মেরু সমুদ্রের শুরু জনমানবহীন বরফাবিস্তীর্ণ পৃথিবীর যেন জীবজগতের বাহিরে যাত্রা।"

জলপথের এই বর্ণনা থেকে নরওয়ের উপকূলে সমুদ্রপথে সৈন্য নামানোর ঝুঁকি স্পষ্ট হবে। বিশেষত ৯ এপ্রিল এই ঝুঁকি আরও অনেক বেশি ছিল কারণ ইতিমধ্যে এই জলপথে ব্রিটেন মাইন ছড়িয়েছে এবং জর্মন যুদ্ধজাহাজের মোকাবিলায় ব্রিটিশ নৌবহরও উপস্থিত হয়েছে। অতএব প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল। কিন্তু জর্মনি ঝুঁকি নিয়েছে, আক্রমণের নিখুঁত ছক তৈরী করেছে; যান্ত্রিক দক্ষতায় এবং ঘড়ি কাঁটা ধরে সেই ছককে রূপায়িত করেছে। জর্মনির সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্র গতিবেগ। আক্রমণের ছক পোল্যাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পোল্যাণ্ডের মতো এখানে ট্যাঙ্ক ও বিমানের সমন্বিত ব্যবহার হয়নি। কিন্তু এই যুদ্ধে বিমানের আশ্চর্য কুশলী ব্যবহার হয়েছে যার ফলে নরওয়েজীয়দের মনে জর্মন সেনার সর্বত্র উপস্থিতির বিভ্রম ঘটেছে, তাদের মনোবল ভেঙে গেছে। অতর্কিত আক্রমণ, বিদ্যুৎবেগ ও বিমানের কুশলী ব্যবহার—এই তিনে মিলে শত্রুর সামরিক মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত এনে দেয়। মনোবল ধ্বসে যায় শত্রুসেনার। এরই নাম পক্ষাঘাতপ্রসূ আক্রমণ (attack by panalyzation) বা ব্লিৎসক্রীগ। নরওয়ের যুদ্ধে ব্লিৎসের বিশুদ্ধ রূপটি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। মনে রাখতে হবে ব্লিৎস কোনো

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১২৮

বিশেষ সমর সম্ভার, কোনো বিশেষ অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। শত্রুসেনা ধ্বংস করাও ব্লিৎসক্রীগের প্রধান লক্ষ্য নয়। ব্লিৎসের আঘাত হানা হয় শত্রুর দেহে নয়, মনে। আক্রমণের প্রচণ্ডতা, আকস্মিকতা ও সর্বত্রগামিতা শত্রুর ইচ্ছাশক্তিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রতিরোধস্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়, রণাঙ্গন ডুবে যায় বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যের দৃষ্টিহীন অন্ধকারে এবং আক্রমণকারী অপরাজেয়, এই বিভ্রম জন্মে। নরওয়ের যুদ্ধ প্রায় হিটলারের কাঙ্ক্ষিত নিখুঁত যুদ্ধের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল। যে যুদ্ধে লড়াই না করেই শত্রু আত্মসমর্পণ করে তাকেই পরোৎকৃষ্ট* যুদ্ধ বলা যেতে পারে। নানা উপায়ে শত্রুর মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া যেতে পারে, যার ফলে সে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। এই জাতীয় আত্মসমর্পণের মূলেও শত্রুর ইচ্ছাশক্তির পক্ষাঘাত। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতপ্রসূ আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার আগ্নেয়াস্ত্র নাও হতে পারে।

৯ এপ্রিল, ১৯৪০

৯ এপ্রিল ভোর ৫-২০ মিনিটে একই সময়ে কোপেনহেগেন ও অস্‌লোতে জর্মন চরমপত্র দিয়ে আসেন জর্মন রাষ্ট্রদূত। চরমপত্রে একটিমাত্র দাবী : ডেনমার্ক ও নরওয়ের আত্মসমর্পণ। ৮-৩৪ মিনিটে কোপেনহেগেনের জর্মন রাষ্ট্রদূত রিবেনট্রপকে টেলিগ্রাম করে জানান যে ডেনমার্ক দাবী মেনে নিয়েছে। কিন্তু চরমপত্র দিয়েই জর্মনি ক্ষান্ত থাকেনি। বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে ডেনমার্ক অধিকার করার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ভোর পাঁচটার কিছু আগে জঙ্গী বিমানের প্রহরায় সৈন্যবোঝাই তিনটি ছোট জাহাজ কোপেনহেগেন পোতাশ্রয়ে ঢুকে সৈন্য নামিয়ে দেয়। এখানে ডেন সৈন্যদের কোনো প্রতিরোধ ছিল না। যুগপৎ জর্মনবাহিনী জুটল্যাণ্ডে ডেনমার্কের স্থল সীমান্ত অতিক্রম করে। সেখানেও প্রতিরোধ ছিল নামমাত্র অর্থাৎ কিছুক্ষণ গুলিবিনিময় হয়েছিল।

এখানে জর্মন অভিযানের একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিনাযুদ্ধে ডেনমার্কের আত্মসমর্পণ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোপেনহেগেন দখলের আশ্চর্য নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল এবং তা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছিল। আক্রমণ এমনই অতর্কিতে হয়েছিল যে, ৯ এপ্রিল সকালে যখন ডেন অফিসযাত্রীরা জর্মন সৈনিকদের রাজপ্রাসাদের

* Perfect War

দিকে মার্চ করে যেতে দেখে তখন তারা স্বপ্নেও ভাবেনি জর্মন সেনা রাজ-প্রাসাদ দখল করতে যাচ্ছে। বরং তারা ভেবেছিল, কোনো ফিল্মের সুটিং হচ্ছে।* ৭ই এপ্রিল অভিযাত্রীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত চীফ্ অব্ স্টাফ্ জেনারেল কুর্টহ্বাইমার অজ্ঞাতকুলশীল পর্যটকের বেশে কোপেনহেগেনে এসে জাহাজ থেকে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে যান।

ভোর হওয়ার কিছু আগে শহরের কেন্দ্রে লাংগলিনি জেটিতে জাহাজ থেকে সৈন্য নামানো হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে ডেন সেনার হেডকোয়ার্টার, ডেনমার্কের দুর্গ এবং আমেলিয়নবর্গ রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হয়।

শহরে যখন বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি চলছিল তখন রাজপ্রাসাদশীর্ষে রাজা ও তার মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে জর্মন চরমপত্র নিয়ে আলোচনা চলছিল। মন্ত্রীরা সবাই আত্মসমর্পণের পক্ষে ছিলেন কিন্তু জেনারেল প্রিয়র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাজা মন্ত্রীদের অভিমতই গ্রহণ করেন।

এই আলোচনা শেষ হতে সামান্য সময় লেগেছিল। কিন্তু তাতে জেনারেল কুর্টহ্বাইমার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। ফোনে হামবুর্গ হেডকোয়ার্টারকে জানান, কিছু বোমারু বিমান যেন কোপেনহেগেনের আকাশ দিয়ে উড়ে যায়। বোমাবর্ষণের প্রয়োজন হবে না। আকাশে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের উপস্থিতিই ডেনমার্ককে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। আত্মসমর্পণের দাবী কোপেনহেগেনের আকাশে বোমারুবিমানের গর্জনের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় তা অবিলম্বে মেনে নেওয়া হয়। ডেনসেনার আত্মসমর্পণের ঘোষণা প্রচারিত হয় জর্মন বেতারে।

জর্মন চরমপত্র মেনে নেয়নি নরওয়ে, সে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেনি। কিন্তু আক্রমণের বিদ্যুৎগতি ও আকস্মিকতার ফলে আত্মরক্ষার সুযোগই পায়নি নরওয়ে কারণ জর্মনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নরওয়ের সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়। নরওয়ে সরকারকে জর্মন চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল ৫-২০ মিনিটে। ৫-৫৫ মিনিটে অস্‌লোর জর্মন রাষ্ট্রদূত রিবেনট্রপকে জানান : নরওয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না। ১০-৫৫তে রিবেনট্রপ জর্মন রাষ্ট্রদূত ব্রাউয়েরকে জানান : আপনি আর একবার নরওয়ে সরকারকে বুঝিয়ে বলুন যে প্রতিরোধ সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। কিন্তু ব্রাউয়ের এই নতুন বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন নি। কারণ ইতিমধ্যেই ব্লিৎস শুরু হয়ে গেছে; রাজা হাকন, সরকার ও সংসদ সদস্যরা অস্‌লো ছেড়ে উত্তরের পাহাড়ে পালিয়ে গেছেন।

* Shirer : Berlin Diary পৃঃ ২৩৬

নরওয়ে অভিযান : নার্ভিক

নার্ভিক অধিকার ফলকেনহার্স্টের নরওয়ে অভিযানের অসামান্য কীর্তি। ৯ এপ্রিলের আগেই আকরিক লৌহবাহী জাহাজ জর্মন সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে সামুদ্রিক করিডর দিয়ে নরওয়ের বিভিন্ন বন্দরের দিকে রওনা হয়ে যায়। নার্ভিক জর্মানি থেকে ১২০০ মাইল দূরে। ৯ এপ্রিলের কয়েকদিন আগে ১০টি জর্মন ডেস্ট্রয়ার নার্ভিকের পথে পাড়ি দেয়। এদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় দুটি যুদ্ধ জাহাজ—শার্নহর্স্ট ও গ্নাইসেনাউ। প্রত্যেকটি ডেস্ট্রয়ারে ছিল ২০০ জর্মন সৈন্য। ৯ এপ্রিলের প্রত্যূষে, এরা নার্ভিক পৌঁছে যায়। দুটি নরওয়েজীয় যুদ্ধ জাহাজ নর্জ ও এইড্‌স্‌ভল্ড ফিয়র্ডে অপেক্ষা করছিল। জর্মন ডেস্ট্রয়ারগুলি দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল কিন্তু প্রবল তুষারের ঘূর্ণাবর্তে ডেস্ট্রয়ারগুলি ঠিক কোন দেশের তা বোঝা যায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটর লঞ্চে একজন জর্মন অফিসার এইড্‌স্‌ভল্ডে উপস্থিত হয়ে জাহাজটির আত্মসম্পর্ণ দাবী করেন। এইড্‌স্‌ভল্ডের কমাণ্ডিং অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন : আমি এক্ষুনি আক্রমণ করছি। মোটর লঞ্চে ফিরে যান জর্মন অফিসার। ঠিক সেই মুহূর্তে এক্ ঝাঁক টর্পেডো এসে জাহাজটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ঝাঁক টর্পেডো এসে ডুবিয়ে দেয় নর্জকে। এরপর নার্ভিক দখলের আর কোনো বাধা রইলনা। সকাল আটটার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডুয়ার্ড ডিয়েট্‌ল্ দুই ব্যাটালিয়ন নাৎসী সৈন্য নিয়ে নার্ভিক অধিকার করেন।

অস্‌লো

কিন্তু নরওয়ের চাবিকাঠি অস্‌লো। অস্‌লো অধিকার করে জর্মন ছত্রী-সৈন্য। জর্মন নৌবাহিনী অস্‌লো পোতাশ্রয়ে সৈন্য নামাতে পারেনি। ৮ এপ্রিল রাত্রিতে সৈন্যবোঝাই জাহাজ অস্‌লো যাত্রা করে। ৯ এপ্রিল উষাকালে অস্‌লো ফিয়র্ডের মুখে কামান থেকে জর্মন জাহাজের উপর গোলা-বর্ষিত হয়। একটি জর্মন জাহাজ ডুবে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু জর্মন সেনা তীরে অবতরণ করে তীরের কামান দখল করে। এবার অভিযাত্রী বাহিনী তীরের দিকে অগ্রসর হয়। সম্মুখে থাকে ভারী ক্রুইজার ব্লুখের। কিন্তু কিছুটা এগোবার পরে যেখানে সমুদ্র সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে, সেখানে অসকারবুর্গ দুর্গ থেকে গোলা ও টর্পেডো বর্ষিত হয়। গোলা ও টর্পেডোর আঘাতে ব্লুখেরে আগুন ধরে যায়। ফলে ভিতরের গোলাবারুদের বিস্ফোরণে

জাহাজটি বিদীর্ণ হয়ে জলমগ্ন হয়। অন্য দুটি জর্মন জাহাজ লুৎসাউ ও এমডেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যায়। ফলে অস্‌লো দখলকারী সৈন্যদের প্রায় অর্ধেক বিনষ্ট হয়ে যায়। বাকী সৈন্যদের ফিয়র্ডের অপর পারে নামাতে হয়। অতএব জাহাজ থেকে সৈন্য নামিয়ে অস্‌লো দখল করা হলনা।

শেষ পর্যন্ত জর্মন ছত্রী সৈন্যের ছয়টি কম্‌প্যানি ছলনার সাহায্যে দুপুর নাগাদ অস্‌লো দখল করে। সৈন্যাবতরণের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার খবর অস্‌লোর জর্মন দূতাবাস থেকে অভিযাত্রী বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ হেডকোয়ার্টার থেকে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নরওয়ের সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্‌লোর নিকটবর্তী বিমান বন্দরটি রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেননি। এমনকি শত্রু-বিমানের স্বচ্ছন্দ অবতরণের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি করা হয়নি, যা অনায়াসে করা যেত। কিছু ভাঙাচোরা, পুরনো মোটরগাড়ি রানওয়েতে রেখে দিলেই জর্মন বিমান অবতরণ কঠিন হত। দুপুর নাগাদ জর্মন ছত্রীসৈন্যের ছয়টি কম্‌প্যানি অস্‌লোর কাছাকাছি ফরনেবু বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করে। জর্মন সৈনিকের হালকা অস্ত্রসজ্জা ছিল। সুতরাং অস্‌লোর নরওয়েজীয় বাহিনী জর্মন সৈনিকদের আক্রমণ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। জর্মন আক্রমণের অকম্পনীয় বিদ্যুৎগতি ও সামরিক নেতৃত্বের উদ্ভাবনী শক্তিতে নরওয়ের সামরিক মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্লিৎসক্রীগের যা আসল লক্ষ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সিদ্ধ হয়েছিল। এই অর্থেই নরওয়ে অভিযান প্রায় পরোৎকৃষ্ট যুদ্ধের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। ছয় কম্‌প্যানি ছত্রী জর্মন সৈন্য বিনা বাধায় ব্যাণ্ড বাজিয়ে অস্‌লোয় ঢোকে। এভাবেই নরওয়ের রাজধানী অধিকৃত হয়। এর চেয়ে অভাবনীয় ব্যাপার আর কি হতে পারে!

কিন্তু নৌবাহিনী সৈন্য অবতরনে ব্যর্থ হওয়ায় অস্‌লো অধিকার কিছুটা বিলম্বিত হয়। এতে মন্ত্রিপরিষদ, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও রাজপরিবার রাজকোষের সঞ্চিত সোনা নিয়ে অস্‌লো থেকে ৮০ মাইল দূরে লিলেহ্যামারে চলে যাওয়ার সময় পান।

ট্রন্‌ড্‌হাইম

নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত ট্রন্‌ড্‌হাইম অধিকৃত হয় অনায়াসে। ট্রন্‌ড্‌হাইমের তীরবর্তী কামান থেকে গোলাবর্ষিত হয়নি। ভারী জর্মন ক্রুইজার হিপারের নেতৃত্বে জর্মন জাহাজগুলি ফিয়র্ডে ঢুকে শহরের

জেটিতে বিনাবাধায় সৈন্য নামিয়ে দেয়। অবশ্য কয়েকটি দুর্গ কয়েক ঘণ্টা প্রতিরোধ করে। নিকটবর্তী ভায়েরনেস বিমান ক্ষেত্রের প্রতিরোধ স্থায়ী হয় দুদিন। কিন্তু এই প্রতিরোধ পোতাশ্রয়টি অধিকারের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ট্রন্‌ড্‌হাইমের পতনে উত্তর-মধ্য নরওয়ে দিয়ে সুইডেন পর্যন্ত প্রসারিত গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে লাইনের উৎসমুখও জর্মনদের অধিকারে আসে।

বের্গেন

নরওয়ের দ্বিতীয় শহর ও বন্দর বের্গেনে কিছুটা নরওয়েজীয় প্রতিরোধ ছিল। কিন্তু এমন প্রতিরোধ নয় যাতে জর্মনদের এই শহরটি দখল করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। পোতাশ্রয়রক্ষী কামানের গোলাবর্ষণে জর্মন ক্রুইজার কোনিগস্‌বের্গ এবং একটি সহযোগী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যান্য জাহাজ থেকে নিরাপদে সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হয়। দুপুর নাগাদ শহরটি জর্মনদের হাতে চলে যায়। বের্গেনেই প্রথম ব্রিটিশ সাহায্য এসে নরওয়েতে পৌঁছয়। অপরাহ্নে নৌবাহিনীর ১৫টি গোত্তাখাওয়া ব্রিটিশ বিমানের বোমাবর্ষণে কোনিগস্‌বের্গ জলমগ্ন হয়। ৭টি ডেস্ট্রয়ার ও ৪টি ক্রুইজারের একটি শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবহর বন্দরের বাইরে অপেক্ষা করছিল। এই নৌবহর আক্রমণ করলে ক্ষুদ্র জর্মন বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ব্রিটিশ নৌকর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই আক্রমণ পরিত্যক্ত হয়। প্রধানত জর্মন বিমান আক্রমণের ভয়েই এই আক্রমণ বাতিল করা হয়। চার্চিলের অনুমোদন নিয়েই এই নির্দেশ দেওয়া হয়। জর্মন বিমান আক্রমণের ভয়ে শংকাতুর অতি সতর্ক নীতি মিত্রপক্ষের নরওয়ে অভিযানকে নিশ্চিত ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। এই অসাফল্যের দায়িত্ব চার্চিল এড়াতে পারেন না।

ক্রিশ্চিয়ানাসুণ্ড

নরওয়ের দক্ষিণে উপকূলের ক্রিশ্চিয়ানাসুণ্ডে প্রতিরোধ কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। হাল্কা ক্রুইজার কার্লশ্রুহের নেতৃত্ব জর্মন সৈন্যাবতরণের চেষ্টা দুবার প্রতিহত হয়। কিন্তু লুফ্‌ট্‌হ্বাফের বোমাবর্ষণ তীরের দুর্গগুলিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। অপরাহ্নে বন্দরটি অধিকৃত হয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথে কার্লশ্রুহে ব্রিটিশ টর্‌পেডোর আঘাতে ভীষণভাবে জখম হয়। শেষ পর্যন্ত এই ক্রুইজারটিকে ডুবিয়ে দিতে হয়।

স্ট্রাভাংগের

অরক্ষিত স্ট্রাভাংগের বন্দরটি সমুদ্রবাহী সৈন্যের দ্বারা অনায়াসে অধিকৃত হয়। নিকটবর্তী সোলা বিমানক্ষেত্রটি জর্মন ছত্রীবাহিনী অধিকার করে। সোলা নরওয়ের বৃহত্তম বিমানক্ষেত্র। জর্মন বিমানবাহিনীর কাছে এর রণ-নৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ এখান থেকে লুফ্‌ট্‌ওয়াফের পক্ষে অনায়াসে নরওয়ের উপকূলের কাছাকাছি ব্রিটিশ নৌবহর ও উত্তর ব্রিটেনের ব্রিটিশ নৌঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ সম্ভব ছিল। এই বিমান ক্ষেত্রটি অধিকৃত হওয়ায় নরওয়ের আকাশে জর্মন বিমানবাহিনীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনের পক্ষে নরওয়েতে বৃহৎ সৈন্যবাহিনী নামানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং ৯ এপ্রিল মধ্যাহ্নের মধ্যে নরওয়ের পাঁচটি বড় শহর ও বন্দর এবং স্কাগেরাক থেকে আর্কটিক পর্যন্ত ১৫০০ মাইল দীর্ঘ উপকূল অঞ্চলের উপর জর্মানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুষ্টিমেয় সৈন্য এবং ব্রিটিশ নৌবহরের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর নৌবহর নিয়ে এই বিরাট এলাকায় জর্মন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। চার্চিল লিখছেন : "রণাঙ্গনে পরিকল্পিত অভিযানের নিখুঁত ও নির্মম প্রয়োগ* এবং অতর্কিত আক্রমণ জর্মন অভিযানের বৈশিষ্ট্য। প্রথম অবতরণকারী সৈন্যসংখ্যা কোথায়ও ২ হাজার ছাড়িয়ে যায়নি। নরওয়ে অভিযানে মোট সাতটি জর্মন ডিভিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। ৮০০ জঙ্গী ও বোমারু বিমান এবং ২০০ থেকে ৩০০ সৈন্যবাহী বিমান অভিযানে মুখ্য ভূমিকা নেয়।"

প্রতি আক্রমণ : নার্ভিক

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, জর্মন নৌবহরের সমুদ্রযাত্রার সংবাদ পূর্বাহ্নেই ব্রিটিশ নৌ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁচেছিল। কোপেনহেগেন থেকে জানানো হয়েছিল, এই নৌবহরের লক্ষ্য। কিন্তু এই সংবাদে নৌ-কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। অ্যাডমিরালটি আগে থেকেই ধরে নিয়েছিল, এই নৌবহর স্কাগেরাকে ঢুকবে। কোপেনহেগেনের সংবাদের পরও এই সিদ্ধান্তে তারা অটল রইলেন। অতলান্তিকে ব্রিটিশ নৌবহরের বেড়াজাল উপেক্ষা করে জর্মন নৌবহর নার্ভিক দখল করতে এগিয়ে যাচ্ছে, এই চিন্তাতেও ব্রিটিশ নৌকর্তৃপক্ষের মর্যাদায় ঘা লাগে। এই অচিন্তনীয় কাজটি জর্মানি অনায়াসে করে ফেলল। অতএব চার্চিলের বিবেচনায় এই দুঃসাহসিক অভিযান অনন্য-

* Chirchill—Gathering Storm পৃঃ ৪৭৩

সাধারণ হলেও শেষ পর্যন্ত হঠকারী জুয়াখেলার বেশি কিছু নয়। অনন্যসাধারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু হঠকারী জুয়াখেলা নয় : রণাঙ্গনে একটি সুচিন্তিত রণনীতির বিস্ময়কর নিপুণ প্রয়োগ।

৯ এপ্রিলের সকালেও অ্যাডমিরালটির কাছে নার্ভিক পরিস্থিতি অস্পষ্ট। তবে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারবাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ওয়ারবার্টন লী নার্ভিকের ফিয়র্ডে ঢুকে জর্মন সৈন্যাবতরণ বাধা দেওয়ার আদেশ পেয়েছেন। কিন্তু তার আগেই নার্ভিক অধিকৃত হয়েছে। ১০ এপ্রিলের ভোরবেলা ক্যাপ্টেন লী প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার নিয়ে নার্ভিক পোতাশ্রয়ে পাঁচটি জর্মন ডেস্ট্রয়ারকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে দুটি জর্মন ডেস্ট্রয়ার ও আটটি বাণিজ্যতরী ডুবে যায় এবং অবশিষ্ট তিনটি জর্মন ডেস্ট্রয়ার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও যুদ্ধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে পাঁচটি জর্মন যুদ্ধজাহাজের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। জর্মন গোলার আঘাতে লীর জাহাজ হার্ডি বিধ্বস্ত হয়, লী সাংঘাতিকভাবে আহত হন, হাণ্টার ডুবে যায় এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হট্‌স্‌পার ও হস্‌টাইল। অক্ষত হ্যাভক মুক্ত সমুদ্রে বেড়িয়ে পড়েই হঠাৎ মুখোমুখি হয় জর্মন গোলাবারুদবাহী জাহাজ রাউয়েনফেল্‌সের। হ্যাভকের গোলায় এই জাহাজটিতে বিস্ফোরণ ঘটে।

নার্ভিক পোতাশ্রয়ে দ্বিতীয়বার ব্রিটিশ নৌ-আক্রমণ ঘটে ১২ এপ্রিল। ওইদিন ফিউরিয়াস থেকে কয়েকটি বোমারু বিমান নার্ভিক পোতাশ্রয়ের উপর বোমাবর্ষণ করে। পরদিন অ্যাডমিরাল হুইটওয়ার্থ ফ্ল্যাগসীপ ওয়ারস্পাইট, নয়টি ডেস্ট্রয়ার ও বোমারু বিমানসহ ফিউরিয়াসকে নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। লীর আক্রমণের পর যে আটটি জর্মন ডেস্ট্রয়ার টিকে ছিল, এই যুদ্ধে সেই জাহাজ কয়টি ডুবে যায়। ব্রিটিশ নৌবহর থেকে নার্ভিকের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের কোনো উত্তর দেয়নি তীরের জর্মন কামান। প্রকৃতপক্ষে ডিয়েট্‌ল ও তাঁর বাহিনী এর আগেই নার্ভিকে ছেড়ে পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন। হুইটওয়ার্থ তা জানতেন না। তবু জর্মন কামানের স্তব্ধতায় উৎসাহিত হয়ে তিনি নার্ভিক সৈন্য নামানোর কথা ভেবেছিলেন। অবিলম্বে সৈন্য নামানো যে উচিত তিনি তার ডিসপ্যাচেও তা উল্লেখ করেন কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁকে দমন করতে হয়। কারণ জর্মন প্রতিআক্রমণের আশঙ্কা ছিল : ভয় ছিল ওয়ারস্পাইটের উপর জর্মন বিমান আক্রমণের। এই যুদ্ধ পরিচালনায় নৌ-কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকে দ্বিধাগ্রস্ত, পুরনো রণনৈতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন, জর্মন-পোল যুদ্ধের পরও ব্লিৎসক্রীগের প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয় এবং ব্রিটিশ নৌবহর অপরাজেয়, এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত। যুদ্ধ পরিচালনায়

জন্য কোনো কার্যকর প্রশাসনিক যন্ত্র ব্রিটেনে এতদিনেও উদ্ভাবিত হয়নি ; সৈন্যবাহিনীর তিনটি বিভাগ সমন্বিত হয়নি ; এবং প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও তা কার্যকর করার উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। স্বভাবতই এই প্রশাসনিক ত্রুটি যুদ্ধফলের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। লীড্‌সে মাইন বসানো নিয়ে অ্যাডমিরালটি ও যুদ্ধ ক্যাবিনেটের মধ্যে দীর্ঘকাল স্মারকপত্র বিনিময় ও আলোচনার পর যখন মাইন বসানোর ও নরওয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন এই যুদ্ধে জেতার সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে।

জর্মন অধিকৃত নার্ভিক দখল করার প্রাথমিক ব্রিটিশ প্রয়াসের ব্যর্থতাও নৌ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অভাবের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নরওয়ের প্রধান সব বন্দর অধিকৃত হওয়ার পর তা পুনরধিকার করা ব্রিটিশ শক্তিবহির্ভূত ছিল না। নার্ভিক ও ট্রন্‌ড্‌হাইম—নরওয়ের এই দুটি প্রধান বন্দর নরওয়ের চাবিকাঠি। নৌ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সমন্বিত আক্রমণ হলে জর্মন প্রতিরোধ ভেঙে পড়ত। কিন্তু তা হয়নি। নার্ভিক পুনরধিকারের যে পরিকল্পনা হয় তাতে স্থির হয়, লর্ড কর্কের নেতৃত্বাধীন নৌবহরের প্রাথমিক গোলাবর্ষণের পর অভিযাত্রী স্থলবাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল ম্যাক্‌সী সৈন্য নামিয়ে নার্ভিক আক্রমণ করবেন। কিন্তু সামরিক কমাণ্ড ম্যাক্‌সীকে একটি বিচিত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন : আমাদের ইচ্ছা নয় আপনি বিরোধিতা সত্ত্বেও অবতরণ করবেন। তার মানে তীরের জর্মন বাহিনী অগ্নিবর্ষণ করলে সৈন্য নামানো হবে না। অন্যদিকে লর্ড কর্কের প্রতি নৌ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল : নার্ভিক থেকে জর্মনদের তাড়িয়ে দিতে হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

এই পরস্পরবিরোধী নির্দেশের পর নৌ ও স্থলবাহিনীর সমন্বিত আক্রমণ আর কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। এই জাতীয় বিভক্ত নেতৃত্বের যা অনিবার্য পরিণতি তাই হল। লর্ড কর্ক সম্মুখ আক্রমণের দ্বারা নার্ভিক অধিকার করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জেনারেল ম্যাক্‌সী সৈন্য নামাতে রাজী হননি। কারণ একমাত্র নির্বিরোধ অবতরণ সম্ভব হলেই আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। জর্মনবাহিনী তখনও গোলাগুলি ছুঁড়ছিল। অতএব অবতরণের সময় আসেনি। এই মতানৈক্যের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি ; মুষ্টিমেয় জর্মন সৈন্য ব্রিটিশ আর্মাডাকে ঠেকিয়ে রাখল।

সম্মুখ আক্রমণের দ্বারা ট্রন্‌ড্‌হাইম অধিকারের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়

ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ বিমান আক্রমণের ঝুঁকি নিতে চায়নি বলে। অতএব স্থির হয় সরাসরি ট্রন্‌ড্‌হাইম আক্রমণ না করে সৈন্য নামানো হবে নামসস ও আন্‌ডাল্‌স্‌নেসে। নামসস থেকে ট্রন্‌ড্‌হাইমের দূরত্ব ১৩০ মাইল। মেজর জেনারেল উইয়ার্টের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ ব্রিগেড ও তিন ব্যাটালিয়ান ফরাসী সাসয়র আলপ্যাঁ (Chassuers Alpins) নামসসে নামে। ট্রন্‌ড্‌হাইম থেকে আন্‌ডাল্‌স্‌নেস ১৫০ মাইল দূরে। এখানে ব্রিগেডিয়ার মর্গানের নেতৃত্বে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ও একটি হাল্‌কা বিমানধ্বংসী ব্যাটারিও নামানো হয়। দুই দিক থেকে এই দুটি বাহিনী অগ্রসর হয়ে ট্রন্‌ড্‌হাইম অধিকার করবে।

এই দুটি বাহিনীর উপর অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব, দায়িত্বভার চাপানো হলেও এই কর্তব্যপালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সাজসজ্জা তাদের ছিল না। আকাশে জর্মন বিমানের একাধিপত্য। অথচ নামসসের অভিযাত্রী বাহিনীব সঙ্গে বিমানধ্বংসী কামান পর্যন্ত ছিল না। তাছাড়া এপ্রিলের শেষভাগে নামসসে প্রায় চার ফুট পুরু বরফের আস্তরণ। তুষারাস্তীর্ণ এই অঞ্চল কোথায়ও কঠিন বরফে আচ্ছাদিত, কোথায়ও বরফ গলে ডোবায় পরিণত এবং তার উপর আকস্মিক তুষার ঝঞ্ঝা—সব মিলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের পক্ষে উপযুক্ত সাজসজ্জা ছাড়া এই আবহাওয়ায় টিকে থাকা সহজ ছিল না। অথচ উইয়ার্টের উপর নির্দেশ ছিল সব বাধা উপেক্ষা করে ট্রন্‌ড্‌হাইমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড চাপে ক্লান্ত, শীতার্ত ব্রিটিশবাহিনী নামসসে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। শেষপর্যন্ত নামসসে অবতীর্ণ ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনীকে জাহাজে ফিরে যেতে হয়। ৬ হাজার ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য নামসসে অবতরণ করেছিল। এই অভিযানে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় : ১৫৭। সহযোগী নরওয়েজীয় সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

২৭ এপ্রিল মিত্রপক্ষীয় সামরিক পরিষদ মধ্য নরওয়ে থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ শুধুমাত্র নামসসের বাহিনীই নয়, ট্রন্‌ড্‌হাইমের দক্ষিণে আন্‌ডালস্‌নেসে অবতীর্ণ অভিযাত্রীবাহিনীও ইতিমধ্যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এই বাহিনীর সেনাপতি মর্গান নরওয়েজীয় বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল রুজের জরুরী আবেদনে সাড়া দিয়ে লিলেহামার পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানে মর্গানের বাহিনী জেনারেল রুজের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। তিন ডিভিশন জর্মন সৈন্য নরওয়েজীয় বাহিনীকে অস্‌লো থেকে ডম্‌বাস্‌ ও ট্রন্‌ড্‌হাইমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল। লিলেহামারে কঠিন যুদ্ধ শুরু হয়। আকাশ থেকে জর্মন বিমান মৃত্যু ছড়াতে থাকে।

জর্মনবাহিনীর সঙ্গে ছিল হাউইটজার, ভারী মর্টার ও ট্যাঙ্ক ; ব্রিটিশ বাহিনীকে লড়তে হয়েছিল শুধুমাত্র রাইফেল ও মেসিনগান নিয়ে। এই অসম যুদ্ধ চলে প্রায় ২৪ ঘণ্টা। তারপর লিলেহামারের পতন হয়। এবার ব্রিটিশ ও নরওয়েজীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণ শুরু হয়। ২৪ এপ্রিল জেনারেল্ প্যাজেট এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে এই ভেঙে-পড়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হন। নতুন করে জর্মনবাহিনীকে আক্রমণ করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। এখন জেনারেল প্যাজেটের প্রধান কাজ হল ব্রিটিশ ও নরওয়েজীয় বাহিনীর নিরাপদ পশ্চাদপসরণের ব্যবস্থা করা। এই দুই বাহিনীর পশ্চাদপসরণের কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন জেনারেল প্যাজেট।

১ মে প্যাজেট ও মর্গানের ব্রিগেড জাহাজে ওঠে। পশ্চাদ্‌রক্ষী বাহিনীর উদ্‌বাসন সম্পন্ন হয় ৩ মে। ২৯ এপ্রিল রাত্রিতে জর্মন বোমায় জ্বলন্ত মোল্ডে থেকে রাজকোষের সংরক্ষিত স্বর্ণসহ সপারিষদ রাজা হাকন ব্রিটিশ ক্রুইজার গ্লাসগোয় টম্‌সোয় পাড়ি দেন। ট্রম্‌সোর অবস্থান নার্ভিকের উত্তরে, আর্কটিক বৃত্ত ছাড়িয়ে। এভাবে চলে যেতে আপত্তি ছিল জেনারেল রুজের। ২ মে তিনিও রাজার অনুগামী হন ; এরপর নরওয়েজীয় সৈন্য-বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

আবার নার্ভিক

অতএব ৩ মে নাগাদ নরওয়ের দক্ষিণটি সম্পূর্ণভাবে জর্মনবাহিনীর হস্তগত হয়। কিন্তু নরওয়ের উত্তরার্ধে তখনও জর্মন আধিপত্য কায়েম হয়নি এবং চার্চিলও নার্ভিক জয়ের আশা ছাড়েননি। কারণ নার্ভিকে জেনারেল ডিয়েটল নড়বড়ে হয়ে টিকে থাকলেও নার্ভিকের সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবহরের আধিপত্য। সুতরাং ডিয়েট্‌লের হাত থেকে নার্ভিক ছিনিয়ে নেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু ১০ মে ইন্দ্রের বজ্রের মতো হিটলারের দীর্ঘপ্রত্যাশিত আক্রমণ নেমে এল পশ্চিম য়োরোপে। জর্মন আক্রমণের প্রচণ্ড নির্ঘোষে পশ্চিম রণাঙ্গনের এতকালের নীরবতা ভাঙল। বিমূঢ় য়োরোপ প্রত্যক্ষ করল জর্মন জিগীষার মৃত্যুময় করাল রূপ ও রণকৌশলের অভিনব নাটকীয়ত্ব। বাঁধ-ভাঙা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো ট্যাঙ্ক বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ তাকিয়ে দেখল বিমূঢ় বিস্ময়ে। ঠিক এই মুহূর্তে আবার আক্রমণ চালিয়ে নার্ভিক অধিকার করার চিন্তাও অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু জর্মনির পশ্চিমী অভিযান সত্ত্বেও নার্ভিক পুনরায়

অধিকার করা একেবারে নিরর্থক হয়ে যায়নি। নার্ভিক অধিকার করার প্রয়োজন ছিল সেখানে মিত্রপক্ষের ঘাঁটি তৈরী করার জন্য নয়। যাতে দীর্ঘকাল নার্ভিক জর্মন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে থাকে তার জন্য নার্ভিক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। নরওয়ে থেকে নির্বিঘ্নে সমস্ত সৈন্য অপসরণের জন্যও নার্ভিক দখল করা আবশ্যিক ছিল।

মে মাসের মাঝামাঝি লেঃ জেনারেল অকিনলেক[৫৯] উত্তর নরওয়ের মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। তীরে সৈন্য নামিয়ে নার্ভিক দখল করার দায়িত্ব অর্পিত হয় অভিযাত্রী ফরাসী ব্রিগেডের অধিনায়ক জেনারেল বেতুয়ারের উপর। ডিয়েট্‌লের মতো বেতুয়ারও পার্বত্য যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনাপতি। অকিনলেক তাঁকে পূর্বাহ্নেই নার্ভিক সম্পর্কে সর্বোচ্চ সমর পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন : নার্ভিক দখল করেই আবার তা ছেড়ে চলে যেতে হবে। অবশ্য নার্ভিককে একেবারে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার পরই সেখান থেকে চলে আসতে হবে।

নার্ভিকে জর্মন সেনাপতি মেজর জেনারেল ডিয়েট্‌লের অত্যাবশ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণের অভাব ছিল। মাত্র চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে ডিয়েট্‌লকে মিত্রপক্ষীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়।

২৭ মের মধ্যরাত্রিতে নার্ভিক আক্রমণ শুরু হয়। বেতুয়ার রোমবাকস ফিয়র্ড পার হয়ে নার্ভিক আক্রমণ করেন। আক্রমণের আগে ব্রিটিশ নৌবহরের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে তীরবর্তী জর্মন প্রতিরোধ বিধ্বস্ত হয়। ফলে বেতুয়ার প্রায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তীরে সৈন্য নামাতে সক্ষম হন। ২৮ মে বিধ্বস্ত জর্মনবাহিনী নার্ভিকে ছেড়ে চলে যায় এবং কাছাকাছি পাহাড়ে আত্মগোপন করে। ইতিমধ্যে বেতুয়ার তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে নার্ভিকের উপকণ্ঠে পৌঁছে যান। বিনা বাধায় নার্ভিক অধিকৃত হয়। ৪০০ জর্মন সৈন্য বন্দী হয়।

নার্ভিক অধিকার করা হল এই শহর থেকে চলে যাবার জন্য। কিন্তু তার আগে নার্ভিককে পুরোপুরি ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু ধ্বংস করার জন্য আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ব্রিটিশ নৌবহরের প্রারম্ভিক গোলাবর্ষণে ইতিমধ্যেই নার্ভিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে সৈন্যাপসরণের গোপন প্রস্তুতি শুরু হল। কিন্তু ব্রিটিশ নৌবহরের পক্ষে প্রায় ২৪০০০ সৈন্যের নিরাপদ উপবাসন এখন আর সহজসাধ্য নয়। কারণ ইতিমধ্যেই পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের নিদারুণ পরাজয় হয়েছে। ব্রিটেনের উপর সম্ভাব্য জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্বও প্রধানত নৌবহরেরই।

ইতিমধ্যে অধিকাংশ ক্রুইজার ও ডেস্ট্রয়ার দেশরক্ষার জন্য দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্ক্যাপাফ্লোতে তখন মাত্র চারটি রণতরী : রডনি (Rodney), ভ্যালিয়্যাণ্ট (Valiant), রিনাউন (Renown) ও রিপাল্‌স্ (Repulse)।

কিন্তু অসুবিধা সত্ত্বেও নার্ভিক থেকে সৈন্যাপসরণে মিত্রপক্ষকে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ বাধা দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না শত্রুপক্ষের। ডিয়েট্‌লের নেতৃত্বে কয়েকহাজার নিরুৎসাহিত জর্মন সৈন্য নার্ভিকের পূর্বের পাহাড়ে মিত্রপক্ষের প্রত্যাশিত আক্রমণের বিরুদ্ধে শেষবারের মতো দাঁড়াবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তাদের পক্ষে সৈন্যাপসরণে বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না।

সপরিবারে রাজা হাকন তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও সামরিক নেতৃবর্গ সহ ডিভনসায়ারে (ক্রুইজার) ব্রিটেন যাত্রা করেন। নরওয়েজীয় নৌবহরকে স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেল রুজে নরওয়েতে থেকে গেলেন।

এভাবে মিত্রপক্ষের নরওয়ে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটল। নরওয়েতে জর্মন অভিযান সম্পূর্ণভাবে সফল হয় ; পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয় মিত্রপক্ষীয় অভিযান। রণনীতি, রণকৌশল, সৈন্যসঞ্চালন, রণাঙ্গনে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বীর্যবত্তা—প্রতিক্ষেত্রেই জর্মনির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। বিমান বাহিনীর অসামান্য কুশলী প্রয়োগ এবং জর্মন সৈনিকের বিক্রম এই যুদ্ধের আর একটি লক্ষনীয় দিক। নার্ভিকে দুইহাজার পাঁচমিশালি ও জোড়াতালি দেওয়া জর্মন সৈন্য মিত্রপক্ষের ২০ হাজারের বাহিনীকে ছয় সপ্তাহ ঠেকিয়ে রেখেছিল। নরওয়ে অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহে দোদুল্যমান। এঁরা বিপদের ঝুঁকি নিতে চাননি। জর্মন বিমান আক্রমণের অতিরিক্ত ভীতিও এই আক্রমণের হাত থেকে ব্রিটিশ রণতরীকে সামলে রাখার জন্য বিশদৃশ সতর্কতা এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অসাফল্যের বড় কারণ।

নরওয়েতে মিত্রপক্ষের রণনৈতিক ভুল অনায়াসেই চোখে পড়ে। নরওয়ের প্রধান শহরগুলির জর্মনির হাতে চলে যাওয়ার পর মিত্রপক্ষের নার্ভিক দখলের চেষ্টার ও হারস্টাডে সৈন্যাবতরণের অর্থ খুঁজে পাওয়া ভার। ফিলিপ গ্রেভ্‌স্ খুব সঙ্গতভাবেই মিত্রপক্ষের এই রণনৈতিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন : "ধরে নেওয়া যাক অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জর্মনি লণ্ডন দখল করেছে ও হালে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; এবং ধরে নেওয়া যাক একটি মার্কিনবাহিনী ব্রিটেনের সাহায্যে এগিয়ে এসে ইনভারনেসে

অবতরণ করেছে ; তাতে মিডল্যাণ্ডসে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ব্রিটিশ বাহিনীর বিন্দুমাত্র সুবিধা হবে না।”

নরওয়ের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের রণকৌশলের দিকে তাকালে আর একটি সত্য ধরা পড়বে। বিমানবাহিনী নৌ ও স্থলবাহিনীর সঙ্গে সমন্বিত না হলে বায়ুশক্তি যে প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে রাজকীয় বিমানবহরের স্ট্র্যাভাংগের বিমানক্ষেত্রে বোমাবর্ষণ থেকে তা বোঝা যায়। এই বিমানক্ষেত্রে বোমা ফেলায় জর্মনদের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি কারণ নরওয়ের অন্যান্য সব বিমানক্ষেত্রের উপর আধিপত্য ছিল জর্মন বিমানবাহিনীর।

নরওয়েতে মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল রাজকীয় বিমানবহরের সহযোগিতার। অথচ অভিযাত্রী বাহিনী রাজকীয় বিমানবহরের কোনো সাহায্য পায়নি। আকাশে জর্মন বিমানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েই এই অভিযানের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এই অভিযানের সার্থকতা নির্ভর করছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর। নরওয়ের দীর্ঘ উপকূল পুরোপুরি অরক্ষিত এবং নরওয়ের সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবহরের একাধিপত্য। অতএব নরওয়ের উপকূলের যে কোনো জায়গায় সৈন্য নামিয়ে দিতে পারত মিত্রপক্ষ। একমাত্র ঝুঁকি ছিল ব্রিটিশ রণতরীর উপর জর্মন বিমান আক্রমণের। এই ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলনা ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ। আকাশে জর্মন বিমানের আধিপত্য এবং ব্রিটিশ রণতরী ঝুঁকি নিতে নারাজ— এই অবস্থায় মিত্রপক্ষের অভিযাত্রীবাহিনীর সাফল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। নৌ-কর্তৃপক্ষ যখন জর্মন বিমান আক্রমণের ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক, তখন এই অভিযান কেন পাঠানো হল বোঝা কঠিন। বিমানবাহিনী প্রায় অনুপস্থিত, নৌবহর ঝুঁকি নেবেনা, অভিযাত্রীবাহিনীর সংখ্যাল্পতা, ওদের বিমান-ধ্বংসী কামান নেই, ফিল্ড আর্টিলারি না থাকার মতো অথচ আকাশে জর্মন বিমানের সর্বনেশে আধিপত্য, স্থলবাহিনীর বিদ্যুৎগতি ও দুঃসাহসিক রণোদ্যম। অতএব অভিযাত্রীবাহিনীর পরাজয় অনিবার্য ছিল। এই পরাজিত বাহিনী যে নিরাপদে দেশে ফিরে এসেছিল তার কারণ সম্ভবত এই যে, এ-সময় জর্মনির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে।

অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, পরাজয় অবধারিত জেনেও এই অভিযান পাঠানো হয়েছিল। নয়তো বিজয়ের কোনো উপাদান যেখানে উপস্থিত নেই, সেখানে ঘটা করে একটি অভিযাত্রীবাহিনী পাঠানোর কি অর্থ হতে পারে ? আর একটি কারণ হতে পারে, সমুদ্রের অধিশ্বরী ব্রিটেন নরওয়েতে জর্মন ব্লিৎসের জবাব না দিলে তার amour propre-এ মারাত্মক ঘা লাগত : নরওয়ের সমুদ্রে যে

ব্রিটেনের আধিপত্য, নরওয়ে তো স্থলবেষ্টিত পোল্যাণ্ড নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে শক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিজয় সম্ভব মনে করেই এই অভিযান পাঠানো হয়েছিল তাহলে মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সমরপরিষদ সম্পর্কে একটি কথাই বলা যেতে পারে : এদের অন্ধতার তুলনা নেই। পোল্যাণ্ডে জর্মানির বিজয়ের পরও জর্মন সমরযন্ত্রের অকল্পনীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে এদের চোখ ফোটেনি। নিজেদের রণনীতি ও সমরযন্ত্র যে জর্মন বিদ্যুৎযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অনুপযোগী সে বিষয়েও এদের কোনো ধারণা ছিলনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অভাবিত বিজয়ের নেশার ঘোর তখনও কাটেনি মিত্রপক্ষের। তার জন্য ফ্রান্সে জর্মানির অলৌকিক বিজয়ের প্রয়োজন ছিল।

চার্চিল তাঁর 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে' নরওয়ে অভিযানের বর্ণনার শেষে যা লিখেছেন তা প্রায় সান্ত্বনা বাক্যের মতো শোনায়। তিনি লিখছেন : "এই ধ্বংসস্তূপ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য চোখে পড়ে, যা যুদ্ধের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ নৌবহরের সঙ্গে বেপরোয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে জর্মানি তার নৌবহরকে যুদ্ধের চরমক্ষণে ব্যবহারের অযোগ্য করে ফেলে।" এই অভিযানে সমুদ্রযুদ্ধে মিত্রপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ হল : নয়টি ডেস্ট্রয়ার, দুটি ক্রুইজার, একটি বিমানবাহী জাহাজ, একটি স্লুপ ; ছয়টি ক্রুইজার, দুটি স্লুপ এবং আটটি ডেস্ট্রয়ার ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নরওয়ে বিজয়ের জন্য হিটলারকে সাঙ্ঘাতিক মূল্য দিতে হয় : জর্মানির অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন হয় ; অবশিষ্ট জাহাজ কয়েকটিকে মেরামতীর জন্য ডকে আশ্রয় নিতে হয়। ফলে ১৯৪০-এর জুন মাসে যখন জর্মানির নৌবহরের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন তার নৌবহর প্রায় ছিল না বলা চলে। জর্মন নৌবহরে তখন ছিল সর্বসাকুল্যে একটি আট-ইঞ্চি কামানযুক্ত ক্রুইজার, দুটি হাল্কা ক্রুইজার এবং চারটি ডেস্ট্রয়ার। এই নৌবহরের পক্ষে যুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার প্রশ্নই ছিলনা, ব্রিটেন সৈন্যাবতরণ তো দূরের কথা। এই নৌবহর নিয়ে হিটলারের পক্ষে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ারও কোনো উপায় ছিলনা। অতএব জর্মানি নরওয়েতে 'জুয়া' খেলে, শক্তির নিরর্থক অপচয় করে। ফলে ব্রিটেন জয়ের সম্ভাবনা শূন্যে মিলিয়ে যায়। চার্চিলের আরো আশা ছিল, হিটলারের নরওয়ে বিজয় আর একটি স্পেনিশ ক্ষত হয়ে উঠবে এবং তাতে মিত্রপক্ষের সুবিধাই হবে। কেননা নরওয়ে অভিযান হিটলারের মারাত্মক রণনৈতিক ভুল।*

---

* **The Gathering Storm** পৃঃ ৫২২

কিন্তু সত্যই কি হিটলারের নরওয়ে বিজয় একটি বিরাট রণনৈতিক ভুল ? প্রথমত, জর্মন নৌবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির কথা ধরা যাক্। হিটলার যদি নরওয়ে আক্রমণ না করতেন এবং জর্মন নৌবহর যদি অটুট থাকত তাহলেও কি এই নৌবহর নিয়ে জর্মানি ব্রিটেনে সৈন্য নামাতে পারত ? 'ব্রিটেনের লড়াইর' বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়বে, জর্মন আক্রমণের সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত ব্রিটেনের আকাশে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। লুফ্‌ট্‌হ্বাফে যদি রাজকীয় বিমান বহরকে ব্রিটেনের আকাশ থেকে মুছে দিতে পারত, তাহলে হয়তো জর্মানির বিধ্বস্ত নৌবহর নিয়েও সৈন্য নামানো যেত এবং অভিযানের সাফল্যও অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু এসময়ে ব্রিটেনেই প্রথম র‍্যাডারের সার্থক ব্যবহার হয়, যার ফলে জর্মানি অথবা অধিকৃত ফ্রান্সের বিমান বন্দর থেকে জর্মন বিমান ওড়ামাত্রই তা র‍্যাডারের পর্দায় ধরা পড়ত। সুতরাং লুফ্‌ট্‌হ্বাফের পক্ষে ব্রিটেনে অতর্কিত আক্রমণ সম্ভব ছিলনা। তার উপর ছিল ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানের গুণগত উৎকর্ষ ও রাজকীয় বিমানবহরের বৈমানিকদের অসামান্য তৎপরতা ও রণনৈপুণ্য। অতএব ব্রিটেনের আকাশে পোল্যাণ্ড কিংবা নরওয়ের মতো লুফ্‌ট্‌হ্বাফের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের কোনো প্রশ্নই ছিলনা। অথচ জর্মন বিমানবহরের একাধিপত্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে না নিলে কোনো অবস্থাতেই হিটলারের পক্ষে ব্রিটেন আক্রমণ সম্ভব ছিলনা। অতএব নরওয়ে অভিযানে জর্মন নৌবহরের ক্ষয়ক্ষতির জন্য হিটলারের ব্রিটেন আক্রমণ অসফল হয়েছে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। আরো একটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। হিটলারের নির্দেশেই ডানকার্ক থেকে ব্রিটিশ উদ্‌বাসন সম্ভব হয়েছিল। গোটা ব্রিটিশ অভিযাত্রীবাহিনী যদি বন্দী হত—এবং হিটলারের নির্দেশে গুডেরিয়ানের পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধ না হলে তা না হওয়ার কোনো কারণ ছিলনা—তাহলে জর্মন নৌবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও হয়তো ব্রিটেন বিজয় অসম্ভব হতনা।

রণনীতির দিক থেকে বিচার করলেও জর্মানির নরওয়ে বিজয় অসঙ্গত মনে হয়না। ব্রিটেনের সবচেয়ে শক্ত রক্ষাপ্রাচীর ব্রিটিশ নৌবহর। এই নৌবহরকে ভেঙে দিতে না পারলে কোনোভাবেই ব্রিটেন আক্রমণ সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রিটেন আক্রমণের প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হল ব্রিটিশ নৌবহরকে হীনবল করে দেওয়া। তার জন্য প্রয়োজন উত্তর সাগর থেকে ব্রিটিশ প্রভাবের অবসান ঘটানো এবং নরওয়ের অতলান্তিক সাগরের উপকূলে বিমান ও ডুবোজাহাজের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় ধাপ হল ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটিশ প্রভাবের বিনষ্টি এবং ফ্রান্সের অতলান্তিক সাগরের উপকূলে বিমান ও ডুবোজাহাজের ঘাঁটি

প্রতিষ্ঠা। একমাত্র এই প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হলেই দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ড আক্রমণ করা যেতে পারত। নরওয়েজীয় ও ফরাসী উপকূলের ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরে নৌচলাচল বন্ধ করে দিতে পারলে ব্রিটেন মারাত্মক আর্থনীতিক সংকটের মুখে পড়ত। ফলে ব্রিটেন সন্ধি করতেও রাজী হতে পারত। অতএব নরওয়ে বিজয়কে 'উন্মাদ জুয়া' বা 'রণনৈতিক ভুল' বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এই বিজয়কে ইংলণ্ড বিজয়ের প্রস্তুতি পর্বের প্রথমার্ধের সার্থক পরিসমাপ্তি বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত।

আরো দুটি বিশেষ কারণে নরওয়ে বিজয়ের গুরুত্ব। প্রথমত, নরওয়েতে হিটলারের অনন্যসাধারণ বিজয়ে জর্মন সমরযন্ত্রের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এখন থেকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমূহে এই দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হয় যে জর্মনি অপরাজেয়।

দ্বিতীয়ত, নরওয়ে অভিযানের অসাফল্যে ব্রিটেনে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নরওয়ে অভিযানের পরিচালনা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ৭ মে যে বিতর্ক শুরু হয়, তার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার পতনে। ১০ মে উইনস্টন চার্চিল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন নেতা হিসাবে চার্চিলের নির্বাচন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিদারুণ বিপর্যয়ের দিনে মুখে চুরুট, বিশালকায়, বাগ্মী ও আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান মানুষটি অটল সুমেরুপর্বতের মতো দ্বীপবাসী জাতির স্থির নোঙরে পরিণত হন।

ব্রিটিশ রাজনীতির যে নাটকীয় পরিবর্তন, চার্চিলের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা তুলে দিল, তা বর্ণনা করার আগে নরওয়ে অভিযানে চার্চিলের ভূমিকার মূল্যায়ন প্রয়োজন। সমগ্র য়োরোপ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পোল্যাণ্ডে হিটলারী বিদ্যুৎযুদ্ধের প্রলয়ঙ্করে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। অথচ পোল্যাণ্ডে জর্মন বিজয়ের শিক্ষা মিত্রপক্ষীয় রণনীতি গ্রহণ করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে নতুন অস্ত্র চার্চিল উদ্ভাবন করেছিলেন—এবং যে অস্ত্র যুদ্ধের অন্তিম পর্বে ব্যবহৃত হয়েছিল —সেই সম্ভাবনাময় ব্রহ্মাস্ত্রকে ক্রমশ উন্নততর ও সামগ্রিক রণনীতির সঙ্গে সমন্বিত করে ব্যবহারের কোনো চেষ্টা হয়নি। তার চেয়েও বড় বিস্ময়, পোল্যাণ্ডে নতুন জর্মন রণনীতি ও রণকৌশলের আশ্চর্য সফল প্রয়োগের পরও মিত্রপক্ষীয় রাজনীতিবিদ ও সমরনায়কদের মানসিক জাড্য ভাঙেনি। নরওয়েতে মিত্রপক্ষীয় অভিযানের চূড়ান্ত ব্যর্থতার মূলে এই মানসিক জাড্য এবং এই ব্যর্থতার দায়িত্ব

প্রধানত চার্চিলেরই। প্রথমদিকে সামরিক সমন্বয়কমিটির সভাপতি এবং মে মাস থেকে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী (ডেপুটি) হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনার মূল দায়িত্ব চার্চিলের উপর ন্যস্ত ছিল। তাছাড়া চার্চিল ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটি অর্থাৎ নৌদপ্তরের মন্ত্রী। অতএব নৌবাহিনীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এই অভিযানের ব্যর্থতার দায়িত্ব প্রধানত অ্যাড্‌মিরালটির ফার্স্ট লর্ডেরই। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই অভিযানের ব্যর্থতার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে চেম্বারলেনের এবং এই ব্যর্থতার চরম মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। কিন্তু অ্যাডমিরালটির ফার্স্ট লর্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় চেম্বারলেন এই অভিযান পরিচালনা করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফার্স্ট লর্ডের সিদ্ধান্তই কার্যকর করেন। সুতরাং এই সমর পরিচালনায় চেম্বারলেনের ভূমিকা গৌণ : এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক চার্চিল।

এখন এই নতুন নায়ক কিভাবে নরওয়ে অভিযান পরিচালনা করলেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। প্রথমত, আসন্ন জর্মন অভিযানের খবর নানাসূত্রে পূর্বাহ্নেই অ্যাড্‌মিরালটির কাছে এসেছিল। এই খবরের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেননি চার্চিল এবং নরওয়ের সমুদ্রে ব্রিটিশ আধিপত্য সত্ত্বেও জর্মন নৌবহর অনায়াসে নার্ভিক দখল করে। দ্বিতীয়ত, নরওয়ের প্রাণকেন্দ্র মধ্য-নরওয়ে জর্মন অধিকৃত হওয়ার পর ব্রিটিশ সমর ক্যাবিনেটের একমাত্র কর্তব্য ছিল মধ্য-নরওয়ে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং সংগ্রামরত নরওয়েজীয় বাহিনীর সহায়তার জন্য অতি দ্রুত অভিযাত্রী বাহিনী পাঠানো। অথচ এই সুস্পষ্ট কর্তব্যের কথা প্রথম ভাবা হয়নি, নার্ভিক দখলের পরিকল্পনা নিয়েই অ্যাডমিরালটি ব্যস্ত ছিল। তারপর নার্ভিক জয়ের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ট্রন্‌ড্‌হাইম আক্রমণের কথা ভাবা হয়। কিন্তু জর্মন বোমারু বিমানের ভয়ে ট্রন্‌ড্‌হাইমের উপর নৌবহরের সম্মুখ আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এই মূল আক্রমণ পরিত্যক্ত হওয়ার পর ট্রন্‌ড্‌হাইম দখলের জন্য নামসস ও আন্‌ডালস্‌নেসে সৈন্য নামানোর অর্থ নিশ্চিত পরাজয় বরণ করা। ট্রন্‌ড্‌হাইমের বিরুদ্ধে নামসস ও আন্‌ডালস্‌নেস থেকে তথাকথিত সাঁড়াশি অভিযান ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের অবিমৃষ্যকারিতা, ত্রুটিপূর্ণ সামরিক পরিকল্পনা, দ্বিধা, অস্থিরতা এবং সর্বোপরি হিটলারী আক্রমণের প্রকৃতি নির্ণয়ে অক্ষমতার নিদর্শন। চার্চিলের ভাষায়* ব্রিটিশ নৌশক্তির অবিসংবাদিত আধিপত্য সত্ত্বেও "শত্রু আগেই ব্রিটেনের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে ; আমরা বিস্মিত, বুদ্ধির খেলায় আমরা হেরেছি।" তা যদি হয়ে থাকে তবে তার মূল দায়িত্ব চার্চিলেরই।

* Forestalled, surprised, outwitted ; পূর্বোক্ত বই ৫১৬

অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এই ব্যর্থতার জন্য গদীচ্যুত হলেন চেম্বারলেন, ক্ষমতায় এলেন চার্চিল। তার কারণ চার্চিল নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন : "ছয় সাত বছর ধরে আমি ঘটনার প্রকৃতি ও গতি সম্পর্কে ক্রমাগত যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলাম তখন তাতে কেউ কান না দিলেও এখন তা সবাইর মনে পড়েছে।"* সন্দেহ নেই যুদ্ধ-পূর্ব যুগে যখন তোষণনীতির মাধ্যমে শান্তির মায়ামৃগের অধ্যাবসায়ী অনুসন্ধান চলছিল, তখন চার্চিলের সত্যদৃষ্টিই বারম্বার দেশকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছে। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই কাসাণ্ড্রা হিটলারের আগ্রাসী মনোবৃত্তি, লোভ, ভয়ঙ্কর জিগীষা, দানবীয় জিঘাংসা ও অনন্য সাধারণ দুঃসাহস সম্পর্কে দেশকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই যুদ্ধকালে এই বিশ্বগ্রাসী লোভ ও দুঃসাহস যে সীমা ছাড়িয়ে উল্কার বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে এবং সেই অনুযায়ী তার রণনীতি নির্ধারণ করবে চার্চিলের পক্ষে এই অনুমানই সঙ্গত ও স্বাভাবিক হত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চার্চিলও হিটলারকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জর্মানির মতো প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিলেন। চার্চিলের অন্তত এই ভুল করা উচিত হয়নি।

পরিশেষে, তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে চার্চিল নরওয়েতে মিত্রপক্ষের বিপর্যয়ের বিবরণ শেষ করে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রায় ছেলেমানুষীর পর্যায়ে পড়ে। তার বক্তব্য হল : "নরওয়েতে মিত্রপক্ষের সব কয়টি অভিযান সার্থক হলেও শেষ পর্যন্ত তা মূল্যহীন হয়ে পড়ত। ফ্রান্সে আসন্ন মহাপ্রলয়ে এক মাসের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী বিচূর্ণিত হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। সেই সময় যখন প্রত্যেকটি সৈন্য ও বিমান পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রয়োজন, তখন ট্রন্‌ড্‌-হাইমে মিত্রপক্ষের বড় সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুললে তা ক্ষতির কারণই হত।"* প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে ট্রন্‌ড্‌হাইমে ঘাঁটি গড়ার চেষ্টাই বা কেন হয়েছিল? এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে চার্চিল লিখছেন : "ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচিত হয় ধীরে ধীরে অথচ মানুষকে কাজ করে যেতে হয় দিন থেকে দিনে।" চার্চিলের এই উক্তির ফাঁকি অনায়াসেই ধরা পড়ে। নিদারুণ সংকটের দিনে জাতির যাঁরা ভাগ্যবিধাতা তাঁদের সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য একেবারেই প্রযোজ্য নয়। কেননা তাঁদের কাছে ভবিষ্যতের স্পষ্টরূপ না হলেও আবছা, অস্পষ্ট চেহারা ধরা পড়েনা, তা নয়। আর এক্ষেত্রে মিত্রপক্ষীয় নেতৃবর্গের কাছে ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছিল। কারণ পশ্চিম রণাঙ্গনে যে কোনো দিন ভয়ঙ্কর আঘাত নেমে আসতে পারে এই আশঙ্কায় মিত্রপক্ষের নেতৃবর্গ তো

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৫০

নিদ্রাহীন প্রহর গুণছিলেন। তাছাড়া বেলজিয়ামের আকাশে নাৎসী ঈগলের ভয়ঙ্কর পক্ষবিধূননের সুস্পষ্ট প্রমাণও মিত্রপক্ষের কাছে ছিল। নরওয়েতে নাৎসী আক্রমণের আগেই বেলজিয়ান সরকার দৈবদুর্বিপাকে বন্দী জর্মন অফিসারের কাছে ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনার খসড়া পেয়েছিলেন এবং মিত্রপক্ষের কাছে এই পরিকল্পনা যথাসময়ে পাঠিয়েছিলেন। নরওয়ে আক্রমণের আগেই এই 'মেচলেনের ঘটনা' ঘটেছিল। পশ্চিমের উপর উদ্যত আঘাত যে নরওয়ের উপর গিয়ে পড়ল, এই ঘটনা তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং মিত্রপক্ষের কাছে ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচিত হয়নি তাও সত্য নয়।

নরওয়ে অভিযানে মিত্রপক্ষীয় উৎসাহের আসল কারণ কি অন্যত্র নিহিত ছিল? আসল কারণ কি নাৎসী নায়কের দানবীয় লোভ প্রতিহত করা না ফিনযুদ্ধে বিব্রত রাশিয়াকে প্রচণ্ড আঘাত হানা? রাশিয়াকে আঘাত করা নরওয়ে অভিযানের একমাত্র কারণ না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাতে সন্দেহ নেই। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে নরওয়ে অভিযানের সাফল্য মিত্রপক্ষের পক্ষে মারাত্মক হতে পারত। মিত্রপক্ষ নরওয়ে অধিকার করে রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটতে পারত, তা সহজেই অনুমেয়।

এইবার জর্মন শিবিরের দিকে তাকানো যাক্। সুচিন্তিত পূর্বপ্রস্তুতি, অণুপুঙ্খ পরিকল্পনা, নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী-জর্মানির সমরযন্ত্রের এই তিন বাহুর ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, ঘড়ির কাঁটা ধরে অগ্রগতি, অসমসাহসিকতা এবং যুগপৎ শত্রুর মনোবলের উপর সামরিক ও কূটনৈতিক চাপ—সব মিলিয়ে জর্মানির নরওয়ে অভিযান ব্লিৎসক্রীগের এক উজ্জ্বল, সফল দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাফল্য সত্ত্বেও যুদ্ধকালে জর্মন হাইকমাণ্ডের কিছু অস্বস্তিকর মুহূর্ত কাটাতে হয়নি, তা নয়। এই অস্বস্তির কারণ সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌবহরের অনায়াস আধিপত্য, নরওয়ের দীর্ঘ উপকূলে যে কোনো স্থানে সৈন্যাবতরণের ক্ষমতা এবং জর্মন নৌবহরের ভবিষ্যৎ। নরওয়ে অভিযানে গোটা জর্মন নৌবহর নিযুক্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ নৌবহরের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে রাখলে এই কাজ প্রায় গোটা জর্মন নৌবহরের অস্তিত্ব নিয়ে বেপরোয়া জুয়া। তাছাড়া নার্ভিকে ডিয়েটলের বাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তাও ছিল। কিন্তু জর্মন সামরিক হেডকোয়ার্টারে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আসল কারণ হিটলারের ব্যক্তিগত আচরণ। আগেই বলা হয়েছে, নরওয়ে অভিযানের পরিকল্পনা ও পরিচালনা পুরোপুরি হিটলারের নিজস্ব ব্যাপার। হ্বেরমাখ্টের নেতাদের এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিকল্পনায় প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিলনা। ফলে

ও. কে. ডব্লিউ ও ও. কে. এইচ-এর নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধের স্বাচ্ছন্দ পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে।

হিটলার ও সামরিক নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিসংবাদের যে ছবি সামরিক নেতৃবর্গের স্মারকলিপিতে পাওয়া যায়, তাতে হিটলারের সমর পরিচালনার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ জন্মে। যে কোনো বড় সামরিক অভিযানের সময় কিছু কিছু কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। এই সব সমস্যা আসবে ধরে নিয়েই প্রত্যেক সামরিক নেতা যুদ্ধ পরিচালনায় অগ্রসর হন। এ-সময়ে ভয়হীন, স্থিরবুদ্ধি ও অসম্মূঢ় হয়ে সংকটের মোকাবিলা করাই সমরনায়কের কর্তব্য। কিন্তু নরওয়ে অভিযানের সংকটের মুহূর্তে হিটলার যে অসংবৃত দুর্বলতার পরিচয় দেন তা যে কোনো সমরনায়কের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কজনক। হিটলারের এই দুর্বল মুহূর্তগুলিতে জেনারেল ইয়ডল [৬০] যদি দৃঢ়হস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করতেন, তাহলে নরওয়েতে জর্মন বাহিনীর অনায়াস বিজয় সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

হ্বালটের হ্বারলিমণ্ট[৬১] লিখছেন : নরওয়ে অভিযানের সাফল্যের জন্য হিটলার কোনো কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। হিটলারের আনাড়ির মতো হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও শিক্ষিত কমাণ্ডার ও সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নরওয়ে বিজয় সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ইয়ডলের ডায়েরি ও হালডেরের স্মারকলিপিতে রাইষের সর্বাধিনায়কের চারিত্রিক দুর্বলতার ও অব্যবস্থিতচিত্ততার যে ছবি ফুটে ওঠে তা মুছে যাবার নয়। হ্বোরলিমণ্টের লেখায় হিটলারের এ-সময়ের মেজাজের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। রাইষ চ্যান্সেলারিতে ইয়ড্লের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন হ্বোরলিমণ্ট। সেখানে গিয়ে দেখলেন* "হিটলার ঘরের এক কোনে মুখ গুঁজে বসে আছেন। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সম্মুখের দিকে। বিষাদের একটি ছবি। মনে হল তিনি কোনো নতুন খবরের অপেক্ষায় আছেন। হাতের কাছে চীফ্ অভ্ দি অপারেশন স্টাফের টেলিফোন যাতে খবর পেতে এক মুহূর্তও দেরী না হয়। মুখ ফিরিয়ে নিলাম যাতে এই লজ্জাকর ছবি দেখতে না হয়। জর্মন ইতিহাসের বিখ্যাত কমাণ্ডারদের সঙ্গে তুলনা না করে পারলাম না। তাঁরা নেতৃত্বের আসন পেয়েছিলেন চরিত্রবল, আত্মসংযম ও অভিজ্ঞতার জন্য। বোহেমিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে মলট্কের অবিচলিত প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস তো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন মলট্কের প্রশান্তির উৎস তাঁর চরিত্রের গভীরে নিহিত যেখানে একটি উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধি অটল নৈতিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

---

* Walter Warlimont—Inside Hitler's Headquarters পৃঃ ৭৯-৮০

হিটলারের চরিত্রের গভীরে যা ছিল তা সম্পূর্ণ আলাদা। রাইষ-চ্যান্সেলারিতে এ-সময়ের বিশৃঙ্খলার মূলে স্বয়ং হিটলার। তাছাড়াও ছিল হেডকোয়ার্টারে সংগঠনের অভাব। যদিও হিটলারের হাতে সামরিক কমাণ্ড তুলে দেওয়ার ব্যাপারে ইয়ড্‌ল অনেকাংশে দায়ী, তবু নরওয়ে অভিযানের সংকটের মুহূর্তে তিনি বারবার হস্তক্ষেপ করে সংকটের মোকাবিলা করেছেন। এসময়ে রাইষচ্যান্সেলারিতে ও. কে. ডব্লিউর উচ্চপদস্থ অফিসারদের অবস্থিতি ক্ষতিকর হয়েছিল। এতে হিটলারের পক্ষে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গিয়ে ক্রমাগত তাদের নতুন নতুন ফরমাস করার সুবিধা হয়। কিন্তু নরওয়ে অভিযান পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় জর্মন কমাণ্ডব্যবস্থার দুর্বলতা অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন।"

হ্বারলিমণ্টের নরওয়ে যুদ্ধের মূল্যায়ন থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়। নরওয়ে অভিযান বিশেষভাবে হিটলারের নিজস্ব অভিযান এবং এর সাফল্যও বিশেষভাবে হিটলারের সাফল্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও হ্বারলিমণ্টের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই জয়ের পশ্চাতে একটি নিখুঁত ঘড়ির মতো পরিচালক মস্তিষ্ক অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করেনি। প্রথমত, ও. কে. ডব্লিউ ও ও. কে. এইচের তিক্ত সম্পর্কের কথাই ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেওয়ার হিটলারী সংকল্পের অর্থ সেনানায়কদের উপর তাঁর অনাস্থা। অন্যদিকে সেনানায়কদেরও হিটলারের এই দুরাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বিশেষত ও. কে. এইচের অধ্যক্ষ অর্থাৎ জর্মন স্থলবাহিনীর সেনাপতি হিটলারের এই প্রয়াসকে স্থলবাহিনীর চিরাচরিত অধিকার খর্ব করার কৌশল বলে ধরে নিয়েছিলেন। জর্মন স্থল-বাহিনীর সঙ্গে হিটলারের বিরোধ দীর্ঘকালের। হিটলার ক্ষমতায় আসার কিছুকালের মধ্যেই এই বিরোধের সূত্রপাত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও জর্মন জেনারেল স্টাফের সঙ্গে হিটলারের সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয়নি; বরং সম্পর্ক তিক্ততর হয়েছিল। সর্বোচ্চ কমাণ্ডে এই জাতীয় সম্পর্কের যা অনিবার্য পরিণতি শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিল। কিন্তু হ্বারলিমণ্টের অভিযোগ আরও গভীর। নিজের হাতে কমাণ্ড নিয়ে হিটলার অনুচিত কিম্বা অযৌক্তিক কাজ করেছেন, এই ধরণের প্রশ্ন তিনি তোলেননি। তাঁর প্রধান অভিযোগ, নিজের হাতে কমাণ্ড নিয়েও তিনি একটি সুনিয়মিত কমাণ্ড শৃঙ্খল স্থাপন করেননি। যান্ত্রিক সুশৃঙ্খলা ও অভ্যস্ততার সঙ্গে কর্তব্য পালনে সক্ষম সর্বোচ্চ কমাণ্ডের এমন একটি হেডকোয়ার্টার সংগঠিত করতে পারেননি। প্রধানত তিনি তাঁর নিজস্ব স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করেছেন; অনেক সময় ইয়ড্‌ল্‌-এর কথা শুনেও

চলেছেন। কিন্তু যুদ্ধচালনার এই রীতি কখনও পরাজয়ের ভার সইতে পারে না। বিশেষত যেখানে হিটলারের মতো নেতা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। হিটলারের মেজাজ সতত পরিবর্তনশীল। বিজয়ে অতিস্ফীত, পরাজয়ে বিষাদগ্রস্ত, প্রতি মুহূর্তে স্নায়ুর বিকারের লক্ষণ তাঁর মুখচ্ছবি ও কর্মে প্রতিফলিত। তাঁর কমাণ্ডব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ও চারিত্রিক ত্রুটি ভবিষ্যতের গর্ভে দুটি মারাত্মক বীজ।

এখানে নরওয়ে যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ ও জর্মানির কমাণ্ডব্যবস্থার তুলনা প্রাসঙ্গিক। জর্মানির কমাণ্ডব্যবস্থার ত্রুটি মূলত হিটলারের চরিত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। সুতরাং হিটলারকে সরিয়ে দিতে না পারলে এই ত্রুটির সংশোধন কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। বরং এই ত্রুটি ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কমাণ্ডব্যবস্থার ত্রুটি মূলত প্রশাসনিক এবং পরাজয়ের চাপে তার সংশোধন স্বাভাবিক ছিল। নরওয়ের পরাজয় ব্রিটেনে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কারের সূচনা করে।

১২

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিতর্ক: চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার পতন

নরওয়ের বিপর্যয়ে ব্রিটিশ জনমতকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সুতরাং বিরোধীদল যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর পার্লামেণ্টে একটি বিতর্ক দাবি করে। বিতর্ক শুরু হয় ৭ মে। পার্লামেণ্টের সদস্যরা চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে তিক্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষুব্ধ শুধু বিরোধীদলের সদস্যরাই নন, সরকারী পক্ষের সদস্যরাও। তাঁরাও বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে সুর মেলাতে শুরু করেন। চেম্বারলেনের প্রারম্ভিক ভাষণ সদস্যদের বিদ্রূপাত্মক ধ্বনির মধ্যে ডুবে যায়। সদস্যরা চেম্বারলেনকে তাঁর ৪ এপ্রিলের 'হিটলার বাস ফেল করেছেন'* এই বক্তৃতা স্মরণ করিয়ে দেন। বিতর্কে একটি অবিস্মরণীয় আবেগদীপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয় যখন তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সরকারী পক্ষের সদস্য লিওপোল্ড আমেরি লঙ্ পার্লামেণ্টের প্রতি ক্রমওয়েলের প্রচণ্ড আদেশ আবৃত্তি করে শোনান: You have sat too long here for any good that you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go !**

আমেরি[৬২] চেম্বারলেনের দীর্ঘকালের সহযোগী ও বন্ধু। তিনিও চেম্বারলেনের মতো বার্মিংহাম থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য। তাঁর কাছ থেকে এই আঘাতের অর্থ পরিস্কার।

৮ মের বিতর্ক একটি অনাস্থা প্রস্তাবের রূপ নেয়। বিরোধী দলনেতা হার্বার্ট মরিসন ভোট নেওয়ার দাবি জানান। চেম্বারলেন এই দাবি মেনে নিয়ে পার্লামেণ্টের সদস্যদের কাছে সরকারকে সমর্থনের আবেদন জানান। যুদ্ধপূর্ব যুগের 'পতঙ্গদষ্ট' দিনগুলির কথা মনে রাখলে এই আবেদন অন্যায় বলে মনে হবে না। সেই যুগের ভুলত্রুটি ও নিষ্ক্রিয়তার দায়িত্ব চেম্বারলেনের সঙ্গে সমভাবে তাঁদেরও। ৮ মের বিতর্কে চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে অব্যর্থ শরসন্ধান করেন লয়েড জর্জ। মাত্র বিশ মিনিট বক্তৃতা করেন লয়েড জর্জ।

---

* The Gatherning Storm পৃঃ ৫২৫

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৫২৫

তিনি বলেন : "তিনি (চেম্বারলেন) আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। যতকাল দেশের প্রকৃত নেতৃত্ব থাকবে, কোন্ লক্ষ্যের দিকে সরকার এগিয়ে যাচ্ছেন তা স্পষ্টভাবে জানা যাবে, যতকাল জাতির স্থিরবিশ্বাস থাকবে যে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা যথাসাধ্য করছেন, ততকাল জাতি সকলপ্রকার স্বার্থ-ত্যাগে প্রস্তুত।" ভাষণের উপসংহারের ব্যঙ্গ ও স্পষ্টভাষণের তুলনা মেলা ভার : "প্রধানমন্ত্রী এই আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করুন। কারণ এই যুদ্ধ-জয়ে অন্য কোনো ত্যাগই তাঁর পদত্যাগের মতো সহায়ক হবে না।"*

চার্চিল তাঁর ভাষণে সরকারকে সমর্থন করেন। এই যুদ্ধ পরিচালনায় চার্চিলের দায়িত্ব চেম্বারলেনের চেয়েও বেশি ছিল। কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্যদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য চার্চিল নন, চেম্বারলেন। চার্চিলের বিরুদ্ধে তাঁদের বিশেষ অভিযোগ ছিল না। তাঁরা চার্চিলকে পার্লামেন্টে চেম্বারলেনকে আড়াল করে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। লয়েড জর্জ তো সরাসরি চার্চিলকে বলেন : "তিনি যেন নিজেকে একটি বিমান আক্রমণের আশ্রয়ে পরিণত না করেন।" কিন্তু অদম্য চার্চিল থামেননি। তার তূণীরেও অব্যর্থ শরের অভাব ছিল না। লেবার পার্টিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন : "তাঁরা যেন যুদ্ধপূর্বযুগের শান্তিবাদের কথা ভুলে না যান। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার চারমাস আগেও তাঁরা সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের আইনের বিরুদ্ধতা করেছেন। সুতরাং আজ এই নিদারুণ বিপর্যয়ে সরকারকে দোষারোপ করার অধিকার নেই তাঁদের।"** বিতর্কের শেষে ভোট নেওয়ার পর দেখা গেল সরকারের সংখ্যাধিক্য কমে একাশিতে দাঁড়িয়েছে। ৩০ জন কনজারভেটিভ সদস্যের ভোট পড়েছে বিরোধীপক্ষে, আর ৬০ জন কনজারভেটিভ সদস্য ভোট দেননি। সুতরাং ভোট থেকে বোঝা গেল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও চেম্বারলেন ও তাঁর সরকার পার্লামেন্টের আস্থা হারিয়েছেন।

পরবর্তী ঘটনা চার্চিলের ভাষায়ই লিপিবদ্ধ করছি*** : "বিতর্কের পর তিনি (চেম্বারলেন) আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম পার্লামেন্টে তাঁর সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তিনি তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে আর চালানো সম্ভব নয়, জাতীয় সরকার হওয়া উচিত। কোনো দলের পক্ষেই আর একা এই দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়………

* পূর্বোক্ত বই ৫২৬

** পূর্বোক্ত বই ৫২৬

*** পূর্বোক্ত বই ৫২৭-৫৩২

"৯ মের সকালের ঘটনা পরম্পরা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু নিম্নোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল। সহযোগী ও বন্ধু হিসেবে স্যার কিংস্‌লি উড প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম মিঃ চেম্বারলেন জাতীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং যদি এই সরকারের নেতা না হতে পারেন, তবে তাঁর আস্থাভাজন কারুর জন্য তিনি পথ ছেড়ে দেবেন। বিকেল নাগাদ আমার ধারণা হল, আমার কাছে নেতৃত্ব গ্রহণের ডাক আসতে পারে। এই সম্ভাবনায় আমি উত্তেজিত অথবা শঙ্কিত হইনি। আমারও মনে হয়েছিল এই পন্থাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল ঘটনার আবরণ নিজে থেকেই উন্মোচিত হোক। বিকেলে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাউনিং স্ট্রিটে ডেকে পাঠালেন। সেখানে লর্ড হ্যালিফ্যাক্‌স্‌কে দেখলাম। সাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমাদের বলা হল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কথাবার্তার জন্য মিঃ এ্যাট্‌লি ও মিঃ গ্রিনউড আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

ওঁরা এলেন। আমরা তিনজন মন্ত্রী টেবিলের একদিকে বসলাম, অন্যদিকে বসলেন বিরোধী দলের নেতারা। চেম্বারলেন জাতীয় সরকার গঠনের জরুরী প্রয়োজনের কথা বললেন। জানতে চাইলেন লেবার পার্টি তাঁর নেতৃত্বাধীন জাতীয় সরকারে যোগ দেবে কিনা। বোর্ণমাউথে লেবার পার্টির সম্মেলন চলছিল তখন। স্পষ্ট বোঝাগেল তাঁদের দলের লোকজনের সঙ্গে কথা না বলে তাঁরা কোনো কথা দেবেন না। তবে তাঁরা আকারে ইঙ্গিতে জানালেন যে উত্তর অনুকূল হবে না। তারপর তাঁরা চলে গেলেন।

রোদের আলোয় উজ্জ্বল বিকেল। লর্ড হ্যালিফ্যাক্‌স্‌ ও আমি কিছুক্ষণ ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের বাগানে বসে কথাবার্তা বললাম। আলোচনার বিশেষ কোনো বিষয়বস্তু ছিল না। তারপর আমি অ্যাডমিরালটিতে ফিরে গেলাম। প্রায় সারারাত বিশেষ কাজে ব্যস্ত রইলাম।

১০ মের ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড খবর এল। অ্যাডমিরালটি, সমরদপ্তর ও বিশেষদপ্তর থেকে বাক্সভর্তি টেলিগ্রাম আসতে লাগল। জর্মনি তার দীর্ঘপ্রত্যাশিত আঘাত হেনেছে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম এই দুই দেশই আক্রান্ত। জর্মনরা সীমান্ত অতিক্রম করেছে অনেক জায়গায়। নেদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আক্রমণের জন্য জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি আরম্ভ হয়েছে।

দশটা নাগাদ স্যার কিংস্‌লি উড আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একটু আগেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আমাদের উপর ফেটে পড়েছে তার ফলে স্বপদে থাকা তাঁর পক্ষে

আবশ্যিক বলে মিঃ চেম্বারলেন মনে করেছেন। মিঃ উড তাঁকে বলেছেন : তাঁর ধারণা ঠিক উল্টো। এই নতুন সংকটে জাতীয় সরকার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। একমাত্র জাতীয় সরকারই এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। তিনি আরও জানালেন যে, মিঃ চেম্বারলেন তাঁর মতই মেনে নিয়েছেন। বেলা এগারটায় প্রধানমন্ত্রী আবার আমাকে ডাউনিং স্ট্রিটে ডেকে পাঠালেন। সেখানে আবার লর্ড হ্যালিফ্যাক্সেরও দেখা পেলাম। আমরা টেবিলে চেম্বারলেনের উল্টোদিকে বসলাম। তিনি আমাদের বললেন, তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে জাতীয় সরকার গঠন তাঁর সাধ্যাতীত। লেবার নেতাদের উত্তর পাওয়ার পর এ-বিষয়ে তাঁর আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল পদত্যাগ পত্র পেশ করার সময় তিনি রাজাকে কাকে ডেকে পাঠাবার পরামর্শ দেবেন। তাঁর হাবভাব শীতল, ক্ষোভহীন এবং শান্ত— বিষয়টির ব্যক্তিগত দিক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

রাজনৈতিক জীবনে বহু সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। তার মধ্যে এটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সাধারণত আমি অনেক কথা বলি। আজ আমি নীরব রইলাম। ... ... চেম্বারলেনের ধারণা জন্মেছিল এই সঙ্কটে আমার পক্ষে লেবার পার্টির আনুগত্য পাওয়ার অসুবিধা আছে। তিনি ঠিক কি শব্দব্যবহার করেছিলেন আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু অর্থ তাই ছিল। তাঁর জীবনীকার কিথ ফিলিং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, “তিনি লর্ড হ্যালিফাক্স্‌কেই বেশি পছন্দ করেছিলেন। যেহেতু আমি নীরব রইলাম, দীর্ঘ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। যুদ্ধবিরতি স্মরণে আমরা যে দু মিনিট নীরবতা পালন করি, সময়টা তার চেয়ে বেশি ছিল নিশ্চিত। অবশেষে হ্যালিফ্যাক্স্‌ কথা বললেন। তিনি লর্ড। তাঁকে হাউস অব্‌ কমন্সের বাইরে থাকতে হবে। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্তব্যপালন অত্যন্ত দুরূহ হবে। সবকিছুর জন্যই তাঁকে দায়ী করা হবে। অথচ যে সভার আস্থার উপর তাঁর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল, তাকে পরিচালনা করার কোনো ক্ষমতা তাঁর থাকবে না। কয়েক মিনিট ধরে তিনি এই ধরণের কথা বললেন। তারপর আমি প্রথম কথা বললাম। রাজার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি বিরোধীদলের সঙ্গে কথা বলব না। এখানেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কথা বার্তা শেষ হল।”

“রাজার কাছ থেকে ডাক এল বিকেল ৬টায়। রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেলেন কয়েকমিনিটের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। তিনি (রাজা) কয়েকমুহূর্ত আমার দিকে অনুসন্ধানী ও হেঁয়ালিভরা

দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন। বললেন : 'মনে হয় আপনাকে কেন ডেকেছি আপনি জানেন না।' আমিও রাজার মতো হাল্‌কা মেজাজে জবাব দিলাম : 'স্যার, কেন তা আমি একেবারেই ভেবে পাচ্ছি না।' তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, 'সরকার গঠন করতে বলছি আপনাকে। আমি বললাম : আমি নিশ্চয়ই তা করব।'

"আমার সরকার জাতীয় সরকার হতে হবে এমন কোনো শর্ত রাজা আরোপ করেন নি। এই শর্তের উপর রাজনির্দেশ নির্ভরশীল ছিল না বলেই আমার ধারণা।... আমি রাজাকে বললাম : 'লেবার ও লিবারেল পার্টির নেতাদের আমি এখুনি ডেকে পাঠাব। পাঁচ কিম্বা ছয়জন নিয়ে একটি সমর ক্যাবিনেট গঠন করব এবং মধ্যরাত্রির আগেই অন্তত পাঁচটি নাম তাঁকে জানাব।' এরপর বিদায় নিয়ে আমি অ্যাডমিরালটিতে ফিরে গেলাম। রাত্রি সাতটা থেকে আটটার মধ্যে মিঃ এ্যাটলি দেখা করতে এলেন। সঙ্গে মিঃ গ্রিনউড। আমার উপর সরকার গঠনের নির্দেশ আছে বলে আমি তাঁকে জানালাম। জানতে চাইলাম লেবার পার্টি এই সরকারে যোগ দেবে কিনা। তিনি বললেন, তাঁরা যোগ দেবেন। আমি তাঁদের একতৃতীয়াংশের কিছু বেশি আসন দেওয়ার প্রস্তাব করলাম। পাঁচ কিম্বা ছয়জনের সমর ক্যাবিনেটে তাঁদের থাকবে দুটি আসন।

রাত্রি ১০টার মধ্যে রাজাকে পাঁচটি নামের তালিকা পাঠিয়েদিলাম। মিঃ চেম্বারলেন থাকলেন কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেন্ট রূপে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স্[৬৩] বিদেশ দপ্তর পেলেন। এ্যাটলি,[৬৪] গ্রিনউড,[৬৫] আলেকজাণ্ডার,[৬৬] হার্বার্ট মরিসন[৬৭], ডাল্টন[৬৮] প্রমুখ নেতারা মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। জাতীয় সরকার গঠিত হল।" ১০ মের রাত্রিতে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন চার্চিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

চার্চিল এই সংকটপূর্ণ কয়েকটি দিনের বিবরণের যে অসামান্য উপসংহার করেছেন তা এখানে তুলে দিলাম : "রাজনৈতিক সংকটে পূর্ণ এই কয়েকটি দিনের কোনো মুহূর্তেই আমার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হয়নি। সর্বকিছু যেমন এসেছে, গ্রহণ করেছি। তবু এই সত্য বিবরণের পাঠকের কাছে আমি গোপন করবনা যে, রাত্রি তিনটায় যখন আমি শুতে গেলাম, তখন এক গভীর স্বস্তির অনুভূতি সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। অবশেষে সমগ্র ক্ষেত্রের উপর নির্দেশ দেওয়ার অধিকার আমি পেলাম। মনে হল যেন

আমি ভাগ্যের সঙ্গে হাঁটছি। আমার অতীত জীবন যেন এই মুহূর্তও এই ' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমাত্র ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল এইসব কিছু সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানি এবং আমি নিশ্চিত জানতাম, আমি ব্যর্থ হবনা। অতএব প্রভাতের জন্য অধীর হয়ে থাকলেও গভীর নিদ্রামগ্ন হলাম। আমার সুখস্বপ্নের প্রয়োজন ছিল না। বাস্তব স্বপ্নের চেয়েও মধুর।"

১৩

হলুদ নির্দেশ (Directive Yellow)

১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই জর্মন জেনারেল স্টাফ্ ফ্রান্স আক্রমণের জন্য শ্লাইফেন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জর্মন বাহিনী শ্লাইফেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্রান্স আক্রমণ করে। কিন্তু ১৯৩৯-এর যুদ্ধ পুরোপুরি হিটলারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জর্মন জেনারেল স্টাফের কোনো উৎসাহ ছিল না। বিরুদ্ধতা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুই রণাঙ্গণে যুদ্ধের বিভীষিকা ছিল। পূর্ব রণাঙ্গণে জর্মন সৈন্যের একটি হাল্কা পরদা রেখে এবং পশ্চিম রণাঙ্গণে জর্মানির শক্তি কেন্দ্রীভূত করে আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতে ফ্রান্সকে ধরাশায়ী করে দেওয়া শ্লাইফেন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এবার রাশিয়া শত্রু নয়, মিত্র। অতএব দুই রণাঙ্গণে যুদ্ধের সম্ভাবনাও নেই। তাছারা পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, পরিস্থিতির এই জাতীয় ব্যাখ্যা মেনে নিতে চায়নি জর্মন জেনারেল স্টাফ্। জর্মানির পোল্যাণ্ড অভিযানের সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এক ধরণের নিরুৎসাহিত দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র হিটলার আবার তাঁর শান্তি অভিযান শুরু করেন। সুতরাং পোল্যাণ্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরও শান্তি ফিরে আসা সম্ভব এই ধারণা জেনারেল স্টাফের কাছে অবাস্তব মনে হয়নি।

কিন্তু জেনারেল স্টাফের জন্য প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। পোল্যাণ্ড যেদিন আত্মসমর্পণ করল অর্থাৎ ঠিক ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে হ্বেরমাখ্টের তিনটি শাখার সেনাপতিদের এক বৈঠকে হিটলার এই বছরেই ফ্রান্স অক্রমণের প্রস্তাব করলেন। সেনাপতিরা হতবাক্ হয়ে গেলেন। আক্রমণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। কোন পথে অভিযান চালাতে হবে তাও বললেন। অভিযান বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মাস্ট্রিক্ট অ্যাপেনডিক্স হয়ে ফ্রান্সে ঢুকবে। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হবে। কারণ, বেলজিয়ামে ও ফরাসী জেনারেল স্টাফের মধ্যে গোপন লেনদেন চলছে।

বলা বাহুল্য, ফ্রান্স আক্রমণের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর

নেতৃবর্গ প্রবল প্রতিবাদ জানালেন। জেনারেল লীব[৬৯], ব্রাউশিৎস, বুণ্ডস্টেট্, বক প্রত্যেকেই এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করলেন। পোল্যাণ্ডে যে সব মোটরায়িত ও সাঁজোয়া বাহিনী যুদ্ধ করেছে তাদের আবার যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করতে সময় লাগবে। নভেম্বরের মাঝামাঝির আগে তা কিছুতেই সম্ভব নয় : রাইন সীমান্তরক্ষার জন্য মোতায়েন সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর : সামরিক সাজসরঞ্জাম ও গোলাবারুদের ঘাটতিও প্রচুর ; গ্যোরিঙ্ও জানতেন ১৯৩৯-এ অভিযান আরম্ভ করা সম্ভব নয়। অতএব ১৯৪০-এর বসন্তের আগে পশ্চিম রণাঙ্গণে সার্থক অভিযান শুরু করা সম্ভব নয় —সেনাপতিদের এই সিদ্ধান্ত হিটলারকে জানিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু হিটলারকে টলানোর সাধ্য সেনাপতিদের ছিল না। ৯ সেপ্টেম্বর ও. কে. ডব্লিউর এল সেকসানের অধ্যক্ষ জেনারেল হ্বোরলিমণ্ট ও. কে. এইচকে জানিয়ে দিলেন, হিটলার ২৫ নভেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ করার দিন ধার্য করেছেন। অত তাড়াহুড়ার কারণ. 'সেনাপতি সময়' জর্মনির পক্ষে নয়, বিপক্ষে। কোনো মতেই আর দেরি নয়। নিরুপায় জেনারেল স্টাফ্ ১৯ নভেম্বর নাগাদ ফ্রান্স আক্রমণের প্রথম পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন। এই পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম হল—Aufmarschanweisung Gelb*—হলুদ নির্দেশ। জেনারেল স্টাফের নিরুৎসাহিত মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে এই পরিকল্পনা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ বাহিনী থেকে ফরাসী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য ঘেণ্ট অভিমুখী একটি আবেষ্টনী সৈন্য সঞ্চালন। যুগপৎ ব্রিটেন আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য বিমান ও নৌঘাঁটি দখল করা হবে।

শ্লাইফেন পরিকল্পনার সঙ্গে ও. কে. এইচের গেল্‌ব্ খসড়ার কিছুটা মিল থাকলেও, এই খসড়ার লক্ষ্য ও মেজাজ আলাদা। শ্লাইফেন পরিকল্পনার আসল কথা কানি ধরণের বিধ্বংসী যুদ্ধ। জর্মন বাহিনী বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে গিয়ে পারীর পশ্চিমে আঘাত হানবে। তারপর হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে ফরাসী বাহিনীকে পিছন দিক থেকে ঠেলে নিয়ে যাবে। গুঁড়ো করে দেবে সুইৎসারল্যাণ্ড ও জুরায়। কিন্তু গেল্‌ব্ খসড়ার অগ্রগতির অক্ষ ছিল পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম। শ্লাইফেনের নিষ্পত্তিকামী অসমসাহসিক প্রেরণার কোনো সম্পর্কও এতে ছিল না।

গতানুগতিক সম্মুখ যুদ্ধের ভিত্তির উপরই এই খসড়া রচিত হয়েছিল। এতে সুনিশ্চিত জয় আসতে পারে এমন কোনো পথও এতে দেখানো হয়নি।

---

* Aufmarschanweisung Gelb.

হিটলার গেল্‌ব্‌ পছন্দ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অভিযান আরম্ভ করার দিন ১২ নভেম্বর এগিয়ে এনে হালডেরকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। ২৫ অক্টোবর একটি সামরিক কনফারেন্সে হিটলারের মনে একটি নতুন সম্ভাবনার কথা উঁকি দেয়। হঠাৎ তিনি ব্রাউশিৎসকে প্রশ্ন করেন: প্রধান আক্রমণকে যদি দক্ষিণ মেউজ অভিমুখে পরিচালিত করা হয় তাহলে কি শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব? এই প্রসঙ্গে তিনি আমিয়্যাঁর নামও উল্লেখ করেন। তারপর সম্মুখের প্রসারিত ম্যাপে নামুরের দক্ষিণের মেউজ থেকে চ্যানেল উপকূল পর্যন্ত সোজা একটি লাইন টেনে দেন। জেনারেল বক লিখছেন, হিটলারের এই লাইন টানা দেখে ব্রাউশিৎস ও হালডের বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে চলে যান।

২৯ অক্টোবর ও কে এইচ একটি সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করেন। পুরনো পরিকল্পনায় পশ্চিম রণাঙ্গনে তিনটি আর্মি গ্রুপ নিয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল। জেনারেল বকের নেতৃত্বাধীন আর্মি গ্রুপ 'বি'র বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল জেনারেল বকের আর্মি গ্রুপের উপর। জেনারেল রুন্‌ড্‌স্টেটের নেতৃত্বাধীন ছিল আর্মি গ্রুপ 'এ'। ল্যুক্‌সেমবুর্গ ও দক্ষিণ বেলজিয়ামের আর্দেন অঞ্চলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল আর্মি গ্রুপ 'এ'। জেনারেল ফন লীবের নেতৃত্বাধীন আর্মি গ্রুপ 'সি'র অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল মাজিনো রেখার বিপরীত দিকে। এই সংশোধিত পরিকল্পনায় উত্তরে বকের আর্মি গ্রুপেই ভারকেন্দ্র থাকলেও এখন তা কিছুটা দক্ষিণে সরিয়ে আনা হল। এই নতুন পরিকল্পনায় চারটি পানৎসার ডিভিশন সহ চতুর্থ আর্মি নামুরের উত্তরে ও দক্ষিণে মেউজ পার হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনায়ও লিডেল হার্ট যাকে পরোক্ষ দৃষ্টিকোণ (Indirect approach) বলেছেন, তা ছিল না। এবারেও প্রত্যাশিত পথে সম্মুখ যুদ্ধের ব্যবস্থা সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত রেখায় আক্রমণ নয়।* এই পরিকল্পনাও হিটলারের পছন্দসই হয়নি। ঠিক পরদিনই ইয়ড্‌লকে তিনি একটি নতুন "আইডিয়া'র কথা বলেন। আইডিয়াটি হল: সেদাঁয় পৌঁছোবার জন্য আর্দেনের আরলঁ ফাঁক (পূর্ব থেকে পশ্চিম) ব্যবহার। এই প্রথম জর্মন সমরনায়কদের মধ্যে সেদাঁর নাম উচ্চারিত হল।

প্রায় একই সময়ে আর একজন সমরনায়কও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সেদাঁর নাম উচ্চারণ করেন। তিনি জেনারেল ফন মানস্টাইন। আর্মি গ্রুপ 'এ'র

---

* Line of least expectation

সেনাপতি জেনারেল রুনৃড্‌স্টেটের প্রতিভাবান চীফ্‌ অভ্‌ স্টাফ্‌। পেশাদার সৈনিকদের মধ্যে যাঁরা গেল্‌ব্‌ পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন মানস্টাইন তাঁদের অন্যতম। হলুদ নির্দেশের অনুপুঙ্খ পরিক্ষার পর রুনৃড্‌স্টেট ও মানস্টাইন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে এই পরিকল্পনায় সাফল্য এলেও তা আংশিক হতে বাধ্য। মানস্টাইনের মতে এই আংশিক সফলতার জন্য দ্বিতীয়বার পশ্চিম রণাঙ্গনে এই প্রচণ্ড যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানে নেই। একমাত্র সুনিশ্চিত ও সম্পূর্ণ বিজয়ের জন্যই এই যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং একটি স্মারকপত্রে গেল্‌ব্‌ খসড়া সম্পর্কে তিনি তার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়াইর সাফল্য নির্ভর করবে বেলজিয়াম অথবা সোমের উত্তরে বিন্যস্ত শত্রুসেনার শুধু পরাজয়ে নয়, তাদের পিছনে ঠেলে দেওয়ার উপরে নয়, তাদের সামগ্রিক বিনষ্টির উপর। এই লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখে আক্রমণের ভারকেন্দ্র আরো দক্ষিণে সরিয়ে দিতে হবে। এই অভিযানের অক্ষ প্রসারিত হবে নামুর থেকে আরা-বুলইঁন রেখার মধ্য দিয়ে। তাতে বেলজিয়ামে মিত্রশক্তির পক্ষকে শুধু সোমের দিকে হঠিয়ে দেওয়াই সম্ভব হবে না। এই বাহিনীকে সোমে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে। জর্মন বাহিনীর বাম পার্শ্বকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে হবে। কারণ, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ফরাসী প্রত্যাঘাত আসার সম্ভাবনা থাকবে। মানস্টাইনের সিদ্ধান্ত হল : মিত্রশক্তি বেলজিয়ামে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেওয়ার মতো মারাত্মক ভুল করবে। এই জাতীয় অনুমান সঙ্গত নয় ; কিন্তু যদি তা করে তবে অশ্রুতপূর্ব বিজয় জর্মানির করায়ত্ত হবে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি গামেল্যাঁর[১০] প্লান ডি এই ভুলের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রথম দিকে মানস্টাইনের[১১] পরিকল্পনায়ও উত্তরের আর্মি গ্রুপ 'বি'র উপরেই আক্রমণের ভারসাম্য ন্যস্ত হয়েছিল। কিভাবে পানৎসারদের ব্যবহার করা হবে সে বিষয়েও কোনো নির্দেশ ছিল না। সে'দা কিম্বা আর্দেনের নামও এতে ছিল না। কিন্তু এই পরিকল্পনা হিটলারের আইডিয়ার মতো অস্পষ্ট ছিল না। এর মূল সূত্রটি মানস্টাইন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ছকে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত সোমে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর উত্তরের শাখাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ নতুন।

মানস্টাইনের চিন্তাকে সমর্থন করেন রুনৃড্‌স্টেট। মানস্টাইন যে পরিকল্পনা ও. কে. এইচে পাঠান তাতে রুনৃড্‌স্টেটের স্বাক্ষর ছিল। ব্রাউশিৎস এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজী না হলেও রুনৃড্‌স্টেটের পরামর্শে তিনি আর্মি গ্রুপ 'এ'র সঙ্গে দ্বিতীয় পানৎসার বাহিনী ও দুটি মোটরায়িত ব্যাটালিয়ন যুক্ত

করেন। কিন্তু ও কে. এইচ এই পরিকল্পনাকে আর্মি গ্রুপ 'এ'র কোলে বেশি ঝোল টানার চেষ্টা বলেই মনে করেছিল; অতএব হিটলারের কাছে মানস্টাইনের ছক পাঠানো হয়নি।

মানস্টাইনের মস্তিষ্কের সন্তানের হয়তো ভ্রূণেই বিনাষ্টি ঘটত যদি হিটলার তার 'নতুন আইডিয়ার' কথা ভুলে যেতেন। কিন্তু তিনি তা ভোলেননি। ১১ নভেম্বর ও. কে. এইচের এক বিজ্ঞপ্তিতে আর্মি গ্রুপ 'এ' ও 'বি'কে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, হিটলার আর্মি গ্রুপ 'এ'র দক্ষিণ পার্শ্বে একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন তৃতীয় বাহিনী সংগঠনের আদেশ দিয়েছেন। এই বাহিনী সে'দার দিকে বিদ্যুৎবেগে এগোবে। এই বাহিনী গঠিত হবে গুডেরিয়ানের উনিশ কোর* নিয়ে। এতে থাকবে একটি মোটরায়িত ও দুটি পানৎসার ডিভিশন। কিন্তু এই সেদাঁর ধাক্কার পরিকল্পনা সত্ত্বেও প্রধান আক্রমণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল আর্মি গ্রুপ 'বি'র উপরেই।

অভিযান আরম্ভের দিন কিন্তু পিছিয়ে গেল। প্রধান কারণ খারাপ আবহাওয়া। তাছাড়া ও. কে. এইচের অনিচ্ছাও ছিল। ২১ নভেম্বর মানস্টাইন ব্রাউশিৎসকে আর একটি স্মারকলিপি পাঠান। কিন্তু ও. কে. এইচ এটিরও কোনো গুরুত্ব দেয়নি। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু করতে দেরি হচ্ছে। হেবরমাখট্ও যুদ্ধ আরম্ভ করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু হিটলার অস্থির হয়ে উঠেছেন। ২৩ নভেম্বর তিনি একটি সামরিক কনফারেন্স আহ্বান করেন। এতে হেবরমাখ্‌ট্‌, লুফ্‌ট্‌হ্বাফে ও নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা থেকে কোর কমাণ্ডার পর্যন্ত সবাইকে ডাকা হয়। এই বৈঠকে হেবরমাখ্‌টের সেনাপতিদের সম্পর্কে হিটলার তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। নতুন হেবরমাখ্‌টের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে নাৎসী পার্টির জন্য। অথচ এই পার্টির উপরই কোনো আস্থা নেই হেবরমাখ্‌টের। আর্মির অনাস্থা সত্ত্বেও নতুন নতুন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা বৃহত্তর জর্মনির সৃষ্টি হয়েছে। বিসমার্কের পর তিনিই প্রথম জর্মন বাহিনীর সম্মুখে এক রণাঙ্গনে যুদ্ধের সুযোগ এনে দিয়েছেন। এক রণাঙ্গনের যুদ্ধে তিনি ফ্রান্সকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন। এই মুহূর্তে জর্মনির কাছে যে সুযোগ এসেছে, ছ'মাস পরে আর এই সুযোগ থাকবে না। বেলজিয়াম কিম্বা হল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা মেনে চলার প্রশ্নই ওঠে না। কারন, বিজয়ী জর্মনিকে কেউ প্রশ্ন করবে না। ইউবোট ও মাইনযুদ্ধেও ব্রিটেন পরাজিত হবে।

---

* XIX Corps

যুদ্ধ না করার জন্য তিনি হ্বেরমাখ্‌টকে সৃষ্টি করেননি। স্থলবাহিনীর নেতৃবর্গের উপরই পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ভর করছে। কারণ, জর্মন সৈনিকের তুলনা নেই। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। সাহসিক নেতৃত্ব না দিয়ে তাঁরা যুদ্ধের বিপক্ষে নানারকম ওজর আপত্তি তুলছেন। আর ওজর আপত্তি নয়। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। "যদি এই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হই—বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত—তাহলে আমাদের যুগ জাতির ইতিহাসে স্থান পাবে। আমার কথা বলতে পারি—এই যুদ্ধে আমি জিতব অথবা মরব। আমার জাতির পরাজয়ের পর আমি বেঁচে থাকব না।"

এই বৈঠক থেকে জর্মন জেনারেলরা প্রায় ভীরুতার অপবাদ নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ভীরুতার অপবাদ ক্ষালনের জন্য শীতকালেই গেল্‌ব্‌ কার্যকর করতে কৃতসংকল্প হলেন জর্মন জেনারেল স্টাফ্‌। কিন্তু গেল্‌ব্‌ পরিকল্পনা সম্পর্কে মানস্টাইন তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। এই পরিকল্পনায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধ হতে পারে না। নভেম্বরের শেষাশেষি তাঁর সঙ্গে জেনারেল গুডেরিয়ানের কথাবার্তা হয়। আর্দেনের মধ্য দিয়ে ভারী বর্মিত বাহিনী নিয়ে সেদাঁয় পৌঁছনো সম্ভব কিনা—এবিষয়ে তিনি গুডেরিয়ানের অভিমত জানতে চান। গুডেরিয়ান দ্বিধাহীন উত্তর দিলেন। সম্ভব, যদি যথেষ্ট পানৎসার ডিভিশন থাকে। গুডেরিয়ানের অভিমত মানস্টাইনের সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ় করে। ৩০ নভেম্বর মানস্টাইন ও. কে. এইচে তাঁর তৃতীয় স্মারকলিপি পাঠান। ও. কে, এইচ এটিকে আর উপেক্ষা করতে পারেনি। হালডেরকে[৭২] তাঁর লিখিত মতামত দিতে হল। কিন্তু তিনি আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলেন। কেননা মানস্টাইনের আসল বক্তব্য ছিল অভিযাত্রীবাহিনীর শক্তিকেন্দ্র শ্‌হ্বোরপোঙ্‌কৃট (Schwerpunkt) সম্পর্কে। কিন্তু হালডেরের উত্তর হল এবিষয়ে অভিযান আরম্ভ হওয়ার আগে কিছু বলা যাবে না। প্রথম কয়েকটি সংঘর্ষ হয়ে যাওয়ার পর বোঝা যাবে শক্তিকেন্দ্র কোথায় থাকবে। তখনই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। কিন্তু তবু মানস্টাইন থামেননি। ৬ ডিসেম্বর তিনি তাঁর চতুর্থ স্মারকলিপি পাঠান। এতে তিনি প্রস্তাব করেন শক্তিকেন্দ্র থাকবে আর্মি গ্রুপ 'এ'-তে। আর্মি গ্রুপ 'এ' সোজা সোমের মুখের দিকে এগিয়ে যাবে।

একজন অধীনস্থ জেনারেলের নিজস্ব অভিমত প্রতিষ্ঠার জন্য এই অধ্যবসায় ও. কে. এইচ সহ্য করেনি। জেনারেল মানস্টাইনকে পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে জর্মানির পূর্ব প্রান্তে একেবারে স্টেট্টিনে বদলী করে দেওয়া হল। স্বভাবতই ও. কে. এইচ ভেবেছিল এরপর মানস্টাইন আর গেল্‌ব্‌ নিয়ে

ঘাটাঘাটি করবেন না। এতদিনেও ও. কে. এইচ হিটলারকে মানস্টাইন পরিকল্পনার বিন্দুবিসর্গ জানায়নি।

ডিসেম্বরেও আবহাওয়ার উন্নতি হল না। ঘন কুয়াসা ও তুষার—এই দুইয়ে মিলে আবহাওয়াকে অভিযানের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে তোলে। ২৮ ডিসেম্বর হিটলার ইয়ড্‌ল্‌কে বলেন, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি যদি আবহাওয়ার উন্নতি না হয় তাহলে বসন্তের আগে আর আরম্ভ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আবহাওয়ার উন্নতি হল। অতএব আক্রমণের তারিখ ধার্য হল ১৭ জানুয়ারী। প্রায় ষাট ডিভিশন সৈন্য বেলজিয়াম ও ওলন্দাজ সীমান্ত অতিক্রম করে অগ্রসর হবে। বকের আর্মি গ্রুপ 'বি'-তেই কেন্দ্রিত হল পদাতিক ও বর্মিত বাহিনীর প্রধান শক্তি।

মেচ্‌লেনের ঘটনা

ঠিক এই মুহূর্তে মেচ্‌লেনের দুর্ঘটনা গেল্‌ব্‌ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিল। সূচনা করল জর্মনির পক্ষে পরম সুদৈবের। যা মানস্টাইনের অবিশ্রাম অধ্যবসায়ে সম্ভব হয়নি, মেচ্‌লেনের ঘটনায় তা অনায়াসে সম্ভব হল।

৯ জানুয়ারী মুনস্টেরের জর্মন ছত্রীবাহিনীর মেজর হেলমুথ রাইনবের্গের দ্বিতীয় বিমানবহরের হেডকোয়ার্টার কোলোইন থেকে জরুরী আহ্বান পান। সেখানে একটি অত্যন্ত গোপন বৈঠকে যোগ দিতে হবে। রাত্রিতে স্থানীয় বিমানবাহিনীর কেন্দ্রে রাইনবের্গের নেমন্তন্ন ছিল। রাইনবের্গের কোলোইনে যাবেন শুনে এই কেন্দ্রের স্টেশন কমাণ্ডার তাঁকে বিমানে কোলোইনে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করেন। তিনি রাজী হন। কিন্তু স্থির হল, আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত থাকলেই বিমানে যাবেন, নচেৎ নয়।

পরদিন সকালে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। একটি ছোট বিমানে (Me 108) তিনি রওনা হন। তাঁর ব্রিফ্‌কেস গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দলিলে ঠাসা। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে জর্মন বিমান আক্রমণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল ব্রিফ্‌-কেসে। মেঘমুক্ত আকাশ। মেজর হ্যোনমান্‌স নিরুদ্বেগে বিমান চালাচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। একটু পরে হ্যোনমান্‌সের খেয়াল হল তিনি অনেক পশ্চিমে চলে গেছেন। বিমানের মুখ ফেরালেন হ্যোনমান্‌স। ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানের এনজিন বন্ধ হয়ে গেল। কোনোক্রমে এক বরফে ঢাকা ঝোপে বিমান নামালেন হ্যোনমান্‌স। নেমেই ম্যাপ দেখে রাইনবের্গের

চমকে উঠলেন। তাঁদের বিমান মাসট্রিকুটের কয়েক মাইল উত্তরে বেলজিয়ামে মেচ্‌লেনের কাছে নেমেছে। রাইনবের্গের লাফিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে সামরিক দলিলগুলি আগুন দিয়ে পোড়াতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর লাইটার জ্বলল না। একজন বেলজিয়ান চাষীর কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে আগুন জ্বালালেন। একটি একটি করে কাগজ আগুনে দিতে লাগলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। আগুনের ধোঁয়া তাঁদের অস্তিত্ব গোপন রাখতে দিল না। পুলিশ তাঁদের থানায় নিয়ে গেল। সেখানে রাইনবের্গের দ্বিতীয়বার জ্বলন্ত স্টোভে সব কাগজপত্র গুঁজে দিলেন। কিন্তু থানার বেলজিয়ান ক্যাপ্টেনের চেষ্টায় দলিলগুলি সব পুড়ল না। কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হল। তৎক্ষণাৎ দলিলগুলি বেলজিয়ান সামরিক হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেওয়া হল। এই দলিল থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জর্মনি আবার বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণে উদ্যত। বেলজিয়ান সামরিক হেড-কোয়ার্টার থেকে এই খবর পৌঁছে গেল মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদে।

১১ জানুয়ারি সকাল ১১-৪৫ মিনিটে ইয়ড্‌ল্‌ হিটলারকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেন। অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়েন হিটলার। ইয়ড্‌ল ডায়েরিতে লিখছেন : "শত্রুর হাতে যদি সবগুলি ফাইল পড়ে থাকে তবে পরিস্থিতি বিপজ্জনক।" হেগে জর্মন সামরিক আত্তাসে লেঃ জেঃ হ্বেনিগের বন্দী মেজর রাইনবের্গেরের সঙ্গে দেখা করে জানালেন—রাইনবের্গের বলছেন সব ফাইল পোড়ানো হয়েছে। যা অবশিষ্ট ছিল তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে অবশিষ্ট দলিলগুলি থেকে অভিযানের একটা অস্পষ্ট রূপরেখার বেশি কিছু জানতে পারেনি মিত্রপক্ষ। কিন্তু জর্মন হাই কমাণ্ড কখনই জানতে পারবে না এ বিষয়ে ঠিক কতটা মিত্রপক্ষ জেনেছে।

ইতিমধ্যে আবার আবহাওয়ার অবনতি ঘটল। আরো তিনবার আক্রমণের দিন স্থগিত রাখতে হল। ১৬ জানুয়ারি হিটলার নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন, অনির্দিষ্ট কালের জন্য গেল্‌ব্‌ স্থগিত থাকবে। অভিযানকে আবার ঢেলে সাজাতে হবে। নতুন ভিত্তির উপর নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মী হিটলারের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেছিলেন, সন্দেহ নেই। যে ঘটনা তখন দুর্দৈব বলে মনে হয়েছিল, আসলে তা সুদৈব হয়েই এসেছিল। মেচ্‌লেনের দুর্ঘটনা না ঘটলে জানুয়ারীতেই যুদ্ধ শুরু হত এবং তাহলে জর্মনির বিজয় অবধারিত ছিল একথা বলা চলে না। মেচ্‌লেনের ঘটনার ফলে অভিযান পিছিয়ে গেল, মানস্টাইন পরিকল্পনা গৃহীত হল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম বিজয়ের পথ প্রশস্ত হল।

অন্যদিক থেকে ভেবে দেখলেও মনে হয়, মেচ্‌লেনের ঘটনা জর্মনির পক্ষে দেবতার আশির্বাদ। এই ঘটনায় বসন্তকাল পর্যন্ত অভিযান পিছিয়ে যায়। এতে জর্মন হাইকমাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গেল্‌ব্‌ পরিকল্পনাকে পরীক্ষা করে দেখার সময় পায়। শুধু তাই নয় এতে বারবার রণক্রীড়া করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় পাওয়া যায়। অন্য একটি কারণেও হাইকমাণ্ড এই ঘটনায় বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। এতে মিত্রপক্ষের আত্মরক্ষার পরিকল্পনা জর্মন হাইকমাণ্ডের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই মেচ্‌লেনের ঘটনায় মিত্রপক্ষ বুঝতে পারে জর্মন আক্রমণের আর দেরি নেই। এবং সেই আক্রমণ হচ্ছে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সুতরাং মিত্রপক্ষের ডাইল-ব্রেডা পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করা হয়। অর্থাৎ শক্তিশালী ফরাসী ও ব্রিটিশ বাহিনী বেলজিয়াম সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে আসে। জর্মন আক্রমণ আরম্ভ হওয়া-মাত্র এই বাহিনী বেলজিয়ামে অগ্রসর হবে। ফরেন আর্মিজ ওয়েস্ট (Foreign Armies West) নামে ও. কে এইচের গোয়েন্দা বিভাগ মিত্রপক্ষের ব্যূহ রচনার খবর হাই কমাণ্ডকে পৌঁছে দেয়। মিত্রপক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর বেলজিয়ামের দিকে অগ্রসর হওয়ার আরো একটি অর্থ ছিল, যা জর্মন ব্যূহ রচনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীগুলির বেলজিয়ামের দিকে অগ্রগতি নিয়মেউজে শত্রুসৈন্যের শক্তি ও ব্যূহরচনা কৌশলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। অতএব মেউজে কোরার নবম আর্মির দুর্বলতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শত্রু পক্ষের ব্যূহরচনাকৌশল এমনভাবে উদ্ঘাটিত হওয়ায় বেলজিয়ামে প্রবলতম শত্রুসৈন্যের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে ও কে. এইচ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে মানস্টাইন পরিকল্পনার যৌক্তিকতাও আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। এই পরিকল্পনা গৃহীত হলে শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ফাঁদে পড়বে। শুধু তাই নয়. গামেলাঁার মজুত বাহিনীও মানস্টাইনের জালে জড়িয়ে যাবে ও মেচ্‌লেনের ঘটনায় জর্মন আক্রমণ পরিকল্পনার আভাস পেয়ে গামেলাঁা ব্রেডা পরিবর্তনামে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করেন উত্তরের বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে। তার ফলশ্রুতি: ফ্রান্সের যে মজুত বাহিনীকে মানস্টাইন সোমে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভেবেছিলেন, সেই বাহিনী স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে তার জালে ধরা দিল।

কিন্তু মানস্টাইন পরিকল্পনার এই সব সুবিধাসত্ত্বেও হালডের এই পরিকল্পনা মেনে নিতে চাইলেন না। মেচ্‌লেনের ঘটনার দুদিন পরে রুন্‌ড্‌স্টেট মানস্টাইনের ষষ্ঠ ও শেষ স্মারকলিপি জোসেনে পাঠান। তিনি ও. কে. এইচকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যেন এটি হিটলারের

কাছে পাঠানো হয়। এবারও ও. কে. এইচ রুন্ড্স্টেটের এই অনুরোধ রাখেনি।

২৫ জানুয়ারি জেনারেল ব্রাউশিৎস কোবলেনৎসে এলে মানস্টাইন প্রধান সেনাধ্যক্ষকে সোজাসুজি বলেন যে, তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনে চরম সিদ্ধান্ত চাচ্ছেন না এবং সাধারণভাবে ও. কে. এইচের আক্রমণাত্মক অভিযান সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। নতুবা শক্তিকেন্দ্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। তিনি মোলট্কের সূত্র উদ্ধার করে বলেন যে, প্রারম্ভিক সেনাবিন্যাসের ত্রুটি কখনও সংশোধন করা সম্ভব নয়। এই স্পষ্টভাষণের ফল মানস্টাইন দুদিনের মধ্যে পেয়ে গেলেন : স্টেটিনে বদলীর আদেশ এল।

মানস্টাইন বিদায় নেওয়ার দুদিন আগে ৭ ফেব্রুয়ারি কোবলেনৎসে রুন্ড্স্টেট আর্মি গ্রুপ 'এ'র প্রথম রণক্রীড়ার* অনুষ্ঠান করেন। হালডের উপস্থিত ছিলেন। রণক্রীড়া দেখে তিনি বুঝতে পারলেন মানস্টাইনের পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করার অবকাশ আছে এবং তিনি কোবলেনৎস থেকে চলে আসার আগেই এই পরিকল্পনার একটি সুপারিশ কার্যকরী করার নির্দেশ দেন : গুডেরিয়ানের ১৯ পানৎসার কোরের সেদাঁয় মেউজ অতিক্রমণ ১৪ মোটরায়িত কোরের দ্বারা সমর্থিত হবে। স্টেটিনে চলে যাওয়ার আগে তাঁর সুপারিশটি কার্যকর হওয়ার সংবাদ জেনে গিয়েছিলেন মানস্টাইন।

কোবলেনৎসের কাছে মাইয়েনে ১৪ ফেব্রুয়ারি রণক্রীড়া চলতে থাকে। মানস্টাইন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন। এই রণক্রীড়ায় গুডেরিয়ান ও হালডেরের মধ্যে একটি বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। গুডেরিয়ান চাইলেন আক্রমণ শুরু হওয়ার পঞ্চম দিনে তিনি তাঁর পানৎসার বাহিনী নিয়ে মেউজ পেরোবেন কারণ, পানৎসার আক্রমণের আসল কথা হল : অতর্কিতে একটি চূড়ান্ত বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আঘাত হেনে এমন একটি গভীর তীরের ফলা তৈরী করা যার পার্শ্ব নিয়ে ভাবনার কোনো কারণ থাকবে না। হালডের বিরক্ত হয়ে গুডেরিয়ানের যুক্তিকে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে মেউজ পেরিয়েই গুডেরিয়ান তাঁর পানৎসার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন না। কারণ পদাতিক বাহিনী মেউজে না পৌঁছোন পর্যন্ত পানৎসার আক্রমণ শুরু করা সম্ভব নয়, আর পদাতিক বাহিনীর মেউজে আসতে অন্তত নয় দিন লাগবে। রুন্ড্স্টেট এই বিতর্কে হালডেরের পক্ষ নেন।

* War Game.

রণক্রীড়া শেষ হওয়ার পরও এই বিতর্ক থামেনি। অতএব এবিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এই বিতর্কের ফলে জর্মন জেনারেল স্টাফ্ সেদাঁ অঞ্চলের গুরুত্ব আরো গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করল এবং মানস্টাইন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধের পরিকল্পনায় যে সুদৈব প্রতি পদক্ষেপে জর্মানির সহায় হয়েছিল তার সর্বশেষ দান হল স্টেট্টিনে চলে যাওয়ার আগে মানস্টাইনের সঙ্গে হিটলারের প্রধান অ্যাড্‌জুটেণ্ট কর্নেল স্মুন্‌ড্‌টের সাক্ষাৎকার। রণাঙ্গন পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন স্মুন্‌ড্‌ট। রুন্‌ড্‌স্টেটের হেডকোয়ার্টারে মানস্টাইনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় তাঁর। এই আলোচনার আগে স্মুন্‌ড্‌ট মানস্টাইনের পরিকল্পনার কথা একেবারেই শোনেননি। এই পরিকল্পনার সঙ্গে হিটলারের 'আইডিয়ার' বিস্ময়কর মিল দেখে স্মুন্‌ড্‌ট স্তম্ভিত হয়ে যান। ২ ফেব্রুয়ারি বের্লিনে ফিরে এসে স্মুন্‌ড্‌ট এই আালাচনার কথা হিটলারকে জানান। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তিনি মানস্টাইনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু হিটলার সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বললে ও. কে. এইচের নেতারা ক্ষুব্ধ হতে পারেন। সুতরাং মানস্টাইন ও আরো চারজন নবনিযুক্ত কোর কমাণ্ডারকে হিটলারের সঙ্গে ব্রেকফাস্টে ডাকা হল। এ'রা নতুন কাজে যোগ দেওয়ার আগে হিটলারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাবেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি এ'রা ব্রেকফাস্টে এলেন। মানস্টাইন সকাল থেকে রাত ২টা পর্যন্ত চ্যান্সেলারিতে থেকে গেলেন। এই গোটা সময়টা মানস্টাইন হিটলারকে তাঁর পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ব্যাখ্যা করে শোনালেন। পরম আগ্রহে শুনলেন হিটলার।

পরদিন ব্রাউসিৎস ও হালডেরকে চ্যান্সেলারিতে ডেকে পাঠালেন ফ্যুরর। মানস্টাইনের পরিকল্পনাটি নিজের বলে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। ব্রাউসিৎস ও হালডের ফিরে এলেন জোসেনে। এরপর মানস্টাইন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের বিরূপতা ভুলে গেল ও. কে. এইচ। নতুন উদ্যমে জর্মন জেনারেল স্টাফ্ যে পরিকল্পনা তৈরী করল তার নাম দেওয়া হল সিকেল-স্নিট (Sichelsnit)। ফ্রান্সের বিধিলিপি সম্পূর্ণ হল।

সিকেলস্নিট

২৪ ফেব্রুয়ারি নাগাদ নতুন নির্দেশ তৈরী হয়ে গেল। গেল্‌ব্ পরিকল্পনার যে সব সংশোধনের কথা মানস্টাইন বলেছিলেন তার চেয়ে

অনেক বেশি সংশোধিত হয়ে গেল্‌ব্‌ সিকেলশ্নিটে পরিণত হল। শক্তি কেন্দ্র (Schwerpunkt) নিয়ে বিতর্কের অবসান হল এতদিনে। শক্তি কেন্দ্র থাকবে আর্মি গ্রূপ 'এ'র রণাঙ্গনে। লিডেল হার্টের ভাষায় বকের আর্মি গ্রূপ 'বি' মাতাদরের লালজামার ভূমিকা নেবে। আর্মি গ্রূপ 'বি' গামেলঁ্যাকে হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামে নিয়ে আসবে আর রুন্‌ড্‌স্টেট্‌ আসল আঘাত হানবেন অন্যত্র। ১৯১৪-র শ্লাইফেন পরিকল্পিত অভিযানকে লিডেল হার্ট একটি ঘূর্ণায়মান দরজার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সিকেলশ্নিট পরিকল্পনাও ঘূর্ণায়মান দরজার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু দরজাটা ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার মতো। ফরাসীরা যখন উত্তরে এগোবে জর্মনরা যাবে দক্ষিণে। বকের বাহিনীকে ৪৩ ডিভিশন থেকে ২৯½ ডিভিশনে কমিয়ে আনা হয়। আর্মি গ্রূপ 'বি'র সঙ্গে রইল মাত্র ৩টি পানৎসার ডিভিশন। কিন্তু শক্তি কমানো হলেও বকের আর্মি গ্রূপের ভূমিকার গুরুত্ব কমেনি। মাতাদরের লালজামার ভূমিকা নিলেও এই আর্মি গ্রূপ নকলযুদ্ধ করবে না। প্রকৃত যুদ্ধই করবে। কারণ যুদ্ধের অভিনয় করলে মিত্রপক্ষীয় ষাঁড় মাথা ঘুরিয়ে রুন্‌ড্‌স্টেটের পার্শ্বকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।

সিকেলশ্নিট পরিকল্পনায় জর্মন সেনানিবাস :

উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে তাকালে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জর্মন সেনা বিন্যাসের চেহারা এইরকম দাঁড়ায়। প্রথমত আর্মি গ্রূপ 'বি' ক্যুচ্‌লেরের অষ্টাদশ আর্মি এবং রাইষেনাউর ষষ্ঠ আর্মি ; দ্বিতীয়ত, আর্মি গ্রূপ 'এ' (সর্বসমেত ৪৫½ ডিভিশন) : ক্লাগের চতুর্থ আর্মি, লিস্টের দ্বাদশ আর্মি এবং বুশের ষোড়শ আর্মি ; তৃতীয়ত, আর্মি গ্রূপ 'সি' (লীব) প্রথম এবং সপ্তম আর্মি। যে সাতটি পানৎসার ডিভিশন রুন্‌ড্‌স্টেটকে দেওয়া হয়েছিল, সব কয়টি কেন্দ্রীভূত করা হল লুক্সেমবুর্গ ও দক্ষিণ বেলজিয়ামের বন্দুর অঞ্চল ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ফরাসী হাইকমাণ্ড এই অঞ্চলকেই এতকাল দুর্ভেদ্য বলে মনে করতেন। ইস্পাতের এই ফ্যালাংক্‌স্‌ দিনাঁ ও সেদাঁর মাঝামাঝি মেউজ পেরোবে।

প্রধান অক্রমণ হবে সেদাঁয়। এর দায়িত্ব ন্যস্ত হল গুডেরিয়ানের উনিশ পানৎসার কোরের উপর। এতে থাকবে প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম পানৎসার ডিভিশন। পানৎসার কোরকে সমর্থন করবে হিটলারের বাছাইকরা এস. এস. রেজিমেণ্ট গ্রসডয়েট্‌স্‌লাণ্ড মোটরায়িত পদাতিক বাহিনী এবং ফন হ্বাইটের-শাইমের চতুর্দশ মোটরায়িত কোর। আরো উত্তরে রাইনহার্টের কোরের

ষষ্ঠ ও অষ্টম পানৎসার ডিভিশন ম'তের্মের দিকে এগিয়ে যাবে। হথের কোর মেউজ পার হবে দিনাঁয়। গুডেরিয়ান ও রাইনহার্টের[৭৩] পাঁচটি পানৎসার ডিভিশন নিয়ে একটি আর্মার্ড গ্রুপ গঠিত হল। এই গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন ইউয়াল্‌ড্‌ ফন ক্লেইস্‌ট্‌। ব্রিটেনের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ মানস্টাইন কিম্বা গুডেরিয়ান এই গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত হলে ডানকার্কের উদ্‌বাসন সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

হিটলারের নির্দেশে পানৎসার বাহিনীর নানা গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন করা হয়। কামান সাজানো, ভারী মার্ক ৩ ও মার্ক ৪ ট্যাঙ্কের অধিকাংশ ক্যুচলেরের অষ্টাদশ আর্মি থেকে সরিয়ে ক্লেইস্‌ট্‌ ও রুন্‌ড্‌স্টেটের অধীনে নিয়ে আসা হয়। মেউজের অপর তীরে ফরাসী বাংকার চূর্ণ করার জন্য এধরণের ট্যাঙ্ক আবশ্যিক ছিল। আরো কয়েকটি বিশেষভাবে হিটলারের মস্তিষ্কপ্রসূত ছোটখাট অভিযানও সিকেলস্নিটের অঙ্গীভূত হল। এগুলো হল প্যারাসুট ও গ্লাইডারের সাহায্যে সৈন্য নামিয়ে বেলজিয়ান ও হল্যাণ্ডের কয়েকটি সেতু ও দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা।

শেষ পর্যন্ত সিকেলস্নিট এক আশ্চর্য সুন্দর পরিকল্পনায় পরিণত হয়। এই পরোৎকৃষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অর্থ প্রায় জয়কে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা। শত্রুকে প্রতারিত করার সুচিন্তিত কৌশল এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, আর্মি গ্রুপ 'বি'র প্রধান কাজ যুদ্ধে জয় নয়, ইঙ্গ-ফরাসী বাহিণীকে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত রাখা। দ্বিতীয়ত, জেনারেল লীবের আর্মি গ্রুপ 'সি'র ভূমিকা হল মাজিনো রেখার উপর যেকোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পরার সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, যাতে মাজিনো দুর্গশ্রেণীর রক্ষী মজুতবাহিনীকে রুন্‌ড্‌স্টেটের পার্শ্ব আক্রমণের জন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়। কারণ লীবের অভিপ্রায় ফরাসীকমাণ্ডের পক্ষে আন্দাজ করারও কোনো উপায় ছিল না। অতএব বক ও লীবের প্রধান দায়িত্ব শত্রুকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যাওয়া নয়। আসলে এদের দুজনেরই রুন্‌ড্‌স্টেটের বিপরীত দায়িত্ব। কিন্তু সিকেলস্নিটের প্রকৃত মহিমা লিডেল হার্ট যাকে বলেছেন আক্রমণের সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত পথ—সেই পথ ধরে আক্রমণের পরিকল্পনা। প্রথমত, আর্দেন অঞ্চল ফরাসী হাইকমাণ্ডের মতে পুরোপুরি দুর্ভেদ্য। এই অঞ্চল রক্ষার জন্য জেনারেল কোরার[৭৪] অধীনে যে বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল তা একটা হাল্‌কা আবরণ মাত্র। সুতরাং আর্দেন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জর্মন আক্রমণ ফরাসী হাইকমাণ্ডের কাছে সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত। দ্বিতীয়ত, মেউজ অতিক্রম করার পর জর্মন বাহিনীর

লক্ষ্য সম্পর্কে শত্রুপক্ষকে রীতিমত ধাঁধার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। পানৎসার বাহিনী কোন দিকে যাবে ? সে কি বাঁয়ে ঘুরে পিছন দিক থেকে মাজিনো দুর্গশ্রেণীকে ঘিরে ফেলবে ? সোজা এগিয়ে গিয়ে পারী দখল করবে ? অথবা ডানে ঘুরে চ্যানেলের দিকে দৌড়োবে ? ফরাসী হাইকমাণ্ডের পক্ষে জর্মন পানৎসারদের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সহজ ছিল না। লিডেল হার্টের 'পরোক্ষ দৃষ্টিকোণের রণনীতির' দ্বিতীয় সূত্র হল আক্রমণকারীর অগ্রগতির পথের কয়েকটি বিকল্প সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন যাতে আক্রমণকারীর প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে শত্রু ধাঁধায় থাকে। সিকেলস্নিট এই দ্বিতীয় সূত্রের আশ্চর্য সার্থক রূপায়ন।

যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করায় জর্মন বাহিনীর যান্ত্রিক দক্ষতার কথা মনে রাখলে সিকেলস্নিট প্রণয়নের পর জর্মন বিজয় অবধারিত ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু জর্মন জেনারেল স্টাফের সন্দেহ সহজে যায়নি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, যত রণক্রীড়া হতে থাকল, জেনারেল স্টাফ্ ততই বিজয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে লাগলেন। 'ফরেন আর্মিজ ওয়েস্টের' কাছ থেকে মিত্রপক্ষের সেনাবিন্যাসের যে খবর পাওয়া গেল তাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হল। 'ফরেন আর্মিজ ওয়েস্টে'র* খবর হল : অগ্রসরমান ব্যূহভেদী জর্মন বাহিনীর অনায়াসভেদ্য দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণের জন্য গামেল্যাঁর পক্ষে বড়জোর ৪১ থেকে ৪৮ ডিভিশন সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যে ১২ থেকে ১৭টি ডিভিশন তৃতীয় শ্রেণীর। এই গোটা বাহিনীকে জড় করে আক্রমণ করার জন্য যে দ্রুতি ও স্থিরমতি আবশ্যিক ফরাসী হাইকমাণ্ডের কাছে তা প্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু মেউজ অতিক্রমণের বিন্দুগুলি সম্পর্কেও বৈমানিক পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন খুব আশাব্যঞ্জক ছিল গোটা শীতকাল পর্যবেক্ষণ বিমান খুব উঁচু দিয়ে উড়ে গিয়ে এই অঞ্চলের ফটো তুলেছে। মেজর ফন স্টিওট্রা এই ফটোর প্রিণ্টগুলি মাইক্রোস্কোপে দেখে যে প্রতিবেদন পাঠান তাতে বলা হয় যে, মাজিনো রেখা যেখানে বাড়ানো হয়েছে সেখানকার রক্ষাব্যবস্থা তখনও অসম্পূর্ণ।

অবশেষে জেনারেল স্টাফের এই গভীর প্রত্যয় জন্মালো যে, জর্মন বাহিনী এক অভাবিত বিজয়গৌরবের অধিকারী হতে চলেছে। এই বিশ্বাস সমগ্র হেবরমাখ্‌ট্‌কে উজ্জীবিত করল। এই বিশ্বাস বিজয়কেও সুনিশ্চিত করল। কারণ, যে কোনো সৈন্যবাহিনীর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস।

---

* সৈন্যবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগ

বিজয় সম্পর্কে জেনারেল স্টাফের যে সব সন্দেহ ঘুচে গেছে হালডেরের ডায়েরি তার প্রমাণ। এপ্রিল মাস থেকে তাঁর ডায়েরিতে আত্মপ্রত্যয়ের এক নতুন সুর ধ্বনিত হতে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে জর্মনির মজুত বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ফমের[৭৫] উক্তিতে এই প্রত্যয়ের সুর আরো স্পষ্ট: এক ধাক্কায় আমরা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম পার হয়ে যাব এবং ১৪ দিনে ফ্রান্সকে শেষ করে দেব। মার্চ মাসের মাঝামাঝি রুজভেল্টের শান্তিদূত সামনার[৭৬] ওয়েল্সকে চিয়ানো বলেন, 'রিবেনট্রপের দৃঢ় বিশ্বাস জর্মন বাহিনী পাঁচ মাসের মধ্যে সামরিক জয় অর্জন করতে পারবে। গ্যোরিঙ্ ও সামনার ওয়েল্সকে বলেন: 'জর্মনির হাতে এখন তুরুপের সব কটি তাস।'

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জর্মন সমর নায়কদের বিজয় সম্পর্কে এই নিশ্চিতি বাহ্বাস্ফোট মাত্র নয়। এই নিশ্চিতির মূলে সিকেলস্নিটের সম্পূর্ণতা। ফ্রান্সের যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হবে যে, সিকেলস্নিটের মতো এমন একটি অনুপ্রাণিত সামরিক পরিকল্পনা ইতিপূর্বে আর উদ্ভাবিত হয়নি। অবশ্য সিকেলস্নিটের পরিণত রূপের সব কৃতিত্ব মানস্টাইনের একথা বলা চলে না। মানস্টাইনের রণনীতিক প্রতিভা, হিটলারের প্রেরণালব্ধ সহজজ্ঞান এবং ও.কে.এইচ ও হালডেরের প্রায়োগিক দক্ষতার মিলনে সিকেলস্নিট তার পরিণত রূপ লাভ করে।

রণনীতির দিক থেকে বিচার করলে সিকেলস্নিট একটি নিখুঁত রণনীতিক ছক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধজয়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রাখলে সিকেলস্নিটের ত্রুটি চোখে পড়ে। সিকেলস্নিট প্রণয়নে ও.কে.এইচের সব চেষ্টা ব্যয় হয়েছিল একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানে। সমস্যাটি ছিল সেদাঁর ভেদন*। কিন্তু ভেদনের পর জর্মনবাহিনীর কোনো স্থির লক্ষ্য নিরূপিত হয়নি। সেদাঁ পেরিয়ে জর্মন বাহিনী কোন দিকে যাবে? পারী না ইংলিশ চ্যানেল? মার্চের মাঝামাঝি হিটলার গুডেরিয়ানকে প্রশ্ন করেন, "তারপর আপনি কি করবেন?" অর্থাৎ মেউজ পেরিয়ে সেদাঁয় সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করে গুডেরিয়ান কোন দিকে যাবেন। এর আগে আর কেউ এই প্রশ্ন করেননি। গুডেরিয়ান উত্তর দিয়েছিলেন, "অন্য কোনো আদেশ না পেলে আমি পশ্চিমদিকে অগ্রগতি অব্যাহত রাখব। সর্বোচ্চ কমাণ্ডকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার লক্ষ্য আমিয়ঁ্যা কিংবা পারী। আমার মতে ঠিক

* Breakthrough

পন্থা হবে আমিয়ঁ্যা পেরিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে পৌঁছোনো।" গুডেরিয়ানের কথা শুনে হিটলার মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন কিন্তু আর কিছু বলেননি। তিনি লিখছেন, "মেউজের সেতুমুখ দখল করার পর কি করতে হবে সে বিষয়ে আমি আর কোনো আদেশ পাইনি।"* সিকেলস্নিটের মারাত্মক ত্রুটি এখানে। শেষ পর্যন্ত হয়তো এই ত্রুটির জন্যই বিজয় জর্মানির করায়ত্ত হল না, ডানকার্কের উদ্বাসন সম্ভব হল। ব্রিটেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারল। ও. কে. এইচ কিম্বা হিটলার কেউই সিকেলস্নিট বিদ্যুৎগতিতে যে প্রচণ্ড বিজয় নিয়ে আসবে তা ভাবতে পারেননি। ও. কে. এইচ কিছুতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্নের ফরাসী বিজয়ের কথা ভুলে যেতে পারেনি। খ্রীষ্টমাস কেকের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো ফ্রান্সকে যে এত অনায়াসে বর্মিত বাহিনী দিয়ে দুভাগ করে দেওয়া যেতে পারে, মার্ন লড়াইয়ের স্মৃতি সেকথা ও.কে এইচকে ভাবতে দেয়নি। বর্মিত বাহিনী দিয়ে ফ্রান্সকে দুভাগ করে কানির বিধ্বংসী যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে, ফ্রান্সকে জর্মন বর্মের এক আঘাতে ধরাশায়ী করে দেওয়া যেতে পারে একথা কারুর মনে আসেনি। এবং আসেনি বলেই ডানকার্কের উদ্বাসন সম্ভব হয়েছিল। যদি সিকেলস্নিটে সেদাঁর ভেদনের পরবর্তী পর্ব নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত হত, তবে হয়তো ডানকার্ক পর্যন্ত গুডেরিয়ানের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেওয়ার হিটলারী নির্দেশ আসত না। যে নতুন রণনীতি ও রণকৌশলের ভিত্তিতে সিকেলস্নিট রচিত হয়েছে, তা এর আগে রণাঙ্গনে পরীক্ষিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য পোল্যাণ্ডে ও নরওয়েতে এই রণনীতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পোল্যাণ্ড কিংবা নরওয়ের সঙ্গে জর্মানির সামরিক শক্তির কোনো তুলনা চলে না। অতএব এই দুই দেশে জর্মানি অসামান্য সাফল্য লাভ করলেও তা যে নিছক ব্লিৎসক্রীগের জন্যই সম্ভব হয়েছে তা বোঝা যায়নি। কিন্তু ফ্রান্সে যুদ্ধ হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধবিজয়ী ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে। এবং সংঘর্ষ হবে মূলত প্রধান বিশ্বযুদ্ধে অপরাজিত ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে। একটি নতুন সামরিক তত্ত্ব ও তার কুশলী প্রয়োগ এক সপ্তাহের মধ্যে এত বড় দেশের মর্মভেদ করে তার রক্ষা ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে—এই ধরণের দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখার সাহস হিটলারের ছিল না। জর্মন হাই-কমাণ্ড তো দূরের কথা। পক্ষকালের মধ্যে সিকেলস্নিট শত্রুপক্ষের যে বিপর্যয় নিয়ে আসবে, তার সামান্য ইঙ্গিতও যদি আগে ধরা পড়ত তাহলে বিজয়লক্ষ্মী জর্মানিকেই বরণ করে নিত। মার্নের স্মৃতিতে জর্মন সমর-

* **Panzer Leader-Guderion পৃঃ ৯২**

নায়কদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল। হিটলারের চোখেও ছিল একই অস্বচ্ছতা। আসন্ন যুদ্ধ ও তার ফলাফল ও.কে. এইচ ও হিটলারের মন অধিকার করেছিল। ফরাসী সেনাবিন্যাসের ছক জানার পর সিকেলস্নিট রচিত হয়। অতএব এরপর জর্মানির বিপুল জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। অতএব বিজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে সিকেলস্নিট রণাঙ্গণে প্রয়োগের আগেই একটি অনুগামী ব্রিটেনবিজয়ের পরিকল্পনা তৈরী করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি কারণ, ও.কে. এইচ ও হিটলার ফ্রান্সের যুদ্ধে বিজয়ে বিশ্বাসী হলেও কার্যত যে অশ্রুতপূর্ব বিজয় এসেছিল, তাতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

১৪

যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় পক্ষের সামরিক শক্তি

১৯৪০-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে উভয় পক্ষের ব্যূহিত বাহিনীর তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে যে বর্মিত বাহিনী ও সৈন্যসংখ্যায় উভয় পক্ষের শক্তির সমতা ছিল। বায়ুশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল জর্মানির। যুদ্ধে মিত্র-শক্তির বিপর্যয়ের পর থেকে দীর্ঘদিন অবশ্য এই ধারণা ছিল যে, সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা সাঁজোয়া বাহিনী ও বায়ুশক্তিতে ফ্রান্স জর্মানির চেয়ে হীনবল ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছু ফরাসী জেনারেল এই জাতীয় ধারণা প্রচার করেন। তাঁরা এভাবেই যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রচণ্ড পরাজয়ের সাফাই গাইতে চেষ্টা করেন, যেমন জেনারেল জর্জ[৭৭] (যুদ্ধ পরিচালনায় যার স্থান ছিল ঠিক জেনারেল গামেল্যাঁর নীচে) লিখছেন*: "১৯৪০-এ জর্মন বাহিনী, বিশেষত জর্মন সাঁজোয়া বাহিনী ও বায়ুশক্তি আমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল।" কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে যে সংখ্যার দিক থেকে উভয় পক্ষের শক্তি প্রায় সমান ছিল। দুই পক্ষের সামরিক ঐতিহাসিকদের পরি-সংখ্যানে অবশ্য পরস্পরবিরোধী তথ্য রয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে উভয় পক্ষের শক্তি সমতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সৈন্যসংখ্যা

জেনারেল গামেল্যাঁর** হিসেবমতো উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মিত্রপক্ষের ছিল ১৪৪টি ডিভিশন, জর্মানির ১৪০টি। হানস এডলফ্ জাকবসন হিটলারের শক্তির যে হিসেব দিয়েছেন তা হল : পশ্চিমে ১৩৬টি জর্মন ডিভিশন, মিত্র-পক্ষের ১৩৭টি। জেনারেল গামেল্যাঁ ও জাকবসনের হিসেবের পার্থক্য খুব বেশি নয়।

জেনারেল গামেল্যাঁর হিসেব অনুযায়ী সবশুদ্ধ ফরাসী ডিভিশন ছিল

---

* General Roton-র Années Cruciales, নামক গ্রন্থের ভূমিকায়

** Wilhelmstrasse Documents

১০১টি। তার মধ্যে ছিল ৩টি হাল্‌কা বর্মিত ডিভিশন, ৪টি বর্মিত ডিভিশন ও ৫টি হাল্‌কা অশ্বারোহী ডিভিশন। এই ১০১টি ফরাসী ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১১টি ব্রিটিশ ডিভিশন, ২২টি বেলজিয়ান ডিভিশন এবং ১০টি ওলন্দাজ ডিভিশন। সর্বসাকুল্যে ১৪৪টি ডিভিশন। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল লুগাঁ ফরাসী সেনার মহাফেজখানার দলিলপত্র ঘেটে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোন তা একটু আলাদা। তাঁর সিদ্ধান্ত হল : ফ্রান্সের সবশুদ্ধ ১১৪টি ডিভিশন ছিল। তার মধ্যে ৯২টি পদাতিক ডিভিশন, ৬টি হাল্‌কা ও ভারী বর্মিত ডিভিশন এবং ৬টি অশ্বারোহী ডিভিশন। মোট ১০৪টি ডিভিশন। এই ১০৪-এর সঙ্গে মাজিনো দুর্গশ্রেণীতে ও অন্যান্য দুর্গে মোতায়েন ১০ ডিভিশন যোগ দিলে দাঁড়ায় ১১৪ ডিভিশন। কর্নেল লুগাঁর হিসেব সঠিক বলে ধরে নিলে সর্বসাকুল্যে মিত্রপক্ষীয় ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৭ ডিভিশন। কারণ ফরাসী ১১৪ ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ, বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ ডিভিশন। জর্মনদের ছিল ১৩৬ ডিভিশন। সুতরাং যেভাবেই মিত্রপক্ষের শক্তির হিসেব করা হোক্ না কেন, জর্মন সৈন্যসংখ্যা তাদের চেয়ে বেশি ছিল না।

উভয় পক্ষের সেনাবিন্যাস আরো খুঁটিয়ে দেখলে ওই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয়। মোট ফরাসী ডিভিশনের এক তৃতীয়াংশ ও একটি ব্রিটিশ ডিভিশন মাজিনো রেখায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। মাজিনো রেখার মুখোমুখি ফন লীবের আর্মি গ্রুপ 'সি'তে ছিল ১৯টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদাতিক ডিভিশন। সক্রিয় রণাঙ্গনে অর্থাৎ যেখানে ফ্রান্সের যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় ফ্রান্স ও জর্মনির সেনা বিন্যাস এই রকম : জেনারেল বিলোতের[৭৮] আর্মি গ্রুপ ১ (বেলজিয়ামে জর্মন আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কা এই গ্রুপকেই সহ্য করতে হয়): ২৯ ডিভিশন ফরাসী সৈন্য, ২২ ডিভিশন বেলজিয়ান সৈন্য ও ৯ ডিভিশন ইংরেজ সৈন্য। এর সঙ্গে ছিল ফরাসী দ্বিতীয় আর্মির ৭টি ডিভিশন। ১০টি ওলন্দাজ ডিভিশন ও ৪টি ফরাসী বর্মিত ডিভিশন। মোট ৮১ ডিভিশন।

অন্যদিকে জর্মন আর্মি গ্রুপ 'বি'তে ছিল ২৯ ডিভিশন এবং আর্মি গ্রুপ 'এ'তে ৪৫ ডিভিশন—মোট ৭৪ ডিভিশন। এর মধ্যে ১০টি ছিল বর্মিত বাহিনী। অতএব মিত্রপক্ষের ৮১ ডিভিশনের বিরুদ্ধে ছিল জর্মনির ৭৪ ডিভিশন। যুদ্ধারম্ভের চারদিনের মধ্যেই ওলন্দাজ বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং এই ১০টি ওলন্দাজ ডিভিশন এই হিসেব থেকে বাদ দিলেও সক্রিয় রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের মোট ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১। আর জর্মনির ৭৪।

অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে প্রায় সম্পূর্ণ শক্তিসমতা।* গামেলাঁ্যা লিখছেন :** সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় রণাঙ্গনেই শক্তিসমতা ছিল। নিষ্ক্রিয় রণাঙ্গনে বরং মিত্রপক্ষের শক্তি বেশি ছিল। সেখানে মিত্রপক্ষের ৩৭ ডিভিশনের বিরুদ্ধে জর্মানির ছিল ১৯ ডিভিশন। অর্থাৎ মিত্রপক্ষের শক্তি এখানে জর্মানির দ্বিগুণ। প্রকৃতপক্ষে এই অনুপাতের চেয়েও ফরাসী শক্তি বেশি ছিল। কারণ মাজিনো রেখার মতো দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীর শক্তি বহু ডিভিশন ফরাসী সৈন্যের সমতুল্য। ফরাসী বাহিনীতে নিয়মিত আর্মি অফিসারের সংখ্যা ছিল ৩৯,০০০। ১৯৩৫ পর্যন্ত ভার্সেই সন্ধির শস্ত্রসংকোচক ধারার দ্বারা জর্মন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ থাকায় জর্মন বাহিনীতে নিয়মিত আর্মি অফিসারের সংখ্যা ছিল অনেক কম। শিক্ষিত মজুত সৈন্যও কম ছিল জর্মনদের।

ট্যাঙ্ক

১৯৪০-এর মে মাসে জর্মন ট্যাঙ্ক বাহিনীর চেয়ে ফরাসী ট্যাঙ্ক বাহিনী অনেক হীনবল ছিল—এই ধারণা দীর্ঘকাল অবিসংবাদিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে পাওয়া নতুন তথ্যের আলোকে এই ধারণা সঠিক বলে মনে হয়না। এই ধারণা যথার্থ বলে সাধারণ্যে প্রচারিত হলে পরাজয়ের গ্লানি ও কলঙ্ক অনেকটা লঘু হয়। তাই অনেক ফরাসী জেনারেল জেনেশুনে সত্যের অপলাপ করেছেন। তাছাড়া ভিশি সরকার পরাজয়ের দায়িত্ব তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের নেতাদের উপর চাপাতে চেয়েছিলেন। তাদের অভিযোগ ছিল এই নেতারা ফরাসীবাহিনীকে অত্যাবশ্যক সমরোপকরণ, এমন কি যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাঙ্কও সরবরাহ করেন নি। সুতরাং ফরাসী বাহিনী যে পরাজিত হবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে। পরাজয়ের দায়িত্ব সৈন্যবাহিনীর নয়, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের নেতাদের।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের ট্যাঙ্ক সংখ্যা কত ছিল—সে বিষয়ে ফরাসী কর্তৃপক্ষের কোনো স্থির হিসেব নেই। ফরাসী বাহিনীর ইতিহাস বিষয়ক শাখার*** প্রধান জেনারেল কসে ব্রিসাক সামরিক বিভাগের

---

* Col Lugand—Les Forces en presence qu 10 Mai 1940 পৃঃ ৫-৪৮

** Gamelin—Wilhemstrasse Documents I পৃঃ ৩০৯-১৪

*** Service Historique

নথিপত্র ঘেঁটে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোন তা হল : ১০ মে সবশুদ্ধ ৩,১০০ ট্যাঙ্ক ছিল ; তার মধ্যে আধুনিক ট্যাঙ্ক ছিল ২,২৮৫টি।

আবার ১০ মে-তে ফরাসী দুজিয়েম ব্যুরো* হিসেব হল : ফ্রান্সের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য জর্মনদের ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ ট্যাঙ্ক ছিল। এই হিসেব যে পুরোপুরি অবাস্তব তা গামেল্যাঁর উক্তি থেকে ধরা পড়ে। ১৩ মে দালাদিয়ে এই পরিসংখ্যান সম্পর্কে গামেল্যাঁকে প্রশ্ন করেন। গামেল্যাঁর উত্তরে দালাদিয়ে হতবাক্ হয়ে যান ! গামেল্যাঁর উত্তর** হল, যদি কোনো ভাবে জর্মনরা এত ট্যাঙ্ক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, সেই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যই এই তথ্য পরিবেষণ করা হয়েছে। পরে সংসদীয় তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাছে সাক্ষ্যে গামেল্যাঁর তাঁর ভুল স্বীকার করেন। জর্মন ট্যাঙ্কের সংখ্যা সম্পর্কে তিনি দালাদিয়েকে যা বলেছিলেন তা সত্য নয়। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, দুজিয়েম ব্যুরোর এই ভুল তথ্য তিনি জেনেশুনে সমর্থন করেছিলেন কারণ এই তথ্য প্রচার করে তিনি ফরাসী জনমতকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে জর্মন দলিলপত্রের বিস্তৃত অধ্যয়নের পর হানস জাকবসেনের*** সিদ্ধান্ত হল : পশ্চিম রণাঙ্গনে জর্মন ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২,৫০০। তাঁর আত্মস্মৃতিতে জেনারেল গুডেরিয়ানের পরিসংখ্যান হল ২,৮০০। যুদ্ধক্ষম ট্যাঙ্ক ছিল ২,২০০। গুডেরিয়ানের মতে সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম য়োরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী ট্যাঙ্কবাহিনী ছিল ফ্রান্সের।......তাছাড়া ফরাসী ট্যাঙ্কের বর্ম ও কামানের ব্যাস জর্মন ট্যাঙ্কের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও গতিবেগ ও নিয়ন্ত্রণের সুবিধা বেশি ছিল জর্মন ট্যাঙ্কের।

গুডেরিয়ানের এই উক্তি† যথার্থ। বর্ম ও কামানে ফরাসী ট্যাঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত জর্মানির ১০টি সাঁজোয়া ডিভিশনের প্রায় অর্ধেক ট্যাঙ্ক ছিল মার্ক ১ ও মার্ক ২ মডেলের। মার্ক ১—৬টনী ছোট জর্মন ট্যাঙ্ক। ১৩ মিঃ মিঃ পুরু হাল্‌কা ইস্পাতের বর্মে মোড়া এই ট্যাঙ্ক মাত্র দুটি মেসিনগানে সজ্জিত।

* Deuxième Bureau (গোয়েন্দা বিভাগ)

** গামেল'্যার সাক্ষ্য—Evenements II পৃঃ ৩৮২-৮৩

*** Hans-Adolf Jacobsen: Der Zweite Weltkrieg in Chronik documenten

† Panzer Leader পৃঃ ৭২

মার্ক ২র ওজন ৮টন কিন্তু বর্ম একই রকমের। কিন্তু এতে ছিল ২০ মিঃমিঃ ব্যাসের কামান ও দুটি মেসিনগান। মার্ক ৩—১৬টনী ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্ক ৩৩ মিঃমিঃ পুরু ইস্পাতে মোড়া এর একটি ৩৭ মিঃমিঃ ব্যাসের কামান ও দুটি মেসিনগান। সবচেয়ে শক্তিশালী জর্মন ট্যাংক ১৯ টনী মার্ক ৪। বর্ম ৪০ মিঃ মিঃ পুরু, একটিমাত্র কামানের ব্যাস ৭৫ মিঃ মিঃ ও দুটি মেসিনগান। নিজেদের ট্যাঙ্ক ছাড়াও জর্মনদের ১৩২টি চেকোশ্লোভাক প্রাহা ট্যাঙ্ক ছিল।

উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের ২,৩০০ ট্যাঙ্কের প্রায় সব কটি জর্মন মার্ক ১ ও মার্ক ২ ট্যাঙ্কের চেয়ে শক্তিশালী। ফরাসী হাল্‌কা ট্যাঙ্ক সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। ফরাসী আর (রেনোল) ৩৫ এবং ৪০. এইচ্ (হচ্‌কিস্) ৩৫ এবং ৩৯ এবং এফ. সি. এম. এই সব কটি ট্যাঙ্কের ওজন ১০ থেকে ১২ টন, বর্ম ৪০ মিঃমিঃ পুরু, ৩৭ মিঃমিঃ কামানের ব্যাস একটি এবং একটি মেসিনগান। ১৯৩৫ থেকে এই ধরণের প্রায় ২,৩৩৫টি ট্যাংক ফ্রান্সে তৈরী হয়। কিন্তু ফ্রান্সের যুদ্ধে এই ট্যাঙ্কের সবগুলি ব্যবহৃত হয়নি। হাল্‌কা ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে এইচ-৩৯ ছিল বিশেষভাবে উপযোগী। ফরাসী দ্বিতীয় বর্মিত বাহিনীর ডেপুটি কমাণ্ডার জেনারেল পেরের মতে এই ট্যাঙ্ক জর্মন মার্ক ১, ২ ও ৩ ট্যাঙ্কের চেয়ে অনেক ভাল। তাছাড়া ফরাসী মাঝারি সমুয়া* ট্যাঙ্ক জর্মন মার্ক ৪ ট্যাঙ্কের চেয়েও ভারী ছিল। মাঝারি সমুয়া টাঙ্কের ওজন ছিল ২০ টনেরও বেশি, কামানের ব্যাস ৪৭ মিঃ মিঃ ও বর্ম ৪০ মিঃ মিঃ পুরু। ফরাসী ডি-২ ট্যাঙ্কও ছিল সমুয়া ট্যাঙ্কের অনুরূপ। কিন্তু ফরাসী বি-১ ও বি-২-বিস্-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না জর্মন ট্যাঙ্ক বাহিনীতে। এই দুই ধরণের ট্যাঙ্কের ওজন ৩০ থেকে ৩৪ টন, বর্ম ৬০ মিঃ মিঃ পুরু। এতে থাকত একটি ৭৫ মিঃ মিঃ ব্যাসের কামান এবং ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামান। যুদ্ধক্ষেত্রে এর কাছাকাছি কোনো জর্মন ট্যাঙ্ক ছিলনা। এই ফরাসী ট্যাঙ্কের অনুকরণেই পরে আমেরিকানরা তাদের গ্র্যাণ্ট-ট্যাঙ্ক এবং ইংরেজরা তাঁদের চার্চিলট্যাঙ্ক তৈরী করে। কিন্তু একটি বিশেষ যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল ফরাসী ট্যাঙ্কে। ট্যাঙ্কে বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। এতে ট্যাঙ্কের গতিশীলতা কমে যায়। কিন্তু এই যান্ত্রিক ত্রুটির চেয়েও বড় ব্যর্থতা ছিল মানবিক। ফরাসী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সৈনিকের ট্যাঙ্ক যুদ্ধের উপযুক্ত শিক্ষা ছিল না। ফরাসী সামরিক কমাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক ব্যবহারের উপযুক্ত কৌশলও উদ্ভাবন করতে পারেনি। ফরাসী হাই কমাণ্ডের বিশ্বাস

* Somua

ছিল, ট্যাঙ্কের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যবহার হল : ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করে পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ; কারণ ট্যাঙ্কের আসল কাজ পদাতিক বাহিনীর সহযোগিতা করা। গামেল্যাঁর তথ্য অনুযায়ী ৩টি হাল্‌কা বর্মিত ডিভিশনে দেওয়া হয়েছিল ৬০০ ট্যাঙ্ক, ৪টি ভারী বর্মিত ডিভিশন পেল সর্বসমেত ১,১৪৬টি ট্যাঙ্ক। বাকী ১,২১৫টি ট্যাঙ্ক ৫৩টি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়নে বিভক্ত করে পদাতিক ডিভিশনগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।* অর্থাৎ ফরাসী ট্যাঙ্কবাহিনীকে 'পেনি প্যাকেটে' পরিণত করা হয়েছিল।

বায়ুশক্তি

পশ্চিমরণাঙ্গনের যুদ্ধে জর্মন বিমান বাহিনীর অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এই ধারণা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। ফরাসী বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল ভুইয়েম্যাঁর মতে—"আমাদের বিমানবাহিনীকে এমন শত্রুকে আক্রমণ করতে হয় যে সংখ্যায় পাঁচগুণ বেশি ছিল।"** এই উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করা সহজ নয়। এই যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানের সংখ্যা সম্পর্কে দুইপক্ষের পরিসংখ্যানের কোনো মিল নেই। শুধু তাই নয়। নানাসূত্রে ফরাসী সরকারের যে সব পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যেও গুরুতর অমিল দেখা যায়। এর কারণ দুর্বোধ্য। এমনকি ফরাসী বাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছেও তাঁর অধীনস্থ বিমান বাহিনীর চিত্র স্পষ্ট নয়। অতএব এখানে দুইপক্ষের বায়ুশক্তি সম্পর্কে একটা সাধারণ হিসাব দেওয়া যেতে পারে। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে সম্পূর্ণ সঠিক হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়।

ফরাসী হিসেবের মতো বিভিন্ন জর্মন হিসাবের মধ্যেও গরমিল লক্ষ্য করা যায়। জাকবসেনের হিসেব হল*** : ১৯৪০-এর ১০ মের যুদ্ধে জর্মনরা সর্বসাকুল্যে ৩,৫৩৪টি বিমান ব্যবহার করেছিল। তার মধ্যে ছিল ১,৪৬২টি জঙ্গী বিমান, ১,০১৬টি বোমারু বিমান, ৫০১টি পর্যবেক্ষক বিমান এবং ৫৫৫টি নিরীক্ষা ও অন্যান্য জাতের বিমান। কিন্তু জাকবসেনের হিসেব সঠিক মনে হয় না। জর্মন বিমানের সংখ্যা আরো কম ছিল বলে মনে হয়। ১৯৪৭-এ

* Gamelin—Evénement I পৃঃ ১৫৭

** General Goutard-এর গ্রন্থ—1940 : La Guerre des Occasions perdues থেকে উদ্ধৃত.

*** Der Zweite Weltkreig

জেনারেল কসে-ব্রিসাক* লুফ্‌টহ্বাফের অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় মোট জর্মনে বিমানের সংখ্যা ছিল ৩,০০০। তার মধ্যে ৭০০ থেকে ৮০০ জঙ্গী বিমান, ১,২০০ বোমারু বিমান এবং বাকী বিমানের মধ্যে ছিল পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষা মে-১১০ (Me 110) বিমান। জেনারেল কেসেলরিঙ সরকারী সূত্র উদ্ধৃত করে বলেন জর্মনির সবশুদ্ধ ২,৬৭০ টি বিমান ছিল। পশ্চিম রণাঙ্গনে নিযুক্ত দুটি বিমান বহরের মধ্যে এই বিমানগুলিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ছিল ১,৩০৯ এবং গোঁৎ-খাওয়া বিমান স্টুকা সহ বোমারু বিমানের সংখ্যা ১,৩৬১। সুতরাং মোট জর্মন বিমানের সংখ্যা ২,৭০০ থেকে ৩,০০০ হাজারের মধ্যে ছিল বিভিন্ন হিসেব থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। এর মধ্যে হাজারখানেক ছিল জঙ্গী বিমান।

সবসুদ্ধ ফরাসী ও ব্রিটিশ বিমানের সংখ্যা কত ছিল তা সঠিক বলা না গেলেও ফ্রান্সের যুদ্ধে ব্যবহৃত ফরাসী ও ব্রিটিশ বিমানের সংখ্যা জর্মন বিমানের চেয়ে কম ছিল। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। অর্থাৎ মোট ফরাসী ও ব্রিটিশ বিমানের সংখ্যা যাই হোক্ না কেন ফ্রান্সের যুদ্ধে এই দুই দেশের মিলিত বিমানবহরের সব ব্যবহৃত হয় নি। ব্রিটিশ বিমানবহরের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভবিষ্যতে ব্রিটেনের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ফ্রান্সের যুদ্ধের ব্রিটিশ সরকারী ইতিহাস প্রণেতা মেজর এলিস** যে হিসেবে দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, মোট ১,৮৭৩টি ব্রিটিশ বিমানেব মধ্যে ৪১৬টি ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে। দ্বিতীয় সপ্তাহে আরো ১০টি জঙ্গী-বিমানের স্কোয়াড্রন পাঠানো হয়। কিন্তু ইংরেজ যদি দুই-তৃতীয়াংশ বিমান আলাদা করে রেখে থাকে, তবে তা অন্যায় বলা চলে না। কিন্তু ইংরেজের পক্ষে যা যুক্তিযুক্ত, ফরাসীদের পক্ষে তা বাতুলতা। ফরাসী হাই কমাণ্ডের পক্ষে সমগ্র ফরাসী বিমান বাহিনীকে এই লড়াইয়ে ব্যবহার না করা অপরাধ। কেন বহুসংখ্যক ফরাসী বিমান লড়াইয়ে ব্যবহার করা হয়নি তার কোনো ব্যাখ্যা আজও মেলে নি। মোট ফরাসী বিমানসংখ্যা ও যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান সংখ্যার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। গলা সাঁবর*** যুদ্ধোত্তর সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটিকে বলেন যে, ১০

---

* Revue d' Histoire de la Deuxiéme Guerre Mondiale, No 53 January 1964 নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ পৃঃ ৫

** The War in France and Flanders

*** ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ফ্রান্সের বিমানমন্ত্রী Parliamentary Investigating Committee-র কাছে তাঁর সাক্ষ্য

মে ফরাসী বিমান বাহিনীর মোট বিমানের সংখ্যা ছিল ৩,২৮৯টি। তার মধ্যে ছিল ২,১২২টি জঙ্গী বিমান, ৪৬১টি বোমারু বিমান, ৪২৯টি নিরীক্ষা বিমান এবং ২৭৭টি পর্যবেক্ষক* বিমান। কিন্তু এই বিমানের মাত্র এক তৃতীয়াংশ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানের সংখ্যা ছিল : জঙ্গী-বিমান ৭৯০, বোমারু বিমান ১৪০, ১৭০ নিরীক্ষা বিমান এবং ২১০ পর্যবেক্ষক বিমান। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের বেশির ভাগ ফ্রান্সের ভিতরেই ছিল। কিছু ছড়িয়ে ছিল ফ্রান্সের সাম্রাজ্যে। ফ্রান্স যখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ফ্রান্সের বিভিন্ন বিমানক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ বিমান অকেজো করে রেখে দেওয়ার চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হতে পারে? কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগের যে হিসেব গলা সাঁবর দিয়েছেন, তাতে যুদ্ধ চলাকালীন ফরাসী বিমানের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। গলা সাঁবরের সাক্ষ্য অনুযায়ী ১০ মে থেকে ১২ জুনের মধ্যে পুরনো বিমানের পরিবর্তে ১.১৩১টি নতুন বিমান দেওয়া হয়। তার মধ্যে ছিল ৬৬৮টি জঙ্গীবিমান এবং ৩৩৫টি বোমারু বিমান। সুতরাং তাঁর মতে মোট ২,৪৪১টি সম্পূর্ণ আধুনিক বিমান রণাঙ্গনে ছিল। এই হিসেব সত্য হলে রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্মিলিত বিমান সংখ্যা জর্মনির সমান ছিল। অর্থাৎ মিত্রপক্ষ ও জর্মনি উভয়েরই ৩,০০০টি বিমান ছিল এবং গুণগত উৎকর্ষে জর্মনির চেয়ে মিত্রপক্ষের জঙ্গী ও বোমারু বিমান শ্রেষ্ঠ ছিল।

জেনারেল কসে-ব্রিসাক সামরিক মহাফেজখানার দলিলপত্রের বিস্তৃত অধ্যয়নের পর যে হিসেব দিয়েছেন তাতে গলা সাঁবরের অভিমত সমর্থিত হয়। জেনারেল কসে-ব্রিসাকের হিসাব মতো : সর্বাধুনিক ফরাসী বিমানের সংখ্যা ছিল ২,৯২৩। তারমধ্যে ১,৬৪৮টি রণাঙ্গনে ব্যবহার করা হয়, কিছু মজুত রাখা হয়। ব্যবহৃত বিমানের মধ্যে ৯৪৬টি জঙ্গীবিমান, ২১৯টি বোমারু বিমান এবং ৪৮৩টি পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষা বিমান। বিমানবাহিনীর কমাণ্ড মে মাসের প্রথম দিকে জেনারেল জর্জকে জানায় যে, মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তিনি ১.৩০০ বিমান লড়াইয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। তার মধ্যে থাকবে ৭৬৪টি জঙ্গী-বিমান এবং ১৪৩টি বোমারু বিমান।

এই দুটি পরিসংখ্যানেরই এক জায়গায় মিল ধরা পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী বিমানবাহিনীর ৮০০ থেকে ১,০০০ জঙ্গী-বিমান ছিল। জর্মন জঙ্গী-বিমানের সংখ্যাও প্রায় একই রকম ছিল। সুতরাং জঙ্গী-বিমানের ক্ষেত্রে ফরাসী বিমানের সমতা নয়, কিছুটা শ্রেষ্ঠতা ছিল বলা চলে। কারণ ফরাসী

* Observation

জঙ্গী-বিমানের সঙ্গে ১৫০টি ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান যুক্ত হয়েছিল। জর্মন বোমারু বিমানের সংখ্যা ছিল মিত্রপক্ষের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে বোমারু বিমানের চেয়ে জঙ্গী-বিমান অনেক বেশি মূল্যবান এবং 'ফ্রান্সের যুদ্ধে' মিত্রপক্ষ আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধই করেছিল।

উপরের দুটি পরিসংখ্যান থেকে ফরাসী বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু অন্য ফরাসী সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে এই ছবি অস্পষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে কর্নেল পিয়ের পাকিয়ের* মতে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে ফরাসীদের ৪২০টি জঙ্গী-বিমান ও ১৪০টি বোমারু বিমানের বেশি ছিল না। অবশ্য এদের সঙ্গে ছিল ৭২টি ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান ও ১৯২টি বোমারু বিমান। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। উত্তর অঞ্চলের বিমান অপারেশনের অধিনায়ক জেনারেল দাস্তিয়ে দ্য লা ভিজেরি** বলেন, সর্বসমেত তার ৪৩২টি জঙ্গী-বিমান এবং ৩১৪টি বোমারু বিমান ছিল। অর্থাৎ জর্মনির ৩,০০০ বিমানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের ছিল ৭৪৬টি বিমান। জেনারেল দাস্তিয়ের বিমানবহরকে আর্মি গ্রুপ ১-এর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। জর্মন আক্রমণও কেন্দ্রীভূত হয় এই অঞ্চলেই। জেনারেল দাস্তিয়ের অভিযোগ তাঁকে জঙ্গী-বিমানের এক-তৃতীয়াংশ ও বোমারু বিমানের তিন-পঞ্চমাংশ দেওয়া হয়েছিল। আবার ফরাসী বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল ভূইয়েম্যাঁর অভিমত, গোটা রণাঙ্গনে ফরাসী জঙ্গী-বিমান ছিল ৫৮০টি এবং আরো ১৬০টি ছিল ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান। অথচ জঙ্গী-বিমানবহরের প্রধান জেনারেল দারকুর*** রিয়'তে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, তাঁর মাত্র ৪১৮টি ব্যবহারযোগ্য জঙ্গী-বিমান ছিল।

ফরাসী বিমানবাহিনীর অধিনায়কদের এই সব বিস্ময়কর পরস্পরবিরোধী বিবৃতির পর একটি প্রশ্ন থেকে যায়, অবশিষ্ট ফরাসী বিমানের কি হল ? এই প্রশ্নের সদুত্তর এখনও মেলেনি। রিয়'তে সাক্ষ্যদান কালে তৃতীয় বিমান

---

* Col Paquier : Les Forces Aeriennes Francaises de 1939 á 1945

** General D'Astier De La Vigerie : Le Cuel D'ètait pas vide 1940 জেনারেল দাস্তিয়ে উত্তরের বায়ু অভিযানের অধিনায়ক, আর্মি গ্রুপ 'এ'-র সঙ্গে যুক্ত

*** ভূইয়েম্যাঁ ও দারকুর্-এই দুই বায়ুসেনার রিয়' বিচারের সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন গাস্তেল্যা—Evènement I পৃঃ ২৮২

অঞ্চলের কমাণ্ডার জেনারেল মাসেনে দ্য মারাঁকুর* যা বলেন তা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র। তিনি বলেন: "বিমানবাহিনীর স্পেশাল ডিপোর কমাণ্ডার জেনারেল রেদঁতের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অন্যত্র উপযুক্ত আচ্ছাদন না থাকায় আমার বিমান শিক্ষালয়ে তিনি কিছু বাড়তি বিমান জমা রেখেছিলেন। বিমান সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ আমাকে প্রায়ই শুনতে হত। বিমানগুলিকে নিয়ে তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না কারণ ফরাসী হাইকমাণ্ড বিমানগুলিকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই করেননি। আমি জানি প্রতিদিন সন্ধ্যায় জেনারেল রেদঁত যুদ্ধে ব্যবহারের উপযুক্ত বিমানের তালিকা পাঠাতেন জেনারেল হেড-কোয়ার্টারে এবং তালিকাটি বেশ লম্বাই হত।"

যুদ্ধের পর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি প্রশ্ন বারবার উঠেছে: ১০ মে ফ্রান্সের ২০০০ হাজার আধুনিক জঙ্গী-বিমান থাকা সত্ত্বেও ৫০০-র বেশি জঙ্গী-বিমান কেন উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে ব্যবহৃত হয়নি। এ-বিষয়ে গামেল্যাঁর একমাত্র বক্তব্য হল—ব্যাপারটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। আর কিছু বলা দরকার আছে বলে তিনি মনে করেননি।

অতএব বিভিন্ন ফরাসী সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য থেকে বোঝা যায় ব্যবহার যোগ্য ফরাসী বিমানের সংখ্যা যাই হোক না কেন তার একটি ভগ্নাংশই উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে ব্যবহৃত হয়েছিল। অতএব এই রণাঙ্গনে জর্মন বিমানের সংখ্যাধিক্য ছিল সন্দেহ নেই। তাছাড়া জর্মন বিমানের গুণগত উৎকর্ষও ছিল। ফরাসী বিমানের চেয়ে জর্মন বিনানের গতিবেগ বেশি ছিল। অবশ্য ব্রিটিশ হারিকেন বিমানের গতিবেগ জর্মন বিমানের সমান ছিল এবং ব্রিটিশ স্পিটফায়ার সবদিক থেকেই জর্মন বিমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ফরাসী পদাতীক সৈন্যের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল জর্মন গোঁৎ-খাওয়া স্টুকা বোমারু বিমান। ফরাসী বিমানবাহিনীতে স্টুকার কোনো উত্তর ছিল না। জর্মন পানৎসারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্টুকা। স্টুকার প্রধান কাজ ছিল সম্মুখের শত্রুর অবস্থানকে বোমাবর্ষন করে দুর্বল করে দেওয়া যাতে পানৎসারের অনায়াস অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। স্টুকার বর্ম অনায়াসভেদ্য, গতিবেগও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু যে বিশেষ কাজের জন্য স্টুকা তৈরী হয়েছিল, তা সে অত্যন্ত নিপুণভাবে করেছিল। ফরাসী বোমারু বিমান ছিল

---

* General Massenet de Marancourt-এর রিয়ঁ বিচারের সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন La Chambre-Evènements II পৃঃ ৩৫৪-৫৫

গতানুগতিক ও ধীরগতি এবং এতে কোনো রেডার যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু ফরাসী বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতির চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে বিমান ব্যবহারের পুরনো কৌশলের পুনরাবৃত্তি। ফরাসী হাইকমাণ্ড ট্যাঙ্কের মতো বিমানকেও পদাতিক বাহিনীর সহযোগী হিসেবেই ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক পদাতিক বাহিনীকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিমান দেওয়া হয়েছিল ; প্রত্যেক পদাতিক বাহিনীর আলাদা আলাদা জঙ্গী-বিমান, নিরীক্ষা* বিমান ও পর্যবেক্ষক বিমান। বিমানবাহিনীর কমাণ্ডের এই সব বিমানের উপর কোনো কর্তৃত্ব ছিলনা। এই কমাণ্ডও ছিল বিশৃঙ্খল। বিমানবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল ভুইয়েম্যাঁ বায়ুযুদ্ধের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেননি। বিমানবাহিনীর কমাণ্ড বহুধা বিভক্ত এবং বিভিন্ন কমাণ্ডের মধ্যে বিশেষ যোগা-যোগ ছিল না। যার ফলে যথা সময়ে বিমান ব্যবহার সম্ভব হয়নি। ফরাসী বৈমানিকদের প্রধানত স্থলবাহিনীর সহযোগী হিসাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। স্থল ও অন্তরীক্ষের মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রায় ছিল না বলা যেতে পারে। কিন্তু এর জন্য বিমানবাহিনীর কমাণ্ডকে দায়ী করা চলে না। মূলত এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি স্থলবাহিনীর উপেক্ষাপ্রসূত। এই কমাণ্ড যেমন আধুনিক যুদ্ধে ট্যাঙ্কের গুরুত্ব বোঝেনি, তেমনি বিমানের সম্ভাবনাময় ভূমিকার কথাও তাদের সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিল।

আর্টিলারি

সংখ্যায় ও গুণগত উৎকর্ষে ফরাসী আর্টিলারি জর্মন আর্টিলারির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। ৭৫ মিঃমিঃ থেকে ২৮০ মিঃমিঃ-র মধ্যে সবশুদ্ধ ১১,২০০ কামান ছিল ফরাসীদের। ভারি আর্টিলারিও বেশি ছিল ফরাসীদের। জর্মনদের ছিল ১০৫ মিঃমিঃ ১৬০০ কামান, ১৫৫ মিঃমিঃ-র ১,২০০ লম্বা কামান, ১৫৫ মিঃমিঃ-র ২,০০০ হ্রস্ব কামান এবং ২২০ মিঃমিঃ ও ২৮০ মিঃমিঃ-র ৬,৮০০টি প্রতিরক্ষী কামান। যুদ্ধের পর কয়েকজন পরাজিত জেনারেল অভিযোগ করেন যে ফ্রান্সের ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান অত্যন্ত কম ছিল। অথচ ফ্রান্সের অন্তত ৬,০০০ ২৫ মিঃমিঃ ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ছিল। তাছাড়াও ছিল ১,২৮০টি ৪৭ মিঃমিঃ ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান যা সবচেয়ে গুরুভার জর্মন ট্যাঙ্কের বর্ম ভেদ করতে পারত। ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সক্ষম ৫,৩০০টি পুরনো ৭৫ মিঃমিঃ কামানও ছিল। কিন্তু কামানের ক্ষেত্রে এই শ্রেষ্ঠত্ব ফরাসীদের কাজে

---

* Reconnaissance

লাগেনি। ফরাসী সামরিক মতবাদ আর্টিলারির যথাযথ ব্যবহারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৯-এও ১৯১৪-র মতো ফরাসী আর্টিলারি অশ্ববাহিত। ফরাসী সমরতাত্ত্বিকেরা গতিশীল যুদ্ধে আর্টিলারির ব্যবহারের কথা ভাবেননি। গতিশীল যুদ্ধে কামানের দ্রুত বিন্যাসের জন্য কামানকে মোটরবাহিত করার কথা তাঁদের মাথায় আসেনি।

বিমানধ্বংসী কামানের ক্ষেত্রে ফরাসীরা অনেক দুর্বল ছিল সন্দেহ নেই। জর্মনদের ছিল ৬,৭০০টি ৩৭মিঃ মিঃ এবং ২,৬০০টি ৮৮ মিঃ মিঃ ফ্ল্যাক্ কামান।

ফরাসী হাইকমাণ্ডের ত্রুটি বিচ্যুতি

ফরাসী সামরিক বিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল ফ্রান্সের সামরিক মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। সামরিক কমাণ্ড শৃঙ্খলের কোনো সংহতি ছিলনা, অতএব সর্বোচ্চ কমাণ্ড পুরোপুরি অসংলগ্ন। বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভুইয়েমঁ্যার মতে ফরাসী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল গ্যামেলঁ্যা প্রকৃতপক্ষে কখনই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন জেনারেল জর্জের উপর। এতে হাইকমাণ্ডে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করলেন গামেলঁ্যা আর তা কার্যকরী করতে হবে জেনারেল জর্জকে। অর্থাৎ যুদ্ধের ছক তৈরী করার ও তার প্রস্তুতি পর্বের ভার যাঁর উপর ছিল, তিনি কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার ভার নিলেননা, যদিও সর্বাধিনায়ক হিসাবে তাঁরই সেই দায়িত্ব ছিল। সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটির কাছে সাক্ষ্য প্রদানের সময় জেনারেল জর্জ* এই ত্রুটির উপরই বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন : ইতিহাস এই কমাণ্ড সংগঠনকে ক্ষমা করবেনা। এই সংগঠনে দুজন প্রধান সেনাপতির সহাবস্থান চলছিল। এঁদের একজনের হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। এই অভিযানের পরিকল্পনা তিনি করেছেন। এর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আরেকজনের হাতে। ১৯৪০-এর ১৬ এপ্রিল সিনেটের আর্মি কমিটির প্রেসিডেন্ট শার্ল রেইবেল** সিনেটের গোপন অধিবেশনে যে মন্তব্য করেন, তাতে আর্মি কমাণ্ডের চরম বিশৃঙ্খলার চিত্র পরিস্ফুট হয়। কমাণ্ড সংগঠন এমন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত কমাণ্ডার কে আমরা জানি না। এমনকি জেনারেল জর্জের চীফ্ অভ্

* Evénements পৃঃ ৬৯০

** সিনেটের গোপন অধিবেশনে রেইবেলের মন্তব্য, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪০

স্টাফ্ জেনারেল রোতোঁরও[৭৯] স্থির ধারণা ছিলনা কিভাবে এই দুই প্রধান সেনাপতি নিজেদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করেছেন।* এভাবে হাইকমাণ্ডের দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু এইসব নয়। কমাণ্ড হেডকোয়ার্টারকে তিন টুকরো করে ফেলা হয়েছিল। জেনারেল গামেল্যাঁ থাকলেন ভ্যাঁসেনে তাঁর কমাণ্ডপোস্টে। জেনারেল জর্জের হেডকোয়ার্টার হল ৩৫ মাইল পূর্বে লা ফর্তে-সু-জোয়ারে। যুদ্ধ পরিচালনার ভার তাঁর। কিন্তু হেডকোয়ার্টারে না থেকে বেশির ভাগ সময় তিনি থাকতেন তাঁর ব্যক্তিগত কমাণ্ডপোস্ট বঁদঁতে। ফর্তে ও ভ্যাঁসেনের মাঝামাঝি মঁত্রিতে ছিল গ্র্যাণ্ড জেনারেল হেডকোয়ার্টার। সেখানকার কর্তৃত্ব ছিল জেনারেল দুমেঁকের[৮০] হাতে। কিন্তু মঁত্রিতে জেনারেল হেডকোয়ার্টার হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল দুমেঁকের স্থায়ীভাবে মঁত্রিতে থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি সকালবেলা কাটাতেন মঁত্রিতে, বিকেলে ফর্তেতে। জেনারেল হেডকোয়ার্টার এভাবে তিনটুকরো করে ফেলায় সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই তিনটি হেডকোয়ার্টারের মধ্যে কোনো বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের কমাণ্ডারদের সঙ্গেও এই তিনটি হেডকোয়ার্টারের কোনো বেতার যোগাযোগ ছিল না। টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত আদিম। আর টেলিগ্রামে খবর পৌঁছতে প্রচুর সময় লাগত। মোটরসাইকেলে সামরিক ডিস্প্যাচ্ আনা নেওয়া হত। জেনারেল দুমেঁকের জুনিয়ার স্টাফ্ অফিসার জেনারেল বোফ্র** লিখছেন : প্রায় প্রতিঘণ্টায় একজন মোটর সাইক্লিস্ট গামেল্যাঁর জন্য ডিস্প্যাচ্ নিয়ে ভ্যাঁসেনে যেত কারণ আমাদের কোনো টেলিটাইপ ছিল না। পথে দুর্ঘটনায় কয়েকজনের মৃত্যু হয়। গ্যামেল্যাঁর কমাণ্ডপোস্টে কোনো রেডিও ছিল না। তাঁর সহকারী কর্নেল মিনার বলেন, প্রধান সেনাপতির পক্ষে অন্য হেডকোয়ার্টার থেকে সরাসরি অথবা সঙ্গে সঙ্গে কোনো খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না। যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী অথবা বিমান থেকেও কোনো বেতারবার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিন থেকে ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কর্নেল মিনারের মতে তাঁর হেডকোয়ার্টারের অবস্থা ছিল পেরিস্কোপহীন সাবমেরিনের মতো। গ্যামেল্যাঁ মাঝে মাঝে জেনারেল জর্জকে টেলিফোন করলেও সাধারণত যোগাযোগ

---

* Général Gaston Reni Roton—Aunées Cruciales, 1939-40 পৃঃ ১২১

** Général Andre Beaufre—Le Drame de 1940 পৃঃ ২৩২

রক্ষার জন্য তিনি ভ্যাঁসেন থেকে মোটরে জর্জের বাসস্থান অথবা হেডকোয়ার্টারে যেতেন। যেতে একঘণ্টা, ফিরে আসতে এক ঘণ্টা। যুদ্ধরত একটি দেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির সময়ের কি আশ্চর্য সদ্ব্যবহার এবং কি অপরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা! রণাঙ্গনে আক্রমণের নির্দেশ পৌঁছতে ছ'ঘণ্টার বেশি সময় লাগত। জেনারেল গ্যামেলঁ্যার নির্দেশ কার্যে পরিণত হতে সময় লাগত আরো অনেক বেশি। সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটির পিয়ের দেরের প্রশ্ন এবং জেনারেল গামেলঁ্যার* জবাব থেকে তা স্পষ্ট হয়:

দের (Dhers): আপনার আদেশ কার্যকরী হতে কতটা সময় লাগত?
গামেলঁ্যা: সেনাপতির ধাঁপ থেকে—এমনকি রণক্ষেত্রের কোনো সেনাপতির ধাপ থেকে—প্রকৃত রণাঙ্গণে কার্যকরী হওয়ার ধাঁপে পৌঁছতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগত। ১৯ মেতে প্রদত্ত কোনো সাধারণ নির্দেশ ২১ মের পূর্বে কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিল না।

---

* Evénements II, পৃঃ ৪৬৩

১৫

ফ্রান্সের পতন

ফ্রান্স—মে, ১৯৪০

১৯৪০-এর মে মাস। ফ্রান্সে এক আশ্চর্য মদির বসন্ত এসেছে। তুইলেরি ও লুক্সেম্‌বুর্গের উদ্যানে নানারঙের ফুলের সমারোহ, বড় বড় রাস্তা ও স্যানের ধার ঘেঁষে সারি সারি পুষ্পিত বাদাম গাছের সৌরভ, সাঁজেলিজে ও অন্যান্য বুলোভারের অসংখ্য কাফেতে পারীর মানুষের ভিড়। মেঘমুক্ত আকাশ। ওতেইর রেসকোর্সের গ্যালারিতে অগণ্য মানুষ। গ্রাঁ পালেইর আর্ট প্রদর্শনীতেও মানুষের ঠেলাঠেলি। সিনেমা থিয়েটারে স্থানাভাব। প্লাস ভাঁদামে রিজহোটেলের অলিন্দ্য অভিজাত নারীপুরুষের কলহাস্যে মুখরিত। ব্র্যু দ্য লা পেইর জহুরীদের শোকেস বহুমূল্য মণিমাণিক্যের রশ্মিচ্ছটায় দ্যুতিময়। লেখিকা ক্লেয়ার বুথ লুস এই প্রমত্ত মে'র বাসন্তী দিনগুলির সুন্দর বর্ণনা করেছেন :

পারীর সুন্দর আভেনিউর বাদামগাছে নতুন পাতা এসেছে। ঝকঝকে ধূসর বাড়িগুলির উপর সূর্যালোকের নাচ, সাঁজেলিজের দীর্ঘ বর্ণাঢ্য বিস্তার পেরিয়ে সোনালি ধূসর সূর্যাস্ত—যন্ত্রণায় ও আনন্দে আপনার দম আটকে আসবে। মে মাসের এই আশ্চর্য সুন্দর দিনগুলির, মিষ্টি হাওয়ার—পারীর শেষ বসন্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ক্লেয়ার বুথ লুস আত্মহারা হয়ে গেছেন।

কিন্তু বসন্তের এই রঙীন, মদির দিনের অন্তরালে একটি সত্য আট মাস ধরে বাঘের মতো ওৎপেতে বসে ছিল। বিলীয়মান বসন্তের দিনগুলির মতো বাঘেরও প্রতীক্ষার কাল ফুরিয়ে আসছিল। সে এখন ঝাঁপ দিতে উদ্যত। কিন্তু পারীর মানুষ, ফ্রান্সের মানুষ, এমনকি সৈন্যবাহিনীর নায়কেরা পর্যন্ত বসন্তের মধুর বিভ্রমে আচ্ছন্ন। এতকালের নকলযুদ্ধ এবার আসল হয়ে বসন্তের এই মায়াময় দিনগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে, সেনানায়ক কিম্বা সাধারণ ফরাসী সৈনিক কারুরই তা মনে আসেনি। অথচ আসন্ন জর্মন আক্রমণের সংবাদ ফরাসী সমরনায়কদের কাছে আগে পৌঁছোয়নি, তাও নয়।

কিন্তু ফরাসী সমরনায়কদের শান্তির সম্মোহ তবু কাটেনি। জর্মন

অভিযান আসন্ন দুজিয়্যাম ব্যুরোর* এই খবর সত্ত্বেও গামেলঁ্যার চোখের ঠুলি খসে পড়েনি। গামেলঁ্যার আশ্চর্য অন্ধতা ফ্রান্সের নিয়তি। যুদ্ধারম্ভ থেকেই গামেলঁ্যার দৃষ্টিহীন অক্ষম নেতৃত্ব দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো ফ্রান্সকে তার পূর্ব-নির্দিষ্ট বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। নয়তো জর্মন অভিযান আসন্ন এই খবর নানাদিক থেকে আসা সত্ত্বেও তাঁর ৭ মের নির্দেশের কোনো ব্যাখ্যা চলে না। এই নির্দেশে সৈনিকদের বাতিল ছুটি আবার উদ্ধার করা হয়। এই নির্দেশের একমাত্র মানে এই যে, যুদ্ধ আসন্ন এই খবর গামেলঁ্যা একেবারেই বিশ্বাস করেননি। এই অবিশ্বাস অন্যান্য সমরনায়কদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। দুজিয়্যাম ব্যুরোর মেজর সারা-বুর্ণে** লিখছেন: 'গোটা সৈন্যবাহিনীর ধারণা হয়েছিল যে, লড়াই ছাড়াই এই যুদ্ধ শেষ হবে। শেষ পর্যন্ত একটা কূটনৈতিক বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে নরওয়েজীয় অভিযানের সার্থক পরিসমাপ্তি ও মিত্রপক্ষের নিষ্ক্রিয়তায় জর্মন নাগরিকদের স্বস্তি ফিরে এসেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে জর্মন নাগরিকদের আগ্রহ বিশেষ নেই। শঙ্কাও নেই। এই যুদ্ধ তারা চায়নি কিন্তু এর বিরুদ্ধতাও তারা করবেনা। শিরার*** লক্ষ করেছেন হিটলারের ৫১তম জন্মদিনে চ্যান্সেলারির বাইরে ফ্যুররের দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৫। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই সংখ্যা ছিল অন্তত ১০ হাজার। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জর্মনরা হিটলারের বিরুদ্ধতা করবে। জর্মনদের যুদ্ধে আগ্রহ নেই কিন্তু নির্বিচারের ফ্যুররের আদেশ পালনে, প্রাণ দিতে দ্বিধাও নেই।

ফ্রান্স অভিযানের জন্য জর্মন সামরিক প্রস্তুতি এপ্রিল মাস নাগাদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে জর্মন নাগরিকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়নি। অভিযানের অব্যবহিত পূর্বের উত্তেজনা জর্মন নাগরিকের ধমনীতে সঞ্চারিত হয়নি। সামরিক প্রস্তুতির গোপনতা সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সদা সন্দীহান শিরারের কাছেও কোনো উত্তেজনা, কোনো। অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে শিরারের এই জাতীয় সন্দেহ প্রথম হয় ৭ মে। ৮ মে শিরার ডায়েরিতে† লিখছেন: "আজ হ্বিলহেল্‌ম্‌স্ট্রাসেতে উত্তেজনা চোখে পড়ল। একটা কিছু ঘটছে, কিন্তু ঠিক কি ঘটছে জানিনা।"

---

* সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ

** Sarraz-bournet

*** William Shirer the Berlin Diary

† The Berlin Diary পৃঃ ২৪৪

অভিযাত্রীবাহিনী পুরোপুরি তৈরী। যুদ্ধারম্ভের আদেশ* দিতে প্রস্তুত হয়ে আছেন হিটলার। কিন্তু বাদ সাধছে এমন একটা বিষয় যার উপর হিটলারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—আবহাওয়া। খারাপ আবহাওয়ার জন্য আক্রমণ বারবার স্থগিত রাখতে হচ্ছে। হিটল্যার অস্থির হয়ে উঠেছেন। ৭ মে গ্যোরিঙ্‌ শেষবারের মতো আক্রমণ স্থগিত রাখার আদেশ আদায় করেন হিটলারের কাছ থেকে। ৯ মে আবহাওয়া অফিসের প্রধান হিটলারের কাছে বহু প্রতীক্ষিত বার্তাটি নিয়ে আসেন : ১০ মে আবহাওয়া ভাল থাকবে। হিটলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন তাঁকে। ৯ মে রাত্রি এগারটায় আক্রমণের সংকেত 'ডানজিগ' পাঠিয়ে দেওয়া হল পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রতীক্ষমান জর্মন বাহিনীগুলির কাছে। ১০ মে ভোর ৫-৩৫ মিনিটে আক্রমণ শুরু হবে। ঠিক ৫-৩৫ মিনিটে পশ্চিম রণাঙ্গনে জর্মন পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি শুরু হল।

ফ্রান্স আক্রমণ সম্পর্কে জর্মন সামরিক সিদ্ধান্তের গোপনতা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছিল। আক্রমণের নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও অভিযাত্রী বাহিনীর পুরোভাগের ইউনিট কমাণ্ডারদেরও আক্রমণের তারিখ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। এমনকি লুফ্‌টহ্বাফের বৈমানিকদেরও ৯ মের রাত্রি পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। শেষরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে তাদের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য উপস্থিত হতে বলা হয়। তারা দাড়ি কামাবারও সময় পায়নি।

পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হল :

১০ মে ৫-৩৫ মিনিটে জর্মন বাহিনী ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে। একই সময়ে জর্মন বিমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের বিমানক্ষেত্রে, এবং ফ্রান্সের সড়ক ও রেলওয়ের সংযোগস্থলে বোমাবর্ষণ করতে শুরু করে। মাইন ছড়িয়ে দেয় হল্যাণ্ড ও ব্রিটেনের উপকূলে।

এই আকস্মিক বিমান আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল হল্যাণ্ড, ফ্রান্স নয়। অতর্কিত বিমান আক্রমণের প্রচণ্ডতায় ওলন্দাজ বিমানবহর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু বোমাবর্ষণ নয়, ওলন্দাজ শহর হেগে বিমান থেকে মেসিন-গানের গুলি ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বিমান আক্রমণ একটি

* আদেশের সাংকেতিক নাম 'ডানজিগ'

নতুনতর আক্রমণের ভূমিকা মাত্র : আকাশ থেকে সৈন্য নামিয়ে ছত্রীসৈন্যের সাহায্যে একটি দেশ বিজয়ের প্রথম ও সম্পূর্ণ মৌলিক প্রচেষ্টা করেন হিটলার।

য়োরোপের এই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড সংগ্রামের বিবরণ দেওয়ার আগে একবার এই দুই ব্যূহবদ্ধ যুযুৎসু শিবিরের দিকে তাকানো যাক্। প্রথমে জর্মন ব্যূহরচনার দিকে লক্ষ্য করা যাক্ :

জর্মন ব্যূহ :

ইতিপূর্বে সিকেলস্নিটের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে জর্মন আক্রমণের শক্তিকেন্দ্র বকের আর্মি গ্রুপ 'এ' থেকে রুন্‌ড্‌স্টেটের আর্মি গ্রুপ 'বি'তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কথা মনে না রাখলে নিম্নে বিবৃত জর্মন বিন্যাসের অর্থ পরিষ্কার হবে না।

১। আর্মি গ্রুপ 'বি' :

লিয়্যাজের উত্তরে বেল্‌জিয়াম ও হল্যাণ্ডের সমতল ক্ষেত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল জেনারেল ফন বকের আর্মি গ্রুপ 'বি'। অষ্টাদশ আর্মি ও ষষ্ঠ আর্মি এই দুটি সৈন্যদল নিয়ে আর্মি গ্রুপ 'বি' গঠিত হয়েছিল। অষ্টাদশ আর্মির অধিনায়ক জেনারেল জর্জ ফন ক্যুচ্‌লের। হল্যাণ্ড বিজয়ের ভার ছিল এই আর্মির উপর। ষষ্ঠ আর্মির অধিনায়ক জেনারেল রাইষেনাউ। সবশুদ্ধ ২৯½ টি ডিভিশনের মধ্যে সাঁজোয়া ডিভিশন ছিল তিনটি। তাছাড়া ছিল জেনারেল হানস গ্রাফ ফন স্পোনেকের নেতৃত্বাধীন ২২তম বিমানবাহিত ডিভিশন জেনারেল কুর্ট ফন স্টুডেণ্টের ছত্রী ডিভিশনের ৪ হাজার সৈন্য। আর্মি গ্রুপ 'বি'র দায়িত্ব : হল্যাণ্ড ও বেল্‌জিয়াম জয় করে জর্মন বাহিনীর দক্ষিণ পক্ষ হয়ে ফ্রান্সে অগ্রসর হওয়া।

২। আর্মি গ্রুপ 'এ' :

আর্মি গ্রুপ 'এ'র সেনানায়ক জেনারেল গের্ড ফন রুন্‌ড্‌স্টেট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রধান আঘাত হানবেন। মোট ডিভিশন সংখ্যা ৪৫½। তার মধ্যে ৭টি বর্মিত ডিভিশন। আর্মি গ্রুপ 'এ'র বিস্তার ছিল মধ্য মেউজ (মাস) থেকে মোজেল পর্যন্ত। তিনটি আর্মি নিয়ে গঠিত হয়েছিল আর্মি গ্রুপ 'এ' : ক্লুগের চতুর্থ আর্মি ; লিস্টের দ্বাদশ আর্মি এবং বুশের ষোড়শ আর্মি। গুডেরিয়ান ও রাইনহার্টের নেতৃত্বাধীন পাঁচটি পানৎসার বাহিনীকে একটি সমন্বিত সাঁজোয়া গ্রুপে একত্রিত করে জেনারেল ইওয়াল্ড ফন ক্লেইস্টকে[৮১]

এই গ্রুপের অধিনায়ক করা হয়। তাছাড়া জেনারেল হুগো স্পেরলের নেতৃত্বে ২000 জঙ্গী ও বোমারু বিমানদ্বারা গঠিত তৃতীয় বিমানবহর আর্মি গ্রুপ 'এ'র সাহায্যে নিযুক্ত হয়েছিল।

৩। আর্মি গ্রুপ 'সি' :

আর্মি গ্রুপ 'সি'র অধিনায়ক জেনারেল ফন লীব। সর্বসমেত ১৭ ডিভিসনের এই আর্মি গ্রুপের বিস্তার মোজেল থেকে সুইৎসারল্যাণ্ডের সীমান্ত পর্যন্ত। আর্মি গ্রুপ 'সি'র কোনো সাঁজোয়া ডিভিশন ছিল না। প্রথম ও সপ্তম আর্মি নিয়ে আর্মি গ্রুপ 'সি' গঠিত। এই আর্মি গ্রুপের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। মাজিনো রেখার মুখোমুখি এই আর্মি গ্রুপের বিন্যাসের প্রধান কারণ মাজিনো রেখা রক্ষী ফরাসী ডিভিশনগুলিকে আটকে রাখা যাতে যে রণাঙ্গনে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হবে সেখানে এই শত্রু ডিভিশনগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব না হয়। জেনারেল ফন লীবের ১৭ ডিভিশনের সৈন্যের মুখোমুখি ছিল ফ্রান্সের এই সুরক্ষিত সীমান্তের ৪১ ডিভিশন সৈন্য এবং সাধারণ মজুত বাহিনীর অধিকাংশ। অর্থাৎ ফন লীবের ১৭ ডিভিশন প্রায় দ্বিগুন ফরাসী সৈন্যকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

এই তিনটি আর্মি গ্রুপ ছাড়াও ও. কে. এইচের মজুত বাহিনী ছিল ৪৭ ডিভিশন। তার মধ্যে ২৭ ডিভিশন সাধারণ মজুত বাহিনী এবং অবশিষ্ট ২০ ডিভিশন প্রয়োজনীয় মজুত হিসাবে বিভিন্ন আর্মি গ্রুপের সাহায্যে নিযুক্ত হয়েছিল। সমগ্র জর্মন বাহিনীর অধিনায়ক হলেন জেনারেল ফন ব্রাউসিৎস। জর্মন ব্যূহরচনার মূলকথা : বুনড্স্টেটের নেতৃত্বে শক্তিশালী কেন্দ্র, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দক্ষিণপক্ষ এবং দুর্বল বাম পক্ষ।

মিত্রপক্ষীয় ব্যূহ

অন্যদিকে মিত্রপক্ষীয় ব্যূহরচনা ছিল নিম্নরূপ :

১। জেনারেল বিলোতের প্রথম আর্মি গ্রুপ। মোট ডিভিশন সংখ্যা ৫১। জেনারেল হেডকোয়ার্টারের মজুত হিসাবে রক্ষিত ৯ ডিভিশন ও ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর ৯ ডিভিশন এই ৫১ ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আর্মি গ্রুপের বিস্তার ছিল লংগইর কাছাকাছি মাজিনো রেখার শেষ প্রান্ত থেকে বেলজিয়ামের সীমান্ত এবং বেলজিয়ান সীমান্তের পিছন থেকে ডানকার্কের সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্মি গ্রুপের মজুত ছিল ৪৩ ডিভিশন। লংগই থেকে

সুইৎসারল্যাণ্ড পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষার ভাগ ছিল এই দুটি আর্মি গ্রুপের উপর। তদুপরি ম্যাজিনো রেখার অভ্যন্তরে ছিল নয়টি ফরাসী (ও একটি ব্রিটিশ) ডিভিশন, অতএব সর্বসমেত ডিভিশনের সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৩। এর সঙ্গে বেলজিয়ামের ২২ ডিভিশন ও হল্যাণ্ডের ১০ ডিভিশন যোগ দিলে মিত্রপক্ষীয় ডিভিশনের সংখ্যা ১৩৫-এ পৌঁছোয়। মিত্রপক্ষের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল গামেল্যাঁ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব জেনারেল জর্জের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। উপরিউক্ত ব্যূহরচনার কারণ গামেল্যাঁর প্ল্যান ডি। গামেল্যাঁর স্থির ধারণা ছিল, মূল জর্মন আক্রমণ আসবে বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সুতরাং প্ল্যান ডির ডাইল-ব্রেডা রেখায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য ৩০ ডিভিশনের মতো সৈন্য ছিল। দশটি দুর্গরক্ষী ডিভিশন ম্যাজিনো রেখায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিল এবং এদের সাহায্যার্থে আরও ৩০ ডিভিশন অন্তবর্তী সৈন্য হিসাবে বিন্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং মজুত ছিল মাত্র ২২ ডিভিশন সৈন্য। এই ২২ ডিভিশনের মধ্যে ৭ ডিভিশন বেলজিয়ামের জন্য রাখা হয়েছিল। ফ্রান্সের নতুন গঠিত তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশনের দুটিই এই ৭টি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরও পাঁচ ডিভিশন সুইৎসারল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে সাম্ভাব্য জর্মন আক্রমণের মোকাবিলার জন্য বিন্যস্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত জেনারেল জর্জের হাতে বর্ণনীতিক মজুত রাইল ১০ থেকে ১৩ ডিভিশন। সুতরাং ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের ব্যূহ রচনার সমগ্র চিত্রটি হল : ম্যাজিনো রেখার শক্তিশালী দক্ষিণপক্ষ, উত্তর বেলজিয়ামের মুখোমুখি শক্তিশালী বামপক্ষ এবং অতি দুর্বল কেন্দ্র। এই কেন্দ্র দুর্ভেদ্য বেলজিয়াম আর্দেনের পিছনে প্রায় একশ মাইল বিস্তৃত। এই কেন্দ্র রক্ষী সেনা গঠিত হয়েছিল ৪টি হাল্কা অশ্বারোহী ডিভিশন এবং নবম ও দ্বিতীয় আর্মির দশটি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে। তাঁর পিছনে বিরাটশূন্যতা, জর্মানি রচিত ব্যূহের অতিশক্তিশালী কেন্দ্রের কথা মনে রাখলে গামেল'্যার সেনা-বিন্যাস কেন ফ্রান্সের বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল তা সহজেই বোঝা যাবে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি জেনারেল জর্জ জেনারেল বিল্লোকে সতর্ক করে দেন, তাঁর আর্মি গ্রুপ নিয়ে বেলজিয়ামে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আক্রান্ত বেলজিয়াম সাহায্য চেয়েছে জানতে পেরে প্রধান সেনাপতি গামেল্যাঁ জেনারেল জর্জকে টেলিফোন করেন।

জেনারেল জর্জ প্রশ্ন করেন : "জেনারেল, তাহলে কি ডাইল অপারেশন ? গামেল্যাঁ উত্তর দেন : বেলজিয়ানরা আমাদের আহ্বান করেছে। আপনার কি মনে হয় আর কিছু করা যেতে পারে।"

জর্জ বললেন : না।

যে নতুন রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল—সেই রণাঙ্গনের বিস্তার দক্ষিণে সেঁদা থেকে উত্তরে অ্যাণ্টওয়ার্প পর্যন্ত। ২০ মাইলের মতো স্থান ছেড়ে দিলে এই বিস্তৃত রণাঙ্গন নদীর দ্বারা সুরক্ষিত। নদী ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক। সেদাঁ থেকে এই রণাঙ্গন জিভে (Givet) ও দিনাঁ (Dinent) হয়ে মেউজকে অনুসরণ করে নামুর দুর্গ পর্যন্ত গেছে। সেখান থেকে ডাইল নদী পর্যন্ত এই রণাঙ্গনের একটি মাত্র অরক্ষিত অংশ। এই অংশটি জ'্যাব্লু ফাঁক (Gembloux gap) নামে পরিচিত। এই অংশটি পেরিয়ে গেলে রণাঙ্গন আবার ডাইল নদীর দ্বারা রক্ষিত। ফরাসী হাইকমাণ্ডের ধারণা ছিল মূল জর্মন আঘাত আসবে বেলজিয়ামের সমতল ক্ষেত্রে নামুর ও অ্যাণ্টওয়ার্পের মধ্য দিয়ে। সুতরাং রণাঙ্গনের এই অংশে হাইকমাণ্ড শক্তিশালী বাহিনীর সমাবেশ করেছিলেন। দক্ষিণে জ'্যাব্লু ফাঁকে জেনারেল ব্ল'সারের[৮১] প্রথম আর্মি ২৫ মাইলের মতো রণাঙ্গন রক্ষায় নিযুক্ত হল। প্রথম আর্মির পুরোভাগে রইল আটটি পদাতিক ডিভিশন এবং দুটি হাল্কা বর্মিত ডিভিশন। ওয়াভ্‌র (wavre) থেকে লুভেঁ পর্যন্ত ডাইল নদীর প্রায় ১৭ মাইল রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হল *জেনারেল লর্ড গর্টের*[৮৩] *ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর* নয় ডিভিশনের উপর। ব্রিটিশ বাহিনীর বামে বেলজিয়ান বাহিনী পিছু হটে এসে মিত্রপক্ষীয় রক্ষাব্যূহকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত করে দেবে। ফরাসী সপ্তম আর্মি এগোবে শেল্‌ড্‌টের মুখ ছাড়িয়ে ব্রেডা পর্যন্ত। জেনারেল জিরোর[৮৪] এই সপ্তম আর্মিতে ছিল ৬টি পদাতিক ডিভিশন ও সম্মুখে একটি হাল্কা যান্ত্রিকীকৃত ডিভিশন। সপ্তম আর্মিকে ব্রেডা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ওলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। প্রথম শ্রেণীর ডিভিশন নিয়ে গঠিত সপ্তম আর্মি প্রধানত গতিশীল রণনীতিক মজুত হিসাবে জেনারেল জর্জের হাতে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ডাইল পরিকল্পনাকে সংশোধিত করে ব্রেডা পরিবর্ত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে জেনারেল গামেল'্যা চরম অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন, জেনারেল কোরার নবম আর্মি সেদাঁর উত্তর-পশ্চিম ঘুরে মেউজের পশ্চিমতীরে নামুর পর্যন্ত নির্দিষ্ট অবস্থান এগিয়ে যাবে। গোটা সঞ্চালনটির কেন্দ্রবিন্দু থাকবে সেদাঁর ঠিক উত্তরে যেখানে মেউজ ফ্রান্স অতিক্রম করেছে। সেখানে দ্বিতীয় ও নবম আর্মির সীমানা, কোরার দক্ষিণে জেনারেল উঁতজিজের[৮৫] দ্বিতীয় আর্মি স্থিতিশীল থাকবে। এই আর্মির নোঙর থাকবে লংগইতে।

জর্মন আক্রমণ শুরু হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত গামেল'্যার 'ব্রেডাপরিবর্ত' সম্পর্কে

ফরাসী সমর নায়কদের মনে দ্বিধা ছিল। গোটা সঞ্চালনটির সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল জেনারেল জিরোর সপ্তম আর্মিকে। কিন্তু জেনারেল জিরো তাঁর উপর অর্পিত এই অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভূমিকার সার্থক রূপায়নে গুরুতর বাধাবিঘ্নের কথা জেনারেল বিলোতের কাছে চিঠি দিয়ে জানান। উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি জেনারেল জর্জ গোড়া থেকেই এই 'ব্রেডা পরিবর্ত'র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধিতা গামেল্যাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। গামেল'্যার আশা ছিল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে জর্মন আক্রমণ প্রতিহত না হলেও বিলম্বিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু চোখের সামনে বিচূর্ণিত পোলাণ্ডের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের দেশরক্ষার সামর্থ্য সম্বন্ধে গামেল্যাঁর আশার কারণ খু'জে পাওয়া ভার।

সম্ভবত অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের প্রতি গামেল'্যার আস্থাই 'ব্রেডা পরিবর্ত' অনুসরণ করার প্রকৃত কারণ। কিন্তু এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি: অতিবিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের পিছনে মজুত সৈন্যের প্রায় অনুপস্থিতি। জেনারেল জর্জের হাতে মাত্র ১৩টি রণনীতিক মজুত ডিভিশন ছিল, কিন্তু এই ১৩টি ডিভিশন এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যে তাদের সাহায্যে দ্রুত প্রত্যাঘাত করা সম্ভব ছিলনা। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে মজুত ডিভিশনগুলির ভারকেন্দ্র ছিল ২নং আর্মি গ্রুপে অথচ এই ২নং আর্মি গ্রুপের ভূমিকা ছিল স্থিতিশীল। সুতরাং মজুত ডিভিশনের অবস্থান প্রত্যাশিত জর্মন আঘাতের ক্ষেত্রে ছিল না।

মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর বেলজিয়ামে অগ্রগতি নির্বিবাদে সম্পন্ন হয়। জেনারেল জিরোর সপ্তম আর্মি (৬টি পদাতিক বাহিনী, একটি হাল্কা যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী) দ্রুত এবং অনায়াসে ব্রেডায় পৌঁছে যায়। ১১ মে জেনারেল দাস্তিয়ে লক্ষ্য করেন জিরোর অগ্রগতির পথে লুফ্‌ট্‌হ্বাফে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করেছেনা। ডাইলের নির্ধারিত স্থানে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর অগ্রগতিও অত্যন্ত নির্বাধ হয়েছিল। অথচ লুফ্‌ট্‌হ্বাফে ইচ্ছা করলে অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাঁধা সৃষ্টি করতে পারত। কারণ ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী* দ্রুতবেগে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছোনোর জন্য রাত্রি এবং দিনেও অগ্রগতির ঝুঁকি নিয়েছিল। ব্রি.অ.বার সহযাত্রী দি টাইম্‌স পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা কিম ফিলবি** লুফ্‌ট্‌হ্বাফের এই নিষ্ক্রিয়তা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে মার্কিন সহকর্মী ড্রু মিডলটনকে

* এর পর থেকে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর পরিবর্তে ব্রি. অ. বা লেখা হবে

** It went too domn well

বলেন : "অগ্রগতি একটু বাড়াবাড়ি রকমের ভালভাবে হল। এত বিমান শক্তি নিয়ে সে আমাদের বাঁধা দিল না কেন? কি মতলব আটছে।" আরও অনেকেই মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর স্বচ্ছন্দ অগ্রগতিতে বিস্মিত হয়েছিলেন। ১১ মে সন্ধ্যা নাগাদ ডাইলের ধার ঘেঁসে নির্ধারিত স্থানে ব্রি.অ. বা ব্যূহিত হল।

জেনারেল ব্লসারের প্রথম আর্মির গতি ব্রি.অ. বার মতো স্বচ্ছন্দ না হলেও লুফ্‌ট্‌ব্বাফে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করেনি। প্রথম আর্মির অশ্বারোহী কোরের জেনারেল প্রিউ সর্বপ্রথম জ'্যাব্লু ফাঁকে পোঁছে এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে দেখে হতবাক হয়ে যান। এই স্থানটি সুরক্ষিত করার দায়িত্ব ছিল বেলজিয়ান আর্মির। এই ফাঁকে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বাঁধা স্বরূপ কোনো নদী নেই এবং এখানে ট্যাঙ্ক বিরোধী প্রতিবন্ধক তৈরী করার দায়িত্ব ছিল বেলজিয়ান আর্মির। কোনো প্রতিবন্ধকহীন জ'্যাব্লু ফাঁক জর্মন পানৎসার বাহিনীর কাছে আমন্ত্রণস্বরূপ। প্রিউ বুঝতে পেরেছিলেন এখানে জর্মন ট্যাঙ্কের সঙ্গে পাঞ্জা লড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ গোটা প্রথম আর্মি ১৫ মের আগে জ'্যাব্লু ফাঁকে পৌঁছতে পারবে না। তাই তিনি পিছু হটে শেলড্‌ট্‌ নদী রেখায় ব্যূহিত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু জেনারেল বিলোৎ জানিয়ে দেন পূর্বপরিকল্পনা মতোই তাঁকে চলতে হবে। ১৪ মে পর্যন্ত প্রিউকে জর্মন আক্রমণ সত্ত্বেও ঘাঁটি আগলে থাকতে হবে। অতএব প্রিউ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রথম ট্যাঙ্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

জেনারেল কোরার নবম আর্মির পদাতিক ডিভিশনগুলি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মেউজের বেলজিয়ান অংশে এগিয়ে গেল এবং তাঁদের আবরক অশ্বারোহী বাহিনী আরও এগিয়ে আর্দেনে প্রবেশ করল। কিন্তু কোরার পদাতিক ডিভিশনের অগ্রগতি তেমন স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়নি।

নবম ও দ্বিতীয় আর্মির অশ্বারোহী ডিভিশনের মধ্যে সংযোগের অভাব দেখা দিয়েছিল। এই দুই আর্মির অশ্বারোহী ডিভিশনের একযোগে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয় নি। এখানেই এই যুদ্ধের প্রথম ফরাসী জর্মন সংঘর্ষ হয়। একজন জর্মন সৈনিক এই সংঘর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে মানুষকে গুলি করে মারতে অনভ্যস্ত সৈনিকের বিস্ময় বিধৃত :

"ওরা আমাদের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকায়; আমরাও ওদের দিকে খুশী হয়ে তাকাই না। আমাদের কি গুলি করতে হবে? মেজর ফস্ট গুলি চালনার আদেশ দেন। ...ফরাসীদের একজন লবঙ্গের ক্ষেতে উল্টে পড়ে যায়। ...প্রথম মৃত মানুষ! লোকটিকে একেবারে সাদা দেখাচ্ছে। মৃত! *এখন আমাদের এতে অভ্যস্ত হতে হবে।"*



হিটলার



জেনারেল ফন রুন্‌ড্‌স্টেট্



জেনারেল ফন মানস্টাইন



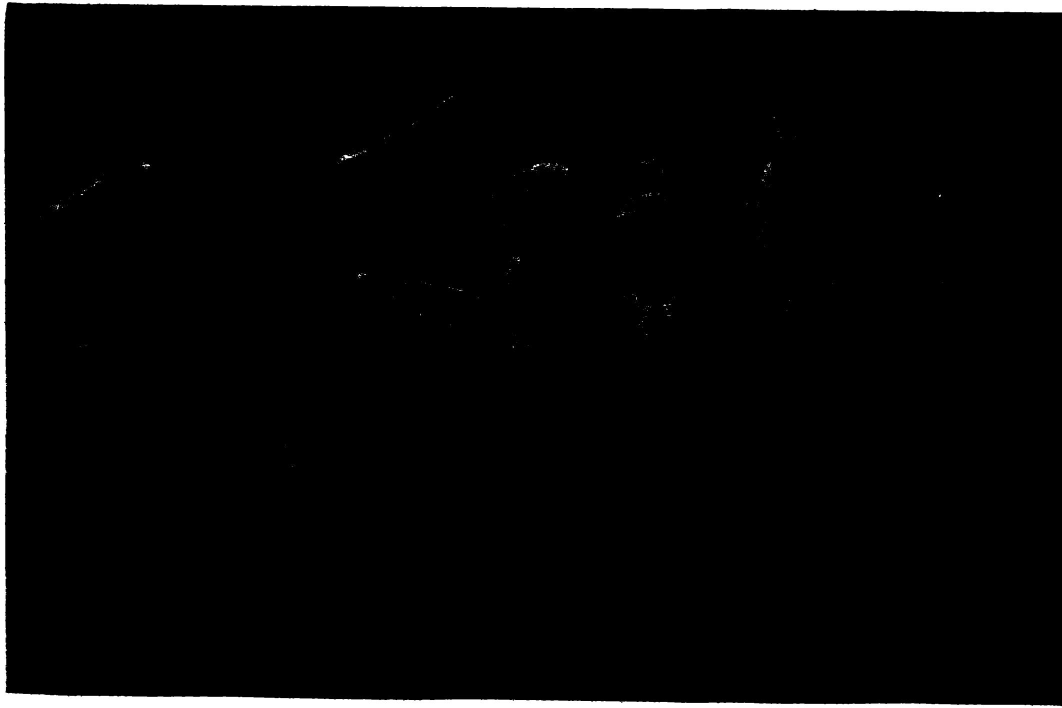
জেনারেল রোমেল



জেনারেল গামেল্যাঁ ও জেনারেল জর্জ



প্রেসিডেন্ট ল্যব্রাঁ ও কর্নেল দ্য গল



কঁপিয়েনে (২১ জুন ১৯৪০) যুদ্ধবিরতি অনুষ্ঠানের পর : রিবেনট্রপ, কাইটেল, গোয়েরিং, হেস, হিটলার, রায়েডার

ফরাসী বাহিনী সিকেলস্নিটের ফাঁদে পা দিল :

১০ মে প্রত্যুষে হিটলার বার্লিন ছেড়ে পশ্চিম রণাঙ্গনের কাছাকাছি আইফেল পাহাড়ে তাঁর হেডকোয়ার্টারে চলে আসেন। পরে ও.কে. এইচের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে জানায় যে গ্রুপ 'বি'র আক্রমণ অর্থাৎ মাতাদরের লাল জামা দেখে গামেল্যাঁর প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। মিত্রপক্ষ বেলজিয়ামে অগ্রসর হয়েছে। খবর পেয়ে হিটলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান :

"আনন্দে আমার চোখে জল আসছে ; ওঁরা ফাঁদে পা দিয়েছে। লীয়্যাজ আক্রমণ খুবই চতুর কাজ হয়েছে। আহা! ফেলসেনেষ্ট কী সুন্দর! সকালবেলার পাখী, যে রাস্তা দিয়ে সৈন্যদল অগ্রসর হচ্ছে তার দৃশ্য, মাথার উপর বিমানের স্কোয়াড্রন। কী করতে যাচ্ছি আমি ভাল ভাবেই জানি।"

হিটলারের আনন্দিত হওয়ার কারণ ছিল। সিকেলস্নিট পরিকল্পনায় বেলজিয়ামে মিত্রপক্ষের জন্য যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল গামেল্যাঁ সেই ফাঁদে পা দেওয়ায় আর্দেনের মধ্য দিয়ে পানৎসার বাহিনীর আক্রমণের সাফল্য এখন প্রায় অবধারিত। পানৎসার বাহিনীর আক্রমণই সিকেলস্নিটের মূল ভিত্তি। কিন্তু সিকেলস্নিটের প্রত্যাশার সফলতাই হিটলারের আনন্দের একমাত্র কারণ নয়। হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামে প্রথম দিনের জর্মন আক্রমণের সাফল্য অভূত-পূর্ব ও অনন্যসাধারণ। জর্মন সমরনায়কেরা চেয়েছিলেন যেন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সের সীমান্তে তাদের প্রস্তুত অবস্থান ছেড়ে বেলজিয়ামে অগ্রসর হয়। সেইজন্যই সম্পূর্ণ নভাধিপত্যসত্ত্বেও লুফ্‌ট্‌হ্বাফে ডাইল নদী রেখায় অগ্রসরমান বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর উপর বোমাবর্ষণ করেনি। কিম ফিলবির বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তর হল : মিত্রপক্ষের বেলজিয়ামে অগ্রগতি নির্বিঘ্ন করাই ছিল জর্মন সমর কৌশল। কেননা সিকেলস্নিটকে একটি ঘূর্ণায়মান দরজা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। মিত্রপক্ষের বেলজিয়ামে অগ্রগতিতে যে দরজা ঘুরে গেল সেই দরজাকে আবার ঘুরিয়ে দেবে আর্দেনের মধ্য দিয়ে 'পানৎসার' আক্রমণ।

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম বিজয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ফন বকের আর্মি গ্রুপ 'বি'র উপর। অতএব এবার আর্মি গ্রুপ 'বি'র দিকে তাকানো যাক।

১৬

নেদারল্যাণ্ড বিজয়

বেলজিয়ামের চেয়েও দুর্বল সৈন্যদল নিয়ে নেদারল্যাণ্ডের আত্মরক্ষা অসম্ভব ছিল না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নীচু এই দেশ বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত। বাঁধ ভেঙে দিলে অল্পকালের মধ্যে সারা দেশ প্লাবিত করে দেওয়া যায়। সারা দেশকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য খাল। এই খালের সেতুগুলি ভেঙে দিলে এই দেশ জয় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার উপর আছে নদীর দ্বারা সুরক্ষিত সেই অঞ্চল যাকে হল্যাণ্ড দুর্গ (Fortress of Holland) বলা হয়, যেখানে নেদার ল্যাণ্ডের প্রায় সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ শহর—দি হেগ, আমস্টারডাম, য়ুটেক্রট, রটারডাম ও লেইডন। শত্রু সৈন্যের পক্ষে প্রায় অনধিগম্য এই অঞ্চল।

নেদারল্যাণ্ডের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখলে হল্যাণ্ডের পক্ষে জর্মন বাহিনী প্রতিহত করা অসম্ভব ছিল একথা বলা চলে না। হল্যাণ্ডের সৈন্যসংখ্যা বেলজিয়ামের চেয়ে কম হলেও আক্রমণকারী জর্মন সৈন্যের তুলনায় কম ছিল না। ওলন্দাজ বাহিনীতে ১০ ডিভিশন সৈন্য ছিল এবং ছোটখাট সৈন্যদল একত্রিত করে আরও প্রায় দশ ডিভিশন সংগঠিত হয়েছিল। হল্যাণ্ডের এই বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণকারী জর্মন বাহিনী ছিল মাত্র ৭ ডিভিশন। তার মধ্যে পানৎসার বাহিনী ছিল মাত্র এক ডিভিশন। তার উপর ছিল এক রেজিমেণ্ট বিমান বাহিত পদাতিক সৈন্য এবং ৪ ব্যাটালিয়ন ছত্রী সৈন্য। সর্বসাকুল্যে এই ছিল জর্মন সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা। সংখ্যার দিক থেকে অভিযাত্রী জর্মন বাহিনী কমই ছিল, বেশি নয়। কিন্তু জর্মন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অন্যত্র। আকাশে জর্মন বিমানে অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব। দ্বিতীয়ত, রণকৌশলে জর্মন শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ ছত্রী সৈন্য ও বিমানবাহিত পদাতিক সৈন্যের অভিনব ব্যবহার। আক্রমণের আকস্মিকতা এবং ব্লিৎসক্রীগ আক্রমণের মূলসূত্রের (শত্রুপক্ষের সামরিক মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত সম্পাদনের) প্রয়োগ নৈপুণ্য।

পোল্যাণ্ড ও নরওয়ের পর ব্লিৎসক্রীগ সমর কৌশলের অসামান্য প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত হল্যাণ্ড। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে

হল্যাণ্ডের সৈন্যসংখ্যা অভিযাত্রী জর্মন বাহিনীর চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে হল্যাণ্ডের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত ওলন্দাজ বাহিনীর একটি বিস্তৃত রণাঙ্গন রক্ষার দায়িত্ব ছিল। দ্বিতীয়ত, এই বিস্তৃত রণাঙ্গণের পশ্চাদ্ ভাগ ছিল ঘন বসতিপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। তৃতীয়ত, ওলন্দাজ পক্ষে সৈন্যের সংখ্যাধিক্য ছিল কিন্তু সামরিক সাজসজ্জা ও আধুনিক সমরাস্ত্রের ন্যূনতা ছিল। আধুনিক যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না এই বাহিনীর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রণকৌশল ও সমরাস্ত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনীতে সেই পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়াচ লাগেনি। সুতরাং জর্মনির নবোদ্ভাবিত রণকৌশলের অতি নিপুণ প্রয়োগ ওলন্দাজ বাহিনীতে এক ধরণের বিহ্বলতা এনেছিল যা কাটিয়ে ওঠার আগেই জর্মন বাহিনী হল্যাণ্ড দুর্গের দ্বারে এসে আঘাত করে।

হল্যাণ্ড বিজয়ের প্রধান ভূমিকা ছিল জেনারেল কুর্ট ফন স্টুডেণ্টের[৮৬] নেতৃত্বাধীন বিমানবাহিত সৈন্যবাহিনীর। কিন্তু এই বিমানবাহিত সৈন্যসংখ্যাও বেশি ছিল না। ৪ ব্যাটালিয়ান ছত্রীসৈন্য এবং একটি বিমানবাহিত পদাতিক রেজিমেণ্ট ম্যোরডাইক, ডরড্রেক্ট এবং রটারডামে সেতু অধিকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। মেউজ (মাস) নদী ও তার দুইটি শাখানদীর সেতুগুলি দেশের প্রধান সড়কগুলিকে দেশের কেন্দ্রে প্রসারিত করে দিয়েছে। এই সেতুগুলি অটুট অবস্থায় দখলের উপর জর্মন অভিযানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছিল। কারণ অটুট সেতুর অর্থ অবিচ্ছিন্ন সড়ক যা জর্মন সীমান্ত থেকে জেনারেল ক্যুচলেরের অষ্টাদশ আর্মিকে হল্যাণ্ড দুর্গ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে।

৯ মে শেষরাত্রিতে জর্মন ছত্রী সৈন্য ও বিমানবাহিত পদাতিক সৈন্য অতর্কিতে আক্রমণ করে এই সেতুগুলো দখল করে নেয়। ওলন্দাজ বাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের প্রচণ্ড প্রতিআক্রমণ সেতু দখলকারী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জর্মন সৈন্যদলগুলোকে হটিয়ে দিতে পারেনি। জর্মনরা ১২ মে পর্যন্ত জেনারেল ক্যুচলেরের অগ্রসরমান বর্মিত বাহিনীর অতিক্রমণের জন্য সেতুগুলির উপর তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখে।

একটি ছত্রী ব্যাটালিয়ান ও দুইটি বিমানবাহিত রেজিমেণ্ট নিযুক্ত হয়েছিল হেগ এবং রানীসহ ওলন্দাজ সরকারের সব সদস্যদের দখল করার জন্য। কিন্তু আক্রমণের এই অসমসাহসিক আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর ওলন্দাজ পদাতিক বাহিনী ও আর্টিলারি রাজধানীর উপর আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয় এবং হেগের চতুষ্পার্শের তিনটি বিমানক্ষেত্র থেকেও জর্মনদের

হটিয়ে দেয়। ফলে ওলন্দাজ সরকার ও রাজধানী রক্ষা পায়। কিন্তু জর্মন ছত্রী বাহিনীর এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ওলন্দাজ মজুত বাহিনী আটকা পড়ে যায়। অথচ এই মজুত বাহিনী মূল জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজন ছিল। সুতরাং হেগের ও হেগের কাছাকাছি বিমানক্ষেত্রের উপর জর্মন ছত্রী সৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ হলেও, নেদারল্যাণ্ড বিজয়ে সামগ্রিক জর্মন রণকৌশল ব্যর্থ হয়েছিল একথা বলা চলে না।

নেদারল্যাণ্ড বিজয়ে ছত্রীসৈন্যের দ্বারা নেদারল্যাণ্ডের খিড়কি দরজা অধিকারের গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। কিন্তু ছত্রী সৈন্যের অবতরণ ও সেতু অধিকার ওলন্দাজ হাইকমাণ্ডে সাময়িক পক্ষাঘাত এনে দিলেও শুধুমাত্র ছত্রী সৈন্যের দ্বারাই ওলন্দাজ বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হত না যদি জর্মন পানৎসার বাহিনী ওলন্দাজ রক্ষাব্যূহ চূর্ণ করে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে না আসত।

ওলন্দাজ রক্ষাব্যবস্থা দুটি রক্ষারেখার উপর নির্ভরশীল ছিল : রটারডাম, হেগ এবং আমস্টারডামরক্ষী একটি আন্তররেখা এবং তার বিশ মাইল পূর্বে আর একটি বাইরের রেখা। এই দুটি রেখার সঙ্গে ছিল পরপর কয়েকটি আবরক অবস্থান। এই রক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল—মাসট্রিক্ট অ্যাপেনডিক্স, পীল জলাভূমি ও উত্তরের প্রদেশগুলি অতিক্রমণে জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি বিলম্বিত করা। যেভাবে ব্যূহ রচনা করা হয়েছিল তাতে ওলন্দাজ সেনাপতি জেনারেল হেন্‌ড্রিক গেরার্ড উইংকেলমান তাঁর পর্যাপ্ত রাইফেলশক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। তিনি আভ্যন্তরীন রক্ষারেখা ব্যবহার করে রণাঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং দ্রুতবেগে সৈন্য পাঠিয়ে জর্মন বাহিনীকে বাধা দিতেও পারতেন। কিন্তু কার্যত এই ব্যবস্থায় ওলন্দাজ বাহিনী কয়েকটি স্থিতিশীল অবস্থানে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই সব অবস্থান ওলন্দাজ বাহিনীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে কারণ শত্রু ওলন্দাজ বাহিনীর পিছনে ছত্রী সৈন্য নামিয়ে ও বোমারু বিমান ব্যবহার করে রণাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা এনে দেয়। সেনাপতি উইংকেলমান তাঁর চারটি আর্মি কোরের দুইটিকে গেল্ড উপত্যকায় মেউজ নদী ও জুইডার জির রেখায় সমাবেশ করেছিলেন। একটি আর্মি কোর মজুত হিসাবে পিছনে ছিল। অবশিষ্ট কোরটির ওপর মেউজ নদীর দক্ষিণে পীল রেখা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু জর্মন আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ওলন্দাজ হাইকমাণ্ড স্থির করেন যে নদী দ্বারা সুরক্ষিত নেদারল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল রক্ষায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করাই অধিকতর নিরাপদ। সুতরাং পীল-রেখা-রক্ষী আর্মি কোরটিকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পীল রেখা রক্ষার জন্য একটি হাল্কা সৈন্যাবরণ রাখা হয় মাত্র। কিন্তু

এই সৈন্যবাহিনী ছিল অতি নিম্ন মানের এবং এদের ট্যাঙ্কধ্বংসী অথবা বিমানধ্বংসী কামান ছিল না। এই নতুন ব্যবস্থা জর্মন আক্রমণ পরিকল্পনার সহায়ক হল। কারণ জর্মন বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রটারডামের নিকটবর্তী বিমানবাহিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া।

১০ মে একটি শক্তিশালী জর্মন সাঁজোয়া স্তম্ভ (column) মেউজ নদী অতিক্রম করে পীল রেখা ভেদ করে এগিয়ে যায়। আরও দক্ষিণে কয়েকটি বর্মিত স্তম্ভ লোথুন ও ভেনলোতে মেউজ নদী অতিক্রম করে ব্রেডা ও আইনড্-হোভেনের দিকে এগিয়ে যায়। কোনো কোনো স্থানে ওলন্দাজ বাহিনী তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেও, জর্মন বাহিনীর আক্রমণের আকস্মিকতায় ও দ্রুতিতে ওলন্দাজ কমাণ্ড সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যায়। সুতরাং কোনো সমন্বিত প্রতিরোধ সম্ভব হয় নি। ১০ মে জর্মন বোমারু বিমানের আক্রমণে ওলন্দাজ বিমান বাহিনী প্রায় মুছে যায়। কেবল ১২টি বিমান কোনোক্রমে টিকে ছিল। এতে ওলন্দাজ হাইকমাণ্ডের পক্ষাঘাত সম্পূর্ণ হয়। ১১ মে ওলন্দাজ বাহিনী ব্রেডার দিকে হঠে আসে। ফলে জর্মন বর্মিত বাহিনীর ম্যোরডাইক সেতুর দিকে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। ওই দিন অপরাহ্নেই জেনারেল আঁরি জিরো ফরাসী সপ্তম আর্মি নিয়ে ফরাসী সীমান্ত থেকে ১৪০ মাইল অতিক্রম করে টিলবার্গে এসে পৌঁছন। কিন্তু জেনারেল জিরোর পক্ষে টিলবার্গে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। ওলন্দাজ পশ্চাদপসরণ ও জর্মন বোমারু বিমানের আক্রমণ—তাঁকে ব্রেডায় পেছিয়ে আসতে বাধ্য করে। ১২ মে ফরাসী আর্মি আরো জোরদার করা সত্ত্বেও এই বাহিনী ম্যোরডাইক অভিমুখে জর্মন বর্মিত বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ করার কোনো চেষ্টা করে নি। দুপুর নাগাদ এই বাহিনী রটারডামের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়।

ইতিমধ্যে জর্মন পদাতীক বাহিনী গেল্ড উপত্যকায় ওলন্দাজ অবস্থান রেখায় এগিয়ে এসে ১২ মে এই রেখা ছিন্ন করে। মজুত বাহিনীর অভাবে ওলন্দাজ বাহিনীর প্রত্যাঘাতের সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং এই রেখা পরিত্যাগ করে ওলন্দাজ বাহিনী। আমস্টারডাম ও য়ুট্রেক্টে হল্যাণ্ড দুর্গ রক্ষারেখায় পেছিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত রক্ষাব্যূহের শক্তি পরীক্ষা হয়নি। জর্মনরা রক্ষা ব্যূহ আক্রমণ করার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়।

১২ মের অপরাহ্নে সাঁজোয়া বাহিনী রটারডামের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয় কিন্তু তার পর ১৩ মে পর্যন্ত আর কোনো অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি জর্মন বাহিনীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। কেননা জর্মন সাঁজোয়া বাহিনী ওলন্দাজ ও ফরাসী বাহিনীর ভিতরে ঢুকে পড়েছিল।

এই অবস্থাটা ওলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে—সাঁজোয়া বাহিনীর পক্ষে আত্মরক্ষা দুরূহ হত। কিন্তু জর্মন বাহিনীর এই প্রাগ্রসর অবস্থানের বিপজ্জনক দিকটা বুঝে ওটার মতো মানসিক অবস্থা ওলন্দাজ বাহিনীর ছিল না। স্থলে জর্মন পানৎসার বাহিনীর বজ্রনির্ঘোষ, আকাশে জর্মন বোমারু বিমানের হুঙ্কার এবং জর্মন পদাতিক বাহিনীর নিরন্তর অগ্রগতি ওলন্দাজ বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়ে পরাজিতের মানসিকতা সৃষ্টি করে।

প্রয়োজন হলে মজুত ওলন্দাজ সোনা ও মণিমাণিক্য যাতে নির্বিঘ্নে ইংলণ্ডে পৌঁছতে পারে ইতিমধ্যেই সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। ১১ মে এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হয়। ওলন্দাজ রানী ও সরকারের সদস্যরা যুদ্ধের প্রথম দিনই জর্মন বিমানবাহিত সৈন্যের হাতে বন্দীদশা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। ১৩ মে রানী ও ওলন্দাজ সরকারের সদস্যরা জাহাজে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সারা দেশের ভার ন্যস্ত হয় সেনাপতি উংইকেলমানের উপর।

১৪ মে অপরাহ্ন নাগাদ জেনারেল উংইকেলমান আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী কেবলমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা নয়। শত্রুর নির্মম বোমাবর্ষণের হাত থেকে রটারডাম, য়ুট্রেক্ট প্রভৃতি শহরকে রক্ষার জন্যও তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রটারডামকে জর্মন বোমারু বিমানের তাণ্ডব থেকে বাঁচাতে পারেননি। কিছুটা ভুল বোঝাবোঝির জন্য রটারডাম জর্মন বোমায় বিধ্বস্ত হয়।

১৪ মে সন্ধ্যায় ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ সেনাপতি উংইকেলমান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের আদেশ দেন এবং পরদিন বেলা এগারটায় তিনি সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পাঁচ দিনে জর্মানির নেদারল্যাণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হল।

ফ্রান্স আক্রমণের প্রারম্ভিক আঘাত নেদারল্যাণ্ড বিজয়। মূল জর্মন আক্রমণস্থল থেকে শত্রুর দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ও বিপথগামী করার জন্য নেদারল্যাণ্ড আক্রমণ পরিকল্পনা অতি নিপুণভাবে প্রযুক্ত হয়। পৃষ্ঠদেশে সৈন্যাবতরণের সঙ্গে যুগপৎ সম্মুখভাগে প্রচণ্ড আঘাত ও বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণে ওলন্দাজ বাহিনীর বিশৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়ে একটি জর্মন সাঁজোয়া-বাহিনী ওলন্দাজ বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বের একটি ফাঁক দিয়ে দ্রুতবেগে রটারডামে অবতীর্ণ বিমানবাহিত জর্মন সৈন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ওলন্দাজ বাহিনীর রণনীতি আত্মরক্ষাত্মক হওয়া সত্ত্বেও জর্মন সাঁজোয়া বাহিনীর অভূতপূর্ব

অগ্রগতির ফলে ওলন্দাজ বাহিনীকে আক্রমণমুখী হয়ে উঠতে হল। কিন্তু আক্রমণাত্মক যুদ্ধের উপযুক্ত সাজসজ্জা ওলন্দাজ বাহিনীর ছিল না। জর্মন সাঁজোয়া বাহিনীকে পরাজিত করার সাধ্য ছিল না। সুতরাং যদিও প্রধান রণাঙ্গনে ওলন্দাজ রক্ষা ব্যূহ ছিন্ন হয় নি তবু যুদ্ধের পঞ্চম দিনে ওলন্দাজ বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হল।

১৭

বেলজিয়াম বিজয়: প্রথম পর্ব

১০ মের প্রত্যূষে জর্মন আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গামেল্যাঁর প্ল্যান অনুযায়ী মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ডাইলরেখায় পূর্বনির্ধারিত অবস্থানে যাত্রা করেছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। অর্থাৎ জর্মন সিকেলস্নিট পরিকল্পনায় মিত্রপক্ষের যে প্রতিক্রিয়া সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তাই সত্য হয়েছিল। সুতরাং সিকেলস্নিটে বেলজিয়ামে জর্মন আক্রমণের যে ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল তার যথাযথ রূপায়ণ স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং সেদাঁয় মূল জর্মন আক্রমণের সার্থকতা এতে প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মিত্রপক্ষের ডাইলরেখায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পশ্চিমরণাঙ্গনের ঘোর যুদ্ধফল পাঠ করা সম্ভব ছিল।

বেলজিয়ামে জর্মন মাতাদরের লালজামার আন্দোলনে মিত্রপক্ষীয় ষাঁড় শিঙ নেড়ে ডাইলে অগ্রসর হয়েছে। এখন মাতাদরের তরবারি কি প্রবল বলে নেমে এল তা লক্ষ্য করা যাক্। জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে বেলজিয়াম আত্মরক্ষা পরিকল্পনা আলবের্ট খালের রক্ষারেখাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। বেলজিয়ান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত অ্যান্টওয়ার্প থেকে মেউজ পর্যন্ত আলবের্ট খালের রেখা ধরে জর্মন আক্রমণের বেগ বিলম্বিতকরণের জন্য যুদ্ধ করা এবং সেখান থেকে মেউজ নদী রেখা ধরে লিয়ঁ্যাজ থেকে নামুর পর্যন্ত ধীরে পিছু হটে আসা। উদ্দেশ্য ছিল কালহরণ করা যাতে মিত্রশক্তি যথাসময়ে ডাইলরেখা পৌঁছোতে পারে। তারপর বেলজিয়ান বাহিনী সরে এসে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর বাঁয়ে লুভেঁ ও সমুদ্রের মাঝামাঝি থাকবে।

কিন্তু ১০ মের প্রত্যূষে যুদ্ধারম্ভে হিটলার প্রথম বেলজিয়ান পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য বানচাল করে দেন। নেদারল্যাণ্ড বিজয়ে যে পরিমাণ সৈন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সৈন্য বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই গৌণ আক্রমণ মিত্রপক্ষ মূল আক্রমণ বলে ভুল করে। কিন্তু যদিও মোটামুটি শক্তিশালী বাহিনীই বেলজিয়াম আক্রমণে নিযুক্ত হয়েছিল, তবুও বিমানবাহিত সৈন্য সংখ্যা ছিল একেবারে মুষ্টিমেয়। মাত্র ৫০০। অথচ এই ৫০০ বিমান-

বাহিত সৈন্যেরই আক্রমণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিমানবাহিত সৈন্যের স্বল্পতা ঢেকে রাখার জন্য জর্মানি ছলনার আশ্রয় নেয়। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জর্মানি মেকি ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দেয়—যাতে বেলজিয়াম জুড়ে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে হাজার হাজার ছত্রী সৈন্য বেলজিয়ামে অবতরণ করেছে। সেই সঙ্গে অভিযানের শুরুতে জর্মানি তার গোঁত্তা-খাওয়া বোমারু বিমানবাহিনীর শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের দ্বারা বেলজিয়ামের প্রবেশদ্বারের রক্ষাব্যূহকে নরম করে দেয়। কিন্তু বেলজিয়ামের প্রবেশদ্বারের চাবিকাঠি হস্তগত করে মুষ্টিমেয় বিমানবাহিত সৈন্য। প্রবেশদ্বারের চাবিকাঠি হল আলবের্ট খালের উপর কয়েকটি সেতু এবং আলবের্ট খাল ও মেউজের সংযোগস্থলে দুর্ভেদ্য বেলজিয়ান দুর্গ ইবেন এমেল। এই সেতু ইবেন এমেল দখলে মুষ্টিমেয় জর্মন সৈন্যের অত্যাশ্চর্য অসমসাহসিকতার কোনো তুলনা নেই। ইবেন এমেল অধিকারের কাহিনী একেবারে রূপকথা বলে মনে হয়।

ইবেন এমেল অধিকার :

প্রথমত, আলবের্ট খালের সেতু অধিকারের কাহিনী ধরা যাক। ভ্রেনহোভেন*, ভেল্ডহ্বেজেল্ট** ও ব্রীডজেন***—এই তিনটি সেতুর পিছনে গ্লাইডার বাহিত সৈন্য অবতরণ করে। বোমারু বিমান থেকে নিরন্তর বোমাবর্ষণ চলতে থাকে। গ্লাইডারবাহিত সৈন্য ব্যবহৃত হয় নিঃশব্দ অবতরণের জন্য। এরা জোরদার হয় ছত্রীসৈন্য দ্বারা। এরা একত্রিত হয়ে পিছন থেকে আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা সেতুরক্ষী বেলজিয়ান সৈন্যদের পরাজিত করে, সেতু তিনটি দখল করে নেয়। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এই নিষ্ঠুর সত্যটি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই সেতু তিনটি বেলজিয়ানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। নিকটবর্তী বেলজিয়ান দুর্গ ইবেন এমেল ও একই সঙ্গে অনুরূপ আক্রমণের সম্মুখীন হয়। সুতরাং ইবেন এমেলের কামান থেকে সেতুরক্ষীরা প্রত্যাশিত অগ্নিসমর্থন পায়নি। যদিও বেলজিয়ান সৈন্যদল প্রতি আক্রমণ করে ব্রীডজেন সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু অন্য দুটি সেতু জর্মন সৈন্যদের হাতেই থেকে যায়। এই সেতুর উপর দিয়েই জর্মন বর্ম (ট্যাঙ্ক) আলবের্ট খাল নির্ভর রক্ষারেখা ছিন্ন করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, ইবেন এমেল অধিকার প্রকৃতই বিস্ময়কর রূপকথার কাহিনী। ইবেন এমেল আলবের্ট খাল নির্ভর আত্মরক্ষাত্মক বেলজিয়ান অবস্থানের

* (Vroenhoven) : ** (Veldwezilt), *** (Briedgen)

কেন্দ্রবিন্দু এবং উত্তরদিকের লিয়্যাজ রক্ষা প্রান্তিক দুর্গ। গামেল্যাঁর হিসেব অনুযায়ী এই দুর্ভেদ্য দুর্গরক্ষিত বেলজিয়ানবাহিনী জর্মনবাহিনীকে অন্তত পাঁচদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। ফরাসী বাহিনী ও ব্রি. অ. বার পক্ষে ডাইলরেখার নির্দিষ্ট অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে এই পাঁচদিনই প্রয়োজন ছিল। এই হিসাবই ছিল গামেল্যাঁর ডাইল-ব্রেডা প্ল্যানের ভিত্তি। আর হিটলারের সিকেলস্নিট পরিকল্পনার মূলকথা ছিল আলবের্ট খালের রেখায় জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি কোনোভাবেই বিলম্বিত হবে না। কারণ ফরাসী প্রথম আর্মির শক্তিশালী যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীকে সম্মুখ আক্রমণের দ্বারা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে না ফেলা পর্যন্ত পরিকল্পিত সেদাঁ ভেদনের গুরুতর বিপদ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। কেননা প্রথম ফরাসী আর্মির যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লে ওই বাহিনীকে সেদাঁভেদী জর্মন বাহিনীর অনায়াসভেদ্য উত্তরপার্শ্ব আক্রমণে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সুতরাং যথাসময়ে আলবের্ট খালের রেখা অতিক্রম করা সম্ভব না হলে গোটা সিকেলস্নিট পরিকল্পনাটি সাফল্যের পথে গুরুতর বিঘ্ন দেখা দেবে। কিন্তু আলবের্ট খালের রেখার দুর্জয় প্রহরী ইবেন এমেল জয় না করে আলবের্ট খাল অতিক্রম করা যাবে না। সুতরাং ইবেন এমেলের উপর দুই পক্ষেরই অনেককিছু নির্ভর করছিল।

বস্তুত ইবেন এমেলের জর্মন অগ্রগতি বিলম্বিত করার সামর্থের উপর গামেল্যাঁর নির্ভরতা নিছক অমূলক ছিল না। ইবেন এমেল বেলজিয়ামের আধুনিকতম দুর্গ। শুধু বেলজিয়ামের নয়, ইবেন এমেল ইয়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী ও আধুনিক দুর্গ। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ১২০ ফুট গভীর গড় দিয়ে সুরক্ষিত এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে ৯০০ ফুট এবং প্রস্থে ৭০০ গজ। একক ও যুগ্ম কামানের গম্বুজ সম্বলিত এই দুর্গে ৭৫ এম.এম থেকে ১২০ এম এম প্রায় ১২টি কামান ছিল। তাছাড়াও ছিল হাল্কা কামান ও মেসিনগান। প্রত্যেকটি কামানের গম্বুজ ছিল ভারী বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দুর্গের গর্ভে মাটির নীচে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল ১২০০ সৈন্য। মাজিনো রেখার কোনো ফরাসী দুর্গই ইবেন এমেলের মতো শক্তিশালী ছিল না। সুতরাং এই দুর্গ যে অপরাজেয় বলে গণ্য হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই দুর্গকে জর্মনরা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। দুর্গ জয় করে নেয় পরদিন দুপুর বেলার মধ্যে, "কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্! যেভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল তা রূপকথার কাহিনীকেও হার মানায়।

ইবেন এমেল অধিকারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল কচ* ঝটিকা বাহিনীর

* Koch Strom detachment

উপর। ১৯৩৯-এর নভেম্বর থেকে অতি গোপনে ক্যাপ্টেন কচের অধীনে একদল জর্মন সৈন্যকে হিলডেশাইমে এই দুর্গ অধিকারের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। এই সৈন্যদলের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়। অন্য কোনো ইউনিটের সৈন্যের সঙ্গে এদের মিশতে দেওয়া হয়নি। গোপনতা রক্ষার শপথ নিতে হয়েছিল এদের, গোপনতার শপথ লঙ্ঘিত হলে শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। হিলডেশাইমে ইবেন এমেল দুর্গের একটি মডেলের উপর এই সৈন্যদলকে অক্রমণের নতুন পদ্ধতির শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনল্যাণ্ডের দুর্গের বাংকারের উপর আক্রমণের অভ্যাস করে এই সৈন্যদল। ১৯৪০-এর মে নাগাদ ইবেন এমেল দুর্গের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি ব্যাপারও প্রত্যেক সৈন্যের কাছে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দশই মের আগে দুর্গের নামটি কাউকে জানানো হয়নি।

৯ মে শেষরাত্রি। ৩-৩০ মিনিট। তখনও অন্ধকার কার্টেনি কোলোইন থেকে ১১টি বড় গ্লাইডারে জর্মন সৈন্যরা যাত্রা করে। গ্লাইডারগুলিকে টেনে নিয়ে যায় কয়েকটি জু-৫২* বিমান। কোলোইন থেকে জু-৫২ বিমান গ্লাইডারগুলোকে আখেন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। তারপর আট হাজার ফুট উঁচু থেকে গ্লাইডারগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট পথে নিঃশব্দে উড়ে চলে গ্লাইডার। যেতে যেতে পথে বিস্ফোরক ভর্তি মেকি ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য বেলজিয়ান রক্ষীদের মনোযোগ অন্যত্র আকৃষ্ট করা। ইবেন এমেলের সান্ত্রীরা দূরে মাসট্রিক্ট এ্যাপেনডিক্‌সে ওলন্দাজ বিমানবিধ্বংসী কামানের গর্জন শুনেছে. কিন্তু আর কিছু শোনেনি. দেখতেও পায়নি, তারপর অকস্মাৎ একসময় বিরাট কালো পাখীর মত গ্লাইডারগুলিকে ইবেন এমেলের উপর স্থির হয়ে থাকতে দেখা গেল।

কিন্তু এগারটি গ্লাইডারই এসে ইবেন এমেলে পৌঁছোয়নি। ৯টি গ্লাইডার থেকে ৮০ জন জর্মন সৈন্য ইবেন এমেল দুর্গ চূড়ায় নিরাপদে নামে। অন্য দুটি গ্লাইডারের বিমানের সঙ্গে সংযোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং একটি আখেন ও কোলোইনের মাঝামাঝি ড্যুরেনে নেমে পড়ে। অপর ছিন্নসূত্র গ্লাইডারে ছিলেন অভিযানের কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট রুডলফ হ্বিটৎসিগ স্বয়ং। হ্বিটৎসিগ কোলোইনের কাছাকাছি একটি প্রান্তরে নেমে পড়তে বাধ্য হল। কিন্তু অসাধারণ উদ্যমী হ্বিটৎসিগ অল্পসময়ের মধ্যে মাঠের উইলো ঝোপ সাফ করে স্থানটি বিমান অবতরণের উপযোগী করে তোলেন এবং আর একটি জু–৫২ তাঁর গ্লাইডার টেনে নিয়ে যায়। এবার তিনি নিরাপদে ইবেন

---

* Ju-52

এমেলে এসে নামেন। ইবেন এমেলের উপর নেমে দেখেন যে তিনি না থাকাতেও ঘড়ির কাঁটা ধরে নির্দেশ অনুযায়ী দুর্গ দখলের কাজ এগিয়ে গেছে। তাঁর অবর্তমানে অভিযানের হাল ধরেছিলেন সার্জেণ্ট মেজর, হেবেঞ্জেল। ইবেন এমেলে নেমেই জর্মন সামরিক এন্‌জিনিয়াররা শক্তিশালী ফাঁকা বিস্ফোরক* কামানের মুখে পূরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব কামান অকেজো করে দেয়। বাতাস ঢোকার ঘুলঘুলি, ছোটখাট ফাঁক ও কামানের মধ্য দিয়ে অগ্নিনিক্ষেপক থেকে আগুনছুঁড়ে দিয়ে ভূগর্ভস্থ দুর্গাভ্যন্তরে শ্বাসরোধী অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করা হয়। ১২০০ রক্ষী সৈন্যদলের পক্ষে এই আবহাওয়া অসহ্য হয়ে ওঠে। বেলজিয়ান পদাতিক বাহিনী আক্রমণ করেও ইবেন এমেলের দেহে লেগে থাকা কীটের মত সামান্য কিছু মানুষকে মুছে দিতে পারেনি। কারণ এই স্বল্প সংখ্যক মানুষকে রক্ষা করতে ছুটে আসে স্টুকা বিমান। বোমা ফেলতে থাকে বেলজিয়ান পদাতিক বাহিনীর উপর। এই সুযোগে ছত্রীসৈন্যও অবতরণ করে ইবেন এমেলের উপর। এবার সৈন্যসহ হ্বিটৎসিগ দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ে; সুরঙে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়। ১০ মে সারারাত্রি ইবেন এমেলের রক্ষী সৈন্যরা লড়াই করে টিকে থাকে। পরদিন সকাল ৬ টায় রাইষেনাউর ষষ্ঠ আর্মির পুরোভাগের কয়েকটি পানৎসার ইউনিট অটুট অবস্থায় অধিকৃত সেতুর উপর দিয়ে আলবের্ট খাল পার হয়ে ইবেন এমেলে এসে পৌঁছোয়। বেলা ১২ টায় ইবেন এমেল আত্মসমর্পণ করে। ১১০০ বেলজিয়ান সৈন্যকে বন্দী করা হয়। ২৩ জন বেলজিয়ান সৈন্য নিহত হয়। ৫৯ জন আহত হয়। হ্বিটৎসিগ বাহিনীর নিহতের সংখ্যা ৬। আহত ১৫। হিটলার কচ ও হ্বিটৎসিগকে জর্মনির সর্বোচ্চ সামরিক পুরস্কারের অন্যতম রিট্রেরক্রিউজ প্রদান করেন।

স্বভাবতই ইবেন এমেলের পতনে হিটলার অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে ওঠেন। জর্মন হাইকমাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি, অভিযানের নায়কের ঘড়ির কাঁটা ধরে আক্রমণ ও পরিকল্পনার রূপায়ন এবং জর্মন সৈনিকের অসম সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইবেন এমেলের মতো য়োরোপের অপরাজেয় দুর্গকে জর্মনির কারায়ত্ত করে। ইবেন এমেলের অধিকারের সমস্যার যে সমাধান জর্মন হাইকমাণ্ড করেছিলেন তা গ্রীক নাটকের গ্রন্থি মোচনের জন্য Duex ex machina** মতো যা নিমেষে কাহিনীর জট ছাড়িয়ে সমাধান এনে দেয়।

* Hollow Charge

** গ্রীক নাটকে ব্যবহৃত যন্ত্রের সাহায্যে দেবতার মঞ্চে—অবতরণ।

গ্লাইডার বাহিত জর্মন সৈন্য ইবেন এমেল দুর্গ জয়ের কঠিন সমস্যার অভাবিতপূর্ব duex ex machina।

ইবেন এমেল দুর্গচূড়ার এক ডজন ভারী কামানের স্তব্ধতা গামেল্যাঁর পক্ষে মারাত্মক অর্থবহ হয়ে উঠল। এই স্তব্ধতার অর্থ ডাইলরেখার দুর্জয়, অতন্দ্র প্রহরীর অনুপস্থিতি। ইতিপূর্বেই আলবের্ট খালের দুটি সেতু অধিকৃত হয়েছে। সেতুসহ ইবেন এমেল অধিকারের অর্থ: যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে জর্মন বাহিনী কর্তৃক বেলজিয়ামের আলবের্ট খালের রক্ষা রেখার ভেদন ও গামেল'্যার রণনীতি বনিয়াদের বিনষ্টি। রণকৌশলের সার্থক প্রয়োগের দিক থেকে ইবেন এমেল অধিকার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু শত্রুর মনোবলের উপর প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে ইবেন এমেলের গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। গোয়েব্‌ল্‌সের প্রচার যন্ত্র দুর্গজয়ে ফাঁকা বিস্ফোরকের ভূমিকা গোপন করে এক রহস্যময় নতুন ধরণের আক্রমণের উল্লেখ করতে থাকে। ইবেন এমেলের পতন সম্পর্কে নতুন গুজবও ছড়াতে থাকে। যথা, ইবেন এমেলের পতনের কারণ জর্মানি উদ্ভাবিত একটি গোপন অস্ত্র—এক ধরণের নার্ভ গ্যাস যাতে মানুষের স্নায়ু বিকল হয়ে যায়। হিটলার যদি য়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ এমন অনায়াসে জয় করে নিতে পারেন তাহলে মাজিনো রেখাও তো তার পক্ষে অনায়াস ভেদ্য। ইবেন এমেলের পতনে ফরাসী হাইকমাণ্ডের দৃষ্টি উত্তরপূর্ব রণাঙ্গন থেকে মাজিনো রেখা পর্যন্ত একবার ঘুরে এল। কিন্তু আর্দেনের অরণ্যের গোপনতার অগ্রসর মান অসংখ্য যন্ত্রদানব সেই দৃষ্টির অন্তরালে রইল।

ইবেন এমেল এবং দুটি বেলজিয়ান সেতুর অটুট অধিকার আলবের্ট খাল রক্ষাব্যূহ ভেদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বেলজিয়ান সম্মুখ অবস্থানের সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর বিন্দু ছিল লিয়্যাজের উত্তরে। এখানে ওলন্দাজ রাজ্যাংশ মাস্‌ট্রিক্‌ট্‌ অ্যাপেনডিক্‌স বেলজিয়ান ও জর্মন রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। মাস্‌ট্রিক্‌ট্‌ অ্যাপেনডিক্‌স এমন একটি দুর্লঙ্ঘ্য পরদা যা বেলজিয়ামের অলক্ষ্যে সৈন্য-সমাবেশে সহায়তা করেছিল। অথচ এই পরদা জর্মানির পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল। কারণ মাস্‌ট্রিক্‌ট্‌ অ্যাপেনডিক্‌সের সুরক্ষা অত্যন্ত কঠিন অথচ এই অ্যাপেনডিক্‌সটি থাকায় আলবের্টক্যানাল পর্যন্ত জর্মন সৈন্যের অগ্রগতি বেলজিয়ামের অগোচরে হতে পেরেছিল। সুতরাং ১১ মে প্রত্যূষে জর্মন বাহিনী খালের রেখায় পৌছে যায় এবং জর্মন ষষ্ঠ আর্মির তিনটি কোর খালের রেখা আক্রমণ করে। দুপুর নাগাদ জেনারেল হ্যোপনেরের ষোড়শ বর্মিত বাহিনী অটুট সেতু দুটি দিয়ে খাল পেরিয়ে ইবেন এমেলের সাত মাইল

পশ্চিমে তংগ্র*-এ পৌঁছে যায়। জর্মন পদাতিক বাহিনীর একটি অংশ দক্ষিণে ঘুরে পিছন থেকে লিয়্যাজে প্রবেশ করে। জর্মন সাঁজোয়া বাহিনী তংগ্র পেরিয়ে চলে যাওয়ায় খালরক্ষা রেখায় গোটা বেলজিয়ান বাহিনীর জর্মন আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং চতুর্থ ও সপ্তম বেলজিয়ান বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ছাড়া অন্য উপায় রইল না। ১১ মে সন্ধ্যায় বেলজিয়ান বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড অ্যান্টওয়ার্প নামুর (ডাইল) রেখা পূর্ব নির্দিষ্টস্থানে বেলজিয়ান বাহিনীর পশ্চাদপসরণের আদেশ দেন। গামেল্যাঁর প্লান ডি অনুযায়ী বেলজিয়ান বাহিনীর জন্য নির্ধারিত স্থান ছিল—লুভেঁ থেকে অ্যান্টওয়ার্প পর্যন্ত অঞ্চল। বেলজিয়ান সম্মুখ অবস্থানের ভাঙন আসন্ন জেনে ১১ মে ডাইল রেখায় ফরাসী অগ্রগতির গতিবেগ দ্রুততর করা হয়েছিল এবং জেনারেল রেনে প্রিউ দুটি হাল্কা যান্ত্রিকীকৃত ডিভিশন নিয়ে জর্মন বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ব-দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে উপযুক্ত সময়ে আলবের্ট খালের রেখায় পৌঁছোন সম্ভব হয়নি। প্রিউ পৌঁছোবার পূর্বেই জর্মনরা আলবের্ট খালের রেখা ভেদ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ : প্রিউ বনাম হ্যোপনের

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি—জেনারেল প্রিউ জর্মন অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য জ্যাঁবু ফাঁকে উপস্থিত হয়ে সেখানকার রক্ষাব্যবস্থার অবস্থা দেখে পশ্চাদ-পসরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেনারেল ব্লাঁসার তাঁকে অনুমতি দেননি। সুতরাং তিনি দুটি হালকা যান্ত্রিক ডিভিশন নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমট্যাঙ্ক যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন। ১২ মে প্রথম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ আরম্ভ হল। তির্লমঁ** ও উইর*** মাঝামাঝি জেনারেল প্রিউর দুটি হাল্কা অশ্বারোহী কোরের যান্ত্রিক ডিভিশনের সঙ্গে জেনারেল হ্যোপনেরের ষোড়শ বর্মিত কোরের তৃতীয় ও চতুর্থ পানৎসার ডিভিশনের সংঘর্ষ হল। সাঁজোয়া যান বেশি ছিল জর্মনদের। জর্মনদের ৮২৪টি সাঁজোয়া যানের বিরুদ্ধে ফরাসীদের ছিল ৫২০টি। কিন্তু ফরাসী সোমুয়া ট্যাঙ্ক জর্মন মার্ক ৩ এবং মার্ক ৪ ট্যাঙ্কের চেয়ে এবং হচ্‌কিস্ এইচ ৩৫ জর্মন হাল্কা মডেলের ট্যাঙ্কের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং জর্মন সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও প্রথম দিনের যুদ্ধ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। কিন্তু আকাশে জর্মন গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমান স্টুকার নির্বাধ বোমাবর্ষণের কোনো

* Tongres   ** Tirlement   *** Huy

জবাব প্রিউর ছিল না। কারণ আকাশে কোনো ফরাসী বিমান ছিল না। তাছাড়া প্রিউর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলির মধ্যে বেতার যোগাযোগ ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। ফরাসী হাল্কা ট্যাংকেও কোনো বেতার ছিল না। বেতার যোগাযোগের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাংক সঞ্চালন সম্ভব নয়। সুতরাং ১৩ মে যখন যুদ্ধ আবার শুরু হল তখন ফরাসী ট্যাংকের সঞ্চালনের অক্ষমতার সুযোগ নিল জর্মন ট্যাংক বাহিনী। ফরাসী ট্যাংক জর্মন ট্যাংকের চেয়ে উন্নত মানের হলেও সঞ্চালনেরঅক্ষমতা ছিল ফরাসী ট্যাংকবাহিনীর অ্যাকিলিসের গোড়ালি। এই কারণেই জর্মন ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণে ফরাসী ট্যাঙ্ক বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। শত্রুর দুর্বল স্থান খুঁজে পাওয়া গেছে, তাদের সঞ্চালনের ক্ষমতা নেই। তারা এককভাবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করে—এবং একটি কমাণ্ডের অধীনেও থাকে না। তারা তাদের সংখ্যা ও শক্তির সুবিধা নিতে পারে না। সুতরাং ১৩ মে বিকালের দিকে জর্মন পানৎসারের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন তারা ফরাসী-বাহিনীকে আন্নুর* পশ্চিমে ঠেলে দিল। রাত্রিতে জেনারেল প্রিউ পশ্চাদ-পসরণের আদেশ দিলেন। প্রিউর তৃতীয় হাল্কা যান্ত্রিক ডিভিশনটি জর্মন সাঁজোয়ার আক্রমণে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই ডিভিশনের ১৪০টি হচ্‌কিস্ এবং ৮০টি সোমুয়া ট্যাঙ্কের মধ্যে যথাক্রমে ৭৫টি এবং ৩০টি খোয়া যায়। কিন্তু এই ডিভিশন আক্রমণকারী চতুর্থ পানৎসার ডিভিশনকেও যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। এই যুদ্ধে ১৬৪টি জর্মন ট্যাংক ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চাদপসরণ করা সত্ত্বেও প্রিউ তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছিলেন বলা যেতে পারে। কারণ প্রিউর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের জন্যই ফরাসী প্রথম আর্মি জ্যাঁব্লু ফাঁকের নির্ধারিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পেয়েছিল।

কিন্তু অন্যদিকে এই ট্যাংক যুদ্ধে প্রিউর হাল্কা যান্ত্রিক বাহিনীর বিপুল ক্ষতি যুদ্ধের সামগ্রিক রণকৌশলের উপর বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে। ১৩ মে রাত্রিতে প্রিউর ক্ষতিগ্রস্ত হাল্কা যান্ত্রিক বাহিনী পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রথম আর্মির পিছনে চলে আসে। সেই রাত্রিতেই গামেল্যাঁ আর্দেন-ভেদী জর্মন বাহিনীর উত্তরপার্শ্ব আক্রমণের জন্য সাঁজোয়া ও মোটরবাহিত বাহিনী সমূহকে একত্রিত করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই প্রথম ট্যাঙ্ক যুদ্ধে প্রিউর বাছাই করা কোর পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় জর্মন পার্শ্ব আক্রমণ করা সম্ভব হয় নি। ফলে ফ্রান্সের ভয়ানক বিপর্যয় ঘটেছিল। এই বাহিনী আরো অগ্রসর হলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

---

* Hannut

জেনারেল বকের আর্মি 'বি'র যুদ্ধ ডায়েরী থেকে জানা যায় যে নামুর ও লুভেঁর মধ্যবর্তী শত্রু অবস্থান ছিন্ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল—ডাইল অবস্থানে শত্রুকে স্থির হতে না দেওয়া। সামগ্রিকভাবে জর্মন আক্রমণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ডাইল রেখায় আঘাতের সার্থকতার জন্য এই আক্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং জেনারেল ফন রাইষেনাউ প্রবল বেগে ডাইল অবস্থানে ও জ্যাঁবু ফাঁকে শত্রুকে আক্রমণ করেন। ওয়েভ্‌র ও লুভেঁ'র মধ্যে ব্যূহিত ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর উত্তরপার্শ্বে লুভেঁ ও দক্ষিণ পার্শ্বে ওয়েভ্‌র, উভয় পার্শ্বেই জর্মন ষষ্ঠ আর্মির দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৪ মে সন্ধ্যায় জর্মনরা লুভেঁ দখল করার প্রথম চেষ্টা করে। ১৫ মে সমগ্র ব্রিটিশ অবস্থান আক্রান্ত হয়। জর্মন চতুর্থ কোর ওয়েভ্‌রের কাছে ব্রিটিশ দ্বিতীয় ডিভিশন এবং একাদশ কোরের দুটি ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল মণ্ট্‌গোমারির[৮৮] তৃতীয় ডিভিশনকে আক্রমণ করে। ওয়েভ্‌র ডাইল পেরিয়ে জর্মনরা কিছুটা ঢুকে পড়ে কিন্তু ব্রিটিশ প্রতি আক্রমণের ফলে জর্মনদের আবার পিছিয়ে আসতে হয়। লুভেঁতে আক্রমণকারী একাদশ কোরের দুটি জর্মন ডিভিশন লুভেঁ রেলওয়ে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ে কিন্তু মণ্ট্‌গোমারি প্রতি আক্রমণে তারা বিতাড়িত হয়।

১৫ মে ব্রি. অ. বার দক্ষিণে জ্যাঁবু ফাঁকে জেনারেল হ্যোপনের ষোড়শ সাঁজোয়া কোরের দুটি পানৎসার বাহিনী গোত্তাখাওয়া স্টুকা বিমানের সাহায্যে ফরাসী চতুর্থ কোরের ব্যূহ ছিন্ন করে কিন্তু ফরাসী প্রতি আক্রমণ ও আর্টিলারি থেকে প্রবল গোলাবর্ষণের দ্বারা ওর্ত্তিনির একটি অতি সংকীর্ণ অংশ ব্যতীত অন্যত্র এই ছিন্ন স্থান পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। বিকেল পাঁচটায় রাইষেনাউ আক্রমণ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আর্মি গ্রুপ 'বি'র ১৫ মে'র যুদ্ধ ডায়েরী থেকে জানা যায় ষষ্ঠ আর্মি ব্রিটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়ানদের দ্বারা রক্ষিত ডাইল রেখা আক্রমণ করে। পানৎসার ডিভিশনগুলির কয়েকটি আক্রমণ সাফল্যলাভ না করায় বিকেল পাঁচটায় আক্রমণ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যুদ্ধ বন্ধ করার পরই হ্যোপনেরের সাঁজোয়া কোরকে রুনৃড্‌স্টেটের আর্মি গ্রুপের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দক্ষিণে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ডাইল রেখায় জর্মন আক্রমন প্রতিহত হল

অতএব মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ডাইল রেখায় জর্মন বাহিকে প্রতিহত করে গামেল্যাঁর প্ল্যান 'ডি'র প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিল। যদি মূল জর্মন আঘাত

বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে আসত তাহলে হয়ত প্ল্যান 'ডি' কার্যকর হত। ইতি-মধ্যে হ্যোপনেরের সাঁজোয়া কোর দক্ষিণে চলে যাওয়ায় ডাইল রেখায় জর্মন বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার সম্ভাবনা আরো বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু জেনারেল ফন রাইখেনাউর উপর ন্যস্ত দায়িত্বও তিনি সুসম্পন্ন করেছিলেন। মাতাদরের লালজামার ভূমিকা ষষ্ঠ আর্মি সুন্দরভাবে পালন করে। ষষ্ঠ আর্মির আক্রমণের দুর্জয় বেগ ও প্রচণ্ডতার ফলে মিত্রপক্ষ জর্মন হাইকমাণ্ডের প্রত্যাশিত ভুলটি করে। ষষ্ঠ আর্মির প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা মিত্রপক্ষ যাতে এই আক্রমণকে প্রধান জর্মন আঘাত বলে ভুল করে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আক্রমণ প্রতিহত হলেও ষষ্ঠ আর্মি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুষ্ঠু-ভাবে সমাধা করেছিল। কারণ ষষ্ঠ আর্মির প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করার দিকে মিত্রপক্ষীয় হাইকমাণ্ডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। যে প্রচ্ছন্ন প্রবল শত্রু আর্দেনের শান্ত বনস্থল কাঁপিয়ে ফ্রান্সের মর্মমূলে আঘাত করার জন্য মেউজ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তার প্রতি গামেলাঁ্যার কিংবা জর্জের দৃষ্টি পড়েনি। সেই হিসেবে ষষ্ঠ আর্মির অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল।

তাছাড়া, ১৫ মে যখন মিত্রপক্ষ ডাইলে ও জ্যাঁবু ফাঁকে জর্মন আক্রমণ প্রতিহত করল, তখন ডাইল রেখায় ব্যূহিত হয়ে থাকা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় ব্যূহ অপ্রতিরোধ্য ভাঙনের মুখে। ১৩ মে রুন্‌ড্‌স্টেটের বর্মিত বাহিনী সেদাঁয় মেউজ অতিক্রম করে ফ্রান্সের গভীরে ঢুকে পড়েছে। সুতরাং ১৬ মে মিত্রপক্ষের কাছে আসল সমস্যা বেলজিয়ামে ডাইলরেখা অটুট রাখা নয়। যে ভাবে হোক বেলজিয়ামে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে এড়ানো। সুতরাং যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথেই তাঁকে অবিলম্বে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো উত্তররণাঙ্গন উত্তরে সমুদ্র ও দক্ষিণে অগ্রসরমান জর্মন পানৎসারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপে পরিণত হবে। সুতরাং ডাইলরেখা থেকে পশ্চাদপসরণ অনিবার্য হয়ে উঠল। ১৫ মে রাত্রিতে গামেলাঁ ডাইলরেখা পরিত্যাগ করে পশ্চাদপসরণের আদেশ দেন।

উভয় পক্ষের বিমান বাহিনীর ভূমিকা

এবার দক্ষিণ রণাঙ্গনে জর্মানির মূল আঘাতের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কিন্তু উত্তর রণাঙ্গন ছেড়ে যাওয়ার আগে এই রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের বিমান বাহিনী কি ভূমিকা নিয়েছিল একটু দেখা যাক্। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি জর্মানি ব্যাপক বিমান আক্রমণের দ্বারা পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের

সূত্রপাত করে। ৯ মে শেষ রাত্রিতে ফরাসী, বেলজিয়ান ও ডাচ বিমান ক্ষেত্রে এবং যোগাযোগ কেন্দ্রে বোমাবর্ষণের পর জর্মন স্থলবাহিনীর অগ্রগতি আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রধানত ডাচ বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য উত্তর রণাঙ্গনে লুফ্‌ট্‌-হ্বাফেকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। আর্দেনে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের ভূমিকা ছিল অগ্রসর-মান পানৎসার বাহিনীর উপর দুর্ভেদ্য বায়ুছত্র ধারণ করা এবং পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতিতে সহায়তা করা। লুফ্‌ট্‌হ্বাফে যে ন্যস্ত দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করেছিল তার প্রমাণ লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল সোলডানের বিবরণ : "বিমান বাহিনী উপর থেকে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যেখানে সাহায্য প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারত। গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমান শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিত......"*

কিন্তু দিনাঁ-সেদাঁ অঞ্চলে বিমান তৎপরতার তীব্রতা বাড়ানো হয়নি কারণ সেখানে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিতে চায় নি সিকেলস্নিট। অন্যত্র, বিশেষত হল্যাণ্ডে, স্টুকা বোমারু বিমান জর্মন স্থলবাহিনীর উড়ন্ত কামানের কাজ করে। বোমারু বিমান বাহিনীর এই অভিনব প্রয়োগ পদ্ধতির চমৎ-কারিত্ব শত্রুকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিয়েছিল। কিন্তু শুধু অভিনবত্বই নয়, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমানের কার্যকারিতাও ছিল অসাধারণ। প্রথম আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রাকালে প্রারম্ভিক গোলাবর্ষণের দ্বারা শত্রুর প্রতিরোধ দুর্বল করে আক্রমণের পথ প্রশস্ত করার ব্যবস্থা আরো জোরদার হয় গোত্তাখাওয়া বিমানের সহযোগিতায়। কারণ বোমাবর্ষী গোত্তাখাওয়া বিমানের লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। তাছাড়া শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ চলার সময়ে জর্মন বিমানবাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জর্মন স্থলবাহিনী বিমানবাহিনীর গতিশীলতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। রণক্ষেত্রের যে অংশে শত্রু প্রবল সেখানে বোমাবর্ষণের দ্বারা প্রতিরোধ দুর্বল করা, যেখানে জর্মন বাহিনী দুর্বল সেখানে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া বিমানবাহিনীর দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব লুফ্‌ট্‌হ্বাফে নিখুঁতভাবে পালন করে। উত্তরপূর্ব রণাঙ্গনে জর্মন বিজয়ের গৌরব স্থলবাহিনীর সঙ্গে লুফ্‌ট্‌হ্বাফেরও প্রাপ্য।

অন্যদিকে মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরকে যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। মিত্রপক্ষীয় সমরচিন্তায় রণক্ষেত্রে স্থলবাহিনী ও বায়ু-বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো স্থান ছিল না তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর

* Alistaire Horne—To lose a Battle-এর উদ্ধৃতি থেকে পৃঃ-২০৩

বোমাবর্ষণের যে ভূমিকা বিমান বহরের জন্য নির্দিষ্ট থাকে সেই ভূমিকাও মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। স্থলবাহিনীর অগ্রসর হওয়ার ঠিক আগে লুফ্‌ট্‌ছ্বাফের বোমাবর্ষণে ফরাসী বিমানক্ষেত্র বিধ্বস্ত হয়েছিল বলেই এই নিষ্ক্রিয়তা একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। নিষ্ক্রিয়তার প্রকৃত কারণ মিত্রপক্ষীয় সর্বাধিনায়কের দ্বিধা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পারী ও সার্ল-সুর-মার্নের মাঝামাঝি ঘাঁটির শক্তিশালী ব্রেগে জঙ্গী বোমারু বিমানের ১/৫৪ গ্রুপ দাসোর* কাছে ১০ তারিখের দুপুরের আগে কোনো নির্দেশ আসেনি। দুপুর নাগাদ নির্দেশ এলেও এগোবার আদেশ আসে পরদিন। সুতরাং ১২ মের আগে ১/৫৪ গ্রুপ দাসোকে ব্যবহার করা হয়নি। জর্মন আঘাতের ভারকেন্দ্র সম্পর্কে গামেল্যাঁর ভুল ধারণার জন্যও বিমান বহরের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়নি। যেমন, জেনারেল দাস্তিয়ের অধীনস্থ গোটা জঙ্গী বিমান বহর এবং ইংলণ্ডের ঘাঁটিতে অবস্থিত সহায়ক হারিকেন জঙ্গী বিমান বহরকে ব্রেডাগামী জেনারেল জিরোর সপ্তম আর্মিকে রক্ষায় নিযুক্ত করা হল। অথচ সপ্তম আর্মির সাহায্যার্থে পাঠানো হল মাত্র দুটি জঙ্গী বিমানের গ্রুপ অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে মাত্র ৩৭টি বিমান।

বায়ুবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে ফরাসী হাইকমাণ্ডের কোনো স্থির ধারণার অভাব এবং জর্মনদের স্থায়ী অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ না করলে জর্মনরা ফরাসী অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করবে না—জর্মন অভিপ্রায় সম্পর্কে এই বালসুলভ বিশ্বাস যুদ্ধের প্রথমদিকে বিমান বাহিনীর উপযুক্ত ব্যবহারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফরাসী হাইকমাণ্ডের এই মানসিকতার কথা মনে রাখলেই একমাত্র ১০ মের সকাল ৮টায় বিমান ব্যবহার সম্পর্কে জেনারেল দাস্তিয়ে এবং এয়ার মার্শাল ব্যারাটের কাছে জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে প্রেরিত নির্দেশের অর্থ স্পষ্ট হয়। নির্দেশটি হল : বায়ুপথ জঙ্গী ও পর্যবেক্ষক বিমানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ যখন আর্দেনের অরণ্য পথে পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে জর্মন ট্যাঙ্ক মেউজের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন মিত্রপক্ষীয় বোমারু বিমানের পক্ষে আকাশে বিচরণ নিষিদ্ধ হল। শত্রু পক্ষের অভিযাত্রী সেনার বিন্যাস সম্পর্কে কী নিদারুণ অজ্ঞতা! বিমান বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে কী ভীষণ অন্ধতা! সংকীর্ণ পার্বত্য পথে অগ্রসরমান অতি-দীর্ঘ ঘেঁষাঘেঁষি ট্যাঙ্কের সারি বোমারু বিমানের পক্ষে কী অনায়াস, অভ্রান্ত লক্ষ্যবস্তু। শেষ পর্যন্ত এয়ার মার্শাল ব্যারাট ফরাসী নিষ্ক্রিয়তায় অতিষ্ঠ হয়ে

* দাসোর নেতৃত্বাধীন ফরাসী বিমান বাহিনীর সংগঠন

ব্যাটল বোমারু বিমানের একটি দলকে গুডেরিয়ানের অগ্রসরমান ট্যাঙ্কের সারির উপর বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেন। জঙ্গী বিমানের সহায়তা ছাড়াই বোমারু বিমানের দলটি খুব নীচু থেকে বোমাবর্ষণ করে। কিন্তু জর্মন বাহিনীর সহায়ক বিমান (মে—১০৯) এবং বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলার উভয় সংকটে পড়ে ব্রিটিশ বোমারু বিমানের ক্ষয়ক্ষতি অত্যধিক হয়। ১০ মে ব্যারাট ৩২টি ব্যাটল বোমারু বিমানকে পাঠান। তার মধ্যে ১৩টি ধ্বংস হয় এবং অবশিষ্ট ১৯টির প্রত্যেকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইদিন রাত্রিতে প্রস্তাবিত যুক্ত ফরাসী-ইংরেজ বিমান আক্রমণ জেনারেল জর্জ নাকচ করে দেন।

১১ মে এক স্কোয়াড্রন বেলজিয়ান ব্যাটল বোমারু বিমান জর্মন অধিকৃত মাস্ট্রিক্ট্ ও আলবের্ট ক্যানাল সেতু আক্রমণ করে। জর্মন বিমানধ্বংসী কামানের গোলা ১৫টি বিমানের মধ্যে ১০টিকে ভূপাতিত করে। মেউজাভিমুখী জর্মন বর্ম ছিন্ন করার জন্য ১১ তারিখে মাত্র একবার বিমান আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়। লুক্সেমবুর্গ সীমান্তে অগ্রসরমান জর্মন ট্যাঙ্কের সারির উপর আক্রমণের জন্য আটটি ব্লেনহেইমকে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে মাত্র একটি ফিরে আসে। ১১ মে জর্মন স্থায়ী অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল ফরাসী হাইকমাণ্ড তা তুলে নেয়। বিকেলবেলা সাড়ে চারটায় দাস্তিয়ের কাছে গামেল্যাঁর নির্দেশ আসে, মাস্ট্রিক্ট্, তংগ্র, জ্যাঁব্লু অভিমুখে জর্মন বাহিনীর গতিবেগ শিথিল করে দেওয়ার জন্য বিমান বাহিনীকে নিয়োগ করতে হবে। সুতরাং দেরিতে হলেও উত্তর রণাঙ্গনে বিমান বাহিনীর যথোপ-যুক্ত ব্যবহারের নির্দেশ এসেছিল। কিন্তু ফরাসী হাইকমাণ্ডের বিমান বাহিনী বিন্যাসের মৌলিক ত্রুটি থেকেই গেল। মেউজাভিমুখী জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধে অধিকাংশ বিমান বাহিনী নিয়োগ করা উচিত ছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনী নিযুক্ত হল বেলজিয়ামে জর্মন গতিবেগ শ্লথ করার অর্থহীন উদ্যমে। এতে সিকেলশ্লিট পরিকল্পনার অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হল। ১২ মে ভ্রোনহোভেন ও ফেলডহ্বেৎসেলট* সেতু দুটি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঁচটি ফেয়ারি ব্যাটল বোমারু বিমান পাঠানো হয়। তার মধ্যে চারটি ভূপাতিত হয়, অবশিষ্ট একটি কোনোক্রমে ফিরে আসে। সেতু আক্রমণে এই বিলম্বে জর্মনরা আশ্চর্য হয়েছিল সন্দেহ নেই। একজন জর্মন অফিসার বন্দী ব্রিটিশ পাইলটদের বলেন : "তোমরা ব্রিটিশরা পাগল। শুক্রবার ভোরবেলা (১০ মে) আমরা সেতু অধিকার করলাম। সেতুর চারদিকে বিমান বিধ্বংসী কামান বসাবার

---

* Veldwezelt

জন্য তোমরা আমাদের গোটা শুক্রবার ও শনিবার সময় দিলে। তারপর রবিবার যখন আমরা প্রস্তুত তখন তোমরা তিনটি বিমান নিয়ে সেতু ওড়াতে এলে।"*

১২ মে ফরাসী বিমানবহরের আক্রমণ প্রয়াস ও মাস্ট্রিকট্ সেতুমুখ রক্ষায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১২ মে সকাল বেলা বিলোৎ ফরাসী জঙ্গী বিমান কমাণ্ডের সাহায্য চেয়ে পাঠান। ফরাসী বিমান মাস্ট্রিকট্ সেতুমুখ সমূহ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

লক্ষ্যভেদী জর্মন ফ্ল্যাক্ (বিমান বিধ্বংসী) কামান :

অতএব ১২ মে দুপুর নাগাদ গ্রুপ ১/৫৪ প্রথম যুদ্ধ যাত্রা করল। সার্জেণ্ট গানার কর্নিলের বর্ণনা থেকে এই প্রথম সংঘর্ষের একটি নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায়। লীয়্যাজের কাছাকাছি এসে কর্নিলের ছয়টি ব্রেগে বিমানের দলটিকে গোত্তাখেয়ে নেমে আসতে বলা হল। কর্নিল লিখেছেন : আমাদের সম্মুখে মেজর অবিশ্বাস্য সাহসিকতার সঙ্গে বাড়ির ছাদ ছুঁয়ে, পাশ ঘেঁষে বাধা ডিঙ্গিয়ে তার ব্রেগে বিমানটি চালনা করেছিলেন। A Grand Game! তংগ্রর ঘরবাড়ির ছাদ আমাদের সামনে ভেসে উঠল......একটি বড় সড়ক দেখা গেল ...কী দৃশ্য! শত শত গাড়ি ফ্রান্সের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। চমৎকার লক্ষ্য বস্তু। গাছের মাথার উচ্চতা থেকে মেজর আক্রমণ করলেন..... হঠাৎ আমাদের নীচে থেকে সাদা ও নীল ধোঁয়া লাফিয়ে উঠল এবং আগুন. ইস্পাত ও আগুনের শিখার নারকীয় বিস্ফোরণ ঘটল, ক্রমশ বড় হতে লাগল। স্পষ্ট দেখলাম হাজারে হাজারে ছোট গোলা ফেটে পড়ল, এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আমাদের প্রত্যেকের মনে হল গোলাগুলি যেন আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে ছুঁড়ছে।

জর্মন বিধ্বংসীকামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। মেজরের বিমান ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হল। কর্নিলের বিমান বোমাবর্ষণ করতে সমর্থ হলেও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে এলো। ছয়টি ব্রেগের মধ্যে পাঁচটি ফিরল না, সন্ধ্যায় এক ডজন লিয়' বোমারু বিমান তংগ্রর সড়ক আক্রমণ করল। কিন্তু এবার বোমাবর্ষণ করল ২৫০০ ফুট উঁচু থেকে বিমান বিধ্বংসী ফ্ল্যাক্ কামানের অবিরামঅ গ্নিক্ষরণ ও অত্যধিক উচ্চতা থেকে বর্ষিত হওয়ায় বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল অথচ একটি বিমানও অক্ষত ফিরল না।

---

* To lose a Battle থেকে উদ্ধৃতি পৃঃ ২১৩

অভ্রান্ত লক্ষ্য ২০ এম, এম এবং ৩৭ এম, এম ফ্ল্যাক্ কামানের নিখুঁত ব্যবহার মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ। শুধু নিপুণ ব্যবহারই নয় শত্রু বিমানের লক্ষ্যবস্তুর চারপাশে ফ্ল্যাক্ কামানের দ্রুত সমাবেশও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জর্মন ফ্ল্যাক্ কামানের সার্থক ব্যবহার মিত্রপক্ষীয় বিমান বহরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জেনারেল দাস্তিয়ের মতে ১২ রাজকীয় বিমান বহরের বোমারু বিমান ১৪ বার বেরোয় এবং তার মধ্যে খোয়া যায় বিশটি বিমান, ফরাসী বোমারু বিমান বেরোয় ত্রিশ বার, খোয়া যায় নয়টি বিমান। ফরাসী জঙ্গী বিমান দুশবার বেরিয়ে ছয়টি বিমান হারায়। ক্ষয়-ক্ষতির জর্মন পরিসংখ্যান হল: শত্রু বিমান ধ্বংস হয় ২৮টি, আর জর্মন বিমান ৪টি।

১২ তারিখের প্রতিবেদনে দাস্তিয়ে আর্দেনের মধ্য দিয়ে জর্মন অভিযানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু দাস্তিয়ের প্রতিবেদন সত্ত্বেও জেনারেল বিলোৎ মাস্ত্রিকৃট্ এলাকায় বিমান ব্যবহারের অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু বিলোতের দৃষ্টিহীনতার চেয়েও উঁতজিজের অন্ধতা আরও বিস্ময়কর। তাঁর দ্বিতীয় আর্মির জন্য বোমারু বিমানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ১২ তারিখে তিনি বোমারু বিমান চেয়ে পাঠাননি, তবু জেনারেল দাস্তিয়ে নিজের দায়িত্বে ৫০টি ব্রিটিশ বোমারু বিমানকে নেফশাতো ও বুইয়ঁ এলাকায় বোমাবর্ষণের অনুরোধ করেন। ব্রিটিশ বোমারু বিমানের এই আক্রমণাত্মক নির্গমে ক্ষতি হয় ১৮টি বিমান।

অতএব প্রথম তিনদিন মিত্রপক্ষীয় বিমান তৎপরতা নামমাত্র ছিল বলা চলে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মিত্রপক্ষীয় বিমানের নিষ্ক্রিয়তার কারণ বিমানের অপ্রতুলতা, কিংবা যুদ্ধারম্ভের প্রস্তুতি হিসাবে জর্মন বোমাবর্ষণের ভীষণতা নয়, ফরাসী হাইকমাণ্ডের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের পূর্বে বোমারু বিমান, বিশেষত গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমান, স্থলবাহিনীর সহযোগী হিসাবে যে মারাত্মক ভূমিকা নিতে পারে ফরাসী হাইকমাণ্ড তা স্বপ্নেও ভেবে উঠতে পারে নি। ট্যাঙ্কের মতো স্থলযুদ্ধে বিমান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ফরাসী সমর তাত্ত্বিকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আর এগোন নি। সুতরাং পশ্চিম রণাঙ্গনে জর্মন আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কার বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে সামরিক পরিস্থিতির প্রয়োজনানুযায়ী বিমান ব্যবহারের জন্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সামরিক স্বচ্ছদৃষ্টি ফরাসী হাইকমাণ্ডের ছিলনা। পক্ষান্তরে, পূর্ব রণাঙ্গনে জর্মন আক্রমণের প্রচণ্ডতায় প্ল্যান 'ডি'র যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হাইকমাণ্ড যুদ্ধের প্রথম কয়দিন বায়ুশক্তি উত্তরপূর্ব রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত করেন।

উত্তর রণাঙ্গনে নিবদ্ধদৃষ্টি হাইকমাণ্ড আর্দেনে অগ্রসরমান জর্মন ট্যাঙ্ক বাহিনী সম্পর্কে পর্যবেক্ষক বিমানের প্রতিবেদনের উপযুক্ত মূল্য দেননি। সুতরাং প্ল্যান 'ডি'র বিমান শক্তির ভ্রান্ত বিন্যাসের ফলে ফ্রান্সের মর্মভেদী মূল পানৎসার আক্রমণ প্রায় বাধাহীন হয়। আর্দেনের মেঘবর্ত্মে মিত্রপক্ষীয় বিমান না থাকায় পানৎসার বাহিনীর অভিযান প্রমোদবিহারে পরিণত হয়।

যুদ্ধে বিমানের প্রয়োগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ফরাসী মতবাদ :

অবশ্য বায়ুশক্তির বিন্যাসের ত্রুটির কথা মেনে নিলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে যথাক্রমে আক্রমণ চালালে মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তি কি জর্মন অভিযানের উপর যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করতে পারত ? সম্ভবত নয়, হয়তো জর্মন সময়সূচী কিছুটা বিলম্বিত হত। কিন্তু ঘোর যুদ্ধফল কিছু-মাত্র প্রভাবিত হত না। উত্তরপূর্ব রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণাত্মক নির্গমের ও বোমাবর্ষণের ইতিহাস লক্ষ্য করলে এই সত্য স্পষ্ট হবে। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, মিত্রপক্ষীয় বিমান আক্রমণ জর্মন বাহিনীর উপর কোনো দাগ কাটতে পারেনি। এমনকি যেখানে মিত্রপক্ষ প্রায় মৃত্যুপণ করে বিমান আক্রমণ চালিয়েছিল—সেই মাসট্রিকৃটেও মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তি জর্মন বাহিনীকে বিশেষ বিচলিত করতে পারেনি। হ্যোপনেরের অধীনস্থ ষোড়শ পানৎসার কোরের যুদ্ধ ডায়েরি থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয়। মাসট্রিকৃটে বিমান আক্রমণ সম্পর্কে যুদ্ধ ডায়েরির মন্তব্য হল : "বিমান আক্রমণ কিছুটা বিলম্ব ঘটিয়েছে।" কিন্তু এই বিলম্ব ঘটানোর জন্য মিত্রপক্ষকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল তা ক্রমাগত দিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। মিত্রপক্ষীয় বিমানের অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতির কারণ শুধুমাত্র জর্মন জঙ্গী বিমানের প্রতি আক্রমণের তীব্রতা নয়, লক্ষ্যবস্তুর চারদিকে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে জর্মন ফ্ল্যাক কামানের দ্রুত ও কুশলী সমাবেশ। অভ্রান্তলক্ষ্য জর্মন স্থলাগ্নি মিত্রপক্ষীয় বিমানের পক্ষে মৃত্যুবাণের কাজ করেছিল। উত্তরপূর্ব রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বিমানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি থেকে প্রমাণিত হয় যথাসময়ে যথেষ্ঠ সংখ্যক বিমান দক্ষিণে মূল জর্মন আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত হানলেও যুদ্ধ ফলের বিশেষ ব্যতিক্রম হতনা। জর্মন ফ্ল্যাক্ কামানের অসাধারণ কার্যকারিতার কথা বাদ দিলেও মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তি যুদ্ধের ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত কিনা সন্দেহ। কারণ যুদ্ধে বিমানের প্রয়োগ সম্পর্কে ফরাসী সামরিক মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ফরাসী সামরিক মতবাদ ১৯১৪-র পরে আর এগোয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিমানের অসাধারণ উন্নতিকে ফরাসী সমর যন্ত্রের উন্নয়নে

নিয়োগ করার কথা ফরাসী সমরতাত্ত্বিকদের মনে আসেনি। জর্মনিতে পানৎসার বাহিনী গঠনের পর গতিশীল পানৎসার বাহিনীর গতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য পুরোভাগে গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমানের সাহায্যে শত্রুর প্রতিরোধ দুর্বল করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। কিন্তু এই নতুন সমর চিন্তা ফরাসী তাত্ত্বিকদের স্পর্শ করেনি। ট্যাঙ্ককে তাঁরা যেমন পদাতিক বাহিনীর সমর্থক ও অধীন অংশ ছাড়া অন্যভাবে ভাবতে পারেন নি তেমনি বিমান বাহিনীকেও আক্রমণাত্মক অভিযানের পুরোধা হিসাবে চিন্তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং ফ্রান্সের মর্মভেদী পানৎসার বাহিনী গোত্তাখাওয়া স্টুকা বিমানের ছত্রছায়ায় যখন অমোঘ অনিবার্যতায় এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন প্রতিরোধী ফরাসী বর্মিত বাহিনীর পক্ষে সহযোগী বোমারু বিমান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফরাসী বিমান বাহিনী বর্মিত বাহিনীর সহযোগী হিসাবে গঠিত হয়নি এবং রণক্ষেত্রে জর্মন রথচক্রের অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে বিস্ময়বিমূঢ় ফরাসী হাইকমাণ্ডের পক্ষে বিমানবাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করাও সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে আঁদ্রে বোফ্রের মন্তব্য যথাযথ—La defaite de 1940 provenait de ce que les Allemands possedaient une doctrine militaire mieux adaptée que la nôtre à l'emploi des armaments modernes. (১৯৪০-এর পরাজয়ের মূলে ছিল জর্মনদের এমন একটি সামরিক তত্ত্ব যা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করা সম্ভব ছিল। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না।

১৮

ফ্রান্সের মর্মভেদ

দুর্ভেদ্য আর্দেন। অরণ্যাবৃত পর্বতবেষ্টিত। তারই মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ, সর্পিল রাস্তা এগিয়ে গেছে মেউজের দিকে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্শাল পেতঁ্যা যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি আর্দেন অঞ্চলকে আক্রমণকারী শত্রু-সৈন্যের পক্ষে দুর্ভেদ্য বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সাধারণত যা ভুলে যাওয়া হয় তা হল এই যে, পেতঁ্যার এই উক্তি সম্পূর্ণ শর্তহীন ছিল না। পেতঁ্যার মতে আর্দেন দুর্ভেদ্য 'যদি আমরা কয়েকটি বিশেষ ধরণের (সেনা) বিন্যাস করি'। কিন্তু প্ল্যান 'ডি'-তে বিশেষভাবে সেনাবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা একেবারে ভুলে যাওয়া হয়। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারিতে গামেলঁ্যা যে যুদ্ধ পরিকল্পনা পেশ করেন তাতে আর্দেনের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। উল্লেখ না থাকার কারণ আর্দেন দুর্ভেদ্য। সুতরাং নামুর-সেদাঁর মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মেউজ রণাঙ্গনের পশ্চিমদিকের প্রবেশ পথে ফ্রান্সের দুর্বলতম বাহিনী—নবম আর্মিকে রাখা হয়েছিল।

অথচ ফরাসী ইতিহাসে আর্দেনের দুর্ভেদ্যতার সাক্ষ্য মেলে না। কারণ আর্দেন অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহের দুহাজার বছরের ইতিহাস আছে। জুলিয়াস সীজারের বাহিনীর সঙ্গে জর্মন উপজাতি সমূহের যুদ্ধ এই আর্দেন অঞ্চলেই সংঘটিত হয়। ১৫৫৪ থেকে ১৭৯৪-র মধ্যে আর্দেনের উপত্যকায় অন্তত দশটি সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আর্দেন অগম্য এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী হাইকমাণ্ডের মনে বাসা বাঁধে।

এই ধারণা জন্মাবার কারণ সম্ভবত আর্দেনের অরণ্য অঞ্চল দিয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য পরিবহনের অসুবিধা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে স্থলবাহিনীর ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকীকরণের ফলে সৈন্য ও আর্টিলারি পরিবহন সকল দেশের সামরিক চিন্তায়ই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। রেল-পথহীন আর্দেনের সঙ্কীর্ণ উঁচুনীচু গিরিপথ ভারী যানবাহন, বিশেষত ট্যাঙ্কের, পক্ষে অগম্য বলে ফরাসী হাইকমাণ্ড বিবেচনা করেন। ১৯৩৪-এ সিনেটের আর্মি কমিটির কাছে সাক্ষ্য দান কালে পেতঁ্যা বলেন : "যদি শত্রু অগম্য

আর্দেনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার ঝুঁকি নেয় তবে তাঁকে শেষ করে দেওয়া খুবই সহজ হবে।" কিন্তু ১৯২৮-এ ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট যখন এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁর কাছে আর্দেন অগম্য বলে মনে হয়নি। বরং আর্দেন অগম্য এই ধারণা অতিরঞ্জিত বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ফরাসী হাইকমাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন। ফরাসী হাই-কমাণ্ডের মতে আর্দেনের মধ্য দিয়ে সামরিক অভিযান অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। যদিও এই অসম্ভব ব্যাপার ঘটে তাহলে তা অত্যন্ত বিলম্বিত হতে বাধ্য। জেনারেল জর্জের ১৪ মার্চের ৮২ নং গোপন নির্দেশে বলা হয় আর্দেনে রেল ও রাজপথের অনুপস্থিতির জন্য শত্রুর অভিযান ধীরগতি হতে বাধ্য। এই ধারণার উপর নির্ভর করেই ফরাসী হাইকমাণ্ড হিসেব করে-ছিলেন যে ভারী আর্টিলারি সহ ৪০ ডিভিশনের একটি জর্মন বাহিনী এবং ১ লক্ষ টন গোলাবারুদ নামুর-সেদাঁ মধ্যবর্তী মেউজরেখায় নিয়ে যেতে ১৫ দিন লাগবে। জর্মন জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল হালডেরের হিসেব ছিল নয় দিন। কিন্তু ফরাসী কিংবা জর্মন হাইকমাণ্ড জানতেন না যে, ৯ দিনে ফ্রান্সের যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে ; ১৫ দিনে গুডেরিয়ানের পানৎসার কোর আরেভিল অধিকার করে ডানকার্কের নির্গমপথ বন্ধ করে দিতে উদ্যত হবে। ১১ মের সন্ধ্যায় আক্রমণকারী জর্মন বাহিনীর কাছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁরা আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেউজ রেখায় পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ আক্রমণ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই জর্মনরা মেউজে পৌঁছে যায়।

১০ মে ভোর সাড়ে চারটায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত সংখ্যাতীত ট্যাঙ্ক বসন্তের স্পর্শে শিহরিত আর্দেন অরণ্যের বনপথ কাঁপিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। ১২০০ থেকে ১৫০০ ট্যাঙ্ক ঘেঁসাঘেঁষি করে সারি বেঁধে অগ্রসর হচ্ছিল। পানৎসার গ্রুপ ক্লেইস্ট তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পর পর এগোচ্ছিল। এই বিরাট ফ্যালাংক্সের বিস্তার ছিল প্রায় একশ মাইল। এর সম্মুখ ভাগ যখন আর্দেনে, এর পাশ্চি তখন রাইন নদীর ৫০ মাইল পূর্বে। যূথবদ্ধ পানৎসার বাহিনীকে একটি সারিতে সাজালে এই সারি এত লম্বা হত যে তার আরম্ভ পূর্ব প্রাশিয়ার কোনিগস্‌বের্গে হলে শেষ হত ট্রিয়েরে। এই বিরাট ফ্যালাংক্সের শীর্ষে ট্যাঙ্ক, তারপর ক্রমে মোটরবাহিত পদাতিক সৈন্য, সরবরাহকারী দল এবং সর্বশেষে পদযাত্রী পদাতিক সৈন্যবাহিনী। পাশ্চির পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব হল পানৎসার বাহিনীর দ্বারা বিজিত স্থান রক্ষা করা।

আর্মি গ্রুপ 'এ'র উপর মূল জর্মন আঘাত হানার দায়িত্ব ছিল একথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে এবং এই আর্মি গ্রুপ সংগঠনের কথাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পাঁচটি আর্মি নিয়ে আর্মি গ্রুপ 'এ' গঠিত। মোট সর্বসমেত ৪৪ ডিভিশন। তার মধ্যে ৭টি পানৎসার ডিভিশন। লিয়্যাজের দক্ষিণপূর্বে দুর্বল বেলজিয়ান রক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অগ্রসর হল জেনারেল ক্ল্যুগের চতুর্থ আর্মি। এর সম্মুখে ছিল জেনারেল হার্মান হথের পঞ্চদশ বর্মিত কোর। প্রথম ও সপ্তম এই দুটি পানৎসার ডিভিশন নিয়ে এই বর্মিত কোর গঠিত হয়েছিল। এই বর্মিত কোরের দায়িত্ব ছিল নামুর ও দিনাঁর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেউজ অতিক্রম করা। সপ্তম পানৎসার ডিভিশনের সেনাপতি ছিলেন এক অখ্যাত জেনারেল এরউইন রোমেল[৮৯]। কিন্তু জর্মন আঘাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আরও দক্ষিণে এবং এই দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল পানৎসার গ্রুপ ক্লেইষ্টের উপর। পাঁচটি পানৎসার ডিভিশন ও তিনটি মোটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন নিয়ে এই গ্রুপ গঠিত হয়েছিল। দুটি পানৎসার ডিভিশন নিয়ে গঠিত হয়েছিল জেনারেল জর্জ হানস রাইনহার্টের ৪১তম সাঁজোয়া গ্রুপ। এই গ্রুপ রেভাঁ ও মঁতের্মের মধ্যবর্তী মেউজের দিকে যাত্রা করল। তিনটি পানৎসার ডিভিশন নিয়ে গঠিত ঊনবিংশ সাঁজোয়া কোর হাইনৎস গুডেরিয়ানের নেতৃত্বে সেদাঁ অভিমুখে অগ্রসর হল। পানৎসার গ্রুপ ক্লেইষ্টের দক্ষিণে জেনারেল বুশের ষোড়শ আর্মি এগিয়ে গেল সেদাঁ-মোজেল নদী রেখা ধরে। ষোড়শ আর্মির প্রধান দায়িত্ব ছিল পানৎসার গ্রুপ ক্লেইষ্টের বামপার্শ্ব শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। মূল পানৎসার আক্রমণের সঙ্গে অর্থাৎ পানৎসার গ্রুপ ক্লেইষ্টের সঙ্গে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুতরাং আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই গুডেরিয়ান সহযোগী বিমানবহরের সেনাপতি জেনারেল ফন ষ্টাটেরহেইম ও ফ্লিয়েগের কোরের (বায়ুগ্রুপের) কমাণ্ডার ল্যোরৎসেরের সঙ্গে মহড়ার দ্বারা মেউজের অতিক্রমণ কালে বিমান-সমর্থনের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ পরিকল্পনা তৈরী করেন। ফলে সেদাঁয় মেউজ অতিক্রমণের সময় ট্যাংক, বিমান ও পদাতিক বাহিনী একটি সমন্বিত যন্ত্রের মতো কাজ করে। আর্মি গ্রুপ 'এ'র সঙ্গে বিমান সহযোগিতার ভার ন্যস্ত হয়েছিল জেনারেল হুগো স্পেরলের ২০০০ জঙ্গী ও বোমারু বিমানের তৃতীয় বিমান বহরের উপর।

আর্দেন অরণ্যের সঙ্কীর্ণ বিসর্পিল পথে পানৎসার গ্রুপ ক্লেইষ্টের অসংখ্য ট্যাঙ্কের শোভাযাত্রা নিরাপদে মেউজ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। সঙ্কীর্ণ পথের উপর চাপ কমাবার জন্য স্থির হয়েছিল গুডেরিয়ানের ঊনবিংশ

কোর প্রথম এগিয়ে যাবে এবং তারপর যাবে রাইনহার্টের ৪১ কোর। ঊনবিংশ কোরে ছিল প্রথম, দ্বিতীয় এবং দশম পানৎসার ডিভিশন, গ্রস ডয়েট্সলাণ্ড নামে পদাতিক রেজিমেণ্ট, একটি মর্টার ব্যাটালিয়ন এবং কিছু খুচরা সৈন্য। ৪১ কোরে ছিল অষ্টম ও ষষ্ঠ পানৎসার ডিভিশন।

স্থির হয়েছিল যে, ১০ মে ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে ঊনবিংশ কোর হ্বালেনডর্ফের কাছাকাছি জর্মন সীমান্ত অতিক্রম করে লুক্সেমবুর্গে প্রবেশ করবে এবং মার্তেলাঁজের দিকে অগ্রসর হবে। ফ্রান্সের মর্মভেদী আক্রমণ সম্পর্কে গুডেরিয়ানের ভবিষ্যদ্বাণী এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। একটি সামরিক কনফারেন্সে হিটলারের উপস্থিতিতে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই কনফারেন্সে উপস্থিত প্রত্যেক জেনারেল কিভাবে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন তা বলেন। গুডেরিয়ান বলেন : "নির্দিষ্ট দিনে আমি লুক্সেমবুর্গ সীমান্ত অতিক্রম করব, দক্ষিণ বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সেদাঁ অভিমুখে এগোব, মেউজ পার হব এবং মেউজের অন্যতীরে একটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করব যাতে অনুগামী পদাতিক কোর নদী পার হতে পারে। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম, আমার কোর লুক্সেমবুর্গ ও দক্ষিণ বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে তিন সারিতে অগ্রসর হবে ; বেলজিয়ামের সীমান্ত ঘাঁটিতে প্রথম দিনেই অগ্রসর হতে পারব এবং সেই দিনই সীমান্ত ঘাঁটি চূর্ণ করে এগিয়ে যাব ; দ্বিতীয় দিনে আমি নেফ্শাতো পর্যন্ত এগোব ; তৃতীয় দিনে বুইয়ঁ পৌঁছোব এবং সেমোয়া অতিক্রম করব ; চতুর্থ দিনে পৌঁছোব মেউজ ; পঞ্চম দিনে অতিক্রম করা মেউজ। পঞ্চম দিনের সন্ধ্যা নাগাদ অন্য পারে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠার আশা রাখি। হিটলার প্রশ্ন করলেন : তারপর আপনি কি করবেন ? তিনিই প্রথম আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিলাম : বিপরীত কোনো আদেশ না পেলে পরদিন পশ্চিমদিকে আমার অগ্রগতি অব্যাহত রাখব। সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার লক্ষ্য আমিয়ঁ্যা কিম্বা পারী। আমার মতে ঠিক পন্থা হবে আমিয়ঁ্যা পেরিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে পৌঁছোনো। হিটলার ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, আর কিছু বললেন না। ......

মেউজের সেতুমুখ অধিকৃত হওয়ার পর আমি কি করব এ সম্পর্কে আমি আর কেনো আদেশ পাইনি। অতলান্তিক সমুদ্রোপকূলে আবেভিলে পৌঁছোনো পর্যন্ত আমার সব সিদ্ধান্ত একা আমিই নিয়েছি।"*

* Panzer Leader পৃঃ ৯২

গুডেরিয়ানের পানৎসার লিডার থেকে এই উদ্ধৃতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে তিনি পানৎসার আক্রমণের একটি সম্ভাব্য সূচী দিয়েছেন। দ্বিতীয় অংশে আক্রমণের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে স্বীয় মতামত ন্যস্ত করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পানৎসার আঘাতের দুরন্ত গতিবেগ দ্বারা গন্তব্যস্থল নির্ধারিত করে ফ্রান্সকে যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিলেন তার পূর্বাভাস পাওয়া যায় তাঁর মন্তব্যে।

গুডেরিয়ান পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতির যে সময়সূচী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন, তা প্রায় আক্ষরিক অর্থে সত্য হয়েছিল। গুডেরিয়ানের মন্তব্যে একমাত্র হিটলার ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য সেনাপতির মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল! কেননা উপস্থিত কোনো সেনাপতিরই পানৎসার বাহিনীর কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। পানৎসার বাহিনী গুডেরিয়ানের স্বপ্নসম্ভূত। পানৎসার হেরেমাখ্‌টের নতুন সংযোজিত বাহু। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী বাহু কিনা সে বিষয়ে তখনও জর্মন সেনাপতি মণ্ডলীর সন্দেহ ঘোচেনি। পোল্যাণ্ডে এই বাহুর শক্তিমত্তার প্রমাণ মেলেনি তা নয়। কিন্তু পোল্যাণ্ড হীনবল, পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না বলা চলে। হেমন্তে পোল্যাণ্ডের শুকনো মাঠে অবাধগতি ট্যাঙ্কের কোনো উত্তর ছিল না। সুতরাং জর্মন জেনারেল স্টাফের মতে পোল্যাণ্ডে পানৎসারের পরীক্ষা হয়নি। পানৎসার বাহিনীর প্রকৃত পরীক্ষা হবে পশ্চিমরণাঙ্গনে। সুতরাং গুডেরিয়ানের দাবি অনুযায়ী পানৎসার বাহিনীর তীব্রবেগ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া জেনারেল স্টাফের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পানৎসার বাহিনীর স্রষ্টার কাছে এই বাহিনীর অনন্য ভূমিকা দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল। গুডেরিয়ানের এই বিশ্বাস যে নিছক অপত্য স্নেহ নয় তা প্রমাণিত হল যখন পানৎসার বাহিনী গুডেরিয়ানের সময় সূচী অনুযায়ী এগিয়ে গেল। গুডেরিয়ানের মন্তব্যের সঙ্গে ১০ মে থেকে সেদাঁ অভিমুখী পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতির মিল বিস্ময়কর। যেমন গুডেরিয়ানের সময়সূচী, প্রথমদিন সীমান্ত ঘাঁটি চূর্ণ করে বেলজিয়ামের অভ্যন্তরে প্রবেশ; দ্বিতীয় দিন নেফ্‌শাতো; তৃতীয় দিন বুইয়ঁ অধিকার ও সেমোয়া অতিক্রমণ; চতুর্থদিনে মেউজ, পঞ্চমদিনে মেউজ অতিক্রমণ। বাস্তবক্ষেত্রে পানৎসারের অগ্রগতি এই অবিশ্বাস্য তীব্রবেগকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পানৎসার বাহিনী মেউজ পৌঁছোয় তৃতীয় দিনে এবং মেউজ অতিক্রম করে চতুর্থ দিনে। যুদ্ধজয়ে পানৎসারের বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি একমাত্র গুডেরিয়ানেরই ছিল কারণ তিনি শুধু পানৎসারের স্রষ্টাই ছিলেন না, পোল্যাণ্ডে পানৎসারের প্রয়োগও তিনিই করেছিলেন। পোল্যাণ্ডে পানৎসারের

বিপুল সাফল্য কেন ফ্রান্সে বিপুলতর হবে তা তিনি পানৎসার লিডারে উল্লেখ করেছেন। এই কারণ বিশ্লেষণেও পানৎসারের নায়ক হিসাবে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। গুডেরিয়ান লিখেছেন* : ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গতিশীল যুদ্ধে ট্যাঙ্কের গুরুত্ব বুঝতে চায়নি অথবা বুঝতে পারেনি। তাঁদের বড় সৈন্য সঞ্চালন অথবা মহড়া সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য ফরাসী কমাণ্ড মূল বাহিনীর মধ্যে সাঁজোয়া বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যাতে সাধারণ পরিকল্পনাটির ক্ষতি না হয় অর্থাৎ সাঁজোয়া বাহিনীকে সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে টুকরো টুকরো করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ফরাসী সাঁজোয়া বাহিনীর ভগ্নাংশমাত্র লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য সংগঠিত হল। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্গশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। এই অনমনীয় মতবাদ অনুযায়ী ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে—জর্মন নেতৃত্বের ফরাসীকমাণ্ড সম্পর্কে এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস জন্মেছিল। এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাপ্ত শিক্ষা থেকে। তা থেকেই তাঁদের স্থিতিশীল যুদ্ধের উপর নির্ভরতা, অগ্নিশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব এবং গতিশীল যুদ্ধ সম্পর্কে অবহেলা।

অতএব জর্মন হাইকমাণ্ড বুঝতে পেরেছিলেন যে ফরাসী হাইকমাণ্ড গতিশীল যুদ্ধে ট্যাঙ্কের গুরুত্ব একেবারেই বুঝতে পারেননি। কারণ ফরাসী কমাণ্ড যদি ট্যাঙ্কের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকতেন তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মাজিনো দুর্গশ্রেণী নির্মান করার কোনো যুক্তি থাকে না। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে পশ্চিম য়োরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী ট্যাঙ্ক বাহিনী ছিল ফ্রান্সের। ফরাসী ট্যাঙ্ক সংখ্যায় অধিক, ট্যাঙ্কের বর্ম ও কামানের ব্যাস অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের। তাই গুডেরিয়ান প্রশ্ন করেছেন—এই অবস্থায় ফ্রান্সে তার গতিশীল বাহিনীকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী না করে মাজিনো রেখা নির্মাণ করতে গেল কেন। তারপর দ্যগল, দালাদিয়ে এবং অন্যান্যের গতিশীল সাঁজোয়া বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাবও উপেক্ষিত হল। স্বভাবতই জর্মন হাইকমাণ্ড এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ফরাসী হাইকমাণ্ড গতিশীল যুদ্ধে ট্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে যুদ্ধ জয়ে ট্যাঙ্কের অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও ফ্রান্সের ট্যাঙ্ক সম্পর্কে এই বিস্ময়কর অনীহাই গুডেরিয়ানকে বিজয়ে বিশ্বাসী করে তোলে।

দ্বিতীয়ত ১৯৪০-এ জর্মন হাইকমাণ্ডের কাছে ফরাসী রণনীতি ও

---

* Panzer Leader পৃঃ ৯৬

রণকৌশল সংক্রান্ত নীতি সুপরিজ্ঞাত ছিল। স্থিতিশীল যুদ্ধ ও অগ্নিশক্তি নির্ভর এই মতবাদে গতিশীলতার কোনোস্থান ছিল না। অনমনীয় সামরিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ফরাসী যুদ্ধ পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র সাঁজোয়া বাহিনীর স্থান স্বীকৃত ছিল না। সুতরাং মূল ফরাসী যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্যাঙ্কবাহিনীকে টুকরো টুকরো করে পদাতিক বাহিনীর অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। ফরাসী ট্যাঙ্ক শক্তির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হয়েছিল।

গুডেরিয়ানের নিজস্ব মতবাদ ছিল ফরাসী মতবাদের একেবারে বিপরীত। গতিশীল যুদ্ধ বর্জন ও ট্যাংক বাহিনীর ভ্রান্ত সংগঠন ফরাসী যুদ্ধ পরিকল্পনার এ্যাকিলিসের গোড়ালি। একমাত্র গুডেরিয়ানই তা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর পানৎসার বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতের কোনো উত্তর ফরাসী কমাণ্ডের জানা নেই। সেইজন্য গতিশীল পানৎসার বাহিনী আরও গতিশীল হয়ে উঠবে তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। পানৎসার বাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার এই দ্বিতীয় কারণ।

তৃতীয়ত. ১৯৪০-এর বসন্তের প্রাক্কালে শত্রুর সেনাবিন্যাস ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ছবি জর্মন নেতৃত্বের কাছে ছিল। জর্মন হাইকমাণ্ড বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফরাসী কমাণ্ড মনে করতেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জর্মন শ্লাইফেন পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ করবে। শ্লাইফেন পরিকল্পনার কোনো বিকল্প সম্ভব কিনা ফরাসী হাইকমাণ্ড তা ভেবে দেখেননি। শ্লাইফেন পরিকল্পনা অনুযায়ী জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের রণনীতি, রণকৌশল, সৈন্যসমাবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে জর্মন জেনারেল স্টাফের কিছুই অজানা ছিল না। সুতরাং একদিকে জর্মন জেনারেল স্টাফের কাছে মিত্রপক্ষের রণপরিকল্পনা যেমন বহুপঠিত পুঁথির মত ছিল অন্যদিকে জর্মন পরিকল্পনা সীকেলশ্নিট মিত্রপক্ষের কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের আকস্মিকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। জয় সম্পর্কে গুডেরিয়ানের সুনিশ্চিত বিশ্বাসের এই তৃতীয় কারণ।*

তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ফরাসী সৈনিকের শৌর্যে গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও অন্য কয়েকটি কারণেও গুডেরিয়ানের অনায়াস বিজয়ে বিশ্বাস জন্মেছিল। গুডেরিয়ান লিখেছেন** : "১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর যখন জর্মানি পোল্যাণ্ড

---

* **Panzer Leader** পৃঃ ৯৬-৯৭

** **Panzer Leader** পৃঃ ৯৭

আক্রমণ করল তখন পশ্চিম সীমান্তে একটা হাল্কা পদাতিক বাহিনীর আবরণ মাত্র ছিল। ওই সময় ফ্রান্স কেন নীরব দর্শক হয়েছিল তা তাঁরা ভেবে পাননি। ক্রমে ফরাসী নেতাদের প্রায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসুলভ সদাসতর্ক আচরণে তাঁদের মনে এই ধারণাই জন্মেছিল যে ফরাসী নেতারা গুরুতর সংঘর্ষ এড়াতে চাচ্ছেন। ১৯৩৯-৪০-এর শীতকালের ফরাসী নিষ্ক্রিয়তা বিজিগীষু জাতির লক্ষণ নয় বরং পরাজিতের মনোভাবেরই সূচক"। এই নিরুৎসাহিত জাতি অনায়াসেই পরাজিত হবে সে বিষয়ে গুডেরিয়ানের সন্দেহ ছিল না। সুতরাং পানৎসার বাহিনীর অবিশ্বাস্য দ্রুত অগ্রগতি সম্পর্কে গুডেরিয়ানের নিশ্চিতি। কিন্তু বিজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে জর্মন জেনারেল স্টাফ্ সম্পূর্ণ আশাবাদী হলেও পানৎসার বাহিনীর তীব্রবেগে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে ফরাসী ও জর্মন উভয় হাইকমাণ্ডই পানৎসার বাহিনীর অভূতপূর্ব সাফল্যে বিস্ময় বিমূঢ় হয়েছিল। ফরাসীপক্ষে এই বিহ্বলতার ফলশ্রুতি ফ্রান্সের অবিশ্বাস্য বিপর্যয়। জর্মনপক্ষে ফলশ্রুতি আপাত বিজয় সত্ত্বেও হয়তো পরিণামে পরাজয়। অন্তত ডানকার্কে ব্রিটিশ উদ্বাসন তো নিশ্চয়ই।

গুডেরিয়ানের অভিযান শুরু হল

লুক্সেমবুর্গ সীমান্তে ভিয়ানার্দঁনেও একটেরনাকের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে গুডেরিয়ানের উনিশ কোরের অভিযান আরম্ভ হয়। তিনটি পানৎসার ডিভিশন সমন্বিত (প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম) ১৯ কোরের উপরই সেদাঁর ভেদনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ১৯ কোরের তিনটি পানৎসার ডিভিশনের মধ্যে আবার প্রথম পানৎসারের দায়িত্ব ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। (১৯ কোরের অধিনায়ক গুডেরিয়ান স্বয়ং সীমান্ত অতিক্রম করেন এই প্রথম পানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে) লুক্সেমবুর্গ এবং দক্ষিণ বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনটি পানৎসার ডিভিশনকে একটি রেখায় পরপর সাজানো হয়েছিল। মধ্যে ছিল প্রথম পানৎসার। প্রথম পানৎসারের পিছনে কোর আর্টিলারি, কোর হেডকোয়ার্টার এবং অধিকাংশ বিমানবিধ্বংসী কামান। আর্দেন অভিযানের কেন্দ্রবিন্দু প্রথম পানৎসার। প্রথম পানৎসারের দক্ষিণে দ্বিতীয় পানৎসার এবং বামে দশম পানৎসার ও গ্রস্ ডয়েট্স্ল্যাণ্ড নামে পদাতিক ডিভিশন: প্রথম পানৎসারের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল কির্শনের। জেনারেল ভেইয়েন দ্বিতীয় পানৎসারের এবং দশম পানৎসারের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল শাল।

গুডেরিয়ান লিখেছেন*: "ভোর ৫-৩০ মিনিটে হ্বালেনডর্ফের কাছাকাছি আমি প্রথম পানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে লুক্সেমবুর্গের সীমান্ত অতিক্রম করি এবং মার্তেলাঁজের দিকে অগ্রসর হই। প্রথম দিনই সন্ধ্যা নাগাদ এই ডিভিশনের প্রাগ্রসর দল বেলজিয়ামের সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে এবং বায়ুবাহিত গ্রস্ ডয়েট্স্ল্যাণ্ড পদাতিক রেজিমেণ্টের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু বেলজিয়ামের বেশি ভেতরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ পথ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলে পথ এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। রাত্রিতে রাস্তা মেরামত করতে হবে। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন স্রেইসঁর কাছে যুদ্ধ করছিল। আবার-লা-নয়ভের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান দশম পানৎসার ডিভিশন কিছু ফরাসী ইউনিটের (দ্বিতীয় অশ্বারোহী ডিভিশন এবং তৃতীয় ঔপনিবেশিক পদাতিক ডিভিশন) সংস্পর্শে আসে। মার্তেলাঁজের পশ্চিমে রাঁব্রশে কোর হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯ কোরের উত্তরে জেনারেল রাইনহার্টের ৪১ কোর সীমান্ত অতিক্রম করে। ষষ্ঠ ও অষ্টম পানৎসার ডিভিশন নিয়ে গঠিত ৪১ কোরের যাত্রা কিছুটা বিলম্বিত হয় কারণ এই কোরকে গুডেরিয়ানের ১৯ কোরকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। এই ৪১ কোরের দায়িত্ব হল সে আর্দেনের মধ্য দিয়ে মেউজ রেখায় এগিয়ে যাবে এবং মঁতে-র্মেতে মেউজ অতিক্রম করবে। উত্তরে পঞ্চম ও সপ্তম পানৎসার বাহিনী নিয়ে গঠিত জেনারেল হথের ১৫ কোরের দায়িত্ব ছিল মেউজ রেখায় পৌছে দিনাঁ নদী অতিক্রম করার। রোমেলের সপ্তম পানৎসার ১৫ কোরের প্রাগ্রসর বাহিনী হিসাবে এগিয়ে যায়। পঞ্চম পানৎসার অনুসরণ করে সপ্তম পানৎসারকে। পানৎসার গ্রুপ ক্লেইস্টকে অনুসরণ করে দুই ডিভিশন মোটর বাহিত পদাতিক বাহিনীর একটি কোর। এক ডিভিশন মোটর বাহিত পদাতিক ডিভিশন পানৎসার গ্রুপ হথের অনুগামী হয়।

আর্দেন অরণ্যে অভিযাত্রীবাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে বলে জর্মন হাইকমাণ্ড মনে করেননি। শত্রুর প্রতিরোধের চেয়েও আর্দেনের কখনো আরণ্য, কখনো বন্ধুর সর্পিল সঙ্কীর্ণ পথে সংখ্যাতীত মানুষ, ট্যাঙ্ক, মোটর, আর্টিলারি গোলাবারুদ ও অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জামের নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী নির্বিঘ্নে মেউজ রেখায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাংগঠনিক সমস্যার অকল্পনীয় দুরূহতা জর্মন হাইকমাণ্ডকে শংকিত করেছিল। ফরাসী হাইকমাণ্ড যে আর্দেনকে দুর্ভেদ্য মনে করেছিলেন তার অন্যতম কারণ আর্দেন অঞ্চলের

---

* Panzer Leader ৯৮-৯৯

বন্ধুর পথ। কিন্তু ফরাসী হাইকমাণ্ড স্বকীয় যোগ্যতার মাপকাঠি দিয়েই জর্মনদের বিচার করেছিলেন। অবশ্য একথা সত্য যে, জর্মন সামরিক যন্ত্রছাড়া অন্য কোনো দেশের বাহিনীর পক্ষে আর্দেনের সঙ্কীর্ণ পথদিয়ে এমন অনায়াসে, সত্বর ও নির্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলনা।

যন্ত্রায়িত জর্মন বাহিনীর আর্দেনের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির সব চেয়ে বড় বিঘ্নও ছিল যন্ত্র। কারণ ট্যাঙ্ক, সৈন্যবাহীট্রাক, চলমান আর্টিলারির এই শোভাযাত্রায় কোনো একটি স্থানে একটি যন্ত্র বিকল হলে এই অতিকায় যান্ত্রিক সরীসৃপের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া বিপদ আসতে পারত মিত্র-পক্ষীয় বিমানবহরের কাছ থেকে। জর্মন সমরযন্ত্রের এই অতিকায় শোভা-যাত্রা মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের পক্ষে কী সুদৃশ্য লক্ষ্য বস্তু। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার তিলমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। প্রতিটি বোমানিশ্চিত কার্যকর হত এবং ফলে অভিযাত্রী বাহিনীর মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত তা মেউজ অতিক্রমণ-কালে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারত। এতে অন্তত মেউজ নদী রেখায় অতিক্রমণ বিলম্বিত হত এবং ফরাসী নবম ও দ্বিতীয় আর্মি মেউজের অপর পারে উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করার সময় পেত। কিন্তু ফরাসী হাইকমাণ্ডের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল এবং জেনারেল দাস্তিয়ের সাবধানবাণী সত্ত্বেও সেই দৃষ্টি দুর্ভেদ্য আর্দেনে পড়েনি। অতএব যদিও সম্ভাব্য মিত্রপক্ষীয় বিমান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জর্মন বাহিনী জঙ্গীবিমানের ছত্রছায়ায় অগ্রসর হচ্ছিল, তবু জঙ্গী বিমানের বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন হয়নি। বিমান আক্রমণ ছাড়াও ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ অন্য ধরণের রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললেও জর্মন যন্ত্রদানবের পক্ষে তা মারাত্মক হতে পারত। অর্থাৎ আর্দেনের জঙ্গল ও উঁচুনীচু পার্বত্য পথের সুযোগ নিয়ে মাঝে মাঝে উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত ট্যাঙ্কধ্বংসী ও অন্যান্য কামান জর্মন হাইকমাণ্ডের মেউজ আক্রমণের সময়সূচীকে অনায়াসেই বিলম্বিত করে দিতে পারত : কিন্তু বেলজিয়ান সামরিক কর্তৃপক্ষ জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার মূলকথা নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষা। কিন্তু তবু শত্রুর আক্রমণ ছাড়াই এই অতিকায় জর্মন যন্ত্রদানব স্বীয় জটিল প্রকৃতির ভারে অনড় হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এই যন্ত্রদানবকে চলিষ্ণু রাখার দায়িত্ব ছিল জর্মন সামরিক এন্‌জিনিয়ারদের। জর্মন সামরিক এন্‌জিনিয়ারদের অসাধারণ কর্ম দক্ষতা ও নৈপুণ্য জর্মন বাহিনীকে চলমান রাখে। আর্দেনে প্রবিষ্ট জর্মনবাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য সামরিক এন্‌জিনিয়ারদের কর্মকুশলতা বিকল যন্ত্রকে সক্রিয় করে কিম্বা পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে রুদ্ধগতিবাহিনীর গতি ফিরিয়ে দিয়েছে, বিনষ্ট

সেতু পুনর্নির্মাণ করেছে, বিধ্বস্ত রাস্তার পরিবর্ত নতুন রাস্তা নির্মান করেছে, ট্যাঙ্ক বিঘ্ন অপসারণ করেছে। এক কথায় তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে জর্মন বাহিনীর গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। জর্মন সমরযন্ত্রের অন্যান্য অংশ কাজ করেছে ঘড়ির কাটা ধরে। জ্বালানি সংবাহক গাড়ি ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় জ্বালানি যুগিয়েছে। রসদ ও গোলাবারুদ সরবরাহকারী গাড়ি যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে, অসংখ্য চলিষ্ণু যন্ত্র ও মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন অনায়াসে মিটেছে। দুই যুদ্ধ মধ্যবর্তীকালের নৈরাশ্য, বিপ্লব, নৈরাজ্য এবং ভ্যর্সেই সন্ধি নির্দিষ্ট বাধানিষেধ সত্ত্বেও শম্বুকের মতো স্বীয় খোলসের মধ্যে সমাহিত জর্মন জেনারেল স্টাফ্ গুটানো স্প্রিঙের মত যে সমন্বিত যন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন তার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা আর্দেনের অভিযান। এই পরীক্ষায় নিখুঁত উত্তরণ ভবিষ্যতে জর্মন সমর যন্ত্রের অসাধারণ সাফল্যের সূচনা করে। ধারালো ছুরি যেমন স্বচ্ছন্দে কেক কাটে তেমনি অনায়াসে শত্রুর অনুপস্থিতিতে শত্রুপুরীতে এই যন্ত্র অগ্রসর হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রকৃত পক্ষে শত্রু প্রায় অনুপস্থিতই ছিল শত্রুর অনুপস্থিতি আক্রান্ত নির্জন বনস্থলীকে প্রায় ভৌতিক চরিত্র দিয়েছিল। ফরাসী পক্ষে নকল যুদ্ধের রেশ তখনও কাটেনি, ফরাসী জাড্যের অবসান ঘটেনি। ফরাসী নবম ও দ্বিতীয় আর্মি মেউজনদী রেখায় তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানে ব্যূহিত হওয়ার জন্য গদাইলস্করী চালে অগ্রসর হচ্ছিল। ইতিমধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল কোরা রাত্রি ২টা নাগাদ নবম আর্মির প্রথম ও চতুর্থ হাল্‌কা অশ্বারোহী ডিভিশন এবং তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেড মেউজের অপর পারে আর্দেনে পাঠান। ভোরবেলা এই বাহিনী আর্দেনের ১৫।২০ মাইল ভিতরে উর্থ ও লম নদীর মধ্যবর্তী একটি অবস্থানে উপস্থিত হয়। জেনারেল উঁতজিজ্রে দ্বিতীয় আর্মির দ্বিতীয় এবং পঞ্চম হাল্‌কা অশ্বারোহী ডিভিশন এবং একটি অশ্বারোহী ব্রিগেড ১০ মে সেদাঁ থেকে দক্ষিণ আর্দেনে পাঠান। সন্ধ্যা নাগাদ পঞ্চম অশ্বারোহী ডিভিশন এবং অশ্বারোহী ব্রিগেড বিনা বাধায় লিব্রাম থেকে নেফ্‌শাতো মধ্যবর্তী একটি রেখায় উপস্থিত হয়। কিন্তু আরও দক্ষিণে আব্‌লঁর কাছাকাছি দ্বিতীয় অশ্বারোহী ডিভিশন দশম পানৎসারের মুখোমুখি হয়। পরদিন পঞ্চম অশ্বারোহী প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারের সংস্পর্শে আসে। এইসব অশ্বারোহী ডিভিশন মেউজের অপর পারে আর্দেনে পাঠানোর প্রধান উদ্দেশ্য শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত করে মেউজনদী রেখায় দ্বিতীয় ও নবম

আর্মিকে উপযুক্তভাবে ব্যূহিত হতে সাহায্য করা। অন্য উদ্দেশ্য শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং শক্তির পরিমাপ করা।

অতএব পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় পাঁচ ডিভিশন অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর মোকাবিলায় মেউজ পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পাঁচ ডিভিশন অর্থে চারটি হাল্কা অশ্বারোহী ডিভিশন এবং দুটি ব্রিগেড। তা ছাড়া বেলজিয়ান আর্দেনে দুটি বেলজিয়ান ডিভিশন ছিল। সুতরাং এই সাত ডিভিশনকে মেউজে রুন্ড্স্টেট্ আর্মি গ্রুপের সাত ডিভিশন পানৎসারের প্রথম প্রতিপক্ষ বলা যেতে পারে। মিত্রপক্ষীয় ডিভিশনের উদ্দেশ্য কিন্তু শত্রুর প্রতিরোধ নয়। ফরাসী ডিভিশনগুলির উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত করা। বেলজিয়াম বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল আরও সীমাবদ্ধ। আর্দেনে বেলজিয়ান সেনাপতি জেনারেল কেয়ার্টের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাহল : একটি নির্দিষ্ট সময় সূচী অনুযায়ী সেতু ও রাস্তার ধ্বংস সাধন এবং যুদ্ধ না করে ক্রমশ উত্তর পশ্চিমে পশ্চাদপসরণ করে উত্তরের মূল বেলজিয়ান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। শুধুমাত্র সাসয়র আর্দেনের দুটি কম্প্যানির কাছে পশ্চাদপসরণের আদেশ পৌঁছায়নি। সুতরাং সাসয়র আর্দেনের এই দুটি কম্প্যানি অভিযাত্রী পানৎসারেরর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চাদপসরণ করেনি। অতএব যে সাত ডিভিশন মিত্রপক্ষীয় সৈন্য আর্দেনে ছিল তার মধ্যে দুই ডিভিশনের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর মোকাবিলা নয়, পিছু হঠা। অথচ মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর মধ্যে এমন গুরুতর সংযোগের অভাব ছিল যে বেলজিয়ান সামরিক কমাণ্ড যে পিছু হঠার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, ফরাসী হাইকমাণ্ডের তা বিন্দুবিসর্গও জানা ছিল না। বেলজিয়ান বাহিনী সড়ক ও রাস্তার ধ্বংস ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলে শেষ পর্যন্ত জর্মনদের চেয়ে ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই অভিযোগ জেনারেল কেয়ার্টের কাছে করা হয়। তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। তিনি স্বীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যান এবং মিত্র ফরাসী বাহিনীর সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুমাত্র না ভেবে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ করেন। একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত এবং একই সীমান্ত রক্ষায় ব্যাপৃত দুইটি মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগহীনতার আর কি গুরুতর দৃষ্টান্ত হতে পারে।

এইত গেল দুটি মিত্ররাষ্ট্রের বাহিনীর মধ্যে সংযোগের অভাবের দৃষ্টান্ত। কিন্তু একই রাষ্ট্রের দুটি বাহিনীর মধ্যে সংযোগের অভাব হলে তার পরিণাম আরও গুরুতর হয়। আর্দেনে কোরার নবম আর্মির অশ্বারোহী ডিভিশন এবং উঁত্জিজের দ্বিতীয় আর্মির অশ্বারোহী ডিভিশনের মধ্যে কোনো সংযোগ ছিল

না। অথচ উভয় আর্মির অশ্বারোহী দলের উদ্দেশ্য এক এবং প্রতিপক্ষও এক। আর্দেনে অগ্রসরমান অশ্বারোহী দলগুলি দুটি আর্মি থেকে প্রেরিত হলেও এদের একটি কমাণ্ড থাকা উচিত ছিল। একটি কমাণ্ড না থাকায় পানৎসার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় অশ্বারোহী দলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর মধ্যে সংযোগহীনতা, প্রাগ্রসর ফরাসী অশ্বারোহী দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, আর্দেনে উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থার অনুপস্থিতি মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা এবং সর্বোপরি উপযুক্ত আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব (অশ্বারোহী বাহিনী আবরক পর্দামাত্র শত্রু প্রতিরোধের হাতিয়ার নয়) জর্মন পানৎসার অভিযানকে প্রমোদ ভ্রমণে পরিণত করেছিল। "বস্তুত রণকৌশলের তাৎপর্যের দিক থেকে আর্দেনের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি প্রকৃত যুদ্ধাভিযান নয়, শত্রুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মার্চ মাত্র। বেলজিয়ান লুক্‌সেনবুর্গে সাসয়র আর্দেন এবং কিছু ফরাসী অশ্বারোহীর কাছ থেকে আমরা অতি সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হই। দুর্বল প্রতিরোধ যা অনায়াসে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (জেনারেল ব্ল্যমেনট্রিট)" এবার ১৯ কোরের দিকে তাকানো যাক। ভোর সাড়ে পাচটায় যাত্রা করে প্রথম পানৎসারের প্রাগ্রসর দল লুক্‌সেমবুর্গ পেরিয়ে বেলজিয়ামে পৌঁছয় সকাল নয়টা নাগাদ। প্রায় বিনাযুদ্ধেই লুক্‌সেমবুর্গ পেরিয়ে আসে প্রথম পানৎসার। কিন্তু বেলজিয়ান বাহিনী রাস্তা ভেঙে দেওয়ায় প্রথম পানৎসার আর বেশি এগোতে পারেনি। রাস্তা ভেঙে দিয়ে বেলজিয়ান বাহিনী পিছু হটে যাওয়ায় প্রথম পানৎসার ১০ মে শত্রুর সংস্পর্শে আসেনি। কারণ রাস্তা মেরামত করতে সারারাত কেটে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ও দশম পানৎসার শত্রুর সংস্পর্শে আসে দশ তারিখেই। দ্বিতীয় পানৎসার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় স্রেইসঁর কাছাকাছি। দশম পানৎসার আবায়-লা-নয়ভে বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জর্মন রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল এহ্‌রমান নিহত হন। এতালে একটি ফরাসী সৈন্যদল গ্রস ডয়েট্‌সল্যাণ্ড রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

১১ তারিখেও ১৯ কোরের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধ ছিল নামমাত্র। ১৯ কোর অনায়াসে এগিয়ে যায়। ফরাসী অশ্বারোহীর আবরক পর্দা সামান্যই আবৃত করেছিল। গুডেরিয়ান লিখছেন* : "১১ মে দুপুর নাগাদ প্রথম পানৎসার চলতে শুরু করে। ট্যাঙ্ক সম্মুখে রেখে প্রথম পানৎসার নেফ্‌শা-

* Panzer Leader পৃঃ ৯৯

তোর দুইদিকের রক্ষা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। এই রক্ষাব্যবস্থা বেলজিয়ান সাসয়র আর্দেন্ এবং ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীর (পঞ্চম ডি. এল সি) দ্বারা রক্ষিত ছিল। ছোটখাট যুদ্ধের পরে শত্রুর অবস্থানগুলি গুড়ো করে দেওয়া হয়। এবং নেফ্‌শাতো হস্তগত হয়। যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা সামান্যই ছিল। প্রথম পানৎসার ডিভিশন তৎক্ষনাৎ এগিয়ে গিয়ে বের্বাট্রিক্স অধিকার করে এবং সন্ধ্যা নাগাদ বুইয়ঁ পৌঁছায়। অন্য দুটি পানৎসার ডিভিশন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও ছিল অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন লিব্রামঁ অধিকার করে।”

প্রথম পানৎসার যে অশ্বারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে নেফ্‌শাতোতে যুদ্ধ করে তাহল পঞ্চম ডি.এল.সি। বিধ্বস্ত পঞ্চম ডি.এল.সিকে নিয়ে সেনাপতি শানোয়ান পশ্চাদপসরণ করে সেমোয়া অতিক্রম করেন। এই পশ্চাদপসরণে জেনারেল উঁতজিজ্ঞের সম্মতি ছিল। কিন্তু উঁতজিজ্ঞের কড়া আদেশ ছিল যে কোনো উপায়েই হোক সেমোয়া রেখা রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু শানোয়ানের পশ্চাদপসরণের ফলে নবম আর্মির তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেড অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সিপাহী ব্রিগেড নবম ও দ্বিতীয় আর্মির অশ্বারোহী বাহিনীর সংযোগসূত্র। কিন্তু জেনারেল শানোয়ান পঞ্চম ডি.এল.সির পশ্চাদপসরণের কথা যথাসময়ে সিপাহী ব্রিগেডের সেনাপতি কর্নেল মার্ককে জানাননি। কর্নেল মার্ক পঞ্চম ডি.এল. সির পশ্চাদপসরণের কথা জেনে সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী ব্রিগেড সহ সেমোয়া অতিক্রম করেন। সেমোয়া সেদাঁর আগে ফ্রান্সের শেষ রক্ষা রেখা। সেমোয়া অতিক্রম করার পর সোজা রাস্তা সেদাঁয় চলে গেছে। পথে বুইয়ঁ। আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের জন্য সেদাঁর প্রাকৃতিক অবস্থান অত্যন্ত সুবিধাজনক। বুইয়ঁ দুর্গের উচ্চতা থেকে দুর্গাভিমুখী রাস্তা-গুলিকে অনায়াসেই আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব ছিল। অথচ বুইয়ঁকে এড়িয়ে যাওয়াও জর্মন পানৎসারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব পঞ্চম ডি এল.সি ও সিপাহী ব্রিগেড সেমোয়া অতিক্রম করার পর সেদাঁর পথে জর্মনদের দুটি প্রবল প্রতিবন্ধক সেমোয়া নদী ও বুইয়ঁ। বুইয়ঁ অধিকৃত হলে সেঁদার পথ খোলা। ১১ মে সন্ধ্যা নাগাদ প্রথম পানৎসার সেমোয়া পৌঁছায়। দশম পানৎসারও সেমোয়া পৌঁছায়। দ্বিতীয় পানৎসারও দ্রুত সেমোয়ার দিকে এগিয়ে আসে। লিব্রামঁতে ফরাসী অশ্বারোহীদল দ্বিতীয় পানৎসারের অগ্রগতি কিছুটা বিলম্বিত করে দেয়।

প্রথম পানৎসারের ট্যাঙ্ক সেমোয়ার তীরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য

তীর থেকে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের গোলা একটি ট্যাঙ্ক অকেজো করে দেয়। সুতরাং রাত্রিতে সেমোয়া অতিক্রমণ স্থগিত রাখা হয়। গুডেরিয়ান কোর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন নেফ্‌শাতোয়।

১১ মে ১৯ কোরের অগ্রগতির বাহিনীর জন্য গুডেরিয়ানকে অনুসরণ করা যাক গুডেরিয়ান লিখছেন* : "হুইটসুন ১২ মে ভোর পাঁচটা। মোটরে আমার স্টাফ্‌সহ বুইয়ঁ পৌঁছলাম। ৭টা ৪৫ মিনিটে লেঃ কর্নেল বাঙ্কের[১০] নেতৃত্বে প্রথম রাইফেল রেজিমেন্ট (বুইয়ঁ) শহর আক্রমণ করে এবং শীঘ্রই সফল হয়। ফরাসীরা সেমোয়া নদীর সেতু সমূহ উড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু কয়েকটি জায়গায় ট্যাঙ্কের পক্ষে নদী পার হওয়া সম্ভব ছিল। ডিভিশনের এন্‌জিনিয়াররা সঙ্গে সঙ্গে সেতু নির্মাণে নিযুক্ত হল। সব ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নদী পার হয়ে আমি সেদাঁ অভিমুখী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু মাইন বসানো রাস্তার জন্য বুইয়ঁ ফিরে যেতে বাধ্য হলাম। এখানে শহরের দক্ষিণ দিকে আমার শত্রু বিমান আক্রমণের প্রথম অভিজ্ঞতা হল। প্রথম পানৎসারের সেতুটি ওদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য বশত সেতুটির কোনো ক্ষতি হয়নি কিন্তু কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরে যায়।

মোটরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দশম পানৎসারের কাছে গেলাম। দশম পানৎসার সেমোয়া পার হয়েছে। তাদের অগ্রগতির পথে যখন পৌঁছলাম তখন শত্রুর সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার উপর পর্যবেক্ষক ব্যাটালিয়নের: আক্রমণ প্রত্যক্ষ করলাম। জঙ্গলে রক্ষা ব্যবস্থা অনায়াসে অধিকৃত হল : লা শাপেল হয়ে বাজেই-বালাঁর (Bazeilles-Balan) দিকে অগ্রগতি অব্যাহত রইল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বুইয়ঁ কোর হেডকোয়ার্টার ফিরে এলাম।

ইতিমধ্যে আমার চীফ্‌ অভ্‌ স্টাফ্‌ কর্নেল নেহ্‌রিং হোটেল প্যানোরমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হোটেল প্যানোরমার জানলা থেকে সেমোয়া উপত্যকার চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। একটি অফিস ঘর আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। দেয়ালে সাজানো শিকার করে আনা নানা বন্য জন্তুর মাথা।

আমরা কাজ করছিলাম। হঠাৎ অতি দ্রুত পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আর একটি বিমান আক্রমণ। যেন বিমান আক্রমণই যথেষ্ট নয়। বিস্ফোরণ, মাইন ও হাতবোমা নিয়ে অগ্রসরমান এন্‌জিনিয়ার সরবরাহ স্তম্ভে আগুন ধরে যায় এবং একটির পর একটি বিস্ফোরণ ঘটতে

---

* Panzer Leader পৃঃ ৯৯-১০১

থাকে। ঠিক আমার দেয়ালে সংলগ্ন একটি বরাহের মাথা খসে পড়ে। এক চুলের জন্য আমার মাথাটা বেঁচে যায়। যে চমৎকার জানালাটার কাছে আমি বসে ছিলাম, সেটা গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়। সাঁই সাঁই করে কাচের টুকরো উড়তে থাকে। আমরা অন্যত্র সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।"*

রাজকীয় বিমান বহরের বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস হয়তো অন্য পথে মোড় নিত।

বুইয়ঁ পানৎসার অধিকৃত হওয়ায় পঞ্চম ডি.এল.সির পার্ষ্ণির বিপদের আশঙ্ক দেখা দিল। সুতরাং উঁতজিজে পঞ্চম ডি এল.সিকে সেঁদা ও ফরাসী সীমান্তের মধ্যবর্তী শক্ত রক্ষা ব্যবস্থার পিছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয় ডি.এল. সিকেও অনুরূপভাবে পিছু হঠতে হল। কিন্তু পশ্চাদপসরণপর ফরাসী বাহিনী রক্ষাব্যবস্থার পিছনে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। বেলা দুটো নাগাদ পঞ্চম ডি.এল.সির প্রথম পানৎসারের ট্যাঙ্ক পঞ্চম ডি.এল.সির পিছনে গিয়ে উপস্থিত হল। সুতরাং মেজ' ফর্ত ছেড়ে সেঁদার দিকে সরে যাওয়া ছাড়া এই বাহিনীর আর গত্যন্তর রইল না। সারা শীতকাল ধরে এই মেজ' ফর্তের কেল্লাশ্রেণী ফরাসীরা তৈরী করেছে। সংসদের আর্মি কমিটির কাছে এই মেজ' ফর্তের কার্যকারিতা সম্পর্কে উঁতজিজে প্রচুর আস্ফালন করেছিলেন। কিন্তু এই মেজ' ফর্তে ফরাসী বাহিনীর কয়েক ঘণ্টার নিরাপদ আশ্রয়ও মিললনা। জর্মন ট্যাঙ্ক ক্রমাগত তাড়া করে ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীকে সেঁদায় সরে যেতে বাধ্য করল। মেউজের দুইপারেই সেঁদা শহর অবস্থিত। কিন্তু শহরের বেশির ভাগই ছিল শহরের উত্তরে আর্দেন অংশে। গামেল্যাঁর মতে যেভাবেই হোক সেঁদা রক্ষা করা উচিত ছিল। অথচ সেঁদা রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। দ্বিতীয় আর্মির অশ্বারোহী বাহিনীকে মেউজের উত্তর দিকে সেঁদা শহরে জর্মন ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে মেউজ নদী রেখার পিছনে চলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু জর্মন বাহিনীর বিরুদ্ধে যে দাঁড়ানো যেত না তা নয়। পশ্চাদপসরণ পর ফরাসী বাহিনী রুখে দাঁড়ালে সেঁদা শহরের সংকীর্ণ রাস্তায় জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনীর গতি রুদ্ধ না হলেও বিলম্বিত হত। সেঁদায় দাঁড়িয়ে লড়বার কথা উঁতজিজের মাথায় আসেনি। সুতরাং ১২ মে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই ফরাসী অশ্বারোহী মেউজের সেতু পার হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জর্মন প্রথম পানৎসারের পুরোভাগের ট্যাঙ্ক সেঁদায় প্রবেশ করে। সেঁদা নামটি

* Panzer Leader পৃঃ ১০০

ফরাসী ও জর্মন এই দুই জাতিরই ইতিহাস চেতনার মধ্যে প্রোথিত। সেঁদা ফ্রান্সের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি তুরেনের জন্মভূমি। ফ্রান্সের গভীর লজ্জার, চরম পরাজয়ের সাক্ষীও সেঁদা। সেঁদায় পরিবেষ্টিত একলক্ষ ফরাসী সৈন্য নিয়ে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নাপোলেয়ঁ প্রাশিয়ার সেনাপতি মল্‌ট্‌কের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরিণামে ফরাসী তৃতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় জর্মন সাম্রাজ্য। সেঁদার ফরাসী আত্মসমর্পণ জর্মন শৌর্যের। নবজাগ্রত জর্মন জাতীয় চেতনার প্রতীক। সেঁদার আত্মসমর্পণ জর্মন সাম্রাজ্যের ভিত্তি বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। সত্তর বছর পরে জর্মন পানৎসার এক প্রমত্ত বসন্তের গোধূলিতে সেঁদায় উপস্থিত। সেঁদায় ফরাসী পাশ্চাদপসরণ আবার কোন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে? ফরাসী কলংকের? জর্মন শৌর্যের?

মৃত সেঁদা শহরে জর্মন প্রবেশের ঘোষণা করল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ফরাসীরা মেউজ নদীর সেতুগুলিকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিল।

জর্মন বাহিনীর সেঁদা প্রবেশের পর মেউজ নদীর সেতুগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে প্রচণ্ড সোরগোল হয়। অনেকেরই সন্দেহ ছিল সব সেতু ধ্বংস করা হয়নি। বিশ্বাসঘাতক পঞ্চমবাহিনী এভাবে জর্মনবাহিনীকে সাহায্য করেছিল, এই ধারণা অনেকেরই ছিল। পোল রেনোর ২০ মের বেতার ভাষণে এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়। রেনো বেতারে ঘোষণা করেন, অবিশ্বাস্য কর্তব্যে অবহেলার জন্য মেউজের সেতুসমূহ ধ্বংস করা হয়নি। এই ধারণা এমন বদ্ধমূল হয়ে যায় যে ১৯৫২-তে প্রকাশিত দাস্তিয়ে দ্য লাভিজেরির গ্রন্থে* এই অভিযোগ সমর্থিত হয়। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন পর্যবেক্ষক বিমান থেকে ১৫ মে যে ফটো নেওয়া হয়েছিল তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে নামুর ও ল্যুমের (Lumes) মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সৈন্যরা পিছু হঠবার সময় ৪৪টির মধ্যে ২২টি সেতু অটুট অবস্থায় ফেলে চলে আসে।

আসলে শত্রুর অনায়াস সেঁদাভেদনই মেউজের সেতু অটুট থেকে যাওয়ার গুজবের মূলে। সেঁদায় ফরাসীবাহিনীর ভয়ানক বিপর্যয় পঞ্চমবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সম্ভব হয়েছে ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী ও ফরাসী-জাতির পক্ষে এই বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। নয়তো ফরাসী মর্যাদাবোধে

---

* Le ciel n'était pas vide

গভীর আঘাত লাগত। মেউজের সেতু অটুট ছিল এই ধারণার উৎস ফরাসী amour propre। আসলে মেউজের সব সেতুই ধ্বংস করা হয়েছিল।

রাত্রিতে প্রথম পানৎসার মেউজের তীরে পৌঁছোয়। প্রথম পানৎসারের বামে বাজেই (Bazeilles) এলাকায় মেউজে পৌঁছয় দশম পানৎসার। কিন্তু দ্বিতীয় পানৎসার কিছু পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয় পানৎসার মেউজে পৌঁছবার আগেই পানৎসার গ্রুপ ক্লেইস্টের হেডকোয়ার্টারে ডাক পড়ল জেনারেল গুডেরিয়ানের। সেখানে তাঁকে কি আদেশ দেওয়া হল তা জেনারেল গুডেরিয়ানের কাছেই শোনা যাক্। গুডেরিয়ান লিখছেন* : "মেউজ পার হয়ে আক্রমণের আদেশ পেলাম। ওই সময়ে আমার প্রথম ও দশম পানৎসার ডিভিশনের তাঁদের অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় পানৎসার সেমোয়ার পারে অসুবিধায় পড়েছিল। সে নিশ্চয়ই পৌঁছবে না। এই তথ্যটি জানালাম। আক্রমণকারী বাহিনীর দুর্বলতার এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল ফন ক্লেইস্ট আদেশ সংশোধন করতে রাজী হলেন না এবং আমিও আমাদের সকল সৈন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সুবিধার কথা স্বীকার না করে পারলাম না। আর একটি আদেশ আরো অস্বস্তিকর ছিল। লোরৎসেরের সঙ্গে আমার যে ব্যবস্থা হয়েছে তা না জেনে জেনারেল ফন ক্লেইস্ট এবং বিমানবাহিনীর জেনারেল স্পেরল স্থির করেছিলেন যে, আক্রমণ শুরু হওয়ার ঠিক আগে আর্টিলারির প্রারম্ভিক গোলাবর্ষণের সঙ্গে বহু বোমারু বিমানের আক্রমণ সমন্বিত হবে। এতে আমার আক্রমণ পরিকল্পনার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি দেখালাম। অনুরোধ করলাম যাতে আমার মূল পরিকল্পনা (যার উপর আমার আক্রমণ নির্ভরশীল) অনুসরণ করা হয়। জেনারেল ফন ক্লেইস্ট আমার এই অনুরোধও অগ্রাহ্য করলেন। আমি একটি নতুন পাইলটসহ স্টর্ক বিমানে কোর হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম। অল্পবয়সী পাইলটটি আমার অবতরণ ক্ষেত্রটি ঠিক কোথায় তা জানত। কিন্তু ক্ষীণ আলোয় সে তা খুঁজে পায়নি। একটু পরেই আমি জানতে পারলাম আমরা মেউজের অপর পারে একটি ধীরগতি ও নিরস্ত্র বিমানে ফরাসী অবস্থানের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। একটি অস্বস্তিকর মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গেই পাইলটকে অবতরণক্ষেত্র খুঁজে

* Panzer Leader পৃঃ ১০১

বার করার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদেশ দিলাম। কোনক্রমে তা খুঁজে পেলাম।

কোর হেডকোয়ার্টার্সে এসে নির্দেশ তৈরীর জন্য স্থির হয়ে বসলাম। হাতে খুব অল্পই সময়। তাই কোবলেনৎসের রণক্রীড়ায় আমরা যে সব আদেশ তৈরী করেছিলাম, তা ফাইল থেকে বার করে শুধুমাত্র তারিখ ও সময় পাল্‌টে আক্রমণের আদেশ হিসাবে বার করে দিলাম। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ওই আদেশগুলো চমৎকার মিলে গেল। প্রথম ও দশম পানৎসারও এই ব্যবস্থার অনুকরণ করল। সুতরাং আদেশ প্রচার করাটা সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হল।"

গুডেরিয়ানের লেখা থেকে জর্মন সেনাবাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতির যে চিত্র প্রকাশিত হয় তা বিস্ময়কর। সামরিক রণক্রীড়ার সময় যে আদেশ প্রচারিত হয়েছিল অভিযানকালে সেই আদেশই কেবলমাত্র তারিখ ও সময় পাল্‌টে ব্যবহার করা সম্ভব হল! জর্মন সামরিক পরিকল্পনার নিখুঁত সম্পূর্ণতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? হয়তো তারিখ এবং সময়ও পালটাবার প্রয়োজন হত না যদি ফরাসী প্রতিরোধের সীমাহীন ব্যর্থতা জর্মন হাইকমাণ্ডের পক্ষে পূর্বাহ্নে অনুমান করা সম্ভব হত। কিন্তু য়োরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর এই অকল্পনীয় ব্যর্থতা কি জ্যোতিষী ছাড়া অন্য কারু পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল?

জর্মন হাইকমাণ্ডের হিসেব অনুযায়ী জর্মন বাহিনীর মেউজে পৌঁছবার দিন ছিল ১৩ মে। কিন্তু গুডেরিয়ানের ১৯ কোর মেউজে পৌঁছে গেল ১২ মের সন্ধ্যাবেলা। পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় পানৎসারেরও মেউজে পৌঁছতে আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না। এবার রাইনহার্টের ৪১ কোরের দিকে তাকানো যাক্‌।

৪১ কোর ষষ্ঠ ও অষ্টম পানৎসার নিয়ে গঠিত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ৪১ কোরের প্রধান লক্ষ্য মেউজ ও সেমোয়ার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মঁতের্মে। ওখানে ৪১ কোরের মেউজ অতিক্রম করার কথা। ১৯ কোরের মতো দ্রুত গতি ৪১ কোরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ প্রথমত, ১৯ কোরকে পথ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অগ্রগতি শুরু হওয়ার পরও ১৯ কোরের দ্বিতীয় পানৎসার পিছিয়ে পড়ায় পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং ৪১ কোরের গতি শ্লথ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, সংকীর্ণ পথে বিপুল সংখ্যক যানবাহনের অগ্রগতি অতিশয় দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং গতিরুদ্ধ হবে—তা স্বাভাবিক। সংকীর্ণ ও বিধ্বস্ত

পথে ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যানবাহনের গাদাগাদির জন্য দ্বিতীয় পানৎসারের গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। ৪১ কোরের ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা আরও বেশি হয়েছিল। ফরাসী বিমানবাহিনী ১৯ কোরের বিরুদ্ধে এই সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠলে এই বিশৃঙ্খলা কি অবর্ণনীয় হয়ে উঠত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শত্রুর এই বিশৃঙ্খল অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে কোনো ফরাসী বিমান আসেনি। কিন্তু শুধুমাত্র বিমানবাহিনী নয় শত্রুর আক্রমণ বিলম্বিত করার জন্য প্রেরিত অশ্বারোহীবাহিনীও ৪১ কোরের সংস্পর্শে আসেনি। অতএব লক্ষণীয়, ৪১ কোরের অগ্রগতিতে শত্রু অন্তরীক্ষে কিম্বা স্থলে কোনো বাধাই সৃষ্টি করেনি। সুতরাং ৪১ কোরের মেউজে অগ্রগমন প্রায় নিরুদ্বেগ বনভ্রমণে পরিণত হয়েছিল।

এই নির্বাধ অগ্রগতির কারণ ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা হয়েছে। নবম আর্মি প্রেরিত অশ্বারোহীদলের দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষার দায়িত্ব ছিল তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেডের। কিন্তু দ্বিতীয় আর্মির অশ্বারোহীদল প্রথম পানৎসারের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে সেমোয়ার অপর পারে চলে যাওয়ায় তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেডও তাড়াহুড়া করে সেমোয়ার অপর পারে চলে যায়। তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেড পশ্চাদপসরণ করায় প্রথম ও চতুর্থ অশ্বারোহী ডিভিশনের পার্শ্ব অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষক বিমানের রিপোর্ট থেকে জেনারেল কোরা আর্দেনের মধ্য দিয়ে পানৎসারবাহিনী দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে যান। কিন্তু মেউজের অপরপারে কোরার রক্ষাব্যূহ তখনও রচিত হয়নি, কোরার দিনাঁরক্ষী পদাতিক বাহিনী তখনও দিনাঁয় এসে পৌঁছায়নি। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর অশ্বারোহী ডিভিশনকে মেউজের অপর পারে ব্যূহিত হওয়ার আদেশ দেন। ১২ মে বিকেল চারটা নাগাদ কোরার অশ্বারোহীবাহিনী মেউজের অন্য তীরে পৌঁছে যায় এবং নবম আর্মির এলাকার মেউজের সেতুসমূহ উড়িয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু অগ্রসরমান ৪১ কোরের সৈনিকদের পক্ষে কোরার এই সিদ্ধান্তের অর্থ বোঝা সহজ ছিলনা। শত্রুর সামান্য মোকাবিলা না করে বিনাযুদ্ধে পিছিয়ে যাওয়ার যুক্তি জর্মন সৈনিকদের মাথায় আসেনি। সুতরাং মেউজ অভিমুখী এই নিরুপদ্রব অগ্রগতির বিস্ময় জর্মনরা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁরা ভেবেছিল হয়তো ফরাসীরা ইচ্ছাকরেই জর্মনদের অগ্রগতি নিরুপদ্রব করেছে, হয়তো গোটা কোরকে পর্যুদস্ত করার কোনো সুপরিকল্পিত ফাঁদ পেতেছে। নয়তো জর্মন অগ্রগতিকে বাধাহীন করে দেওয়ার অর্থ ফরাসী সামরিক মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিকৃতি। ষষ্ঠ পানৎসারের সার্জেন্ট সীভের্টের উক্তি

৪১ কোরের নির্বাধ অগ্রগতিতে জর্মনদের বিস্ময়ের সাক্ষ্য : "হয় ফরাসীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তারা জানেনা যে আমরা প্রায় মেউজে পৌঁছে গেছি; নয়তো আমাদের বিরুদ্ধে ওরা কোনো সাঙ্ঘাতিক শয়তানী ফন্দী আঁটছে।" এই বিস্ময় কেবলমাত্র সার্জেণ্ট সীভের্টের মতো সাধারণ সৈনিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। সর্বোচ্চ জর্মন সামরিক নেতৃত্বের যে বিস্ময়ের অন্ত ছিলনা তা ও.কে.এইচ চীফ্ অভ্ স্টাফ্ জেনারেল হালডেরের ডায়েরির ১২ মের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়। ডায়েরিতে ১২ মেতে তাঁর সংক্ষিপ্ত উক্তি হল : "শত্রুবিমানবাহিনীর সতর্কতা বিস্ময়কর।" মেউজ অতিক্রমণের পরও জর্মনবাহিনীর পক্ষে এই বিস্ময় কাটিয়ে ওঠা সহজ হবেনা। সম্ভবত কোনো আক্রমণকারীর পক্ষেই ফরাসী সৈন্যবাহিনীর ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিলনা। মেউজ অতিক্রমণের পূর্বে জর্মন জেনারেল স্টাফ্ ধরে নিয়েছিলেন যে মেউজে প্রস্তুত অবস্থানে ব্যূহিত ফরাসীবাহিনীর কাছ থেকে জর্মনবাহিনীকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু মেউজে দুর্বল ফরাসী প্রতিরোধ এবং তারপর ক্রমিক পশ্চাদপসরণের ফলে জর্মন জেনারেল স্টাফ্ প্রচণ্ড প্রতিআক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ফরাসী প্রতিআক্রমণের অভাব জর্মন জেনারেল স্টাফের কাছে ব্যাখ্যার অতীত বলে মনে হয়েছিল। ফরাসীবাহিনীর মধ্যে জঙ্গী মনোভাবের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং ফরাসী সামরিক মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত জর্মন জেনারেল স্টাফের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের এই মর্মভেদী অভিযানে বিস্ময়ের পর বিস্ময় জর্মন জেনারেল স্টাফের জন্য অপেক্ষা করছিল। পরম প্রীতিপ্রদ বিস্ময় সন্দেহ নেই।

অতএব বিলম্বিত যাত্রা এবং রাস্তায় বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও অগ্রগতি সম্পূর্ণ বাধাহীন হওয়ায় ৪১ কোর ১২ মে রাত্রিতে মেউজের রূপালি জলের প্রান্তে এসে উপস্থিত হল।

১৫ সাঁজোয়া কোর

১৫ কোরের অগ্রগতি সম্পূর্ণ নির্বাধ না হলেও ১৫ কোরও ১২ মে-তেই মেউজে পৌঁছয়। ১৫ কোরের, বিশেষত রোমেলের নেতৃত্বাধীন সপ্তম পানৎসার ডিভিশনের, অগ্রগতির পথে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। ১৫ কোর গঠিত হয়েছিল পঞ্চম ও সপ্তম এই দুটি পানৎসার ডিভিশন নিয়ে। সপ্তম পানৎসার ডিভিশনের কমাণ্ডার ছিলেন তখনও অখ্যাত জেনারেল এরউইন রোমেল। সংগঠনের দিক থেকে সপ্তম পানৎসার অন্যান্য পানৎসার ডিভিশনের চেয়ে দুর্বল ছিল। রোমেলের পানৎসার হাল্‌কা মিশ্র ডিভিশন থেকে পানৎসার ডিভিশনে

পরিবর্তিত হয়। এতে ৪টি ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়নের পরিবর্তে ৩টি ব্যাটালিয়ন ছিল। ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল কম—২১৮টি। সাধারণত একটি পানৎসার ডিভিশনে ২৭৬টি ট্যাঙ্ক থাকত। এই ট্যাঙ্কের অর্ধেকেরও বেশি ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রস্তুত হাল্কা মাঝারি টি ৩৮ ট্যাঙ্ক। কিন্তু রোমেলের অসমসাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রণকৌশল এবং বেপরোয়া জঙ্গী মনোভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল সপ্তম পানৎসার ডিভিশনকে সবচেয়ে সার্থক করে তুলেছিল। রোমেলের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সপ্তম পানৎসার ডিভিশনে অসাধারণ গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

১০ মে সকাল বেলা ১৫ কোর যাত্রা শুরু করার পর দুটি বোমারু বিমান পঞ্চম পানৎসার ডিভিশনকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলায় একটি বিমান ভূপাতিত হয়। রোমেল পরিচালিত সপ্তম পানৎসার ডিভিশন বেলজিয়ানবাহিনীকৃত বাধার সম্মুখীন হয়। প্রথম পানৎসার ডিভিশনের মতো সপ্তম পানৎসার ডিভিশনের যাত্রাপথেও বিস্ফোরকের সাহায্যে গভীর গর্ত এবং অন্যান্য সড়ক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এই সড়ক প্রতিবন্ধকের পিছনে কোনো বাহিনী শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করেনি। অতএব সড়ক প্রতিবন্ধক শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ রক্ষীবাহিনীর অনুপস্থিতিতে আক্রমণকারী বাহিনী অনায়াসে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই প্রতিবন্ধক এড়িয়ে কিম্বা রাস্তা মেরামত করে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারে। রোমেলের সপ্তম পানৎসারের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রোমেল লিখছেন : "অধিকাংশ সড়ক প্রতিবন্ধকই অরক্ষিত ছিল এবং দুয়েকটি স্থান ছাড়া অন্য কোথায়ও আমার ডিভিশনকে বেশীক্ষণ আটকা পড়তে হয়নি।"* কিন্তু যেখানে সড়কপ্রতিবন্ধকের পিছনে বেলজিয়ানরা রুখে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাঁরা সার্থক হয়েছে। ১০ মে রাত্রিতেই রোমেলের উর্থ (Ourthe) নদী পর্যন্ত পৌঁছোবার সংকল্প ছিল। কিন্তু বেলজিয়ান সাসয়র আর্দেনের তৃতীয় রেজিমেন্টের একটি অংশ শাব্রেতে (Chabrez) প্রস্তুত অবস্থানে প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে জর্মনদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। রোমেলের সপ্তম মোটরসাইকেল ব্যাটালিয়ানের উপরে বেলজিয়ানদের অব্যর্থলক্ষ্য অগ্নিক্ষরণ রোমেলকে ১০ মের রাত্রিতে উর্থ নদী পর্যন্ত এগোতে দেয়নি। সুতরাং আর অগ্রসর না হয়ে রোমেল রাত্রিতে তাঁর ডিভিশনকে পুনরায় সংগঠিত করেন। পরদিন সকালবেলা রোমেল

* Rommel Papers—To Lose a Battle-এর উদ্ধৃতি পৃঃ ১৮৪

বেলজিয়ানদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে এগিয়ে যান এবং অল্পকালের মধ্যে উর্থ নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। অন্যতীরে তখন উর্থ নদীর সেতু ধ্বংস করে ফরাসী চতুর্থ ডি. এল. সি পশ্চাদপসরণ করছিল। চতুর্থ ডি. এল. সি জর্মনদের উর্থ নদী অতিক্রমণের প্রতিরোধ না করায় জর্মন সামরিক এন্‌জিনিয়াররা কয়েকঘণ্টার মধ্যেই অরক্ষিত উর্থ নদীতে নৌকার সেতু তৈরী করে ফেলেন। অতএব কয়েকঘণ্টার মধ্যে সপ্তম পানৎসার উর্থের অন্য পারে উপস্থিত হয়ে পশ্চাদ-পসরণপর বিক্ষিপ্ত চতুর্থ ডি. এল. সিকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। চতুর্থ ডি. এল. সি ট্যাঙ্ক প্রতিআক্রমণ করে কিন্তু জর্মন ট্যাঙ্কের অগ্নিশক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে পিছু হঠে। সুতরাং রোমেলের পানৎসারের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। দুর্বার গতি সঞ্চারিত হয় সপ্তম পানৎসারে। তাই পঞ্চম পানৎসারের পক্ষে সপ্তমের সঙ্গে সমান তালে এগোনো সম্ভব হয়নি।

৩১ পানৎসার রেজিমেণ্ট নিয়ে চতুর্থ ডি. এল. সির সঙ্গে কয়েকটি তীব্র সংঘর্ষের পর রোমেল ১২ মে বিকেলে মেউজের তীরে পৌঁছোন। যখন রোমেল মেউজের তীরে উপস্থিত হন তখনও মেউজের সেতু উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ একটু আগেই ফরাসী যানবাহন সেতু পেরিয়ে এসেছে। রোমেলের ট্যাঙ্ক দ্রুতবেগে ফরাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করে মেউজের তীরে পৌঁছে সেতু উড়িয়ে দেওয়ার আগেই ওপারে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে সেতুটি উড়িয়ে দেওয়া হয়।

১২ মে রাত্রিতে রোমেলের মোটরায়িত পদাতিক বাহিনী মেউজের পূর্ব তীরে এসে পৌঁছোয়। ১২ মের রাত্রি অর্থাৎ অভিযান আরম্ভ হওয়ার তৃতীয় দিন। ইতিমধ্যেই অভিযাত্রীবাহিনী মেউজে পৌঁচেছে। জর্মন পরিকল্পনার সময়সূচীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা আগেই মেউজের পূর্বতীরের দিনাঁ থেকে সেদাঁ এই ৮০ মাইল এলাকা জর্মনদের হাতে এসে গেছে। অভিযানের তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় জর্মন পানৎসার বাহিনী সংকীর্ণ, জঙ্গলাকীর্ণ মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত পচাত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে। যদিও ব্লুমেনট্রিটের ভাষায় এই অভিযান শত্রুর প্রায় অনুপস্থিতির জন্য লক্ষ্যাভিমুখী মার্চে পরিণত হয়েছিল, তবু দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য আর্দেনের স্বচ্ছন্দ অতিক্রমণ সামরিক সংগঠনের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তৃতীয় দিনে জর্মন পানৎসারবাহিনী মেউজে পৌঁছল। ফরাসী হাইকমাণ্ডের হিসেব মতো পাঁচ থেকে ছয়দিন এই বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যেত। যদি ফরাসীবাহিনীর জঙ্গী মনোভাব থাকত, যদি জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি বিলম্বিত করার কথা শুধুমাত্র না ভেবে প্রতিআক্রমণের কথাও তাঁদের

হিসেবের মধ্যে থাকত, তাহলে জর্মন ১৫ কোর ও ৪১ কোরের মধ্যে প্রায় বিশ মাইলের ফাঁক তাঁদের চোখে পড়ত। এই শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য ছিল মাত্র একটি পদাতিক ডিভিশন। কিন্তু এই পদাতিক ডিভিশনও অনেক পিছিয়ে ছিল কারণ পানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে তাল রেখে চলা পদাতিক ডিভিশনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে দুইটি পানৎসার কোরের অরক্ষিত পার্শ্বে প্রতিআক্রমণ হলে জর্মন পানৎসারবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। কিন্তু ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য ফরাসী জেনারেলদের দৃষ্টি শত্রুর অরক্ষিত স্থানের প্রতি পড়েনি। আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধরীতির কথা তাদের মনে আসেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের মোহাঞ্জন তাদের দৃষ্টিকে এমনি অস্বচ্ছ করে দিয়েছিল।

অবশেষে মেউজ! জর্মন পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়সূচীর একদিন আগেই মেউজ! দুদিন বেপরোয়া ছুটে পচাত্তর মাইল অতিক্রম করে জর্মন পানৎসার ফরাসী ও জর্মন—উভয় হাইকমাণ্ডের হিসেবের ভুল প্রমাণ করে দেয়। কিন্তু মেউজে পৌঁছেও জর্মনরা বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করেনি। মেউজ পেরোবার জন্য তৈরী হয়েছে। দ্বিতীয় পানৎসার মেউজে পৌঁছোবার আগেই জেনারেল ক্লেইস্ট গুডেরিয়ানকে মেউজ অতিক্রমণের আদেশ দেন। সদা-উদ্যত গুডেরিয়ানের কাছেও এই আদেশ হঠকারী বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই আদেশের প্রতিবাদ করেছিলেন কারণ পদাতিক বাহিনী ও ভারী আর্টিলারি তো দূরের কথা ১৯ কোরের তিনটি পানৎসার ডিভিশনের মধ্যে একটি তখনও মেউজে অনুপস্থিত। মাত্র দুটি পানৎসার ডিভিশন নিয়ে মেউজের অন্যপারে পূর্বপ্রস্তুত অবস্থানে ব্যূহিত ফরাসী বাহিনীর আবরক অগ্নিক্ষরণের বিরুদ্ধে মেউজ অতিক্রমণ ও অপর পারে ঘাঁটি গড়ে তোলার দুরূহতা সম্পর্কে গুডেরিয়ান সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি হিসেব করে দেখেছিলেন পদাতিক ও ভারী আর্টিলারি এমনকি দ্বিতীয় পানৎসারের জন্য অপেক্ষা না করাই হয়তো শেষ পর্যন্ত সুবিধাজনক হবে। কারণ তাতে আক্রমণের আকস্মিকতা বজায় থাকবে।

কিন্তু অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের মোহে আচ্ছন্ন ফরাসী হাইকমাণ্ডের পক্ষে জর্মন ক্ষিপ্রতা ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আঁচ করা সম্ভবপর ছিল না। জেনারেল দুর্মেক্ তাঁর নবম আর্মির ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখছেন: "আমরা ভেবেছিলাম যে শত্রু তার অধিকাংশ আর্টিলারি না এনে মেউজ অতিক্রমণের চেষ্টা করবে না। এতে (আর্টিলারি নিয়ে আসতে) যে পাঁচ ছয়দিন লাগবে তাতে আমাদের নিজস্ব অবস্থান প্রবলীকরণের সময় মিলবে বলে ধরে নিয়েছিলাম।"

সুতরাং ফরাসী হাইকমাণ্ড ধরে নিয়েছিলেন : নয় দিনের আগে জর্মন পানৎসার মেউজে পৌঁছতে পারবে না এবং জর্মন পানৎসার মেউজে পৌঁছোবার পর মেউজ আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্টিলারি ও পদাতিক পৌঁছতে লাগবে আরও সপ্তাহখানেক। আর পদাতিক ও আর্টিলারির অনুপস্থিতিতে জর্মনরা মেউজ অতিক্রমণের চেষ্টা করবে না। অতএব মেউজের অপরপারে জর্মন আক্রমণরোধী ফরাসী ব্যূহরচনার জন্য তাড়াহুড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দুদিনে জর্মন পানৎসার পঁচাত্তর মাইল অতিক্রম করে মেউজের পূর্বতীরে উপস্থিত হয়েছে। অথচ ফরাসী দ্বিতীয় ও নবম আর্মি মেউজের পশ্চিম তীরে তাদের প্রস্তুত অবস্থানে তখনও স্থিতি লাভ করেনি। কিন্তু মাভৈঃ। পাঁচ ছয় দিনের আগে জর্মনরা মেউজ পার হওয়ার উদ্যোগ করবে না।

মেউজের পশ্চিম তীরে

কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত অন্ধ ফরাসী হাইকমাণ্ডের কথা ধরা যাক্। ১৩ মে ফ্রান্সের যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিন। ফ্রান্সের মর্মভেদের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত নিয়ে এল এইদিন। এ-সময়ে মেউজের ঐতিহাসিক যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে মেউজের পশ্চিমতীরে ব্যূহবদ্ধ ফরাসী দ্বিতীয় ও নবম আর্মির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। অপরপারে ফরাসী ব্যূহরচনার কথা মনে রাখলে আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। মেউজের যুদ্ধের তাৎপর্য হল : এই সংগ্রামে ফ্রান্সের যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে গামেল্যাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নবম ও দ্বিতীয় আর্মির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ দুর্ভেদ্য আর্দেন দিয়ে কোনো গুরুতর জর্মন আঘাত আসার সম্ভাবনা এই পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং নামুর থেকে সেদাঁ পর্যন্ত এই বিরাট এলাকা রক্ষার ভার এই দুটি বাহিনীর উপর ন্যস্ত হলেও এদের বিশেষ শক্তিশালী করে গঠন করা হয়নি। কোরার নবম আর্মির সাতটি পদাতিক ডিভিশনের মধ্যে নিয়মিত ডিভিশন ছিল মাত্র দুটি। বাকী সব কয়টি ডিভিশনই প্রায় জোড়াতালি দিয়ে গঠন করা হয়েছিল। নামুর থেকে মেউজ ও আর্দেন খালের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গন রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল এই জোড়াতালি দেওয়া দুর্বল নবম আর্মির উপর। আর ফ্রান্সের এমনি দুর্ভাগ্য যে এই নবম আর্মির উপরই জর্মন আক্রমণের প্রধান ধাক্কা আছড়ে পড়ল। তাসত্ত্বেও জর্মনদের 'অনায়াস

বিজয় সম্ভব হত না যদি জর্মন আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে নবম আর্মি প্রস্তুত অবস্থানে ব্যূহিত হতে পারত।

নবম আর্মির প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সেদাঁর উত্তরে মেউজ আর্দেন খালের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কব্‌জায় ভর দিয়ে বেলজিয়ান মেউজ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু বেলজিয়ান মেউজে যথাসময়ে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। নবম আর্মির মেউজের তীরে পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যায়। দেরি হওয়ার কারণ সৈন্য পরিবহনের জন্য যানবাহনের অভাব। এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী জেনারেল কোরা। তিনি ভেবেছিলেন জর্মনবাহিনীর মেউজে পৌঁছোতে অনেক সময় লাগবে। সেই ভরসায় তিনি রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে রোমেল যখন তাঁর আর্দেন পরিক্রমা সাঙ্গ করে মেউজ পেরোবার উদ্যোগ করছিলেন তখনও কোরার নবম আর্মি উত্তর পার্শ্বে রোমেলকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত অবস্থানে স্থিতিলাভ করেনি।

দ্বিতীয় ও নবম আর্মির সন্ধিস্থান ছিল মেউজ ও আর্দেন খালের সঙ্গমস্থলে। ডাইলপ্ল্যানে গোটা দ্বিতীয় আর্মির বেলজিয়ামে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। আবরক অশ্বারোহীর পর্দা আর্দেনে পাঠাতে হয়েছিল দ্বিতীয় আর্মিকে এবং তার কি পরিণাম হয়েছিল আমরা দেখেছি। দ্বিতীয় আর্মি গঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ ও দশম কোর, দুটি অশ্বারোহী ডিভিশন এবং একটি অশ্বারোহী ব্রিগেড নিয়ে। কার্যত অষ্টাদশ কোর সেদাঁভেদনের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি। গুডেরিয়ানের আক্রমণের মোকাবিলা করে জেনারেল গ্রাঁসার্দের নেতৃত্বাধীন দশম কোর। কিন্তু এই দশম কোরের ব্যূহরচনায় মারাত্মক ভুল থেকে যায়। দশম কোরের দক্ষিণপার্শ্বে বিন্যস্ত হয় দশম কোরের সবচেয়ে শক্তিশালী তৃতীয় নর্থ আফ্রিকান ডিভিশন। কিন্তু সেদাঁভেদনের যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে এই ডিভিশন কোনো কাজে আসেনি। বামপার্শ্বে সমাবেশ করা হয়েছিল 'বি' সিরিজের ৫৫ পদাতিক ডিভিশন। এই ডিভিশনের পিছনে ছিল দশম কোরের আর একটি 'বি' সিরিজের ডিভিশন—৭১ পদাতিক ডিভিশন। সুতরাং নবম ও দ্বিতীয় আর্মির সন্ধিস্থানে দশম কোরের বামপার্শ্ব রক্ষা করছিল দুর্বল দুইটি 'বি' সিরিজের ডিভিশন। এই সন্ধিতে কোরার নবম আর্মির যে ডিভিশনটি ছিল তাও একটি 'বি' সিরিজের ডিভিশন—৫৩ পদাতিক। অতএব যে সন্ধিস্থানে রুন্‌ড্‌স্টেটের আর্মি গ্রুপ-এর সবচেয়ে পরাক্রান্ত সাঁজোয়া বাহিনীর (১৯ কোরের) আঘাত আছড়ে পড়ে সেখানে তিনটি 'বি' সিরিজের ডিভিশন ছাড়া আর কিছু ব্যূহিত হয়নি। এমনই প্রবল অন্ধতা ছিল ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর !

কিন্তু ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। দুর্বল 'বি' সিরিজের ডিভিশন দিয়ে সেদাঁ এলাকায় ব্যূহ রচিত হয়েছিল। তৃতীয় আফ্রিকান ও ৫৫ পদাতিক—এই দুটি ডিভিশন ব্যূহিত হয় ২৫ মাইলের মতো রণাঙ্গনে। স্বভাবতই মাত্র দুটি ডিভিশনের পক্ষে ২৫ মাইলের মতো রণাঙ্গনে যথেষ্ট ঘন সৈন্য সমাবেশ সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং সেদাঁরণাঙ্গনে অধিকতর ঘন সেনাসমাবেশের জন্য জেনারেল উঁতজিজে ৭১ পদাতিক ডিভিশনকে ১২ মে রাত্রির মধ্যে ৫৫ পদাতিক ও তৃতীয় আফ্রিকানের মধ্যবর্তী অবস্থানে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। 'বি' সিরিজের এই ৭১ পদাতিক ডিভিশনকে ৬ এপ্রিল রণাঙ্গনের প্রায় ৩৫/৪০ মাইল পিছনে গ্রামে ট্রেনিঙের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং দুই রাত্রির মধ্যে এই ডিভিশনের পক্ষে উঁতজিজের নির্দেশ পালন করা সহজ ছিল না। কারণ আসন্ন জর্মন আক্রমণ সত্ত্বেও একমাত্র রাত্রিতেই মার্চ করার নির্দেশ ছিল। ১২ অপরাহ্নে ৭১ ডিভি-শনের সেনাপতি বদে আরো কিছু সময় চান। অতএব গুডেরিয়ানের আক্রমণ যখন অত্যাসন্ন তখনও এই ব্যূহরচনা সম্পূর্ণ হয়নি। 'বি' সিরিজের এই ডিভিশনটির ট্রেনিঙের যথেষ্ট প্রয়োজনও ছিল। ১০ মে এই ডিভিশনটিকে উঁতজিজে ৫৫ পদাতিক এবং তৃতীয় নর্থ আফ্রিকানের মধ্যবর্তী অবস্থানে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু গ্রাঁসার্দ রাজী হননি। নিরুপায় বদে কোনোক্রমে তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থান রেখায় এসে পৌঁছোন। কিন্তু ৭১ ডিভিশনের নির্দিষ্ট রেখায় স্থান করে দেওয়ার জন্য লাফঁতেইনের ৫৫ ডিভি-শনের নতুন করে সেনাবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই নতুন বিন্যাস ১৩ মের আগে হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম ছিল। সুতরাং ১২ মেতেও গ্রাঁসার্দের দশম কোরের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি। ৭১ ডিভিশন দুই রাত্রি ক্রমাগত মার্চের পর অতিক্লান্ত, ৫৫ পদাতিক তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয় এবং আর্টিলারি তখনও নির্দিষ্ট অবস্থানে ভালভাবে বসানো হয়নি। এই দশম কোরকেই গুডেরিয়ানের ১৯ সাঁজোয়া কোরের প্রবল বেগ ধারণ করতে হল। পানৎসার গঙ্গাবতরণের ভগীরথ গুডেরিয়ান। কিন্তু দশম কোরের গ্রাঁসার্দ কখনই দেবাদিদেব মহাদেব নন।

১৭

সেদাঁর ভেদন

১৯ কোর হেডকোয়ার্টার বেলভো থেকে ১৩ মে ৮ঠা ১৫ মিনিটে প্রচারিত জেনারেল গুডেরিয়ানের আদেশ দিয়ে সেদাঁর ভেদনের কাহিনী আরম্ভ করা যাক্।

"মেউজ অতিক্রমী আক্রমণের জন্য কোর আদেশ নং ৩* :—

১. ১২ মের তীব্র লড়াইয়ের ফলে ১৯ আর্মি কোর সম্মুখস্থ শত্রুকে মেউজের অপর তীরে ঠেলে দিয়েছে। মেউজে শত্রুর তীব্র প্রতিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে।

২. ১৩ মে আমাদের পশ্চিমী আক্রমণের উদ্যোগের প্রধান বিন্দু গ্রুপ ফন ক্লেইস্ট খণ্ডে থাকবে। এই গ্রুপের উদ্দেশ্য হল মঁতের্মে ও সেদাঁর মধ্যবর্তী এলাকায় মেউজ পারাপারের স্থান অধিকার করা। প্রায় সমগ্র জর্মন বায়ুবাহিনীর সমর্থন থাকবে এই অভিযানে। আধঘণ্টাব্যাপী অবিচ্ছিন্ন আক্রমণের দ্বারা মেউজের পারে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থাকে চূর্ণ করা হবে। তারপর বেলা চারটায় গ্রুপ ফন ক্লেইস্ট মেউজ অতিক্রমী আক্রমণ চালাবে এবং অন্য পারে সেতুমুখ স্থাপন করবে।"

এই আদেশ অনুযায়ী ১৯ কোরের আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে মেউজের ওপারে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থাকে নরম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটঘণ্টাব্যাপী লুফ্‌ট্‌হ্বাফের আক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। মেউজরক্ষী ফরাসী বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়ে ১৯ কোরের মেউজ অতিক্রমী আক্রমণের সাফল্যের বনিয়াদ রচনা করার জন্যই এই দীর্ঘকাল ব্যাপী বিমান আক্রমণ। বিমান আক্রমণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে শুধু তাই নয়, গুডেরিয়ানের আদেশ হল সমগ্র জর্মন বায়ুশক্তি এই আক্রমণের সমর্থনে নিযুক্ত হবে। সমগ্র জর্মন বায়ুশক্তি কথাটায় একটু অতিরঞ্জন থাকলেও, সেদিন মেউজের অপর পারে যেখানে ১৯ কোর আক্রমণ করে সেখানে জর্মন বায়ুশক্তির অসাধারণ কেন্দ্রিত আক্রমণ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

---

* Panzer Leader (Appendix VI) পৃঃ ৪৭৮

১৯ কোরের ৩নং আদেশে কোরভুক্ত তিনটি পানৎসার ডিভিশনের আক্রমণের বিন্দু এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

কোর আদেশ নং ৩*

দায়িত্ব :

(ক) দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন বিকেল চারটায় অগ্রসর হবে, মেউজ পেরিয়ে আক্রমণ করবে এবং দঁশেরির দক্ষিণের উচ্চভূমি অধিকার করবে। তারপর এই ডিভিশন তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে ঘুরে যাবে, বার নদীর বাঁক পর্যন্ত আর্দেন খাল অতিক্রম করবে এবং মেউজের পারে শত্রুর রক্ষাব্যবস্থাকে গুটিয়ে দেবে। দক্ষিণপক্ষ এগোবে বুতাঁকুর পর্যন্ত এবং বামপক্ষ সাপোইন এবং ফেউশ্যার পর্যন্ত।

(খ) পদাতিক রেজিমেণ্ট গ্রস ডয়েট্স্‌ল্যাণ্ডসহ প্রথম পানৎসার ডিভিশন বিকেল ৪টায় গ্লের ও তর্সির মধ্যে মেউজ অতিক্রমী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে। মেউজ বাঁকের ভেতরে শত্রুসৈন্য মুছে দিয়ে এই ডিভিশন বেলভো-তর্সি সড়কে এগিয়ে যাবে। তারপর বোয়া দ্য লা মারফের উচ্চতা আক্রমণ করবে এবং শেয়েরি শোমঁ রেখা ধরে এগোবে।

(গ) দশম পানৎসার প্রথম পানৎসারের সঙ্গে মিলিতভাবে বিকেল চারটার মধ্যে সেদাঁর পূর্ব প্রান্তের শক্তিশালী বিন্দুগুলি অধিকার করবে এবং ওই সময়ের মধ্যে সেদাঁ-বাজেই খণ্ডে স্বীয় আক্রমণ আরম্ভ করার জায়গার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

বিকেল চারটায় ডিভিশনটি মেউজ আক্রমণ করবে এবং নোয়াইয়ে পঁ মজি থেকে পঁ মজি** পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমি অধিকার করবে।"

১৩ মের ৩ নং আদেশে ১৯ কোরের মেউজ অতিক্রমণের বিন্দু সেদাঁর উভয়দিকে বার নদীমুখ এবং বাজেইর মধ্যে নির্দিষ্ট হয়। গুডেরিয়ানের ১৯ কোর পানৎসার গ্রুপ ক্লেইস্টের মেউজ আক্রমণ উদ্যোগের প্রধান বিন্দু। ১৯শ কোরের আক্রমণ উদ্যোগের প্রধান বিন্দু ছিল জেনারেল কিরস্‌নেরের নেতৃত্বাধীন প্রথম পানৎসার ডিভিশন। আগেই বলা হয়েছে যে এই ডিভিশনকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করে সংগঠিত করা হয়েছিল। প্রথম পানৎসার ডিভিশনের সঙ্গে পদাতিক রেজিমেণ্ট গ্রস ডয়েট্স্‌ল্যাণ্ড, কোর

---

* Panzer Leader পৃঃ ৪৭৮-৫৭৯

** Noyers Pont Maugis—Pont Maugis

আর্টিলারি এবং দ্বিতীয় এবং দশম পানৎসারের আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন দেওয়া হয়েছিল। ৩নং কোর আদেশে প্রথম পানৎসারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মেউজের বাঁকের ভিতর থেকে শত্রুসেনা গুটিয়ে দিয়ে বোয়া দ্য লা মার্ফে'র উচ্চতা অধিকারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল প্রথম পানৎসারের উপর। বোয়া দ্য লা মার্ফে সেদাঁ খণ্ডের রক্ষাব্যবস্থার চাবিকাঠি। বোয়া দ্য লা মার্ফে'র উচ্চতা থেকে ৬ মাইল দূরে আর্দেন অরণ্যের প্রান্ত পর্যন্ত গোটা এলাকা ৭৫ এম এম কামানের আওতার মধ্যে। সুতরাং বোয়া দ্য লা মার্ফে'তে অবস্থিত ৭৫ এম. এম কামানের প্রভুত্ব আর্দেন থেকে সেদাঁ অভিমুখে অগ্রসরমান ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যানবাহনের পক্ষে মারাত্মক। মেউজের অন্যতীরে দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত কক্ষ* এবং পদাতিক বিবরঘাঁটি** ছিল। এই রক্ষাব্যবস্থার পিছনে ছিল হাল্‌কা ও মাঝারি মেসিনগান ঘাঁটি। এইসব ঘাঁটি থেকে গোত্তাখাওয়া স্টুকা বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করা সম্ভব ছিল। সর্বোপরি ছিল বোয়া দ্য লা মার্ফে'র নির্ভরযোগ্য উচ্চতায় কামানের প্রভুত্ব। উচ্চভূমিতে অবস্থিত ফরাসী আর্টিলারির প্রভুত্ব অন্যভাবেও জর্মনদের উপর কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বোয়া দ্য লা মার্ফে চমৎকার পর্যবেক্ষণ স্থান। এখান থেকে মেউজের প্রান্তে জর্মন সেনাবাহিনীর সুস্পষ্ট ছবি চোখে পড়ত এবং প্রয়োজন মতো মেউজের কিনারায় জর্মন সেনাবিন্যাসের বিঘ্ন ঘটানো যেত। এই স্থান ফরাসীবাহিনীর কাছ থেকে প্রথমেই ছিনিয়ে নিতে না পারলে সেদাঁ খণ্ডে নির্ভরযোগ্য সেতুমুখ স্থাপন করা যেত না, পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। মেউজের অপর পারে সেদাঁখণ্ডে মাজিনো রেখা তাড়াহুড়ো বাড়ানো হয়েছিল। সেখানে রক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি। দুর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত আত্মরক্ষাত্মক কক্ষ ও কংক্রিটের বিবরঘাঁটি বিশেষ ছিল না। দশমকোরের দুর্বলতম ডিভিশন দুটি গুডেরিয়ানের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিন্যস্ত হয়, ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের, এমনকি গোলাবারুদের, গুরুতর অভাব ছিল এদের। সৈন্যবাহিনী পথশ্রমে ক্লান্ত, এবং তাদের নতুন বিন্যাসের পর স্বীয় অবস্থানে তারা সম্পূর্ণ স্থিতিলাভ করেনি। অতএব শৃঙ্খলার অভাব ছিল। তার উপর ছিল বিমানবাহিনীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক অবস্থায়—অর্থাৎ অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে—ট্যাঙ্কবাহিনীর পথে

---

* Casemate

** Pill-box

দুস্তর বাধা ছিল। এই বাধা মেউজ। জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনী এই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার আগে জর্মন পদাতিকবাহিনীকে রবারের ডিঙিতে মেউজ পেরিয়ে অপরপারে নির্ভরযোগ্য সেতুমুখ স্থাপন করতে হবে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সেতুমুখস্থাপন সম্ভব হবেনা যদি ফরাসী আর্টিলারিকে নিস্তব্ধ না করে দেওয়া যায়। ফরাসী আর্টিলারি স্তব্ধ না হলে ট্যাঙ্ক পারাপারের প্রশ্ন ওঠেনা কারণ মেউজে জর্মন সামরিক এন্জিনিয়াররা নৌকার সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হলেই একমাত্র ওপারে ট্যাঙ্ক নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ওপারে ট্যাঙ্ক নিয়ে যেতে পারলেই সেদাঁর ভেদন সম্পন্ন হল তা নয়। কারণ মেউজে সেতু নির্মান করে ওপারে ট্যাঙ্ক নিয়ে যাওয়ার অনেক আগে ফরাসীদের পক্ষে তাদের ট্যাঙ্কবাহিনী নিয়ে আসা সম্ভব। অতএব জর্মন ট্যাঙ্ক ওপারে নিয়ে যাওয়ার পরও ফরাসী ট্যাঙ্কের প্রতিআক্রমণে অনিশ্চিত জর্মন সেতুমুখ চূর্ণ হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়। সম্ভবত ফরাসী আর্টিলারির মারাত্মক অগ্নিশক্তির বিরুদ্ধে ট্যাঙ্কসহ মেউজ অতিক্রমণের দুঃসাধ্যতার কথা চিন্তা করেই জেনারেল গ্রাঁসার দশমকোরের দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও জর্মন আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। তাঁর আশাবাদের কারণ "শত্রু তার পদাতিক ও ট্যাঙ্ক নদীতীরে নিয়ে আসতে হয়তো পারবে……কিন্তু ভয়ানক অসুবিধার মধ্যে তাকে তার আর্টিলারি গোলাবারুদ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসতে হবে··· আমাদের আর্টিলারির অগ্নিক্ষরণের জন্য তাও আনতে হবে একটু একটু করে। তাছাড়া পদাতিক বাহিনী পথ করে না দিলে ট্যাঙ্ক মেউজের বাধা পেরোতে পারবেনা। সুতরাং শত্রুকে দীর্ঘকাল প্রারম্ভিক অগ্নিক্ষরণ করে আমাদের অগ্নিক্ষরণের রেখাকে ছিন্ন করে দিতে হবে।" শত্রুপক্ষের মেউজ অতিক্রমণের পথে এই সব দুর্লঙ্ঘ্য বাধার খতিয়ানের পর জেনারেল গ্রাঁসার প্রশ্ন করছেন : "কে এই রেখা ছিন্ন করবে ? আর্টিলারি ? তা সম্ভব নয়। ট্যাঙ্ক ? ওদের (ট্যাঙ্কের) কামানের উপযুক্ত ব্যাসের অভাব। ওদের বোমারু বিমান ?*" গ্রাঁসারের কাছে তাও সম্ভব বলে মনে হয়নি। কারণ মিত্রপক্ষীয় বিমানের শত্রুর মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে। সুতরাং ১২ মের সন্ধ্যার শত্রু পরদিন সার্থক আক্রমণ করতে সক্ষম হবে তা মনে হয়নি। মনে না হওয়ার সঙ্গত

* Grandsard : La 10e corps d'armée dans la bataille : Shirer এর Collapse of the Third Republic-এর উদ্ধৃতি থেকে পৃঃ ৬২২

কারণ থাকত যদি গ্রাঁসারের সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর ঠিক হত। কিন্তু শেষ প্রশ্নটির মারাত্মক ভুল উত্তর দিয়েছিলেন গ্রাঁসার। প্রথমত, তিনি ধরে নিয়েছিলেন মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের শত্রুর মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ত, তিনি ভেবেছিলেন দশম কোরের যখন প্রয়োজন হবে তখন শত্রুপক্ষের বিমানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় বিমানছত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রাঁসারের বোঝা উচিত ছিল যে ফরাসী হাইকমাণ্ড একলব্যের একাগ্রতায় উত্তরপূর্ব রণাঙ্গনে নিবদ্ধদৃষ্টি। সেখানে প্রত্যাশিত জর্মন মূল আঘাতের বিরুদ্ধে কেন্দ্রিত প্রয়োগের জন্য রাখা হয়েছিল মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তিকে। তাকে উত্তরপূর্ব রণাঙ্গন ছেড়ে সেদাঁয় পাঠানোর প্রশ্নই ছিলনা। কিন্তু হাইকমাণ্ডের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিতীয় আর্মির সেনাপতি জেনারেল উঁতজিজের অসম্ভব দৃষ্টিহীনতার কথাও গ্রাঁসারের ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। দ্বিতীয় আর্মির জন্য বিমানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও উঁতজিজে ১২ মে বোমারু বিমান চেয়ে পাঠাননি। অবশ্য ১২ মে বেলা ৩টা ৩০মি নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য উঁতজিজের চোখ খুলেছিল। কিন্তু এই চৈতন্যোদয় নিতান্তই সাময়িক হয়েছিল। ১২ই সাড়ে তিনটা নাগাদ তিনি জেনারেল জর্জের হেডকোয়ার্টারে যে টেলিগ্রাম করেন তাতে তিনি আর্দেনে অশ্বারোহী কোর এবং দশম কোরের প্রাগ্রসর ইউনিটগুলির ক্ষয়ক্ষতির কথা জানিয়ে তাদের জোরদার করার আবেদন করেন। এই টেলিগ্রামে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা জানানো হয তাতে জেনারেল জর্জের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার চীফ্ অভ্ স্টাফ্ জেনারেল রতঁ (Roton)—তৃতীয় সাঁজোয়া এবং তৃতীয় মোটরায়িত—এই দুটি ডিভিশনকে সেদাঁ অভিমুখে পাঠান এবং লতর দ্য তাসিইঁনির চতুর্দশ পদাতিক ডিভিশনকে ট্রেনে সেদাঁ অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু উঁতজিজের খোলা চোখ কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বুজে যায়। বেলা ৫টায় তিনি রতঁকে প্রবলীকরণের ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই বলে জানান। কারণ তাঁর রণাঙ্গন নাকি আবার অভ্যন্ত শান্তি ফিরে পেয়েছে। এমনকি ১৩ মে দুপুরবেলা জর্মন স্টুকার অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে যাওয়ার পরও দ্বিতীয় আর্মি থেকে জেনারেল দাস্তিয়ের কাছে যে রিপোর্ট যায় তাতে আর্টিলারিই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং বিমানসমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়। কিন্তু এহ বাহ্য। বেলা ৩টায় শত্রুর আক্রমণ অত্যাসন্ন জেনে ৫৫ ডিভিশনের সেনাপতি জেনারেল লাফঁতেইন বায়ুসমর্থনের জন্য গ্রাঁসারকে ফোন করেন। জেনারেল গ্রাঁসার লাফঁতেইনের সঙ্গে একমত হয়ে জেনারেল উঁতজিজের কাছে বায়ুসমর্থনের

আবেদন করেন। উঁতজিজে তখনও পুরনো তাস খেলছেন। তিনি উত্তর দিলেন: "জঙ্গী বিমানের প্রয়োজন আপনাদের নেই। কোথায়ও কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে প্রতিবারই যদি তাদের যুদ্ধে পাঠাতে হয় তাহলে বিমানগুলি দ্রুত ফুরিয়ে যাবে।"* তাছাড়াও উঁতজিজের দূরদৃষ্টি কি বিস্ময়কর! শত্রুবিমানের আক্রমণে দশম কোরের পরম উপকার হবে তাও তিনি গ্রাঁসারকে বোঝাতে ছাড়েননি। তার মতে শত্রুবিমানের আক্রমণে দশম কোরের অগ্নি-পরীক্ষা হচ্ছে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে ১৯ কোরের আক্রমণের প্রধান বিন্দু প্রথম পানৎসার এবং তাই প্রথম পানৎসার বিশেষভাবে প্রবলীকৃত হয়েছিল। প্রথম পানৎসারের সম্মুখস্থ রণাঙ্গনের দুই মাইলের কম বিস্তার ছিল। কিন্তু এই সংকীর্ণ রণাঙ্গনের জন্য প্রচণ্ড অগ্নিশক্তি কেন্দ্রিত হয়েছিল। লেঃ কর্নেল হেরমান বাল্কের প্রথম রাইফেল রেজিমেন্টের তিনটি ব্যাটালিয়ন, লেঃ কর্নেল গ্রাফ্ ফন সোয়েরিনের গ্রস্ ডয়েট্সল্যাণ্ডের চারটি ব্যাটালিয়ন এবং এক ব্যাটালিয়ন জঙ্গী এনজিনিয়ার (Sturmpionioren)—প্রথম পানৎসারের এই কয়েকটি পুরোভাগের ব্যাটালিয়নকেই মেউজ অতিক্রমী আক্রমণের প্রধান দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল।

১৩ মের প্রভাত। জর্মন সাঁজোয়া মোটরায়িত এবং পদাতিক বাহিনী মেউজাভিমুখী শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল। মেউজের অন্য তীর থেকে ফরাসী আর্টিলারির অগ্নিক্ষরণে অভিযাত্রীবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, অগ্রগতি থেমে যায়নি। কিন্তু থেমে যাওয়া উচিত ছিল। জর্মন ভারী আর্টিলারি তখনও এসে পৌঁছোয়নি। সুতরাং অন্য পারে লা মার্ফে'র উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত ফরাসী আর্টিলারির প্রভুত্ব জর্মন অভিযাত্রীবাহিনীর পক্ষে মারাত্মক হতে পারত। বিশেষত ১৩ মের সকালের প্রখর সূর্যালোকে লা মার্ফে'র উচ্চতাব প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণ বিন্দু থেকে জর্মন অভিযাত্রীবাহিনী অতি স্পষ্ট লক্ষ্যবস্তু। গ্রাঁসার লিখছেন—"ভোরের আলো ফুটতেই আমরা দেখলাম শত্রু অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসছে......সব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে পদাতিক, সাঁজোয়া ও মোটরায়িত বাহিনীর অবিচ্ছিন্ন (মেউজাভিমুখী) অবতরণের রিপোর্ট।"** অনায়াসে লা মার্ফে'র ফরাসী আর্টিলারি মেউজের অন্য তীরে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে জর্মন পানৎসার বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা এনে দিতে পারত।

* গামেল্যাঁর সাক্ষ্য Evénements II পৃঃ ৪৩৫

** Grandsard : La 10e corps d'armée dans la bataille

জেনারেল মেনু লিখছেন : "এই সময়ে বৃষ্টির মত গোলা বর্ষিত হওয়া উচিত ছিল।"* কিন্তু তা হয়নি। এই মুহূর্তে যখন গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক কেন্দ্রীভূত, যখন গোলাবর্ষণের দ্বারা কেন্দ্রিত ট্যাঙ্কবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যেত, তখন গ্রাঁসার গোলাবারুদের অপচয় বন্ধ করার জন্য প্রত্যেক কামানের ত্রিশ থেকে আশি রাউণ্ডের বেশি গোলাবর্ষণ নিষিদ্ধ করে দেন। কারণ গোলাবারুদ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে—এই আশংকায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন উঁতজিজে। সেইজন্য কামানের গোলা-ব্যবহারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। গোলাবারুদ ফুরিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা তিনি কেন করেছিলেন বোঝা কঠিন। পরবর্তী কয়েকদিনে সঞ্চিত গোলাবারুদের বহু স্তূপ জর্মনদের হাতে পড়ে। গোলাবারুদের কৃপণ ব্যবহারের একটি কারণ সম্ভবত এই যে দ্বিতীয় আর্মির সেনাপতি ভাবতে পারেননি জর্মনরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেউজ অতিক্রমী আক্রমণ আরম্ভ করবে। ১৯১৪-র আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন দ্বিতীয় আর্মির জেনারেলরা ভাবতে পারেননি ভারী—আর্টিলারি না এনে জর্মনদের পক্ষে আক্রমণ আরম্ভ করা সম্ভব। গ্রাঁসার ৫৫ ডিভিশনের জেনারেল লাফঁতেইনকে বললেন যে চার থেকে ছয়দিনের আগে শত্রু কিছু করতে পারবে না কারণ ভারী আর্টিলারি ও গোলাবারুদ নিয়ে আসতে ওই সময়ের প্রয়োজন হবে।

গুডেরিয়ান যখন তাঁর আখ্‌টুঙ পানৎসার** গ্রন্থ রচনা করেন তখন তিনি জানতেন যে পানৎসারবাহিনীর সঙ্গে তাল রেখে ভারী আর্টিলারি এগোতে পারবে না। কিন্তু জর্মন জেনারেল স্টাফ্ পানৎসার বাহিনীর সহযোগী অঙ্গ হিসেবে বায়ুশক্তিকে যুক্ত করে ভারী আর্টিলারির সমস্যার সমাধান করেন।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের যুগের চশমা-আঁটা গ্রাঁসার ও অন্যান্য সেনাপতির জর্মন উড়ন্ত আর্টিলারির কথা মাথায় আসেনি। ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী ভাবতে পারেননি বিমান বাহিনীর এই সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকার কথা। পোল্যাণ্ড বিজয়ের পরেও না, স্ক্যানডিনেভিয়ায় লুফ্‌ট্‌হ্বাফের অভূতপূর্ব ব্যবহার ও প্রচণ্ড সাফল্যের পরেও না। জর্মনরা পানৎসারবাহিনীর সঙ্গে গোত্তাখাওয়া স্টুকাকে

---

* Général Menu—Lumière, Sur les ruines : To Lose a Battle-এর উদ্ধৃতি পৃঃ ২৪৫

** Achtung Panzer

যুক্ত করে একটি নতুন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হিটলারের গোপন অস্ত্র না হলেও, স্টুকা পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের কাছে পরম বিস্ময়। মেউজে যে ভারী আর্টিলারি তখনও পৌঁছায়নি তার সার্থক বিকল্প স্টুকা। স্টুকার এই সম্ভাব্য ভূমিকার কথা ভাবতে পারেননি বলেই গ্রাঁসার মেউজ আক্রমণ ৪ থেকে ৬ দিনের আগে হতে পারবেনা বলে ধরে নিয়েছিলেন।

২০

জর্মনির উড়ন্ত আর্টিলারি—স্টুকা

মেউজ অতিক্রমণের সময় লুফ্‌ট্‌হ্বাফের প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই গুডেরিয়ানের সঙ্গে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের জেনারেল ফন স্টুট্রেরহেইম এবং জেনারেল ল্যোরৎসেরের আলোচনা হয়েছিল। শুধু আলোচনাই নয় এই প্রয়োগকৌশল রণক্রীড়ার দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। মেউজ অতিক্রমণের সময় বায়ুশক্তি ব্যবহারের যে কৌশল স্থির করা হয়েছিল গুডেরিয়ানের ভাষায় তা হল: "মেউজ অতিক্রমণের সময় স্থলবাহিনীকে অবিচ্ছিন্ন সমর্থনই বায়ুশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার এবিষয়ে আমরা একমত হয়েছিলাম; অর্থাৎ সাধারণ বোমারু কিংবা গোত্তাখাওয়া বোমারুর কেন্দ্রিত আক্রমণ নয়, বরং আক্রমণের শুরু থেকে এবং অভিযান চলার গোটা সময়টা উন্মুক্তস্থানে ব্যাটারির অবস্থানের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ এবং আক্রমণের হুমকি চলবে: এতে শত্রু গোলন্দাজরা বর্ষিত বোমা এবং প্রত্যাশিত বোমা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হবে।" বিমান আক্রমণের এই নির্দিষ্ট কৌশলের সঙ্গে গুডেরিয়ান স্থলবাহিনীর মেউজ আক্রমণ সমন্বিত করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু ১৩ মে জেনারেল ক্লেইস্ট যখন গুডেরিয়ানকে মেউজ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন তখন তিনি পূর্ব নির্ধারিত বিমান আক্রমণের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে গোলন্দাজ আক্রমণের সঙ্গে সমন্বিত বহুবিমানের একত্রিত বোমাবর্ষণের নির্দেশ দিলেন। গুডেরিয়ানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ক্লেইস্ট তাঁর নির্দেশ পরিবর্তন করতে রাজী হলেননা। আক্রমণ পরিকল্পনার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ক্ষুণ্ণ হলেও এই আদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া গুডেরিয়ানের গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু আক্রমণ যখন আরম্ভ হল তখন বিমানবাহিনীর রণকৌশল দেখে গুডেরিয়ান অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন ল্যোরৎসেরের সঙ্গে তিনি যে রণকৌশল স্থির করেছিলেন, বিমানবাহিনী সেই কৌশলই অনুসরণ করছে। ১৩ মে সকাল থেকেই লুফ্‌ট্‌হ্বাফে মেউজের অন্যতীরে বোমাবর্ষণ করতে শুরু করলেও প্রথম

---

* Panzer Leader পৃঃ-১০১

দিকে বোমাবর্ষণের তীব্রতা ততটা ছিলনা। প্রথমদিকে বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর সংযোগসূত্র নষ্ট করে দেওয়া। ক্রমে এই বোমাবর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল এবং দুপুর নাগাদ বোমারু বিমানের আক্রমণের তীব্রতা চরমে উঠল। যূথবদ্ধ শত শত জর্মন বিমান ফরাসী অবস্থানের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে বোমা ফেলতে লাগল। উদ্দেশ্য আক্রমণের প্রাক্কালে শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়া। প্রথম পানৎসারের সার্জেণ্ট প্রুমেরস মেউজের অন্য পার থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্টুকার আক্রমণ লক্ষ্য করেন। এই আক্রমণের বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায় তিনি লিখছেন :

"তিনটি, ছয়টি, নয়টি ও পিছনে আরও অনেক এবং আরও দক্ষিণে —বিমান এবং আরও আরও বিমান। চট্ করে একবার বাইনোকুলারে চোখ রাখলাম—স্টুকা! পরবর্তী ২০ মিনিটে আমরা যা দেখলাম—তা এই যুদ্ধের প্রবলতম অনুভূতির অন্যতম। স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন অনেক উঁচুতে উঠে গেল, সামনের দিকে আলাদা আলাদা রেখায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম বিমান কয়টি সোজা নীচে নেমে এল। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়—দশম দ্বাদশ নেমে এল। একসঙ্গে শিকারী পাখির মত শিকারের উপর নেমে এল। তারপর লক্ষ্যবস্তুর উপর তাদের বোমার বোঝা ফেলেছিল। আমরা বোমাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রীতিমত বোমাবৃষ্টি হতে লাগল। সাঁই সাঁই করে বোমাগুলো সেদাঁয় বাংকার অবস্থানে পড়তে লাগল। প্রত্যেকবারই বিহ্বল করে দেওয়া, কানেতালা লাগানো বিস্ফোরণ, সর্বকিছু একত্রে মিশে যেতে লাগল; গোত্তাখাওয়া স্টুকার সাইরেণের আর্তনাদের সঙ্গে বোমার হুইস্‌ল্, বিদারণ ও বিস্ফোরণ। একটি বিরাট বিধ্বংসী আঘাত শত্রুর উপর আছড়ে পড়ে। আবার নতুন স্কোয়াড্রন আসে, উঁচুতে উঠে যায় এবং তারপর একটি লক্ষ্যবস্তুর উপর নেমে আসে। যা ঘটছে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দেখি। নীচে তখন নারকীয় তাণ্ডব! সেই সঙ্গে আমরা আত্মবিশ্বাসে ফুলে উঠি......হঠাৎ লক্ষ্য করি শত্রু আর্টিলারি আর গোলা ছুড়ছেনা······যখন স্টুকার শেষ স্কোয়াড্রনের আক্রমণ চলছে, তখন আমাদের এগিয়ে চলার আদেশ পেলাম।"*

সার্জেণ্ট প্রুমেরস তাঁর বস্তুনিষ্ঠ বিবরণে স্টুকা আক্রমণের ভয়াল রূপ ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিক থেকে দেখলে সার্জেণ্ট প্রুমেরসের বিবরণ গুডেরিয়ান-ল্যোরৎসের নির্ধারিত রণকৌশলের নিপুণ চিত্র। বহুবিমানের

* Alistaire Horne—To Lose a Battle নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ২৪৭

একত্রিত বোমাবর্ষণ নয় লুফ্‌ট্‌হ্বাফে গুডেরিয়ান-ল্যোরৎসেরের রণকৌশলই কার্যে পরিণত করছে। গুডেরিয়ান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু খট্‌কা থেকে গেল। কীভাবে এটা সম্ভব হল বুঝতে পারলেন না। রাত্রিতে তিনি ল্যোরৎসেরকে ফোন করলেন। ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে। ল্যোরৎসের বললেন, নতুন আদেশ যখন আসে তখন আর সেই আদেশ স্কোয়াড্রনগুলিকে দেওয়ার সময় ছিলনা। সুতরাং তিনি পূর্বের ব্যবস্থাই অপরিবর্তিত রাখেন।

স্টুকা আক্রমণ কেন্দ্রিত হয়েছিল প্রধানত ফরাসী আর্টিলারি অবস্থানের উপর। কিন্তু আর্টিলারি ছাড়া ফরাসী বিবরঘাঁটি, পরিখায় আত্মগোপনকারী পদাতিক ও গোলন্দাজ এবং অপরাপর রক্ষাব্যবস্থার উপরও বোমা বর্ষিত হয়। ভারী বোমা ফরাসী আর্টিলারি, ট্যাঙ্কবিধ্বংসীকামান বিধ্বস্ত করে দেয়। কংক্রিটের বাংকার অকেজো করে টেলিফোন লাইন ছিন্ন করে এমন সর্বময় নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে যে দ্বিতীয় আর্মির কমাণ্ড ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। কিন্তু স্টুকা আক্রমণে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি ছিলনা। কারণ বহুক্ষেত্রেই স্টুকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রত্যক্ষভাবে স্টুকা আক্রমণ ফরাসী রক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এনে দেয়। আর দীর্ঘকাল স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন স্টুকা আক্রমণ যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল তা ফরাসী সৈনিকের মনোবল ভেঙে দেয়। বিশেষত আকাশে নিজেদের বিমানবহরের অনুপস্থিতি ফরাসী সৈনিককে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেনি। স্টুকা ফরাসী সৈনিকের মনোবলের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল জেনারেল রুবি তার 'সেদাঁ, তের দেপ্রেউভ'* নামক গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেছেন :

"গোলন্দাজরা গোলাছোড়া বন্ধ করে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করল। বোমা বিস্ফোরণ ও গোত্তাখাওয়া বোমারু বিমানের আর্তনাদে বিমূঢ় পদাতিকেরা অনড় হয়ে পরিখায় মাথা গুঁজে রইল। বিহ্বল হয়ে তারা বিমানধ্বংসী কামান থেকে গোলাবর্ষণ করতে ভুলে গেল। তাঁদের একমাত্র চিন্তা মাথা গুঁজে অনড় হয়ে থাকা। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই বিভীষিকা তাঁদের স্নায়ুকে বিকল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল। অগ্রসরমাণ শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার সামর্থ্য আর তাঁদের রইলনা।"

কিন্তু স্টুকার আক্রমণই সব নয়। স্থলবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আধঘণ্টা আগে গুডেরিয়ানের আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করে।

---

* **Sedan, terre d'êpreuve—Ruby**

কিন্তু গুডেরিয়ানের অধিকাংশ আর্টিলারি তখনও এসে পৌঁছায়নি। সুতরাং গুডেরিয়ান তাঁর ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান নদীর অপর পারে ফরাসী বাংকার ধ্বংসের কাজে লাগান। স্টুকার আক্রমণে ফরাসী আর্টিলারি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে গুডেরিয়ান তাঁর বিমানধ্বংসী ফ্ল্যাক্ কামান থেকে একেবারে সোজাসুজি অপরপারে ফরাসী বাংকারে গোলা-বর্ষণ করতে থাকেন। বক্রগতি সাধারণ কামানের গোলার চেয়ে ফ্ল্যাক্ কামানের গোলা সোজা পথে গিয়ে আঘাত করে। তাই এর গোলা অনেক বেশি মারাত্মক হয়। বিশেষত ৮৮ এম. এম ফ্ল্যাক্ কামানের গোলার বেগ অতি তীব্র এবং এর অন্তর্ভেদে ক্ষমতাও অত্যন্ত বেশি। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে এই ৮৮ এম. এম ফ্ল্যাক্ সাধারণ কামানের মতো ব্যবহার করে আশ্চর্য সুফল পেয়েছিল জর্মনরা। এই যুদ্ধেও এই ৮৮ এম. এম ফ্ল্যাক্ বিশেষ কার্যকরী হয়। তাছাড়া ট্যাঙ্কের কামানও আর্টিলারির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এভাবে আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে শত্রুকে নরম করার পর বিকেল ৪টায় জর্মন স্থলবাহিনীর মেউজ অতিক্রমী আক্রমণ আরম্ভ হল।

প্রথম পানৎসার

প্রথম পানৎসার ১৯ কোরের কেন্দ্রবিন্দু এবং মেউজ অতিক্রমণের পর প্রথম পানৎসারের উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। গ্লের-তঁসির মধ্যবর্তী স্থানে মেউজ অতিক্রম করে প্রথম পানৎসার মেউজ বাঁক থেকে শত্রুসৈন্য মুক্ত করবে। তারপর বেলভো তঁস সড়ক ধরে এগিয়ে বোয়া দ্য লা মার্ফে অধিকার করবে এবং শেয়েরি শোমঁ রেখা ধরে এগোবে। বোয়া দ্য লা মার্ফে অধিকারের ভার অর্পিত হয়েছিল প্রথম পানৎসারের সঙ্গে যুক্ত গ্রস্ ডয়েট্সল্যাণ্ড রেজিমেণ্টের উপর। স্থির হয়েছিল মেউজ অতিক্রমী আক্রমণ প্রথম আরম্ভ করবে কর্নেল ফন সোয়েরিণের গ্রস্ ডয়েট্সল্যাণ্ড রেজিমেণ্ট এবং লেঃ কর্নেল বাংকের প্রথম রাইফেল রেজিমেণ্ট। গ্রস্ ডয়েট্সল্যাণ্ড জর্মানির বাছাই করা পদাতিকবাহিনী। কঠিন কর্তব্যের দুঃসাহসিক সম্পাদনের জন্য সাধারণত এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হত। সুতরাং এই বাহিনীর উপরই গুডেরিয়ান ফরাসী রক্ষাব্যবস্থা ছিন্ন করে ট্যাঙ্কের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করার এবং অপরপারে বোয়া দ্য লা মার্ফে অধিকারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

স্থির হয়েছিল, প্রথম পানৎসার ফ্লোয়িঙ-এ মেউজ অতিক্রম করবে। বেলা চারটায় এই আক্রমণ আরম্ভ হয়। গ্রস্ ডয়েট্সল্যাণ্ডের ষষ্ঠ কম্প্যানির কমাণ্ডার লেঃ ফন কুরবিয়েরের ভাষায় এই ঐতিহাসিক মেউজ অতিক্রমণের

কাহিনী বর্ণনা করা যেতে পারে। মেউজ অতিক্রমণের প্রাক্কালে ফ্লোরিঙ-এ ফরাসী আর্টিলারির নিস্তব্ধতায় কুরবিয়েরের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তিনি লিখছেন : "তবে কি ফরাসী আর্টিলারি স্টুকার আক্রমণে এমনই বিধ্বস্ত হয়েছে যে তাদের আর একবারও গর্জে ওঠার সামর্থ্য নেই? কিংবা ওরা ওৎ পেতে আমরা কখন জলের কিনারায় যাব তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সব চিন্তা করতে করতে জলের কিনারায় এসে যায় ষষ্ঠ কম্প্যানি। এবার জঙ্গী এন্‌জিনিয়াররা যে সব রবারের ডিঙ্গি নিয়ে এসেছে, সেই ডিঙ্গিতে ওপারে যেতে হবে। কিন্তু তাঁরা নদী পর্যন্ত যেতে পারল না। আমাদের আবরক-অগ্নিক্ষরণ (covering fire) সত্ত্বেও ওপারে শত্রুর বাংকার থেকে আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছিল এবং তারা প্রত্যাঘাত করছিল। আক্রমণকারী কামান (assaultguns) এগিয়ে আসে কিন্তু তাদের গোলা কংক্রিট ও লোহার বিরুদ্ধে কার্যকর হয়নি। মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি ভারী ৮৮ এম. এম ফ্ল্যাক্ শত্রুকে নিস্তব্ধ করল। আবার নদী পেরোবার ডিঙ্গিগুলি নিয়ে আসা হল কিন্তু এবারও শত্রুর অগ্নিবর্ষিত হতে লাগল। সপ্তম কম্প্যানির তরুণ লেঃ গ্রাফ মেডেম এবং দুজন এন্‌জিনিয়ার নিহত হলেন। আহতদের নিয়ে আসা হল। আবার একটি ভারী ফ্ল্যাক্‌কে কাজে লাগান হল। এর আবরক অগ্নিক্ষরণের সহায়তায় পুরোভাগের সপ্তম কম্প্যানির প্রথমে কয়েকটি দল মেউজ পেরোল। মেউজ অতিক্রমণ সফল হয়েছে। অবিলম্বে ষষ্ঠ কম্প্যানি এদের অনুসরণ করল।

কুরবিয়েরের বিবরণ থেকে মেউজ অতিক্রমণে ৮৮ এম. এম ফ্ল্যাকের কার্যকারিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে মেউজের অপর পার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। অতিক্রমী জর্মন দলগুলি এই সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু কুরবিয়েরের বিবরণ থেকে বোঝা যায় স্টুকা আক্রমণের পরও বহু বাংকার অক্ষত ছিল এবং আর্টিলারি অবস্থানগুলি নিষ্ক্রিয় এবং গোলন্দাজরা মাথা গুঁজে থাকা সত্ত্বেও এই অক্ষত বাংকারগুলি থেকে অবিশ্রান্ত অগ্নিক্ষরণ হয়েছিল। কুরবিয়েরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কংক্রিট ও ইস্পাতে নির্মিত এই বাংকারগুলি সাধারণ কামানের গোলায় চূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র ৮৮ এম. এম ফ্ল্যাকের গোলাই এই সব বাংকার চূর্ণ করে। এই সব বাংকার চূর্ণ হওয়ার পর প্রথম পানৎসারের অতিক্রমণের বিন্দুতে প্রতিরোধ প্রায় অবসান হয় এবং পরপর গ্রস্ ডয়েট্‌সল্যাণ্ড, বাল্কের প্রথম রাইফেল রেজিমেণ্ট এবং অন্যান্য রেজিমেণ্ট মেউজ অতিক্রম করে। গুডেরিয়ান স্বয়ং রাইফেল রেজিমেণ্টের সঙ্গে একটি

ডিঙ্গিতে ওপারে যান। সেখানে লেঃ কর্নেল বাল্ক হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান তাঁকে। গুডেরিয়ান দেখলেন মেউজ অতিক্রমণের মহড়ার সময় প্রথম রাইফেল রেজিমেণ্ট যেভাবে অগ্রসর হয়েছিল সেভাবেই তারা মেউজ পার হচ্ছে। গুডেরিয়ান লক্ষ্য করলেন যে ফরাসী আর্টিলারি স্টুকা আক্রমণে প্রায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং কংক্রিট বাংকারগুলো ট্যাঙ্ক ও বিমানধ্বংসী কামানের দ্বারা বিধ্বস্ত। সুতরাং অতিক্রমণের বিন্দু সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হতাহতের সংখ্যা ছিল সামান্য। গুডেরিয়ান লিখছেন, "সন্ধ্যা নাগাদ শত্রুর রক্ষাব্যবস্থায় অনেকটা ভেদ করা সম্ভব হয়। সারারাত ধরে অবিশ্রাম আক্রমণ চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল সৈনিকদের এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ প্রতিপালিত হবে এই বিশ্বাস আমার ছিল। রাত্রি ১১টা নাগাদ তাঁরা শেভেউজ এবং বোয়া দ্য লা মার্ফের কিয়দংশ দখল করে এবং ওয়াদলঁ্যাকুরের পশ্চিমে প্রধান ফরাসী প্রতিরক্ষা রেখায় পৌঁছে যায়। যা দেখলাম তাতে আনন্দিত ও গর্বিত হয়ে আমি বোয়া দ্য লা গারেনে আমার কোর হেড-কোয়ার্টারে ফিরে এলাম।*"

গুডেরিয়ানের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে রাত্রি এগারটা নাগাদ প্রথম পানৎসার ডিভিশন প্রায় তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। গ্রস্ ডয়েট্সল্যাণ্ড রেজিমেণ্ট মেউজের অপর পারে প্রথমত যে কয়টি বাংকার তখনও সক্রিয় ছিল তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে এবং বিকেল নাগাদ বাল্কের প্রথম রাইফেল রেজিমেণ্টের সংস্পর্শে আসে। সন্ধ্যানাগাদ হাতাহাতি লড়াই করে গ্রস্ ডয়েট্স-ল্যাণ্ড রেজিমেণ্ট বোয়া দ্য লা মার্ফের উচ্চতায় নাৎসী জর্মনির পতাকা উড়িয়ে দেয়।

মেউজের অপরপারে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থা ছিন্নকরার যুদ্ধে লেঃ কর্নেল বাল্কের প্রথম রাইফেল রেজিমেণ্টও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে। আক্রমণ শুরু হওয়ার দেড়ঘণ্টার মধ্যে বাল্কের রেজিমেণ্টের প্রাগ্রসর দল সেদাঁ-দঁশেরি রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আড়াই ঘণ্টার মধ্যে প্রধান ফরাসী প্রতিরক্ষারেখায় উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে প্রথম পানৎসার ডিভিশনের মোটরসাইকেল ব্যাটালিয়ান মেউজ পেরিয়ে মেউজ বাঁকের ফরাসী সৈন্য ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে বাল্কের রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রথম পানৎসার ডিভিশন ৬ ব্যাটালিয়নের একটি শক্ত সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করে। লেঃ কর্নেল বাল্কের প্রেরণায় রণক্লান্ত সৈনিকেরা রাত্রিতে

* **Panzer Leader** পৃঃ ১০২-১০৪

বিশ্রাম না নিয়ে অগ্রসর হয় এবং রাত্রি এগারটা নাগাদ শেয়েরি অধিকার করে। ১৯ কোরের ৩নং আদেশ দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব প্রথম পানৎসার ডিভিশন পুরোপুরি পালন করে। ফরাসী দ্বিতীয় আর্মির পক্ষে শেয়েরি অধিকারের অর্থ মারাত্মক। মেউজের তীর থেকে শেয়েরি ৫ মাইল দূরে অবস্থিত—অর্থাৎ শেয়েরি অধিকারের অর্থ ফরাসী রক্ষাব্যবস্থার ৫ মাইল গভীর অন্তর্ভেদ।

কিন্তু যতক্ষণ ১৯ কোরের ট্যাঙ্ক মেউজ অতিক্রম না করছে ততক্ষণ এই অন্তর্ভেদের স্থায়িত্বের কোনো স্থিরতা নেই। কারণ যে কোনো মুহূর্তে ফরাসী ট্যাঙ্কের আক্রমণ এই অন্তর্ভেদ এবং সেতুমুখ ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত। সুতরাং আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই শত্রুর গুলিগোলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সামরিক এন্‌জিনিয়াররা নতুন নৌকায় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। মধ্যরাত্রির কিছু আগে একটি ষোলটনী নৌকার সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় এবং গুডেরিয়ানের ভয়ঙ্কর রথ নদীর অন্য পারে যেতে শুরু করে।

দশম পানৎসার

প্রথম পানৎসারের বামপার্শ্বে দশম পানৎসারের মেউজ অতিক্রমণের বিন্দু বালাঁ-বাজেইর অন্তর্বর্তী স্থান। দশম পানৎসারের পক্ষে মেউজ অতিক্রমণ প্রথম পানৎসারের মতো সহজ হয়নি। প্রথমত এই ডিভিশনের ভারী আর্টিলারি সমর্থন ছিল না। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ পূর্ব থেকে শত্রুর অগ্নিক্ষরণে এই ডিভিশন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং রবারের ডিঙ্গিতে যখন মেউজ অতিক্রমণ শুরু হয়, তখন ওপারে অগ্নিক্ষরণে অনেক ডিঙ্গি ধ্বংস হয়। প্রথমবারের মেউজ পেরোবার চেষ্টায় ৫০টি ডিঙ্গির মধ্যে ৪৮টি ধ্বংস হয়। ৬৯ রেজিমেন্টের সার্জেন্ট শুলৎসের সজীব বর্ণনায় বালাঁ খণ্ডে মেউজ অতিক্রমণের দুরূহতা, ফরাসী প্রতিরোধ ও জর্মন সৈনিকের অসমসাহসিকতার নিখুঁত চিত্র মেলে। শুলৎসে তাঁর প্লেটুন নিয়ে নদীর কিনারায় গিয়ে আর এগোতে পারেননি। কারণ ওপার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছিল। অগত্যা শুলৎসে ও তার দলকে একটি উঁচু ঘাসের স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। শুলৎসে লিখছেন* : "আমাদের সামনে নদীর ওপারে শত্রু পদাতিক, আমাদের পিছনে আর্টিলারির গোলাবর্ষণ, এখানে সামনে অথবা পিছনে নড়া অসম্ভব। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের ডানদিকে এন্‌জিনিয়াররা উপস্থিত হয়, লোহার মতো শক্ত মানুষ এরা,

নদী পেরোবার নৌকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সেখানে ওবের ফেল্ডহেবেবেল এম. পি এন্‌জিনিয়ারদের সঙ্গে একত্র হয়ে ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। (ওবের ফেল্ডহেবেবেল এস. পি ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার দূরে তাঁর প্লেটুন নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন) তিনি আর তিনজন সহ ছুটে আসেন এবং একটি নৌকায় লাফিয়ে ওঠেন। মুহূর্তের মধ্যে নৌকাগুলি জলে এসে পড়ে। তাঁরা নিরাপদ তীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় নৌকায় যান ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুট্যাণ্ট লেঃ এম। যখন তৃতীয় নৌকাটি জলে নামছে তখন আর্টিলারি মেউজের দিকে তার গোলা এমন নিখুঁত লক্ষ্যে ছুড়ল যে আক্রমণকারী নৌকাটি ধ্বংস হয়ে গেল। এন্‌জিনিয়াররা পড়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে দশবারজনের একটি ছোট দল ওপারে চলে গেছে।* মেউজের ওপারে প্রথম দল। একটা শত্রু বাংকারের খুব কাছে ওরা শুয়ে আছে। ওরা কি করবে এখন? যদি কোনো ফরাসী প্রত্যাঘাত আসে তবে ওদের রক্ষা নেই।”

ওরা রক্ষা পেল কারণ বাংকারটি ওপারের জর্মন কামানের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এভাবে ছোট ছোট এন্‌জিনিয়ারের দল এবং ৮৬তম রাইফেল রেজিমেণ্ট ওপারে পৌঁছে সংকীর্ণ হলেও একটি শক্ত সেতুমুখ গড়ে তুলল। জর্মন সৈনিকের বীরত্ব, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা দশম পানৎসারের পক্ষে মেউজের ওপারে সেতুমুখ স্থাপন সম্ভব করেছিল। আক্রমণকারী এন্‌জিনিয়ারদের একটি দলের নেতা রুবার্থ দুটি রবারের ডিঙ্গিতে মেউজ পেরোবার চেষ্টা করেন। একটি ডিঙ্গিতে চারজনের বেশি ধরেনি। দুটি ডিঙ্গি নিয়েই রুবার্থ জলে ভাসলেন। চারদিক থেকে শত্রুর গুলি আসছিল। ভারী এন্‌জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এবং মানুষে বোঝাই ডিঙ্গি ডুবুডুবু। এন্‌জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ফেলে দেওয়ার আদেশ দিলেন রুবার্থ। বললেন, ওখানে আমাদের ঘাঁটি গড়ার প্রশ্ন ওঠে না। হয় আমরা নদী পেরোব, নয়তো এই শেষ। শত্রুর গোলাগুলির মধ্যে মেসিনগান ছুঁড়তে ছুঁড়তে রুবার্থের দলটি ওপারে পৌঁছল। পৌঁছেই রুবার্থ বিস্ফোরক দিয়ে বাংকার আক্রমণ করলেন। তারপর কি ঘটল রুবার্থের মুখেই শোনা যাক্: “বিস্ফোরণের চাপে মুহূর্তের মধ্যে বাংকারের পিছন দিকটা ভেঙে পড়ল। হাতবোমা ছুঁড়লাম ভিতরের মানুষগুলির উপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শ্বেত পতাকা

* To Lose a Battle থেকে পৃঃ ২৫০

নিয়ে এগিয়ে এল।° বাংকারের উপর আমাদের স্বস্তিকা উড়ল। ওপার থেকে আমাদের সঙ্গীদের তুমুল হর্ষধ্বনি ভেসে এল। উৎসাহিত হয়ে আমরা আরো দুটি বাংকার দখল করলাম। এভাবে মেউজের ওপারের প্রথম সারির বাংকারগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়।"*

প্রথম সারির বাংকার দখল করে রুবার্থ একশ গজের মতো এগিয়ে রেলওয়ে বাঁধ পর্যন্ত চলে যান। কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় রুবার্থ আবার নদীর পারে ফিরে আসেন। সেখানে গিয়ে দেখেন শত্রুর গুলিতে ডিঙ্গিগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যদিও ওপার থেকে সহায়ক সৈন্য আসছিল কিন্তু তার আগেই শত্রু অতর্কিতে রুবার্থের দলকে আক্রমণ করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সহায়ক পদাতিকদল এসে উপস্থিত হয়। ফলে রুবার্থ এবার দ্বিতীয় সারির বাংকার দখল করতে অগ্রসর হন। রুবার্থের মতো বহু উদ্যোগী নায়কের অসাধারণ বীর্যবত্তা ও বেপরোয়া সাহসের জন্য শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিক্ষরণ সত্ত্বেও সেতুমুখ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় পানৎসার : মেউজ অতিক্রমণ

ঠিক ছিল প্রথম পানৎসার ডিভিশনের বাম পার্শ্বে দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন মেউজ পেরোবে। কিন্তু দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন পিছিয়ে ছিল। গুডেরিয়ানের সন্দেহ ছিল দ্বিতীয় পানৎসার শেষ পর্যন্ত মেউজ পেরোতে পারবে কিনা। কিন্তু বিকেলের দিকে দ্বিতীয় পানৎসারের প্রাগ্রসর দলটি দঁশেরি পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় পানৎসারের সঙ্গে যুক্ত স্টুর্ম পাইওনিয়েরেন** তাদের পারাপারের রবারের ডিঙ্গি ট্যাঙ্কের পিঠে চাপিয়ে নদীর তীরে এসে পৌঁছয়। কিন্তু ওপারের ফরাসী আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করে এদের অভ্যর্থনা জানায়। কর্পোরাল ফ্রোমেল এই অভ্যর্থনার বর্ণনা করছেন : "অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে এনৃজিনিয়াররা তাঁদের নৌকা ভাসাতে ছুটে গেলেন মেউজের তীরে। কিন্তু প্রত্যেকটি পদক্ষেপই নরক। এবার নৌকা জলে ভাসানো হল ......ওপারের ফরাসী বাংকার থেকে বৃষ্টির মতো গুলি নৌকার উপর ঝরে পড়তে লাগল। নৌকাটির চারদিকের জল লাফিয়ে উঠছে। কয়েকজন সাহসী এনৃজিনিয়ার মারা গেলেন। অসম্ভব! ফিরতে হল। ফিরে আসে ওরা। ঘনঘাসে

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ২৫৩

** Sturm Pionieren : প্রাগ্রসর ঝটিকা বাহিনী

লুকোবার চেষ্টা করে। কয়েক মিনিট পরে আরো কয়েকজন ফোলানো ডিঙ্গি নিয়ে আসে, ওই একই দশা হয় ওদেরও।"

কিন্তু আর্টিলারি, ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ও মেসিনগানের গুলি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্টুর্ম পাইওনিয়েরেনের দল মেউজের ওপারে ঘাঁটি স্থাপন করে। ওপারের অসম্পূর্ণ রক্ষা ব্যবস্থা দেখে একজন পদাতিক বাহিনীর অফিসার যে বিস্মিত স্বগতোক্তি করেন তা অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে স্থিতিশীল আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের দ্বারা দেশরক্ষার গালভরা বুলির পিছনে ফরাসী সমরনায়কদের অকল্পনীয় জাড্য ও মূঢ়তার উপর আলোপাত করে: "কাঠের কাঠামো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে, ভিত্তি এখনও খনন করা হয়নি। আশ্চর্য মানুষ এই ফরাসীরা! প্রতিরক্ষা রেখানির্মাণের জন্য এরা প্রায় বিশ বছর সময় পেয়েছে।"*

* To Lose a Battle পৃঃ ২৬১

২১

সেদাঁয় ফরাসী দ্বিতীয় আর্মির প্রতিক্রিয়া

অবশেষে ১৯ কোর মেউজের অপর পারে সেতুমুখ স্থাপন করল ১৩ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মরণীয় দিন। কারণ যদিও ১৩ মে মেউজের উপর নৌকার সেতু নির্মাণ হয়নি, এবং জর্মন ট্যাঙ্ক আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভাস্রোতের মতো ফ্রান্সের সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হতে শুরু করেনি, তবু ১৩ মেতেই প্রথম পানৎসার বোয়া দ্য লা মার্ফে অধিকার করে পাঁচ মাইল গভীর সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করে। মেউজে ফরাসী প্রতিরক্ষা রেখায় যে রন্ধ্র তৈরী হয়ে যায় সেই রন্ধ্রপথেই ফ্রান্সের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। ফরাসী সামরিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন ১৫ মে ঘোরযুদ্ধফল সুনিশ্চিতভাবে লেখা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ১৫ মে মেউজের যুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের পরাজয় সুনিশ্চিত-ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যে কার্যকারণের শৃঙ্খলের অনিবার্য পরিণতি ঘটে ১৫ মের ফরাসী প্রতিআক্রমণের চরম ব্যর্থতায়, ১৩ মে মেউজ অতিক্রমণের পর থেকেই তা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। মেউজের অন্যতীরে ফরাসী শিবিরের দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। এতক্ষণ আমরা জর্মন সৈনিকের দৃষ্টিতে মেউজের অন্য তীরে ফরাসী প্রতিরোধকে লক্ষ্য করেছি। এবার ফরাসী সৈনিকদের মুখ থেকে ১৩ মের ঘটনার বিবরণ শোনা যাক্। এদের বিবরণ থেকে একটি অবিশ্বাস্য সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: ফরাসী দ্বিতীয় আর্মি গুডেরিয়ানের উনিশ কোরের সঙ্গে লড়াই না করেই আতঙ্কে রাতারাতি শূন্যে মিলিয়ে যায়। স্টুকার আক্রমণ এবং জর্মন বিমানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও 'বি' সিরিজের ডিভিশন নিয়ে গঠিত দশম কোরের মনোবল ভেঙে যায়। মেউজের অপর পারে জর্মন সেতুমুখ স্থাপনের পর জর্মন ট্যাঙ্ক আক্রমণের আশংকায় হতোদ্যম ফরাসী সৈনিক সৈন্যবাহিনীর সকল শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে উর্ধ্বশ্বাসে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' নীতি অনুসরণ করে। এই পলায়নপর সৈনিকের মধ্যে যে শুধু সাধারণ সৈনিক ছিল তাই নয়, অফিসাররাও এই দ্রুত পলায়নপর জওয়ানদের দ্রুততর সঙ্গী হিসাবে যোগ দেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নয়, কারণ ইতিপূর্বে সম্মুখ যুদ্ধ প্রায় হয়নি,

বিনাযুদ্ধে কেবলমাত্র জর্মন ট্যাঙ্কের মারণ ক্ষমতা সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস্য ভীতিতে মুহ্যমান দশম কোরের ফরাসী সৈনিক ও অফিসার জর্মন ট্যাঙ্ক মেউজ অতিক্রম করার পূর্বেই রাইফেল ফেলে পিছনের দিকে এমন ছুট দিল যে, ৬০ মাইল দূরে র‍্যাঁস (Rheims) পৌঁছবার আগে তাদের থামানো গেল না। সামান্য অতিরঞ্জন থাকলেও একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না যে, সেদাঁয় জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসীরা প্রতিরোধ করেনি, পালিয়েছে। মেউজের যুদ্ধ ফরাসী জাতির ইতিহাসে দুরপনেয় কলংক। ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর সীমাহীন অন্ধতাপ্রসূত আত্মসন্তুষ্টি, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সামরিক তত্ত্ব, ফরাসী রাজনীতির নীতিহীন বিষাক্ত জটিল আবর্ত এবং স্বল্পকাল শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী—এই সব মিলে ফরাসী সৈনিকের এই ভঙ্গুর মনোবল নিয়ে এসেছে। ফরাসী সাধারণ সৈনিকের পলায়নী মনোবৃত্তির সম্ভাবনা ১৯৩৪-এর ফরাসী সৈন্যবাহিনী বিষয়ক আইনের মধ্যে নিহিত ছিল। আর ফরাসী রাজনীতির যুদ্ধোত্তর মন্থনউদ্ভূত গরলে আচ্ছন্ন, ক্লান্ত ফরাসী জাতিও ছিল দ্বিধাবিভক্ত। গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি তার দেশপ্রেম নিদ্রিত। আত্মহননের ভয়ঙ্কর উন্মাদনায় অস্থির ফরাসী জাতির পক্ষে দেশরক্ষায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত সৈন্যদল গড়ে তোলার জন্য ১৯৩৪-এর আইনের চেয়ে ভাল কোনো আইন প্রণয়ন বোধ হয় সম্ভব ছিল না। বিশেষত যেখানে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পদে পদে অবিশ্বাস, এবং বিদ্বেষ, সেখানে নববলে বলীয়ান, দেশরক্ষায় উদ্বুদ্ধ সৈন্যদল গড়ে তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সংগঠনের এই পৃষ্ঠপটের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে ফরাসী সৈনিকের বিনাযুদ্ধে অনায়াস পৃষ্ঠপ্রদর্শন অত্যন্ত বিস্ময়বহ, যদিও তা ব্যাখ্যার অতীত নয়। কিন্তু বিনাযুদ্ধে পলায়নপর, গুজবে বিশ্বাসী ফরাসী অফিসার ফ্রান্সের সামরিক ইতিহাসের বিস্ময় বৈকি! ১৮৭০-এর সেদাঁয় আত্মসমর্পণের কলংকও এর কাছে কিছু নয়। ফরাসী সামরিক অফিসার সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থেকে শত্রুর সম্মুখীন না হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী বাহিনীর পুরোভাগে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! ফরাসী অফিসার শ্রেণীর বীর্যবত্তা, অসমসাহসিকতা ও রণকুশলতার খ্যাতি য়োরোপে সুবিদিত। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর মর্মমূলে পচন অনেক অগ্রসর না হলে ফরাসী অফিসার শ্রেণীর এই মর্যাদাবোধের অভাব, ফরাসী সৈন্যবাহিনীর গৌরবময় সামরিক ঐতিহ্যের এই অনায়াস অবহেলা, এই অত্যাশ্চর্য পদস্খলন সম্ভব হত না। আপাতত দেখা যাক এ বিষয়ে ফরাসী সাক্ষীর বিবরণ থেকে কি জানা যায়। ১৩ মের ফরাসী প্রতিরোধ সম্পর্কে ফরাসী সামরিক ঐতিহাসিক

কর্নেল গুতার* বলেন : "সাধারণভাবে প্রতিরোধ অত্যন্ত দুর্বল ছিল।" অন্যান্য সামরিক ঐতিহাসিকদেরও এ বিষয়ে গুতারের সঙ্গে কোনো মতদ্বৈধ নেই। জেনারেল লাফঁতেইনের ৫৫ ডিভিশনকেই প্রধানত গুডেরিয়ানের আক্রমণের চাপ সহ্য করতে হয়। 'বি' সিরিজের এই ডিভিশন দুর্বল হলেও এর শক্তিশালী আর্টিলারি সমর্থন ছিল এবং বোয়া দ্য লা মার্ফে'র উচ্চতায় স্বাভাবিক দুর্ভেদ্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই ডিভিশনের পক্ষে জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধ সাধ্যাতীত ছিল, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

আমরা জানি বিকেল চারটায় ১৯ কোরের মেউজ অতিক্রমী আক্রমণ শুরু হয়। পাঁচটা দশ মিনিট নাগাদ গ্রাঁসারের কাছে ৫৫ ডিভিশনের প্রতিবেদনে কয়েকটি বিন্দুতে মেউজ অতিক্রমণের খবর আসে। কিন্তু গ্রাঁসার কিম্বা উঁতজিজে এতে উদ্বেগের কোনো কারণ দেখতে পাননি। বরং স্বভাবত শীতল উঁতজিজে এই খবর শুনে আরো শীতল হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন :** "এই সব জর্মনরা বন্দী হবে।" কিন্তু গ্রাঁসারের এই নিরুদ্বেগ স্বস্তি স্থায়ী হয়নি। তিনি লিখছেন :*** "৬টা থেকে ৭ টার মধ্যে একটা বিহ্বলকরা দ্রুতিতে পরিস্থিতি বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে গেল।"

অস্বাভাবিক ট্যাঙ্কভীতিই এই বিপর্যয়ের মূলে। বিকেল সাড়ে ছটা নাগাদ একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল—জর্মন ট্যাঙ্ক বুলস'-এ পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী গোলন্দাজেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল। পুরোভাগের পদাতিক সৈন্যেরা পশ্চাতের গোলন্দাজ সৈনিকদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে দেখে কালবিলম্ব না করে তাদের অনুসরণ করল। এভাবে ৫৫ তম পদাতিক ডিভিশন ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান জনতায় পরিণত হল। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই যে রাস্তা দিয়ে ফরাসী ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হয়ে জর্মন অভিযাত্রীবাহিনীর সম্মুখীন হবে সেই রাস্তা পলায়নপর ফরাসী সৈনিকে এমন বোঝাই হয়ে গেল যে তাতে আর তিলার্ধ স্থান রইল না। ৫৫ তম ডিভিশনের দুটি পদাতিক ও দুটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ঊর্ধ্বশ্বাসে সেনাবাহিনীর সমস্ত শৃঙ্খল বিসর্জন দিয়ে পিছনে ছুটতে লাগল। দুরজাল ও পঁসলে—ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর এই দুই কর্নেল ছত্রভঙ্গ হয়ে এই

* Col. A Goutard—1940: La Guerre des Occasions perdues, Paris, 1956

** To Lose a Battle থেকে উদ্ধৃতি

*** Général C. Gransand: Le 10c Corps d'armée dans la bataille Paris 1949

পলায়নের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কোনো জর্মন পদাতিক সৈন্য অথবা ট্যাঙ্ক মেউজ অতিক্রম করার আগেই এই দুই কর্নেল তাঁদের কমাণ্ড পোস্ট পিছিয়ে নিয়ে যান। জেনারেল বুবি লিখছেন* : "যে আতংক ফরাসী বাহিনীকে অধিকার করে তার জন্য অনেকাংশে এই দু'জন কর্নেল দায়ী। জর্মন ট্যাঙ্ক বুলস'-তে এসে গেছে এই গুজব ছড়িয়ে যাওয়ার পর আর একবার কেউ পিছন ফিরে তাকায়নি। যদি বুলস'-এ সত্যি সত্যিই কেউ ট্যাঙ্ক দেখে থাকে তবে সেই ট্যাঙ্ক ফরাসী ট্যাঙ্কও হতে পারে এই সম্ভাবনা কারুর মনে আসেনি। গুজবটা সত্য কিনা যাচাই করে দেখার মত স্থৈর্যও কারুর ছিল না। জর্মন ট্যাঙ্ক এসে গেছে অতএব পালাও। জর্মন ট্যাঙ্ক এলেই পালাতে হবে কেন? প্রত্যাঘাত সম্ভব নয় কেন? জর্মন ট্যাঙ্কের জবাবে ফরাসী ট্যাঙ্কও তো রয়েছে। কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক যখন জর্মন ট্যাঙ্কের কথা শুনে জর্মন বাহিনীর ধরাছোঁয়ার বাইরে কমাণ্ড পোস্ট সরিয়ে নিয়ে যান, আর্টিলারি তাকে অনুসরণ করছে কিনা একবার ফিরেও দেখে না, তখন 'বি' সিরিজের পদাতিক রেজিমেণ্টের মধ্যবয়সী শহুরে 'কুমীরেরা' রাইফেল ফেলে বোচ্‌কা-বুচ্‌কী নিয়ে ছুটবে তাতে আর আশ্চর্য কি! আত্মবিস্মৃত ফরাসী বাহিনীর এই আশ্চর্য পলায়নের বিবরণ জেনারেল বুবির লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে: "পলাতক, আতংকগ্রস্ত গোলন্দাজ ও পদাতিকের এক একটি তরঙ্গ গাড়িতে, পায়ে হেঁটে বুলস' সড়ক ধরে ছুটে আসছে। এদের অনেকেই নিরস্ত্র কিন্তু এরা কীটব্যাগ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক। তারা চেঁচিয়ে বলছিল, বুলস'-তে ট্যাঙ্ক এসে গেছে। কেউ কেউ উন্মত্তের মতো তাদের রাইফেল ছুঁড়ছিল। জেনারেল লাফ'তেইন (৫৫ ডিভিশনের অধিনায়ক) এবং তাঁর অফিসাররা ছুটে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন, যুক্তি দিয়ে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন......এই পলাতকদের মধ্যে অফিসাররাও ছিল। কোরের ভারী আর্টিলারির গোলন্দাজরা, ৫৫ ডিভিশনের পদাতিক সৈনিকেরা একত্র মিশ্রিত, আতংকগ্রস্ত এবং হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। এরা সবাই শোম' ও বুলস'-তে ট্যাঙ্ক দেখেছে বলে দাবি করছিল। আরও বিশ্রী সকল স্তরের কমাণ্ডাররা পশ্চাদপসরণের আদেশ পেয়েছে বলে ভান করছিল কিন্তু কেউ কোনো লিখিত আদেশ দেখাতে অথবা ঠিক কোথা থেকে আদেশ এসেছে বলতে পারেনি। এদের তর সইছিল না; প্রায় জাদুমন্ত্র বলে কমাণ্ড পোস্ট ফাঁকা হয়ে গেল।"

---

* Sedan, Terre d'êpreuve

জেনারেল লাফঁতেইন ও তাঁর অফিসাররা ট্রাক দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েও এই উন্মাদ পলায়ন রোধ করতে পারেননি। প্রত্যেকের মুখে এক কথা জর্মন ট্যাঙ্ক স্বচক্ষে দেখেছে। কিন্তু কারুরই বুলসঁ কিংবা শোমঁ-এ জর্মন ট্যাঙ্ক দেখা সম্ভব ছিল না। কারণ জর্মন ট্যাঙ্ক ১৩ মে মেউজ পেরোয়নি। পলাতকেরা যদি সত্যিই ট্যাঙ্ক দেখে থাকে তবে তা ফরাসী ট্যাঙ্ক নিশ্চয়। ফরাসী বাহিনীকে জর্মন 'ট্যাঙ্কাতংক' এমনি পেয়ে বসেছিল যে ট্যাংক দেখামাত্র তারা তা জর্মন ট্যাংক বলে ধরে নিয়েছিল। পৃষ্ঠপ্রদর্শন শুরু করে ভারী আর্টিলারির গোলন্দাজেরা। অথচ নাপোলেয়ঁর সময় থেকে স্থল-বাহিনীতে সবচেয়ে মর্যাদার আসন ছিল এই গোলন্দাজ বাহিনীর। নাপোলেয়ঁর সময় থেকেই গোলন্দাজ বাহিনী স্বীয় অবস্থানে অটল থাকার ঐতিহ্য রচনা করে। সেই ঐতিহ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও বজায় রেখেছিল গোলন্দাজেরা। ভার্দ্যাঁয় দুর্ধর্ষ জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী গোলন্দাজেরা অবিচল ধৈর্যে স্বীয় অবস্থানে অটল ছিল, নড়েনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ বছরের মধ্যে এমন কি ঘটল যে ফরাসী গোলন্দাজেরাই সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করল। সন্দেহ নেই, দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ফরাসী রাজনীতিক ও সমরনায়কেরা পুনর্গঠনের নাম করে ফরাসী সেনাকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছেন, এই আতংকিত পলায়ন তারই ফলশ্রুতি।

৫৫ ডিভিশনের অধিনায়ক জেনারেল লাফঁতেইন পলাতকদের দলকে থামাতে গিয়ে ব্যর্থ হন। র‍্যাঁস পৌঁছোবার আগে পলাতকদের কেউ থামাতে পারেনি। কিন্তু ৫৫ ডিভিশনের পলাতকেরা শুধু নিজেরাই পালায়নি, পলায়নী মনোবৃত্তি হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে গোটা দ্বিতীয় আর্মিকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

জেনারেল লাফঁতেইন পলাতকদের থামাতে পারেনি। এবার তিনিও পলাতকদের অনুবর্তী হলেন। জর্মন ট্যাংক বুলসঁতে এসেছে কিনা যাচাই করলেন না। গ্রাঁসারের অনুমতি নিয়ে কমাণ্ড পোস্ট পিছিয়ে নিয়ে গেলেন সেমেরিতে। পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র অর্থ ৫৫ ডিভিশনের পশ্চাদ-পসরণ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ৫৫ ডিভিশনে অধিনায়কের নির্দেশ নয়, পলাতকদের নির্দেশই কার্যকরী হল। সেমেরিতে কমাণ্ড পোস্ট সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল সন্দেহ নাই। লাফঁতেইন ভেবেছিলেন পিছু হটে গিয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাঘাত হানবেন। কিন্তু সেমেরিতে প্রত্যাঘাত সংগঠন করবার মত অবস্থা ছিল না। সেখানে অকল্পনীয় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সেমেরি দিয়ে বন্যার মতো পলাতকের

দল ছুটছে—গোলন্দাজ, পদাতিক, সরবরাহকারী সবাই ছুটছে। সবাই রহস্য-জনকভাবে পশ্চাদপসরণের আদেশ পেয়েছে। পথের কোনো বাধাই আর বাধা নয়—সামরিক পুলিশ এই পলাতক প্রবাহের বিরুদ্ধে যে সড়ক অবরোধ খাড়া করছিল তা হেলাভরে সরিয়ে পলাতকেরা এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রবল এই পলাতক তরঙ্গের বিরুদ্ধে উজিয়ে গিয়ে প্রত্যাঘাত করার প্রাণশক্তি লাফঁতেইনের ছিল না। অতএব বেলা চারটায় মেউজ-অতিক্রমী আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার তিন/চার ঘণ্টার মধ্যে গুডেরিয়ানের ১৯ কোরের মূল প্রতিপক্ষ দশম কোরের একটি ডিভিশন উবে গেল। শুধু উবে গেল তাই নয়, এই ডিভিশন উবে যাওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেল দশম কোরের ৭১ ডিভিশনকেও।

৭১ ডিভিশনের অধিনায়ক জেনারেল বদে জর্মন ট্যাঙ্ক বুলসঁ ও শোমঁতে এসেছে জেনে তাঁর কমাণ্ড পোস্ট তিন/চার মাইল পিছিয়ে নিয়ে যান। সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর ডিভিশনের গোলন্দাজ বাহিনীর কমাণ্ডারকে। অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে ৭১ ডিভিশনের গোলন্দাজ বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে গোলন্দাজেরা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পরদিন সকালে দেখা যায়—জেনারেল বুবি লিখছেন* : "৭৫ মিঃ মিঃ কামানের চারটি দলের মধ্যে তিনটিকে এবং ভারী গোলন্দাজবাহিনীর ৬টি দলের ৪টিকে তাদের গোলন্দাজরা ছেড়ে চলে গেছে।" অতএব দেখা যাচ্ছে, দশম কোরের ৫৫ ডিভিশন চেশায়ার বিড়ালের হাসির মত শূন্যে বিলীয়মান এবং ৭১ ডিভিশন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরে হালভাঙা নৌকার মত ভাসছে। ১৪ মে গুডেরিয়ানের পানৎসারের ঝড়ের সম্মুখে এই দুই ডিভিশনের মূল্য চৈত্রের ঝড়াপাতার চেয়ে বেশি নয়। রাত্রিতে জেনারেল গ্রাঁসার** পরিস্থিতির যে সারসংক্ষেপ করেন তাতে তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে : "কোরের ভারী আর্টিলারিস্থ পুরোপুরি বিশৃঙ্খল…অধিনায়কদের কোনো সংযোগ নেই…ইউনিটগুলি তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে একের পর এক চলে যাচ্ছে…সড়কগুলি দক্ষিণে পলায়নপর মানুষ, ঘোড়া ও গাড়িতে ভর্তি…কোনো রকমের যোগসূত্র রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।…এই অবস্থায় কমাণ্ড কাজ করতে পারে না।"

---

* পূর্বোক্ত বই
** পূর্বোক্ত বই

মেউজের অপর পারে প্রায় পাঁচ মাইল গভীর জর্মন সেতুমুখ স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ৫৫ ডিভিশন ট্যাঙ্কাতংকে পলায়নপর না হলে এবং যথাসময়ে ফরাসী প্রত্যাঘাত হানা হলে এই সেতু-মুখের অঙ্কুরেই বিনষ্টি সম্ভব হত। কিন্তু জর্মন বাহিনীর সেতুমুখ অতিক্রমণ থেকেই ফরাসী সৈনিক ও কমাণ্ড এমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত যথাসময়ে প্রত্যাঘাত হানা সম্ভব হল না। ১৯ কোরের এন্‌জিনিয়াররা যে নৌকার সেতু নির্মাণ করছিল, ১৪ মে সকাল ছটার আগে সেই সেতু দিয়ে জর্মন ট্যাঙ্ক পার হতে শুরু করেনি। অতএব সকাল ৬টার আগে ফরাসী প্রত্যাঘাত হানা হলে জর্মন সেতুমুখের স্ফীতি বেড়ে যেতে পারত না। কিন্তু সকাল ৬টার আগে প্রত্যাঘাত হানা সম্ভব হল না—যখন সম্ভব হল তখন জর্মন ইস্পাতের রথচক্রের ঘর্ঘরে মার্ফের বনভূমি প্রকম্পিত। উপযুক্ত সময়ে ফরাসী প্রত্যাঘাত হলে কি হতে পারত সেই প্রসঙ্গে জর্মন ক্যাপ্টেন ফন কীয়েলমানসেপের* উক্তি থেকে বোঝা যায়। তাঁর মতে ফরাসীদের দুর্ভাগ্য ফরাসী রক্ষারেখায় জর্মন স্ফীতি যখন ছোট ছিল তখন ফরাসীরা যদি শক্তিশালী প্রত্যাঘাত হানত তাহলে ঐ স্ফীতি বেড়ে উঠত না এবং সহায়ক সৈন্য পৌঁছবার আগেই জর্মন ইউনিটগুলিকে মুছে ফেলতে পারত। কিন্তু ফরাসীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি তা আলোচনা করলেও ফরাসী শিবিরের বিশৃঙ্খলা ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় আর্মির অধিনায়ক উঁতজিজে ১৩ মের ঘটনাপ্রবাহকে স্বীয় আয়ত্ত্বাধীনে রাখতে কিংবা প্রতিরোধ করতে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। শুধু ব্যর্থতা নয় তিনি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতারও পরিচয় দেন। এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা প্রকাশ পায় এক ধরণের শীতল আত্মম্ভরিতায় এবং জেনারেল জর্জের কাছে সত্যগোপনের প্রয়াসে। অথবা শুধুই কি আত্মম্ভরিতা—১৩ মের সংকটময় অপরাহ্নে গ্রাঁসারের কমাণ্ড পোস্টে তাঁর স্পর্ধিত উক্তি মেউজ অতিক্রান্ত প্রত্যেকটি জর্মন বন্দী হবে এবং ওইদিন রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে জেনারেল জর্জের কাছে তাঁর পরিস্থিতি রিপোর্ট—"বারের পশ্চিমে আমরা প্রতিরোধ করছি…বোয়া দ্য মার্ফেতে আমাদের ইউনিটগুলি লড়ছে…সহায়ক-বাহিনী (তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরবাহিত) পরিকল্পনানুযায়ী আসছে। আমরা এখানে শান্ত।" এ শুধু আত্মম্ভরিতা নয়, চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের রিপোর্টে তাঁকে স্পষ্টতই অসত্যভাষণের অপরাধে

---

* To Lose a Battle থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ২৬৯

অভিযুক্ত করা যায়। রাত্রি পৌনে বারটায় মাফে'র বনভূমিতে আর যুদ্ধ হচ্ছিল না। ১৩ মধ্যরাত্রিতে যখন ৫৫ ডিভিশন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে তখন 'আমরা বোয়া দ্য মাফে'তে লড়ছি' এই রিপোর্ট দেওয়ার অর্থ জেনারেল জর্জের হেডকোয়ার্টারে একটা মিথ্যা নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে দেওয়া, যা অপরাধ। তাছাড়া যখন দশম কোরের নোভর ৫৫ ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, তখন দ্বিতীয় আর্মির অধিনায়ক রিপোর্ট দিচ্ছেন—'আমরা এখানে শান্ত'। অবিশ্বাস্য মনে হয়। একি প্রমত্ত জর্মন পানৎসারের প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় আর্মির অধিনায়কের উক্তি, না কোনো আলস্যপরায়ণ লোটসইটারের।

গুডেরিয়ানের ১৯ কোরের মেউজ অতিক্রমণের প্রয়াসের ফরাসী প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল। এবার আবার জর্মন শিবিরের দিকে তাকানো যাক্। ৪১ ও পঞ্চদশ সাঁজোয়া কোরের মেউজ পেরোবার চেষ্টা কতটা অগ্রসর হল দেখা দরকার।

২২

মেউজ আক্রমণ : মঁতের্মে, রাইনহার্টের ৪১ কোর

জর্মন পানৎসার আক্রমণের কেন্দ্র ছিল রাইনহার্টের নেতৃত্বাধীন ৪১ কোর। ৪১ কোরের বাম পার্শ্বে গুডেরিয়ানের ১৯ কোর এবং দক্ষিণে হথের পঞ্চদশ কোর। রাইনহার্টের কোরের পক্ষে কিন্তু মেউজউত্তরণ সহজ হয়নি। ৪১ ও পঞ্চদশ কোরের মেউজের অপর পারের প্রতিপক্ষ নবম আর্মি। নামুর থেকে সেদাঁ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচাত্তর মাইল রণাঙ্গন রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই দুর্বলতম নবম আর্মির উপর। দুর্বলতম কেননা এই রণাঙ্গনে জর্মন আক্রমণ প্রত্যাশিত ছিল না। সর্বসমেত ৭টি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে এই আর্মি গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে সক্রিয় ইউনিট ছিল দুটি এবং মাত্র একটি মোটরায়িত। ট্যাঙ্কধ্বংসী ও বিমানধ্বংসী কামান এই আর্মির প্রায় ছিলই না বলা চলে। এই আর্মির বায়ুসমর্থনেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যা ছিল তাহল ২৬টি মোরেন জঙ্গী বিমান এবং ৩০টি পোতে পর্যবেক্ষক বিমান। একমাত্র পঞ্চম মোটরায়িত ডিভিশন ছাড়া অন্য কোনো বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে চলাচলের উপযুক্ত যানবাহনও ছিল না। অথচ এই নবম আর্মির বামপার্শ্বে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রথম আর্মির উপর ২৫ মাইল রণাঙ্গন রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আর দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বিতীয় আর্মি রক্ষা করছিল ৩৮ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গন।

রাইনহার্টের জন্য নির্দিষ্ট মেউজ অতিক্রমণের বিন্দু মঁতের্মের রক্ষা-ব্যবস্থাও সুদৃঢ় ছিল। মঁতের্মে ফরাসী ভূমি এবং ওইখানে ফরাসী ১০২ কেল্লাডিভিশন পূর্বাহ্নেই ব্যূহিত হয়েছিল। তাছাড়া মঁতের্মে অঞ্চল আত্ম-রক্ষাত্মক যুদ্ধের পক্ষেও অত্যন্ত অনুকূল। অন্যদিকে রাইনহার্টের কোর লুফ্‌ট্‌হ্বাফের সমর্থনও বিশেষ পায়নি। কারণ প্রায় গোটা লুফ্‌ট্‌হ্বাফের শক্তি সেদাঁয় কেন্দ্রিত হয়েছিল। সুতরাং অপরপারে জঙ্গল ও উচ্চভূমির আড়ালে লুকোনো মেসিনগান ও আর্টিলারির বাসা ভেঙে দেওয়া ও রাইনহার্টের কোরের পক্ষে সহজ ছিল না। মঁতের্মের রোশ্‌আসেতঅয়ের বিন্দুতে ষষ্ঠ পানৎসার ডিভিশন জেনারেল কেম্‌প্‌ফের নেতৃত্বে মেউজ পেরোবার চেষ্টা

করে। কেম্প্ফ্ চতুর্থ রাইফেল রেজিমেণ্টকে আক্রমণ করতে বলেন। কিন্তু সৈনিকের রাবারের ডিঙ্গি নিয়ে জলে নামামাত্র মেসিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে থাকে। সৈনিকেরা ডিঙ্গি ফেলে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় দলটিও অনুরূপভাবে পালাতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি রাবারের ডিঙ্গি নদীর স্রোতে ভেসে নিকটের একটি বিধ্বস্ত সেতুর থামে আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জর্মন সামরিক এন্‌জিনিয়াররা বুঝতে পারেন এই বিধ্বস্ত সেতুকে কাজে লাগানো যাবে। তাঁরা এই বিধ্বস্ত সেতুর থামের সঙ্গে কাঠের পাটাতন লম্বা করে জুড়ে দিয়ে একটি পায়ে হাঁটা সাঁকোর মত তৈরী করে ফেলেন। সেতুর থামগুলি মেসিনগানের গুলির আড়ালও রচনা করে। এই সাঁকোর উপর দিয়ে একটি রাইফেল ব্যাটালিয়ন ওপারে গিয়ে একটি ছোট সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেতুমুখটি শুধু ছোটই নয়, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সেতুমুখ নির্ভরযোগ্য হয়নি কারণ ফরাসী প্রতিরোধ তখনও অটুট ছিল ! ফরাসী রক্ষাব্যবস্থায় তখনও ষষ্ঠ পানৎসার দাঁত ফোটাতে পারেনি। আসলে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থা চূর্ণ করা নয়, ওপারে কোনোক্রমে টি'কে থাকাই তখন ষষ্ঠ পানৎসারের রাইফেল ব্যাটালিয়নের একমাত্র সমস্যা। কিন্তু তবু জর্মনবাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই ছোট সেতুমুখের অবদান অসামান্য। ১৩ মে মেউজ পেরোবার কথা ছিল। সেই দায়িত্ব ৪১ কোর পালন করেছে। ওপারে সেতুমুখ সংকীর্ণ, অনিশ্চিত তথাপি মেউজের অপর পার। মেউজ অতিক্রান্ত এই কয়টি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মেউজ অতিক্রমণ—পঞ্চদশ সাঁজোয়া কোর : সপ্তম পানৎসার রোমেল দিনাঁ।

এবার পঞ্চম ও সপ্তম পানৎসার ডিভিশন নিয়ে গঠিত পঞ্চদশ বর্মিত কোরের দিকে তাকানো যাক। সপ্তম প্যানৎসার ডিভিশন রোমেলের নেতৃত্বে ১২ মে রাত্রিতে মেউজে পৌঁছয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেউজ অতিক্রমণে উদ্যোগী হয়। পঞ্চদশ কোরের মেউজ অতিক্রমণের বিন্দু নির্দিষ্ট ছিল দিনাঁয়। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, যখন রোমেলের বাহিনীর প্রাগ্রসর সৈন্যেরা মেউজে পৌঁছয় সেই মুহূর্তেই মেউজের সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোমেল উদ্যোগী পুরুষসিংহ—তাঁর সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হলনা। দিনাঁ থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে মেউজ নদী মধ্যবর্তী দ্বীপ উক্‌সের (Houx) দুদিকে মেউজের দুই তীরের সঙ্গে যুক্ত একটি লক্‌গেট রোমেলের ভ্রাম্যমান মোটর সাইকেল বাহিনীর চোখে পড়ে। লক্‌গেটটি নষ্ট করা হয়নি। কারণ সম্ভবত

এই যে, তাতে মেউজের জল এত কমে যেত যে নৌকা ছাড়াই জর্মনরা মেউজ পেরোতে পারত। অতএব লক্‌গেটটি অটুট রাখাটা অন্যায় হয়েছিল বলা চলেনা কিন্তু ওই লক্‌গেটকে অগ্নিশক্তির আবরণে ঢেকে না রাখাটা ফরাসী কমাণ্ডের পক্ষে চরম অবিমৃষ্যকারিতা বলা চলে। শুধু লক্‌গেটটির উপর অগ্নির আবরণ ছিলনা তাই নয়। উক্‌স দ্বীপটিতে কোনো ফরাসী সৈন্যই ছিলনা। সুতরাং রোমেলের কাছে উক্‌স দ্বীপটি প্রায় দৈবনির্দিষ্ট অতিক্রমণ বিন্দু বলে প্রতিভাত হল। লক্‌গেটের কথা শুনেই কর্নেল ফুর্স্ট ডিভিশনের মোটর সাইকেল ব্যাটালিয়নকে লক্‌গেটের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়ার আদেশ দেন। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে লক্‌গেটের উপর দিয়ে তারা এগিয়ে চলে। দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সার্কাসের মেয়ের মতো সৈনিকেরা লক্‌গেটের সরু শিরদাড়ার উপর দিয়ে অতিসন্তর্পনে অগ্রসর হয়। শত্রুর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলে, ডান ও বাঁ দুদিক থেকে জর্মন মেসিনগান আবরক আগুন ছড়াতে থাকে। এবার ওরা লক্‌গেট পেরিয়ে উক্‌স দ্বীপে পৌঁছে গেছে। জনপ্রাণীশূন্য দ্বীপ। দ্বীপের অন্য দিকে আর একটি লক্‌গেট খুঁজে পায় ওরা। অতিসন্তর্পনে এই লক্‌গেটটি পেরিয়ে ওরা মেউজের ওপারে পা দেয়। মেউজের পশ্চিম তীরে প্রথম জর্মন সৈনিক। প্রায় গোটা লুফ্‌ট্‌হ্বাফে সমর্থিত গুডেরিয়ানের উনিশ কোরের শক্তিশালী প্রথম পানৎসার নয়, রোমেলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পানৎসার প্রথম মেউজ অতিক্রম করে। মোটর সাইকেল বাহিনীর প্রথম দলটি ওপারে যাওয়ার পর আর অগ্রসর হতে পারেনি। কারণ জর্মন ও ফরাসী মেসিনগানের পরস্পরবিরোধী আগুনের মধ্যে পড়ে তারা কোনোক্রমে টিকে থাকে মাত্র। একই উপায়ে জর্মন সৈনিকের ছোট ছোট দল মেউজ পেরোয়। এভাবে ১২ মের রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই কয়েক কম্প্যানি জর্মন সৈন্য ফরাসী গোলাগুলি সত্ত্বেও মেউজের ওপারে গিয়ে জেঁাকের মত লেগে রইল।

উক্‌সে রোমেলের স্বচ্ছন্দ অতিক্রমণের একটি কারণ অন্য তীরে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এবং ফরাসী কমাণ্ডশৃঙ্খলের মধ্যে সংযোগের অভাব। নবম আর্মির দুর্ভাগ্য উক্‌সে জর্মন অতিক্রমণ বিন্দুটি ছিল জেনারেল বুফের দ্বিতীয় কোর এবং জেনারেল মার্ত্যাঁর একাদশ কোরের সান্ধিস্থলে। উপরন্তু জেনারেল কোরার হিসেব অনুযায়ী ১২ তারিখে জর্মন আক্রমণের কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। সুতরাং রোমেল যখন আক্রমণ করেন তখন ওপারের ফরাসী বাহিনী তাদের অবস্থানে সুস্থিত হয়নি। উক্‌স বিন্দুতে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রবলীকরণের জন্য ১১·মে পঞ্চম মোটরায়িত ডিভিশনের একটি

ব্যাটালিয়নকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাবোধের অভাবের জন্য এই ব্যাটালিয়ন যথাসময়ে সেখানে পৌঁছতে পারেনি। সুতরাং রোমেলের আক্রমণকারীদলগুলি যখন ওপারে যেতে শুরু করে তখনও এই ব্যাটালিয়নটি রোমেলকে অভ্যর্থনা করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি।

রক্ষাব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ছাড়াও নবম আর্মির সেনাপতিদের মধ্যে সংযোগের অভাবও অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। পঞ্চম মোটরায়িত ডিভিশনের সেনাপতি জেনারেল বুসে ১২ মে রাত্রি ১ টায় একটি জর্মন দলের মেউজ অতিক্রমণের সংবাদ পান। কিন্তু কোর কমাণ্ডার জেনারেল মার্তঁ্যা এই খবর পান রাত্রি চারটায়। আর জেনারেল মার্তঁ্যা শতচেষ্টাসত্ত্বেও টেলিফোনে নবম আর্মির অধিনায়ক কোরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি। যেখানে দেশরক্ষী-বাহিনীর কমাণ্ডশৃঙ্খল এত ছিদ্রময়, সেখানে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রেসজ্জিত শত্রুকে প্রতিহত করার প্রশ্ন ওঠেনা।

অপ্রত্যাশিতভাবে উকসে মেউজ অতিক্রম করা সম্ভব হলেও রোমেলের আক্রমণের মূল বিন্দু দিনাঁ। ১২ মে রাত্রি ৩টা নাগাদ ষষ্ঠ রাইফেল রেজিমেণ্ট দিনাঁয় রাবারের ডিঙ্গিতে মেউজ অতিক্রমণের চেষ্টা করে। রোমেলও প্রায় একই সময়ে উকস থেকে দিনাঁয় আসেন। রোমেল লিখছেন* : "আমি যখন পৌঁছলাম তখন পরিস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর। পার্শ্ব থেকে আগত ফরাসী অগ্নিতে আমাদের নৌকাগুলি একটার পর একটা ডুবতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত নদী পেরোবার চেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল। শত্রু সৈনিক এমন সুন্দরভাবে লুকিয়ে ছিল যে দূরবীন দিয়েও তারা কোথায় আছে ধরা যায়নি। প্রতি মুহূর্তে শত্রুর গুলি আরও বেশি অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে লাগল। দূর থেকে একটি ক্ষতিগ্রস্ত রবারের ডিঙ্গি ভেসে আসছিল। ডিঙ্গিটাকে ধরে একটি ভয়ানক আহত মানুষও আসছিল। লোকটি সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছিল। কিন্তু ওকে সাহায্য করার কোনো উপায় ছিল না।"

রোমেলের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় দিনাঁয় ফরাসী অগ্নিক্ষরণের বিরুদ্ধে জর্মন অতিক্রমী আক্রমণ বিশেষ এগোয়নি। আর একটি অতিক্রমণ বিন্দু ছিল বুভিনের অপরদিকে, উকসের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে। সেখানেও কর্ণেল ফন বিসমার্কের সপ্তম রাইফেল রেজিমেণ্টকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে

* Rommel Papers—To Lose a Battle এর উদ্ধৃতি পৃঃ ২৩২

হচ্ছিল। দিনাঁ থেকে রোমেল একটি মার্ক ৪ ট্যাঙ্কে এখানে আসেন। পথে শত্রুর গোলায় সামান্য আহত হন। রোমেল লিখছেন : "আমরা পৌঁছে দেখলাম ইতিমধ্যেই সপ্তম রাইফেল রেজিমেণ্ট পশ্চিমপারে একটি কম্প্যানীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপর শত্রুর অগ্নিক্ষরণ এত সাংঘাতিক হয়ে পড়ে যে এই বিন্দুতে আর সৈন্য পার করার কোনো আশা না থাকায় আমি মোটরে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে গিয়ে জেনারেল ফন ক্লুগে (চতুর্থ আর্মির কমাণ্ডার) এবং জেনারেল হথের (পঞ্চদশ সাঁজোয়া কোরের কমাণ্ডার) সঙ্গে দেখা করলাম।"

স্পষ্টতই রোমেল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ক্লুগে এবং হথও শত্রুর এই সাংঘাতিক প্রতিরোধ আশা করেননি। কিন্তু শত্রুর প্রতিরোধ সত্ত্বেও আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং অনুপ্রাণিত পৌরুষ নিয়ে নেতৃত্ব দিলেন রোমেল। "লেফেতে (দিনাঁর উপকণ্ঠে একটি গ্রাম) আমরা রাস্তায় কয়েকটি রবারের ডিঙ্গি পেলাম। আমাদের লোকেরাই ডিঙ্গিগুলোকে ফেলে গেছে। প্রায় সবকয়টি ডিঙ্গিই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত। রাস্তায় আমাদের বিমানই আমাদের উপর বোমা ফেলে। শেষপর্যন্ত আমরা আবার নদীর তীরে এসে পৌঁছোলাম ··· ইতিমধ্যে নদী পেরোবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে ··· অফিসাররা আমাদের জওয়ানদের হতাহতের সংখ্যায় অত্যন্ত বিচলিত ··· অপর পারে অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ত নৌকা ও রবারের ডিঙ্গি পড়ে আছে। অফিসাররা জানাল আশ্রয়ের বাইরে কেউ বেরোতে সাহস পাচ্ছে না কেননা বাইরে কাউকে দেখতে পেলে শত্রু তৎক্ষণাৎ গুলি করছে।"*

এই অবস্থায় রোমেল স্বয়ং আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে নেতৃত্ব দিলেন। একটি রবারের ডিঙ্গিতে নদী পার হলেন তিনি। রোমেল লিখছেন** : "সপ্তম রাইফেল রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের পরিচালনার ভার আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম এবং কিছুক্ষণ নিজেই এর পরিচালনা করলাম।

লেঃ মোস্টের সঙ্গে প্রথম কয়েকটি বোটের একটিতে মেউজ পার হলাম এবং প্রত্যূষে যে কম্প্যানিটি নদী পার হয়েছে তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে যোগ দিলাম। এই কম্প্যানির পোস্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আরো

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ২৩৫

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ২৩৬

দুটি কম্প্যানি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু বিপদসংকেত এল। সম্মুখে শত্রু ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ছিল না। তাই ছোট অস্ত্র থেকে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিলাম।

ছোট অস্ত্রের গুলিবর্ষণেই কাজ হল। ট্যাঙ্কগুলি পিছু হটল।" রোমেল এবার নদীর পূর্বতীরে আবার ফিরে এলেন। ষষ্ঠ রাইফেল রেজিমেণ্টের মেউজ আক্রমণ কতটা অগ্রসর হচ্ছে দেখার জন্য তাদের অতিক্রমণ বিন্দুতে গেলেন। এতক্ষণে ষষ্ঠ রাইফেল রেজিমেণ্টের অতিক্রমণও ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিশটি ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটি ৮ টনী নৌকার সেতু নির্মাণের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে। কিন্তু "আমি তাঁদের বাধা দিলাম এবং ১৬ টনী সেতু নির্মাণ করতে বললাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানৎসার রেজিমেণ্টের কিয়দংশ ওপারে নিয়ে যাওয়া আমার লক্ষ্য। প্রথম নৌকার সেতু তৈরী হওয়ামাত্র আমি আমার ৮ চাকার সিগন্যাল গাড়িটি ওপারে নিয়ে গেলাম।"*

কিন্তু ফরাসী গোলাগুলির প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতায় সেতু নির্মাণ বিলম্বিত হল এবং ফলে সন্ধ্যার আগে রোমেলের প্রথম ট্যাঙ্ক ডিটাচ্‌মেণ্টের ওপারে যাওয়া সম্ভব হল না। ইতিমধ্যে শত্রুর প্রত্যাঘাতে মেউজ পেরিয়ে যাওয়া বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় রোমেল আবার মেউজের পূর্বতীরে চলে আসেন এবং প্রথম একটি পানৎসার কম্প্যানি এবং তারপর একটি পানৎসার রেজিমেণ্টকে ওপারে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাসত্ত্বেও ১৪ মের সকাল নাগাদ ১৫টির বেশি ট্যাঙ্ক ওপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মেউজ অতিক্রমী আক্রমণে রোমেলের ভূমিকা সম্পর্কে ক্যাপ্‌টেন কোনিগ লিখছেন** : "জেনারেল রোমেল সর্বত্র রয়েছেন। সন্দেহ নেই রোমেল ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ না করলে সপ্তম পানৎসারের পক্ষে মেউজের পশ্চিমতীরে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা কঠিন হত"। রোমেলের অপরাজেয় পুরুষকার-প্রসূত মেউজ অতিক্রমণ আরো একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অতিক্রমণে রোমেল লুফ্‌ট্‌হ্বাফের বিশেষ সাহায্য পাননি কারণ ১৩ মে প্রায় গোটা লুফ্‌ট্‌হ্বাফে অন্যত্র শত্রুর আর্দ্রীকরণে ব্যাপৃত ছিল। সবচেয়ে প্রশংসনীয়, ১৩ মেতে নয়, ১২ মে রাত্রিতেই রোমেলের মোটর সাইক্লিস্টরা

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ২৩৭

** To Lose a Battle থেকে উদ্ধৃতি পৃঃ ২৩৫

মেউজের ওপারে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অদম্য পুরুষকার, এবং উদ্দীপ্ত উৎসাহ সাধারণ সৈনিকের মধ্যে সংক্রমণের ক্ষমতা জর্মন অভিযাত্রীবাহিনীর সেনাপতি মণ্ডলীর মধ্যে রোমেলকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করল। এই অভিযান যত অগ্রসর হবে ততই রোমেলের রণনৈপুণ্য, নেতৃত্বের ক্ষমতা, অসমসাহসিকতা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। প্রায় অপরিচিত জেনারেল রোমেলের নাম একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হবে।

রোমেলের মেউজ অতিক্রমণে ফরাসী নবম আর্মির প্রতিক্রিয়া :

১৩ মে দুপুর নাগাদ রোমেলের মেউজ-অতিক্রমী আক্রমণ প্রায় তিনমাইল দীর্ঘ ও দুই মাইল গভীর একটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করে। এই সেতুমুখের স্ফীতি দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল ফরাসী ব্যূহরচনার দুর্বলতা ও কমাণ্ডশৃঙ্খলের সংযোগহীনতার জন্য। রোমেল ১৪ মের সকালের আগে মেউজের অপরপারে ট্যাঙ্ক নিয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং দ্রুত প্রত্যাঘাত হেনে কয়েক কম্প্যানি জর্মন সৈন্যকে মেউজের জলে ঠেলে ফেলে দেওয়ার বাধা কোথায় ছিল ? কোনো বাধা ছিল না। দ্রুত প্রত্যাঘাত করলে মেউজ অতিক্রান্ত জর্মন সৈনিকের রক্তে নদীর জল লাল হয়ে যেত। কয়েকটি প্রতি আক্রমণের আদেশও দেওয়া হয়েছিল। তবে সামান্য বিঘ্ন ছিল : আদেশ প্রতিপালন করার শৃঙ্খলাবোধ ফরাসী সামরিক অফিসার বা জওয়ানদের ছিল না। একটি প্রতিআক্রমণের আদেশও প্রতিপালিত হয়নি। যেমন সেদাঁয়, তেমনি দিনাঁ-উক্সখণ্ডে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ফরাসী অফিসাররাও প্রতিআক্রমণের সময় ক্রমাগত পিছিয়ে দিতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত রোমেলের বিরুদ্ধে ১৩ মের ফরাসী প্রতিআক্রমণ পর্বতের মূষিক প্রসব করার মতো হল। ফ্রান্সের এই নিদারুণ সংকটের মুহূর্তে যখন ফ্রান্সের ভাগ্য সরু সুতায় ঝুলছিল সেইক্ষণে প্রতিআক্রমণ আরম্ভ করতে ফরাসী অফিসারদের ক্রমাগত কালহরণ প্রায় ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কারণ এই মুহূর্তে প্রতিআক্রমণের সাফল্যের আসল কথা সময়। ঠিক সময়ে প্রতিআক্রমণ হলে সংকীর্ণ ও অনিশ্চিত জর্মন সেতুমুখের বিনষ্টি অনিবার্য ছিল।

কিন্তু যথাযময়ে প্রতিআক্রমণ না হলে, ট্যাঙ্কসমর্থনপুষ্ট হয়ে জর্মন সেতুমুখ ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় বেড়ে গেলে পানৎসার প্রবাহকে রোধ করার মতো উপযুক্ত মজুতবাহিনী ফরাসী বাহিনীর ছিল না। কিন্তু মেউজে

ব্যাহিত ফরাসী অফিসারদের প্রতিআক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দেওয়া থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে তাঁদের আর যা কিছুরই অভাব থাক্না কেন সময়ের অভাব ছিল না। তাদের দুর্ভাগ্য জর্মনদের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁদের ঘড়ির কাঁটা মেলেনি। মেলা সম্ভবও ছিল না। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী বিশ-বছর ফ্রান্সে হরতনের বিবির কনসার্টের* চলছিল।** 'পাগল টুপিওয়ালার' মতো ফরাসী জাতি এই বিশবছর সময় হনন করেছে। অতএব ওই পাগলের মতোই সময়ের সঙ্গে ফরাসী জাতির ঝগড়া হয়ে গেছে। তার মতোই ফরাসী অফিসাররা সময়কে মধ্যাহ্নভোজের মধ্যে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল।*** ফরাসী জাতির দুর্ভাগ্য সময়কে ফরাসী অফিসাররা বাঁধতে পারেনি।

উক্সের পশ্চিমে ও-ল্য-ওয়াস্তিয়া জর্মনরা অধিকার করেছিল। পঞ্চম মোটরায়িত বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল বুসে ১৩ মে বেলা ১টায় মজুত পদাতিক ব্যাটালিয়নকে ও-ল্য-ওয়াস্তিয়া পুনরধিকারের আদেশ দেন। কিন্তু বেলা ১টায় আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলেও দুটোর আগে ব্যাটালিয়নটি যেখান থেকে আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কথা সেখানে এসে পৌঁছোতে পারেনি। কারণ পথে স্টুকার আক্রমণে এই ব্যাটালিয়ন বিপর্যস্ত হয়। এই বিলম্বের ফলে ওই দিন আক্রমণ পরিত্যক্ত হয়।

৩-৩০ মিনিটে আরও দুটি প্রতিআক্রমণ আরম্ভ করার আদেশ দেওয়া হয়। প্রতিআক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয় পঞ্চম মোটরায়িত বাহিনীর উপর। কিন্তু এক স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্ক সমর্থিত মোটরায়িত বাহিনীর চতুর্দশ রেজিমেণ্টের এক ব্যাটালিয়ন এত দেরিতে উপস্থিত হয় যে প্রতিআক্রমণ বন্ধ করে দিতে হয়। এই রেজিমেণ্টের আর একটি ব্যাটালিয়নকেও প্রতিআক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডারের আক্রমণ চালানোর অনিচ্ছার ফলে আক্রমণ পরিত্যক্ত হয়।

১১ কোরের অধিনায়ক জেনারেল মার্তঁ্যা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অষ্টাদশ ডিভিশনকে প্রতিআক্রমণের নির্দেশ দেন। এই প্রতিআক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সুর্যাঁভ বনভূমিতে অধিষ্ঠিত জর্মন বাহিনীকে মেউজের জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া। আক্রমণ করবে ৩৯ পদাতিক রেজিমেণ্টের দুটি ব্যাটালিয়ন, এক

---

* Lewis Carol : Alice in Wonderland

** Lewis Carol : Alice in Wonderland

*** এখানে জেনারেল অ্যালান ব্রুকের[১১] কাছে ফরাসী জেনারেলের উক্তি On va dejeuner স্মরণীয়

কম্‌প্যানি ট্যাঙ্ক এবং আর্টিলারির তিনটি দল। কিন্তু সব ফরাসী প্রতি-আক্রমণের একই ইতিহাস। সাড়ে সাতটায় আক্রমণ আরম্ভ হল না। ৮টায় আক্রমণের সময় পিছিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি ৮টায় প্রস্তুত হলেও পদাতিক ব্যাটালিয়ন এসে উপস্থিত হলনা। অতএব শেষ পর্যন্ত আর্টিলারি সমর্থনপুষ্ট এক কম্‌প্যানি ট্যাঙ্ক পদাতিক বাহিনী ছাড়াই সুঁর‍্যাভ বনভূমিতে জর্মনবাহিনীকে আক্রমণ করল। ট্যাঙ্কবাহিনী সুঁর‍্যাভ বনভূমিতে ঢুকে রোমেলের মোটরসাইকেল বাহিনীকে পরাজিত করে এবং তাঁদের অনেককে বন্দী করে বনভূমিকে জর্মনমুক্ত করে দিল। কিন্তু পদাতিক বাহিনী না আসায় ট্যাঙ্কবাহিনীর এই বিজয়ের অপচয় ঘটল। বনভূমি ফরাসী বাহিনীর আয়ত্তে রইল না। অতএব দিনাঁ উক্‌সখণ্ডে ফরাসী প্রত্যাঘাত একটি ট্যাঙ্ক আক্রমণে পর্যবসিত হয়। সেদাঁয় প্রতিআক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দেওয়ার তবু একটা কারণ ছিল। তাহল স্টুকার বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ যদিও প্রতিআক্রমণের সময় স্টুকার আক্রমণ ছিল না কিন্তু স্টুকার আক্রমণের ভয় ছিল। দিনাঁ-উক্‌সখণ্ডে সেই অজুহাতও ছিল না। অথচ ফরাসী নবম আর্মির কয়েকটি ডিভিশন জর্মন ট্যাঙ্ক মেউজ পেরোবার আগে কয়েকটি জর্মন পদাতিক কম্‌প্যানিকে নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিতে পারল না।

মধ্যবসন্তের রঙীন দিন ১৩ মে ফ্রান্সের ইতিহাসের একটি কলংকময়, মসীলিপ্ত দিন। যখন মেউজের দুইতীরের পুষ্পিত গন্ধময় বনস্থলী নবোদ্ভিন্ন পত্রাংকুরের বিচিত্র বর্ণাভায়, পাখির কলগুঞ্জনে উৎসবমুখরিত, যখন আকাশে নীলকান্তমণির রঙের অপরূপ ব্যঞ্জনা, যখন অস্তগামী সূর্যের অগ্নিময় রক্তিম দ্যুতিতে মেউজ উপত্যকা এক অপার্থিব চিত্রকরের চিত্রপটে বিধৃত, সেই লগ্নে ফ্রান্সের সুবর্ণপ্রতিমা মেউজের কাঞ্চনময় জলে বিসর্জিত হল।

২৩

মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের ব্যর্থতা

১৩ মের মেউজ অতিক্রমণের যুদ্ধে আকাশপথে ফ্রান্সের ব্যর্থতা সবচেয়ে করুণ। জর্মন আক্রমণের আগে সেদাঁয় লুফ্‌ট্‌ হ্বাফে যখন শত্রুসেনাকে নরম করার আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন আকাশে মিত্রপক্ষীয় বিমানের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি অবিশ্বাস্য মনে হয়। ফরাসী হাইকমাণ্ডের কাছে সেদাঁ রণাঙ্গনের গুরুত্ব তেমন ছিল না কারণ আর্দেন অরণ্য তো ট্যাঙ্কের পক্ষে অনধিগম্য। সেখানে বিমানবাহিনী ব্যবহার অর্থহীন অপচয়। ফরাসী হাইকমাণ্ড যে মেউজে জর্মন আক্রমণের তাৎপর্য একেবারেই বুঝতে পারেননি তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এমনকি সেদাঁখণ্ডে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের প্রারম্ভিক বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে যখন গ্রাঁসার উঁতজিজ্জের কাছে বিমান আচ্ছাদন চান তখন উঁতজিজ্জে দশম কোরের অগ্নিদীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে ক্ষান্ত হন। বিমান ছত্রের ব্যবস্থা করেননি তিনি। আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় জেনারেল বিলোও ১৩ মে সকাল ৯টার আগে জেনারেল দাস্তিয়েকে দ্বিতীয় আর্মির বায়ুসমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাননি। তিনি ১৩ মে সকাল ৯টায় জানান যে আগামী দুতিন দিন দ্বিতীয় আর্মিকে বায়ুসমর্থনের অগ্রাধিকার যেন দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আসন্ন জর্মন মেউজ অতিক্রমণের কথা উল্লেখ করেননি। এমনকি ১৩ই দুপুরবেলাও দ্বিতীয় আর্মি থেকে বায়ুসমর্থন চাওয়া হয়নি। কারণ বোমা বর্ষিত হলে দ্বিতীয় আর্মির আর্টিলারির গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বায়ুসমর্থন চাননি।

মেউজ আক্রমণের বিপদের গুরুত্ব হাইকমাণ্ড বুঝতে পারেননি। বায়ুবাহিনীর অনুপস্থিতি তা অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে সংযোগের অভাব। ফ্রান্সের যুদ্ধে স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে উপযুক্ত সংযোগের অভাব মারাত্মক হয়েছিল। ইতিপূর্বে আমরা এই সংযোগের অভাব লক্ষ্য করেছি। ভবিষ্যতে এই অভাব আরও বেশি করে চোখে পড়বে। স্থলবাহিনী ও বিমান-

বাহিনীর মধ্যে সংযোগের অভাব ছাড়াও ফরাসী বিমানে বেতারযন্ত্র না থাকায় উড্ডীন বিমানের সঙ্গে স্থলবাহিনীর সংযোগ রাখার কোনো উপায় ছিল না। ফলে স্থলবাহিনীর পক্ষে উড্ডীন বিমানকে নির্দিষ্টস্থানে পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি।

১৩ মে মেউজ রণাঙ্গনে রাজকীয় বিমানবহর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। জেনারেল জর্জ এয়ার মার্শাল ব্যারাটের কাছে বায়ুসমর্থনের বিশেষ জরুরী দাবি জানাননি এবং ব্যারাটও সেদিন রণাঙ্গনে কোনো বিমান পাঠাননি। তাছাড়া ইতিমধ্যেই ১২ মে পর্যন্ত ব্রিটিশ বিমানের ক্ষয়ক্ষতিতে শংকিত এয়ার স্টাফের প্রধান লণ্ডন থেকে ব্যারাটের কাছে যে সাবধানবাণী করেছিলেন তা ফরাসী হাইকমাণ্ডের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা ছিল : "যুদ্ধের শুরুতেই শক্তি ক্ষয় করে ফেললে প্রকৃত সংকটকালে আমরা শত্রুর সঙ্গে কিভাবে লড়ব ?" অতএব ব্যারাট তার ব্লেনহেইম বিমানবহরকে মেউজ রণাঙ্গনে পাঠাননি। ফরাসী এবং ব্রিটিশ এই দুই হাইকমাণ্ডের কারুরই এই উপলব্ধি হয়নি যে যুদ্ধের প্রকৃত সংকটময় মুহূর্ত এসে গেছে ; ফ্রান্সের জয়পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার মুহূর্তও উপস্থিত ; কৃপণের ধনের মতো বায়ুবাহিনীকে আগলে রাখলে তাকে আর ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। অতএব ১৩ মে ফ্রান্সের যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে রাজকীয় বিমানবহর হ্যাঙ্গারে যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। জেনারেল দাস্তিয়ের ফরাসী বিমান সম্পূর্ণ বিশ্রাম না নিলেও, দ্বিতীয় ও নবম আর্মির রণাঙ্গনে ফরাসী জঙ্গীবিমানের আক্রমণাত্মক নির্গম* হয়েছিল মাত্র ২৫০ বার। দ্বিতীয় ও নবম আর্মির প্রয়োজনের তুলনায় এই নির্গম সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য।

---

* Sortie

২৪

দুই শিবির : গুডেরিয়ান—জর্জ

ফ্রান্সের যুদ্ধের এই সর্বনাশা দিনটির—১৩ মের—ইতিহাস শেষ করার পূর্বে একবার জর্মন ও ফরাসী সেনাপতির শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সেখানে দুটি বিপরীতধর্মী নাটিকার অভিনয় হচ্ছে। উনিশ কোরের সেনাপতি গুডেরিয়ানের পানৎসার লিডারে আবার ফিরে যাওয়া যাক্। ইতিপূর্বে গুডেরিয়ান তাঁর তিনটি পানৎসারের রণাঙ্গন দেখে কোর হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসেছেন। প্রত্যেকটি পানৎসার ডিভিশনই মেউজ অতিক্রম করেছে। প্রথম পানৎসার শেডেউজ এবং বোয়া দ্য মার্ফে'র কিয়দংশ অধিকার করে মূল ফরাসী রক্ষারেখায় পৌঁছে গেছে। পানৎসার বাহিনীর সৃষ্টিকর্তা গুডেরিয়ানের পক্ষে পানৎসারবাহিনীর এই অসাধারণ সার্থকতায় গর্ববোধ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। রাত্রি সাড়ে এগারোটায় কোর হেড-কোয়ার্টার থেকে প্রচারিত নতুন আদেশে উনবিংশ কোরের সৈনিক ও অফিসারদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন তিনি এবং তিনটি পানৎসার ডিভিশনের ১৪ মের কর্তব্যের নির্দেশ দিলেন। যথা দ্বিতীয় পানৎসারবাহিনী বুর্তাকুর হয়ে পোয়া তেঁর পর্যন্ত অগ্রসর হবে, প্রথম পানৎসার ভঁদ্রেস-লা-পেনিয়ে হয়ে অগ্রসর হবে। বামপক্ষ এ্যানের পাশ দিয়ে রেথেল পর্যন্ত যাবে। দশম পানৎসার ডিভিশন আপাতত নির্ধারিত রেখা ধরে উনবিংশ কোরের বামপক্ষ আচ্ছাদন করবে।

অবশেষে গুডেরিয়ানের পক্ষে ১৩ মে শেষ হল। যন্ত্রায়িত বাহিনীর স্বপ্ন দেখেছিলেন গুডেরিয়ান। সেই স্বপ্ন হিটলারের সহযোগিতায় সার্থক হয়েছিল। যন্ত্রায়িত বাহিনীর বিপুল সম্ভাবনার কথা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জর্মন জেনারেল স্টাফ্ যন্ত্রায়িত বাহিনীর এই বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে গুডেরিয়ানের উচ্ছ্বাসকে স্বীয় সন্তানের প্রতি স্নেহাতিশয্যজনিত অতিশয়োক্তি ভেবে মুচ্‌কি হেসেছিলেন মাত্র। গুডেরিয়ান এই বিপুল সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলেন হিটলারের কনফারেন্সে। মেউজ অতিক্রম করে পানৎসার বাহিনী নিয়ে চ্যানেল অবধি দ্রুতবেগে এগিয়ে যাবেন—উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি

বলে যাচ্ছিলেন। ষোড়শ আর্মির সেনাপতি জেনারেল বুশ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—প্রথমত আপনি মেউজ অতিক্রম করতে পারবেন বলেই আমি মনে করি না।

১৩ মে। মেউজ অতিক্রান্ত। সার্থক, প্রসন্ন গুডেরিয়ান। রাত্রির বিশ্রাম নিতে যাওয়ার আগে গুডেরিয়ানের জেনারেল বুশকে মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুশকে খবর পাঠালেন : জেনারেল বুশ—উনিশ কোর মেউজ অতিক্রম করেছে—জেনারেল বুশ তৎক্ষণাৎ আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন। এইভাবে গুডেরিয়ান—বুশ নাটকীয় বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উনিশ কোরের হেডকোয়ার্টারে ১৩ মের পরিসমাপ্তি হল।

ফরাসী সেনাপতির শিবিরে যা ঘটছিল তা বোঝার জন্য ফরাসী কমাণ্ড-শৃঙ্খলের সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকা দরকার। ফরাসী প্রধান সেনাপতি জেনারেল গামেল্যাঁ সমগ্র রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল জর্জকে। কিন্তু রণনীতিক এবং রণাঙ্গনসংক্রান্ত পরিকল্পনা ছিল জেনারেল গামেল্যাঁর এবং সর্বাধিনায়কও ছিলেন তিনি। ফরাসী সামরিক নেতৃত্বের বিশৃঙ্খলা এখানেই শেষ হয়নি। ফরাসী হাইকমাণ্ডের হেডকোয়ার্টার ছিল ত্রিধা বিভক্ত : (১) পারীর পূর্বপ্রান্তে ভ্যাঁসেনে জেনারেল গামেল্যাঁর হেডকোয়ার্টার; (২) জেনারেল গামেল্যাঁর হেডকোয়ার্টার থেকে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্বে লা ফর্তে-সু-জোয়ারে জেনারেল জর্জের হেডকোয়ার্টার; (৩) ভ্যাঁসেন ও লা ফর্তের মাঝামাঝি মঁত্রিতে জেনারেল গামেল্যাঁর নেতৃত্বাধীন জেনারেল দুমেঁকের গ্র্যাণ্ড জেনারেল হেডকোয়ার্টার। মঁত্রিতে জেনারেল স্টাফের অফিস এবং এখানেই জেনারেল স্টাফের অধিকাংশ অফিসাররা থাকতেন।

এই ত্রিধাবিভক্ত হাইকমাণ্ডের মধ্যে সংযোগের অভাব যুদ্ধপরিচালনায় সাঙ্ঘাতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভ্যাঁসেন, লা ফর্তে ও মঁত্রির মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ প্রায় ছিল না বলা চলে। বেতারযন্ত্র পর্যন্ত ছিল না। টেলিগ্রামে যোগাযোগও অনিশ্চিত। টেলিগ্রাম কখন পৌঁছবে তার কিছুই ঠিক ছিল না। সাধারণত মোটর সাইকেল আরোহীদের দিয়ে তিনটি স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের রণাঙ্গন-সন্নিহিত সড়কে পলায়নপর অধিবাসীদের ভীড়ে মোটরসাইকেলে ওইসব সড়ক অতিক্রম করা সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। সুতরাং ত্রিধাবিভক্ত ফরাসী হাইকমাণ্ডের যোগসূত্রহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সুপরিকল্পিত রণনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু মেউজ রণাঙ্গনের দুটি আর্মির সেনাপতি জেনারেল উঁতজিজে, জেনারেল কোরা,

আর্মি গ্রুপ 'এ'র সেনাপতি জেনারেল বিলোত এবং জেনারেল জর্জ—শত্রুর অভিসন্ধি এবং আক্রমণের গুরুত্ব নির্ণয়ে যে অকল্পনীয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, যে কোনো দেশের সামরিক ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। সর্বাধিনায়ক জেনারেল গামেল্যাঁর কথা যুদ্ধপরিচালনা প্রসঙ্গে না তোলাই ভাল। কারণ তিনি ভ্যাঁসেনের পেরিস্কোপহীন সাবমেরিণে বাস করতেন এবং রণাঙ্গনের সঙ্গে তার সংযোগসূত্র তিনি স্বেচ্ছায় ছিন্ন করেছিলেন। ভ্যাঁসেনে তিনি একটি বেতারপ্রেরকযন্ত্র পর্যন্ত রাখেননি। "কমাণ্ডশৃঙ্খলের যে ধাপে আমি ছিলাম সেখানে বেতারপ্রেরক যন্ত্রে কি কাজ হত ?" সুতরাং যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব থেকে প্রায় সম্পূর্ণ অব্যাহতি নিয়ে ভ্যাঁসেনের সাবমেরিণে সমাধিস্থ গামেল্যাঁ মাঝে মাঝে মোটরে লা ফর্তেতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসতেন। তার বেশি কিছু নয়।

ফরাসী হাইকমাণ্ডের বিশৃঙ্খলা এবং ফরাসী সেনাপতিদের সীমাহীন ব্যর্থতার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ১২-১৩ মে ফরাসী সেনাপতিদের কথোপকথন ও মন্তব্যের কয়েকটি টুকরো এখানে উদ্ধার করে দিলেই এই সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং ১৩ মের মধ্যরাত্রিতে জেনারেল জর্জের হেডকোয়ার্টারে বিয়োগান্ত নাটিকার সূচনাও এই কথোপকথন ও মন্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

১২ মে রাত্রিতে জেনারেল জর্জ জেনারেল গামেল্যাঁকে জানান: "মেউজ নদীর পারের গোটারণাঙ্গনের রক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত।" উত্তরে গামেল্যাঁ বললেন—"তাহলে জর্মনরা মেউজে এসে পৌঁচেছে।" (স্মর্তব্য: ১২ মে রাত্রিতে জেনারেল রোমেল উক্সে মেউজ পেরিয়েছেন।) ১৩ মে সকল সাড়ে নটায় আর্মি গ্রুপ 'এ'র অধিনায়ক জেনারেল বিলোত, জেনারেল দাস্তিয়েকে জানান—"মেউজের অতিক্রমণ আসন্ন কিংবা সেদাঁ আক্রমণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় না।"

রোমেলের মেউজ অতিক্রমণ সম্পর্কে মধ্যাহ্নভোজের সময় জেনারেল জর্জ গামেল্যাঁকে সংক্ষিপ্ত সংবাদ দেন—"একটি ব্যাটালিয়ন ঘা খেয়েছে।" কিছুক্ষণ পরে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে খবর আসে: "প্রতিআক্রমণের প্রস্তুতি চলছে।" দুঘণ্টা আর কোনো খবর নেই। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য এই প্রথম জেনারেল গামেল্যাঁ নবম আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফোন করেন। নবম আর্মির চীফ্-অভ্-স্টাফ্ শান্তভাবে উত্তর দেন: "মেজিয়েরে কিছু রিপোর্ট করার নেই, মঁতের্মে অঞ্চলে আমরা দৃষ্টি রাখছি। উক্সের ঘটনা আয়ত্তাধীন রয়েছে; জেনারেল দুফের সঙ্গে জেনারেল মার্তঁয়

ঘটনাস্থলে রয়েছেন।" জর্মনরা মেউজ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এই জেনারেলের শান্তির বিঘ্ন ঘটেনি। সবকিছুই আয়ত্তাধীন!

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আর্মির হেডকোয়ার্টারে সেদাঁর ভেদন ও বোয়া দ্য মার্ফের দখল সত্ত্বেও দেখা যাবে জেনারেল উঁতজিজের অস্বস্তির কোনো কারণ ঘটেনি। রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে তাঁর রিপোর্টে তিনি জানান : "আমাদের ইউনিটগুলি বোয়া দ্য লা মার্ফেতে লড়ছে ··· আমরা এখানে শান্ত।"

রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটেও জেনারেল জর্জ অম্লানবদনে জেনারেল গামেল্যাঁকে উঁতজিজের পরিস্থিতি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু জেনারেল জর্জের পক্ষেও আর বেশিক্ষণ উঁতজিজের শান্তির বাণী নিয়ে শান্ত হয়ে থাকা সম্ভবপর হল না। সারাদিন মঁত্র ও (জেনারেল দুমেঁকের হেডকোয়ার্টার) লা ফর্তের মধ্যে ডিস্‌প্যাচ্‌ বিনিময় চলছিল। গভীর রাত্রিতে প্রকৃত সত্যটি জেনারেল জর্জের চোখে আছড়ে পড়ল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও জেনারেল জর্জের চোখে ঘুম আসেনি। ১৩ মে গভীর রাত্রিতে জেনারেল জর্জ মেউজ রণাঙ্গনের বিভিন্ন খণ্ড থেকে আগত অসংখ্য রিপোর্টের মধ্যে ঘোর যুদ্ধফল পাঠ করলেন। সহসা জেনারেল জর্জের স্নায়ু বিকল হয়ে গেল। একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। জেনারেল জর্জের স্নায়বিক বৈকল্যের মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন বোফ্‌র। ক্যাপ্টেন বোফ্‌র লিখছেন* : ১৩-১৪ মের মধ্যরাত্রিতে টেলিফোনের শব্দে জেনারেল দুমেঁকের এডিকং ক্যাপ্টেন বোফ্‌রের ঘুম ফেঙে যায়। জেনারেল জর্জ ফোন করছিলেন। তিনি বলছিলেন : "জেনারেল দুমেঁক্‌কে এখনই চলে আসতে বলুন"। শেষ রাত্রি তিনটায় জেনারেল দুমেঁক্ ও ক্যাপ্টেন বোফ্‌র জেনারেল জর্জের ব্যক্তিগত কমাণ্ডপোস্ট শাতো দে বঁদঁ-তে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন বঁদঁর ড্রয়িংরুমে জেনারেল জর্জের স্টাফ্‌ অফিসাররা জড় হয়েছেন। গোটা শাতো অন্ধকার, আলো শুধুমাত্র ড্রয়িংরুমে। এটি ম্যাপরুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। বোফ্‌র দৃশ্যটির বর্ণনা করছেন** : "মেজর নাভেরো টেলিফোন ধরে ছিলেন, যে খবর তিনি পাচ্ছিলেন তা মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। অন্যেরা নির্বাক। চীফ্‌ অভ্‌ স্টাফ্‌ জেনারেল রত্যঁ একটি আরামকেদারায় মাথা গুঁজে বসে আছেন। একটি মুমূর্ষু মানুষকে পরিবারের অন্য সবাই ঘিরে থাকলে যে অবস্থা হয় তেমনি

* Général André Beaufre : Le Drama de 1940 পৃঃ ২৩২-২৩৫
**· পূর্বোক্ত বই পৃঃ ২৩২-২৩৫

ঘরের আবহাওয়া। জর্জ উঠে দুমেঁকের কাছে এলেন। বিবর্ণ মুখ। বললেন, "সেদাঁয় আমাদের রণাঙ্গন ছিন্ন হয়েছে। অনেকেই পালিয়েছে ··· একটি আরামকেদারায় ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। কাঁদতে লাগলেন। এই যুদ্ধে তিনিই প্রথম মানুষ যাঁকে আমি কাঁদতে দেখলাম।"

বোফ্‌র লিখছেন: "দুমেঁক্‌ এই জাতীয় স্বাগত সম্ভাষণে বিস্মিত হলেও বিহ্বল হলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জর্জকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগলেন, "জেনারেল, এ যুদ্ধ। C'est la guerre। যুদ্ধ এ জাতীয় ঘটনা সর্বদাই নিয়ে আসে। আবার কান্নার শব্দ। অন্যেরা নীথর, ঘটনার দ্বারা অভিভূত।"

দুমেঁক্‌ বলে চললেন: "ভেবে দেখুন জেনারেল। সকল যুদ্ধেই ছত্রভঙের ঘটনা ঘটে। তার চেয়ে ম্যাপের দিকে তাকানো যাক্‌। দেখি আমরা কি করতে পারি।"*

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুমেঁক্‌ একটা প্রতিআক্রমণের পরিকল্পনা ছকে ফেললেন: "তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশন নিয়ে একটি প্রতিআক্রমণ হবে: প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশন উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করবে, তৃতীয় সাঁজোয়া আক্রমণ করবে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, এবং দ্বিতীয় সাঁজোয়া পশ্চিম থেকে পূর্বে। তিনটি সাঁজোয়া বাহিনীতে ছশর মতো ট্যাঙ্ক থাকবে। সুতরাং জর্মনদের মেউজের জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না। জর্জ রাজী হলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় আদেশ দিলেন।"

এখন পরিবেশ অনেকটা শান্ত। বোফ্‌র কফির সন্ধানে গেলেন। এই বিবরণের ছেদ টানতে গিয়ে বোফ্‌র লিখছেন: "এই তীক্ষ্ণধী ও দৃঢ়চেতা মানুষটির কমাণ্ডের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হওয়ার মত সাহস আর ছিল না। যদিও দ্বিতীয় ও নবম আর্মি তখনও অটুট, তবু হাইকমাণ্ডের মনোবল ভেঙে গেছে। আর তা জোড়া লাগবে না।"** এই বিয়োগান্ত নাটিকার যখন যবনিকা পড়ল তখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। এই বিয়োগান্ত নাটিকা মৃত ১৩ মের যথাযথ এপিটাফ্‌।

---

* পূর্বোক্ত বই

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ২৩৫

২৫

ফরাসী প্রত্যাঘাত

১৪-১৫ মে : মেউজের যুদ্ধ—
জর্মন উনিশ কোর : ফরাসী দ্বিতীয় আর্মি

উত্তজিজে : গুডেরিয়ান—

১৪ মেতে জর্মন লক্ষ্য ছিল মেউজের সেতুমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাকে প্রসারিত করা। কিন্তু ফরাসী সমস্যা প্রত্যাঘাতের। জেনারেল জর্জের শিবিরে বিগত রাত্রির বিয়োগান্ত নাটিকা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে অবস্থা তখনও ফরাসী বাহিনীর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। ফরাসী বাহিনীর প্রয়োজন ছিল সংহত হয়ে কঠিন প্রত্যাঘাত করার। কিন্তু পক্ষাঘাত ফরাসী মস্তিষ্কের, বর্মাবৃত বাহু তাই অশক্ত, নিরুদ্যম, লক্ষ্যহীন।

১৩ মের রাত্রিতে সেদাঁ রণাঙ্গনে জর্মন উনিশ কোরের প্রথম পানৎসার ডিভিশন মেউজের অপর তীরের অন্তর্ভেদ গভীরতর করেছে। ১৪ মের প্রভাতে উনিশ কোর শেমেরীতে পৌঁছে যায়। গুডেরিয়ান লিখছেন : "আমি শেমেরী চলে গেলাম। মেউজের তীরে হাজার হাজার বন্দী। শেমেরীতে প্রথম পানৎসার ডিভিশনের কমাণ্ডার তাঁর অধীনস্থ কমাণ্ডারদের আদেশ দিচ্ছিলেন। একটি শক্তিশালী ফরাসী সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে আসছে এই রিপোর্ট এসেছিল। তিনি স্তোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথম পানৎসার ডিভিশনের ট্যাঙ্কবাহিনীতে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন ; আমি ফিরে এলাম মেউজ সেতুতে। আমি দ্বিতীয় পানৎসার ব্রিগেডকে মেউজ পেরিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রথম পানৎসারের পশ্চাতে অবস্থানের নির্দেশ দিলাম যাতে প্রতি-আক্রমণ হলে জর্মনবাহিনীর বর্মের অভাব না ঘটে।"*

যে সম্ভাব্য ফরাসী প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনী পাঠানো হল সেই প্রতিআক্রমণ ১৪ মের প্রত্যূষে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। জর্মনবাহিনীর প্রধান আক্রমণের ধাক্কা সহ্য করতে হয় জেনারেল গ্রাঁসারের ৫৫ ডিভিশনকে। তিনি সন্ধ্যা সাতটায় ৫৫ ডিভিশনের মজুত বাহিনী থেকে দুটি পদাতিক রেজিমেণ্ট দুটি ট্যাংক ব্যাটালিয়নকে

---

* Panzer Leader পৃঃ ১০৫

প্রতিআক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এই চারটি ইউনিটের একটিও রাত্রির প্রথম দিকে একত্র হতে পারেনি। ভোরবেলায়ও এরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি। ভোর চারটায় যে আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল সাতটার আগে তার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হল না। অথচ সময় ছিল প্রতি-আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার। ভোর চারটায় প্রতিআক্রমণ শুরু হলে তার সার্থকতা প্রায় অনিবার্য ছিল। কারণ সকাল ৬টায় প্রথম পানৎসারের একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড প্রথম মেউজ অতিক্রম করে। সুতরাং মেউজ অতিক্রান্ত বর্মহীন জর্মনবাহিনী অনায়াসেই ট্যাঙ্ক আক্রমণের সম্মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ এই প্রত্যাঘাতী বাহিনী প্রথম পানৎসার ডিভিশন থেকে প্রেরিত ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সম্মুখীন হয়। কিন্তু বেলা ৯টার মধ্যে এই প্রতি-আক্রমণ পরাজিত হয়। গুডেরিয়ানের ভাষায়* : "আক্রমণ বুলসঁতে এবং শেমেরীতে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়, ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় যথাক্রমে ২০টি এবং ৫০টি। পদাতিক বাহিনী বুলসঁ অধিকার করে সেখান থেকে ভিলের-মেইজঁসেলে অগ্রসর হয়।" অতএব ১৪ মে দ্বিতীয় আর্মির রণাঙ্গনে প্রথম প্রতিআক্রমণের প্রয়াস এভাবেই বিপর্যস্ত হল। রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ ৫৫ ডিভিশনের কমাণ্ডার জেনারেল লাফঁতেইনের কাছে প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার খবর পৌঁছোয়। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল লাফঁতেইন ডানদিকের অগ্রসরমান প্রত্যাঘাতী ২০৫ পদাতিক ও ৪ ট্যাঙ্কবাহিনীকে রোকুরের পিছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবেই ৫৫ ডিভিশনের বিলুপ্তি ঘটল এবং জেনারেল লাফঁতেইনও ওই ডিভিশনের অধিনায়কের পদ থেকে অপসারিত হলেন।

দশম কোরের ৭১ 'বি' ডিভিশন প্রত্যক্ষভাবে জর্মনদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়েও জর্মনট্যাঙ্কের ভয়েই উবে যায়। প্রকৃতপক্ষে ৭১ ডিভিশনের অধিনায়ক বয়স্ক জেনারেল বোদে নেতৃত্বের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ৭১ ডিভিশন দশম পানৎসারের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এন্নেমল নদীর ধার ঘেঁষে জর্মন আক্রমণ ক্রমশ প্রবলতর হওয়ায় এই ডিভিশনের বাম পার্শ্ব পিছু হঠতে শুরু করে এবং জেনারেল বোদে তাড়াহুড়া করে তাঁর কমাণ্ড পোস্ট ৭ মাইল পিছনে সরিয়ে নিয়ে যান। ৭১ ডিভিশনও অধিনায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে লাগল। ক্রমে এই পশ্চাদপসরণপর সৈন্যদলের সঙ্গে ডিভিশনের কমাণ্ডারের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অবশেষে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই সৈন্যদল পালিয়ে যায়। এই ঊর্ধ্বশ্বাস বিশৃঙ্খল

* Panzer Leader পৃঃ ২৩৫

পলায়নের মূলে ছিল জর্মন ট্যাঙ্কভীতি—যা একটা মারাত্মক মহামারীর মতো ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে প্রবল ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ট্যাঙ্ক-ভীতি বা ট্যাঙ্কাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সৈন্যদল বিহ্বল, মুক্তকচ্ছ হয়ে পালাতে লাগল। জেনারেল মেনু এই ট্যাঙ্কাতঙ্কের বর্ণনা করেছেন* : "আর্তনাদ উঠল বাঁয়ে ট্যাঙ্ক, পিছনে ট্যাঙ্ক। এই চীৎকার প্রতিধ্বনিত হল দল থেকে দলে, খণ্ড থেকে খণ্ডে (Section)। রাইফেল ও মেসিনগানবাহী সৈন্যরা পালাতে লাগল। সঙ্গে নিয়ে গেল সেই সব গোলন্দাজ সৈন্যদের যারা ইতিপূর্বে চম্পট দেয়নি। এরা বন্যার জলের মতো পলায়নপরদের দলে মিশে গেল…বেলা ২টা নাগাদ কোনো সৈন্যই আর স্বস্থানে রইল না।"

জেনারেল রুবি লিখছেন** : "সৈন্যদল আক্রান্ত না হয়েও মিলিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন একটা শঙ্কায় আতংকিত হয়ে প্রত্যেকে দক্ষিণদিকে বিশৃঙ্খলভাবে পিছিয়ে গেল। সন্ধ্যানাগাদ ৫৫ ডিভিশনের মতো ৭১ ডিভিশনও উবে গেল। ৫৫ ডিভিশন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু ৭১ ডিভিশন জর্মন আক্রমণের আশংকায় মিলিয়ে গেল। পদচ্যুত হলেন উভয় ডিভিশনের কমাণ্ডার লাফঁতেইন ও বোদে।

গ্রাঁসারের দশম কোরের হেডকোয়ার্টারও এই ট্যাঙ্কাতঙ্ক থেকে রেহাই পায়নি। গ্রাঁসার নিজে লিখছেন*** : "হেডকোয়ার্টারের সিগ্ন্যালস অফিসার কোনো আদেশ ছাড়াই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ছেড়ে চলে যায়। দুপুরের দিকে আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলাম, কিন্তু এক্সচেঞ্জ থেকে কোনো উত্তর পেলাম না। সেখানে গিয়ে দেখলাম এক্সচেঞ্জ সম্পূর্ণ খুলে ফেলা হয়েছে।" রাত্রি নাগাদ গ্রাঁসারের কোর কমাণ্ডের মধ্যে অবশিষ্ট রইল একটি ১০৫ ও একটি ১৫৫ এম. এম কামান ও একটি অক্ষত ডিভিশন—তৃতীয় নর্থ আফ্রিকান এই ডিভিশনকে উঁতজিজে অষ্টাদশ কোরে পাঠিয়ে দিলেন। এবার জেনারেল ফ্লাভিনীর অধিনায়কত্বে একটি নতুন কোর—২১ কোর গঠিত হল, দশম কোরের অবশিষ্টাংশ এই নবগঠিত কোরের অঙ্গীভূত হল। ফ্লাভিনীর নেতৃত্বে এই ২১ কোর তৃতীয় বর্মিত ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশনের সহযোগিতায় প্রত্যাঘাতী ব্রহ্মাস্ত্রহিসাবে নির্দিষ্ট হল এবং দশম কোরের বিলুপ্তি ঘটল।

* Général Menu—Lumière Sur les ruines পৃঃ ১১

** Sedan, Terre d' êpreuve : Goutard থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ২১১

*** Le 10e Corps d' Armée পৃঃ ৮৯

জর্মন শিবির

১৯ কোর। গুডেরিয়ান লিখছেন* : "ইতিমধ্যে দঁশেরির কাছে দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন নদী পেরিয়েছে এবং মেউজের দক্ষিণতীরে যুদ্ধ করে এগোচ্ছে। আমি মোটরে দেখতে বেরোলাম। সৈন্যদলের পুরোভাগে দায়িত্বশীল কমাণ্ডার কর্নেল ফন ফের্স্ট ও ফন প্রিটহ্বিৎসকে দেখতে পেলাম। অতএব আমার পক্ষে মেউজে ফিরে আসা সম্ভব হল। এই সময় শত্রু অতি সাঙ্ঘাতিক বিমান আক্রমণ করে। কিন্তু সাহসী ফরাসী ও ইংরেজ বৈমানিকেরা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও সেতুগুলো ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। আমাদের বিমানধ্বংসী কামানের সেনারা আজ তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে এবং আশ্চর্য নিপুণভাবে গোলাবর্ষণ করে। সন্ধ্যানাগাদ তাদের হিসেব অনুযায়ী ১৫০টি শত্রু বিমান খোয়া যায়। এজন্য রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কর্নেল ফন হিপ্পেল পরে নাইট্‌স্ ক্রস লাভ করেন।"

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পানৎসার ব্রিগেডের মেউজ অতিক্রমণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।** "দুপুর নাগাদ আমি গ্রুপ কমাণ্ডার কর্নেল—জেনারেল ফন বুণ্ডস্টেট্‌ এলেন স্বয়ং পরিস্থিতি দেখতে। একেবারে সেতুর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে পরিস্থিতি রিপোর্ট দিলাম। তখন শত্রুর বিমান আক্রমণ চলছিল। তিনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : এখানে কি সবসময়েই এই রকম ? আমি বললাম : সত্যিই তাই। প্রকৃতপক্ষে সবসময়েই বিমান আক্রমণ চলছিল। আমাদের বীর সৈনিকদের কৃতিত্বের প্রশংসায় গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে তিনি কয়েকটি কথা বললেন।" এখানে কি সব সময়ই এই রকম, বুণ্ডস্টেটের এই প্রশ্নের গুডেরিয়ান যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে কোনো অতিশয়োক্তি ছিল না। ১৪ মে সারাদিন ধরে ফরাসী ও ইংরেজ বোমারু বিমান প্রচণ্ড বিক্রমে সেদাঁর সেতু আক্রমণ করে। জর্মন সৈন্যের মেউজ অতিক্রমণের সংবাদ ১৩ রাত্রিতেই এয়ার মার্শাল ব্যারাটের কাছে পৌঁছয়। ১৪ মে প্রত্যুষে দশটি 'ব্যাটল' বোমারু বিমান সেদাঁ সেতুর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে এবং কোনো ক্ষতি স্বীকার না করেই ঘাঁটিতে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে জেনারেল বিলোতের সেদাঁ সেতুর উপর বোমাবর্ষণের জরুরী অনুরোধ এসে পৌঁছয়। অনুরোধের সারমর্ম : বোমাবর্ষণের দ্বারা সেদাঁ সেতু ধ্বংসের উপর জয়পরাজয় নির্ভর করছে। সকালবেলা ফরাসী বিমানবহর ২৮টি

* Panzer Leader পৃঃ ১৪৫

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১০৫

বোমারুবিমান নিয়ে সেদাঁ সেতু আক্রমণ করে। প্রথম পর্যায়ে আটটি ব্রেগে বিমান ২৫০০ ফুট উঁচু থেকে বোমাবর্ষণ করে কিন্তু অনেকটা উঁচু থেকে বোমাবর্ষণ করায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়ায় মাত্র একটি ফরাসী বিমান ভূপাতিত হয় যদিও জখম হয়েছিল পাঁচটি বিমান। দুপুরবেলা ১৩টি আমিয়ঁ ও ৬টি লিয়ঁ বিমান পুনরায় আক্রমণ করে। ৫টি বোমারু বিমান ভূপাতিত হয়। সন্ধ্যা নাগাদ এই গ্রুপের মাত্র একটি বিমান যুদ্ধক্ষম থাকে। সুতরাং ফরাসী কমাণ্ড রাত্রিতে বিমান আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

বিকেলে আবার ব্রিটিশ বোমারুবিমানের আক্রমণ শুরু হয়। ব্যাটল ও ব্লেনহেইম বোমারুবিমান জঙ্গীবিমান পরিবেষ্টিত হয়ে সেদাঁ সেতুর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু জর্মন জঙ্গীবিমান ও অব্যর্থলক্ষ্য বিমানবিধ্বংসী কামানের তৎপরতায় মেউজ সেদিন ব্রিটিশ বিমানের মৃত্যু গহ্বরে পরিণত হয়। ভূপাতিত ফরাসী-ইংরেজ বিমানের সংখ্যা সম্পর্কে গুডেরিয়ানের হিসেবে অতিরঞ্জন থাকা সম্ভব। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় হিসেব মেনে নিলেও—এই দিন বিনষ্ট মিত্রপক্ষীয় বিমানের সংখ্যা নব্বুইর কম দাঁড়ায় না। মিত্রপক্ষীয় বিমানের তুলনায় লুফ্‌ট্‌হ্বাফের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হলেও তা একেবারে অকিঞ্চিৎকর ছিলনা। জর্মন প্যানৎসার ও পদাতিকবাহিনীর মেউজ অতিক্রমণের পূর্বে সেদাঁ সেতুর ধ্বংস সাধনের উপর ফ্রান্সের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল তাতে সন্দেহ নেই। এবং তার জন্য যে কোনো মূল্য দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তা দিয়েও সেদাঁ সেতু ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। বিমান আক্রমণে সেতু অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতিক্রমণ সামান্য বিলম্বিত হয়েছিল, বন্ধ হয়নি।

অতএব মেউজের সেতু অটুট রইল, জর্মন পানৎসার ও পদাতিক বাহিনীর মেউজ অতিক্রমণে কোনো ব্যাঘাত ঘটল না, জর্মন ট্যাঙ্ক ও পদাতিক জলস্রোতের মতো মেউজের অন্য পার ভাসিয়ে দিল। কিন্তু নতুন প্রত্যাঘাতী বাহিনী ফ্লাভিনীর ২১ কোর এবং তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশন তখনও তৈরী হয়নি, তখনও উপযুক্ত অবস্থানে আসতে পারেনি। অথচ ফ্রান্সের যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের এই মুহূর্ত। পানৎসার বাহিনীর অকল্পনীয় দ্রুতগতি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে গুডেরিয়ানের ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। সিকেলশ্নিট পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়সূচীকে হার মানিয়ে গুডেরিয়ানের পানৎসার আর্দেনঅরণ্য ও মেউজ পেরিয়ে অতি দ্রুত এগোচ্ছে। পানৎসার বাহিনী ইতিমধ্যেই 'বুলস'-তে পৌঁছে গেছে। সম্মুখে প্রসারিত ফ্রান্সের প্রায় নির্বাধ সমতলভূমি। কিন্তু পানৎসার বাহিনীর লক্ষ্য কি ?

কোনদিকে যাবে গুডেরিয়ানের পানৎসার ? পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পিত সিকেলস্নিটে এই সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না। যুদ্ধের প্রাক্কালে আয়োজিত হিটলারের কনফারেন্সে এই সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা হয়নি। প্রশ্নটি একবার উঠেছিল মাত্র। জেনারেল গুডেরিয়ান তাঁর নিজস্ব সমাধানের কথাও বলেছিলেন। সম্ভবত তাতে হিটলারেরও সম্মতি ছিল। কিন্তু আলোচনা এগোয়নি, জেনারেল বুশের তাচ্ছিল্যভরা উক্তি "আপনি মেউজই অতিক্রম করতে পারবেন না" আলোচনার পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে সিকেলস্নিটের ত্রুটি ছিল এখানেই। সিকেলস্নিটের আসল কথা অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা ফ্রান্সের ব্যূহভেদ। ফ্রান্সের রক্ষাব্যূহভেদের সমস্যা জর্মন সামরিক মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে ব্যূহভেদের পরের পর্যায়ের যুদ্ধ ধাপে ধাপে কিভাবে অগ্রসর হবে তা ছকে দেওয়া হয়নি। জর্মন জেনারেল স্টাফের কাছে পানৎসারবাহিনীর কার্যকারিতা তখনও অপরীক্ষিত, অনিশ্চিত। এই বাহিনীর বিদ্যুৎবেগ অভাবনীয়। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে যখন পানৎসারবাহিনী পদাতিক বাহিনীকে অনেক পিছনে রেখে এগিয়ে গেল, তখন অগ্রগতির রেখায় পানৎসার ও পিছনের পদাতিক বাহিনীর মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হল। পানৎসারের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের জন্য এই ফাঁক ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। জর্মনবাহিনীর পক্ষে এই ফাঁক অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এর মধ্য দিয়ে ফরাসী প্রত্যাক্রমণ হলে পানৎসার বাহিনী পদাতিক বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারত। সুতরাং পানৎসারের অতি দ্রুত অগ্রগতিতে সাঙ্ঘাতিক বিপদের ঝুঁকি ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে তাল না রেখে পানৎসারের অগ্রগতির চেয়েও আপাতত গুডেরিয়ানের পক্ষে একটি সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান আবশ্যিক ছিল। কোনপথে পানৎসার এগোবে ? সিকেলস্নিটে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হল গুডেরিয়ানকেই। সুতরাং পূর্বের উদ্ধৃতির সূত্র ধরে আবার গুডেরিয়ানের ভাষ্যে ফিরে যাওয়া যাক্। তিনি লিখছেন* : "আবার প্রথম পানৎসার ডিভিশনে ফিরে গেলাম। সেখানে ডিভিশনের কমাণ্ডারের দেখা পেলাম। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রথম জেনারেল স্টাফ্ অফিসার মেজর হ্বেংক। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তাঁর গোটা ডিভিশনকে পশ্চিমে ঘোরানো কি সম্ভব ? না কি আর্দেন খালের

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১০৫

পূর্বতীরে দক্ষিণমুখী একটি পার্শ্বরক্ষীবাহিনী রাখা প্রয়োজন। তিনি আমার একটি চলতি কথার পুনরাবৃত্তি করে উত্তর দিলেন : "এক জায়গায় মুগুর মার, সব জায়গায় ছড়িয়ে মেরো না।'* তাঁর এই কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারকে তৎক্ষণাৎ সমস্তবাহিনীসহ দিক পরিবর্তন করে আর্দেন খাল পেরোবার আদেশ দেওয়া হল। এই আদেশের অর্থ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে ফরাসী রক্ষাব্যবস্থা চূর্ণ করে দেওয়া। এরপর দঁশেরির উচ্চতায় অবস্থিত দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশনের কমাণ্ডপোস্ট শাতো রোকাঁয় গেলাম। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন ১৩ ও ১৪ মে যে স্থান পেরিয়ে এসেছে তা চমৎকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।...এই মুহূর্তে আমরা যে সব জায়গা পার হয়ে এসেছি তা দেখে আমাদের অতিক্রমণের সার্থকতা এক অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হল"।**

জর্মন সমরনায়কদের পক্ষে জর্মনবাহিনীর অগ্রগতি অলৌকিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এই যুদ্ধপরিচালনায় ফরাসী সমরনায়কদের ভুলত্রুটি সম্ভাব্যের সকল সীমা পেরিয়ে প্রকৃতই অলৌকিককে স্পর্শ করেছিল যা জর্মন সমরনায়কেরা তাঁদের সামরিক অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। সুতরাং ফ্রান্সের যুদ্ধচলাকালীন জর্মন সমরনায়কদের এই শংকা বরাবর ছিল যে, ফরাসী সেনানায়কদের অবিশ্বাস্য ভুলত্রুটি আসলে একটি সুপরিকল্পিত ফাঁদ, কোনো মারাত্মক প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি। ফলে উৎকণ্ঠিত জর্মন সেনানায়কদের এই স্বাভাবিক শংকার সঙ্গে জেনারেল গুডেরিয়ানের 'বেগের আবেগের' সংঘাত অনিবার্য ছিল। এই সংঘাত দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো গুডেরিয়ানের পানৎসারের গতি স্তব্ধ করে জর্মন হাইকমাণ্ডকে মহতী বিনষ্টির পথে চালিত করে।

কিন্তু আপাতত সে কথা থাক। গুডেরিয়ানের পশ্চিমী মোড়ের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ফিরে যাওয়া যাক। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ সিদ্ধান্ত যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুতর পর্যায়ের সূচনা করল। যুদ্ধারম্ভের প্রথম পর্যায়ে আর্দেন অরণ্যভেদী মেউজ পর্যন্ত অগ্রগতি; দ্বিতীয় পর্যায়ে মেউজ অতিক্রমণ ও সেদাঁয় সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা; তৃতীয় পর্যায়ে গুডেরিয়ানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে জর্মন পানৎসার ফ্রান্সের মর্মভেদী আক্রমণে উদ্যত হল। এর ফলে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। এবার সেদাঁর যুদ্ধ শেষ হল, শুরু হল ফ্রান্সের

* Klotzen, nicht Klickern

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১০৬

যুদ্ধ। আর্দেন খাল পার হয়ে নবম ও দ্বিতীয় আর্মির সংযোগস্থল দিয়ে গুডেরিয়ানের চ্যানেল পর্যন্ত দৌড় শুরু হল। পারী নয়, চ্যানেল। একটি অবিচ্ছিন্ন ইস্পাতের স্রোত নির্মম, ঝংকৃত আবেগে সমুদ্র-অভিমুখী হল। গুডেরিয়ানের সিদ্ধান্তের আকস্মিকতায় কোরার নবম আর্মির দক্ষিণ পার্শ্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল কারণ গুডেরিয়ান দ্বিতীয় আর্মির দিকে পিছন ফিরে চ্যানেলের দিকে দৌড় আরম্ভ করেছেন। সন্দেহ নেই, তিনি চ্যানেলের দিকে দৌড়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিলেন। প্রথমত, মেউজের সেতুর উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ তখনও চলছিল এবং পদাতিক বাহিনী তখনও মেউজ পেরোয়নি। সুতরাং মেউজের সেতু যদি ভেঙে যায় তাহলে পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতি বিলম্বিত হবে। তার ফল পানৎসারের পক্ষে মারাত্মক হতে পারত। কারণ ওই পরিস্থিতিতে পানৎসারবাহিনী ফ্রান্সের মাঝখানে একটি বিচ্ছিন্ন চলিষ্ণুদ্বীপে পরিণত হয়ে বিনষ্ট হত। দ্বিতীয়ত দৌড়ের ফলে গুডেরিয়ানের দক্ষিণ পার্শ্ব প্রায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি ফরাসী প্রত্যাঘাতী অস্ত্র ফ্লাভিনীর ২১ কোরের তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশন প্রস্তুত হচ্ছিল, যে কোনো মুহূর্তে ওই অস্ত্র গুডেরিয়ানের অরক্ষিত পার্শ্ব আক্রমণ করতে পারত। ফরাসী প্রত্যাক্রমণ আসন্ন গুডেরিয়ান তা জানতেন। তিনি জেনেশুনেই ঝুঁকি নিলেন। প্রত্যাঘাত সফল হলে তাঁর পানৎসার বিচ্ছিন্ন হয়ে বিনষ্ট হতে পারত। ফরাসী প্রত্যাঘাত ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে জর্মনি এক অশ্রুতপূর্ব বিজয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হল।

ভাগ্যলক্ষ্মী দুর্দমনীয় গুডেরিয়ানের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। তার প্রমাণ মিলল যখন দেখা গেল গুডেরিয়ান ডানে মোড় নেওয়ার সিদ্ধান্তের আগেই প্রথম পানৎসারের কর্নেল বাল্ক বারনদী ও আর্দেন খাল অতিক্রমণের বিন্দু অধিকার করে ফেললেন। বারনদী প্রায় কোথায়ও ৩০ ফুটের বেশি চওড়া নয় এবং সম্ভবত এই নদীর উপরে সেতুগুলিও প্রায় অক্ষতই ছিল। সুতরাং গুডেরিয়ান যখন ডানে মোড়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ফ্রান্সের বাধাবন্ধহীন শ্যামল প্রান্তর জর্মন সেনার সম্মুখে প্রসারিত। গুডেরিয়ানের অগ্রগতির পথে ওয়াজ নদী ছাড়া আর কোনো প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু ওয়াজ নদীর প্রতিবন্ধকও অনেক দূরে, সেঁ কেঁত্যার কাছাকাছি। শত্রুর প্রতিরোধও বিশেষ ছিল না। রাত্রিতে উঁতাজিজে জেনারেল শানোয়ানের নেতৃত্বে পঞ্চম ডি. এল. সি ও প্রথম অশ্বারোহী ব্রিগেডকে বারনদীর তীর আগলানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। জেনারেল কোরা পাঠিয়েছিলেন কর্নেল মার্কের তৃতীয় সিপাহী

ব্রিগেড এবং জেনারেল এরবেরিগারের ৫৩ ডিভিশন। কিন্তু ১৩ মে সারারাত্রি ধরে আদেশ ও প্রত্যাদেশের পরস্পরবিরোধিতায় ৫৩ ডিভিশন এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত গুডেরিয়ানের আঘাত প্রতিরোধে এই ডিভিশন কোনো কাজে আসেনি। সুতরাং গুডেরিয়ানের জয়রথ যে অনায়াসে অগ্রসর হবে তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। অতএব প্রথম পানৎসারের কর্নেল বাল্ক ফরাসী অশ্বারোহীবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধসত্ত্বেও রাত্রি নাগাদ সিংলী পৌঁছে গেলেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারের সমস্ত ট্যাঙ্ক বারনদী অতিক্রম করল।

২৬

ফরাসী প্রত্যাঘাত

ফরাসী শিবির : উঁভজিজে : ফ্লাভিনীর ২১ কোর—তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশন

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি জেনারেল জর্জের নির্দেশে প্রত্যাক্রমণের জন্য দ্বিতীয় আর্মি বলীয়ান হয়েছে : সম্পূর্ণ নতুন ২১ কোরটি গঠিত হয়েছে, এবং এই কোরের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তৃতীয় বর্মিত ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশন দুটিকে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যাঘাতের এই ছিল সুবর্ণ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে গুডেরিয়ানের পশ্চিমাভিমুখী মোড়ের ফলে তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব দুর্বল। একমাত্র জি. ডি. রেজিমেন্ট দ্বারা রক্ষিত। অতএব এই মুহূর্তে এই পার্শ্ব ফরাসী বর্মিত বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে জর্মন বাহিনীর পক্ষে অতি সংকট-জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হত। এতে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এই প্রত্যাক্রমণের সাফল্যের আসল কথা সময়। উপযুক্ত মুহূর্ত পেরিয়ে গেলে এর ব্যর্থতাও অবধারিত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগের প্রত্যাক্রমণ সম্পর্কিত ফরাসী রণনীতিক মতবাদ ফরাসী সমরনায়কদের দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে প্রত্যাক্রমণ তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই মতবাদের মূল সূত্র : "আক্রমণকারী রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করে অগ্রসর হলে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল আক্রমণের বেগ ধারণ করা অর্থাৎ রক্ষারেখার ছিন্ন অংশকে জুড়ে দেওয়া কিম্বা নতুন রক্ষারেখায় সুস্থিত হওয়া ; তারপর সহায়ক সৈন্যের দ্বারা বলীয়ান হয়ে প্রত্যাঘাত হানা।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় প্রত্যাক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সূত্র অনুসরণ করে কখনো কখনো সাফল্যলাভ করে। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় যে প্রত্যাক্রমণ মার্নের জর্মন আক্রমণকে প্রতিহত করে জর্মনির পরাজয়কে সুনিশ্চিত করেছিল তা এই সূত্র অনুসরণ করে হয়নি। এই সূত্রকে অস্বীকার করেই তা সম্ভব হয়েছিল। প্রচণ্ড জর্মন আক্রমণের মুখে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাঘাত হেনে জর্মন বাহিনীকে প্রতিহত করে। কিন্তু মার্নের প্রতিআক্রমণের অসাধারণ সাফল্যের শিক্ষা ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেননি। তাঁরা তাঁদের গতানুগতিক মতবাদে অনড় ছিলেন। এই মতবাদের স্ববিরোধিতা তাঁদের চোখে পড়েনি।

একটু তলিয়ে দেখলেই এই স্ববিরোধিতা ধরা পড়বে। প্রথমত আক্রমণের বেগ ধারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বেগধারণ মূলত আত্মরক্ষাত্মক। বেগধারণের অর্থ হল একটি রণাঙ্গন ধরে নতুন করে সেনাদলের রৈখিক বিন্যাস। কিন্তু প্রত্যাক্রমণ মূলত আক্রমণাত্মক; একটি বিশেষ বিন্দুতে সেনাদলের গভীর কেন্দ্রীকরণ। ফরাসী সমরতাত্ত্বিকদের প্রত্যাক্রমণসংক্রান্ত নির্দেশে যুগপৎ এই দুইটি পরস্পরবিরোধী নীতিকে কার্যে পরিণত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাক্রমণের সার্থকতা প্রধানত নির্ভর করে তাৎক্ষণিক আঘাতের উপর। শত্রুর দুর্বলস্থান লক্ষ করে তিলমাত্র বিলম্ব না করে আঘাত হানা। বিলম্বের অর্থ শত্রুকে শক্তিসঞ্চয়ের সময় দেওয়া, প্রত্যাক্রমণের সফলতার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। কিন্তু ফরাসী নির্দেশ শত্রুকে স্বস্থ হওয়ার প্রচুর সময় দেয়। কেননা প্রত্যাক্রমণের পূর্বে তো আক্রমণের বেগধারণের জন্য সেনাবাহিনীর নতুন রৈখিক বিন্যাস করতে হবে। কিন্তু বেগধারণের পর যখন ফরাসী বাহিনীর পক্ষে প্রত্যাক্রমণের সময় হবে তখন সুবর্ণ মুহূর্ত পেরিয়ে গেছে। বিলম্বিত প্রত্যাক্রমণের সার্থকতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সাধারণ বুদ্ধিতে এই মতবাদের স্ববিরোধিতা ধরা পড়লেও অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের মোহে আচ্ছন্ন ফরাসী সমরনায়কদের কাছে এই স্ববিরোধিতা কোনো অস্বস্তির কারণ হয়নি।

এই মতবাদের কথা মনে রাখলে প্রত্যাক্রমণের ক্ষেত্রে ফরাসী সেনাপতিদের বাস্তববুদ্ধির অভাব শত্রুর দুর্বলতার বিন্দুকে খুঁজে বার করার অক্ষমতা, দীর্ঘ-সূত্রিতা এবং সর্বোপরি আক্রমণরোধে ফরাসী সেনানায়কদের সার্বিক শিথিলতার অর্থ অনেকাংশে বোঝা যায়। এই মতবাদের আলোকেই সেদাঁ রণাঙ্গনে ফরাসী প্রত্যাঘাতী অস্ত্র ২১ কোর এবং তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশনের কার্যকলাপ লক্ষ করতে হবে।

ফ্রান্সের তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশনের অন্যতম জেনারেল ব্রোকারের তৃতীয় সাঁজোয়া ডিভিশন। জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে একটি চতুর্থ সাঁজোয়া ডিভিশন গঠনেরও কথা ছিল কিন্তু সেটি তখনও গঠিত হয়নি। এই তিনটি ডিভিশনই জেনারেল জর্জের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রত্যাঘাতী অস্ত্র। তৃতীয় সাঁজোয়া দুই ব্যাটালিয়ন নতুন হচ্‌কিছ এইচ—৩৯ ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সংখ্যায় কম হলেও মার্ক ১ ও মার্ক ২ ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত দশম পানৎসারের চেয়ে তৃতীয় সাঁজোয়া শক্তিতে কম ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় ন্যূনতা ছিল কারণ যুদ্ধারম্ভের মাত্র ছ' সপ্তাহ আগে ডিভিশনটি গঠিত হয়েছিল। ১০ মে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখনও রাঁসের উত্তরে রণাঙ্গন

থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে এই ডিভিশনটির শিক্ষা চলছিল। ১২ মে যখন এই ডিভিশনের কাছে সেদাঁ খণ্ডে যাত্রার নির্দেশ এল তখনও এই ডিভিশনটি বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা নিচ্ছিল, একীভূত হয়নি। এই ডিভিশনের উপর নির্দেশ ছিল শুধুমাত্র রাত্রিতে অগ্রসর হওয়ার। সুতরাং ১৪ মে ভোরবেলা এই বাহিনী গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। কিন্তু গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই বাহিনী তখনও যুদ্ধক্ষম হয়নি, তখনও আনুষঙ্গিক এনজিনিয়ারিং ও মেরামতি কম্প্যানি, রেডিও, ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, আর্টিলারি, পর্যবেক্ষক বিমান, পেট্রোলের গাড়ী এসে পৌঁছয়নি।

১৪ মে সকাল ৬টায় স্তোনের পশ্চাতে প্রত্যাঘাতী বাহিনীর নির্দিষ্ট সম্মিলন বিন্দুতে তৃতীয় সাঁজোয়া ডিভিশন এসে পৌঁছয় এবং জেনারেল ব্রোকার ২১ কোরের অধিনায়ক ফ্লাভিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২১ কোরের প্রতি ফ্লাভিনীর যে প্রত্যাক্রমণের নির্দেশ ছিল তা হল : প্রথমত—২১ কোর বারের পূর্বে দ্বিতীয় রেখায় অবস্থিত হবে…এবং শত্রুসৃষ্ট পকেটের তলদেশের বেগধারণ করবে। দ্বিতীয়ত—আক্রমণের বেগধারণ করে যথাসম্ভব শীঘ্র মেইজ'সেল—বুলসঁ—সেদাঁ অভিমুখে প্রত্যাক্রমণ চালাবে। বিশেষ করে তৃতীয় সাঁজোয়ার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হল যে ওই বাহিনী নতুন করে জ্বালানি সংগ্রহ করে তৃতীয় মোটরায়িতের সহযোগিতায় যথাসম্ভব শীঘ্র বুলসঁ অভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে মেউজের অপর পারে ঠেলে দেবে। কিন্তু ফ্লাভিনীর আদেশে প্রত্যাক্রমণের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। জেনারেল ব্রোকার বিকেল চারটায় প্রত্যাক্রমণ শুরু করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ফ্লাভিনীর ইচ্ছা ছিল আক্রমণ শুরু হয় বেলা ১১ টায়। কিন্তু জ্বালানি সংগ্রহ করতে তৃতীয় সাঁজোয়ার অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যায় এবং বেলা ১টার আগে যাত্রা শুরু করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় মোটরায়িতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তৃতীয় মোটরায়িতের মার্চ বিলম্বিত হওয়ায় যখন ঠিক আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কথা (অর্থাৎ বেলা ৪ টায়) তখন এই বাহিনীর পক্ষে মাত্র তিনটি পর্যবেক্ষক দল দিয়ে তৃতীয় সাঁজোয়াকে সাহায্য করা সম্ভব হয়েছিল। অথচ আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল : তৃতীয় সাঁজোয়া ও সহযোগী তৃতীয় মোটরায়িত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি মঁ দিউ বন থেকে অপরটি স্তোন থেকে উত্তরদিকে যথাক্রমে শেমেরি ও মেইজ'সেল অভিমুখে অগ্রসর হবে। প্রত্যাক্রমণের এই প্রথম পর্ব। এই আক্রমণ সফল হলে প্রত্যাঘাতী বাহিনী ধাপে ধাপে আরও অগ্রসর হয়ে জর্মনদের মেউজের জলে ঠেলে ফেলে দেবে।

ব্লোকার গড়িমসি করে প্রত্যাক্রমণের সময় বেলা এগারটা থেকে বেলা ৪ টায় পৌছিয়ে দেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এ-ধরণের কালহরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। তবু ফ্লাভিনী ও ব্লোকার নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটি অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে যেত। ফ্লাভিনী কিংবা ব্লোকার জানতেন না যে, বেলা ৩টায় জেনারেল গুডেরিয়ান তার প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারকে পশ্চিমে ঘুরিয়েছেন, তার দক্ষিণ পার্শ্ব প্রায় অরক্ষিত কারণ ওই পার্শ্বের প্রহরায় নিযুক্ত জিডি রেজিমেণ্ট অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং দশম পানৎসার তখনও এসে পৌছয়নি। সুতরাং প্রত্যাক্রমণের নির্দিষ্ট সময় বেলা চারটা একেবারে আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ। একটি দুর্লভ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হলে জিডি রেজিমেণ্টের পক্ষে আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হত না, গুডেরিয়ানের পানৎসার ও জর্মন পদাতিক বাহিনীর মধ্যে একটি ইস্পাতের প্রাচীর উঠে যেত। কিন্তু উঁতাজিজে কিংবা ফ্লাভিনী, ফস[৯২] অথবা জফ্‌র্[৯৩] নন। এই দুর্লভ মুহূর্তকে সবলে আত্মসাৎ করে যুদ্ধের প্রবাহের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনমনীয় দৃঢ়তা ফ্লাভিনীর ছিলনা। প্রত্যাক্রমণ সম্পর্কিত ফরাসী মতবাদের ঠুলি পরা ফ্লাভিনীর পক্ষে সময়ের সঙ্গে মিত্রতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করাও সম্ভব ছিলনা। কারণ যুদ্ধারম্ভ থেকেই ফরাসী হাইকমাণ্ড সময়ের সঙ্গে কলহ করেছেন। উন্মাদ টুপিওয়ালার মতো ফ্লাভিনীর যদি সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকত তাহলে ফ্লাভিনী হয়তো যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বহুপূর্বেই দুর্জয় বেগবান গুডেরিয়ান সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, সুতরাং he'd only have to whisper a hint to Time, and round goes the clock in a minute।* সুতরাং উঁতাজিজে কিংবা ফ্লাভিনী কারুরই বিদ্যুৎবেগে প্রত্যাক্রমণ নিয়ে মাথাব্যথা ছিলনা, বিশেষত যখন জর্মন গতিবেগের ফলে রণাঙ্গন দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া ফ্লাভিনীর মতে দ্বিতীয় রক্ষারেখায় নিরাপত্তাবিধানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্লাভিনী। প্রত্যাক্রমণ একদিন স্থগিত থাকবে। কিন্তু এই নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। আর একটি নতুন নির্দেশ দিয়ে ভবিষ্যতে প্রত্যাক্রমণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিলেন। এই নতুন নির্দেশের মূলেও আক্রমণের বেগধারণের মতবাদ। ফ্লাভিনী প্রত্যাক্রমণ স্থগিতের পর যে আদেশ দিলেন তা আরও সাংঘাতিক : বারের পশ্চিমে ওমঁ থেকে স্তোন পর্যন্ত

* Alice in the wonderland

বার মাইল রণাঙ্গন জুড়ে তৃতীয় বর্মিতকে ছড়িয়ে পড়ার আদেশ দেওয়া হল। এই বার মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে তৃতীয় বর্মিত বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে শত্রুর প্রত্যেকটি সম্ভাব্য আক্রমণের বিন্দু রোধ করবে। এই আদেশের দ্বারা একটি ধারালো ইস্পাতের তলোয়ারকে অসংখ্য পেন্সিলকাটা ছুরিতে পরিণত করা হল। কর্নেল গুতার লিখছেন* : "এখন থেকে একটি সাঁজোয়া ডিভিশন নয়, একটি রক্ষারেখা এবং কিছু ট্যাঙ্ক মাত্র রইল। ইস্পাতের বর্শা চিরকালের মতো সমাধিস্ত হল এবং সেই সঙ্গে প্রত্যাক্রমণও। এই আদেশের ফলে ফ্লাভিনীর প্রত্যাক্রমণ বিসর্জিত হল। কারণ শত্রুর আক্রমণের প্রত্যেকটি ছিদ্র রোধ করতে গিয়ে তৃতীয় সাঁজোয়াকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হল। বহুখণ্ডে বিচ্ছিন্ন এই তৃতীয় সাঁজোয়াকে আবার আহৃত, সংহত করে প্রত্যাক্রমণ করা ফ্লাভিনীর সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং এভাবে জেনারেল জর্জের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রত্যাঘাতী অস্ত্র তৃতীয় সাঁজোয়া দুর্বলচিত্ত ফ্লাভিনীর নেতৃত্বে কিংবা নেতৃত্বহীনতায় রাত্রির অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেল। এই অস্ত্রকে পরদিন প্রভাতে সংহত করে প্রত্যাঘাত করার প্রশ্নই আর ওঠেনি কারণ ইতিমধ্যে গুডেরিয়ানের পানৎসার ফ্রান্সের মর্মভেদ করে উল্কার বেগে অগ্রসর হচ্ছিল।

বলা বাহুল্য, এই প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতা—অথবা ব্যর্থতা বলা হয়তো ঠিক নয়—আসলে প্রত্যাক্রমণের অনুপস্থিতির দায়িত্ব প্রধানত ফ্লাভিনীর** অবশ্য উঁতজিজ্জেরও দায়িত্ব ছিল। কারণ তিনি ফ্লাভিনীর সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেছিলেন। ফ্লাভিনী ও উঁতজিজ্জে এই দুই নির্বীর্য সেনাপতি গুডেরিয়ানের ঝুঁকিপূর্ণ পশ্চিমী মোড়ের সিদ্ধান্তকে অভূতপূর্ব জর্মন বিজয়ে রূপান্তরিত করেন। প্রত্যাক্রমণ না করার কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে জেনারেল জর্জের নিকট জেনারেল উঁতজিজ্জের সত্যগোপনের প্রয়াসও বিশেষভাবে লক্ষনীয়। সন্ধ্যা ৭টায় উঁতজিজ্জের চীফ্ অভ্ স্টাফ্ জেনারেল জর্জকে জানায় যে যান্ত্রিক কারণে আক্রমণ শুরু করা সম্ভব হয়নি। আধঘণ্টা পরে জেনারেল উঁতজিজ্জে স্বয়ং জেনারেল জর্জকে ফোনে জানান যে আর্দেন খাল ও মেউজের মধ্যে

* Col. A. Goutard : La Guerre des occasions Perdues. Paris, 1956

** যুদ্ধের পরে সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাছেও তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে লেখেন : "প্রতি আক্রমণ ব্যর্থ হতই···আমি বিপর্যয় রোধ করতে চেয়েছিলাম।" অর্থাৎ তার মতে প্রতি আক্রমণ করলেই বিপর্যয় হত। উঁতজিজ্জে তাঁর সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেছিলেন তাও তিনি তদন্ত কমিটির কাছে বলেছিলেন।

ফ্লাভিনী গ্রুপের দ্বারা শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। এই উক্তির বাস্তব ভিত্তি একেবারেই ছিল না। কিন্তু এই জাতীয় উক্তিতে জেনারেল জর্জ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বরং তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই উঁতজিজেকে জানান : "সেদাঁয় প্রত্যাক্রমণের জন্য তৃতীয় সাঁজোয়া ডিভিশনকে আপনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অতএব আজ যে আক্রমণ সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়েছে আগামীকাল (অর্থাৎ ১৫ই) তা সবেগে অনুসরণ করে যতটা সম্ভব মেউজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যে ভূমিখণ্ড ট্যাঙ্কের দ্বারা বিজিত হয়েছে পদাতিক বাহিনীর দ্বারা তা সমাহৃত হবে। পশ্চিমে ও দক্ষিণে শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ করার ও শত্রুর উপর আধিপত্য বিস্তার করার এই একমাত্র উপায়।"*

কিন্তু শত্রুসৈন্যের উপর আধিপত্যের জন্য প্রত্যাঘাত করার মতো মানসিক অবস্থা উঁতজিজের ছিলনা। গুডেরিয়ানের পানৎসারের প্রবলবেগে তিনি যে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিলেন তাই নয়। জর্মন পানৎসারের গন্তব্য সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ ভুলধারণা ভবিষ্যৎ ফরাসী প্রত্যাঘাতের সার্থকতাকে বিঘ্নিত করে। গুডেরিয়ান পানৎসারবাহিনী নিয়ে সবেগে চ্যানেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফরাসী বাহিনীকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেবেন—একথা উঁতজিজের মাথায় ঢোকেনি। বরং মাজিনো রেখার মানসিকতায় আচ্ছন্ন উঁতজিজের ধারণা হয়েছিল যে গুডেরিয়ানের দৌড়ের অর্থ পার্শ্বাতিক্রমী আক্রমণের দ্বারা পিছন দিকে মাজিনো রেখাকে গুটিয়ে দেওয়া। এই অহেতুক আশংকায় অভিভূত উঁতজিজে দ্বিতীয় আর্মির কেন্দ্র মেউজের নিকটবর্তী মুজ' থেকে অনেকদূরে ইনরে সরিয়ে নিয়ে যান। আর্মির ভারকেন্দ্র এভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় চারমাইল প্রশস্ত দঁশেরী-ওয়াদল্যাঁকুর পকেট প্রায় ১৫ মাইল প্রশস্ত ভাঙনে পরিণত হল এবং দশম পানৎসারের অতিক্রমণ বিন্দু দ্বিতীয় আর্মির পার্শ্বস্থ আর্টিলারির অগ্নিবর্ষণমুক্ত হল। গুডেরিয়ানের চ্যানেল অভিমুখী গতিপথ ছিল দ্বিতীয় ও নবম আর্মির সন্ধিস্থল দিয়ে। সুতরাং ফরাসী সেনাপতিদের স্বাভাবিক রণকৌশল হওয়া উচিত ছিল এই সন্ধিস্থলের ফাঁককে সঙ্কুচিত করে গুডেরিয়ানের পানৎসারকে নিষ্পিষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু উঁতজিজে নতুনভাবে দ্বিতীয় আর্মিকে চালিত করে এই ফাঁককে সঙ্কুচিত না করে প্রসারিত করলেন।

কিন্তু এভাবে সৈন্যচালনাসত্ত্বেও প্রত্যাঘাতের লগ্ন যে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল তা নয়। তখনও প্রত্যাঘাত হলে গুডেরিয়ানের উদ্ধত বেগ স্তিমিত, বিপর্যস্ত হতে পারত। সে সম্ভাবনা যে প্রবলভাবেই ছিল পানৎসারের

* Roton—Années Cruciales. 1939-1940 পৃঃ ১৭৭

অগ্রগতি সম্পর্কে গুডেরিয়ান ও ক্লেইষ্টের মতানৈক্যই তার প্রমাণ। কিন্তু বলাবাহুল্য উঁতজিজে—ফ্লাভিনীর ক্লীবত্ব ও রণনীতিক অন্ধতা প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতা অনিবার্য করে তুলেছিল।

প্রত্যাক্রমণে অনিচ্ছুক, ভীত, সন্ত্রস্ত উঁতজিজের উপর জেনারেল জর্জের আস্থাও ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছিল। ১৪ মে প্রত্যাক্রমণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ১৫ মে সকাল ছটায় তিনি পুনরায় সেদাঁ অভিমুখী আক্রমণের নির্দেশ দেন। তার সঙ্গত কারণও ছিল। কারণ উঁতজিজে ১৪ মে রাত্রিতে প্রত্যাক্রমণের কোনো নির্দেশ দেননি। এই নির্দেশ পাওয়ার পরে উঁতজিজের পক্ষেও আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিলনা। বেলা ৭টায় তিনি ফ্লাভিনীকে সেদাঁ অভিমুখে ট্যাঙ্ক সমর্থিত আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া এক কথা আর এই নির্দেশ কার্যকর করা সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুত এই নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিলনা। ফ্লাভিনী তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িতকে বেলা তিনটায় আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। আক্রমণ ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। প্রথম পর্যায়ে আক্রমণ শেমেরী-মেইজ'সেল-রোকুর রেখায় এগোবে; দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবে বুলসঁর দক্ষিণের উচ্চতায় এবং তৃতীয় পর্যায়ে লা মার্কে-পঁ মজিতে অবস্থিত হয়ে মেউজের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। প্রত্যাক্রমণের পদ্ধতি হবে ট্যাঙ্কসমর্থিত পদাতিক আক্রমণ। এই পদ্ধতি জর্মন আক্রমণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আক্রমণে ট্যাঙ্কবাহিনী অগ্রবর্তী হয়ে বিদ্যুৎগতিতে শত্রুবাহিনীকে চূর্ণ করে পদাতিক বাহিনীর অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করবেনা। বরং পদাতিক বাহিনীর সহায়ক হয়ে ট্যাঙ্ক পদাতিক বাহিনীকে অনুসরণ করবে মাত্র। ট্যাঙ্কের এই গৌনভূমিকাকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করবার জন্যই যেন ফ্লাভিনী তৃতীয় সাঁজোয়া ডিভিশনকে তৃতীয় মোটরায়িত পদাতিক ডিভিশনের আজ্ঞাধীন হওয়ার আদেশ দিলেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ফ্লাভিনী যখন প্রত্যাক্রমণের জন্য প্রায় বাধ্য হয়ে প্রস্তুত হলেন তখন যেভাবে তিনি তাঁর বাহিনীকে সাজালেন তাতে প্রত্যাক্রমণ সার্থক হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা রইলনা। যে আক্রমণের দ্বারা জর্মন অগ্রগতির অবিচ্ছিন্ন রেখার মধ্যে একটি প্রাচীর তুলে দেওয়া যেত, ফ্লাভিনীর ব্যূহরচনার ফলে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

কিন্তু রণকৌশল সম্পর্কিত এই ত্রুটির কথা বাদ দিলেও যে আকারেই হোক্‌না কেন শেষ পর্যন্ত এই প্রত্যাক্রমণকে কার্যে পরিণত করার দুস্তর বাধা ছিল। শত্রুর অগ্রগমনের সকল ছিদ্র বন্ধ করার জন্য সারারাত্রি ধরে যে

বাহিনীকে টুকরো টুকরো করে ছিঁপিতে পরিণত করা হয়েছে—সেই বাহিনীকে আক্রমণের জন্য পুনরায় সমাবেশ করা সময় সাপেক্ষ। সুতরাং ফ্লাভিনী ৩টায় প্রত্যাক্রমণের নির্দেশ দিলেও ওই সময়ের মধ্যে আক্রমণ কার্যে পরিণত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। সুতরাং ৩টা থেকে আক্রমণের সময় সাড়েপাঁচটায় পিছিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু আক্রমণের সময় পিছিয়ে দিয়ে আক্রমণে অনিচ্ছুক ফ্লাভিনী শত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। সাড়ে পাঁচটায় ফ্লাভিনীর প্রত্যাক্রমণ শেষ পর্যন্ত জেনারেল বুবির ভাষায় মুষ্ট্যাঘাতে পরিণত হয় এবং এই মুষ্ট্যাঘাতও জেনারেল ব্রোকারের নির্দেশে প্রত্যাহৃত হয়। অতএব পর্বত মূষিক প্রসব করল। যে আক্রমণের জন্য ক্রমাগত আঁটঘাঁট বাধা হচ্ছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তার কারণ—জর্মন জিডি রেজিমেণ্ট ও দশম পানৎসার দীর্ঘসূত্রী ফ্লাভিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। তাদের স্বভাবসিদ্ধ উদ্যম নিয়ে স্তোনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চতা অধিকার করতে এগিয়ে আসে। ফলে যে প্রত্যাঘাত বর্শাফলকের মতো গুডেরিয়ানের পার্শ্বরক্ষী জিডি ও দশম পানৎসারের মর্মবিদ্ধ করতে পারত তা অংশতও বিচ্ছিন্নভাবে জর্মন আক্রমণে প্রতিরোধে নিযুক্ত হল। আর্দেন খালের পশ্চিমে অবস্থিত দুটি ব্যাটালিয়ন যুদ্ধে একেবারেই অংশগ্রহণ করেনি। স্তোনের জিডি রেজিমেণ্টের আক্রমণজনিত পরিস্থিতির প্রতিরোধে এবং ব্যাটালিয়ন ৪৫ এইচ-৩৯ হাল্কা ট্যাঙ্ক এবং তৃতীয় সাঁজোয়ার এক কম্প্যানি 'বি' ট্যাঙ্ক এবং মাত্র এক বাটালিয়ন পদাতিক নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাক্রমণে তৃতীয় সাঁজোয়ার সম্মিলত শক্তি নিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও জিডি রেজিমেণ্ট ও দশম পানৎসারের বিরুদ্ধে ওই একটি ট্যাঙ্কব্যাটালিয়ন প্রচণ্ড আঘাত হানে। ফলে জর্মন জিডি রেজিমেণ্ট ও দশম পানৎসার বেশ কিছুক্ষণের জন্য অত্যন্ত শঙ্কাতুর হয়ে পড়েছিল। সুতরাং তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িতের কেন্দ্রিত আক্রমণ হলে কি হতে পারত তা সহজেই অনুমেয়। ফরাসী প্রতিরোধের সম্মুখে জর্মন আক্রমণ যে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল তা জিডি রেজিমেণ্টের ইতিহাস ওবেরফেল্ডহেবেলের পাতা ওল্টালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৫ মের যুদ্ধ হয়েছিল স্তোনকে কেন্দ্র করে। ফরাসী শিবিরে প্রত্যাঘাত নিয়ে গড়িমসি চললেও জিডি রেজিমেণ্ট জানত তাকে স্তোন অধিকার করতেই হবে। কারণ স্তোন গ্রামটি সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ মে সকালবেলা থেকে দুই দিক থেকে জিডি রেজিমেণ্ট স্তোন আক্রমণ করে। প্রায় সারাদিন ধরে স্তোন দখলের যুদ্ধ চলে এবং কয়েকবার গ্রামটির হাতবদল হয়

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জর্মন পৌরুষ ও অধ্যবসায় জয়ী হয়। ফরাসী পক্ষে সাধারণ সৈনিকের পৌরুষের অভাব ছিল তা নয় বরং জর্মন লেফটেনান্ট বেক্-ব্রইর্খসিট্টেরের Beck-Broichsitter) বিবরণ থেকে ফরাসী সৈনিকের বীর্যবত্তা ও রণকুশলতার প্রমাণ মিলবে। অভাব ছিল নেতৃত্বের। নিরুদ্যম, উদ্‌ভ্রান্ত ফরাসী সমরনায়কদের নেতৃত্ব দেওয়ার সাধ্য ছিলনা।

ফরাসী ট্যাঙ্কব্যাটালিয়নটি যে শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিল তার প্রমাণ গুডেরিয়ানের বিবরণেও মেলে, গুডেরিয়ান লিখেছেন* : "দশম পানৎসার ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার থেকে আমি স্তোনে জিডি পদাতিক রেজিমেণ্টের হেডকোয়ার্টারে যাই। সেখানে যখন পৌঁছোলাম তখন একটি ফরাসী আক্রমণ চলছিল......কিছুটা স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষ করলাম।" ফরাসী আক্রমণে জি.ডি রেজিমেণ্ট অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বিকেল পাঁচটা নাগাদ রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার গ্রাফ্ ফন সেহ্বেরিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তার সৈন্যদল ক্লান্তিতে প্রায় লড়াই করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং দশম পানৎসার থেকে জিডি রেজিমেণ্টের সহায়তার জন্য রাইফেল কম্‌প্যানি ও ট্যাঙ্ক পাঠানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকেল ছটায় শেমেরীতে সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণ হয়। দশম পানৎসারের যুদ্ধ ডায়েরি অনুযায়ী এই আক্রমণ সার্থক হলে পশ্চিমে মোড় নেওয়া ১৯ কোরের পার্শ্ব বিপদের সম্মুখীন হত। দশম পানৎসারের ডায়েরি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যদি ফরাসী প্রত্যাক্রমণে একবিংশ কোরের কেন্দ্রিত প্রয়োগ হত তবে ১৯ কোরের পার্শ্ব চূর্ণ হয়ে যাওয়ার অতি প্রবল সম্ভাবনা ছিল। জেনারেল হথ** এই যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে পরে লিখেছেন : "প্রত্যাক্রমণ স্থগিত রেখে ফরাসীরা একটি চমৎকার সুযোগ হারায়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে তারা পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে পারত।" সেদাঁ-র যুদ্ধের এই শেষ সুযোগ ফরাসীদের হাতে এসেছিল। এই সুযোগ গ্রহণ না করে ফরাসীরা কেবলমাত্র স্তোন হারায় তাই নয়, গুডেরিয়ানের জয়রথের অগ্রগমন নির্বাধ, নিষ্কণ্টক করে দেয়।

স্তোন অধিকার ১৯ কোরের পার্শ্বকে সুরক্ষিত করে। ১৫ মের রাত্রিতেও ফরাসী ২১ কোরের প্রত্যাক্রমণ হলে এই পার্শ্ব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যেতে

---

* Panzer Leader পৃঃ ১০৬

** To Lose a Battle-এর উদ্ধৃতি পৃঃ ৩১২

পারত। কিন্তু প্রত্যাক্রমণ প্রায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাহৃত হওয়ায় স্তোনে অবস্থিত জর্মন বাহিনী ১৬ মের সকালে তৃতীয় সাঁজোয়ার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ট্যাঙ্কগুলিকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দিল। প্রায় বিনাযুদ্ধে ফরাসী কমাণ্ড তার ব্রহ্মাস্ত্র বিনষ্ট করল।

কিন্তু দ্বিতীয় আর্মির অধিনায়ক যে কেবলমাত্র দুর্বলচিত্ত, সঙ্কটকালে সৈন্য পরিচালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি ক্রমাগত জেনারেল জর্জের কাছে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থার সত্য রিপোর্ট না দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। ১৫ মে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রত্যাক্রমণ প্রত্যাহৃত হয়। অথচ ১৬ মে সকাল ৫টায় জেনারেল জর্জের কাছে তিনি লিখছেন : "তৃতীয় সাঁজোয়া এবং তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশনের প্রত্যাক্রমণ নির্দিষ্ট সময়ে হতে পারেনি তার কারণ যান্ত্রিক গোলযোগ।"*

কিন্তু তৃতীয় বর্মিত ও তৃতীয় মোটরায়িতের প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার কারণ উঁতজিজের এই ভাবে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থতার আসল কারণ ছিল জলের মত পরিষ্কার। জেনারেল জর্জের কাছেও শেষ পর্যন্ত তা গোপন থাকেনি। ফরাসী সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটির কাছে সাক্ষ্যপ্রদানের সময় প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন ; "একটি প্রশস্ত রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি পথঘাট বন্ধ করার জন্য তৃতীয় সাঁজোয়াকে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে প্রত্যাক্রমণের জন্য একে পুনরায় সমাবেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

এই তৃতীয় সাঁজোয়ার অপব্যবহারের জন্য উঁতজিজে ও ফ্লাভিনী উভয়েরই কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই দুই অপদার্থ কমাণ্ডারই নিজেদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য তৃতীয় সাঁজোয়ার ব্যর্থতার সমস্ত অপরাধ জেনারেল ব্রোকারের ওপর চাপিয়ে দিলেন। ফ্লাভিনীর নির্দেশেই জেনারেল ব্রোকার শত্রুর অগ্রগতির সব রন্ধ্রপথ বন্ধ করার জন্য তৃতীয় সাঁজোয়াকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছিপির মতো ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই কারণেই ১৫ মে এই বাহিনীকে একত্রিত করে যথাসময়ে প্রত্যাক্রমণ করতে পারেননি। অথচ এই অপরাধেই জেনারেল ব্রোকারকে তৃতীয় সাঁজোয়ার অধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল। জেনারেল উঁতজিজেও নিশ্চিন্ত হলেন। যেন তৃতীয় সাঁজোয়ার অধিনায়কের শাস্তি দানের পর দ্বিতীয় আর্মির কমাণ্ডারের

* Roton-র পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১৭৭

কার্য সুসম্পন্ন হল। যেন এর পর গুডেরিয়ানের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেল, যেন একটি আক্রমণ ব্যর্থ হলে সেনাপতির আর কিছু করণীয় থাকেনা। অথচ তখনও মাজিনো রেখার ৩০ ডিভিশন সৈন্য অক্ষত এবং নিষ্ক্রিয় এবং গুডেরিয়ানের পার্শ্ব তখনও অনায়াসভেদ্য। কিন্তু মাজিনো রেখার মানসিকতায় আচ্ছন্ন আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধের মতবাদের ঠুলি পড়া উঁতজিজ্ঞের পক্ষে পশ্চাদপসরণ শুরু করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাক্রমণ অস্বাভাবিক ছিল। অথচ বড় রকমের পশ্চাদপসরণের সময় এভাবে ঘুড়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যাক্রমণ করেই তো গালিয়েনি মার্নের[৯৪] পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৯৪০-এর মে মাসে ফ্রান্সের মহতী বিনষ্টির পথ ফ্রান্সের সেনানায়কদের অসম্ভব, অবিশ্বাস্য স্মৃতিবিভ্রমের দ্বারাই প্রশস্ত হয়েছিল।

অতএব ফরাসী প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতায় গুডেরিয়ানের অরক্ষিত পার্শ্ব শুধু অটুটই রইলনা, জর্মনবাহিনী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্তোন অধিকার করল। গুডেরিয়ানের পশ্চিমী মোড়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণাত্মক। পশ্চিমে মোড় নিয়ে গুডেরিয়ান একটি ইস্পাতের স্রোতকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত করেছিলেন। ফরাসী প্রত্যাক্রমণ সার্থক হলে এই অতি বেগবান স্রোত উৎসমুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মরুপথে নিজেকে হারাত। সুতরাং ফরাসী প্রত্যাক্রমণের অনুপস্থিতিতে এই ইস্পাতের স্রোতের অবিচ্ছিন্নতা অব্যাহত রইল। এবার লক্ষ করা যাক পশ্চিমে মোড় নেওয়া ১৯ কোরের প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারের প্রতিরোধে বিমূঢ় ফরাসী নেতৃত্ব কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

১৪ মে জেনারেল জর্জ জেনারেল তুশ'র-অধিনায়কত্বে একটি নতুন আর্মি ডিটাচ্‌মেণ্ট গঠন করেছিলেন। এই নতুন ডিটাচ্‌মেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় ও নবম আর্মির পার্শ্বের মধ্যে সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাদের সংহত করা। এই "আর্মি ডিটাচ্‌মেণ্ট তুশ'"-তে ছিল, কোরার নবম আর্মির সবচেয়ে দক্ষিণের ইউনিট অর্থাৎ ৪১ কোর, এচিবারগারের ৫৩ ডিভিশন, শানোয়ানের অশ্বারোহী দল, চতুর্দশ ডিভিশন, দ্বিতীয় সাঁজোয়া ডিভিশন এবং দশম কোরের অবশিষ্টাংশ। ইতিপূর্বে কোরার নবম আর্মির ৪১ কোর রাইনহার্টের পানৎসারের দ্বারা বিক্ষত হয়েছে। সুতরাং প্রতিরোধীশক্তি হিসাবে এই কোরের মূল্য অনেকটা কমে গিয়েছিল। তাছাড়া 'বি' ইউনিট নিয়ে গঠিত এচিবারগারের ৫৩ ডিভিশনের সামরিক মূল্যও বিশেষ ছিলনা। দ্বিতীয় সাঁজোয়া "আর্মি ডিটাচ্‌মেণ্ট তুশ'র" অঙ্গীভূত হলেও গুডেরিয়ানের পানৎসারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাঁজোয়ার কোনো ভূমিকা ছিলনা। দ্বিতীয়

সাঁজোয়ার দুর্গতির ইতিহাস কোরার নবম আর্মির ভাঙনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং দ্বিতীয় সাঁজোয়ার সম্পূর্ণ নিরর্থকতার কথা নবম আর্মির ইতিহাসের সঙ্গেই বর্ণিত হবে। কিন্তু এই ডিটাচ্‌মেণ্টের সবচেয়ে শক্তিশালী পদাতিক ইউনিট ছিল জেনারেল দ্য লাত্‌র দ্য তাসিইঁনির নেতৃত্বাধীন চতুর্দশ ডিভিশন। কিন্তু এই চতুর্দশ ডিভিশনের ১৫২ রেজিমেণ্টটি সবে মাত্র রণাঙ্গনে এসে পৌঁচেছিল। এই রেজিমেণ্ট এবং তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেডের উপরই গুডেরিয়ানের প্রথম পানৎসারের প্রথম ধাক্কা আছড়ে পড়েছিল। ১৫২ পদাতিক রেজিমেণ্টের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বুভেলম' গ্রামে এবং তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেডের সঙ্গে ওরেইনে। দ্বিতীয় পানৎসারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ৫৩ ডিভিশনকে।

সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও ১৫২ পদাতিক রেজিমেণ্ট ও তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেড প্রথম পানৎসারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এদের রক্ষারেখা ভেদ করা সহজ হয়নি। প্রথম পানৎসারের আক্রমণের পুরোভাগে তখনও মহাবলী কর্নেল বাল্ক। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন সতত আক্রমণের পুরোভাগে থেকে বাল্ক অধীনস্থ সৈন্যদের নিরন্তর চালনা করেছেন। মুহূর্তের শিথিলতাও তাঁর কাছে অসহ্য। ৯ মে অগ্রগতি শুরু হওয়া থেকে কর্নেল বাল্ক প্রথম পানৎসারের রাইফেলধারী সৈন্যদের নিয়ে আক্রমণের পুরোভাগে থেকে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। সেই গতিবেগ ১৫ মের বিকেলেও শ্লথ হয়নি, তখনও তিনি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কয়দিন কর্নেল বাল্কের ও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের না ছিল ঘুম, না ছিল খাওয়া-দাওয়া। কর্নেল বাল্ক স্বীয় পরাক্রম তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সৈন্যদের অগ্রগতির উপর প্রায় যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। তিনি জানতেন, তাঁর বাহিনী শেষ ফরাসী রক্ষারেখার সম্মুখীন হয়েছে। এই রেখা ভেদ করতে পারলে জর্মন পানৎসারের সামনে আর দুস্তর কোনো বাধা থাকবে না, জর্মন পানৎসার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং বিশ্রাম নয়, কোনো শিথিলতা নয়, ক্রমাগত অগ্রগমন, যদিও এই কয়দিনে বাল্কের অধীনস্থ বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যদিও ক্ষুৎপিপাসায় ও ক্লান্তিতে প্রথম সারির সেনারা ঘুমিয়ে পড়ছিল, গোলাবারুদেরও ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তবুও বাল্কের শ্রান্তি ছিল না। যখন তাঁর ক্লান্ত অফিসারেরা বুভেলম'-র বিরুদ্ধে আক্রমণ স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তার উত্তরে তিনি বলেন* (গুডেরিয়ান লিখেছেন) : "তাহলে আমি একাই ওই স্থানটি অধিকার করব এবং তিনি একাই এগিয়ে যান। তারপর তাঁর সৈন্যরা

---

* Panzer Leader পৃঃ ১০৮

তাঁকে অনুসরণ করে। তাঁর অপরিচ্ছন্ন মুখ ও চোখের কিনারার লাল রেখা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছেন, কঠিন দিন কেটেছে তাঁর।" এই দিনের কীর্তির জন্য তিনি নাইট্‌স্‌ক্রস অর্জন করেন। গুডেরিয়ান বাল্কের প্রতিরোধী লাত্‌র দ্য তাসিইঁনির চতুর্দশ ডিভিশন ও তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেডের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। কিন্তু বাল্কের প্রথম পানৎসারের আক্রমণের সম্মুখে এই প্রতিরোধ স্থায়ী হয়নি। বাল্কের প্রথম পানৎসারের অগ্রগতি চতুর্দশ ডিভিশন ও তৃতীয় সিপাহী ব্রিগেডের প্রতিরোধে কিয়ৎকালের জন্য স্তিমিত হলেও অব্যাহত রইল।

অপরদিকে দ্বিতীয় পানৎসারের আঘাত গিয়ে পড়েছিল শৃঙ্খলাহীন এচিবারগারের ৫৩ ডিভিশনের উপর। কিন্তু দ্বিতীয় পানৎসার অনায়াসেই এই প্রতিরোধ চূর্ণ করে অগ্রসর হয় কারণ ৫৩ ডিভিশন ইতিপূর্বেই প্রায় ভাঙনোন্মুখ হয়ে পড়েছিল; সুতরাং দ্বিতীয় পানৎসারের প্রথম আঘাতেই এই ডিভিশন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সুতরাং দিনের শেষে দ্বিতীয় পানৎসারের পর্যবেক্ষক দলগুলির সঙ্গে রাইনহার্টের পানৎসারের ম'কর্নেতে সংযোগ সাধিত হয়ে যায় এবং তুশঁর পরিকল্পিত সিইনী-লাবাই-পোয়াতেঁর রক্ষারেখার আর কোনো অস্তিত্ব রইল না।

প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারের বিরুদ্ধে ফরাসী দুর্বল প্রতিরোধ চূর্ণ হওয়ার পর গুডেরিয়ানের পশ্চিম-অভিমুখী অভিযানের বিরুদ্ধে আর বিশেষ কোনো বাধা রইল না। পশ্চিমে দৌড়ের এই প্রথম ও প্রায় শেষ বাধা গুডেরিয়ান পেরোলেন। অন্যদিকে গুডেরিয়ানের পার্শ্বের বিরুদ্ধে ফরাসী আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় মেউজের সেতুমুখ এখন আর স্ফীতিমাত্র নয়, ৬২ মাইল প্রশস্ত একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা।

কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারের এই অনায়াস অগ্রগতি ও দুরন্ত গতিবেগ পানৎসার স্রষ্টা ১৯ কোরের অধিনায়ক গুডেরিয়ান এবং পানৎসার গ্রুপের অধ্যক্ষ ফন ক্লেইস্টের সঙ্গে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি করল। গুডেরিয়ান লিখেছেন* : "পানৎসার গ্রুপ ফন ক্লেইস্ট সেতুমুখের বিস্তৃতির ও আরো অগ্রগতি বন্ধের নির্দেশ দিলেন। এই আদেশ মেনে নেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না, মানা সম্ভবও ছিল না। এই আদেশ মেনে নেওয়ার অর্থ ছিল অতর্কিত আক্রমণ প্রসূত সুবিধার এবং এই পর্যন্ত অর্জিত সমগ্র প্রাথমিক সাফল্যের বিসর্জন। অতএব ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রথমত পানৎসার গ্রুপের চীফ্‌-অভ্‌-স্টাফের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় জেনারেল ফন ক্লেইস্টের

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১০৯

সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলাম এবং তাঁর আদেশ বাতিল করার অনুরোধ জানালাম। আলোচনা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং আমরা কয়েকবার আমাদের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করলাম। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ফন ক্লেইষ্ট আরো ২৪ ঘণ্টার জন্য অগ্রগতিতে সম্মতি দিলেন যাতে অনুসরণকারী পদাতিক কোরের স্থানাভাব না হয়।" গুডেরিয়ান ক্লেইষ্ট মতভেদের আপাতত এই মীমাংসা হলেও, গুডেরিয়ানের পানৎসার যত বেগবান হতে লাগল, এই মত-ভেদ ততই বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত এই মতভেদ জর্মন অভিযাত্রী বাহিনীর সার্থকতার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

১৩ মে ফরাসী কমাণ্ডের একটি আদেশ গুডেরিয়ানের হাতে আসে। এতে তিনি পানৎসার বাহিনী নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ায় আরো উৎসাহিত হন। এই আদেশটি সম্পর্কে গুডেরিয়ান লিখেছেন :* (গুডেরিয়ানের মতে এই আদেশটি স্বয়ং জেনারেল গামেল্যাঁর—এতে ছিল : "জর্মন ট্যাঙ্কের এই স্রোত নিশ্চিত বন্ধ করতে হবে।") সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করে এগিয়ে যেতে হবে, আমার এই ধারণাকে এই আদেশটি আরো দৃঢ় করেছিল। কারণ ফরাসীদের নিকট তাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য নিশ্চয়ই অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন ইতস্তত করার সময় নয় আক্রমণ বন্ধ করার তো নয়ই।

আমি প্রত্যেকটি কম্প্যানির সৈন্যদের ডেকে ধৃত আদেশটি পড়ে শোনাই। আদেশটির অর্থ তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিই এবং আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের কথাও বুঝিয়ে বলি। এ পর্যন্ত তাদের সাফল্যের জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলি যে, এই বিজয় সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হানতে হবে। তারপর আমি তাদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলাম।

যুদ্ধের কুয়াশার ঘোলাটে অবস্থাটা অচিরেই সরে গেল। আমরা এখন বাইরে বেরিয়ে এসেছি এবং তার ফলাফলও সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ করা গেল। পোয়া-তের‌'-তে দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশনের প্রথম জেনারেল স্টাফ্ অফিসারের দেখা পেলাম এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তারপর মোটরে নোভিয়‌'-পোরসিয়াঁ এবং সেখান থেকে ম'কর্নে। মোটরে যাওয়ার সময় আমি প্রথম পানৎসারের একটি অগ্রসরমান স্তম্ভকে পেরিয়ে গেলাম। সৈনিকেরা এখন সম্পূর্ণ সজাগ এবং আমরা যে ভেদন সম্পন্ন করেছি অর্থাৎ

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১০৮

সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করেছি সে সম্পর্কে তারা সচেতন। তারা হর্ষধ্বনি করছিল এবং তাদের মন্তব্য ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিল, যা একমাত্র দ্বিতীয় গাড়ির স্টাফ্ অফিসাররাই শুনতে পাচ্ছিল* "বহুৎ আচ্ছা, বুড়ো খোকা, **ওই আমাদের বুড়ো, ওঁকে দেখেছ—, আমাদের হাইনৎস্ ছুটে চলেছে" ইত্যাদি। এই সব-কিছুই অর্থবহ।

ম'কর্নের বাজারে রাইনহার্টের কোরের ষষ্ঠ পানৎসার ডিভিশনের কমাণ্ডার জেনারেল কেম্প্ফের দেখা পেলাম। আমার সৈন্যরা যে মুহূর্তে এই শহরে ঢুকেছে, ঠিক সে সময়ে তাঁর সৈন্যরাও শহরে পোঁচেছে। তিনটি পানৎসার ডিভিশন—ষষ্ঠ, দ্বিতীয় এবং প্রথম—তাদের সোজা পশ্চিম অভিমুখী অভিযানে প্রথম বেগে শহরে ঢুকে পড়ছিল। এদের জন্য আলাদা পথ নির্দিষ্ট করে দিতে হল।"

১৫ মের ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে ১৬ মে গুডেরিয়ানের কার্যকলাপের উল্লেখ করার কারণ ১৬ মে প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসার কর্তৃক ফরাসী রক্ষারেখা ভেদনের ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল যখন রাইনহার্টের ষষ্ঠ পানৎসারের সঙ্গে ম'কর্নেতে মিলন হল। এই মিলনের অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : শুধুমাত্র দ্বিতীয় আর্মিই নয়, নবম আর্মির ভাঙন অর্থাৎ মেউজের যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয়।

"আর্মি ডিটাচ্মেণ্ট তুশঁ"-র অঙ্গীভূত দ্বিতীয় সাঁজোয়ার বিচূর্ণন যদিও ১৯ কোরের কীর্তি নয় এবং দ্বিতীয় বর্মিত যদিও অগ্রসরমান প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি, তবু দ্বিতীয় সাঁজোয়ার কথা এখানে না বলা হলে আর্মি ডিটাচ্মেণ্ট তুশঁর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জেনারেল জর্জের তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশনের তৃতীয়টির বিয়োগান্ত পরিণতি ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি। দ্বিতীয়টির ইতিহাস আরও মর্মান্তিক। ১০ মে দ্বিতীয় বর্মিত ছিল শঁপাইঁনে। ১৩ মে এই ডিভিশনকে যেতে বলা হল শার্লরোয়ায়। এই ডিভিশনের সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৪ মে দ্বিতীয় সাঁজোয়া চলে গেল জেনারেল কোরার অধীনে। ১৫ মে দ্বিতীয় সাঁজোয়ার অধিনায়ক বুসে নবম আর্মির হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করেন। তখন তাঁকে বলা হয় : "দ্বিতীয় সাঁজোয়া আর আমাদের অন্তর্গত নয়।" দ্বিতীয় সাঁজোয়াকে "আর্মি ডিটাচ্মেণ্ট তুশঁ"-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেনারেল কোরার নির্দেশ এসেছিল, দ্বিতীয় সাঁজোয়া যাবে সিইঁন লোবাইতে। কিন্তু

* Well done, old boy

** There's our old boy

সিইঁনি পৌঁছোবার আগেই দ্বিতীয় সাঁজোয়া বিভক্ত হয়েছিল কোরার নির্দেশেই। সিইঁনি পেঁাছোবার আগে দ্বিতীয় বর্মিতের দুটি ভাগ একত্র হতে পারলেই এর পক্ষে যুদ্ধক্ষম হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কেননা রাইনহার্টের পানৎসার ইতিমধ্যে নবম আর্মির রক্ষারেখা চূর্ণ করে প্রবল বেগে সিইঁনীর মধ্য দিয়ে ম'কর্নের দিকে ছুটে চলেছিল। ঝড়ের বেগে অগ্রসরমান এই জর্মন পানৎসার নিজেদের অজ্ঞাতসারে দ্বিতীয় সাঁজোয়ার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটি বেড়া তুলে দিয়ে এগিয়ে চলে যায়। অতএব দ্বিতীয় সাঁজোয়ার একটি অংশকে দক্ষিণে সরে গিয়ে এ্যান নদীর অপর পারে রেথেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর দ্বিতীয় সাঁজোয়ার অন্য অংশকে অপ্রত্যাশিতভাবে সিইঁনী অভিমুখী-রাইনহার্টের পানৎসারের সম্মুখীন হতে হয়। এবং বাধ্য হয়ে এই অংশ সোজা উত্তরদিকে চলে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে নেতৃত্বের মারাত্মক ব্যর্থতার জন্য একটি শক্তিশালী সাঁজোয়া ডিভিশন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলল এবং সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অযোগ্য হয়ে গেল। যা আরো দুঃখজনক দ্বিতীয় সাঁজোয়ার এই করুণ অবস্থা জেনারেল জর্জ এবং ব্রুসের অগোচরেই রয়ে গেল। অতএব ফ্রান্সের তিনটি বর্মিত ডিভিশনের মধ্যে দুটির অতি করুণ বিনষ্টি ঘটল। বাকী রইল প্রথম বর্মিত। প্রথম বর্মিতের ভাগ্য জড়িত ছিল নবম আর্মির সঙ্গে। নবম আর্মির ইতিহাস আলোচনা করলেই মেউজের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে।

২৭

ফরাসী প্রত্যাঘাত : জর্মন ভেদন
মেউজের যুদ্ধে—নবম আর্মি

ইতিপূর্বে ১৪ মের প্রত্যূষে ফরাসী প্রত্যাঘাতের একটি প্রয়াস আমরা লক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি এক ব্যাটালিয়ন মোটরায়িত ড্রাগনের আক্রমণের ফলে ওল্য ওয়াস্তিয়া অধিকৃত হয়েছিল কিন্তু পদাতিক বাহিনী মোটরায়িত বাহিনীকে অনুসরণ না করায় শেষ পর্যন্ত এই সাফল্য কাজে আসেনি। তাছাড়া ফরাসী সামরিক মতবাদ অনুযায়ী জেনারেল কোরার নির্দেশে এই সাফল্য নিরর্থক হয়ে যায়। জেনারেল কোরা এই বাহিনীকে শত্রুর আক্রমণের বেগধারণের জন্য পশ্চাতের একটি রেখায় হঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং যে মুহূর্তে প্রত্যাঘাত হলে সফলতা প্রায় সুনিশ্চিত ছিল, সেই মুহূর্তেই বেগধারণের রেখায় সরে যাওয়ার অর্থ ছিল প্রায় শত্রুর মেউজ অতিক্রমণ নিষ্কণ্টক করার সমতুল্য। কারণ তখনও রোমেলের ট্যাঙ্ক মেউজ অতিক্রম করেনি, তখনও কঠিন আঘাত হানলে জর্মন সেতুমুখের বিস্তৃতি সম্ভব হত না। কিন্তু প্রত্যাঘাতী বাহিনীর বেগধারণের রেখায় পিছু হঠে যাওয়ার অর্থ হল রোমেলকে জর্মন ট্যাঙ্ক মেউজের অপর পারে নিয়ে আসার সময় দেওয়া।

১৪ মে সকালবেলা রোমেলের এন্‌জিনিয়াররা বুভিন-এ একটি নৌকার সেতু তৈরী করে। সেই সেতুর উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি মেউজ পেরোতে শুরু করে। রোমেলের পরিকল্পনা ছিল : প্রধানত নদীর পশ্চিমের উচ্চতা ফরাসী কবলমুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-পশ্চিমে অনাই অধিকার করা। সামরিক দিক থেকে অনাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনাই অধিকৃত হলে ২৫ মাইল দূরবর্তী ফিলিপভিল বিজয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক দূর হবে। মেউজের অপর পারে জর্মন ট্যাঙ্ক নিয়ে আসার পূর্বেই রোমেলকে ঠেকাতে না পারার কঠিন মূল্য দিতে হল ফরাসী বাহিনীকে। কারণ ট্যাঙ্ক নিয়ে আসার পর অনন্যসাধারণ উদ্যমী ও পরাক্রান্ত রোমেলকে খণ্ড খণ্ড ফরাসী প্রতিরোধী পকেটের পক্ষে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব হল। কিন্তু কয়েকটি

ফরাসী ইউনিট অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে রোমেলের পানৎসারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং এদের প্রতিরোধ স্তব্ধ করতে রোমেলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। এমনকি রোমেল স্বয়ং অতি অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। ফরাসী ইউনিটের দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে সকাল থেকে অনাই দখল করার লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত অনাই অধিকার করতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়।

ফরাসী প্রতিরোধের দুর্বলতার অন্য কারণ জর্মন বিমানের নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ। এই জর্মন বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে ফরাসী বিমানবহরের কোনো উত্তর ছিল না। জর্মন বোমায় ফরাসী কমাণ্ডশৃঙ্খল চূর্ণ হয়ে যায়। বোমাবর্ষণে টেলিফোন ও রেডিও উভয়েই অকেজো হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন কমাণ্ডশৃঙ্খল, পানৎসারের দুরন্ত বেগ, এবং শত্রুর নিরন্তর বোমাবর্ষণ প্রতিরোধী ফরাসী বাহিনীর মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। এই আতঙ্কে অষ্টাদশ ডিভিশন ভেঙে পড়ে। অতএব সন্ধ্যা নাগাদ রোমেল অনাই ও মরভিল অধিকার করে ফিলিপভিলের অর্ধেক পথ এগিয়ে গেলেন।

যে ডিভিশনটির প্রতিরোধ চূর্ণ করতে রোমেলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল—সেটি ছিল জেনারেল সঁসেলমের অধীনস্থ চতুর্থ আফ্রিকান ডিভিশন। নবম আর্মির সৈন্যদলের মধ্যে এই ডিভিশনটির যুদ্ধক্ষমতা অতি উচ্চ মানের ছিল। এই ডিভিশন ও প্রথম বর্মিতের সমন্বিত প্রত্যাঘাত রোমেলের পক্ষে মারাত্মক হত। কিন্তু প্রথম সাঁজোয়াকে পাঠানোয় দীর্ঘসূত্রিতা এবং তারপরও প্রকৃত লক্ষ্যস্থল ও কমাণ্ডের অনিশ্চয়তায় এই সমন্বয় সম্ভব হয়নি। এককভাবে এই ডিভিশনটির উপর আক্রমণাত্মক ভূমিকা ন্যস্ত হলেও হয়তো রোমেলের পক্ষে অগ্রসর হওয়া অনায়াসসাধ্য হত না। কিন্তু পিছু হঠে আত্মরক্ষাত্মক নতুন রেখায় শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য কোরার আদেশ ফরাসী সৈনিকের আত্মপ্রত্যয় বাড়ায়নি। পিছু হঠে আত্মরক্ষাত্মক রেখায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ এবং ক্রমাগত লুফ্‌ট্‌হ্বাফের নির্বাধ বোমাবর্ষণ অষ্টাদশ ডিভিশনের মনোবল ভেঙে দেয়। চতুর্থ উত্তরআফ্রিকান ডিভিশন এবং প্রথম হালকা অশ্বারোহী দল দ্বারা বলীয়ান হয়েও অষ্টাদশ ডিভিশনের ভাঙা মনোবল জোড়া লাগেনি। সুতরাং চতুর্থ উত্তরআফ্রিকান ডিভিশনের সাহসিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও রোমেল অনাই অধিকার করে ফিলিপভিলের পথে এগিয়ে যান।

ইতিমধ্যে তিনটি জর্মন পদাতিক ডিভিশন মেউজ অতিক্রম করেছে। এই তিনটির অন্যতম—৩২ পদাতিক ডিভিশন কয়েকটি মাত্র হালকা ট্যাঙ্ক

নিয়ে একাদশ কোরের ২২ ডিভিশনকে আক্রমণ করে। কারণ মেউজের তীরে রিজে রক্ষার দায়িত্ব ছিল এই ডিভিশনটির উপর। কিন্তু এই ডিভিশন মেউজের তীর রক্ষার কঠিন সংকল্প নিয়ে একেবারেই যুদ্ধ করেনি। কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে লড়েছিল মাত্র। ঠিক তারপরই এই ডিভিশনের চীফ্-অভ্-স্টাফ্ ডিভিশনের কমাণ্ডারের অনুপস্থিতিতে ছয় মাইল পিছু হঠে যাওয়ার হঠকারী সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত ২২ ডিভিশনের ভাঙনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। যদিও ক্রুদ্ধ নবম আর্মির কমাণ্ডার প্রত্যাঘাতের নির্দেশ দেন কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যে পরিণত করার আর সময় ছিল না। শুধু সময় ছিল না তাই নয়, উপায়ও ছিল না।

অতএব ১৪ মের সন্ধ্যানাগাদ অষ্টাদশ ও দ্বাবিংশ ডিভিশন সম্পূর্ণ ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু একাদশ কোরের এই ভাঙনের মুখে এই কোরের অধিনায়ক জেনারেল মার্ত্যা বুখে দাঁড়াতে পারেননি। তিনিও অন্যান্য ফরাসী অধিনায়কদের মতো সহজ পথই বেছে নিয়েছিলেন। তিনিও পিছু হঠার আদেশ দিলেন। এই আদেশ ধ্বংসোন্মুখ একাদশ কোরকে পুরোপুরি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু পিছু হঠাও তখন অত্যন্ত কঠিন ছিল, বিশেষত যখন রোমেলের পানৎসার বাহিনী একাদশ কোরের পিছনে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। অগ্রগতি নির্বাধ হওয়ায় দুরন্ত বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল রোমেলের পানৎসার বাহিনীতে। অতএব রাত্রির প্রথম যামে পানৎসার বাহিনী ফিলিপভিলের পথে আর্তে পৌঁছে গেল। তার অর্থ হল এই যে, রোমেলের সেতুমুখের গভীরতা হল এখন ৭ মাইল। এই বিরাট সাফল্যের জন্য রোমেলকে যে সামান্য মূল্য দিতে হল তার সমস্ত লজ্জা প্রায় বিনাযুদ্ধে পর্যুদস্ত একাদশ কোরের। এই ৭ মাইল গভীর সেতুমুখ প্রতিষ্ঠায় রোমেলের বাহিনীর ৩০ জন অফিসার ৭ জন নন্-কমিশন্‌ড্ অফিসার এবং ৪১ জন জওয়ান নিহত হয়।

জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধে নবম আর্মির ১০২ দুর্গ ডিভিশনের* নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ডিভিশনটি মেউজ তীরবর্তী মঁতের্মেতে ছিল। এর নিখুঁত গোলাবর্ষণ অন্য তীরের জর্মন জেনারেল কেম্প্‌ফের মেউজ অতিক্রমণ বিলম্বিত করে দিয়েছিল। কিন্তু জর্মন বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা তাদের সাধ্যাতীত ছিল কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মডেলের কামান নিয়ে জর্মনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল; তাছাড়া ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানও

* Fortress division—দুর্গরক্ষী ডিভিশন

তাদের ছিল না। সর্বোপরি লুফ্ট্‌ওয়াফের নভাধিপত্য তো ছিলই। অতএব জর্মন বাহিনীর মেউজ অতিক্রমণ মঁতের্মেতেও বন্ধ হল না। মেউজ নদীর উভয়তীরেই জর্মন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। ফরাসী প্রত্যাঘাত হল না। ১৪ মে রাত্রিতেও প্রত্যাঘাতের তোড়জোড় চলেছে। অথচ ফরাসী প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়নি, এমনকি ১৫ মের উষাকালেও প্রথম সাঁজোয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি। ১৩ মের প্রভাতে দুটি সেনাবাহিনী দুটি বিপরীত আশা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল। ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর আশা ছিল তাঁরা প্রত্যাঘাতের দ্বারা মেউজ অতিক্রান্ত অতি ক্ষুদ্রায়তন জর্মন বাহিনীকে যে পথ দিয়ে ওরা এসেছে সে পথ দিয়েই ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে পারবে। জর্মন সেনাপতিদের আশা ছিল যে তাঁরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা যে অনিশ্চিত ও সংকীর্ণ সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করেছে তাকে ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় প্রসারিত করতে পারবে; তারপর সেতুবদ্ধ মেউজের উপর দিয়ে জর্মন পানৎসার ও অনুগামী পদাতিক বাহিনীকে অপর তীরে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের মর্মমূলে আঘাতের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব হবে। জর্মন প্রত্যাশা শুধু পূর্ণই হয়নি; যে সার্থকতা তারা ১৪ মে অর্জন করেছিল, তা জর্মন সেনাপতিদের পক্ষেও সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ছিল।

কিন্তু ১৪ মের বিশৃঙ্খল ফরাসী পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা তখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। দীর্ঘ রেখায় অগ্রসরমান জর্মন পানৎসার ও পদাতিক বাহিনীর অন্তর্বর্তী ফাঁক তখনও ভরাট হয়ে যায়নি। নবম আর্মির শক্তিশালী প্রত্যাঘাতী অস্ত্র প্রথম সাঁজোয়া তখনও অটুট। অতএব ১৫ মেতেও ফরাসী বাহিনীর পক্ষে বিপর্যয় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা মনে হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা ১৪ মের গভীর রাত্রিতেই বিনষ্ট হয়ে গেল। ঘটনাটির দুটি ভাষ্য থাকলেও ফলাফল একই হয়েছিল।

জেনারেল রতঁর ভাষ্য অনুযায়ী ১৪ মে রাত্রি দুটোয় জেনারেল কোরা জেনারেল বিলোৎকে ফোন করে একটি প্রস্তাব দেন: "মেউজ রেখায় জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অসম্ভব। সুতরাং তাঁর বাহিনীকে ফরাসী সীমান্তের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।"* ডাইল পরিকল্পনা অনুসরণ করে পাঁচ দিন পূর্বে কোরার আর্মি মেউজ রেখায় অগ্রসর হয়েছিল। এই পাঁচ দিনে নবম আর্মির নিদারুণ বিপর্যয়

---

* Roton-Années Cruciales 1939-40 পৃঃ ১৬৬

ঘটেছে। আকাশে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের আধিপত্য রোমেলের সেতুমুখের ক্রমবর্ধমান স্ফীতি এবং গুডেরিয়ানের প্রচণ্ড অগ্রগতি কোরার নবম আর্মির ভয়ংকর সংকট নিয়ে এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কোরা এই সংকট সমাধানের যে প্রস্তাব করলেন তাতে শুধু সংকট ঘনীভূতই হল না, নবম আর্মি একেবারে ভেঙে গিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ল। বিলোত এই প্রস্তাবের নীতিগতভাবে কোনো আপত্তি তোলেননি কিন্তু একেবারে সীমান্তে সরে যাওয়ার আগে বিলোত একটি মধ্যবর্তী অপেক্ষারেখার প্রস্তাব করেন। সেই রেখাটি ওয়াদলকুর-মারিয়েমবুর্গ-রোক্রোয়া-সিইঁনীলাবাইর মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। অপরদিকে জেনারেল ভেরঁর ভাষা হল : জেনারেল কোরা কিংবা মার্ত্যাঁ যে পশ্চাদপসরণ রেখার প্রস্তাব করেন জেনারেল বিলোৎই তার চেয়ে আরো পিছনে ওয়াদলকুর-মারিয়েমবুর্গ-রোক্রোয়া-সিইঁনী লাবাই রেখায় হঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন।"* যে ভাষ্যই ঠিক হোক্ না কেন, ফরাসী সীমান্ত ও মেউজের অন্তর্বর্তী অপেক্ষারেখায় অবস্থান শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়নি। যা সুনিশ্চিত হয়েছিল তা হল নবম আর্মির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে পশ্চাদপসরণ পরাজয়ের সূচনা নয়। বরং অনেক সময় পরিকল্পিত পশ্চাদপসরণ বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। মার্নের বিজয়তো একটি পরিকল্পিত সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণের সময় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পশ্চাদপসরণ কার্যকরী হতে হলে তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল হওয়া প্রয়োজন। নতুবা পশ্চাদপসরণপর সৈন্যদলের সঙ্গে পলায়নপর সৈন্যদলের কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু নবম আর্মির মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল এবং বিশৃঙ্খলাও চরমে উঠেছিল। সুতরাং এই অবস্থায় নবম আর্মির পক্ষে পশ্চাদপসরণ পলায়নের নামান্তর হয়ে দাঁড়াল। পশ্চাদপসরণপর নবম আর্মির বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠার অন্য কারণও ছিল। প্রথমত, জেনারেল মার্ত্যাঁর একাদশ কোরকে ফ্লোরেন অঞ্চলে সরে যাওয়ার নির্দেশ ; দ্বিতীয়ত, অন্তর্বর্তী অপেক্ষারেখায় নবম আর্মির সাময়িক স্থিতির এবং পরে ফরাসী সীমান্তরেখায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ সমন্বিত হয়নি। ফলত, কোনো সৈন্যদল ফ্লোরেন অঞ্চলে সরে যাওয়ার নির্দেশ পেল, কোনো সৈন্যদল পেল অপেক্ষারেখায় স্থিতির, অন্য সৈন্যদল পেল ফরাসী সীমান্তরেখায় ফিরে যাওয়ার এবং কোনো কোনো দলের নিকট কোনো আদেশই পৌঁছল না।

---

* Général Veron-এর সাক্ষ্য Evenements V পৃঃ ১২২৫

এই পরিস্থিতিতে সুশৃঙ্খল, সুসংহত পশ্চাদপসরণের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। বিশেষত, যখন লুফ্‌ট্‌হ্বাফের প্রবল বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে ফরাসী বিমান বাহিনীর কোনো উত্তর ছিল না। জেনারেল কোরা অবশ্য ফরাসী বিমানের ছত্রছায়ার অন্তরালে পশ্চাদপসরণের জন্য জেনারেল দাস্তিয়ের কাছে বায়ু সমর্থন চেয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় আর্মিকে সমর্থনের জনাই দাস্তিয়ের বায়ুশক্তি নিযুক্ত হয়েছিল, কোরাকে সাহায্য করার মতো অবস্থা দাস্তিয়ের ছিল না। তবু তিনি কিছু বায়ু সমর্থন দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কোরার পশ্চাদপসরণপর ফৌজের বিশৃঙ্খলা এমনই মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে ঠিক কোথায় তাঁর বায়ুসমর্থন প্রয়োজন তিনি তাও বলতে পারেননি।

সুতরাং এই বিশৃঙ্খল, প্রায় উদ্দেশ্যহীন ও ভেঙে-পড়া নবম আর্মির উপর বিজয়ীর দৃপ্ত উদ্যমে রোমেলের পানৎসার ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৪ মে রোমেলের পানৎসার যেখানে এসে বিশ্রাম করেছিল সেখান থেকে কোরার অপেক্ষারেখা ছিল মাত্র বার মাইল দূরে। সুতরাং রোমেলের পানৎসার অল্প সময়ের মধ্যে এই অপেক্ষারেখায় পৌঁছতে পারত। ১৫ মে আরও একটি কারণে রোমেলের বিশেষ সুবিধা হয়ে যায়। কারণ লুফ্‌ট্‌হ্বাফে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিল ওই দিন রোমেলের প্রয়োজনীয় স্টুকা সমর্থন মিলবে। এই অবস্থায় বিশৃঙ্খল নবম আর্মির বিরুদ্ধে রোমেলের পানৎসার অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পানৎসারের বাহিনীর প্রতি রোমেলের আদেশ ছিল, ফিলিপভিলের আট মাইল পশ্চিমে সোজা সেরফঁতেইন অঞ্চলে এগিয়ে যাওয়ার; স্টুকার প্রতি আদেশ ছিল পানৎসার যে পথে এগিয়ে যাবে সেই পথে শত্রুর আর্টিলারি কিম্বা ট্যাঙ্কের প্রতিরোধ স্তব্ধ করে দেওয়ার। এভাবে স্টুকা ও পানৎসারের সমন্বিত আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে রোমেলের পানৎসার ফ্লাভিয়'র কাছাকাছি ফরাসী প্রথম সাঁজোয়ার সম্মুখীন হল।

নিখুঁত ভাবে সজ্জিত না হলেও ফরাসী প্রথম সাঁজোয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ডিভিশন তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। অবশ্য রোমেলের পানৎসার বাহিনীতে ট্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্য ছিল। রোমেলের ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২২৮ প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশনের ছিল মাত্র ১৫০টি ট্যাঙ্ক। তবু রোমেলের পানৎসারের তুলনায় প্রথম সাঁজোয়া হীনবল ছিল একথা বলা চলে না। কারণ প্রথম বর্মিতের অর্ধেক ট্যাঙ্ক ছিল ভারী বি মডেলের, অবশিষ্ট ছিল হাল্কা এইচ্ মডেলের। সুতরাং ট্যাঙ্কের ওজন ও দুর্ভেদ্যতার কথা স্মরণ রাখলে সংখ্যার ন্যূনতা সত্ত্বেও জেনারেল ব্রুনোর প্রথম সাঁজোয়া ও

রোমেলের পানৎসার প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু ট্যাঙ্কের সংখ্যাল্পতা আসলে খুব বড় কথা নয়। প্রথম বর্মিতের বিভিন্ন ট্যাঙ্কের মধ্যে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। যখন যুদ্ধ বাধে তখন প্রথম সাঁজোয়ার সম্মিলন কেন্দ্র নির্দিষ্ট হয়েছিল মেউজ থেকে নব্বুই মাইল দূরে শার্লরোয়ায়। রোমেলের পানৎসারকেও প্রায় এতটা পথ অতিক্রম করেই মেউজে আসতে হয়েছিল। ১২ মে রাত্রি নাগাদ ব্রুনো শার্লরোয়ার কাছাকাছি লাঁবুজারে তাঁর কমাণ্ড পোস্ট স্থাপন করেন। কিন্তু তখনও রণাঙ্গনের কোন অংশে প্রথম সাঁজোয়াকে নিয়োগ করবেন সে বিষয়ে জেনারেল জর্জ মনস্থির করতে পারেননি। প্রথম সাঁজোয়াকে কি কোরাকে দেবেন না জ্ঁ্যাব্রু ফাঁকের দিকে পাঠাবেন? শেষ পর্যন্ত জেনারেল ব্রুনো ১৩ মের মধ্যরাত্রি নাগাদ জেনারেল মার্তঁ্যার একাদশ কোরের সহায়তার জন্য ফ্লোরেন অঞ্চলে যাওয়ার প্রাথমিক নির্দেশ পান। কিন্তু এই আদেশ ফলপ্রসূ হতে আরো অনেক সময় লেগে যায়। পলায়নপর সৈন্য ও নাগরিকদের দ্বারা পথ এমন জমাট হয়ে ছিল যে সেই ভিড় ঠেলে ফ্লোরেন অঞ্চলে এগোনো সোজা কাজ ছিল না। ১৪ মে মধ্যরাত্রির আগে ব্রুনো ফ্লোরেনের সম্মিলন বিন্দুতে তিন ব্যাটালিয়ন ট্যাঙ্কের বেশি একত্রিত করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি পেট্রোলের ট্যাঙ্কগুলি তাঁর ডিভিশনের পিছনে রেখে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। কারণ পেট্রোল ভর্তি গাড়িগুলি পিছনে থাকায় সম্মুখের ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভর্তি করতে দেরি হয়ে যায়। সুতরাং ১৫ মের সকালেও প্রথম সাঁজোয়া আক্রমণ করার মতো অবস্থায় ছিল না। অথচ জেনারেল কোরা চেয়েছিলেন ব্রুনো ১৪ মের সন্ধ্যায় প্রতি-আক্রমণ করেন। তিনি টেলিফোনে বলেন* 'ব্রুনো, আপনার যা আছে তা নিয়ে আজ সন্ধ্যায়ই প্রত্যাক্রমণ করতে হবে। এই আমার আদেশ।' কোরার পক্ষে আদেশ দিতে কোনো বাধা ছিলনা কিন্তু ১৪ই সন্ধ্যায় সেই আদেশ কার্যে পরিণত করা ব্রুনোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং কোরার আদেশ সত্ত্বেও ১৪ই প্রত্যাক্রমণ সম্ভব হয়নি। ১৫ই প্রভাতে ব্রুনোর ট্যাঙ্ক জ্বালানি সংগ্রহ করলেও, যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। সুতরাং ১৫ই প্রভাতে রোমেল বর্ণিত 'সংক্ষিপ্ত সংঘাতের' প্রাক্কালে প্রথম সাঁজোয়া যখন জ্বালানি সংগ্রহ রত অপ্রস্তুত অবস্থায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে স্টুকা গোত্তা খেয়ে বোমা ফেলতে লাগল। তারপর বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ ব্রুনোর দুই ব্যাটালিয়ন ভারী 'বি' ট্যাঙ্ক রোমেলের সপ্তম পানৎসার দ্বারা

---

* **Général Bruneau**র সাক্ষ্য : **Evenement V** পৃঃ ১১৭২-৭৩

আক্রান্ত হয়। কিন্তু তখনও ব্রুনোর ট্যাঙ্ক জ্বালানি নিচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চলে এবং এই যুদ্ধে ফরাসী ভারী 'বি' ট্যাঙ্কের দুর্ভেদ্যতা প্রমাণিত হয় কারণ জর্মন ৩৭ এম. এম কামানের গোলা এই ট্যাঙ্কের ইস্পাতের বর্ম ছিন্ন করতে পারেনি। সুতরাং এই ট্যাঙ্ক যুদ্ধের জন্য ফরাসী বি ট্যাঙ্ক যদি প্রস্তুত থাকত অর্থাৎ জ্বালানি সংগ্রহ করে যুযুৎসু হয়ে থাকত তবে রোমেলের পানৎসারের দুরন্ত গতিবেগ ব্যাহত হত। বহু বি ট্যাঙ্ক জ্বালানির অভাবে সম্পূর্ণ অকেজো হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই সব ট্যাঙ্ক জর্মনদের হস্তগত হওয়ার ভয়ে ফরাসীরাই নিজেদের ট্যাঙ্কে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও একটি ফরাসী ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রন প্রত্যাঘাত হেনে রোমেলের পানৎসারকে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু রোমেল সংঘর্ষে লিপ্ত না থেকে হঠাৎ তাঁর পানৎসারকে পার্শ্ব অতিক্রমী সঞ্চালন করে পশ্চিমে মোড় ফিরিয়ে দিলেন। প্রথম সাঁজোয়াকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করার জন্য তিনি সপ্তম পানৎসারের অগ্রগতি বিলম্বিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেননি। কারণ রোমেলের সপ্তম পানৎসারের পিছনে পঞ্চম পানৎসার দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল। সুতরাং পঞ্চম পানৎসারের উপরই প্রথম সাঁজোয়ার মোকাবিলার ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি তার পশ্চিমী অগ্রগতি অব্যাহত রাখা সমীচীন মনে করেছিলেন। একটি পানৎসার ডিভিশনের বিরুদ্ধে প্রথম সাঁজোয়াকে দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকলেও ক্রমাগ্রসরমান দুটি পানৎসারের বিরুদ্ধে প্রথম সাঁজোয়ার বিজয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা। বেলা দুটো নাগাদ ব্রুনো বুঝতে পারেন, রোমেল তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন। সুতরাং তিনি তাঁর সাঁজোয়াকে মেতে-ওরে-ফ্লোরেন রেখায় পিছু হঠে যেতে বলেন। কিন্তু পিছু হঠে যাওয়াও তখন সহজ ছিল না কারণ অধিকাংশ ট্যাঙ্কই তখন যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল। প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিযুক্তি অত্যন্ত কঠিন। যুদ্ধবিযুক্তি হতে বিকেল গড়িয়ে গেল—এবং নতুন পশ্চাদপসরণের রেখায় ব্রুনোর প্রথম সাঁজোয়া যখন ফিরে গেল তখন প্রথম সাঁজোয়ার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। একমাত্র পাঁচিশ হালকা ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়নটি মোটামুটি অটুট ছিল। অতএব প্রত্যাঘাতী শক্তি হিসাবে প্রথম বর্মিতেরও বিলুপ্তি। রাত্রির অন্ধকারে প্রথম বর্মিতের বাকী অংশ ফরাসী সীমান্তের পিছনে সল্‌র-ল্য-শাতোতে চলে যায়। অতএব এভাবে প্রায় বিনাযুদ্ধেই ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রত্যাঘাতী অস্ত্র—তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশনই-শেষ হয়ে যায়। ফরাসী সেনানায়কদের এই প্রত্যাঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের কৌশল জানা ছিলনা। তৃতীয় সাঁজোয়ার মত প্রথম বর্মিতকে

খণ্ড খণ্ড করে যুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছিল, গোটা বাহিনীকে সংহত করে প্রবল প্রত্যাঘাত করা হয়নি. সুতরাং সপ্তম ও পঞ্চম প্যানৎসারের প্রচণ্ড ধাক্কার সম্মুখে প্রথম সাঁজোয়া ভেসে যাবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সাঁজোয়া ডিভিশনকে ব্যবহারের কৌশল না জেনেও ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী যদি সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন তাহলেও এই পাশুপত অস্ত্রের এই করুণ অবস্থা হতনা। তাঁরা তা করেননি। ফরাসী হাইকমাণ্ডের কাছে তৎপরতা আশা করা হাতীর কাছে ঘোড়ার গতিবেগ আশা করার মতো। ১৩ মে ব্রুনো দিনাঁয় উপস্থিত হতে পারলে প্রত্যাঘাত সম্পূর্ণ সফল হতে পারত কারণ তখনও রোমেলের অধিকৃত সেতুমুখ সংকীর্ণ। কিন্তু ১৫ মে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে : একাদশ কোরের দুটি ডিভিশন বিপর্যস্ত ; রোমেলের সেতুমুখ আরো প্রসারিত ; এবং সপ্তম ও পঞ্চম পানৎসার দুর্বার বেগে পশ্চিমে প্রবহমান। ফরাসী হাইকমাণ্ড তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র—তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশন—এই প্রমত্ত ইস্পাতের ঝড়ের মুখে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিয়ে এই ঝড়কে রোধ করার ছেলেমানুষী খেলা খেলেছিলেন মাত্র। তিনটি ফরাসী সাঁজোয়া ডিভিশনই মেউজের যুদ্ধে ভেঙে যাওয়ায় আর কোনো প্রত্যাঘাতী অস্ত্র অবশিষ্ট রইল না। দ্য গলের নেতৃত্বে পরে অবশ্য আর একটি সাঁজোয়া ডিভিশন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে সেই মুহূর্তে গঠিত এই সাঁজোয়া ডিভিশন নিয়ে দ্য গলের পক্ষেও আর কিছু করার ছিলনা। ফরাসী সেনানায়কেরা সাঁজোয়া ডিভিশন-গুলিকে পদাতিক বাহিনীর অঙ্গীভূত করে এদের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন। ফলত এদের বিপুল আক্রমণাত্মক সম্ভাবনাকে কোনো মূল্যই দেওয়া হয়নি। জর্মন পানৎসার যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে ঝড়ের বেগে এগোতে থাকে, তখন বিহ্বল, বিমূঢ় ফরাসী সেনাপতিরা প্রায় না বুঝে এই ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রয়োগ করেন। গুডেরিয়ানের গাণ্ডীব ব্যবহারের যোগ্যতা ফরাসী সেনাপতিদের ছিলনা।

শক্তিশালী প্রথম সাঁজোয়া চূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর নবম আর্মির ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ল। অবশ্য প্রথম সাঁজোয়া বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই রোমেল পাশ কাটিয়ে পশ্চিমে ফিলিপভিলের পথে এগিয়ে গেছেন। পানৎসার বাহিনীর এই অতি দ্রুত অগ্রগতিতে নবম আর্মির নরম পাঁজর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ফরাসী নবম আর্মির একটি ইউনিটের দুর্দশার বর্ণনা রোমেল* স্বয়ং দিয়েছেন : "একটি ফরাসী ইউনিটের অসংখ্য কামান

* Rommel Papers—To Lose ও Battleএ উদ্ধৃত পৃঃ ৩০৩-৩০৪

ও গাড়ি পড়ে আছে, আমাদের ট্যাঙ্ক আসছে দেখে চালকেরা সোজা ঝোপে ঝাড়ে গিয়ে ঢুকেছে। সম্ভবত ইতিপূর্বে আমাদের গোত্তা খাওয়া বিমান আক্রমণে এরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিরাট বিরাট গর্তের জন্য আমাদের কয়েকবার বনপথে ঘুরে যেতে হল। ফিলিপভিলের তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে ফিলিভপভিলের বন ও পাহাড়ে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যের সঙ্গে স্বল্পকাল গোলাবিনিময় হয়। আমাদের ট্যাংকগুলি উপরের বুরুজ* বাঁয়ে ঘুরিয়ে চলন্ত অবস্থায়ই এই যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই শত্রুকে নীরব করে দেয়।” মধ্যাহ্নের মধ্যে রোমেল ফিলিপভিল দখল করে এগিয়ে যান আরো ছয় মাইল দূরে সেরফঁতেইনে। এর ফলে ফ্রান্সের সীমান্তে নবম আর্মির যে অপেক্ষারেখা নির্ধারিত হয়েছিল, নবম আর্মি সেখানে পৌঁছোবার আগেই রোমেল সেই রেখা ছিন্ন করে দিলেন। রোমেলের পানৎসার রাত্রিতে সেরফঁতেইনে পৌঁছে যায়। এই অগ্রগতির লাভক্ষতির ১৫ মের হিসাব হল : রোমেলের পানৎসার সতেরো মাইল অতিক্রম করেছে, ৪৫০ জন ফরাসী সৈন্যকে বন্দী করেছে, ৭৫টি ফরাসী ট্যাংক ধ্বংস অথবা অধিকার করেছে এবং নবম আর্মির প্রত্যাঘাতী অস্ত্র প্রথম সাঁজোয়াকে অকেজো করে দিয়েছে। বিনিময়ে মাত্র ৫০ জন জর্মন সৈন্য নিহত হয়েছে। অবিশ্বাস্য সাফল্য!

এবার নবম আর্মির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৪১ কোরের দিকে তাকানো যাক্। আমরা দেখেছি ৪১ কোরের ১০২ দুর্গডিভিশন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রথম দিকে জর্মন পানৎসারের প্রতিরোধ করেছিল। অথচ এদের প্রতিও পিছু হঠার নির্দেশ আসে। কিন্তু ৪১ কোরের অন্তর্গত উভয় ডিভিশনের পক্ষেই (১০২ ও ৬১) রোক্রোয়া-সিইঁনী-লাবাই রেখার পিছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ পালন করা কঠিন হল। কেননা ১০২ দুর্গডিভিশনের যানবাহন বিশেষ ছিল না এবং ৬১ ডিভিশনের গাড়ির সংখ্যাও ছিল অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং যানবাহনের অভাবগ্রস্ত এই ডিভিশন দুটিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ এদের ভাঙনের মুখে এগিয়ে দেওয়া। ৪১ কোর শত্রুর সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধরত অবস্থা থেকে এই কোরের বিযুক্তিকরণও সহজ ছিলনা। ১৫ মে ষষ্ঠ পানৎসার, অষ্টম পানৎসার এবং জর্মন দ্বিতীয় ও দ্বাবিংশ পদাতিক বাহিনী মেউজ অতিক্রম করে ৪১ কোরকে আক্রমণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিরোধের পরিবর্তে

* Turret

পশ্চাদপসরণের নির্দেশ পৌঁছে গেছে ৪১ কোরের কাছে। কিন্তু যানবাহনের অভাবের জন্য মঁতের্মে সেজিয়ের খণ্ড থেকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ ৪১ কোরের পক্ষে সম্ভব হলনা। মেউজ অতিক্রান্ত রাইনহার্টের দুটি পানৎসার ডিভিশন অতি দ্রুত ১০২ ও ৬১ ডিভিশনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। বাস্তবিক পক্ষে পুরনো অস্ত্রে সজ্জিত ও যানবাহনহীন ৪১ কোর ও অষ্টম পানৎসারের সম্মুখীন হওয়ার পর ওই একটি পরিণামই সম্ভব ছিল। ফরাসী সৈন্যরা তাঁদের কামান, মেসিনগান এমনকি রাইফেল পর্যন্ত ফেলে যঃ পলায়তি স জীবতি এই নীতি অনুসরণ করল। আত্মসমর্পণ করল জর্মন ট্যাঙ্কের সম্মুখীন হওয়া মাত্র। ৪১ কোরের পলায়নপর সৈন্যদের ভাঙা মনের বর্ণনা করেছেন ষষ্ঠ পানৎসারের সঙ্গে সফররত কর্নেল ফন স্টাকেলবের্গ। তিনি ষষ্ঠ পানৎসারের বিপরীত দিক থেকে একটি ফরাসী স্তম্ভকে একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ সুশৃংখল অবস্থায় মার্চ করে আসতে দেখেন। কিন্তু* : "তাঁদের কোনো অস্ত্র ছিলনা এবং তাঁরা মাথা নিচু করে আসছিল। অরক্ষিত অবস্থায় তারা বন্দীত্ব স্বীকার করতে স্বেচ্ছায় মার্চ করে আসছিল। দেখলাম, এই প্রথম কম্প্যানির পিছনে আরো নতুন সৈন্যদল আসছে, আরো অনেক অনেক নতুন সৈন্যদল শেষ পর্যন্ত ২০,০০০ সৈন্য এই একটি মাত্র খণ্ডে আমাদের কোরের কাছে বন্দী হওয়ার জন্য মার্চ করে আসছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পোলাণ্ডের এবং সেখানকার সৈনিকদের কথা মনে পড়ে। এর ব্যাখ্যা মেলে না। ফরাসী ভূমিতে এই প্রথম যুদ্ধের পর মেউজের বিজয়ের এই বিরাট পরিণাম কি করে ঘটল ? এটা কিভাবে সম্ভব ? কেমন করে অফিসারসহ এই ফরাসী সৈন্যরা মাথা নিচু করে, সম্পূর্ণরূপে হতোদ্যম হয়ে প্রায় স্বেচ্ছাবন্দীত্ব স্বীকার করে নিতে পারল ?" ফরাসী সৈন্যের এই বিস্ময়কর ভাঙা মন অন্যত্রও স্টাকেলবের্গ লক্ষ্য করেছেন। যেখান দিয়ে রাইনহার্টের পানৎসার অতিক্রম করেছে, সেখানে সর্বত্রই ফরাসী-বাহিনীর এই অবর্ণনীয় দুর্গতি** : "রাস্তার সব জায়গায় ঘোড়া পড়ে আছে, পরিত্যক্ত মালপত্রের ওয়াগন থেকে বাক্স আছড়ে পড়ে ভেঙে গেছে এবং ভিতরের জিনিষপত্র রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। আরো আছে ছুড়ে-ফেলে-দেওয়া রাইফেল, ইস্পাতের হেলমেট, ঘোড়ার জিন ও অন্যান্য সাজসজ্জা। দেখলাম মৃত ফরাসী সৈন্য খানায় পড়ে আছে, সওয়ারহীন ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং গাড়ি, কামান, মৃত ঘোড়া জমে রাস্তায় রীতিমত একটি ব্যারিকেড তৈরী

* To Lose a Battle থেকে উদ্ধৃতি পৃঃ ৩০৮

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩০৮

হয়েছে।" এভাবেই ১০২ দুর্গ ডিভিশনের পরিসমাপ্তি ঘটল। পরদিন ১৬ মে এই ডিভিশনের কমাণ্ডার জেনারেল পোর্তজের বন্দী হলেন।

৪১ কোরের ৬১ ডিভিশনের অবসান ১০২ ডিভিশনের মতোই করুণ। রাইনহার্টের দ্রুতগতি পানৎসার ৬১ ডিভিশনের পার্শ্ব অতিক্রম করে এই ডিভিশনের হালকা যানবাহন দখল করে নেয়। তারপর এই ডিভিশন অন্যান্য ডিভিশনের মতোই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং গোটা ডিভিশনটি প্রায় উবে যায়। পরদিন ১৬ মে ৬১ ডিভিশনের জেনারেল ভোথিয়ে নবম আর্মির হেড-কোয়ার্টারে গিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য রিপোর্ট দেন*: "আমার ডিভিশনের আমিই একমাত্র লোক অবশিষ্ট রয়েছি।" ৪১ কোরের এই অভূতপূর্ব পরাজয় অস্বাভাবিক নয়। প্রথমত, ৪১ কোর কখনও সংহতভাবে যুদ্ধ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, কোরার পশ্চাদপসরণের নির্দেশ যানবাহনহীন এই কোরে চরম বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। ইতস্তত কোনো কোনো ফরাসী ইউনিট বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করলেও গোটা কোর একসঙ্গে জর্মনবাহিনীর সম্মুখীন হতে পারেনি।

৪১ কোরের এই দুর্দশা এই কোরের সাহায্যে প্রেরিত ৫৩ ডিভিশনেরও ভাঙন সম্পূর্ণ করে দেয়। ৫৩ ডিভিশনের ভাঙনের মূলে ছিল এই ডিভিশনের উপর ১৩ মের রাত্রির পরস্পর বিরোধী আদেশ-প্রত্যাদেশ, যার ফলে ১৪ মের প্রভাবে গোটা ডিভিশনটি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত গুডেরিয়ানের দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন এই ৫৩ ডিভিশনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সন্ধ্যানাগাদ জর্মন পানৎসার এ্যান নদীর তীরবর্তী রেথেল এবং আরো পশ্চিমে ম'কর্নে অধিকার করে নেয়। জর্মন আর্মি মেউজ অতিক্রম করে ৩৮ মাইল এগিয়ে এসেছে। জর্মন পানৎসার এখন অনায়াসে পারি কিম্বা চ্যানেলের দিকে নির্বাধ এগোবে। গুডেরিয়ানের চ্যানেল দৌড় এখন আর হার্ডলরেস নয়, নির্বাধ স্প্রিণ্ট।

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩০৯

২৮

১৫ মে : ফরাসী শিবির : কোরা অপসারিত

১৫ মের সকালবেলা বিলোত জেনারেল জর্জকে ফোন করেন* : "নবম আর্মির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন......দ্বিধাগ্রস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুটা প্রাণ-সঞ্চার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জেনারেল জিরো প্রাণবন্ত বলে খ্যাতি আছে। তিনিই এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়।" সন্ধ্যানাগাদ কোরাকে অপসারিত করে জেনারেল জিরোকে নবম আর্মির অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। কিন্তু যখন জিরো নবম আর্মির কমাণ্ডার হিসাবে এলেন তখন নবম আর্মির সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। জেনারেল বোফ্‌র জিরোকে 'আমাদের সবচেয়ে তেজস্বী কমাণ্ডার আখ্যা দিয়েছেন।' কিন্তু জিরো সম্পর্কে জেনারেল এ্যালানব্রুকের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি জিরোকে ডনকুইক্‌জোট বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু জিরো সম্পর্কে জেনারেল বোফ্‌রের প্রশস্তি মেনে নিলেও একথা বলা চলে যে জিরো যখন নবম আর্মির সৈনাপত্য গ্রহণ করেন তখন সেই আর্মিকে প্রতিরোধের জন্য দাঁড় করানো সম্ভবপর ছিলনা। নবম আর্মি তখন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং নবম আর্মির এই ভাঙা টুকরোগুলি একত্র জোড়া দেওয়া তো দূরের কথা এগুলি খুঁজে বার করাই জিরোর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। রাত্রিতে জিরো জেনারেল বিলোতকে যে পরিস্থিতির রিপোর্ট পাঠালেন তাতে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে** : "একাদশ আর্মি কোরের কোনো খবর নেই। সাঁসেলমের ডিভিশনের (চতুর্থ উত্তর আফ্রিকান) কিছু অংশ ফিলিপভিলের পশ্চিমে আছে বলে মনে হয়। ১৮ ও ২২ ডিভিশনের কোনো খবর নেই, মনে হয় এগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। ভাথিয়ের ডিভিশন (৬১) রোক্রোয়া ছেড়ে দ্বিতীয় অবস্থানের দিকে হঠে আসছে......আজ সকালে প্রথম সাঁজোয়া মেত্তে অঞ্চলে একটি আঘাত করেছে এবং ফিলিপভিল অঞ্চলে আর একটি আঘাত হানবে, কিন্তু আমি কোনো খবর পাইনি। আমার ধারণা পানৎসারের দ্রুত

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩১৯

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩১৯

অগ্রগতির জন্য অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।" নবম আর্মির বিভিন্ন অংশের বিশেষ কোনো খবর না পেলেও জিরো নতুন আদেশ দেন "ফরাসী সীমান্তে সুরক্ষিত মোবেইজ খণ্ডে নবম আর্মিকে নতুন অবস্থানে দাঁড়াতে হবে।" নবম আর্মির ধ্বংসাবশেষ যখন এই অবস্থানে এসে উপস্থিত হল তখন সেখানে নতুন ফরাসী সৈন্য থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে কোনো নতুন বাহিনী তো ছিলই না উপরন্তু সীমান্তে যে প্রতিরোধী দুর্গ নির্মিত হয়েছিল—সেই সব দুর্গের চাবি মেয়রদের হাতে দিয়ে এন্‌জিনিয়াররা ইতিমধ্যেই সরে পড়েছিলেন। তারপর অবশ্য মেয়ররাও এন্‌জিনিয়ারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অতএব চাবি পাওয়া গেল না এবং দরজা ভেঙে ওই সব দুর্গে প্রবেশ করতে হল। এই সর্বময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে জিরোর পক্ষে কোনো কিছু করার প্রশ্নই ছিলনা। তারপর মধ্যরাত্রিতে জিরোর কাছে যে খবর এসে পৌঁছল তা জিরোও ভাবতে পারেননি : জর্মন পানৎসার ম'কর্নেতে পৌঁছে গেছে। জিরোর হেডকোয়ার্টার ভ্যর্ভ্যা থেকে ম'কর্নের দূরত্ব মাত্র বার মাইল।

অতএব ১৫ সন্ধ্যানাগাদ মেউজের যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। মাত্র তিন দিন আগে জর্মনরা মেউজ অতিক্রমণের যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই তিন দিনে ফরাসী নবম আর্মি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় আর্মি সেদাঁয় গুডেরিয়ানের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি এবং উঁতজিজে গুডেরিয়ানের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে দ্বিতীয় আর্মিকে সেদাঁর দক্ষিণে চালনা করায় নবম আর্মির পার্শ্ব অরক্ষিত হয়ে যায়। তার উপর তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশনই প্রায় ভেঙে গেছে। পরবর্তীকালে সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য প্রদানকালে প্রথম সাঁজোয়ার কমাণ্ডার জেনারেল ব্রুনো সাঁজোয়া ডিভিশনগুলি ভেঙে যাওয়ার যে কারণ নির্দেশ করেন তা সন্দেহাতীত-ভাবে সত্য। তিনি বলেন : "খোলাখুলিভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই অস্ত্রটির ব্যবহার সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলনা। ট্যাঙ্ক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় হাইকমাণ্ড তা একেবারেই বুঝতে পারেননি।"*

অতএব জর্মনদের মেউজ অতিক্রমণের তিন দিনের মধ্যে মেউজের যুদ্ধে ফরাসীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। অধিকাংশ ফরাসী সামরিক ঐতিহাসিকদের মতে মেউজের যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ গোটা ফ্রান্সের যুদ্ধে পরাজয়। জেনারেল মেনু তার লুমিয়ের সুর যে বুইন নামক পুস্তকে লিখছেন** : "১৫ মে বিকেল চারটায় এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেল।" জেনারেল মেনুর

* Evénements V পৃঃ ১১৮১

** পৃঃ ১১

এই অভিমত অতিরঞ্জিত বলা চলেনা। কারণ ১৫ মের বিকেলে চ্যানেলের অভিমুখে ফ্রান্সের মর্মভেদী অভিযান গুডেরিয়ানের পক্ষে বাধাহীন হয়ে গেছে এবং গোটা মিত্রবাহিনীকে দ্বিখণ্ডিত করার জর্মন পরিকল্পনা প্রায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সের প্রত্যাঘাতী বর্মিত ডিভিশন নেই এবং মজুত ডিভিশনও নেই। এই অবস্থায় মাজিনো দুর্গশ্রেণীরক্ষী সৈন্যবাহিনী ও ডাইল পরিকল্পনা অনুযায়ী বেলজিয়াম-হল্যাণ্ডে প্রাগ্রসর মিত্রবাহিনীর মধ্যে গুডে-রিয়ানের অতি বেগবান পানৎসার একটি ইস্পাতের প্রাচীর তুলে দিয়ে ফ্রান্সের যুদ্ধকে একটি নিশ্চিত পরিণামের দিকে নিয়ে গেল।

১৫ মে গুডেরিয়ানের অগ্রগতি যখন অবাধ হল তখন দ্বিতীয় আর্মি কিংবা নবম আর্মি সংহত হয়ে জর্মন বাহিনীকে বড় ধরণের খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত করতে পারেনি। যুদ্ধ হয়নি বললেও কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত হয়না। মেউজের যুদ্ধ সম্পর্কে জেনারেল গুতারের মন্তব্য যথার্থ* : "(ফ্রান্স পরাজিত হয়েছে) প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ না করেই। কমাণ্ডারের দ্বারা পরিচালিত একটি আর্মি যুদ্ধ করেছে এমন নজীর কোথায় ? কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যাটালিয়নকে এবং সমর্থন-হীন কয়েকটি ট্যাঙ্ক কম্‌প্যানিকে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখা গেছে। তারপর পশ্চাদপসরণের সময় সব উবে যায়।"

কিন্তু মেউজের যুদ্ধে ফ্রান্সের এই লজ্জাকর বিপর্যয় ফ্রান্সের যুদ্ধে পরাজয়ে রূপান্তরিত হত না যদি রণাঙ্গনের কোনো অংশ ভেঙে পড়ার মতো হলে গতিশীল মজুত বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশ প্রবলীকরণের জন্য প্রস্তুত থাকত। নবম আর্মির ভাঙন সত্ত্বেও এই মজুত বাহিনী চ্যানেলাভিমুখে ধাবমান জর্মন পানৎসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত, হয়তো বা যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারত। প্রকৃতপক্ষে জর্জ এই জাতীয় একটি প্রস্তাব জেনারেল গামেল্যাঁর কাছে করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জেনারেল জিরোর বেগবান ৭ আর্মিকে এই গতিশীল বাহিনীরূপে মজুত রাখা। ভাঙনোন্মুখ নবম আর্মি ১৩ মে জিরো পরিচালিত এই গতিশীল সপ্তম আর্মি দ্বারা প্রবলীকৃত হলে ফ্রান্সের পরাজয় অপ্রতিরোধ্য হতনা। কিন্তু এ ধরণের একটি গতিশীল বাহিনী রণাঙ্গনের সম্ভাব্য কোনো অংশের ভাঙন রোধ করার জন্য মজুত রাখার চেয়ে গামেল্যাঁ এই মূল্যবান সপ্তম ব্রেডা আর্মিকে পরিবর্ত রূপায়নে নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কারণ হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ভেদ করে জর্মানির প্রধান আক্রমণ অগ্রসর হবে তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শত্রুর অভিপ্রায় সম্পর্কে ভুল ধারণা কোনো সেনাপতির পক্ষে অস্বাভাবিক, কিম্বা ক্ষমার অযোগ্য তা বলা চলেনা।

---

* A. Gautard ; 1940 : La Guerre des occasions Perdues পৃঃ ২৫৮

কিন্তু যা সম্পূর্ণ অভাবিতপূর্ব তা হল পাঁচশ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের পশ্চাতে কোনো গতিশীল মজুত বাহিনীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এই অতি দীর্ঘ রণাঙ্গনে শত্রু-আক্রান্ত বিভিন্ন বিন্দুর কোনো একটি স্থান ছিন্ন হলে সেই ছিন্ন অংশ জোড়া দেওয়ার জন্য বেগবান মজুতবাহিনী নির্দিষ্ট রাখা অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে সেনাবিন্যাসের প্রাথমিক কথা। অতি দৃঢ়সংবদ্ধ মাজিনো রেখায় ফরাসী সীমান্তের একটি অতি বৃহৎ অংশ সুরক্ষিত থাকায় ফরাসী সেনাপতি-মণ্ডলীর পক্ষে এই গতিশীল মজুত বাহিনী (masse de manoeuvre) নির্দিষ্ট রাখা আরো সহজ ছিল। গামেল্যাঁ তা রাখেননি। এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হতে পারে। গতিশীল মজুত বাহিনীর অনুপস্থিতি ১৬ মে চার্চিলকে হতবাক্ করে দিয়েছিল। ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি জেনারেল গামেল্যাঁ এই বাহিনীর (masse de manoeuvre) রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। আক্রমণকারীর প্রবল বেগ একটা সময়ে স্তিমিত হয়ে আসে, সেই মুহূর্তটি প্রত্যাক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু প্রত্যাক্রমণের জন্য মজুত বাহিনী যদি না থাকে তাহলে তা কিভাবে সম্ভব ?

ফরাসী ব্যূহ রচনার এই মারাত্মক ত্রুটি সেদাঁ রেখা ভঙ্গ করার পর গুডে-রিয়ানের চ্যানেল দৌড় নির্বাধ করে দেয়। এক অর্থে এই ত্রুটি জর্মন হাইকমাণ্ডকেও বিপথে পরিচালিত করে। গুডেরিয়ানের নির্বাধ অগ্রগতি জর্মন হাইকমাণ্ডের কাছে অস্বাভাবিক এমনকি রীতিমত বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল। বাধাহীন অগ্রগতি কোনো সুপরিকল্পিত ফরাসী ফাঁদের অন্তর্গত, নতুন কোনো মানের সূচনা নয়তো ? সুতরাং বল্গাহীন অশ্বের মতো ধাবমান গুডেরিয়ানকে বারবার জর্মন হাইকমাণ্ড রাশ টেনে ধরতে চেয়েছিলেন, এবং ফলে জর্মন হাইকমাণ্ডেও কমাণ্ডসঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ডানকার্ককে এই কমাণ্ডসঙ্কটের পরিণাম বলে ধরা যেতে পারে।

অন্যদিকে ১৫ মে নিয়ে এল সেই নাটকীয় মুহূর্ত যখন ভ্যাঁসেনের পেরি-স্কোপহীন সাবমেরিনে সমাহিত গামেল্যাঁকে মেউজের যুদ্ধউদ্ভূত মর্মান্তিক পরিস্থিতির কথা খুলে বলতে হল। কারণ জর্মন পানৎসার ও পারীর মধ্যে অথবা জর্মন পানৎসার ও চ্যানেল উপকূলের মধ্যে কোনো ফরাসী সৈন্য ছিল না। সুতরাং জর্মন পানৎসার যদি ম'কর্নে থেকে পারীর দিকে মোড় নেয় তাহলে বিনা বাধায় পারী অধিকার করবে। সেই নাটকীয় মুহূর্তের বিবরণ দেওয়ার আগে রণাঙ্গনের বিভিন্ন খণ্ডে ১০ থেকে ১৫ মের মধ্যে জেনারেল জর্জ কিভাবে মজুত সৈন্য চালনা করেছেন তা মনে রাখলে পরবর্তী কাহিনী স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

১০ থেকে ১৫ মের মধ্যে ৭টি ডিভিশন ও দুটি ব্রিগেড যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। সব মিলে প্রায় ৩ লক্ষ সৈন্য। ১০ মে প্রথম সাঁজোয়াকে প্রথম আর্মির জন্য পাঠানো হয় : ১০ মে আরো দুটি ডিভিশন প্রথম আর্মিকে দেওয়া হয় এবং দুটি ডিভিশনকে মাজিনো রেখার পার্শ্বরক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। ১২ মে আরো দুটি ডিভিশন প্রথম আর্মিকে পাঠানো হয়। তৃতীয় সাঁজোয়া ও তৃতীয় মোটরায়িত ডিভিশনকে দেওয়া হয় দ্বিতীয় আর্মি। ৫৩ ডিভিশনকে নবম আর্মির নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নিয়ে মেজিয়েরের পিছনের রণাঙ্গন রক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। ১৩ মে দ্বিতীয় সাঁজোয়াকে প্রথম আর্মির দিকে এবং ৩৬ ডিভিশনকে নবম আর্মির দিকে পাঠানো হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্মিত কিম্বা ৩৬ কোনো ডিভিশনই গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়নি। ১৪ মে ১৯টি সৈন্যসঞ্চালন আদেশ দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৬টি আদেশ ছিল গন্তব্যস্থল পরিবর্তন সম্পর্কিত। ৫৫ ডিভিশন ও দ্বিতীয় সাঁজোয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে বিনিষ্ট হওয়ার মূল কারণ এই উভয় ডিভিশনের সঞ্চালন আদেশ প্রত্যাদেশজনিত বিশৃঙ্খলা। ১৪ মে নবম আর্মিকে জোরদার করার জন্য লত্‌র দ্য তাসিইঁনির চতুর্দশ ডিভিশনকে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়। ১৪ মে দিনের শেষে আটটি নতুন ডিভিশনকে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় আর্মিকে কিন্তু এই সব নতুন ডিভিশন পাঠানো হয়েছিল জর্মনরা যাতে উত্তরদিক থেকে মাজিনো লাইন গুটিয়ে ফেলতে না পারে। এই আটটি ডিভিশনের মধ্যে চারটি যুদ্ধে কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৫ মে প্রথম উত্তর আফ্রিকান ডিভিশনকে নবম আর্মির সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। অতএব শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ১৭টি ডিভিশনের মধ্যে ৫টি পাঠানো হয় প্রথম আর্মিকে এবং এই পাঁচটির মধ্যে তিনটির গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় আর্মিকে পাঠানো হয় আটটি ডিভিশন এবং তার মধ্যে চারটি যুদ্ধে কোনো অংশগ্রহণ করেনি। প্রবলী-করণের জন্য প্রেরিত এই ১৭টি ডিভিশনের গন্তব্যস্থলের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৪ মের সিদ্ধান্তেও জেনারেল জর্জ বুঝতে পারেননি রণাঙ্গনের কোনো অংশে মূল জর্মন আক্রমণ হচ্ছে এবং এই আক্রমণের লক্ষ্য কি ? যদি বুঝতে পারতেন তাহলে ১৫ মের আগে দুর্বল নবম আর্মিকে কোনো সহায়ক বাহিনী না পাঠাবার কোনো অর্থ হয়না। জর্মন মাতাদরের লালজামার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ প্রথম আর্মিকে ৫টি ডিভিশন প্রেরণ। তাছাড়া ১৪ মে দিনের শেষে মাজিনো রেখার পার্ষ্ব রক্ষার জন্য তিনি দ্বিতীয় আর্মিকে আটটি ডিভিশন পাঠিয়ে জর্মন আর্মির লক্ষ্য সম্পর্কে যে নিদারুণ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা ক্ষমার অযোগ্য। এমনকি ১৫ মেতে যখন গুডেরিয়ানের

পানৎসার ফ্রান্সের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত করে তুলেছে, তখনও জেনারেল জর্জের চোখ খোলেনি। তখনও তাঁর দৃষ্টি স্তোনে ফ্লাভিনীর প্রত্যাঘাতের দিকে নিবদ্ধ, তখনও তিনি ১৫ মে বেলা ৫টায় উঁতজিজের দক্ষিণপার্শ্বরক্ষী অষ্টাদশ কোরের কমাণ্ডারকে টেলিফোনে আদেশ দিচ্ছেন* : "আপনাকে যে কোনো ক্ষতি স্বীকার করে ইনর-মাঁলাঁদ্রি নোঙর অবস্থান আগলাতে হবে। গোটা যুদ্ধের ফলাফলএর উপর নির্ভর করতে পারে। এই ইনর-মাঁলাঁদ্রি রেখায় উঁতজিজে ১৪ই রাত্রিতে সরে এসেছেন কারণ এই রেখা মাজিনো রেখার উভয় পার্শ্ব রক্ষা করছে এবং এই রেখা রক্ষার জন্যই জেনারেল জর্জ ১৪ তারিখে দিনের শেষে আর্টটি ডিভিশন পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ জর্মন পানৎসার মঁকর্নে পৌঁছবার পর যখন পারী কিম্বা চ্যানেল উপকূল উভয়ই তাদের প্রায় করায়ত্ত তার পূর্বে ফরাসী হাইকমাণ্ডের পক্ষে তাঁদের অভিপ্রায় বোঝা একেবারেই সম্ভব হয়নি। তাই ১৩ মে রাত্রির রোরুদ্যমান জেনারেল জর্জের স্তোনে ফ্লাভিনীর প্রত্যাঘাতের সম্পর্কে হঠাৎ আশাবাদী হয়ে ওঠাও অত্যন্ত করুণ ও বিসদৃশ। জেনারেল জর্জের এই নবলব্ধ আশাবাদের ভিত্তিতে জেনারেল গামেল্যাঁ যে অবাস্তব সংক্ষিপ্ত সমাচার প্রচার করেন তাথেকে প্রমাণিত হয় ১৫ মের রাত্রিতেও ফরাসী হাইকমাণ্ড কোন মূর্খের স্বর্গে বাস করছিল। সমাচারটি হল : "১৫ মে শত্রুর তৎপরতার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয়—যা ১৪ মে অত্যন্ত প্রবল ছিল। নামুর থেকে মঁমেদির পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত আমাদের রণাঙ্গন নাড়া খেয়েছিল, ক্রমশ আবার তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে।"**

ফরাসী হাইকমাণ্ডের এই অস্বাভাবিক অন্ধতার জন্য দায়ী কে গামেল'্যা অথবা জর্জ? ফরাসী বাহিনীর এই তুলনাবিহীন বিপর্যয়ের জন্য উভয়কেই প্রায় সমভাবে দায়ী করা চলে। জেনারেল জর্জ ১০ থেকে ১৫ মধ্যে রণাঙ্গনের যে সব সংবাদ জেনারেল গামেল'্যাকে পাঠিয়েছিলেন তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অনুক্ত এবং অনেক সময় অতিরঞ্জিত ছিল। কিন্তু জর্মনির সঙ্গে মরণপন যুদ্ধে যখন ফ্রান্সের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তখন ফরাসী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল গামেল'্যা যুদ্ধের সব ভার অধীনস্থ জেনারেল জর্জের হাতে তুলে দিয়ে ভাঁসেনে বসে আছেন, একথা ভাবা যায় না। অথচ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত। দ্বিতীয়ত, জেনারল জর্জ মজুতবাহিনীকে রণক্ষেত্রের যেসব

---

* To Lose a Battle-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৩২৯

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩২৯

খণ্ডে প্রেরণ করছিলেন, সেবিষয়ে জেনারেল গামেল্যা অবহিত ছিলেন না, একথা বলা চলে না। বরং রণক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে মজুতবাহিনীর বিন্যাসে তাঁর সম্মতি ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। সুতরাং জেনারেল গামেল্যা তার স্মৃতিকথায়* মেউজের যুদ্ধে বিপর্যয় নিজের দায়িত্ব লঘু করে দেখাবার জন্য যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা মেনে নেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

কিন্তু একথাও সত্য যে জেনারেল জর্জ গামেল্যার কাছে প্রতিদিন যুদ্ধপরিস্থিতির যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে যুদ্ধের গুরুতর অবস্থাকে লঘু করে দেখাবার প্রয়াসও অতি সুস্পষ্ট। ১৩ মে রাত্রিতে ভেঙে-পড়া ক্রন্দনরত জেনারেল জর্জ আবার কোন মন্ত্রবলে আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেয়েছিলেন বলা কঠিন। তারপর থেকে মেউজ রণাঙ্গন ক্রমশ ভঙ্গুর হতে থাকে। জর্মন ট্যাঙ্কের গতি অব্যাহত থাকে এবং ফরাসী সাঁজোয়া বাহিনীর প্রত্যাঘাত ব্যর্থ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ১৪-১৫ মের পরিস্থিতি রিপোর্টে জর্মন ট্যাঙ্কপ্রবাহের দ্রুত অগ্রগতিজনিত সঙ্কটের ইঙ্গিত অতি অল্পই মেলে। সম্ভবত ফরাসীবাহিনীর অপরাজেয়তায় দৃঢ় বিশ্বাসী জেনারেল জর্জ স্বকপোল-কল্পিত এক স্বপ্নস্বর্গে বাস করছিলেন এবং যুদ্ধের ছোয়াঁচমুক্ত ভাঁসেনের সাবমেরিনে সমাধিমগ্ন গামেল্যা জর্জের পরিস্থিতি রিপোর্ট অনায়াসে হজম করছিলেন। কিন্তু ১৫ মে রাত্রি যত গভীর হতে লাগল ততই গামেল্যার তন্দ্রা ক্রমশ টুটে যাওয়ার উপক্রম হল। গামেল্যার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার কারণ সম্ভবত কর্নেল গিইওর রিপোর্ট। গিইও জেনারেল গামেল্যার ব্যক্তিগত এদ**। ১৫ই তিনি গিইওকে নবম আর্মির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পাঠান।

---

* Servir—vol III

** Aide

২৭

১৫ মে : ভাঁসেনে আতংক

ভাঁসেনের পেরিস্কোপহীন সাবমেরিনে সমাধিস্থ গামেল'্যার তন্দ্রা ১৫ মে থেকেই মাঝে মাঝে টুটে যাচ্ছিল। কর্নেল মিনার লিখছেন* : "যদিও ১৫ই কোনো মারাত্মক খবর আসেনি তবু উত্তেজনা বাড়ছিল এবং একটা যৌথ স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল.........নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় দিন, মৃত্যুর গন্ধময়" ....। ভাঁসেনের এই মৃত্যুময় আবহাওয়ার মধ্যে কর্নেল মিনার বুঝতে পেরেছিলেন, ফরাসী কমাণ্ড সংগঠন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। জেনারেল গামেল'্যা বাইরে শান্ত থাকলেও ভিতরে ভিতরে দুর্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। নিশ্চিত পরাজয়ের কালো পরদা ভাঁসেনের সাবমেরিনকে প্রায় কফিনে পরিণত করেছিল।

জেনারেল গামেল'্যার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ তাঁর এদ কর্নেল গিইওর প্রতিবেদন। ১৫ মে সকালের দিকে জেনারেল গামেল'্যা গিইওকে নবম আর্মির অবস্থা দেখতে পাঠান। গিইও রাত্রিতে ভাঁসেনে গামেল'্যাকে রিপোর্ট দেন** : "নবম আর্মির অবস্থা প্রকৃতই সংকটজনক, ডিভিশনগুলি ঠিক কোথায় আছে এই আর্মির হেডকোয়ার্টার সে বিষয়ে কোনো খবর রাখে না। এই আর্মির বিশৃঙ্খলা বর্ণনাতীত। সৈনিকের দল সবদিকে খসে পড়ছে। আর্মি জেনারেল স্টাফের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। আমরা যা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক খারাপ।"

পার্টিনাক্স-এর মতে কর্নেল গিইওর রিপোর্ট পাওয়ার আগে গামেল'্যার ধারণা ছিল পরিস্থিতি যত খারাপই হোক জোড়াতালি দিয়ে শেষরক্ষা সম্ভব হবে। কিন্তু গিইওর রিপোর্ট গামেল'্যার চোখের ঠুলি খুলে দিল। তিনি বুঝতে পারলেন শেষরক্ষা সম্ভব নয়, ঘোরযুদ্ধফল তাঁর চোখের সামনে আছড়ে পড়ল। জর্মন ভেদন সম্পূর্ণ হয়েছে, ফরাসী মজুতবাহিনী রণাঙ্গনের বিভিন্ন

---

* Col. Minart : P. C. Vincennes. Secteur 4 vol II পৃঃ ১১৪

** Gamlinর সাক্ষ্য—Evenements II পৃঃ ৪০৭

খণ্ডে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে তাদের একত্রিত করে জর্মন অন্তর্ভেদী বাহিনীকে প্রত্যাঘাত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ভাঁসেনের উটপাখীর পক্ষেও আর চোখ বুজে থাকা সম্ভব হলনা।

অকস্মাৎ গামেল'্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। পরাজয়ের মারাত্মক রূপ এমন নগ্নভাবে প্রকাশিত হল যে এই ভয়ানক সত্যকে গোপন করা আর সম্ভব ছিলনা। জর্মন অভিযান আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ফরাসী সামরিক কমাণ্ড থেকে যে সব বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় তাতে যুদ্ধের প্রকৃত সত্যকে গোপন করে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা হয়। সুতরাং ফরাসী জনসাধারণের মনে অনায়াস বিজয়ের বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল। ফরাসী সমর পরিষদের সদস্যগণ, এমনকি প্রধানমন্ত্রী রেনো যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে জেনারেল গামেল'্যা তা অত্যন্ত অসঙ্গত ঔৎসুক্য মনে করে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। কিন্তু সেদাঁর ভেদন এবং জর্মন জয়রথের দুর্বার বেগ পারীকে জর্মন বাহিনীর পক্ষে অনায়াসলভ্য করে তোলে। অতএব গামেল'্যাকে এবার যুদ্ধের প্রকৃত পরিস্থিতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী দালাদিয়েকে জানাতে হল।

১৫ মে রাত্রি সাড়ে আটটায় গামেল'্যা দালাদিয়েকে ফোনে সব জানালেন। দালাদিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চীৎকার করে উঠলেন* : "আপনি যা বলছেন, তা সম্ভব নয়। আপনি ভুল করছেন। কখনোই সম্ভব নয়।" গামেল'্যা ধীরে সুস্থে আবার যুদ্ধ পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন। দালাদিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন : "তাহলে এখন আমাদের আক্রমণ করতে হবে। গামেল'্যা উত্তর দিলেন : আক্রমণ! কি দিয়ে আক্রমণ করব? আমার আর কোনো মজুত সৈন্যবাহিনী নেই। মুহ্যমান দালাদিয়ে বললেন : তাহলে এর অর্থ ফরাসী বাহিনীর সর্বনাশ।

গামেল'্যা উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, ঠিক তাই। লাঁয় ও পারীর মধ্যে সৈন্যবাহিনীর একটি কোরও আমার নেই।

ইতিপূর্বে লা ফর্তেতে জেনারেল জর্জের কাছেও মঁকর্নেতে জর্মন বাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ পৌঁছে গেছে। অবশেষে জেনারেল জর্জ বুঝতে পেরেছেন যে জর্মন বাহিনীর লক্ষ্য মাজিনো রেখা গুটিয়ে ফেলা নয়। বুঝতে পেরেছেন লক্ষ্য পারী কিম্বা চ্যানেল। অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পারী বিপন্ন। শুধু বিপন্ন নয়। পারী রক্ষার কোনো উপায় নেই। এমন কোনো বাহিনী

---

* মার্কিন রাষ্ট্রদূত Bullitt-এর প্রেসিডেন্ট Roosevelt-এর কাছে টেলিগ্রাম নং ৬৯০ (১৫ মে) Pertinax-এর Gravediggers of France-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৯১-৯২

নেই যা জর্মন বাহিনীর বেগকে সংযত করতে পারে, এমন কোনো প্রত্যাঘাতী অস্ত্র নেই, যা প্রাগ্রসর ট্যাঙ্কপ্রবাহকে উৎস মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এই অবস্থায় অপদার্থ ফরাসী সরকার ও সেনাপতি মণ্ডলীর প্রথম যে কথা মনে এল তা পারীর সুরক্ষা নয়। ১৫ মে রাত্রিতে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রথম সিদ্ধান্ত হল, সৈন্যবাহিনী থেকে চল্লিশ স্কোয়াড গার্ড মোবিল* শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পারীতে পাঠাতে হবে। জর্মন বাহিনীর আক্রমণ থেকে পারী রক্ষা নয়, পারীতে সম্ভাব্য বিপ্লবের প্রতিরোধ! ১৮৭১ এর কমিউনের স্মৃতি বুর্জোয়া মনের এমনই গভীরে প্রোথিত।

যুদ্ধ পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে জর্জের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভাঁসেনে আত্মসমাহিত হয়ে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী রেনো সম্পর্কে গামেল্যাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল শজারুর মতো। যুদ্ধের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে রেনোর ঔৎসুক্যকে তিনি এবং ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী অসঙ্গত বলে মনে করতেন। কিন্তু খবর সংগ্রহে রেনোর নিজস্ব ব্যবস্থা ছিল। জেনারেল গামেল'্যা সম্পর্কে ছিল তাঁর গভীর অবিশ্বাস। নিজস্ব গুপ্তচর দ্বারা যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য এবং সাধারণ জ্ঞান তাকে ফ্রান্সের যুদ্ধের সত্য চিত্র উদঘাটনে সাহায্য করেছিল। এমনকি ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার অনেক আগে জেনারেল গুডেরিয়ানের পশ্চিমী মোড়ের কয়েকঘণ্টার মধ্যে রেনো ঘোর যুদ্ধফল পাঠ করেছিলেন। জেনারেল জর্জ যখন মাজিনো রেখার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, জেনারেল গামেল্যাঁ যখন যুদ্ধের গতি সম্পর্কে জর্জের রিপোর্টে সন্তুষ্ট, তখন একমাত্র রেনোই বুঝতে পেরেছিলেন পারী বিপন্ন, বুঝতে পেরেছিলেন ফরাসী বিমানবাহিনী বহুসংখ্যক ব্রিটিশ বিমানের দ্বারা বলীয়ান না হলে পরাজয় আসন্ন, কারণ স্টুকা বিমানছত্রে আবৃত জর্মন পানৎসারের কোনো উপযুক্ত উত্তর ফরাসী বাহিনীর ছিলনা। রেনোর মতে জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনীকে স্টুকা বিমানের আচ্ছাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করাই জর্মন ট্যাঙ্কপ্রবাহের বেগ রোধের একমাত্র উপায়। সুতরাং ব্রিটেন থেকে প্রেরিত নতুন বিমান দ্বারা মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তির প্রবলীকরণ ছাড়া পারীর পতন অপ্রতিরোধ্য।

রেনো-চার্চিল সংবাদ

১৪ মের অপরাহ্নে রেনোর নিকট বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত খবর সমর্থিত হল তাঁর সামরিক উপদেষ্টা কর্নেল দ্য ভিলল্যুমের রিপোর্টে। অপরাহ্নে

* Garde Mobile

ভিলল্যুম ভাঁসেন থেকে কে দ্যরসেতে ফিরে এসে জানালেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক। দ্বিতীয় আর্মি পিছিয়ে পড়েছে—নবম আর্মির পক্ষেও শত্রু ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। রেনো জানতেন যে রণাঙ্গন একবার ছিন্ন হলে ফ্রান্সের সর্বনাশ। মার্নের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা। ঘটা সম্ভব নয় কারণ ফ্রান্স অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের তত্ত্ব এই যুদ্ধে প্রয়োগ করছে। অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের ভেদন দুরূহ কিন্তু একবার রণাঙ্গনের কোনো অংশ ছিন্ন হলে শত্রুর অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। রেনো অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গন তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তাঁর আস্থা ছিল দ্য গল প্রস্তাবিত যান্ত্রিকীকৃত গতিশীল বাহিনীর উপর। অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের কোনো খণ্ডে ভেদন হলে কী ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে তাঁর পক্ষে তা অনুমান করা কঠিন ছিলনা। তাই রেনোই সর্বপ্রথম দ্রুত অগ্রসরমান জর্মন পানৎসারের ঘর্ঘরধ্বনি ও স্টুকার ভয়ঙ্কর পক্ষবিধূনন শুনতে পেয়েছিলেন। সুতরাং ১৪ মের অপরাহ্নে সমর-ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে ফ্রান্সের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে এবং অতিরিক্ত দশ স্কোয়াড্রন বিমানের সাহায্য চেয়ে তিনি একটি বার্তা পাঠান। বার্তাটি হল : সমর ক্যাবিনেট থেকে এইমাত্র এসেছি এবং ফরাসী সরকারের নামে আপনাকে নিম্নোক্ত বিবৃতি পাঠাচ্ছি* :

পরিস্থিতি প্রকৃতই অত্যন্ত গুরুতর। জর্মানি পারী অভিমুখে একটি মারাত্মক আঘাত হানতে উদ্যত। জর্মনবাহিনী সেদাঁর দক্ষিণে আমাদের সুরক্ষিত রেখা ছিন্ন করেছে। আপনাকে অতিরিক্ত দশ স্কোয়াড্রন বিমান পাঠাতে হবে। তা অবশ্য প্রয়োজন। এই জাতীয় সহায়তা ছাড়া আমরা জর্মন অগ্রগতি রোধ করতে পারব এমন কোন নিশ্চিতি নেই।

রেনোর এই বার্তা সম্পর্কে চার্চিল লিখছেন যে, তিনি সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাবিনেটের কাছে রেনোর বার্তা পড়ে শোনান। রেনোর এই বার্তা সম্পর্কে সমর ক্যাবিনেটের পক্ষে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোন সহজ ছিলনা। জর্মন অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে যে পরিমাণ রাজকীয় বিমান নষ্ট হচ্ছিল তাতে রাজকীয় বিমানবহরের পক্ষে বেশিদিন এই ক্ষতি সহ্য করা সম্ভব ছিলনা। এয়ার চীফ্ মার্শাল ডাউডিং চার্চিলকে জানান যে পঁচিশ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান নিয়ে জর্মন বিমানবহরের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে তিনি ব্রিটেনকে রক্ষা করতে পারবে না কিন্তু তার চেয়ে কম বিমান নিয়ে তিনি পরাজিত হবেন। চার্চিল লিখছেন** : "পরাজয়ের অর্থ আমাদের বিমান ক্ষেত্র

* Churchill : The Second World War Vol II পৃঃ ৪৬

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৪৮-৪৯

সমূহের এবং বায়ুশক্তির বিনষ্টিই শুধু নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ যার উপর নির্ভরশীল সেই বিমান নির্মানের কারখানাগুলিরও বিনষ্টি। আমার সহকর্মীরা এবং আমি ফ্রান্সের জন্য একটা সীমা পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে দৃঢ়সংকল্প ছিলাম। কিন্তু এই সীমা ছাড়িয়ে যেতে আমরা কেউই রাজী ছিলাম না। তা ফলাফল যাই হোক্ না কেন।

১৫ মে সকাল সাড়ে সাতটায় আমার ঘুম ভাঙানো হল। আমার বিছানার পাশের টেলিফোনে রেনো কথা বলছেন। তিনি ইংরেজিতে এবং স্পষ্টতই রুদ্ধকণ্ঠে কথা বলছিলেন : "আমরা পরাজিত হয়েছি।" আমি সঙ্গে সঙ্গেই কোনো উত্তর না দেওয়ায় তিনি আবার বললেন : "আমরা পরাজিত হয়েছি : যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে।" আমি বললাম : "এত তাড়াতাড়ি কখনোই তা হতে পারেনা।" কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন : "সেদাঁর কাছে রণাঙ্গন ছিন্ন হয়েছে ; ট্যাঙ্ক ও বর্মিত গাড়ি নিয়ে তারা বহু সংখ্যায় ঢুকে পড়ছে। ...অথবা এই জাতীয় কথা। আমি তারপর বললাম : অভিজ্ঞতা বলে যে কিছুকাল পরে সব আক্রমণই শেষ হয়। ১৯১৮-র ২১ মার্চের কথা আমার মনে আছে। পাঁচ ছয়দিন পরে রসদের জন্য তাদের থামতে হয় এবং প্রত্যাঘাতের সুযোগ আসে। সেই সময় মার্শাল ফসের মুখ থেকে এই কথা শুনেছি। অতীতে আমরা তাই সর্বদা দেখেছি এবং এখনও আমরা তাই দেখব। কিন্তু ফরাসী প্রধানমন্ত্রী যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন সেই কথাতেই আবার ফিরে গেলেন যা শেষ পর্যন্ত অতি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল : আমরা পরাজিত হয়েছি ; যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। আমি বললাম আমি ওপারে গিয়ে আলোচনা করতে রাজী আছি*।"

টেলিফোনে রেনোর কথা শুনে চার্চিলের রেনোকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য কোরার নবম আর্মি ভাঙনের মুখে এবং হল্যাণ্ডও ১৫ আত্মসমর্পণ করে সেই কথা স্মরণ রেখে চার্চিল লিখছেন : "অবশ্য রণাঙ্গনের ছবি সাধারণভাবে পরাজয়ের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু আগের যুদ্ধে আমি এই জাতীয় জিনিষ বহু দেখেছি। কিন্তু প্রশস্ত রণাঙ্গনে ছিন্ন হলে সেই ছিন্ন রেখা থেকে এমন মারাত্মক ফলাফল উদ্ভূত হতে পারে সেই ধারণা আমার মাথায় আসেনি। বহু বৎসর ধরে সরকারী তথ্য জানার কোনো সুবিধা না থাকায় যুদ্ধোত্তর যুগে অসংখ্য দ্রুতগতি ভারী ট্যাঙ্ক জুড়ে দেওয়ায় যে সাঙ্ঘাতিক বিপ্লব ঘটেছে তা বুঝতে পারেনি।"**

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৫০

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৫১

যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি ট্যাঙ্কের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন—এক অর্থে প্রায় যাঁকে ট্যাঙ্কের স্রষ্টা বলা চলে তাঁর পক্ষে এই জাতীয় ছেলেমানুষি স্বীকারোক্তি অত্যন্ত বিস্ময়কর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমপর্বে চার্চিলের আগ্রহাতিশয্যেই পশ্চিম রণাঙ্গনে ট্যাঙ্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গন ছিন্ন করার হাতিয়ারও ছিল এই ট্যাঙ্ক—এধরণের উক্তিতে কোনো অতিরঞ্জন নেই একথা বলা চলে। যে অস্ত্রের তিনি স্বয়ং উদ্ভাবক, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে সেই অস্ত্রের উন্নততর প্রয়োগ কৌশলের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভেবে দেখা চার্চিলের পক্ষে অত্যন্ত উচিত ছিল। বিশেষত যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্কের নতুনতর প্রয়োগ কৌশলের তত্ত্ব মেজর জেনারেল ফুলার, ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট প্রভৃতি ইংরেজ সমর তাত্ত্বিকই প্রথম উদ্ভাবন করেন। ইংলণ্ডে ফুলার, লিডেল হার্ট প্রমুখ গতিশীল আক্রমণাত্মক তড়িৎ যুদ্ধের প্রবক্তাগণ ইংলণ্ডের সামরিক পত্রপত্রিকায় তাঁদের মতবাদ ব্যাখ্যা করেন এবং ইংলণ্ডের সামরিক মহলে তা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু গতানুগতিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ ফুলার লিডেল হার্ট উদ্ভাবিত ট্যাঙ্কের সার্থক প্রয়োগ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা কিম্বা গতিশীল বর্মিত বাহিনী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেনি। অথচ গতিশীল সাঁজোয়া বাহিনীর দ্বারা অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গন ছিন্ন করে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর সামরিক মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত এনে দেওয়ার সামরিক তত্ত্বের ঋণ পানৎসার স্রষ্টা গুডেরিয়ান স্বীকার করেছেন। লিডেল হার্ট, ফুলার প্রভৃতি সমর তাত্ত্বিকদের উদ্ভাবিত সামরিক তত্ত্বই যে পানৎসার বাহিনীর সৃষ্টিতে বাস্তবায়িত হয়েছে তা তিনি তাঁর Achtung Panzer-এ উল্লেখ করেছেন। লিডেল হার্ট, ফুলার যে বিপ্লবের প্রবক্তা, গুডেরিয়ান তার সার্থক প্রয়োগকারী। সুতরাং ইংলণ্ডের সমর তাত্ত্বিকদের মস্তিষ্ক প্রসূত যে মতবাদ জর্মন বাহিনীর আধুনিকীকরণের তাত্ত্বিক ভিত্তি—সে বিষয়ে জানবার জন্য সরকারী নথিপত্রের প্রয়োজন ছিল এই যুক্তি চার্চিলের অযোগ্য। তাছাড়া পোল্যাণ্ডে জর্মন ব্লিৎসক্রীগ কৌশলের সার্থক প্রয়োগের পরও এই সাঙ্ঘাতিক বিপ্লব সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকাটা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অপরাধ। আর একটি কারণেও সরকারী নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি গ্রাহ্য নয়। চার্চিল দীর্ঘকাল মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেননা, একথা সত্য। কিন্তু সরকারী পদে নিযুক্ত না থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটেনের আরক্ষ প্রয়াস থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত ছিলেন একথা বলা চলেনা। ইংলণ্ডের উপকূল অঞ্চলে র‍্যাডার স্থাপনের কাজে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া সমগ্র য়োরোপ থেকে, বিশেষত জর্মন থেকে, বহু গোপন সূত্রে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থেকেও হিটলারের অভ্যুত্থানের পর থেকে যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে কাসাণ্ড্রা তাঁর পক্ষে ব্লিৎসক্রীগের মারাত্মক সম্ভাবনা সম্পর্কে বাস্তব ধারণায় পৌঁছতে সরকারী নথিপত্রে প্রয়োজন ছিল। চার্চিলের 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' থেকে যে ধারণা স্পষ্ট হয় তা হল গতানুগতিক আত্মরক্ষাত্মক অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের মতবাদ শুধু ফরাসী হাইকমাণ্ড নয়, ব্রিটিশ হাইকমাণ্ড এবং রাজনীতিবিদদেরও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যখন জর্মন হাইকমাণ্ড ফ্রান্সকে গুঁড়ো করে দিতে প্রস্তুত, তখন রাইন নদীতে মাইন ছড়িয়ে জর্মন যুদ্ধপ্রয়াসকে স্তিমিত করার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য চার্চিলের প্রবল উদ্যম হাস্যকর মনে হয়।

চার্চিলের কাছে রেনোর আচরণ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বলে মনে হলেও, ফরাসী হাইকমাণ্ড, বিশেষত জেনারেল জর্জ ও গামেল্যাঁর প্রশান্তির কিন্তু ন্যূনতা ঘটেনি। রেনোর সঙ্গে কথাবার্তার পর চার্চিল জেনারেল জর্জকে ফোন করেন। চার্চিল লিখছেন* : "জেনারেল জর্জকে বেশ ঠাণ্ডা মনে হল। তিনি জানালেন সেদাঁর ফাঁক ভরাট করা হচ্ছে। জেনারেল গামেল্যাঁও টেলিগ্রামে জানালেন নামুর সেদাঁর অন্তবর্তী অবস্থানের অবস্থা গুরুতর কিন্তু তিনি স্বয়ং নিরুত্তাপ চিত্তেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। আমি বেলা ১১টা নাগাদ রেনোর বার্তা ও অন্যান্য খবর ক্যাবিনেটকে জানালাম।"

চার্চিল পারী গেলেন

১৫ মে সন্ধ্যা ৭টায় আবার রেনোর আকুল আবেদন এল** : "গতকাল রাত্রিতে আমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। পারীর রাস্তা এখন উন্মুক্ত। আপনার পক্ষে যত সৈন্য ও বিমান পাঠানো সম্ভব, পাঠান।" রেনোর এই জরুরী বার্তার পর চার্চিলের পক্ষে জর্জ কিম্বা গামেল্যাঁর মতো শান্ত থাকা সম্ভব ছিল না। ফ্রান্সের রণাঙ্গনে কি ঘটছে তার বিস্তৃত বিবরণ না পৌঁছলেও চার্চিলের বুঝতে অসুবিধা হলনা যে যুদ্ধপরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক এবং এই সঙ্কটের সমাধানের জন্য ফ্রান্সে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন। অতএব ১৬ মে বেলা ৩টায় একটি সরকারী যাত্রীবাহী ফ্লামিনগো বিমানে চার্চিল পারী রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের উপ-প্রধান জেনারেল ডিল[১৫]

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৫১

** Renaud. Au coeur de la melée—1939-1945 পৃঃ ৪৫২

এবং ইজমে। এক ঘণ্টার মধ্যে চার্চিলের বিমান পারীর ল্য বুর্জে বিমান-বন্দরে পৌঁছে গেল। চার্চিল লিখছেন* : "বিমান থেকে বেরিয়ে আসামাত্র স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমরা যা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক গুরুতর। যে অফিসাররা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা জেনারেল ইজমেকে বললেন যে, কয়েকদিনের মধ্যেই জর্মনরা পারীতে পৌঁছে যাবে এই আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রদূতাবাসে পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনে নিয়ে মোটরে কে্য দরসেতে পৌঁছলাম সাড়ে পাঁচটায়।" সেখানে রেনো, গামেল্যাঁ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে অসামান্য বর্ণনা চার্চিল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন তা বিস্তৃত উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তার আগে ১৬ মে সন্ধ্যার মধ্যে কিভাবে ফরাসী সামরিক কমাণ্ড ও সরকার মনোবল হারিয়ে এক অকথ্য অন্ধকারময় আতঙ্কের গহ্বরে আত্মসমর্পণ করল তা জানা দরকার। কারণ এই সাক্ষাৎকারের পৃষ্ঠপট সে কাহিনী।

১৫ মে থেকে জেনারেল গামেল্যাঁ মঁসিও রেনোর কাছে একেবারে দুর্বোধ্য ও অসহ্য হয়ে উঠছিলেন। রণাঙ্গনের কোনো নির্ভরযোগ্য খবর তিনি পাচ্ছিলেন না অথচ গামেল্যাঁকে সোজাসুজি ফোন করে রণাঙ্গনের খবর নিতেও তিনি ইতস্তত করছিলেন। কারণ প্রতিরক্ষামন্ত্রী দালাদিয়ে তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন। অবশ্য সরাসরি গামেল্যাঁকে ফোন করলেও যে গামেল্যাঁ রেনোকে রণাঙ্গনের বার্তা দিয়ে বাধিত করতেন তা নয়। কারণ রণাঙ্গন সম্পর্কে রেনোর ঔৎসুক্য তিনি অসঙ্গত বলে মনে করতেন এবং রেনোর ব্যক্তিগত এদ ভিলল্যমকে গামেল্যাঁর চীফ্ অভ্ স্টাফ্ কর্নেল পেতিবঁ তা সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রেনো দালাদিয়েকে ফোন করে মেউজ রক্ষাব্যূহের ভাঙন সম্পর্কে গামেল্যাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চান। উত্তরে দালাদিয়ে বলেন, "গামেল্যাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।" দালাদিয়ের কথা শুনে রেনো হতবাক। মেউজ রণাঙ্গনের ভাঙনেও যদি গামেল্যাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকে তবে ফ্রান্সের নিদারুণ দুঃসময়। জেনারেল গামেল্যাঁর উপর জর্মন আক্রমণ প্রতিহত করার ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। এ্যাটলাসের মতো এমন কোন বীর ফ্রান্সে এখনও আছে যে ফ্রান্সের ভার বহন করতে পারে। স্বভাবতই ভার্দ্যাঁর বীর পেতাঁর কথা রেনোর মনে এল। মার্শাল পেতাঁ মাদ্রিদে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত। সঙ্গে সঙ্গে রেনো জেনারেল পুজোকে মাদ্রিদে পাঠিয়ে দিলেন পেতাঁকে নিয়ে আসার জন্য।

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৫২

১৫ মে মধ্যরাত্রিতে গামেল্যাঁ দালাদিয়েকে ফোন করে জানান যে সরকার যেন পারী ত্যাগ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। রাত্রি আড়াইটায় এই খবর রেনোকে জানান হয়। রেনো তৎক্ষণাৎ গামেল্যাঁকে ফোন করেন। রেনো প্রশ্ন করেন : "পরিস্থিতি কি সত্যই এত গুরুতর যে আপনি সরকারকে অবিলম্বে পারী ত্যাগ করতে বলছেন ? এইমাত্র জেনারেল দেকাঁ এই কথাই আমাকে বললেন।" গামেল্যাঁ উত্তর দিলেন : "আমি ঠিক তা বলিনি। আমি শুধু বিভিন্ন মন্ত্রীদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছি যাতে জর্মনরা পারীতে ঢুকে পড়লে বিশৃঙ্খলভাবে চলে যেতে না হয়।"*

রাত্রি ৩টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠক বসে। রেনো, দালাদিয়ে ও পারীর সামরিক গভর্নর জেনারেল পিয়ের এরিং। এরিং পারী ত্যাগ করার পরামর্শ দেন, রেনোও পারী ত্যাগে উদ্যোগী হন। কিন্তু গামেল্যাঁর পরামর্শমত পারী ছেড়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। কারণ সরকার ও পারীবাসীদের নগরত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ট্রেন অথবা ট্রাক ছিলনা। বেলা এগারোটা নাগাদ যানবাহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মঁজিকে রেনো সরকারী নথিপত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য ট্রাক দিতে বলেন। কারণ যে কোনো মুহূর্তে পারী ত্যাগ করার জন্য সরকারকে তৈরী থাকতে হবে।

শেষ রাত্রিতে তিনটায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে একটি বৈঠক হয়। সেখানে রেনো ও দালাদিয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পারীর সামরিক গভর্নর পিয়ের এরিং। এই বৈঠকে পারী ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরদিন আবার বৈঠক বসে রেনোর বিদেশ দপ্তরে। সেখানে কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদের উভয় কক্ষের সভাপতি ও জেনারেল এরিং ছিলেন। এই বৈঠকেই রেনোকে পারী ছেড়ে চলে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন। যানবাহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মঁজিকে রেনো প্রশ্ন করেন : 'পারীবাসীদের জন্য আজকে আপনি কটা ট্রেন দিতে পারবেন।' মঁজি উত্তর দেন : 'একটিও নয়।' সংসদের সদস্যদের জন্য কয়টি ট্রাক দিতে পারবেন ? 'দুয়েকটি'। সুতরাং পারী ত্যাগ করার প্রশ্নই ছিলনা। আলোচনার সময় ভারী জিনিষ পতনের শব্দ শুনে মঁজি বাইরে গিয়ে দেখেন উপরতলা থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিদেশ দপ্তরের নথিপত্র নীচে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট আগুন জ্বেলে এই সব নথিপত্রের বাণ্ডিলগুলোকে আগুনে ফেলে দেওয়া হতে লাগল। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ঘরে ঢুকতে লাগল।

* গামেল্যাঁ Evénements III পৃঃ ৪০৮

ইতিমধ্যে পারী শহরে দারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে জর্মনরা পারীতে পৌঁছে যাবে, 'সরকার পারী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন', এই জাতীয় গুজব শুধু সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নয় ফরাসী সংসদের সদস্যদের উত্তাল করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে গুজব ও আতঙ্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পারীর সংসদ। বেলা ৩টা নাগাদ রেনো খবর পান যে সংসদের করিডরে উত্তেজিত সদস্যদের ভিড়। উত্তেজনার কারণ গুজব : ফরাসী সরকার অবিলম্বে পারী ছেড়ে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে রেনোকে সংসদ ভবনে যেতে হল। সেখানে সরকারের বক্তব্য বলার প্রয়োজন ছিল। রেনো বক্তৃতায় আতঙ্কগ্রস্ত সদস্যদের শান্ত করার চেষ্টা করলেন। অনায়াসে মিথ্যা বললেন: "সরকারের পারী ছেড়ে যাওয়ার কোনো সংকল্প ছিল না. এখনও নেই। প্রয়োজন হলে পারীর সামনে, পারীর ভেতরে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধজয়ের জন্য হয়তো এমন কাজ করতে হতে পারে যা গতকালও বৈপ্লবিক বলে মনে হত। হয়তো কৌশল ও মানুষ উভয়ই পালটাতে হতে পারে। যে কোনো দুর্বলতার শাস্তি হবে মৃত্যু।"*

বক্তৃতার পর রেনো আবার ক্যে দরসের ধোঁয়াভরা আলোচনাকক্ষে ফিরে এলেন। এই কক্ষেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চার্চিল এসে ঢুকলেন। চার্চিল লিখছেন*: "রেনো ছিলেন তাছাড়াও ছিলেন জাতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী দালাদিয়ে এবং গামেল্যাঁ। সবাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কখনই একটা টেবিলের চারপাশে আমরা বসিনি। প্রত্যেকের মুখে নিশ্ছিদ্র বিষাদ আঁকা। গামেল্যাঁর সামনে ছাত্রদের ইজেলে প্রায় দুই বর্গগজ একটি মানচিত্র। মানচিত্রে কালো কালিতে একটি রেখা টেনে মিত্রপক্ষীয় রণাঙ্গন দেখানো হয়েছে। সেদাঁয় এই রেখায় একটি ভীতিপ্রদ স্ফীতি আঁকা রয়েছে।

প্রধান সেনাপতি সেদাঁর উত্তরে ও দক্ষিণে কি ঘটেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন। পঞ্চাশ-ষাট মাইল ব্যাপী একটি রণাঙ্গন জর্মনরা ছিন্ন করেছে। তাঁদের সম্মুখের ফরাসীবাহিনী বিনষ্ট অথবা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সম্মুখে ধাবমান প্রচণ্ড সাঁজোয়া বাহিনী আমিয়াঁ ও আরার দিকে অকল্পনীয় দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্য আবেভিলে অথবা কাছাকাছি সমুদ্রোপকূলে পৌঁছোন। অথবা তারা পারী অভিমুখেও আসতে পারে। তিনি বলতে লাগলেন, সাঁজোয়া বাহিনীর পিছনে আট দশটি মোটরায়িত জর্মন ডিভিশন সামনের দিকে এগোচ্ছে। জেনারেল পাঁচ মিনিটের মত কথা বললেন। আর কেউ কোনো কথা বলেননি। যখন তিনি থামলেন বেশ কিছুক্ষণ

---

* To Lose a Battle-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৩৪১

নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম : "রণনীতিক মজুতবাহিনী কোথায় ? ফরাসীভাষায়ও একই প্রশ্ন করলাম যা আমি মোটামুটি বলতে পারতাম :

জেনারেল গামেল্যাঁ আমার দিকে ফিরলেন এবং মাথা নেড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন : নেই।"*

আবার দীর্ঘ নীরবতা। বাইরে ক্যে দ্যরসের উদ্যানের আগুন থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে আসছিল এবং আমি জানালা দিয়ে দেখলাম পদস্থ কর্মচারীরা ঠেলাগাড়ি ভর্তি সরকারী নথিপত্র আগুনে ফেলছিলেন। ইতিমধ্যেই তাহলে পারী উদ্বাসনের প্রস্তুতি চলছে।

অতীতের অভিজ্ঞতার অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু (তারমধ্যে একটি) অসুবিধা এই যে ঘটনাবলী একইভাবে কখনও ঘটে না। নতুবা জীবন হয়তো খুবই সরল হয়ে যেত। যাহোক আগেও আমাদের রণাঙ্গন প্রায়শই ছিন্ন হয়েছে : প্রতিবারই সবকিছুকে জোড়া দিয়ে আক্রমণের গতিবেগ কমিয়ে দিতে পেরেছি। কিন্তু এখানে যে নতুন দুটি উপাদান পেলাম কখনও তার সম্মুখীন হতে হবে বলে ভাবিনি। প্রথমত, সাঁজোয়া যানের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের দ্বারা সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলতা ও দেশের অভ্যন্তরে শত্রুসৈন্যের উপস্থিতি এবং দ্বিতীয় রণনীতিক মজুতবাহিনীর অনুপস্থিতি 'নেই'! আমি স্তম্ভিত। বিরাট ফরাসীবাহিনী এবং তাঁর সর্বোচ্চ প্রধানদের সম্পর্কে কি ভাবা যেতে পারে ? পাঁচশ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গন রক্ষার দায়িত্ব বহন করছেন যে সব সেনাপতি তাঁরা masse de manocuvre**-এর ব্যবস্থা রাখবেন না একথা কখনও আমার মাথায় আসেনি। এত ব্যাপক রণাঙ্গন কারুপক্ষেই নিশ্চিতভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয় ; কিন্তু রক্ষারেখা ছিন্ন হয় এমন কোনো বড় ধাক্কায় শত্রু যদি নিজেকে লিপ্ত করে তাহলে এমন কয়েকটি মজুত ডিভিশন সর্বদা থাকতেই হবে যা শত্রুর প্রথম আক্রমণের বেগ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করতে এগিয়ে যাবে।

মাজিনো রেখা কেন আছে ? রণাঙ্গনের একটি বৃহৎ খণ্ডে এতে সৈন্যের সাশ্রয় হওয়া উচিত ছিল, এতে শুধু স্থানীয় প্রত্যাঘাতের বহু নির্গমবিন্দুরই সুযোগ ছিলনা, বৃহৎ বাহিনীকে মজুত রাখাও সম্ভব ছিল। স্বীকার করি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের মধ্যে এটি একটি। আমি অ্যাডমিরালটিতে

---

* গামেল্যাঁর স্মরণীয় উক্তি 'Aucune'

** গতিশীল মজুত বাহিনী

ব্যস্ত থাকলেও এবিষয়ে কেন বেশি জানতে চাইনি ? তার চেয়েও বড় কথা ব্রিটিশ সরকারের সমরদপ্তর কেন এর চেয়ে বেশি জানেনি ? ফরাসী হাইকমাণ্ড তাঁদের সেনাবিন্যাসের অস্পষ্ট রূপরেখা ছাড়া আমাদের কিম্বা লর্ড গর্টকে আর বেশি কিছু জানাবেননা—এটা কোনো অজুহাত নয়। আমাদের জানার অধিকার ছিল। আমাদের দাবি করা উচিত ছিল। উভয় বাহিনী রণাঙ্গনে একসঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমি আবার জানালার কাছে ফরাসী সরকারী নথিপত্র দিয়ে জ্বালানো আগুনের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার কাছে গেলাম। তখনো বয়স্ক ভদ্রলোকেরা তাঁদের ঠেলাগাড়ি নিয়ে আসছিলেন এবং তার ভিতরের জিনিষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আগুনে ফেলছিলেন।

প্রধানদের ঘিরে কয়েকটি পরিবর্তনশীল দলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল। রেনো তাঁর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে আমার ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি উত্তরের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ করা উচিত হবেনা বরং তারা প্রত্যাঘাত করুক এই ধরণের জেদ করেছি। অবশ্য আমি ওই রকম মেজাজেই ছিলাম। কিন্তু এটা কোনো বিবেচিত সামরিক অভিমত নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে বিপর্যয়ের ব্যাপকতা ও ফরাসী নৈরাশ্য সম্পর্কে আমাদের এই প্রথম পরিচয় ঘটল। অভিযানের পরিচালনা আমরা করছিলাম না এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী (যা সংখ্যায় রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনীর এক দশমাংশ ছিল) ফরাসী কমাণ্ডের অধীন ছিল। ফরাসী প্রধান সেনাপতি ও নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীবর্গের এই দৃঢ় বিশ্বাস—সব শেষ হয়ে গেছে—দেখে আমি ও আমার সঙ্গী ব্রিটিশ অফিসারগণ হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি যা বলেছিলাম তা এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ামাত্র। সন্দেহ নেই তাদের অভিমতই ছিল সঠিক এবং দক্ষিণে অতি দ্রুত পশ্চাদপসরণ আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। শীঘ্রই একথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

জেনারেল গামেল্যাঁ আবার কথা বলতে লাগলেন। অন্তর্ভেদ অথবা পরে আমরা এই জাতীয় জিনিষকে যা বলেছি—স্ফীতির দুইপার্শ্বে আঘাত হানবার জন্য সৈন্যদলকে একত্রিত করা হবে কিনা তিনি সেবিষয়ে আলোচনা করছিলেন। রণাঙ্গনে মাজিনো রেখা এখনও শান্ত। সেখান থেকে আট বা নয় ডিভিশন তুলে নেওয়া হচ্ছে; দুটি অথবা তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশন আছে যা এখনও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি; আরো আট কিম্বা নয় ডিভিশন আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। এরা আগামী এক পক্ষ বা তিন সপ্তাহের মধ্যে রণাঙ্গনে পৌঁছে যাবে; জেনারেল জিরো উত্তরের ফরাসী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। দুটি রণাঙ্গনের অন্তর্বর্তী একটি করিডরের মধ্য দিয়ে অতঃপর

জর্মনবাহিনীকে অগ্রসর হতে হবে যেখানে ১৯১৭ এবং ১৯১৮-র মত যুদ্ধ করা চলবে। জর্মনরা ক্রমাগত এগিয়ে যে করিডর সৃষ্টি কর্‌ছে, যা ক্রমশই বড় হচ্ছে, তার দুই পার্শ্ব রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের। দুই পার্শ্ব অটুট রেখে পানৎসারের পক্ষে এভাবে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবেনা। গামেল্যাঁ যা বলছিলেন তার হয়তো এই জাতীয় অর্থ ছিল এবং সব কথাই খুব যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু আমার এই প্রতীতি জন্মেছিল যে তাঁর কথা উপস্থিত কারু মনে কোনো দাগ কাটেনি। আমি গামেল্যাঁকে প্রশ্ন করলাম : "কখন এবং কোথায় তিনি স্ফীতির পার্শ্ব আক্রমণের প্রস্তাব করছেন।" তাঁর উত্তর হল : "সংখ্যার ন্যূনতা, সাজসজ্জার ন্যূনতা, পদ্ধতিগত ন্যূনতা" এবং তারপর কাঁধের অসহায় শ্রাগ। কোনো যুক্তি ছিল না ; যুক্তির প্রয়োজন ছিলনা। আটমাস যুদ্ধের পর একটি আধুনিক ট্যাঙ্কবিহীন মাত্র দশ ডিভিশন সৈন্য আমরা ফ্রান্সে লড়াই করতে পাঠিয়েছি। এই অকিঞ্চিৎকর অবদানের কথা মনে রাখলে আমরা ব্রিটিশরাই বা এতকাল কোথায় ছিলাম !

জেনারেল গামেল্যাঁ এবং ফরাসী হাইকমাণ্ডের অন্যান্য সবাইর সকলের কথা একটিই : আকাশে তাঁদের সংখ্যাল্পতা এবং রাজকীয় বিমানবহরের বোমারু ও জঙ্গী বিমান, প্রধানত জঙ্গী বিমানের, আরো স্কোয়াড্রনের জন্য একান্ত অনুরোধ। ফ্রান্সের পতনের পূর্ব পর্যন্ত সব বৈঠকেই ফরাসী হাইকমাণ্ড বারবার জঙ্গী বিমান চেয়েছেন। গামেল্যাঁ বললেন, ফরাসী বাহিনীর আচ্ছাদনের জন্যই শুধু নয়, জর্মন ট্যাঙ্ক স্তব্ধ করার জন্যও জঙ্গী বিমানের প্রয়োজন। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম : না, ট্যাঙ্ক স্তব্ধ করার কাজ আর্টিলারির। জঙ্গী-বিমানের কাজ হল যুদ্ধক্ষেত্রের উপরের আকাশ সাফ করা। আমাদের বিমান বাহিনীকে কোনোমতেই ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সে তুলে নিয়ে আসা সম্ভব ছিলনা। এর উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল। সকালে ফ্রান্স যাত্রার আগে ক্যাবিনেট আমাকে আরো চার স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান ফ্রান্সে পাঠানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রদূতাবাসে ফিরে এসে ডিলের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং আরো ছয় স্কোয়াড্রন পাঠানোর অনুমোদন চাইব স্থির করলাম। এর ফলে দেশে মাত্র পঁচিশ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান থাকবে এবং এই হল প্রান্তিক সীমা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠানো হল।

সাড়ে এগারটা নাগাদ আমার টেলিগ্রামের উত্তর এল। ক্যাবিনেটের উত্তর হল—হ্যাঁ। আমি তৎক্ষণাৎ ইজমেকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে রেনোর ফ্ল্যাটে গেলাম। ফ্ল্যাটটি প্রায় অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর মঁ রেনো তাঁর শয়নকক্ষ থেকে ড্রেসিংগাউন পরে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে আমি সুখবরটি দিলাম।

দশটি জঙ্গী বিমানের স্কোয়াড্রন! তারপর আমি মঁ দালাদিয়েকে ডেকে পাঠাতে রাজী করালাম। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত শুনবার জন্য তাঁকে ফ্ল্যাটে ডেকে আনা হল। এভাবে আমি যতটা সম্ভব আমাদের ফরাসী বন্ধুদের উদ্যম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম। দালাদিয়ে একটি কথাও বলেননি। তিনি ধীরে চেয়ার থেকে উঠে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। রাত্রি দুটোয় আমি রাষ্ট্রদূতাবাসে ফিরে গেলাম। ভাল ঘুম হল। সকালে দেশে ফিরে এলাম এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ততাসত্ত্বেও নতুন সরকারের দ্বিতীয় স্তর সংগঠনে উদ্যোগী হলাম।*"

১৬ মের মধ্যরাত্রিতে রেনোর ফ্ল্যাটে রেনো-দালাদিয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় চার্চিল তাঁর ফরাসী বন্ধুদের উদ্যম ফিরিয়ে আনার জন্য শুধু জঙ্গী বিমানের প্রতিশ্রুতিই নয়, বাগ্মিতার আশ্রয়ও নিয়েছিলেন তা বদুইঁর ডায়েরী থেকে জানা যায়। গোটা ঘর সিংহের মত পদচারণা করতে করতে জয়লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন তিনি। বদুইঁ লিখছেন: "চার্চিল বলতে থাকেন ফ্রান্স আক্রান্ত হলেও ইংলণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাবে......। মিঃ চার্চিল পল রেনোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।"

পল রেনো যে চার্চিলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পরদিন বিকেলে তাঁর বেতার ঘোষণা: "অত্যন্ত আজগুবি গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে সরকার পারী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একথা মিথ্যা। সরকার এখন পারীতে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বলা হচ্ছে শত্রু র‍্যাঁসে** পৌঁচেছে। বলা হচ্ছে সে মেয়তে এসেছে অথচ প্রকৃতপক্ষে মেঁউজের দক্ষিণে সে একটা প্রশস্ত পকেট তৈরী করার ব্যবস্থা করেছে মাত্র। আমাদের বীর-সৈন্যরা তা বুজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আপনারা যাঁরা গত যুদ্ধে লড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি যে ১৯১৮ তে আমরা অনেক বুজিয়ে দিয়েছি।"

এই বেতার ঘোষণা থেকে বোঝা যায় মধ্যরাত্রের চার্চিলীয় বাগ্মিতা রেনোর মধ্যে কতটা সংক্রামিত হয়েছিল। সুতরাং চার্চিলের মতো রেনোও ফ্রান্স পরাজিত হলেও উত্তর আফ্রিকা থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য বিধাতা যে ধাতুতে চার্চিলকে গড়েছিলেন সেই ধাতুতে রেনোকে গড়েনি।

---

* Churchill—The Second World War vol II পৃঃ ৫২-৫৭

** Rheims

কিন্তু যে অতিরিক্ত ছয় স্কোয়াড্রন বিমানের প্রতিশ্রুতি এই মধ্যরাত্রির আবেগদীপ্ত সাক্ষাৎকারের পৃষ্ঠপট, শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। ভেঙে-পড়া ফরাসী নেতৃত্বের দুর্বল অবনত রূপ দেখে ব্রিটিশ নেতৃবর্গ ফ্রান্সে জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটেনের আত্মরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক জঙ্গীবিমান পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় উৎসাহবোধ করেননি। বিশেষত ফ্রান্সের আকস্মিক পরাজয়ের ফলশ্রুতি যে ব্রিটেনের আকাশে ভয়ংকর নাৎসী ঈগলের অনিবার্য আবির্ভাব সে বিষয়ে ব্রিটিশ সামরিক নেতৃবৃন্দের কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং ফ্রান্সে জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধে ব্রিটিশ প্রয়াসে কোনো শিথিলতার অবকাশ না থাকলেও ভবিষ্যতে জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সুরক্ষাই ব্রিটিশ সামরিক নেতৃবর্গের কাছে প্রাথমিক কর্তব্য ছিল। এয়ার চীফ্ মার্শাল স্যার হিউ ডাউডিং ফ্রান্সে ছয় স্কোয়াড্রন হারিকেন জঙ্গী বিমান প্রেরণের বিরোধিতা করলেন এবং চীফ্ অভ্ এয়ার স্টাফ্ স্যার সিরিল নিউআল ডাউডিংকে সমর্থন করেন। অতএব চার্চিলের ক্যাবিনেটের অধিবেশনের 'হ্যাঁ' সত্ত্বেও ছয় স্কোয়াড্রন হারিকেন ফ্রান্সে পাঠানো হয়নি। শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে যে মধ্যপন্থা অনুসৃত হয় তাহল : ছয় স্কোয়াড্রন হারিকেন ব্রিটেনের দক্ষিণ থেকে প্রত্যহ উড়ে গিয়ে ফ্রান্সের রণাঙ্গনের উপর যুদ্ধে যোগ দেবে। সকালে যাবে তিন স্কোয়াড্রন, বিকেলে তিন স্কোয়াড্রন। অর্থাৎ প্রত্যহ ব্রিটিশ বিমানক্ষেত্র থেকে ছয় স্কোয়াড্রন বিমান দুভাগে বিভক্ত হয়ে ফ্রান্সে বিমানযুদ্ধে যোগ দেবে। এভাবে ব্রিটেন ফ্রান্সকে ছয় স্কোয়াড্রন বিমান পাঠাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল। কিন্তু ব্রিটিশ বিমানক্ষেত্র থেকে যুদ্ধে যোগ দেওয়া এবং ফরাসী বিমানক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ করার মধ্যে সেযুগে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। কারণ ১৯৪০-এ হারিকেন জঙ্গীবিমান একবারে ৩০০ মাইলের বেশি উড়তে পারতনা। ব্রিটিশ বিমানক্ষেত্র থেকে উড়ে গিয়ে হারিকেন জঙ্গী বিমানের পক্ষে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। অবশ্য ছয় স্কোয়াড্রন জঙ্গীবিমান ফরাসী বিমান ক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফলের কোনো হেরফের ঘটত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই ছয় স্কোয়াড্রন জঙ্গীবিমান পাঠানোর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইংরেজ শঠতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে ফরাসী নেতৃবর্গের মনে গেথে গিয়েছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

৩০

ফরাসী শিবির

জর্মন পানৎসারের এই দুরন্ত গতিবেগ জর্মন বাহিনীর পক্ষে কিছুটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। উপযুক্ত সময়ে ফরাসী প্রত্যাঘাত হানা হলে পানৎসার বাহিনীর উর্ধ্বশ্বাস অগ্রগতি গোটা জর্মন অভিযানের পক্ষে মারাত্মক হতে পারত। সেদাঁ ভেদনের পর পানৎসার বাহিনীকে পশ্চিমে মোড় নেওয়ার আদেশ দিয়ে গুডেরিয়ান যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন প্রথম পানৎসার বাহিনীর সরকারী ইতিহাসে তার স্বীকৃতি মেলে। প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসার বাহিনীর পিছনে প্রায় ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে কিছু রসদের যোগান ছাড়া একটি জর্মন সৈনিককেও দেখা যায়নি। একটি অত্যন্ত ক্ষীণ প্রায় অরক্ষিত সরবরাহ সড়ক দিয়ে গোলাবারুদও পেট্রোল আনা হচ্ছিল।

জর্মন পানৎসার ও জর্মন পদাতিক বাহিনীর মধ্যে এই পঁচিশ ত্রিশ মাইলের ফাঁক ফরাসী প্রত্যাক্রমণের পক্ষে কি সুবর্ণ সুযোগ। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে জর্মন পানৎসারকৃত এই অরক্ষিত করিডর আক্রান্ত হলে জর্মন পানৎসার বাহিনীকে মূল জর্মন পদাতিক বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হত। ফলে জর্মনবাহিনী হয়তো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত। ফরাসী হাইকমাণ্ড যে প্রত্যাঘাতের কথা ভাবেননি তা নয়। কিন্তু ভাবা এক আর ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। জর্মন আক্রমণ ফরাসী সামরিক মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত এনে দেয়। তাতে যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ফরাসী হাইকমাণ্ডের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং জেনারেল জর্জ ১৬ মে জর্মন পার্শ্বভেদী প্রত্যাক্রমণের যে আদেশ প্রচার করেন তা কার্যে পরিণত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। তার কারণ ফরাসী বাহিনীর পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল জর্জের রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা ছিলনা।

প্রথমত ১৬ মেতেও জেনারেল জর্জ জর্মনবাহিনীর লক্ষ্যস্থল কি বুঝে উঠতে পারেননি। তখনো জেনারেল জর্জ দ্বিধায় দুলছেন: জর্মনবাহিনী প্যারী অভিমুখে যাবে অথবা বাঁয়ে মোড় নিয়ে মাজিনো লাইন গুটিয়ে দেবে।

১৬ মে যখন পানৎসারের প্রচণ্ড দৌড়ের লক্ষ্য প্রায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট তখনো ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কের পক্ষে তাদের লক্ষ্য কি বুঝতে না পারা প্রায় অপরাধ। ১৬ মে জেনারেল জর্জ দুটি আদেশ প্রচার করেন। প্রথমত, সাধারণ আদেশ নং ১৪। এই আদেশে শত্রুর লক্ষ্য জিভে-পারী বলে উল্লেখ করে বলা হয় যে জেনারেল বিলোতের বাহিনী এ্যান্‌ট্ওয়ার্প থেকে শার্লরোয়া, আনর, লিয়ার্ত, সিইঁনী-লাবাই, ওমোঁ পর্যন্ত একটি রেখায় স্থিত হবে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গন বিভিন্ন বিন্দুতে ছিন্ন হওয়ার পরও জেনারেল জর্জ আর একটি অবিচ্ছিন্ন রক্ষারেখা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিশেষ আদেশ নং ৯৩তে ছিল ১৭ মের সকালে ট্যাঙ্কের দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণের কথা। এ্যান নদী তীরবর্তী ইসঁ-লিয়ার-শাতো-পঁসিয়া মধ্যবর্তী অঞ্চল শত্রুমুক্ত করা হল প্রত্যাক্রমণের প্রার্থমিক উদ্দেশ্য। প্রথম হাল্কা যান্ত্রীকীকৃত ও নবম মোটরায়িত এই দুই ডিভিশনের দ্বারা বলীয়ান হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় সাঁজোয়া ডিভিশন নিয়ে উত্তর থেকে প্রত্যাক্রমণ চালাবেন দ্য গল এবং দক্ষিণ থেকে আক্রমণ করবেন জেনারেল তুশঁ। বিশেষ আদেশ নং ৯৩র মধ্যে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলনা। জেনারেল জর্জ যে রণক্ষেত্রের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়েছিলেন এই আদেশই তার অবিসম্বাদিত প্রমাণ। এই আদেশে প্রত্যাক্রমণের জন্য যে সব ডিভিশনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার একটিরও প্রায় অস্তিত্ব ছিলনা বলা চলে। প্রথম বর্মিত ইতি পূর্বে বিনষ্ট হয়েছে, দ্বিতীয় বর্মিতকে দ্বিখণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে জর্মন পানৎসার বাহিনী অগ্রসর হয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। যখন আদেশ প্রচারিত হয় তখন কর্নেল দ্য গলের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ সাঁজোয়া ডিভিশন সংগঠিত হওয়ার কথা হচ্ছিল মাত্র। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জেনারেল জর্জের প্রত্যাক্রমণের আদেশ বাস্তবতা বর্জিত ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে জর্মন পানৎসার ও জর্মন পদাতিকের মধ্যবর্তী পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের ফাঁক ভরাট করা সম্ভব ছিলনা। জর্মন পদাতিকবাহিনী বহু পিছনে ফেলে রেখে পশ্চিমে মোড় নিয়ে জেনারেল গুডেরিয়ান যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তার আশাতীত ও অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত—অকুতোভয় গুডেরিয়ান তার পানৎসারবাহিনীকে এখন আরও বেগবান করে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য সাফল্য জর্মন হাইকমাণ্ডকে, বিশেষত হিটলারকে, ফরাসী হাইকমাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহাকুল করে তুলল। জর্মন পানৎসারের অসাধারণ সাফল্য এবং শত্রুর প্রত্যাক্রমণের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি—হিটলারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল

করে তুলেছিল যে, জর্মন পানৎসারের নির্বাধ অগ্রগতি ফরাসী যুদ্ধ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মার্নের মতো মারাত্মক প্রত্যাক্রমণ নেমে আসবে যা জর্মন পানৎসার ও পদাতিকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফাঁকের ফলে জর্মন অভিযানের পক্ষে সর্বনাশা হবে। জর্মন পানৎসারের দ্বিধাহীন দুরন্ত গতিবেগ এবং জর্মন হাইকমাণ্ড, বিশেষত হিটলারের, মার্নের পুনাবৃত্তির ভীতির মধ্যে ডানকার্কের বীজ লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে। আপাতত রোমেলের নেতৃত্বাধীন পানৎসার বাহিনী ১৬ তারিখে কতটা অগ্রসর হল লক্ষ্য করা যাক।

রণাঙ্গন—রোমেল

১৬ মে রোমেল তাঁর পানৎসার বাহিনী নিয়ে ফরাসী সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। রোমেলের ধারণা ছিল তাঁর সম্মুখে মাজিনো রেখা প্রসারিত। প্রকৃতপক্ষে মাজিনো রেখা লংগইয়ে শেষ হয়েছিল। লংগইর পর যে যে রক্ষাব্যবস্থা ছিল তা নিতান্তই সাধারণ। কিছু বিবরঘাঁটি ও ট্যাঙ্কবিরোধী বাধা গত শীতকালে এখানে প্রস্তুত করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু আমরা ইতি-পূর্বে লক্ষ্য করেছি কথা ছিল জেনারেল মার্ত্যার একাদশ কোরের অবশিষ্টাংশ পশ্চাদপসরণ করে ফরাসী সীমান্তে এই রক্ষারেখায় জর্মনদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। পশ্চাদপসরণপর একাদশ কোরের বাহিনী এই রক্ষারেখায় পৌঁছে লক্ষ্য করে বিবরঘাঁটিগুলির দরজায় চাবি সমেত সেখানকার রক্ষীরা অন্তর্হিত হয়েছে। সুতরাং বিস্ফোরক দিয়ে দরজা ভেঙে এই বিবরঘাঁটি সমূহে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু সম্মুখে মাজিনো রেখা প্রসারিত রোমেলের এই ধারণা জন্মাবার কারণ ফরাসী প্রচার। সুইৎসারল্যাণ্ড থেকে সমুদ্র পর্যন্ত মাজিনো রেখা প্রসারিত-ফরাসী সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই প্রচার চালিয়েছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে রোমেল প্রাক্-আক্রমণ প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় ব্যয় করেন এবং একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ আরম্ভ করেন।

রোমেলের আক্রমণের প্রথম ধাক্কা গিয়ে পড়ে জেনারেল দুফের অষ্টাদশ ডিভিশনের উপর। ১৬ মের দুপুর নাগাদ অষ্টাদশ ডিভিশন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং অধিকাংশ সৈন্য বন্দী হয়। জেনারেল দুফে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে প্যারী পৌঁছন। ট্যাঙ্কবাহিনী নিয়ে ফরাসী সীমান্ত অতিক্রম করে রোমেল ফরাসী গ্রাম ক্লেয়ারফে অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ফরাসী বাংকার সমূহ আক্রমণ করেন। স্বল্পকালের মধ্যে ফরাসী সীমান্তের সুরক্ষিত অঞ্চল রোমেলের পানৎসারের হস্তগত হয় এবং ক্লেয়ারফে অধিকৃত

হয়। ক্লেয়ারফে অধিকৃত হওয়ার পর রোমেল পানৎসার বাহিনীকে আরো পশ্চিমে আভেইন অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেন। ফরাসী সীমান্তের রক্ষাব্যূহের ভেদনের পর রোমেলের সম্মুখে আর কোনো প্রতিবন্ধক—ট্যাঙ্ক-বিরোধী বাধা, বাংকার অথবা কোনো সংগঠিত সৈন্যবাহিনী রইলনা। ইতিপূর্বে জেনারেল দুফের অষ্টাদশ ডিভিশন পরাজিত ও বন্দী হয়েছে। জেনারেল সঁসেলমের অধীনস্থ চতুর্থ উত্তর আফ্রিকান বিশৃঙ্খলভাবে শূন্যে উবে গেছে। অতএব (রোমেল ডায়েরীতে লিখছেন): "পশ্চিমের পথ এখন উন্মুক্ত। আমরা মাজিনো রেখা ভেদ করে এসেছি। একথা প্রায় অবিশ্বাস্য যে বাইশ বছর আগে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে আমরা এই একই শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম এবং জয়ের পর জয় অর্জন করেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলাম। আর এখন আমরা বিখ্যাত মাজিনো রেখা ছিন্ন করে শত্রুর রাজ্যের গভীরে অগ্রসর হচ্ছি। রমণীয় স্বপ্ন নয়। বাস্তব।"*

ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গেছে। রাত্রি নেমে এসেছে ফ্রান্সের প্রান্তরে। কিন্তু যুদ্ধের সমস্ত নিয়মকানুন উপেক্ষা করে রোমেল চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতির বর্ণনা করেছেন রোমেল**: "আমাদের ট্যাঙ্কের গর্জনে ঘরে ঘরে মানুষেরা হঠাৎ জেগে উঠল। রাস্তার পাশে (ফরাসী) সৈন্যরা রাত্রি যাপন করছিল খামারের চত্বরে এবং রাস্তায়ও সামরিক গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। আতঙ্কে বিকৃত মুখ অসামরিক মানুষ ও সৈন্যরা খাদে, ঝোপের আড়ালে এবং গর্তে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল। আমরা উদ্বাস্তুর সারি, পরিত্যক্ত গাড়ি (যাদের মালিকেরা ভয়ে মাঠে পালিয়েছে)—এই সব পেরিয়ে অগ্রসর হলাম। আমাদের লক্ষ্যের দিকে নির্ধারিত বেগে আমরা এগিয়ে চললাম।"

এই অগ্রসরমান জর্মন পানৎসারের মিছিলের পুরোভাগে রোমেল। গভীর রাত্রি, আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। সম্পূর্ণ নির্বাধ অগ্রগতি। সম্মুখে একই দৃশ্য। রাস্তার দুইপাশ দিয়ে অসামরিক মানুষ ও সৈন্যরা উন্মত্তের মতো পালাচ্ছে। চারদিকে সামরিক গাড়ি, ট্যাঙ্ক, কামান, উদ্বাস্তুদের গাড়ি, আর ফরাসী সৈন্য মাটির সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে। সর্বত্র কামান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক গাড়িতে ঠাসাঠাসি। শুধু প্রতিরোধ নেই। জর্মন পানৎসারের উর্ধ্বশ্বাস অগ্রগতির সঙ্গে একটি অলৌকিক আতঙ্ক মূর্তি পরিগ্রহ করে মৃতপ্রায় ফরাসী সৈনিকসহ ফ্রান্সের চন্দ্রালোকিত প্রান্তরকে যেন ঢেকে রেখেছিল।

---

* To Lose a Battle-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৩৫৭

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮

অবশেষে আভেইন। আভেইনে রোমেলের পানৎসারের পুরোবর্তী দলের সঙ্গে ব্রুনোর প্রথম সাঁজোয়ার অবশিষ্টাংশের সংঘর্ষ ঘটে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম বর্মিতের বিলুপ্তি ঘটে। মাত্র তিনটি ট্যাঙ্ক কোনোক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ আর্টিলারি পানৎসার বাহিনীর করায়ত্ত হয়। পরদিন রাত্রিতে জেনারেল ব্রুনো বন্দী হন।

আভেইন অধিকৃত হওয়ার পরও রোমেল বিশ্রামের কথা চিন্তা করেননি। এবার তিনি আভেইন পার হয়ে আরো এগার মাইল পশ্চিমে লাঁদ্রেসি ও সাঁবর নদী অতিক্রমণের বিন্দু অধিকারের জন্য অগ্রসর হন। পথে সেই পুরনো দৃশ্য। বিভিন্ন ধরণের কামান, ট্যাঙ্ক, সামরিক গাড়ি, ঘোড়ায় টানা বাস্তুহারাদের গাড়ির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে রাস্তা ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। রোমেলের গোলাবারুদ ফুরিয়ে এসেছিল। অতএব গোলাবর্ষণ বন্ধ রেখে প্রায় নিঃশব্দে এবং রাস্তা ভারাক্রান্ত থাকলে প্রয়োজনবোধে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে রোমেলের পানৎসার এগিয়ে যেতে লাগল। এগিয়ে যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে সশস্ত্র ফরাসী সৈন্যের স্তম্ভের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছিল। গোলাবর্ষণ না করে এই সব ফরাসী সৈন্যদলকে পানৎসার কমাণ্ডারগণ ধমকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলছিল এবং আশ্চর্য হয়ে দেখছিল যে কোনো প্রতিরোধ না করে তারা অনায়াসে অস্ত্র ফেলে দিচ্ছিল। ফরাসী সৈন্যদল সম্পর্কে পানৎসার কমাণ্ডারদের এই অনায়াস তাচ্ছিল্য জনৈক ফরাসী কর্নেলের হৃদয়ে যে বিস্ফোরক ক্রোধের সঞ্চার করেছিল শেষ পর্যন্ত তা ফ্রান্সের ইতিহাসকে পরিবর্তিত করে দেয়। এই কর্নেল লিখছেন: "উত্তরের সব রাস্তা বাস্তুহারাদের জঘন্য মিছিলে ভরে আছে। অনেক নিরস্ত্র সৈন্যও দেখলাম যারা তাদের অস্ত্র হারিয়েছে। কয়েকদিন আগে পানৎসার বাহিনী যে সব (ফরাসী) সৈন্যদলকে পরাজিত করেছে এরা সেই সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শত্রুর যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর সামনে পড়ে যাওয়ায় এই সব পলায়নপর সৈন্যদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে এবং রাস্তা না আটকে দক্ষিণে চলে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। 'তোমাদের বন্দী করার কোনো সময় নেই আমাদের' তাদের এই বলা হয়েছিল। একটি হারিয়ে-যাওয়া জাতি ও সামরিক বিপর্যয়ের দৃশ্য দেখে এবং জর্মনদের অবজ্ঞাভরা উদ্ধত কণ্ঠ শুনে আমি সীমাহীন ক্রোধে পূর্ণ হয়েছিলাম। একি অসম্ভব নির্বুদ্ধিতা! যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। যদি আমি বেঁচে থাকি, যেখানে প্রয়োজন, যতদিন প্রয়োজন শত্রু পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত, এই জাতীয় কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করব। পরে আমি যা করতে সক্ষম হয়েছি সব কিছুই সেই দিনের প্রতিজ্ঞাপ্রসূত"* ইনি কর্নেল দ্য গল।

* De Gaulle Memoirs পৃঃ ৩৯

১৬ মে কোদরসের সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় চার্চিলের লেখনীতে ফরাসী নেতৃত্বের যে গ্লানিকর চিত্র ফুটে উঠেছে, কর্নেল দ্য গলের ক্রোধ সেই বিষাদময় চিত্রের অন্যদিক। দ্য গলের ক্রোধ ও প্রতিভা ফরাসী নেতৃত্বের শিথিলতার মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয়ের সম্মোহনে ফরাসী জাতির মৃত্যু নয়, আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল মাত্র। যুদ্ধের নিদারুণ মন্থনে ফরাসী জাতি আত্মস্থ হয়ে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মর্যাদাবোধ যে ফিরে পেতে চলেছে দ্য গল তার পূর্বাভাস। দ্য গল নব জাগ্রত ফরাসী জাতীয় চেতনার নির্যাস।

রোমেলের পানৎসারের নির্বাধ অগ্রগতি লাঁদ্রেসি দখল করেও থামেনি। লাঁদ্রেসি দখল করে রোমেল একটি অটুট সেতু দিয়ে নদী পেরিয়ে ১৭ মে ঊষাকালে ৫-১৫ মিনিটে যখন আভেইন থেকে ১৯ মাইল পশ্চিমে ল্য কাতোয় পৌঁছলেন, তখন তার গোলাবারুদ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

২৪ ঘণ্টায় রোমেল প্রায় পঞ্চাশ মাইল অগ্রসর হয়েছেন। এই একদিনে রোমেলের হতাহতের সংখ্যা হল অফিসার এক এবং ননকমিশন্ড অফিসার ও জওয়ান মিলে চল্লিশ। অথচ তার পানৎসারের কাছে শত্রুসৈন্য বন্দী হয়েছে ১০ হাজার। ১০০টি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হয়েছে। রোমেলের এই জয় তুলনাবিহীন বলা যেতে পারে। সর্বসমেত একচল্লিশজন হতাহতের বিনিময়ে তিনি জর্মন পানৎসারের জন্য অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জন করেছেন। তাঁর এই বিজয় শুধু শত্রুসৈন্য বন্দী ও শত্রুরাজ্য অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। এই বিজয়ের ফলশ্রুতি গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। ১৭ তারিখে ফরাসী প্রত্যাঘাত ফলপ্রসূ হওয়ার যে সামান্য সম্ভাবনা ছিল রোমেলের অগ্রগতিতে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। লাঁদ্রেসির সেতু দখল করে তিনি সাঁবর-ওয়াজ রেখা ছিন্ন করে দিলেন। জেনারেল জর্জ তাঁর আদেশ নং ১৪-তে যে কোনো উপায়ে হোক এই রেখা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সর্বোপরি রোমেলের অগ্রগতিতে জেনারেল দুমে'কের ভাষায় নবম আর্মির অবশিষ্টাংশ শূন্যে উবে গেল। শুধু তাই নয় জেনারেল জর্জের ১৮ তারিখের প্রত্যাঘাতের আদেশের (নং ৯৩) কথা মনে রাখলে ১৬ তারিখের যুদ্ধের আরও একটি পরিণাম চোখে পড়বে। সে হল প্রত্যাক্রমণের জন্য যে সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট ছিল তার মধ্যে এক মাত্র দ্য গল গ্রুপ (যা তখনও পুরোপুরি সম্মিলিত হয়নি) ছাড়া আর কোনো ডিভিশন অবশিষ্ট রইলনা। একদিনের যুদ্ধে রোমেলের সামরিক ব্যক্তিত্বের ছাপ ফ্রান্সের দেহে গভীর ভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল।

৩১

১৭ মে জর্মন শিবির

পানৎসার বাহিনীর বিদ্যুৎগতিতে হিটলারের শঙ্কা

১৭ তারিখের যুদ্ধের কাহিনী গুডেরিয়ানের কথা দিয়ে শুরু করা যাক্। গুডেরিয়ান লিখছেন : "১৬ মের অসামান্য সাফল্যের পর আমার উপর-ওয়ালারা তাঁদের পুরনো মতবাদ আঁকড়ে থাকবেন অথবা তাঁরা পদাতিক কোরের উপস্থিতির অপেক্ষায় মেউজের অন্য তীরে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, একথা আমার মনে আসেনি। মার্চে হিটলারের বৈঠকে আমি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলাম আমি তা নিয়ে মত্ত হয়ে ছিলাম, অর্থাৎ আমাদের ভেদন সম্পূর্ণ করে ইংলিশ চ্যানেলে না পৌঁছন পর্যন্ত আমরা থামবনা। এ-কথা আমার কখনও মনে হয়নি যে, হিটলার যিনি মানস্টাইন পরিকল্পনার সবচেয়ে দুঃসাহসিক দিকগুলিকে সমর্থন করেছিলেন এবং এই ভেদনের ব্যবহার সম্পর্কে আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। তিনিই এখন নিজের অসমসাহসিকতায় ভীত হয়ে পড়বেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের অগ্রগতি বন্ধের আদেশ দেবেন। এখানে আমি একটি বড় ভুল করলাম। পরদিন সকালে তা বুঝতে পালাম।"*

সীকেলশ্নিট পরিকল্পনা রচনা ও গৃহীত হওয়ার ইতিহাস মনে রাখলে দেখা যাবে যে হিটলারের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া এই পরিকল্পনা জর্মন সামরিক কমাণ্ড কর্তৃক গৃহীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। জর্মন সামরিক কমাণ্ড মান্‌স্টাইন পরিকল্পনা অবাস্তব বলে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত হিটলারের নির্দেশেই জর্মন জেনারেল স্টাফ্ মান্‌স্টাইন পরিকল্পনাকে ভিত্তি করেই সীকেলশ্নিট পরিকল্পনা রচনা করেন। কিন্তু সীকেলশ্নিট পরি-কল্পনা কার্যে পরিণত হওয়ার পর পানৎসার বাহিনীর অকল্পনীয় সার্থকতায়, পানৎসারের ক্রমশ দীর্ঘায়িত ও প্রায় অরক্ষিত পার্শ্ব এবং ফরাসী প্রত্যাঘাতের প্রায় অনুপস্থিতিতে হিটলার অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়লেন। যত

---

* **Panzer Leader** পৃঃ ১০৯

দিন যেতে লাগল, পানৎসারের সাফল্য যত অলৌকিকের পর্যায়ে এসে পৌঁছতে লাগল হিটলারের অস্থিরতা ততই বাড়তে লাগল। পদাতিক বাহিনীকে অনেক পিছনে ফেলে অরক্ষিত পার্শ্বকে ক্রমে আরও দীর্ঘ করে একটি তীরের ফলার মতো পানৎসার যত এগোতে লাগল হিটলারের অস্থিরতা ততই বাড়তে লাগল। ধূর্ত ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী হয়তো কোনো ফাঁদ পেতে রেখেছে, পানৎসারবাহিনী অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে উন্মাদের মতো হয়তো সেই ফাঁদে পা দিচ্ছে। আবার হয়তো কোনো নতুন গাল্লিয়েনি নতুন কোনো মার্ন রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে। হিটলারের এই জাতীয় অস্থিরতা ইতিপূর্বে নার্ভিকে জর্মন অভিযানের সময়ও লক্ষ করা গেছে। হিটলার পেশাদার সৈনিক নন। দীর্ঘদিনের নৈষ্ঠিক সামরিক আচরণ ও সৃঙ্খলাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ সৈনিকের জয়পরাজয় সমভাবে গ্রহণের শিক্ষা তাঁর ছিলনা। জয়ে তিনি যেমন উল্লসিত, পরাজয়ের আশঙ্কায় তেমনি আতঙ্কে বেপথুমান। কিন্তু এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যাপার হল পরাজয়ের আশঙ্কায় নয়, পানৎসারের অলৌকিক বিজয়ের ফলেই এই অস্থিরতা।

অপর দিকে চীফ্ অভ্ জেনারেল স্টাফ্ জেনারেল হালডের যিনি মান্-স্টাইন পরিকল্পনা গ্রহণের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, পানৎসারের সার্থকতায় তার সকল সন্দেহের নিরসন হয়েছে। পানৎসারের অলৌকিক সার্থকতায় বিজয়-লক্ষ্মী যখন করতলগত তখন হিটলারের আতুর শঙ্কা অহেতুক শুধু নয় অশোভন মনে হয়েছে তাঁর। বিশেষত 'বিদেশী আর্মি পশ্চিম' *(Foreign Armies West) থেকে শত্রুশিবিরের যে খবর আসছিল তাতে বড় রকমের প্রত্যাঘাতের কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাননি। অন্তত ১৬ মে যে সংবাদ এসেছিল তাতে প্রত্যাঘাতের কোনো কথা ছিল না। ১৭ তারিখে ওই সূত্র থেকে যে খবর আসে তাতেও স্ফীতির উত্তর পার্শ্বে বড় ধরণের কোনো ফরাসী প্রতিআক্রমণের কথা ছিল না। অগ্রসরমান জর্মন পানৎসারের অরক্ষিত পার্শ্ব নিয়ে অতংকিত হওয়া শুধু মাত্র নিরর্থক নয় জর্মন জয়যাত্রার পথে বিঘ্নস্বরূপ— এই ছিল হালডেরের সুনিশ্চিত অভিমত। আর স্ফীতির দক্ষিণ পার্শ্বেও আক্রমণ সম্ভবপর নয় কারণ আক্রমণের সার্থকতার জন্য উপযুক্ত শক্তি শত্রু তখনও অর্জন করেনি। সুতরাং বেলা সাড়ে দশটায় তিনি রুন্ড্স্টেটের চীফ্ অফ্ স্টাফ্ জেনারেল সোডেনস্টের্নকে ওয়াজ নদীর ধারে না থেমে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু জর্মানির দুর্ভাগ্য হালডেরের এই নতুন উদ্দীপনা হিটলারকে স্পর্শ করেনি।

---

* জর্মনবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগ

১৬ তারিখ থেকেই ফ্রান্সের মর্মভেদী পানৎসারের ক্রমশ দীর্ঘায়িত বাম-পার্শ্বের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন হিটলার। এই উদ্বেগের ফলে তিনি রণাঙ্গনের সেনাপতিদের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ১০ মে থেকে হিটলার ম্যুনটেরেই আইফেলের উচ্চ ভূমিতে তাঁর হেডকোয়ার্টার ফেলসেনেস্টে স্থাপন করেছিলেন। কাছাকাছি স্থাপিত হয়েছিল ও. কে. এইচের হেডকোয়ার্টার। কিন্তু ও. কে. এইচের প্রধান সেনাপতি ব্রাউসিৎসের উপর তাঁর আস্থা ছিলনা। ছিল অবজ্ঞা। শুধু প্রধান সেনাপতি নয়, সমগ্র ও. কে. এইচ সম্পর্কেই হিটলারের সম্পূর্ণ আস্থার অভাব ছিল। ও. কে. ডব্লিউ এবং ও. কে. এইচের মধ্যে দীর্ঘদিনের রেষারেষি। কিন্তু যা এতদিন অন্তরালে ছিল জর্মন পানৎসারের গতিবেগ সম্পর্কে হিটলারের ক্রমবর্ধমান শঙ্কা সেই মনকষাকষিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এল। ১৭ মে দুপুরবেলা হিটলার ব্রাউসিৎসকে ডেকে তার শঙ্কার কথা বললেন। ব্রাউসিৎস হিটলারের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। ফলে হিটলার রেগে গেলেন।

কিন্তু ব্রাউসিৎসকে ডেকে ধমক দিয়ে হিটলার চুপ করে রইলেন না। ও. কে. এইচের উপর তাঁর অনাস্থা। তাঁর সাধের বিজয় শেষ পর্যন্ত ও.কে.এইচের সেনাপতির অযোগ্যতায় বানচাল হয়ে যাবে—এই ধারণা এমন বধ্যমূল হয়ে গেল যে তিনি আর্মি গ্রুপ 'এ'র সেনাপতি রুনৎস্টেটের হেডকোয়ার্টারে ১৭ই অপরাহ্নে উপস্থিত হন। পানৎসারের দুরন্ত বেগে রুণ্ডস্টেটেরও বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। জেনারেল ফন বুমেনট্রিট রুনডস্টেটের জীবনচরিতে রুনৎস্টেটের এই বিস্ময়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—মেউজ অতিক্রমণকে রুনৎস্টেট্ এক আশ্চর্য সুদৈব বলে মনে করেছিলেন। তিনি এই স্বচ্ছন্দ অতিক্রমণকে একেবারেই বুঝতে পারেননি। সুতরাং রুনৎস্টেটের সঙ্গে হিটলারের অনেকটা মতৈক্য হবে তাতে সন্দেহ ছিলনা। রুণ্ডস্টেটের সঙ্গে কথা বলে হিটলারের আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হল। হিটলারের মতো রুনৎস্টেটেরও শঙ্কা ছিল যে ফরাসীরা ভ্যর্দ্যাঁ ও শালঁসুর মার্ন থেকে উত্তরে সেদাঁ ও মেজিয়েরের অভিমুখে জর্মনবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বভেদী আকস্মিক প্রত্যাক্রমণ চালাতে পারে। আর্মি গ্রুপ 'এ'র যুদ্ধ ডায়েরী রুনৎস্টেটের এই শঙ্কার প্রমাণ।

১৫ তারিখের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে : ওয়াজের তীরে মোটরায়িত বাহিনীকে থামানো হবে কিনা এই প্রশ্ন এই প্রথম দেখা দিয়েছে। শত্রুকে কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো প্রকারের সার্থকতা অর্জন করতে দেওয়া হবে না। এমনকি এ্যানের তীরে অথবা পরে লায়' অঞ্চলে কোনো স্থানীয়

সার্থকতাও নয়। সাময়িকভাবে মোটরায়িত বাহিনীর ধীরগতির চেয়ে সমগ্র অভিযানের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে। লা ফ্যার ও রেথেলের মধ্যবর্তী দীর্ঘায়িত পার্শ্ব অতি স্পর্শকাতর। বিশেষত লায়' অঞ্চল শত্রুর আক্রমণের জন্য খোলাখুলি আমন্ত্রণ......আক্রমণের ভল্লশীর্ষকে* সাময়িকভাবে থামালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিপজ্জনক পার্শ্বকে কিছুটা শক্ত করা সম্ভব হবে।

রুন্‌ড্‌স্টেটের এই মনোভাবের সঙ্গে হিটলারের মতৈক্য স্বাভাবিক। রুন্‌ড্‌স্টেট্‌ও মার্নের মতো কোনো দুর্দৈবের আশঙ্কা করছিলেন। সুতরাং হিটলার তাঁর হেডকোয়ার্টারে আসার পূর্বে সাঁজোয়া গ্রুপকে সাময়িকভাবে থামার নির্দেশ দেন এবং ১৮ তারিখের আগে ওয়াজ অতিক্রমণ নিষিদ্ধ করেন। হিটলার রুন্‌ড্‌স্টেটের এই নির্দেশকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। শুধু তাই নয় রুন্‌ড্‌স্টেটের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি ও. কে. এইচের উপর আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁর মতে আপাতত চ্যানেলের দিকে দুরন্ত বেগে এগিয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি প্রয়োজন লায়' অঞ্চলে প্রথমে এ্যানের এবং পরে সোমের তীরে যথাসম্ভব শীঘ্র একটি সুদৃঢ় রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পশ্চিমে অগ্রগতি সাময়িকভাবে বিলম্বিত হলেও এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রুন্‌ড্‌স্টেটের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ফেলসেনেস্টে ফিরে এসে হিটলার ও. কে. এইচের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন। হালডের তার ডায়েরীতে লিখছেন: "আর একটি অস্বস্তিকর দিন। ফ্যুরের ভয়ানক ভীত। আমাদের সার্থকতায় তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কোনো ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক এবং আমাদের থামাতে পারলে তিনি সবচেয়ে সুখী হন।" ও. কে. ডব্লিউর চীফ্ অভ্ স্টাফ্ ইয়ড্‌লের ডায়েরীতেও হালডেরের কথার সমর্থন মেলে। তিনি লিখছেন: "অত্যন্ত উত্তেজনাময় দিন। দক্ষিণে একটি নতুন পার্শ্বীয় অবস্থান যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত আর্মির প্রধান সেনাপতি (ব্রাউসিৎস) কার্যে পরিণত করেননি। ......ব্রাউসিৎস এবং হালডেরকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়।"

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ফ্রান্সের যুদ্ধে পানৎসারের গতিবেগ ফরাসী ও জর্মন উভয় হাইকমাণ্ডের উপরই বিপরীত কারণে গভীর প্রভাব

---

* Spearhead

বিস্তার করেছিল। সেদাঁর ভেদনের পর পানৎসারের দুরন্ত গতিবেগ ফরাসী সামরিক মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত এনে ফ্রান্সকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। পক্ষান্তরে এই গতিবেগ যা জর্মনির অলৌকিক বিজয়ের উৎস তাই আবার পানৎসার ও জর্মন পদাতিক বাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব অরক্ষিত রেখে রুন্‌ড্‌স্টেট ও হিটলারের মনে মার্নের পুনরাবৃত্তির ভীতির উদ্রেক করে। এই আশঙ্কা ও সংশয়ের দোলা হিটলারের অতি উত্তেজিত স্নায়ুকে ক্রমাগত পীড়িত করে পানৎসারের গতিবেগকে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত করার হিটলারী নির্দেশ সম্ভব করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ডানকার্কে ব্রিটিশ উদ্‌বাসনের পথ প্রশস্ত করেছিল। গুডেরিয়ানের পানৎসার অব্যর্থ শক্তিশেল যা এক অভূতপূর্ব দানবীয় শক্তিতে ফ্রান্সকে ভূপাতিত করে কিন্তু এই শক্তিশেলের শক্তির তাৎপর্য ফরাসী ও জর্মন উভয় হাইকমাণ্ডের কাছেই সমভাবে দুর্বোধ্য ছিল। সুতরাং একদিকে যেমন এই শক্তি ফ্রান্সকে ধূলায় লুটিয়ে দেয়, অন্যদিকে এর তাৎপর্য সম্পর্কে উপযুক্ত সচেতনতার অভাবে হিটলার পানৎসারের গতিবেগ স্তব্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীকে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। ডানকার্কের ব্রিটিশ উদ্‌বাসন জর্মনির ভবিষ্যৎ পরাজয়ের প্রথম সোপান। জর্মনির জয়রথ যখন এক অকম্পনীয় বিজয়ের সিংহদ্বারে উপস্থিত ঠিক সেই মুহূর্তে হিটলারের স্নায়বিক দৌর্বল্য জর্মনির জয়রথ পানৎসারকে স্তব্ধ করে জর্মনিকে এক সীমাহীন বিনষ্টির পথে ঠেলে দিল। জর্মন পানৎসারকে স্তব্ধ না করে ডানকার্ক পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর নির্গমপথ বন্ধ হয়ে যেত, এবং গোটা ব্রি. অ. বা. কলে-পড়া ইঁদুরের মত সিকেলস্লিটের বিস্তীর্ণ ফাঁদে ধরা পড়ত। এক অভাবিতপূর্ব এবং বহুআকাঙ্খিত বিজয়লক্ষ্মী হয়তো জর্মনির করায়ত্ত হত। ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য, এই নতুন অস্ত্রের প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে ফরাসী হাইকমাণ্ড অনবহিত ছিল না; জর্মনির দুর্ভাগ্য, এই নতুন অস্ত্রের প্রয়োগকৌশল নিখুঁতভাবে অধিগত হওয়াসত্ত্বেও জর্মনির সামরিক কমাণ্ডে এর অনন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা ছিলনা।

জর্মনির সামরিক কমাণ্ডের স্নায়বিক দুর্বলতা মেউজ অতিক্রমণের মুহূর্ত থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। ব্লুমেনট্রিট্ লিখেছেন* : "মেউজ অতিক্রমণের অলৌকিক ঘটনার অর্থ রুণ্ডস্টেট বুঝতে পারেননি। পানৎসারের দৌড়ও তার

* Life of Rundstedt

কাছে অলৌকিক। তার অর্থও ব্রুনড্স্টেট্ বুঝতে পারেননি। ব্রুনড্স্টেট্ তাই ক্রমাগত ব্রেক কষতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু গুডেরিয়ান অবাধ্য দুরন্ত শিশুর মতো বেগের আবেগে প্রমত্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ব্রুনড্স্টেটের ১৬ তারিখের আদেশ অগ্রসরমান পানৎসারের উপর পরিপূর্ণ ব্রেক। কিন্তু এই আকস্মিক ব্রেকের ধাক্কায় গতিবেগের নেশায় আচ্ছন্ন গুডেরিয়ান বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। ব্রুনড্স্টেটের ১৬ তারিখের ওয়াজ অতিক্রম না করার আদেশ পানৎসার গ্রুপের কমাণ্ডার ক্লেইষ্ট যথাসময়ে গুডেরিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন। গুডেরিয়ানের কাছে এই আদেশ প্রায় অবিশ্বাস্য, এক অভাবিতপূর্ব বিজয়ের দ্বারদেশে এসে হঠাৎ অকারণে থমকে দাঁড়ানো। ঘটনার আকস্মিকতায় গুডেরিয়ান বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। গুডেরিয়ান লিখছেন* : ১৭ মের সকালে পানৎসার গ্রুপ ক্লেইস্ট থেকে বার্তা পেলাম : এই মুহূর্তে অগ্রগতি বন্ধ করতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জেনারেল ফন ক্লেইস্টের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। তিনি আমার বিমানক্ষেত্রে সকাল সাতটায় আসছেন। তিনি যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তিনি কোনো সম্ভাষণ না করে তাঁর আদেশ অমান্য করার জন্য অত্যন্ত কঠিন ভাষায় আমাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্বের জন্য একটি প্রশংসাসূচক শব্দও বাজে খরচ করা প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। ঝড়ের প্রথম ঝাপটা শেষ হওয়ার পর নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য যখন তিনি থামলেন, তখন আমি বললাম আমাকে যেন আমার কমাণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। জেনারেল ফন ক্লেইস্ট মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে গেলেন কিন্তু তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমার কোরের সবচেয়ে প্রবীন জেনারেলকে আমার কমাণ্ডের ভার অর্পন করার আদেশ দিলেন। আমাদের কথাবার্তার এখানেই ছেদ পড়ল। আমি আমার কোর হেড-কোয়ার্টারে ফিরে এলাম এবং আমার কার্যভার অর্পণ করার জন্য জেনারেল ভিয়েলকে ডেকে পাঠালাম।

আমি তারপর বেতারে আর্মি গ্রুপ ব্রুনডাস্টেটের কাছে একটি বার্তা পাঠালাম। তাতে আমি জানালাম যে দুপুরবেলা আমার কমাণ্ডের ভার জেনারেল ভিয়েলকে দিয়ে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি আর্মি গ্রুপ হেডকোয়ার্টারে উড়ে যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেলাম : আমাকে আমার হেডকোয়ার্টারে থাকতে

* Panzer Leader পৃঃ ১০৯-১১০

হবে এবং আমাদের পশ্চাতে অনুসরণকারী দ্বাদশ আর্মির অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল লিস্টের আগমন অপেক্ষা করতে হবে। কর্নেল-জেনারেল লিস্ট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ইউনিটকে যেখানে আছে সেখানেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হল।

বিকেলে কর্নেল জেনারেল লিস্ট এলেন ; তিনি গুডেরিয়ানকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। গুডেরিয়ানকে বোঝালেন অগ্রগতি বন্ধের আদেশ জেনারেল ক্লেইস্ট দেননি। আদেশ এসেছে আর্মি হাইকমাণ্ড ও. কে. এইচ থেকে এবং শেষ পর্যন্ত হিটলারের কাছ থেকে। সুতরাং এই আদেশ অমান্য করার সাধ্য কারুরই নেই। কিন্তু ফরাসী সামরিক বাহিনীর ভাঙন এবং ফরাসী প্রত্যাক্রমণ অসম্ভব—এবিষয়ে গুডেরিয়ানের যুক্তির সারবত্তা নেই একথাও লিস্ট মনে করেননি। বরং তিনি গুডেরিয়ানের মত অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় কেননা তিনি রুন্‌ড্‌স্টেটের সম্মতি নিয়েই একটি নতুন সূত্র দেন যার ফলে হিটলারেব আদেশ অমান্য না করেও গুডেরিয়ানের পানৎসারের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। জেনারেল লিস্টের সূত্র হল : "শক্তিশালী পর্যবেক্ষকদল পাঠানো হবে। কোর হেডকোয়ার্টার যাতে সহজলভ্য হয় সেজন্য তা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। অর্থাৎ কোর হেডকোয়ার্টার সোয়াজ ছেড়ে এগিয়ে যাবেনা।"

এর চেয়ে বেশি কিছু গুডেরিয়ানের প্রয়োজন ছিলনা। এই আদেশের গুডেরিয়ানী ভাষ্য হল--কোর হেডকোয়ার্টার ছাড়া অবশিষ্ট বাহিনী এগিয়ে যাবে এবং যদিও কোর হেডকোয়ার্টার সোয়াজে থাকবে কিন্তু কোর কমাণ্ডার প্রাগ্রসর বাহিনীর সঙ্গে থাকবে। গুডেরিয়ান কোর হেডকোয়াটর ছেড়ে পানৎসার বাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন এ সংবাদ উপর মহলের কাছে গোপন রাখবার জন্য প্রাগ্রসর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে সোয়াজ হেডকোয়ার্টার টেলিফোনে যুক্ত হল যাতে বেতারে সোয়াজ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে গুডেরিয়ানের কথাবার্তা না বলতে হয়। কারণ বেতারে কথাবার্তা বললে তা ও. কে. এইচ এবং ও. কে. ডব্লিউর বেতার ইউনিটগুলোর ধরে ফেলার সম্ভাবনা।

৩২

১৭ মে-রণাঙ্গন : গুডেরিয়ান-রোমেল-রাইনহার্ড্‌ট

অতএব ১৭ তারিখের সন্ধ্যা নাগাদ পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি আবার শুরু হল। ১৭ইর আদেশের প্রভাবে পানৎসারের অগ্রগতি যখন বন্ধ হয় তখন প্রথম পানৎসার ডিভিশন ওয়াজ নদীতীরবর্তী রিবমঁ এবং সেরতীরবর্তী ক্রেসি অধিকার করে। দশম পানৎসার ডিভিশনের পুরোভাগের ইউনিটগুলি ইতিমধ্যে ফ্রেইয়িকুর ও সলসে-মক্র্ঁ্যা পর্যন্ত পৌঁচেছে। ১৭ইর সন্ধ্যা নাগাদ পানৎসার বাহিনী যখন আবার চলতে শুরু করল তখন তাঁরা অনায়াসেই মোয়্যার (দাঁসি থেকে ১৫ মাইল এবং সেদাঁ থেকে ৭৩ মাইল) কাছাকাছি ওয়াজ নদীর অপরপাশে একটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করল।

১৬ইর অসাধারণ অগ্রগতির পর ১৭ই রোমেল নতুন অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে ব্যয় করলেন। অন্য পানৎসার বাহিনীর নায়ক রাইনহার্ড্‌ট ১৭ তারিখের অগ্রগতি বন্ধের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার আগে লা কাপেলের দক্ষিণে ওয়াজের তীর ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ১৭ রাত্রিতে আবার অগ্রগতি শুরু হওয়ার পূর্বে সের, সাঁবর এবং ওয়াজ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল পানৎসার বাহিনীর অধিকারে আসে এবং অগ্রগতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঁদ্রেসি থেকে দক্ষিণে ওয়াজ নদী তীরবর্তী মোয়া পর্যন্ত অঞ্চলে জর্মন পানৎসার কমাণ্ডাররা কয়েকটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এই সেতুমুখ প্রতিষ্ঠার অর্থ জেনারেল জর্জের নদীনির্ভর নতুন রক্ষারেখা রচনার পরিকল্পনার অঙ্কুরেই বিনাষ্ট।

পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি স্তম্ভিত হওয়ায় একদিকে যেমন রণক্লান্ত পানৎসার বাহিনীর সৈনিকেরা অতি প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পেল, অন্যদিকে পানৎসার বাহিনী ও অনুসরণকারী পদাতিক বাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফাঁক সংকীর্ণতর হল। এই বিস্তীর্ণ পানৎসার করিডরের অরক্ষিত পার্শ্বে ক্রমে পদাতিক বাহিনী এসে তাদের পূর্বনির্দিষ্ট স্থান অধিকার করল। পদাতিক বাহিনী দিয়ে স্ফীতির পার্শ্বরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা জর্মন ও. কে. এইচের অসাধারণ কীর্তি। শুধু পার্শ্বরক্ষাই নয়, এ বিরাট বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, জ্বালানি এবং খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও জর্মন ও. কে. এইচের

অনন্যসাধারণ সংগঠনী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। জর্মন এন্‌জিনিয়ার-বাহিনী অধিকৃত ফরাসী রেললাইনসমূহ অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত করে জর্মন সৈন্যবাহিনী চলাচলের কাজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে।

পানৎসার বাহিনীর বিস্ময়কর অগ্রগতিতে লুফ্‌ট্‌হ্বাফের অসামান্য অবদানও অবিস্মরণীয়। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ফরাসী বিমান অবতরণক্ষেত্র অধিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিমানক্ষেত্র ব্যবহারোপোযোগী করে তোলার জন্য লুফ্‌ট্‌হ্বাফের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত বাহিনী নিযুক্ত হত এবং স্বল্পকালের মধ্যেই বিমানক্ষেত্রগুলি থেকে স্টুকা বিমানের বিধ্বংসী অভিযান শুরু হয়ে যেত। শুধু তাই নয় প্রাগ্রসর বিমানক্ষেত্রগুলির সঙ্গে পিছনের বিমানক্ষেত্রগুলির টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয় অসাধারণ তৎপরতার সঙ্গে। তার চেয়েও বিস্ময়কর, যেভাবে বিদ্যুৎবেগে জর্মন জু-৫২ বিমান যন্ত্রাংশ, বিমানচালক, গোলাবারুদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিকৃত বিমানক্ষেত্রে পৌঁছে দিত। সর্বমিলিয়ে জর্মন সংগঠনীপ্রতিভার বিস্ময়কর নিদর্শন।

ফরাসী প্রত্যাক্রমণ—দ্য গল

জেনারেল গুতার মনে করেন—জর্মন পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধের নির্দেশকে একটি সুবর্ণসুযোগহিসাবে ফরাসী হাইকমাণ্ডের গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু কোনো সুযোগ গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত মানসিক স্থৈর্য ফরাসী হাইকমাণ্ডের আর ছিলনা। ১৭ মে হিটলারের নির্দেশে জর্মন পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধ হয়। ফরাসী প্রত্যাক্রমণের দিনও নির্দিষ্ট হয়েছিল ওইদিনই। ওইদিন প্রত্যাক্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ফরাসী কমাণ্ডের শিরে সর্পাঘাত করেছে সেই হাইকমাণ্ডের পক্ষে এই সান্ধিক্ষণে বিভিন্ন বাহিনীকে সংহত করে প্রত্যাক্রমণ কিভাবে সম্ভব? সুতরাং ফরাসী বাহিনীর প্রত্যাক্রমণ শেষপর্যন্ত দ্য গলের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ সাঁজোয়া ডিভিশনের একটি ছোটখাট ধাক্কায় পর্যবসিত হল। ছোটখাট কারণ—১৫ মে পর্যন্ত এই চতুর্থ সাঁজোয়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিলনা। চতুর্থ সাঁজোয়া যুদ্ধের প্রথম থেকে একটি অগ্নিদীক্ষিত লড়াকু ডিভিশন হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ১৫ মে জেনারেল জর্জ কর্নেল দ্য গলকে ডেকে বলেন : "দ্য গল, এতদিন যে মতবাদের আপনি ধারক ছিলেন, শত্রু তাই কার্যে পরিণত করছে। আপনার (সেই মতবাদ) প্রয়োগের সুযোগ এসেছে*।"

---

* Memoirs পৃঃ ৩৭

এই সুযোগ দ্য গল দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে চতুর্থ সাঁজোয়া নিয়ে স্বীয় মতবাদ কার্যে পরিণত করার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হল, সেই বাহিনী দ্য গলের ভাষায় n'éxista pas (অস্তিত্বই ছিলনা)। যে বাহিনী নেই সেই বাহিনী নিয়ে তাঁকে লড়তে হবে। তাঁর দায়িত্ব হল জেনারেল তুশ'কে এমন সুযোগ করে দেওয়া যাতে তিনি কিছু সময় পান। কারণ জেনারেল তুশ'কে পারী অভিমুখী জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য একটি আত্মরক্ষাত্মক রণাঙ্গন গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে বাহিনীর উপর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হল সেই বাহিনী ১৫ মে পর্যন্ত সংগঠিত হয়নি। বিভিন্ন স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন টুকরো নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর তখনও একত্র সমাবেশ ঘটেনি।

কি উপায়ে দ্য গল এই দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন জেনারেল জর্জ তা বলে দেননি। উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্বও দ্য গলের উপরই দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল দ্য গল স্থির করলেন, ১৭ মের সকালে মঁকর্নের সড়ক সংযোগ স্থলে আঘাত করে গুডেরিয়ানের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেবেন। কিন্তু ১৬ মেতেও দ্য গলের চতুর্থ সাঁজোয়া সংগঠিত হয়নি। প্রত্যাক্রমণের মুহূর্তে দ্য গলের বাহিনীতে মাত্র তিন ব্যাটালিয়ন ট্যাঙ্কের সমাবেশ ঘটেছিল এবং এই তিনটি ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়ান যুদ্ধে পরীক্ষিত ও উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলনা। তাছাড়া দ্য গলের বিমানধ্বংসী অস্ত্রও ছিলনা। অথচ জর্মন পানৎসারের অপ্রতিহত গতিবেগের মূলে ছিল জর্মন উড়ন্ত আর্টিলারি স্টুকার অসামান্য অবদান। সুতরাং বিমানরক্ষিত উপযুক্ত অস্ত্রসজ্জিত জর্মন পানৎসারের তুলনায় প্রায় নিরস্ত্র সংহতিহীন দ্য গলের চতুর্থ সাঁজোয়ার প্রত্যাক্রমণ যে একটি আলপিনের খোঁচায় পর্যবসিত হবে তাতে সন্দেহ ছিলনা। দ্য গলের দীপ্ত ব্যক্তিত্ব না থাকলে ইতিপূর্বে পরিকল্পিত বিভিন্ন ফরাসী প্রত্যাক্রমণের মতো এই প্রত্যাক্রমণেরও ভ্রূণেই বিনষ্টি ঘটত।

সুতরাং ১৭ মের প্রভাতে জর্মন বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্য গলের অভিযান শুরু হল। যুদ্ধারম্ভের বহুপূর্বে যেদিন তিনি Vers l'armée de metiér লিখেছিলেন সম্ভবত সেই দিন থেকেই দ্য গল এই প্রত্যাক্রমণের মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সম্ভবত এই মুহূর্তের দিন গুনছিলেন বলেই তিনি রেনোর সমর ক্যাবিনেটের সেক্রেটারির লোভনীয় পদ প্রত্যাখ্যান করে ট্যাঙ্কবাহিনীর অধিনায়কের পদে ফিরে এসেছিলেন। এতদিনে দ্য গলের যাত্রা শুরু হল। এই যাত্রা ফরাসী ভাগ্য বিপর্যয়কে অতিক্রম করে, ফরাসী নিয়তিকে উপেক্ষা

করে, দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে, একদিন—দুজেগ্লিজ-এ* স্তব্ধ হয়ে—পাঁতেয়'তে** চিরবিশ্রাম লাভ করবে।

১৭ মের সকালে দ্য গল সব বাধা অতিক্রম করে কমর্নে' পৌঁছে যান। পথে দলছাড়া জর্মন ট্যাঙ্ক ও সৈন্যবাহী মোটরগাড়ি ও ট্রাক ধ্বংস করেন। এ'কে দিয়ে যান একটি অগ্নিময় রেখা। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রত্যাক্রমণের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সের নদীর অপর পার জর্মন স্বয়ংচালিত কামান কথা বলতে শুরু করেছে। এই কামানের বিরুদ্ধে দ্য গলের কোনো উত্তর ছিলনা কারণ দ্য গলের চতুর্থ সাঁজোয়ার কোনো আর্টিলারি ছিলনা। তাছাড়া ম'কর্নে পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী পদাতিক বাহিনী এবং আর্টিলারি চতুর্থ সাঁজোয়াকে অনুসরণ করেনি। সুতরাং জর্মন স্বয়ংক্রিয় আর্টিলারি এবং উড়ন্ত আর্টিলারি স্টুকার নিরন্তর বোমাবর্ষণের ফলে দ্য গলের পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া কোনো উপয় ছিল না। পশ্চাদপসরণের পথও স্টুকা বিমান আক্রমণের ফলে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। পশ্চাদপসরণের কারণ বর্ণনা করতে দ্য গল লিখছেন—এ্যান থেকে ২০ মাইল এগিয়ে আমাদের অবস্থা হয় একদল হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো। অতএব প্রত্যাক্রমণ শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হল। এই আক্রমণের লাভালাভ সম্পর্কে দ্য গল লিখছেন*** "যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকশত জর্মন সৈনিকের মৃত্যু এবং কিছু অগ্নিদগ্ধ জর্মন ট্রাক। ১৩০ জন বন্দী করেছি। আমরা হারিয়েছি ২০০র কম লোক।"

দ্য গলের চতুর্থ সাঁজোয়া কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। কারণ ১৯ মে চতুর্থ সাঁজোয়া আবার প্রত্যাক্রমণ করে। ইতিমধ্যে জর্মন পানৎসার বাহিনী ওয়াজ নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সুতরাং দ্য গলের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সের নদীতীরস্থ ক্রেসি পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যে চতুর্থ সাঁজোয়া আরো কিছুটা বলীয়ান হয়েছে। একটি আর্টিলারি রেজিমেণ্ট ও আরো দুই স্কোয়াড্রন সোমুয়া ট্যাঙ্ক চতুর্থ সাঁজোয়াতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু পদাতিক বাহিনী এসেছিল মাত্র এক ব্যাটালিয়ন। পদাতিক বাহিনীর স্বল্পতা দ্য গলের দ্বিতীয় প্রত্যাক্রমণকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই বাহিনী নিয়ে তিনি উত্তরপশ্চিমে ক্রেসির দিকে অগ্রসর হন। পথে শত্রুর দুর্বল বাধার সম্মুখীন হন কিন্তু তা

* Deux Eglise

** Pantheon

*** Memoirs পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩৯

অনায়াসে ছত্রভঙ্গ করে তিনি সের নদীপর্যন্ত এগিয়ে যান। সের নদীতীরে দ্য গলের অগ্রসরমান প্রত্যাঘাতী বাহিনী জর্মন আর্টিলারির প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং স্টুকা আক্রমণে স্তব্ধ হয়ে যায়। দ্য গলের এই প্রত্যাক্রমণের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সুতরাং দ্য গলের বাহিনীর উপর স্টুকা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিমানছত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ ফরাসী যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এই বিমানছত্র যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেনি। অথচ যথাসময়ে জর্মন স্টুকা আকাশ থেকে নির্মম মৃত্যুবর্ষণ করে দ্য গলের বাহিনীকে পঙ্গু ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়। স্টুকার বিরুদ্ধে ফরাসী বিমানের সাহায্যের জন্য দ্য গলের আবেদনে সাড়া দিয়ে যখন ফরাসীবিমান এল তখন দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে স্টুকার গোত্তাখাওয়া আক্রমণে ফরাসী ট্যাঙ্ক প্রায় বিধ্বস্ত এবং ফরাসী হাইকমাণ্ডের মতেরও পরিবর্তন হয়েছে। বিকেল নাগাদ জেনারেল জর্জের নির্দেশ এল—চতুর্থ সাঁজোয়ার অন্যত্র প্রয়োজন আছে: তাকে এ্যান নদীতীরে পশ্চাদপসরণ করতে হবে। কারণ নতুন ফরাসী আত্মরক্ষাত্মক রেখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলছে। অতএব প্রত্যাক্রমণ শেষ। স্টুকার আক্রমণ সত্ত্বেও দ্য গল সুশৃঙ্খলভাবে এ্যান নদীর অপরপারে পশ্চাদ্‌পসরণ করেন। দ্য গল এই ব্যর্থ প্রত্যাক্রমণ সম্পর্কে ক্ষোভের সঙ্গে লিখছেন: এতদিন যে যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর স্বপ্ন দেখেছি তা কি না করতে পারত? এখন যদি সেই বাহিনী গীজ অভিমুখে হঠাৎ আবির্ভূত হত, তা হলে পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি তৎক্ষাণাৎ স্তব্ধ হত, পশ্চাতে গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

পরবর্তী যুগে দ্য গল পন্থী ঐতিহাসিকদের লেখনীতে দ্য গলীয় প্রত্যাক্রমণের গুরুত্ব স্ফীত হয়ে অবশেষে দ্য গলের কীর্তির অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়। কিন্তু দ্য গল পন্থী ঐতিহাসিকদের এই দাবির বিশেষ ভিত্তি নেই। দ্য গলের দুটি প্রত্যাক্রমণই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল যদিও ব্যর্থতার জন্য কোনো ভাবেই দ্য গল দায়ী ছিলেননা। প্রত্যাক্রমণের দ্বারা জর্মন পানৎসারের অগ্রগতি রোধ করার জন্য বিমানছত্র ও অনুগামী পদাতিক বাহিনীবিহীন স্বল্পসংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত চতুর্থ সাঁজোয়ার যে বর্ণনা দ্য গল দিয়েছেন তা যথার্থ: "আমরা হারিয়ে যাওয়া একদল শিশুমাত্র।" দ্বিতীয় প্রত্যাক্রমণের পর যথাসময়ে যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী গঠন করলে এবং উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনীর আক্রমণের আকস্মিকতা জর্মনবাহিনীর উপর কি ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা এনে দিতে পারত—সেই কথা স্মরণ করে তার ক্ষোভ দ্বিতীয় প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার পরোক্ষ স্বীকৃতিমাত্র। দ্য গলের এই স্বীকৃতির কথা মনে রাখলে ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪১-এর ১ মার্চ লণ্ডনে তিনি যে উক্তি করেন তাতে বিস্ময় লাগে। তিনি

বলেন : *যুদ্ধকালে সংগঠিত একটি সাঁজোয়া ডিভিশনের কথা আমি জানি যা এগারটি পানৎসার ডিভিশন আমাদের উপর যে ব্যবহার করেছে ঠিক সেই ব্যবহার জর্মনদের ফিরিয়ে দিয়েছে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর পরাজিত ফরাসী-জাতির মুমূর্ষু চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই উক্তির সাময়িক মূল্য থাকলেও, এই উক্তির কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। জর্মন পানৎসারের সঙ্গে দ্য গলের চতুর্থ সাঁজোয়ার কোনো তুলনা চলেনা।

গুডেরিয়ানের তথ্যনিষ্ঠ পানৎসার লিডারের পৃষ্ঠার দিকে তাকালেই এই কথা স্পষ্ট হবে। ১৭ মের আক্রমণের কথা গুডেরিয়ান দুই লাইনে শেষ করেছেন। তিনি লিখছেন** : "দক্ষিণপশ্চিম দিক থেকে শত্রুর একটি ট্যাঙ্ক কম্প্যানি শহরে (ম'কর্নেতে) ঢুকতে চেয়েছিল। তাদের বন্দী করা হয়। এই কম্প্যানিটি জেনারেল দ্য গলের ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লাম্ন'র উত্তরাঞ্চলে তাঁর উপস্থিতির কথা আমরা আগেই শুনেছিলাম।" দ্বিতীয় আক্রমণ সম্পর্কে গুডেরিয়ান লিখছেন*** : "১৯ মে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্র পুরনো সোম অতিক্রম করলাম। এতকাল আমরা এ্যান সের ও সোমের উত্তর-দিক ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এই নদীগুলি আমাদের উন্মুক্ত বামপার্শ্ব রক্ষা করছিল। তাছাড়াও ছিল পর্যবেক্ষক সৈন্য, বিমান ধ্বংসী কামান ও জঙ্গী এন্‌জিনিয়ার বাহিনীর আবরণ। এই পার্শ্ব থেকে বিপদের সম্ভাবনা সামান্যই ছিল; জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বাধীন একটি নতুন বাহিনী—ফরাসী চতুর্থ সাঁজোয়া ডিভিশনের কথা আমরা জানতাম। ১৬ মে আমরা এই বাহিনীর খবর পেয়েছিলাম এবং আগেই বলেছি ম'কর্নেতে এর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পর কয়দিন দ্য গল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং ১৯ শে তাঁর কয়েকটি ট্যাঙ্ক অলন'† বনে আমার প্রাগ্রসর হেডকোয়ার্টারের এক মাইলের মধ্যে উপস্থিত হয়। প্রতিরক্ষার জন্য হেডকোয়ার্টারে কয়েকটি ২০ মিমি বিমান বিধ্বংসী কামান মাত্র ছিল—এবং এই বিপজ্জনক আগন্তুকেরা অন্যদিকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে কয়েকটি অস্বস্তিকর ঘণ্টা কাটাতে হয়েছিল।"

দ্য গলের প্রত্যাক্রমণ সম্পর্কে গুডেরিয়ানের স্মৃতিকথায় আর কিছু নেই। অর্থাৎ এই আক্রমণ জর্মন জগন্নাথের রথের পথে সামান্যতম বিঘ্নও ঘটাতে

---

* Memoirs পৃঃ ৪৮-৪৯
** Panzer Leader পৃঃ ১০৯
*** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১১১
† Holnon

পারেনি। এই জয়রথ অগ্রসর হয়েছে, দ্য গলের আক্রমণে রথের গতি স্তব্ধ হওয়া তো দূরের কথা, মন্থরও হয়নি; অনুগামী পদাতিক বাহিনীর মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা আসেনি। গলপন্থী ঐতিহাসিকগণ গলীয় আক্রমণে পানৎসারের গতি স্তব্ধ হয়েছিল বলে দাবি করেন। কিন্তু পানৎসারের অগ্রগতি স্তম্ভিত হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। জর্মন কমাণ্ড সঙ্কটের জন্য। সুতরাং গলীয় আক্রমণের মূল্যায়নে এ্যালিস্টেয়ার হর্ন ডঃ জনসন থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা যথার্থ* : "একটি মাছির কামড়ে একটি উত্তুঙ্গ অশ্ব নড়েচড়ে উঠতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি মাছি মাত্র এবং অন্যটি অশ্ব।"

কিন্তু জর্মন পানৎসারের উপর দ্য গলের আক্রমণের প্রভাব যত সামান্যই হোকনা কেন, ১৭ মের অন্যান্য ফরাসী প্রত্যাক্রমণের পরিকল্পনার মধ্যে এই একটি আক্রমণই কার্যে পরিণত হয়েছিল। জেনারেল জর্জ দ্য গলের আক্রমণ ছাড়াও আরো কয়েকটি আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সবকয়টি আক্রমণই কাগজের নির্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ ফরাসী প্রথম সাঁজোয়া ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছিল; ফরাসী ২য় সাঁজোয়া বিচ্ছিন্নভাবে টুকরো টুকরো হয়ে বিভিন্ন সেতুমুখ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সুতরাং একত্রিত হয়ে আক্রমণ করার কোনো ক্ষমতা তাদের ছিলনা। উপরন্তু ল্য কাতো পর্যন্ত রোমেলের বিদ্যুৎগতি ফরাসী আক্রমণকারী বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় সাঁজোয়াকে বিভিন্ন সেতুমুখ রক্ষার কাজে টুকরো টুকরো করে নিয়োগ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জর্মন প্রথম পানৎসার রিবম'-এ গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ সেতু দখল করে। রোমেলের নৈশ অভিযান জেনারেল জিরোর নবম মোটরায়িত ডিভিশনকেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ইতিমধ্যে রিবম'র সেতু ছাড়াও ইরসঁ ও গীজের সেতুও জর্মনরা দখল করে নেয়। প্রথম হাল্কা যান্ত্রিকীকৃত ডিভিশনও প্রত্যাক্রমণের মতো অবস্থায় ছিলনা। ১৭ মে ফরাসী প্রত্যাক্রমণের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার অর্থ হল : সের, সাঁবর এবং ওয়াজের অন্তর্বর্তী ভূমিখণ্ড জর্মন পানৎসার কর্তৃক অধিকার। অতএব ফ্রান্সের অভ্যন্তরস্থ নদীরেখার পশ্চাতে জেনারেল জর্জ যে আত্মরক্ষাত্মক ব্যূহ রচনা করতে চেয়েছিলেন, জর্মন পানৎসারের অভূতপূর্ব গতিবেগ এবং ফরাসী কমাণ্ডশৃঙ্খলের অকল্পনীয় বিশৃঙ্খলার ফলে তা সম্ভব হলনা। অন্যদিকে জেনারেল লিস্টের সূত্রের সুযোগ নিয়ে গুডেরিয়ান ফ্রান্সের অভ্যন্তরস্থ নদীরেখার বাধা অতিক্রম করে আবার নতুন করে চ্যানেল পর্যন্ত দৌড় শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলেন। অগ্রগতির নতুন আদেশ

* To Lose a Battle পৃঃ ৩৭৪

আসতেও আর দেরি হয়নি। কারণ জর্মন পানৎসারের অতিদ্রুত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় জর্মন পার্শ্ব অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। এই অরক্ষিত জর্মন পার্শ্বের উপর প্রত্যাক্রমণের আশঙ্কায় জর্মন কমাণ্ডের, বিশেষত হিটলারের, স্নায়ুবৈকল্য ঘটায় পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি হিটলারের নির্দেশে স্তম্ভিত হয়েছিল। স্বল্পকালের জন্য হলেও পানৎসারের অগ্রগতি স্তব্ধ হওয়ায় জর্মন পদাতিক বাহিনী পানৎসার সৃষ্ট করিডরের পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে এসে ক্রমশ পৌঁছে গেল।

অপরপক্ষে ফরাসী সামরিক মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বারংবার পরাজয়ের শক্-থেরাপিতেও নিরাময় হয়নি। জর্মন পানৎসারের দ্রুতগতিতে একদিকে যেমন ফরাসী প্রত্যাঘাতী বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার জন্য কোনো সময় পায়নি, অপরদিকে এই দ্রুতগতি ব্রিটিশ ও ফরাসী বায়ুসেনাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এই পশ্চাদপসরণ স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়নি বরং ফরাসী ও ব্রিটিশ উভয় হেড-কোয়ার্টারেই পশ্চাদপসরণের সময় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য বায়ুবাহিনীর এই শৃঙ্খলাহীন পশ্চাদপসরণ ও দ্য গলের প্রত্যাক্রমণ প্রায় যুগপৎ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং ফরাসী কিম্বা ব্রিটিশ বায়ুবাহিনীর ছত্র ফরাসী সৈন্যবাহিনী পায়নি অথচ জর্মন বিমানের অবিচ্ছিন্ন অগ্নিক্ষরণে ফরাসী সেনা-বাহিনী জর্জরিত হচ্ছিল। এ সময়ে জনৈক ফরাসী সৈনিক রেনে বালবোর* আর্তপ্রশ্নের (আমাদের বিমান আমাদের রক্ষা করছেনা কেন?) কোনো জবাব ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না। আর সেই কারণেই একটি সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রত্যেক ফরাসী সৈনিকের মনে দানা বাঁধছিল। পরাজিতের পলায়নী মনোবৃত্তি তাকে গ্রাস করছিল। বালবোর কাহিনীতে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বালবো লিখছেন : "শত্রুকে সামনাসামনি দেখা যাচ্ছেনা, আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই, বোমাবর্ষণের সময় একটিও মিত্রপক্ষীয় কিম্বা ফরাসী বিমানের ছায়ামাত্র নেই।"

* René Balbaud

৩৩

ফরাসী শিবির

১৭ মে দ্য গলকে প্রত্যাক্রমণের আদেশ দিয়েও জেনারেল জর্জ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ওয়াজের নদীরেখায় জর্মন পানৎসারবাহিনীকে প্রতিহত করা যাবে না। সুতরাং সাঁবর-ওয়াজ নদীরেখা ছেড়ে জর্জ এস্কো নদীরেখাধরে ভালঁসিয়েন, কাঁব্রে, ল্যকাতলে, সেঁ কেতাঁ, সেঁ সিম, ক্রোজা খাল এবং লাফের রেখায় তুশঁর আর্মি ডিটাচ্‌মেণ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পুনপ্রতিষ্ঠিত হবে। জেনারেল জিরোর ক্রমাপস্রীয়মান বাহিনীর পরিবর্তে তিনি পারী রক্ষার্থে জেনারেল ফ্র্যারের নেতৃত্বে একটি নতুন সপ্তম আর্মি সৃষ্টির নির্দেশ দেন। মাজিনোরেখারক্ষীবাহিনী থেকে দশ ডিভিশন নিয়ে এটি গঠিত হবে। এই নির্দেশ সত্ত্বেও ১৭ মের সকালে জেনারেল ফ্র্যারের কাছে এই নতুন সপ্তম আর্মির দুজন স্টাফ্ অফিসার ছাড়া আর কেউ এসে উপস্থিত হয়নি। অবশ্য জেনারেল ফ্র্যারের বাহিনী সুসংগঠিত হলেও যুদ্ধপরিস্থিতির কোনো হেরফের হতনা। কারণ জেনারেল ফ্রারের দায়িত্ব ছিল জর্মনবাহিনী পারী অভিমুখী হলে তাদের পথরোধ করা। ১৭ তারিখেও ফরাসী হাইকমাণ্ডের জর্মনবাহিনীর লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। তখনও হাইকমাণ্ড পারীর বিরুদ্ধে জর্মন আক্রমণ আসন্ন ভেবে উৎকণ্ঠায় অধীর। তখনও সীকেলশ্নিট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ফরাসী হাইকমাণ্ড একেবারেই বুঝতে পারেন নি। অথচ ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে বিপর্যয় ঘটে গেছে এবং ফরাসী শিবিরে বিশৃঙ্খলা চরমে উঠেছে। কিন্তু সেই কাহিনী এই যুদ্ধের প্রায় অন্তিম পর্ব। অতএব সেই কাহিনী আরম্ভ করার পূর্বে জর্মন সমরশিবির ও পানৎসার বাহিনীর প্রতি আবার তাকানো যাক।

জর্মন শিবির ১৭ মে

ইতিপূর্বে পানৎসার বাহিনীর অগ্রগতি স্তব্ধ করার নির্দেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই নির্দেশ এড়িয়ে কিভাবে গুডেরিয়ানের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা হয়েছিল তা আমরা লক্ষ করেছি। মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল হিটলারী মেজাজ আবার কিভাবে পানৎসার বাহিনীকে অগ্রসর হতে দিতে স্বীকৃত হল ইয়ড্‌ল ও

হালডেরের ডায়েরীর পৃষ্ঠায় তার পরিচয় মিলে। মূলত হিটলারের আশঙ্কা একটি শব্দে রূপ পরিগ্রহ করেছিল : মার্ন। এই মুহূর্তে জর্মন পানৎসার সেদাঁর ভেদনের দ্বারা এক মহাসম্ভাবনাময় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে। এখন কোনো বিপর্যয়ের ঝুঁকি নেওয়া চলেনা। কারণ তাতে শত্রুর মনোবল বৃদ্ধি পাবে। হিটলারের মতে চ্যানেল অভিমুখে দ্রুত অগ্রগতির চেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রথমত এ্যান এবং পরে সোম নদীরেখায় অতি দৃঢ় আত্মরক্ষা ব্যবস্থা। তাতে যদি পানৎসারের পশ্চিম অভিমুখী গতিবেগ শ্লথ হয় ক্ষতি নেই। কিন্তু সীকেলশ্নিট পরিকল্পনার মূল কথা চ্যানেল অভিমুখে দ্রুত অভিযান। গতিবেগ শ্লথ হলে সমগ্র পরিকল্পনা অসফল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং ১৭ মের সন্ধ্যা নাগাদ জেনারেল হালডের শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ সন্ধ্যা নাগাদ পানৎসারের গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ১৭ মে তিনি ডায়েরীতে লিখছেন : "একটি দুর্ভাগ্যজনক দিন। ফ্যুরর ভীষণ ভয় পেয়েছেন। নিজের সাফল্যে তিনি ভীত, আর কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী নন এবং আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন।" পরদিন সকালে আবার নতুন করে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে হালডের সেই একই সিদ্ধান্তে আসেন : পানৎসারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি ডায়েরিতে লিখছেন : "বিন্দুমাত্র বিলম্ব নয়; প্রত্যেকটি ঘণ্টাই মূল্যবান।" বেলা দশটা নাগাদ হালডের এবং ব্রাউসিৎসের সঙ্গে আবার হিটলারের বাদানুবাদ হয়। ও কে. এইচ দ্রুত দক্ষিণ পার্শ্ব প্রস্তুত করার নির্দেশ পালন করেনি। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এবং জেনারেল হালডেরকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অতি স্পষ্ট আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও হিটলার ক্ষান্ত হননি। ও. কে. এইচ কর্তৃক আদেশ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি। কাইটেলকে[৯৬] বিমানে রুনড্‌স্টেটের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলেন যাতে রুনড্‌স্টেটের এই আদেশ তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত করেন। জেনারেল হালডের ক্রুদ্ধ হয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসেন। সেদিনের ডায়েরিতে তাঁর ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায় : "ফ্যুররের হেডকোয়ার্টারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা রয়েছে; দক্ষিণপার্শ্ব সম্পর্কে ফ্যুররের দুর্বোধ্য ভয়।" তিনি রাগে গজরাচ্ছেন এবং চীৎকার করছেন—কারণ "যে পথে গেলে গোটা অভিযানের বিনষ্টি ঘটবে আমরা সেই পথেই যাচ্ছি। পরাজয়ের ঝুঁকি নিচ্ছি। পশ্চিমাভিমুখী অভিযান চালিয়ে যেতে তিনি একেবারে গররাজী।"

কিন্তু বিকেলের দিকে রণাঙ্গনের ঘটনাপ্রবাহ এই সন্দেহ ও আশঙ্কার নিরসন করেছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ জেনারেল হালডের রণাঙ্গনের সম্পূর্ণ

আশাপ্রদ পরিস্থিতির যে রিপোর্ট দেন তাতে হিটলারের স্নায়ু অনেক শান্ত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত হালডের হিটলারের কাছ থেকে অভিযানের অগ্রগতির আদেশ আদায় করতে সমর্থ হন। ফিরে এসে হালডের ডায়েরিতে লিখছেন : "শেষ পর্যন্ত ঠিক ব্যাপারটিই ঘটল। কিন্তু ঠিক ব্যাপারটি ঘটার জন্য ভঙ্গুর হিটলারী মেজাজের পাশ কাটিয়ে যেতে হল।" স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত হিটলারের যুদ্ধ পরিচালনা এবং ও. কে. ডব্লিউ ও ও. কে. এইচের মতানৈক্যের ফলে যে কমাণ্ড-সংকটের সৃষ্টি হয় তার মধ্যেই জর্মনির পরাজয়ের বীজ নিহিত ছিল। এই মতানৈক্যের প্রধান কারণও হিটলারের স্নায়বিক বিকার। রণাঙ্গনে জয়পরাজয়কে নিরুত্তাপ. সমতার সঙ্গে গ্রহণ করার জীবনব্যাপী যে সাধনা সৈনিকের, হিটলারী মেজাজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রণপরিচালনার জন্য দৃষ্টির যে গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রয়োজন, যুদ্ধকালে সাময়িক ক্ষয়ক্ষতি, লাভালাভ অতিক্রম করে ভবিষ্যতের অন্তর্ভেদী যে দৃষ্টি আবশ্যিক হিটলারের তা ছিলনা। প্রহরে প্রহরে পরিবর্তনশীল রণাঙ্গন কখনও অনুকূল কখনও প্রতিকূল—উচ্চগ্রামে বাঁধা হিটলারের স্নায়ুতে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। এতে ক্ষতি ছিল না যদি হিটলার যুদ্ধ-পরিচালনার ভার সেনাপতি ব্রাউসিৎস ও ও. কে. এইচের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর হিটলার সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। সাধারণভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানই সৈন্য-বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক হলেও রণনীতি নির্ধারণ ও যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা কখনই হস্তক্ষেপ করেননা। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর উপর ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিস্তার না করে জর্মনির উপর হিটলারের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ছিলনা। জর্মনির রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে হিটলার ক্রমশ জর্মন জেনারেল স্টাফের উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাতেও হিটলার সন্তুষ্ট ছিলেননা। এই যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব যুদ্ধ বলে তিনি মনে করতেন। এক অর্থে হিটলারের এই ধারণা মিথ্যা নয়। কারণ যুদ্ধের উদ্‌যোগপর্বে প্রতিটি রাজনৈতিক সংকট-কালে যখনই যুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়, তখন প্রত্যেকবার জর্মন জেনারেল স্টাফ্ হিটলারের বিরোধিতা করেন। অথচ জেনারেল স্টাফের বিরোধিতা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবারই হিটলারের বেহিসাবী আত্মপ্রত্যয় সাফল্যের মণ্ডনে দৃঢ় হয়েছে। এই জর্মনির নিয়তি। সেনাবাহিনীর বিরোধিতা সত্ত্বেও খাদের কিনারার খেলায় ক্রমাগত সার্থকতা হিটলারের মনে জেনারেল স্টাফের প্রতি অনাস্থা ও তাচ্ছিল্য এনে দিয়েছিল। এই অনাস্থার ফলশ্রুতি হল রণনীতি নির্ধারণ ও যুদ্ধপরিচালনা যা বিশেষভাবে জেনারেল স্টাফের দায়িত্ব, সেখানে হিটলারের হস্তক্ষেপ। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য পশ্চিম রণাঙ্গনে রণপরিকল্পনার

প্রস্তুতিতে হিটলারের হস্তক্ষেপ ফ্রান্সে জর্মন বাহিনীর অসামান্য বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। আমরা লক্ষ করেছি জর্মন জেনারেল স্টাফের রণপরিকল্পনা স্লাইফেন পরিকল্পনার পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ মাত্র ছিল। সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হলে, এবং দুর্ঘটনা না হলে এই পরিকল্পনাই কার্যকর হত, জর্মানির ও ফ্রান্সের শক্তির সমতার জন্য বিজয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিল। এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে যদি রণপরিকল্পনা প্রণয়নে জেনারেল স্টাফের নিরঙ্কুশ আধিপত্য থাকত তবে মানস্টাইন পরিকল্পনার ভ্রূণেই বিনষ্টি ঘটত। পশ্চিমরণাঙ্গনে মানস্টাইন পরিকল্পনার প্রয়োগ হিটলারের হস্তক্ষেপের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু হিটলার এখানেই ক্ষান্ত না থেকে দৈনন্দিন যুদ্ধ-পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে জর্মন কমাণ্ডশৃঙ্খলে সংকট সৃষ্টি করেন। ডেনমার্ক ও নরওয়ে অভিযানের সময়ও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আক্রমণের পরিকল্পনা অনেকাংশে হিটলারের মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রয়োগের সময়—বিশেষত ইংরেজ নৌবহর কর্তৃক নাবিক আক্রমণকালে—প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, কখনও অধীর, কখনও উত্তেজিত, কখনও উল্লসিত অথবা নিরুৎসাহিত হিটলারের যে চরিত্র ইয়ড্‌ল এবং হালডেরের ডায়েরিতে ফুটে উঠেছে তা যদি কোনো সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের হয়, বিশেষত সে যদি দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে, তাহলে সেই বাহিনীর বিজয়লাভের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু এসবই ভবিষ্যতের কথা। আপাতত পশ্চিমরণাঙ্গনের অনুকূল ঘটনাপ্রবাহ হালডেরের স্বপক্ষে থাকায় তার পক্ষে হিটলারকে স্বমতে আনা সম্ভব হয়েছিল। অতএব পানৎসারের স্তম্ভিত চাকা আবার অতি দ্রুত ধাবমান হয়ে চ্যানেল বন্দরে পৌঁছে স্তব্ধ হল। গুডেরিয়ান সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯ মে গুডেরিয়ান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত সোম যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করে যান। এই দিন গুডেরিয়ানের পানৎসারের সঙ্গে দ্য গলের চতুর্থ সাঁজোয়ার যে সাক্ষাৎকার ঘটে তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ১৯ মের সন্ধ্যানাগাদ ঊনবিংশ আর্মি কোর কাঁব্রে-পেরন-হামরেখায় পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যে ২০ তারিখ থেকে আমিয়্যাঁ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার প্রত্যাশিত আদেশও চলে এসেছে। সুতরাং ঊনবিংশ কোরের ঊর্ধ্বশ্বাস চ্যানেল দৌড়ের আর কোনো প্রতিবন্ধক রইলনা। গুডেরিয়ান তাঁর ঊনবিংশ কোরকে নতুনভাবে সমাবেশ করে আমিয়্যাঁ অধিকারের জন্য প্রস্তুত হলেন। দশম পানৎসার ডিভিশনকে বাম পার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করা হল; প্রথম পানৎসার আমিয়্যাঁ অভিমুখে অগ্রসর হবে এবং সোমের দক্ষিণ তীরে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করবে। দ্বিতীয় পানৎসার আলবেয়ার হয়ে

আর্বেভিলে যাবে। সেখানে সোম পার হয়ে আর একটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করবে এবং আবেভিল ও সমুদ্রের অন্তর্বর্তী অঞ্চল শত্রুমুক্ত করবে।

গুডেরিয়ান লিখছেন* : "আমার ধারণা ছিল প্রথম পানৎসার (২০ মে) সকাল ৯টা নাগাদ আমিয়্যাঁ আক্রমণ করতে পারবে। অতএব আমি আমার গাড়ি ভোর পাঁচটায় প্রস্তুত করার আদেশ দিলাম কারণ আমি এই ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। ২০ মে বেলা ৮-৪৫ মিনিটে যখন আমি আমিয়্যাঁ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম তখন প্রথম পানৎসার ডিভিশন আক্রমণ করতে এগোচ্ছে। আসার পথে আমি পেরন হয়ে এসেছি কারণ দশম পানৎসার স্বস্থানে আছে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম।

প্রথম পানৎসার ডিভিশনের আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। দুপুর নাগাদ আমরা শহরটি অধিকার করলাম এবং চারমাইল বিস্তৃত একটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করলাম। অধিকৃত স্থান এবং শহর ও তার সুন্দর ক্যাথিড্রেলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি আলবেয়ারে রওনা হলাম। সেখানে দ্বিতীয় পানৎসারকে দেখতে পাব আশা করছিলাম। পথে অগ্রসরমান একটি সৈন্যবাহিনীর স্তম্ভের সঙ্গে দেখা হল এবং পলায়মান উদ্বাস্তুর ভিড় ঠেলে অগ্রসর হতে হল। কয়েকটি শত্রুর গাড়ির সঙ্গেও দেখা হল। ধূলিধূসরিত গাড়িগুলি জর্মন স্তম্ভের সঙ্গে মিলে বন্দী না হয়ে পারী পর্যন্ত পৌছে যাবে আশা করেছিল। অতএব চট্‌পট্ প্রায় পনেরজন ইংরেজকে বন্দী করলাম।

আলবেয়ারে জেনারেল ভিয়েলের দেখা পেলাম। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন একটি ইংরেজ আর্টিলারি ব্যাটারি অধিকার করে কারণ কেউই ওইদিন আমাদের আবির্ভাব আশা করেনি। বাজার ও আশেপাশের রাস্তা নানাজাতের বন্দীতে পূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশনের জ্বালানি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। অতএব তারা সেখানে থামবার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হল। আমি তাঁদের তৎক্ষণাৎ আবেভিলে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলাম এবং সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দুলেঁ-বর্নাভিল-ব্যোমেৎস-সেঁ রিকিয়ে হয়ে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল।......রাত্রিতে দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশনের স্পিট্রা ব্যাটালিয়ন নোইয়েল অতিক্রম করল। সম্ভবত এই জর্মন ব্যাটালিয়নই প্রথম অতলান্তিকের তীরে পৌঁছল।

এই স্মরণীয় দিনের সন্ধ্যায়ও আমরা কোনদিকে অগ্রসর হব জানতে পারি নি। অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে পানৎসার গ্রুপ ফন ক্লেইস্টও কোনো নির্দেশ পায় নি। সুতরাং ২১ তারিখ অযথা নষ্ট হল। আমরা আদেশের অপেক্ষায় রইলাম। দিনটি আবেভিল, সোম অতিক্রমণের বিন্দু ও সেতুমুখসমূহ

দেখে কাটালাম। পথে আমার সৈনিকদের এ পর্যন্ত অভিযান কেমন লেগেছে জিজ্ঞেস করলাম। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশনের একজন অস্ট্রিয়ান উত্তর দিল: "মন্দ নয় কিন্তু দুটো গোটা দিন আমরা নষ্ট করেছি।"*

চ্যানেল বন্দর অধিকার

"২১ মে উত্তরদিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ পেলাম—উদ্দেশ্য চ্যানেল বন্দরসমূহ অধিকার। আমার ইচ্ছা ছিল দশম পানৎসার ডিভিশন এসদ্যাঁ ও সেঁতোমের হয়ে ডানকার্ক অভিমুখে অগ্রসর হবে, প্রথম পানৎসার ডিভিশন যাবে কালেতে এবং দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন বুলইঁনে। কিন্তু আমাকে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল কারণ পানৎসার গ্রুপের নির্দেশক্রমে দশম পানৎসার ডিভিশনকে আমার নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হল এবং পানৎসার মজুত হিসাবে রাখা হল। সুতরাং ২২ মে যখন অগ্রগতি শুরু হল তখন আমার নেতৃত্বাধীনে মাত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় পানৎসার ছিল। দ্রুত চ্যানেল বন্দরগুলি অধিকার করার জন্য তিনটি ডিভিশনই আমার নেতৃত্বাধীনে রাখার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। ফলত সেই মুহূর্তে দশম পানৎসারের ডানকার্ক অভিযান সম্ভব হলনা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আমার পরিকল্পনার পরিবর্তন করলাম। প্রথম পানৎসার ডিভিশন পদাতিক রেজিমেণ্ট জি.ডি.র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামের-দেভর-কালে অভিমুখে যাবে। অর্থাৎ সমুদ্রের তীর ধরে বুলইঁনে যাবে।"

"২১ মে আমাদের উত্তরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ইংরেজ ট্যাঙ্ক বাহিনী পারী অভিমুখে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। এই ডিভিশন আরায় এস. এস ডিভিশন টোটেনকপ্‌ফের মুখোমুখি হয়। এস. এস ডিভিশন ইতিপূর্বে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা ভেঙে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি কিন্তু তাঁরা পানৎসার গ্রুপ ফন ক্লেইস্টের স্টাফের মনের উপর রেখাপাত করেছিল। ২১ মে ৪১ আর্মি কোরের অষ্টম পানৎসার ডিভিশন এসদ্যাঁ পৌঁছয় এবং ওই একই কোরের ষষ্ঠ পানৎসার ডিভিশন বোয়াল (Boisle) অধিকার করে।"

আরায় ব্রিটিশ প্রত্যাঘাত কিছুটা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা ডানকার্কে ব্রিটিশ উদ্বাসনের সার্থকতায় আরার প্রত্যাঘাতের একটা ভূমিকা আছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

---

* Panzer Leader পৃঃ ১১২-১১৩

১৬ মে ফ্রান্সে ব্রিটিশ অভিযাত্রীবাহিনীর প্রধান সেনাপতি লর্ড গর্ট এই বাহিনীকে নিয়ে ব্রাসেল্‌সের সম্মুখের প্রাগ্রসর রেখা থেকে কিছুটা পিছু হঠে এসেছিলেন। কিন্তু শেল্‌ড্‌টের নতুন অবস্থানে পৌঁছবার আগেই গুডেরিয়ান ব্রি. অ. বার দক্ষিণের সঙ্গে যোগাযোগের রেখা ছিন্ন করে দেন। ১৯ মে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে খবর পৌঁছয় যে, উদ্বাসন একান্তই বাধ্যতামূলক হয়ে পড়লে লর্ড গর্ট ডানকার্ক হয়ে ব্রি. অ. বাকে সরিয়ে নিয়ে আসার সব ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখছেন। কিন্তু ক্যাবিনেট থেকে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ফ্রান্সের দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হল মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পিছনে জর্মনরা যে বিস্তীর্ণ জাল পেতে রেখেছে, তা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের এই আদেশের সঙ্গে গামেলাঁ্যার নির্দেশ নং ১২র মিল ছিল। কিন্তু ক্যাবিনেটের এই নির্দেশ যে সম্পূর্ণ অবাস্তব সেবিষয়ে লর্ড গর্টের কোনো সন্দেহ ছিলনা এবং তা তিনি ক্যাবিনেটকে জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ক্যাবিনেটের নির্দেশ পালন করতে চেষ্টা করেন। ঠিক এই মুহূর্তে ব্রি. অ. বার ১৩ ডিভিশনের মধ্যে এই প্রত্যাঘাতের জন্য তাঁর হাতে ছিল মাত্র দুই ডিভিশন এবং ব্রি. অ. বার সবে ধন নীলমণি একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড। শেষ পর্যন্ত এই প্রত্যাঘাত হানা হয় আরায় ২১ মে। আমরা দেখেছি গুডেরিয়ান এই প্রত্যাঘাতের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার হেতুও ছিলনা। কারণ প্রত্যাঘাতটি এমন কিছু বড় ব্যাপার ছিলনা। দুটি দুর্বল ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়ান ও অনুগামী দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ান নিয়ে এই প্রত্যাঘাত হানা হয়। ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়ন কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু অনুগামী পদাতিক ব্যাটালিয়নের বিশেষ সমর্থন পায়নি। এর কারণ জর্মন গোত্তাখাওয়া বিমানের বোমাবর্ষণে পদাতিক বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। আরায় ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতী আক্রমণে দুই ডিভিশন সৈন্য নিয়ে ফরাসী প্রথম আর্মির সাহায্য করার কথা ছিল। ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতী বাহিনী সেই সাহায্য পায়নি। স্টুকার বোমাবর্ষণের ফলেও জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনীর গতিবেগে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ফরাসীবাহিনীর প্রত্যাক্রমণের মনোবল একেবারেই ছিল না। অতএব শেষ পর্যন্ত আরার প্রত্যাঘাত গরম কড়ায় জলবিন্দুর মতো কিছুটা ধোঁয়া তুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও এই অকিঞ্চিৎকর প্রত্যাঘাতে রোমেলের মতো ট্যাঙ্ক কমাণ্ডারকেও বেশ কিছুটা অস্বস্তিকর সময় কাটাতে হয়েছিল। রোমেলের ডায়েরিতে তার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া জর্মন হাইকমাণ্ডও যে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আরায় ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার ছিলেন মার্টেল। মার্টেলের আক্রমণে জর্মন এস. এস. টোটেনকপ্‌ফ্‌ ডিভিশনকে তড়িঘড়ি প্রথম রক্ষা-রেখা থেকে পিছনে সরে যেতে হয়। জর্মন গোলা ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের পুরু বর্মভেদ করতে পারেনি। তাছাড়া মার্টেলের নেতৃত্ব এই বাহিনীকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল। মার্টেলের আক্রমণে টোটেনকপ্‌ফ্‌ ডিভিশন যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তা গুডেরিয়ানও লক্ষ করেছিলেন। এই আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিয়েছেন রোমেল। রোমেল লিখছেন:* "শত্রুর প্রচণ্ড শক্তিশালী সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণে আমাদের ষষ্ঠ রাইফেল রেজিমেন্টের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। যে-সব ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান আমরা ব্যবহার করছিলাম তা পুরুইস্পাতে মোড়া ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের উপর বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। এইসব ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের অধিকাংশই শত্রুর কামানে গোলায় অকেজো হয়ে যায় এবং শত্রু ট্যাঙ্ক তা দখল করে নেয়।"

শেষ পর্যন্ত কিছুটা পিছনে হটে ৮৮ মিঃ মিঃ বিমান-বিধ্বংসী কামানের একটি সারি সাজিয়ে রোমেল এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। একমাত্র এই ৮৮ মিঃ মিঃ বিমান-বিধ্বংসী কামান দিয়েই শত্রু ট্যাঙ্কের ইস্পাতের বর্ম ভেদ করা সম্ভব হয়েছিল। এতে ৮টি শত্রু ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়। সন্ধ্যার দিকে রোমেলের সঙ্গে ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের আরো একটি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ৭টি ভারী ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়, রোমেলের ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় নয়টি।

১০ মে মেউজ অতিক্রমণের পর থেকে এই দিনের সংঘর্ষেই প্রথম রোমেলের বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হল। ৭ জন অফিসার সহ ৮৯ জন জর্মন সৈনিক নিহত হয়, আহত হয় ১১৬। নিখোঁজের সংখ্যা ছিল ১৭৩। বলা যেতে পারে এই সংঘর্ষেই জর্মনরা প্রথম নিজেদের ট্যাঙ্ক ধ্বংস হতে দেখল। জর্মন প্রচার ফিল্‌ম্‌ জীগ ইম ভেস্ট-এ** একমাত্র মার্টেলের আক্রমণের কথাই বলা হয়েছিল। দ্য গলের আক্রমণের কোনো উল্লেখই ছিলনা এই ফিল্‌মে। রোমেল নিজেও যে আক্রমণে চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তা বোঝা যায় তার ডায়েরি থেকে।

জর্মন কমাণ্ডশৃঙ্খলের সর্বোচ্চ বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল রোমেলের অস্বস্তি। ন্যুরেমবুর্গ বিচারালয়ে রুণ্ডস্টেটের বিবৃতি থেকে তা বোঝা যায়:

"আমার বাহিনী যখন চ্যানেলে পৌঁছয় তখন একটি সংকটজনক মুহূর্ত

---

* To Lose a Battleএ উদ্ধৃত পৃঃ ৪৪৩-৪৪৪

** Sieg in West

উপস্থিত হয়। তা আসে ২১ মে আরা থেকে দক্ষিণাভিমুখী একটি ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতের ফলে। স্বল্পকালের জন্য আমাদের এই শংকা জন্মেছিল যে আমাদের পদাতিক ডিভিশনগুলি সাঁজোয়া ডিভিশনগুলির পিছনে এসে দাঁড়াবার আগেই সেগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অন্য কোনো ফরাসী প্রত্যাঘাতই এর মতো এত গুরুতর হয়ে ওঠেনি।"

ও. কে. এইচে হালডেরের ডায়েরিতেও দুশ্চিন্তার ছাপ : "অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে দিন শুরু হয়েছে······চতুর্থ আর্মির উত্তর পার্শ্বে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে।" দিনের শেষে আবার আশ্বস্ত হয়েছেন হালডের। তিনি লিখছেন : "ক্লুগের দক্ষিণপার্শ্বের পরিস্থিতি খুব গুরুতর বলে মনে হয়না··· ···স্থানীয় ব্যাপার।" কিন্তু পরদিন সকালের লেখায় আবার অস্বস্তি : "গতকাল কালের দিকে পানৎসার বাহিনীকে অগ্রগতির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। "আর্মি গ্রুপ—'এ' সাময়িকভাবে এই অগ্রগতি বন্ধ করেছে। আরা পরিস্থিতির সংকট মিটে গেলে এরা আবার এগোবে।"

পরিশেষে আবার প্রত্যাঘাতের শক্ হিটলারের স্নায়ুকে কিছুকালের জন্য বিকল করে দেয়। হিটলারের স্নায়ুর চাপ একটি পরোৎকৃষ্ট অভিযানের অনায়াস সাফল্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

অন্যদিকে আরার ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতের ব্যর্থতার পর লর্ড গর্ট স্থির সিদ্ধান্তে আসেন : ব্রি. অ. বার উদ্ধারের একমাত্র উপায় ডানকার্কের দিকে পিছু হঠা। চার্চিল ও আয়রণসাইডের ইচ্ছানুযায়ী দক্ষিণে এগিয়ে গেলে ব্রি. অ. বার বিনষ্টি সুনিশ্চিত।

৩৪

২২ মে

গুডেরিয়ান লিখছেন* : সকাল ৮টায় উত্তরদিকে ওথি অতিক্রম করা হল।······বিকেলে দেভর, সামে ও বুলইঁনের দক্ষিণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শত্রু ছিল প্রধানত ফরাসী কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইংরেজ, বেলজিয়ান ও কয়েকটি ওলন্দাজ ইউনিটও ছিল। তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা হল। কিন্তু শত্রুবিমান অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বোমা ফেলছিল আমাদের লক্ষ করে। আমাদের লুফ্‌ট্‌হ্বাফের বিশেষ দেখা পাইনি, যেসব বিমানক্ষেত্র থেকে আমাদের বিমান অভিযান চালাচ্ছিল এখন তা অনেক দূরে। তা সত্ত্বেও আমরা বুলইঁনে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়েছিলাম।

এবার কোর হেডকোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে আসা হল রেসক-এ। ইতিমধ্যে আবার প্রত্যাঘাতের দুশ্চিন্তা কেটেছে ক্লেইস্টের। তাই দশম পানৎসারকে আবার গুডেরিয়ানকে দেওয়া হল। গুডেরিয়ান লিখছেন : "প্রথম পানৎসার ডিভিশন ইতিমধ্যেই কালের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ এই ডিভিশনকে ডানকার্কের দিকে চালনা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুলাঁ থেকে সামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে দশম পানৎসার কালের সম্মুখে এই ডিভিশনের স্থান নিল। এই বন্দরটি অধিকার করা তেমন জরুরী ছিল না। মধ্যরাত্রিতে বেতারে প্রথম পানৎসার ডিভিশনকে আমি আমার আদেশ জানিয়ে দিলাম : কাঁসের উত্তরে সকাল সাতটায় উপস্থিত থাকবে এই ডিভিশন, পিছনে দশম পানৎসার আসছে। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন যুদ্ধ করে বুলইনে পৌঁছে গেছে। প্রথম পানৎসার ডিভিশনকে অবিলম্বে ওদ্রুইস্‌ক-আর্দ্র-কালে রেখায় অগ্রসর হতে হবে এবং তারপর পূর্বাভিমুখী মোড় নিয়ে পূর্বদিকে বুরবুরাভিল-গ্রাভলিন থেকে বের্গ ও ডানকার্কে অগ্রসর হতে হবে। দশম পানৎসার ডিভিশন দক্ষিণ দিকে থাকবে। সাংকেতিক শব্দ 'পূর্বদিকে অগ্রগতি' পেলে আদেশ কার্যকর হবে। বেলা দশটায় অগ্রগতি শুরু করবে।···

---

* **Panzer Leader** পৃঃ ১১৪-১১৫

*"২৩ মে দশম পানৎসার ডিভিশন প্রচণ্ড প্রতিরোধের বিরুদ্ধে গ্রাভ-লিনের দিকে অগ্রসর হল। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন বুলইনে ও আশে-পাশে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। শহরটির উপর আক্রমণ কিছুটা অদ্ভুত আকার ধারণ করে কারণ কিছুকাল আমাদের ট্যাঙ্ক অথবা কামান পুরণো শহরের প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি। একটি শক্তিশালী ৮০ এম. এম. ফ্ল্যাক্ কামানের সাহায্যে ক্যাথিড্রালের কাছাকাছি প্রাচীরের একস্থান ভেঙে ফেলা হয় এবং শহরে প্রবেশ করা হয়। পোতাশ্রয় অঞ্চলেও যুদ্ধ হয়। সে সময় একটি ট্যাঙ্ক একটি ব্রিটিশ টরপেডো বোট ডুবিয়ে দেয় এবং আরও কয়েকটিকে জখম করে।"

"২৪ মে প্রথম পানৎসার ডিভিশন উপকূল ও ওক্কের অন্তবর্তী 'আ' খালে পৌঁছয় এবং অপরপারে ওল্ক, সে'পিয়ের-ব্রুক, সে' নিকোলাস এবং বুরবুরভিলে সেতুমুখসমূহ দখল করতে সক্ষম হয়; দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশন বুলইঁন শত্রুমুক্ত করে; দশম পানৎসার ডিভিশনের অধিকাংশ দেভর-সামে রেখায় উপস্থিত হয়।"

"লাইবস্টাণ্ডার্ট এ্যাডলফ্ হিটলার এস. এস. ডিভিশনকে আমার কোর কমাণ্ডের অধীনে আনা হয়। আমি এই ডিভিশনকে ওয়াতেনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলাম। এতে প্রথম পানৎসারের ডানকার্ক অভিমুখী আক্রমণ আরও শক্তিশালী হল। দ্বিতীয় পানৎসার ডিভিশনকে ওয়াতেন অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। দশম পানৎসার ডিভিশন কালে ঘিরে ফেলে এই পুরনো সমুদ্র দুর্গ আক্রমণে প্রস্তুত হল। বিকেলে এই ডিভিশন দেখতে গেলাম এবং হতাহতের সংখ্যা যাতে কম হয় তার জন্য সতর্ক হয়ে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলাম। বুলইঁনে প্রয়োজন ফুরিয়েছে এমন ভারী আর্টিলারি দিয়ে ২৫ মে একে আরও বলীয়ান করা হল।

রাইনহার্টের ৪১ কোর ইতিমধ্যে 'আ'-র অপরপারে সে'তোমের সেতুমুখ স্থাপন করেছে।

হিটলারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ : আক্রমণ থামাও

২৪ মে অভিযানের অগ্রগতির উপর সর্বোচ্চ কমাণ্ড হস্তক্ষেপ করে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের গতির উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। হিটলার বামপার্শ্বকে 'আ'-তে থামবার আদেশ দেন। এই খাল অতিক্রম করতে নিষেধ করা

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১১৬

হয়। গুডেরিয়ান লিখছেন*, "আদেশে এই শব্দগুলি ছিল : ডানকার্ককে লুফ্‌ট্‌হ্বাফেকে ছেড়ে দিতে হবে। কালে অধিকার কঠিন হলে, এই বন্দরটিও লুফ্‌ট্‌হ্বাফেকে ছেড়ে দিতে হবে। (আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করছি) আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু আদেশের কারণ জানানো হয়নি। যুক্তিতর্কেরও অবকাশ ছিল না। পানৎসার ডিভিশনগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল : 'আ' খালের রেখা ধরে অবস্থান করার।"

"২৫ মে সকালে আমি লাইবস্টাণ্ডার্ট ডিভিশনকে দেখতে ওয়াতেনে যাই। উদ্দেশ্য ছিল সবাই থামবার আদেশ পালন করছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। আমি পৌঁছে দেখলাম লাইবস্টাণ্ডার্ট 'আ' অতিক্রম করতে ব্যস্ত। অপরপারে মঁ ওয়াত্ত্যাঁ মাত্র ২৩৫ ফুট উঁচু। কিন্তু এই সমতল জলা-জমিতে এই উচ্চতাই চতুষ্পার্শ্বের গ্রামে আধিপত্যের পক্ষে যথেষ্ট। এই ছোটপাহাড়ে একটি পুরনো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে ডিভিশনাল কমাণ্ডের সেপ ডিয়েট্রিষের দেখা পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আদেশ পালন করছেন না কেন ? তিনি বললেন : মঁ ওয়াত্ত্যাঁয় শত্রু থাকলে 'সে'-র অপরপারে যে কোনো লোকের' গলার ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাবে। সুতরাং ২৪ মে সেপ ডিয়েট্রিষ নিজের দায়িত্বে এই পাহাড় দখলের সিদ্ধান্ত নেন। লাইবস্টাণ্ডার্ট এবং বাম দিকের পদাতিক রেজিমেণ্ট জিডি হ্বোরহুড্‌ট্‌ ও বের্গ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্থানীয় কমাণ্ডারের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করি এবং দ্বিতীয় পানৎসারকে তাদের সমর্থনে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেব স্থির করি।

**"এই দিন আমাদের বুলইঁন অধিকার সম্পূর্ণ হয়। কালে দুর্গের বাইরে দশম পানৎসার যুদ্ধ করছিল। ইংরেজ কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার নিকলসনের কাছে আত্মসমর্পণের দাবির সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গেল : না, কারণ জর্মনবাহিনীর মতো ব্রিটিশ বাহিনীর কর্তব্য যুদ্ধ করা। অতএব আক্রমণ করে কালে অধিকার করতে হল।

২৬ মে দশম পানৎসার কালে অধিকার করল। দুপুরে আমি ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে ছিলাম এবং প্রাপ্ত আদেশ অনুযায়ী ডিভিশনের কমাণ্ডারের কাছে জানতে চাইলাম তিনি লুফ্‌ট্‌হ্বাফের জন্য কালে ছেড়ে দিতে চান কিনা। তিনি বললেন তাঁর ইচ্ছে নেই কারণ পুরনো দুর্গের

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১১৭

** পূর্বোক্ত বই ১১৭-১১৮

ভিতরের মাটির তৈরী আত্মরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাচীরের উপর আমাদের বোমা কার্যকর হবে বলে তিনি মনে করেন না। তাছাড়া লুফ্‌ট্‌হ্বাফের আক্রমণের অর্থ দুর্গের প্রান্তের প্রাগ্রসর অবস্থান থেকে তাঁর সৈন্যাপসরণ। তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় ছিল না। ৪-৪৫ মিনিটে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করল। ২০ হাজার বন্দী হল। তার মধ্যে ৩/৪ হাজার ব্রিটিশ এবং অবশিষ্ট ফরাসী, বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ। এদের অধিকাংশ যুদ্ধ করতে চায়নি বলে ইংরেজরা তাদের সেলারে তালাবন্ধ করে রেখেছিল…।

এইদিন আমরা আবার ডানকার্ক অভিমুখে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে এই সমুদ্রদুর্গের চারপাশ ঘিরে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু আবার থামবার আদেশ এল। চোখের সামনে ডানকার্ক কিন্তু থামতে হল। লুফ্‌ট্‌হ্বাফে আক্রমণ করছে দেখলাম। আরো দেখলাম অসংখ্য বড় ও ছোট জাহাজ যাতে ব্রিটিশরা তাদের সৈন্যাপসরণ করছে।"

২৬ মের বিকেলে পুনরায় পানৎসার অভিযান শুরু করার হিটলারী আদেশ আসার আগে গুডেরিয়ান একটি কোর আদেশের আকারে সৈনিকদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন :

২৬ মে : উনবিংশ আর্মি কোরের সৈনিকেরা

সতেরো দিন ধরে আমরা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে যুদ্ধ করেছি। জর্মন সীমান্ত পার হওয়ার পর আমরা ৪০০ মাইল পেরিয়ে এসেছি; আমরা চ্যানেল উপকূল ও অতলান্তিক সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁচেছি। পথে আপনারা বেলজিয়ান রক্ষাব্যবস্থা চূর্ণ করেছেন, মেউজ অতিক্রম করেছেন, সেদাঁর স্মরণীয় যুদ্ধে মাজিনো রেখার বিস্তার ভেদ করেছেন, স্তোনের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চভূমি অধিকার করেছেন এবং তারপর না থেমে সেঁ কেতাঁ ও পেরন হয়ে আমিয়্যাঁয় নিম্ন সোম ও আবেভিল পর্যন্ত যুদ্ধ করে এগিয়েছেন। চ্যানেল উপকূল এবং সমুদ্রদুর্গ বুলইঁন ও কালে অধিকার করে চরম গৌরব অর্জন করেছেন। আমি আপনাদের আটচল্লিশ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে কাটাতে বলেছি। ১৭ দিন ধরে আপনারা চলেছেন। আপনাদের পার্শ্বে ও পশ্চাতে ঝুঁকি নিতে বাধ্য করেছি। আপনারা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

মহৎ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং আপনাদের উদ্দেশ্যের সার্থকতায় বিশ্বাসী হয়ে আপনারা প্রত্যেকটি আদেশ সযত্নে পালন করেছেন।

জর্মনি তার পানৎসার ডিভিশনের জন্য গর্বিত এবং আপনাদের কমাণ্ডার হয়ে আমি আনন্দিত।

আজ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে আমাদের মৃত কমরেডদের স্মরণ করি। আমাদের বিশ্বাস তাঁদের আত্মোৎসর্গ বৃথা হয়নি।

জর্মনি ও আমাদের নেতা এ্যাডলফ্ হিটলারের পক্ষে—

নতুন কাজের জন্য এখন আমরা উদ্‌যোগী হব।

স্বাক্ষর গুডেরিয়ান।

জেনারেল গুডেরিয়ানের এই সৈনিকসুলভ সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে ফ্রান্সের মর্মভেদী শক্তিশেলের ইতিহাস লুক্কায়িত। হিটলারের বৈঠকে গুডেরিয়ানের অনুপ্রাণিত ভাষণে যা প্রকাশিত হয়েছিল এই ইতিহাস তার সার্থক রূপায়ণের কাহিনী। সিকেলস্নিট পরিকল্পনার একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তা হল সেদাঁভেদনের পর পানৎসার কোন দিকে দৌড় দেবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা। গুডেরিয়ান অনায়াসে সে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে ঝড়ের বেগে চ্যানেল পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ডানকার্ক যখন চোখের সামনে প্রসারিত, প্রায় হস্তগত, এবং ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী যখন কলে-পরা ইঁদুরের মত দিশেহারা, ঠিক সেই মুহূর্তে পানৎসারবাহিনীকে স্তম্ভিত করার হিটলারের নাটকীয় সিদ্ধান্ত। গুডেরিয়ানের পানৎসার লিডারের কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে সেই কাহিনী বিবৃত। এই বিবরণের মধ্যে ফ্রান্সের পতনের হৃদয়বিদারক ট্রাজিডির এবং সম্ভবত জর্মানির নৈর্ব্যক্তিক সমরযন্ত্রের পরাজয়ের সম্ভাবনার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। সমগ্র রণাঙ্গনব্যাপী ছিন্নমূল মানুষের করুণ মিছিল, নিদারুণ বিপর্যয়ের মুহূর্তে ফরাসী সর্বোচ্চ কমাণ্ডের বিরুদ্ধপরিস্থিতির সম্মুখে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা এবং বিবশ, বিহ্বল আত্মসমর্পণ, য়োরোপের সবচেয়ে গর্বিত জাতির দৃপ্ত অহংকারের অপমৃত্যু, য়োরোপের সেরা সৈন্যবাহিনীর আকস্মিক ভাঙন, ফরাসী রাজনৈতিক নেতাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ এবং ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক নেতৃত্বের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ, সর্বোপরি একটি সমগ্র বিমূঢ় জাতির মহতী বিনষ্টির চিত্র গুডেরিয়ানের লেখায় নেই। গুডেরিয়ানের দৃপ্ত নেতৃত্বে উদ্বোধিত পানৎসার বাহিনীর অবিস্মরণীয়, অবিশ্বাস্য অগ্রগতি এই নিরাবেগ, অনলংকৃত সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ছত্রে ছত্রে অতি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট।

রোমেলের পানৎসারের অগ্রগতিও একইভাবে 'রোমেল পেপারে' চিত্রিত। কিন্তু রোমেলের যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র আরও সজীব, যুদ্ধক্ষেত্রের কামান নির্ঘোষ, ট্যাঙ্কযুদ্ধের খুঁটিনাটির নিখুঁত, জীবন্ত বর্ণনা, ক্রমাগত ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত ফরাসী প্রান্তরে রোমেলের নৈশ অভিযান, ছিন্নমূল মানুষের মিছিল এবং ফরাসী সৈনিক ও অফিসারদের স্বেচ্ছা-

বন্দীত্ব স্বীকারের প্রায় অবিশ্বাস্য চিত্র—সবই রোমেলের কাহিনীতে এমন জীবন্ত যে পাঠকের নিজেকে ট্যাঙ্কযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী বলে মনে হয়। রোমেলের সেই কাহিনীতেই এখন ফিরে যাওয়া যাক। কারণ ফ্রান্সের যুদ্ধে রোমেলের পানৎসারবাহিনীর অগ্রগতির গুরুত্ব গুডেরিয়ানের অভিযানের পরেই।

৩৫

রোমেলের পানৎসার বাহিনীর অভিযান

১৭ মের প্রত্যুষে ৫টা ১৫ মিনিটে রোমেল শুধু আভেইঁন নয়, আভেইঁন ছাড়িয়ে লাঁদ্রেসি এবং লাঁদ্রেসি থেকে সাব্‌র নদীর সেতু পেরিয়ে আভেইঁন থেকে উনিশ মাইল দূরে ল্যা কাতোয় পোঁছে গিয়েছিলেন। এই উর্ধ্বশ্বাস অগ্রগতির পর কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল স্বীয় অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য। কিন্তু ১৭ মে'তেই তাঁর কাছে নতুন আদেশ আসে। আদেশটি হল : আভেইঁন অভিমুখে পিছিয়ে যাও। পানৎসার ও মোটরসাইকেল বাহিনীর প্রাগ্রসর অংশটি মাত্র ল্যা কাতোয় রোমেলের সঙ্গে এসে পোঁচেছিল। সম্পূর্ণ পানৎসার ও মোটরসাইকেল বাহিনী ল্যা কাতোয় তখনও আসেনি। সুতরাং রোমেলের অবস্থানের বিপদ কাটেনি বরং অবস্থানটি অনেকটা অরক্ষিতই ছিল কারণ রোমেলের পশ্চাদভাগের ফরাসী ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান তখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। সুতরাং রোমেলকে আবার কিছুটা পিছু হঠে গিয়ে অবশিষ্ট ফরাসী ট্যাঙ্ক ও কামানকে নিস্তব্ধ করতে হয়। রোমেলের বাহিনীর প্রাগ্রসর অংশের অকল্পনীয় গতিবেগ একটি দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হবে। রোমেল ও তাঁর সহযাত্রীবাহিনী ভোর ৫-১৫ মিনিটে ল্যা কাতো পোঁছয়। ওইদিন বিকেল তিনটায় রোমেলের হেডকোয়ার্টার এসে পোঁছয় আভেইঁনে এবং ক্রমে অনুগামী ইউনিটগুলি অধিকৃত ভূমিখণ্ডে পরপর তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানে পোঁছে যায়। সপ্তম পানৎসারকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যস্ত করে রোমেল মাত্র দেড়ঘণ্টা বিশ্রাম নেন। ১৬ ও ১৭ তারিখ অবিরাম অগ্রগতি সত্ত্বেও রোমেল ক্লান্তিহীন, মাত্র দেড়ঘণ্টা বিশ্রামই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। ল্যা কাতোতে সন্ধ্যায় পানৎসার কমাণ্ডারদের রোমেল আবার অগ্রগতির নির্দেশ দেন : "আমাদের অগ্রগতির রেখা ল্যা কাতো-আরো-আমিয়্যাঁ-রুয়্যাঁ-ল্যা আব্‌র।" পানৎসার কমাণ্ডারদের কাছে এই নির্দেশ প্রায় অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল। একজন ট্যাঙ্ক কমাণ্ডার লিখছেন : "এই অযৌক্তিক দাবিতে আমরা কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ বিগত কয়েকদিনের যুদ্ধ ও নিদ্রাহীনতায় আমরা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। আমাদের ট্যাঙ্কগুলিতে

পেট্রোল প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। এই আদেশ তখনই কার্যকর করা কঠিন ছিল।"

রাইনহার্টের অষ্টম পানৎসারের অগ্রগতি লা কাপেলের দক্ষিণে ওয়াজ নদীর তীর ধরে অগ্রসর হয় এবং কর্নেল ফন রাভেনস্টাইনের ষষ্ঠ পানৎসার অরিইঁনিতে একটি অটুট সেতু অধিকার করে। ১৮ তারিখে রাইনহার্ট বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেন যে শত্রুর আক্রমণ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। ইতস্তত আক্রমণ হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তা সংহত ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ নয়, বিক্ষিপ্ত। পিনের খোঁচার চেয়ে বেশি কিছু নয়। সুতরাং রাইনহার্টের সিদ্ধান্ত : ৪১ কোরের এখন একমাত্র লক্ষ বাম কিম্বা দক্ষিণের কথা চিন্তা না করে এগিয়ে যাওয়া।

বিকেল নাগাদ ষষ্ঠ পানৎসার ল্য কাতলের আশেপাশে শত্রুর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রায় আড়াইঘণ্টা ফরাসী প্রতিরোধের পর জর্মন ট্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্যে ফরাসী প্রতিরোধের অবসান হয়। এবার রাভেনস্টাইনের পানৎসার ল্য কাতলে অধিকার করে। সেখানে ফরাসী নবম আর্মির হেডকোয়ার্টার তাদের অধিকারে আসে। চীফ্ অভ্ স্টাফ্ সমেত নবম হেডকোয়ার্টারের অফিসার ও সৈনিক বন্দী হয়। নবম আর্মির সেনাপতি জেনারেল জিরো আপাতত রক্ষা পান। জেনারেল বিলোত জেনারেল জিরোকে ল্য কাতলেতে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরের আদেশ দিয়েছিলেন এবং হেডকোয়ার্টার ল্য কাতলেতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু জেনারেল জিরো স্বয়ং সৈন্যদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ল্য কাতলের পূর্বদিকে প্রায় পনেরো মাইল পশ্চাতে তার কমাণ্ড-পোস্ট ওয়াসিইঁনীতে স্বল্পসংখ্যক স্টাফ্ নিয়ে থেকে যান। নবম আর্মি হেড-কোয়ার্টার স্টফ্ যখন ষষ্ঠ পানৎসার কর্তৃক অধিকৃত হয় তখন জেনারেল জিরো পানৎসার বাহিনীর পিছনে মাইল দুয়েকের মধ্যে এসে পৌঁছন। হেডকোয়ার্টার স্টাফ্ অধিকৃত হয়েছে তখনও তিনি জানেন না। জর্মন ট্যাঙ্ক কাতলেতে পৌঁচেছে শুনে তিনি সেদিকে অগ্রসর হন। একটি পানৎসার ডিটাচ্মেণ্টের সঙ্গে গুলি বিনিময় হয় এবং কাছাকাছি একটি বনে জিরো তার দল নিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত জিরো একটি বিচ্ছিন্ন খামারে আশ্রয় নেন। ১৯ মে বিকেল চারটায় জর্মন সৈন্যরা তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং জিরো আত্ম-সমর্পণ করেন। ওইদিন বিনষ্ট প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশনের জেনারেল ব্রুনোও বন্দী হন। জিরো ঠিক সাড়ে তিনদিন নবম আর্মির সেনাপতি ছিলেন।

অতএব নবম আর্মির বিলুপ্তি। ঠিক নয়দিন আগে জেনারেল্ কোরার নেতৃত্বে নবম আর্মি জর্মন পানৎসারের সম্মুখীন হয়েছিল।

গামেল্যাঁর একজন সংযোগী অফিসার লিখছেন :

"ভাঙন সম্পূর্ণ। ৭০ হাজার সৈনিক ও অসংখ্য অফিসারের মধ্যে একটি ইউনিটেরও কোনো অস্তিত্ব নেই তা সেই ইউনিট যত ছোটই হোকনা কেন...... খুব বেশি হলে শতকরা দশজন সৈনিকের হাতে এখনও রাইফেল আছে......... যে হাজার হাজার সৈনিক আমরা বাছাই করেছিলাম কঁপিয়েনের সেতুরক্ষার জন্য তাদের নিয়ে একটি কম্প্যানি গঠন করাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু মৃতের সংখ্যা বেশি নয়। হাজার হাজার পলাতকের মধ্যে একজনও আহত নেই... কি ঘটেছে সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। একটি বিমান চোখে পড়লে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।"

পঞ্চম পানৎসার—১৮ মে

পঞ্চম পানৎসার অন্যান্য পানৎসারবাহিনী অপেক্ষা পিছিয়ে ছিল। ১৮ই পঞ্চম পানৎসার মোবেজ দুর্গ অধিকার করে কিন্তু মোরমাল বনে এই বাহিনীকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিরোধ আসে প্রথম নর্থ আফ্রিকান ডিভিশন ও হাল্‌কা যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর কাছ থেকে। পরের দিনও বিশৃঙ্খলভাবে এই যুদ্ধ চলে।

সপ্তম পানৎসার—রোমেল—১৮ মে

১৭ মে শেষ রাত্রিতে ল্য কাতো থেকে সোজা সড়ক দিয়ে কাঁব্রে অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় ৭ম পানৎসারকে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষত রোথেনবুর্গের ২৫ পানৎসার রেজিমেণ্টকে ভারী ফরাসী ট্যাঙ্কের প্রতিরোধের ফলে কিছুটা সঙ্কটজনক সময় অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু রোমেলও রাইনহার্টের মতো বুঝতে পেরেছিলেন যে ফরাসী আক্রমণের পশ্চাতে কোনো সংহত প্রচণ্ডতা নেই এবং শেষ পর্যন্ত এই সব ফরাসী আক্রমণ পিনের খোঁচা ছাড়া আর কিছু নয়। ইতস্তত ফরাসী প্রতিরোধ এবং খাদ্য ও পেট্রোলের অভাব সত্ত্বেও অকুতোভয় রোমেল কাঁব্রে অভিমুখে এগিয়ে যান। কাঁব্রে অভিমুখে অগ্রগতির মধ্যে রোমেলের অসমসাহসিকতা ও ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। রোথেনবুর্গের পানৎসার রেজিমেন্টের খাদ্য সরবরাহ বিলম্বিত হওয়ায় কাঁব্রে অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেজন্য রোমেল আক্রমণের গতি শ্লথ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অল্প কয়েকটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত ফ্ল্যাক্ কামানের দুটি দল সামনে রেখে একটি মোটরায়িত পদাতিক-বাহিনী নিয়ে তিনি কাঁব্রে অভিমুখে যাত্রা করেন। রোমেল তাঁর অবশিষ্ট

ব্যাটালিয়ন নিয়ে প্রান্তর পেরিয়ে সোজা কাঁব্রের উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। কাঁব্রের উপকণ্ঠে পোঁছে ট্যাঙ্ক ও ফ্ল্যাক্ কামান গোলাবর্ষণ করতে করতে প্রচুর ধূলা উড়িয়ে এগোতে থাকে। ধূলায় সর্বদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফলে কাঁব্রের ফরাসী বাহিনী বুঝতে পারেনি জর্মনরা সংখ্যায় কত কম। ফরাসীরা ভেবেছিল তারা একটি বড় ধরণের ট্যাঙ্ক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। রাত্রিতে রোমেলের বাহিনী কাঁব্রে অধিকার করে।

১৯ মে—পানৎসারবাহিনীর রাঁদেভু

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি ১৯ মের বিকেলে প্রথম ও দ্বিতীয় পানৎসারবাহিনী কানাল দু নর পেরিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সোম যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত চলার পর ১৯ মের রাত্রিতে গুডেরিয়ানের পানৎসারবাহিনী কাঁব্রে-পেরন-হাম রেখায় সাময়িক বিশ্রামের আদেশ পায়।

উত্তরে রাইনহার্টের পানৎসার ল্য কাতলের চতুষ্পার্শ্বের প্রতিরোধ চূর্ণ করে রাত্রিবেলা গুডেরিয়ানের কানাল দু নরের রক্ষারেখায় এসে উপস্থিত হয়। কাঁব্রে অধিকারের পর রোমেলও ১৯মে সৈন্যবাহিনীর বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ সৈনিকদের নিদ্রার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল বাহিনীর নতুন বিন্যাসের। ১৯মে রাত্রিবেলা রোমেল কাঁব্রে থেকে ৬ মাইল দূরে পোঁছন যেখানে কানাল দু নর ও আরা রোডের সংযোগস্থল। এখানে কোর কমাণ্ডার জেনারেল হথ সৈন্য পরিদর্শনে এলে রোমেল ১৯মে রাত্রিতে আরা আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সৈন্যবাহিনীর বিশ্রামের কথা স্মরণ রেখে হথ ১৯মে রাত্রিতে আরা আক্রমণের অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত নৈশ আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম রোমেলের এই যুক্তি মেনে নিয়ে ১৯মে মধ্যরাত্রির পর আরা আক্রমণের প্রস্তুতির অনুমতি দেন। রোমেলের দক্ষিণপার্শ্বের পঞ্চম পানৎসারের প্রাগ্রসর ইউনিটগুলি ইতিমধ্যে প্রায় রোমেলের কাছাকাছি পোঁছে যায়। আরো উত্তরে হ্যোপনেরের ষোড়শকোরের তৃতীয় ও চতুর্থ পানৎসারের ব্ল্যশারের প্রথম আর্মির দক্ষিণপার্শ্ব চূর্ণ করে ভালঁসিয়েনে অগ্রসর হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পানৎসার বাহিনীকে আর্মি গ্রুপ 'বি' থেকে আর্মি গ্রুপ 'এ'-তে বদলি করা হয়েছিল। হিটলারের দশটি পানৎসার ডিভিশনের মধ্যে নয়টিই এখন আর্মি গ্রুপ 'এ'-র অধীনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। একমাত্র নবম পানৎসার এ্যান্টওয়ার্পের বিরুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ১০ মে হিটলারের নয়টি পানৎসারবাহিনীর একটি ঘনিষ্ঠ রেখায় সম্মিলন ঘটে। এই হল ১৯ মের বিখ্যাত পানৎসার রাঁদেভূ। নয়দিন ধরে ফ্রান্সের মর্মভেদী

একটি ইস্পাতের ঝড় বয়ে গেছে। এই পথিকৃৎ ইস্পাতের ঝটিকার পশ্চাতে অতি দ্রুত পদাতিক বাহিনী এসে উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলে দিয়েছে। মাজিনোরেখারক্ষী বিস্মৃতপ্রায় বিরাট ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে উত্তরের ইঙ্গ-ফরাসীবাহিনীর এখন দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। উত্তরের আর্মি গ্রুপ 'বি' এবং চ্যানেল বন্দরে উপস্থিত পানৎসার ও অনুগামী পদাতিক বাহিনী অন্তর্বর্তী ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীকে ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করেছে। জর্মনবাহিনী দিয়ে ঘিরে-ফেলা এই থলির মধ্যে গোটা মিত্রপক্ষীয় বাহিনী এখন ঢুকে গেছে। বেরোবার একমাত্র পথ ডানকার্ক অধিকৃত হলে এই থলির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

২২মে রোমেল আবার আক্রমণ করে এগিয়ে যেতে শুরু করেন। রোমেল এখন সম্পূর্ণ আশ্বস্ত, বিজয়ের আর দেরি নেই। ২৩মে রোমেল স্ত্রীকে যে চিঠি লেখেন, তা থেকে বোঝা যায় এক অনন্যসাধারণ বিজয়ের গন্ধ পেয়েছেন রোমেল, বিজয়ের নেশা লেগেছে এই প্রচণ্ড সৈনিকের মনে। তিনি লিখছেন :

প্রিয়তমা লু,

কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়েছি আজ। তোমাকে চিঠি লেখার এই সময়। অবস্থা সবদিক থেকে চমৎকার। আমার ডিভিশন অতুলনীয় সাফল্য লাভ করেছে। দিনাঁ, ফিলিপভিল, মাজিনোরেখার ভেদন। এক রাত্তিরে ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে কাতো পর্যন্ত ৪০ মাইল এগিয়েছি। তারপর কাঁব্রে, আরা। সব সময় সবার আগে। এখন ৬০টি পরিবেষ্টিত ব্রিটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়ান ডিভিশনকে শিকার করার সময় এসেছে। আমার জন্য ভেবোনা। আমার মনে হয় ১৪ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।"*

রাইনহার্টের পানৎসার

২১ মে রাইনহার্টের ষষ্ঠ ও অষ্টম পানৎসারকে আরার দিকে ঘুরে যেতে বলা হয়। পরদিন এই দুই পানৎসার গর্টের দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে এগোতে থাকে। ২৩শে দিনের শেষে রাইনহার্টের পানৎসার সেঁতোমের অঞ্চলে 'আ' রেখায় এসে দাঁড়ায়।

---

* To Lose a Battle-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৪৫৯

৩৬

উত্তর রণাঙ্গন—ইঙ্গ-ফরাসী বেলজিয়ানবাহিনী, জর্মন আক্রমণ—মিত্রপক্ষের পশ্চাদপসরণ

এতকাল পানৎসার বাহিনীর দুরন্তবেগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এবার রাইষেনাউর বেলজিয়াম আক্রমণকারী বাহিনীর দিকে তাকানো প্রয়োজন। রাইষেনাউর বাহিনীর অগ্রগতির দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, উত্তরের মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ফ্রান্স থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাঁরা সিকেলশ্নিট পরিকল্পনার ফাঁদে পড়েছে। হেবরমাখ্‌ট্‌ পরিকল্পনার নিখুঁত প্রয়োগ করেছে। পানৎসার বাহিনী আরো একটু এগিয়ে চ্যানেল বন্দরের নির্গমপথ বন্ধ করে দিলে পরিকল্পনার পরোৎকৃষ্ট রূপায়ণ ঘটবে।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি ডাইল নদীর রণাঙ্গনে জর্মন আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে। জর্মন পানৎসারবাহিনীর আক্রমণ সত্ত্বেও ডাইল নদীর রক্ষারেখা প্রায় অটুট। রক্ষারেখা ইতস্তত কিছুটা ছিন্ন হয়েছিল কিন্তু তা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। অতএব পুরনো শ্লাইফেন প্ল্যান অনুযায়ী জর্মন আক্রমণ হলে গামেল্যাঁর প্ল্যান ডি কার্যকর হত একথা বলা চলে। কারণ জর্মন আক্রমণের পর ফরাসী সীমান্তের সুদৃঢ় রক্ষারেখা থেকে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে মিত্রপক্ষ ডাইল রক্ষারেখায় স্থিতিলাভ করে এবং জ্যাঁব্লু ফাঁকের ট্যাঙ্ক যুদ্ধে ফরাসী ট্যাঙ্কবাহিনী যে জর্মন পানৎসারবাহিনীর সমকক্ষ তা প্রমাণ করে। কিন্তু মিত্রপক্ষের দুর্ভাগ্য উত্তর রণাঙ্গনে রাইষেনাউর আক্রমণ ফরাসী দৃষ্টি ভিন্নমুখী করার কৌশল মাত্র। আসল আক্রমণ নয়। ১৫ মে পর্যন্ত উত্তর রণাঙ্গন প্রায় অটুট থাকলেও ইতিমধ্যে মেউজের যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে। দ্বিতীয় ও নবম আর্মির সম্পূর্ণ ভাঙন এবং পানৎসার বাহিনীর চ্যানেলের দিকে দৌড়—এই দুটির সমষ্টিগত ফলশ্রুতি ফরাসী প্রথম আর্মির পার্শ্বের অরক্ষিত অবস্থা। অন্যদিকে ডাইল রক্ষারেখায় মিত্রপক্ষীয় অবস্থানের পূর্বপ্রান্তীয় বেলজিয়ান বাহিনীর প্রতিরোধ অনেকটা শিথিল হয়ে আসছিল। হল্যাণ্ডের পতনের পর বেলজিয়ান বাহিনীর উপর জর্মন আক্রমণের

প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়। বেলজিয়ান বাহিনী ভেঙে পড়লে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর উভয়পার্শ্ব ঘুরে যাবে এবং এই জর্মন ফাঁদে উত্তরাঞ্চলের গোটা ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী ধরা পড়ে চূর্ণ হবে। ফরাসী হাইকমাণ্ডের মস্তিষ্কের সুস্থতা বজায় থাকলে ১৩ তারিখে সেদাঁর ভেদন এবং দ্বিতীয় ও নবম আর্মির প্রারম্ভিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই দুটি সত্য তাঁদের চোখে আছড়ে পড়া উচিত ছিল।

প্রথমত, এই যুদ্ধে জর্মনরা শ্লাইফেন পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি করছেনা। অর্থাৎ গতবারের মতো মূল জর্মন আঘাত বেলজিয়ামে হানা হয়নি। ফ্রান্সের মর্মভেদী আক্রমণই প্রধান আঘাত। দ্বিতীয়ত, সেদাঁর ভেদনের পর ফরাসী প্রথম আর্মির পার্শ্ব বিপজ্জনকভাবে অরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় ডাইল রক্ষারেখায় অবস্থিতির মারাত্মক পরিণামও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ফরাসী হাইকমাণ্ডের কাছে একটি পথই খোলা ছিল: যত শীঘ্র সম্ভব ডাইলে রণ-বিযুক্তি ঘটিয়ে দক্ষিণে ফরাসী সীমান্তের রক্ষারেখায় পশ্চাদপসরণ করা এবং অগ্রসরমান পানৎসার করিডরের পার্শ্বে প্রচণ্ড আঘাত হানা। পানৎসার করিডরের পার্শ্বে এই আঘাত হানা সম্ভব হলে তা সার্থক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। কারণ পানৎসার করিডরে তখনও অনুগামী জর্মন পদাতিক অনুপস্থিত এবং করিডর প্রায় অরক্ষিত। মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে রক্ষা করার অন্য কোনো পন্থা ছিলনা। কিন্তু এই পন্থারও সার্থকতা নির্ভর করছিল এর তাৎক্ষণিক রূপায়ণের উপর। কেননা পানৎসারবাহিনীর বিদ্যুৎগতির সঙ্গে তাল রেখে পশ্চাদপসরণ সম্পন্ন করতে না পারলে জর্মনবাহিনীর বেড়াজাল ছিন্ন করা সম্ভব হবেনা এবং জর্মন ফাঁদে কলে-পড়া ইঁদুরের মতো মরতে হবে। অতএব ফরাসী হাইকমাণ্ড যদি ১৩ই মেউজ অতিক্রমণের তাৎপর্য বুঝে ১৪মে জর্মনদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ রণবিযুক্তি ঘটাতেন এবং দ্রুত পশ্চাদপসরণের আদেশ দিতেন তাহলে যুদ্ধের গতির সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নেওয়া অসম্ভব ছিলনা। দ্রুত পশ্চাদপসরণের আদেশের ফলে হয়তো আর্টিলারি এবং অন্যান্য ভারী সমরোপ-করণে নষ্ট হত। কিন্তু কোনো ক্ষতিই আর ওই মুহূর্তে ক্ষতি হিসাবে গ্রাহ্য করা উচিত ছিলনা। বিশেষত যেখানে অন্যপন্থা গ্রহণ করলে সামগ্রিক বিনষ্টি প্রায় অনিবার্য। কিন্তু ফরাসী সামরিক মস্তিষ্কের অসুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিলনা। কারণ মেউজ অতিক্রমণের মুহূর্ত থেকেই ফরাসী সামরিক মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়ে। তার পক্ষে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তার সার্থক রূপায়ন সম্ভব ছিলনা।

উত্তরের মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

রেনোর আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে চার্চিল যখন ১৫ মে পারী আসেন তখন ফরাসী হাইকমাণ্ডের পশ্চাদপসরণের প্রস্তাবে চার্চিলের মনে প্রচণ্ড বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। চার্চিল স্বীকার করেছেন, তিনি পশ্চাদপসরণের বিরুদ্ধতা করেছিলেন কিন্তু এই বিরুদ্ধতা বিবেচিত সামরিক অভিমত নয়। চার্চিলের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং চরিত্রানুগ : ফরাসী সরকার ও হাইকমাণ্ডের বিনষ্ট মনোবলের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং স্বাভাবিক চার্চিলী প্রতিক্রিয়া। ফরাসী সরকারী নথিপত্রে এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতেও এই সত্যই স্পষ্ট হয়। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উত্তরের মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করেন যদিও দক্ষিণে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে এই বাহিনীর পার্শ্ব অতিক্রান্ত হয়েছিল। উত্তরের মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর দ্বারা জর্মন বাহিনীর পার্শ্বে প্রবল প্রত্যাক্রমণের পরামর্শ দেন তিনি। এই পরামর্শের বিরুদ্ধতা করে দালাদিয়ে বলেন : ফরাসী বাহিনীর এমন কিছু নেই যা পারী রক্ষা করতে পারে। উত্তরের বাহিনীকে পিছনে নিয়ে আসতে হবে। চার্চিল উত্তর দেন / "ঠিক উল্টো। তারা যেখানে আছে সেখানেই মাটি কামড়ে থাকবে।" দালাদিয়ে বলেন : "তা করতে হলে আমাদের মজুতবাহিনী দরকার। আমাদের তা নেই।"

কিন্তু দালাদিয়ের পক্ষে যা সহজ, যে কোনো দুর্বিপাকে সম্পূর্ণ অপরাজিত, দুর্দম চার্চিলী মানসিকতার কথা স্মরণ রাখলে, জর্মন পানৎসারবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য বিজয় তাঁর পক্ষে অনায়াসে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। জর্মন পানৎসারবাহিনীর এমন সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই, চার্চিল তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। সুতরাং প্রতিআক্রমণের পরামর্শ দেওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

অতএব দালাদিয়ের যুক্তির চার্চিলী জবাব হল : ট্যাঙ্কবাহিনী পদাতিক-বাহিনীর দ্বারা সমর্থিত না হলে ট্যাঙ্কের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা স্থিতিলাভ করে না কারণ তাদের জ্বালানি দরকার, রসদ দরকার। সুতরাং জর্মন ট্যাঙ্কের এই চোখ-ধাঁধানো আঘাতকে প্রকৃত আক্রমণ মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অতি দ্রুত পশ্চাদপসরণের পর জর্মন পানৎসার করিডরের উপর প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতের সফলতার উপরই মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর জর্মন পরিবেষ্টনী থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

কিন্তু ফরাসী সরকার ও চার্চিলের এই বিতর্কে চার্চিলের সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীতভাবে ভুল প্রমাণিত হলেও যুদ্ধের ফলাফলের উপর তার বিশেষ কোনো

প্রভাব পড়েনি। ফরাসী সরকারের পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত অতি সঙ্গত এবং এই সঙ্গত সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়নের উপরই এর সফলতা নির্ভর করছিল। কিন্তু ফরাসী হাইকমাণ্ডের মানসিক শিথিলতা ও যে-কোনো কার্যক্রম রূপায়নে শম্বুকগতির কথা স্মরণ রাখলে এই সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর হবে এমন আশা দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের কোনো চেষ্টা জেনারেল জর্জ করেন নি। তার কারণ ১৬ মের সন্ধ্যা পর্যন্ত রণাঙ্গন সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা জেনারেল জর্জের ছিল না। অন্তত জেনারেল লাইয়ের তাই মত। ১৬ই দিনের বেলাও তিনি ১৪নং আদেশে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কথা বলেন। জেনারেল জর্জের চীফ্ অভ্ স্টাফ্ জেনারেল রতঁর মতে ১৬ মের সন্ধ্যার পূর্বে নবম আর্মির ভাঙনের সম্পূর্ণ ধারণা জেনারেল জর্জের ছিল না। জেনারেল রতঁর মতে একমাত্র ১৬ মে সন্ধ্যায়ই বেলজিয়াম হয়ে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর দক্ষিণপশ্চিমে পশ্চাদপসরণের যৌক্তিকতা তাঁর কাছে ধরা পড়ে এবং অন্য কোনো পন্থা নেই তাও তিনি তখন বুঝতে পারেন। রতঁ লিখছেন: শেষ পর্যন্ত ১৭ মের সকাল ৭টায় জর্জ পশ্চাদপসরণের নির্দেশ পাঠান।

জেনারেল এ্যালানব্রুকের ডায়েরিতে অবশ্য জেনারেল রতঁর এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়নি। ব্রুকের ডায়েরিতে ফরাসী হাইকমাণ্ডের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না কিন্তু পশ্চাদপসরণের নির্দেশ সম্পর্কে ব্রুক লিখছেন: "১৬ মে আরও খারাপ খবর এল। আগের দিন জর্মন আক্রমণ ফরাসী প্রথম আর্মিকে আরও পিছনে ঠেলে দিয়েছে।...... সেই রাত্রিতেই ব্রাসেলস্ হয়ে পশ্চাদপসরণের আদেশ পেলাম।...... সন্ধ্যায় আর একটি জেনারেল হেডকোয়ার্টারের বৈঠক দিয়ে দিন শেষ করলাম। তারপর ব্রাসেলসে আমার হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম। সেখানে আমার এই শেষ রাত্রি।"......

সেই রাত্রিতেই ব্রুক লিখছেন: "আশা করি এখন অপসরণ শুরু হয়েছে কারণ রাত্রি দশটায় তা শুরু হওয়ার কথা ছিল।"*

ব্রুকের ডায়েরি থেকে দেখা যাচ্ছে পশ্চাদপসরণের আদেশ ১৬ মে রাত্রিতে এসেছিল এবং ১৬ মে রাত্রি দশটায় অন্তত ব্রি. অ. বার পশ্চাদপসরণ শুরু হয়।

এই দুই আপাতবিরোধী উক্তির সমাধান মেলে পশ্চাদপসণ সম্পর্কে

* Arthur Bryant—The Alanbrooke Wor Diaries 1939-43 পৃঃ ৮৯

গামেল্যাঁর ভাষ্যে। গামেলাঁ লিখেছেন, জেনারেল বিলোত ১৫ মের রাত্রিতে পশ্চাদপসরণে ইচ্ছুক ছিলেন এবং দক্ষিণে নবম আর্মির ভাঙনের পর ফরাসী প্রথম আর্মির দক্ষিণ পার্শ্বকে শার্লরোয়ায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড বিনাযুদ্ধে ব্রাসেলস্ ত্যাগ করতে অস্বীকৃত হন এবং ব্রাসেলস্ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে তাঁর মনস্থির করতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লেগে যায়। পরদিন রাজা ব্রাসেলস্ ছেড়ে যেতে রাজী হন এবং বেলজিয়ান বাহিনী, ব্রি. অ. বা এবং ফরাসী প্রথম আর্মি ১৬ মে রাত্রিতে পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করে। জেনারেল বিলোতের নির্দেশেই এই অপসরণ সম্ভব হয়। ১৭ মের সকালের পূর্বে জেনারেল জর্জের আদেশ এসে পৌঁছয়নি। সুতরাং জেনারেল জর্জের আদেশ ১৭ মের সকালের আগে পাঠানো না হলেও, জেনারেল বিলোত তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন নি। ১৬ই রাত্রিতে অপসরণ আরম্ভ হয়।

অতএব শেষ পর্যন্ত ১৬ মে রাত্রি থেকে পশ্চাদপসরণ শুরু হয়। প্রথমত, মিত্রবাহিনী দঁদর নদীরেখায় ফিরে যাবে। তারপর যাবে ফরাসী সীমান্তের সুরক্ষিত অবস্থানে। ১৭ মে সৈন্যাপসরণ শুরু হলেও গতি মন্থর ছিল কারণ জর্মনরা মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। সুতরাং মিত্রপক্ষীয়বাহিনী রণবিযুক্তি ঘটিয়ে দ্রুত এগোতে পারেনি। ১৭ মে ব্রি. অ. বাকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে পিছু হঠতে হয় কারণ জর্মনবাহিনীর চাপ অব্যাহত ছিল। ব্রুক তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন : তৃতীয় ডিভিশনের লুভেঁ থেকে পশ্চাদপসরণ সফল হয়। এই ডিভিশন বর্মিত বাহিনীর আবরণে ব্রাসেলস্ হয়ে শার্লরোয়া খাল পার হয়। এখানে চতুর্থ ডিভিশন এই খালের রেখা রক্ষা করছিল। খাল পার হয়ে তৃতীয় ডিভিশন বাসে চেপে দঁদর রেখায় পিছু হঠে যায়। বিকেল থেকেই এরা ওখানে পৌঁছতে শুরু করে। এরপর মিত্রপক্ষ ব্রাসেলসে যাওয়ার সেতুগুলো উড়িয়ে দেয় এবং জর্মনরা ক্রমশ রণাঙ্গনে এগিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পানৎসার নিয়ে গঠিত জেনারেল হ্যোপনেরের নেতৃত্বাধীন ষোড়শ কোর আর্মি গ্রুপ 'বি' থেকে 'এ'তে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ্যাণ্টওয়ার্পে নিযুক্ত একটি পানৎসার ডিভিশন ছাড়া বাকী নয়টি পানৎসার ডিভিশনই একটি রণাঙ্গনে নিয়োজিত। সিকেলশ্নিট পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মিত্রপক্ষ বিভ্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ও নবম আর্মি চূর্ণ হওয়ার আগে তারা বুঝতে পারেনি জর্মন আক্রমণের মূল শক্তিকেন্দ্র কোথায়। অতএব আর্মি গ্রুপ 'বি'তে পানৎসার বাহিনীর প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষা কম॥

অপসরণপর মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর উপর চাপ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন কিন্তু চাপ তীব্র করে মিত্রপক্ষের অপসরণ দ্রুততর করে তোলা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ চাপ তীব্রতর হলে মিত্রপক্ষীয়বাহিনী সামরিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার দ্রুত পিছু হঠলে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কারণ তখনও পানৎসারবাহিনীর পার্শ্ব যথেষ্ট সুরক্ষিত নয় এবং চ্যানেলের সব বন্দরের নির্গম ছিদ্রের ছিপি এ'টে দেওয়া হয়নি। এই মুহূর্তে যদি মিত্রপক্ষীয়বাহিনী ফ্রান্সের ভিতরে পৌঁছে যায়, তবে তারা প্রত্যাঘাতের সুযোগ পাবে।

সুতরাং একদিকে যেমন মিত্রপক্ষের অপসরণ বিলম্বিত করাই জর্মন হাই-কমাণ্ডের কাম্য ছিল, অন্যদিকে পানৎসার করিডরের পার্শ্ব মজবুত করার জন্য রুণ্ডস্টেটের ষোড়শ কোরের প্রয়োজন ছিল। মিত্রপক্ষের সৈন্যাপসরণের কারণ আর্মি গ্রুপ বকের আক্রমণ নয়, মিত্রপক্ষ এই আক্রমণের বেগ ধারণ করেছিল। পানৎসার বাহিনীর অসামান্য সাফল্য এই অপসরণ অপরিহার্য করে তোলে। পানৎসার বাহিনীর প্রয়োজনেই জর্মন আক্রমণের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে মিত্রপক্ষের অপসরণের লয় বিলম্বিত করা হয়। কোনো রণাঙ্গনেই মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর নিজস্ব কোনো ক্রিয়া ছিল না, ছিল শুধু জর্মন আক্রমণের প্রতিক্রিয়া অথবা নিষ্ক্রিয়া।

৩৭

উত্তরের মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ব্রাসেলস্ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ১৭ মে সন্ধ্যানাগাদ জর্মনবাহিনী লুভে' ও ব্রাসেলস্ অধিকার করে। শিরার তাঁর বের্লিন ডায়েরিতে লিখছেন : বের্লিন, ১৭ মে। কি দিন! কি খবর। বেলা তিনটায় হাইকমাণ্ড তাদের দৈনিক বিজ্ঞপ্তি বার করেন। আমার পক্ষে এই বিজ্ঞপ্তি বিশ্বাস্য হতনা। কিন্তু পোলিশ যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে জর্মন স্থলবাহিনী তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা সংবাদ দেয়নি। প্রায়ই এদের দাবি অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।*

এ্যাণ্টওয়ার্পের পতন :

"আজ জর্মন হাইকমাণ্ড বিবৃতি দিয়েছে যে ওয়াভ্‌রের দক্ষিণে তাদের বাহিনী বেলজিয়ান ডাইল রক্ষারেখা ছিন্ন করেছে এবং লামুর দুর্গের উত্তর পূর্ব মুখ দখল করেছে।

"আজকের দিনটি গরম ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল এবং বের্লিনের মানুষেরা যেভাবে অনীহায় ও আলস্যে টিয়েরগার্টেনে রোদ পোহাচ্ছিল তাথেকে বলা যাবেনা যে ফ্রান্সে জয়পরাজয়নিষ্পত্তির লড়াই চলছে। অভিযান শুরু হওয়ার পর এখানে এপর্যন্ত একবারও বিমান আক্রমণের বিপদ সঙ্কেত বাজেনি, যদিও রুয়র ও রাইনের শহরগুলিতে রাত্রিতে আক্রমণ হচ্ছে শুনেছি।

"পরে, রাত্রিশেষে, হাইকমাণ্ড ঘোষণা করেন যে, সূর্যাস্তের পর জর্মনবাহিনী ব্রাসেলসে প্রবেশ করে। দিনের বেলা তারা লুভে'র উত্তরে ও দক্ষিণে মিত্রপক্ষীয় রক্ষারেখা বিদীর্ণ করে। ঘটনা অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ১৯১৪-তে জর্মনদের ব্রাসেলসে পৌঁছতে ১৬ দিন লেগেছিল। এবার আট দিন।

"১৮ মে। আগামীকাল রণাঙ্গনে যাব। অবশেষে কিভাবে দানবীয়

---

* Berlin Diary পৃঃ ২৫৫-২৫৯

জর্মন সৈন্য কাজ করছে, কিভাবে এত তাড়াতাড়ি বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং উত্তর ফ্রান্স দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, দেখা যাবে।

আজ এ্যাণ্টওয়ার্পের পতন ঘটল।”

১৯ মে এস্কো (শেল্ড্‌ট্) রেখার পিছনে মিত্রবাহিনীর অপসরণ সম্পূর্ণ হয় মিত্রবাহিনীর অবস্থান ছিল যথাক্রমে ; বেলজিয়াম বাহিনী-সমুদ্রোপকূলে তের নয়জন থেকে উদেনার্দ পর্যন্ত ; তার পরেই ব্রি. অ. বা এস্কোরেখায় ফরাসী সীমান্তে মল্ড পর্যন্ত, পঞ্চম ডিভিশন মজুত হিসাবে সেক্ল্যা পর্যন্ত পিছু হঠে যায়, একটি বিগ্রেড বাদে পঞ্চাশ ডিভিশন আরার উত্তরে ভিমি পাহাড়ে কেন্দ্রীভূত হয়। এই সেনা বিন্যাসের উদ্দেশ্য আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। ব্রি. অ. বার দক্ষিণে ব্লাঁসারের প্রথম আর্মি কঁদে-সুর-ল্য-এস্কো ভার্লাঁসিয়েণ এবং বুশেইঁ-এ স্থিতিলাভ করে একটি ছোট ঢিবি রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। অপসরণের শেষ পর্যায়ে বারবার বোমাবর্ষিত হওয়ায় ব্রি. অ. বা অতি ক্লান্ত। তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তৃতীয় ডিভিশনের লেফটেনাণ্ট মাইলস ফিটজালান হাওয়ার্ডের ডায়েরিতে :* “গত পাঁচরাত্তিরে আটঘণ্টা ঘুমোতে পেরেছি ; ১৮ মে সারারাত্রি জেগেছি ; ১৯ মে তিনটে পর্যন্ত, তারপর সাতটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি ; ২০ মে তিনটে অবধি জেগে, ঘুম সাতটা পর্যন্ত ; ২১ মে জেগে : ২২ মে ঘুম। কিন্তু…তাসত্ত্বেও ব্রি. অ. বার অবস্থা ফরাসী প্রথম আর্মির চেয়ে ভাল ছিল। উত্তরের যুদ্ধের প্রায় গোটা ধাক্কাটাই এই আর্মির উপর পড়েছিল এবং বেলজিয়ান ও ব্রি. অ. বার চেয়ে এই আর্মিতে হতাহতের সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম আর্মির মনোবল ভেঙে পড়েছিল বলা চলেনা। জেনারেল প্রিউক্সের অশ্বারোহী কোরের উপর পানৎসার বাহিনীর আক্রমণের প্রায় সম্পূর্ণ ধাক্কা পড়লেও এই বাহিনীর মনোবল ভাঙেনি। কিন্তু সৈন্যদল অপরিসীম ক্লান্তিতে ভুগছিল : তারা নিজেদের জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ছিল। তছাড়া প্রিউক্সের বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক কম্প্যানি অন্যান্য কয়েকটি ডিভিশনের সমর্থনে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা এখন প্রিউক্সের অধীনে স্বস্থানে ফিরে আসতে ইচ্ছুক ছিলনা। সুতরাং প্রিউক্সের কোর অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৮ মে মধ্যরাত্রিতে প্রিউক্স জেনারেল জর্জের একটি আদেশ পেয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁকে এই আদেশে কাঁত্রে-সেঁ কেঁত্যায় শত্রুর বর্মিত বাহিনীকে চূর্ণ করতে বলা হয়েছে। তাঁর অর্থ দাঁড়াল এই যে,

* To Lose a Battle-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৪১৫

এখানে শত্রুর নয় ডিভিশন পানৎসার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রিউক্সকে তাঁর অকিঞ্চিৎকর শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে হবে। প্রিউক্স তৎক্ষণাৎ জেনারেল বিলোতকে জানালেন এই আদেশ পালন করা তাঁর সাধ্যাতীত।

১৯ মে বিকেলনাগাদ জেনারেল জর্জ এবং গামেলাঁার সঙ্গে জেনারেল ডিলের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের আলোচনা হয় এবং জেনারেল জর্জ ও বিলোতের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবর্তা হয়। এসময় কথা প্রসঙ্গে জেনারেল বিলোত বলেন (জেনারেল রতঁর বিবরণ) জানতে পারলাম ব্রিটিশেরা তিনটি অথবা চারটি পর্যায়ে কালেতে সরে পড়বে এবং চলে যাবে। জেনারেল বিলোতের এই মন্তব্য পুরোপুরি সত্য না হলেও ১৯শে থেকেই যে ব্রি. অ. বা উদ্‌বাসনের কথা ভাবতে শুরু করেছিল তার সমর্থন ব্রুকের ডায়েরি, চার্চিলের লেখা এবং লর্ড গর্টের ডিস্‌প্যাচে মেলে।

ব্রুকের ডায়েরি: "১৯ মে ওয়ারে্ঁস। জেনারেল হেডকোয়ার্টারে কোর কমাণ্ডারের বৈঠকে আমাকে ডাকা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ফরাসী রণাঙ্গনের খবর আগের চেয়েও খারাপ: একটি নতুন প্রতি-আক্রমণ করে পরিস্থিতির উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। তা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী মাঝামাঝি দুভাগ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। এতে ব্রি. অ. বার সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ব সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। এই জাতীয় পরিস্থিতি দেখা দিলে এই স্থানের চতুষ্পার্শে সুরক্ষার সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণ পরিত্যাগ করে ডানকার্ক অভিমুখে সৈন্যচালনা করতে হবে। সেখান থেকে ব্রি. অ. বার সৈন্যদের জাহাজে তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা জেনারেল হেডকোয়ার্টারে আছে। আমি আমাদের বামপার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম। এই পার্শ্ব নিরাপদ ও বেলজিয়ানদের সঙ্গে সংযুক্ত। দক্ষিণ পার্শ্বকে ঘুরিয়ে লিজ নদী পর্যন্ত যেতে হবে। তারপর ফাঁকা খাল ধরে ইপ্রে এবং খাল হয়ে সমুদ্রে। এভাবেই ব্রি. অ. বার অখণ্ডতা বজায় রাখা যাবে। নয়তো এই বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে উবে যাবে। বেলজিয়ানদের যদি আমরা এখন ছেড়ে দিই তাহলে আমি নিশ্চিত তারা যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং আমাদের উভয় পার্শ্বই উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। তাহলে আর কোনো আশা থাকবেনা। জেনারেল হেডকোয়ার্টারে যদি নতুন কোনো খবর থাকে তবে আজ সন্ধ্যায় আমরা আবার মিলিত হব।"*

* **Arthun Bryant—The Alanbrook Diaries—1939-43-The Turn of The Tide** পৃঃ ৯৪

ব্রুকের ডায়েরি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৯ মে গর্টের মনে উদ্‌বাসনের কথা শুধুমাত্র উঁকিঝুঁকি মারেনি. উদ্‌বাসনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ওই তারিখে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। চার্চিলের লেখায়ও ব্রুকের ভাষ্যের সমর্থন মেলে। চার্চিল লিখছেন : "১৯ মে আমরা জানতে পারলাম লর্ড গর্ট ডানকার্ক অভিমুখে সম্ভাব্য সৈন্যাপসরণের কথা পরীক্ষা করে দেখছেন। ১৯ মে রাত্রিতে লর্ড গর্ট যে ডিস্‌প্যাচ্‌ পাঠান তাতে ব্রি. অ. বার উদ্‌বাসন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি অতি স্পষ্ট : আজকের যুদ্ধের চিত্র একটি বাঁকানো অথবা ছিন্ন রেখার নয়, একটি অবরুদ্ধ দুর্গের। চীফ্‌ অভ্‌ দি জেনারেল স্টাফ্‌ (আয়রণসাইড) এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি কারণ অন্য সবাইর মতো তিনি দক্ষিণাভিমুখী মার্চের পক্ষপাতী ছিলেন।"*

দক্ষিণাভিমুখী মার্চ অর্থাৎ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ। এই প্রত্যাক্রমণের পরিকল্পনা বিশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণহীন ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে করুণ বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করে, মিত্রপক্ষীয় শিবিরের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার পৃষ্ঠপট। ১৬ মে পারীতে চার্চিল-রেনো সরকারের আলোচনার পর মিত্রপক্ষীয় শিবিরে কি ঘটছে তার সুস্পষ্ট চিত্র চোখের সামনে না থাকলে যুদ্ধের অন্তিমপর্বের মর্মান্তিক ঘটনাবলী বোঝা যাবেনা।

---

* Churchill-Second World wore Vol II পৃঃ ৬২

৩৮

মিত্রপক্ষীয় শিবির—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া : গামেলঁ্যার অপসারণ

১৯ মে মিত্রপক্ষের কাছে যুদ্ধফল প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। রেনো অবশ্য ১৯ মের আগেই যুদ্ধফল জেনেছিলেন। ফ্রান্সের চরম বিপর্যয় রোধ করার জন্য রেনো একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন : গামেলঁ্যাকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু গামেলঁ্যা দালাদিয়ে-রক্ষিত। সুতরাং গামেলঁ্যার অপসারণের পূর্বে দালাদিয়েকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার। প্রথমত, রেনো দালাদিয়েকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রকে স্থানান্তরিত করলেন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রক নিজের হাতে তুলে নিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি গামেলঁ্যাকে প্রধান সেনাধ্যক্ষের পদ থেকে বরখাস্ত করে ওই পদে জেনারেল ওয়েগাঁকে নিয়োগ করলেন।

রেনো বহুপূর্বেই গামেলঁ্যাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭ মের ক্যাবিনেটের বৈঠকে রেনো যখন তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন তখন দালাদিয়ে গামেলঁ্যার পক্ষ-অবলম্বন করেন। অতএব ১৭ রেনোর পক্ষে গামেলঁ্যাকে বরখাস্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি অতি সংগোপনে ৭৩ বছরের জেনারেল মাক্সিম ওয়েগাঁকে[৯৮] একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেল ওয়েগাঁ এই সময় লেভান্টে ফরাসীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। টেলিগ্রামটির মর্মার্থ হল : "পশ্চিমরণাঙ্গনে সামরিক পরিস্থিতির সংকট বেড়ে যাচ্ছে। কালবিলম্ব না করে পারী আসুন।... আপনার পারী আসার সংবাদ গোপন রাখুন।" এই টেলিগ্রাম ১৭ মে ওয়েগাঁর কাছে পৌঁছয় এবং ওয়েগাঁ সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হন।

ওয়েগাঁকে ডেকে পাঠিয়েই রেনো ক্ষান্ত হননি। এই দারুণ দুর্যোগের দিনে তিনি তাঁর নিজস্ব দূত পাঠালেন স্পেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরিত্রাতা মার্শাল ফিলিপ পেতাঁ্যার কাছে। তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন অবিলম্বে পারী চলে আসার। এ-সময় পেতাঁ্যা ছিলেন স্পেনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত।

১৮ মে রেনো তাঁর মন্ত্রিসভার অদলবদল করেন। জর্জ মাঁদেলকে

দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, দালাদিয়েকে পররাষ্ট্রমন্ত্রক এবং তিনি স্বয়ং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভার নিলেন। মার্শাল পেতাঁ্যাকে উপপ্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। মন্ত্রিসভার এই অদলবদলের দ্বারা নির্জীব ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করে-ছিলেন রেনো। বিশেষত ভ্যার্দ্যাঁর বিজয়ী বীর মার্শাল পেতাঁ্যার নিয়োগে সমগ্র ফরাসী জাতির প্রাণ নতুন আবেগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। ১৮ মে রেনো জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ দেন তাতে তিনি সমগ্র ফরাসী জাতির প্রাণের কথাই ব্যক্ত করেন :

"ভ্যার্দ্যাঁ বিজয়ী মার্শাল পেতাঁ্যা আজ প্রভাতে মাদ্রিদ থেকে এসেছেন। তিনি এখন আমার পাশে দাঁড়াবেন……তার (ব্যক্তিত্বের) শক্তি ও প্রজ্ঞা তিনি ফ্রান্সের সেবায় নিয়োজিত করবেন।"

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ভেসে থাকতে চায় রেনোও তাই করছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ফাসীবাদের সমর্থক এবং বিজয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী মার্শাল পেতাঁ্যা ও ভ্যার্দ্যাঁর দৃপ্ত বিজয়ী বীর ফিলিপ পেতাঁ্যা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ ফ্রান্সের এই নিদারুণ সঙ্কটে রেনো তা ভুলে গিয়েছিলেন। রেনো হয়তো ভেবেছিলেন পেতাঁ্যার সহায়তায় জাতির নিদ্রিত পৌরুষকে আবার জাগ্রত করা যাবে। কিন্তু মিথ্যা আশা! পেতাঁ্যা ফ্রান্সের বিজয়ে আর বিশ্বাসী ছিলেন না। ভ্যার্দ্যাঁর বিজয়ীর দৃপ্ত পৌরুষ দীর্ঘকাল স্তিমিত। রেনোর পাশে অতিবৃদ্ধ পেতাঁ্যার জেনারেল স্পিয়ার্স যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়। "তিনি এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু অনেক বয়স তাঁর…সাধারণ পোশাক অতীতের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদই স্পষ্ট করে তুলছিল……তাঁকে মৃত মনে হচ্ছিল, এই অর্থে মৃত যে তাঁর চেহারায় জীবনের কোনো লক্ষণ ছিলনা……মাঝে মাঝে তাঁর দিকে যখন তাকাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে কি বলা হচ্ছিল তা যেন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেননা* ।"

বিজয়ে যে তিনি আর বিশ্বাসী ছিলেননা মাদ্রিদ ত্যাগের প্রাক্কালে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর কাছে তাঁর উক্তি থেকে তা অতি সুস্পষ্ট : আমার দেশ পরাজিত হয়েছে। শান্তিস্থাপন ও যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য ওরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে…তিরিশ বৎসরের মার্কস্‌বাদের এই ফল। ওরা আমাকে জাতির কর্ণধার হওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে।"**

---

* To Lose a Battle-এ উদ্ধৃত পৃঃ ৪০৮

** Général Pierre Héring, La Vie exemplaire de Philippe Petain পৃঃ ৭৭

সম্ভবত জেনারেল ওয়েগাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও পেতাঁ্যার মনোভাব থেকে বিশেষ আলাদা ছিলনা। পার্টিনাক্সের একজন বন্ধুর নিকটে পারী রওনা হওয়ার প্রাক্কালে ওয়েগাঁর চীফ্ অভ্ স্টাফ্ যে মন্তব্য করেন তাতে জেনারেল ওয়েগাঁর পরাজিতের মনোভাবের সমর্থন মেলে : তিনি (ওয়েগাঁ্য) মনে করেন যে যুদ্ধে হার হয়েছে এবং যুদ্ধাবিরতির ন্যায় সঙ্গত শর্ত মেনে নেওয়া উচিত।"*

সুতরাং দালাদিয়ে—গামেল্যাঁ এই যুগলকে পরিহার করে রেণো ভর্দ্যাঁর বিজয়ী ও ফশের প্রতিভাবান সহকারী—এই যুগলকে ফ্রান্সের সম্মুখে আবার সংস্থাপিত করে ফ্রান্সকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উভয়েই বিগত যৌবন, বিস্মৃতপৌরুষ, বার্ধক্যপীড়িত ও ভগ্নউরু। বার্ধক্যের কাছে পরাজিত এই মানুষ দুটির মধ্যে কণামাত্র তেজস্বিতা অবশিষ্ট ছিলনা। অতএব রেনোর প্রচেষ্টার ভ্রূণেই বিনষ্টি অনিবার্য ছিল।

কিন্তু রেণোও কি পরাজিতদের একজনই ছিলেন ? তিনি কি পরাজয় অনিবার্য জেনে পেতাঁ্যাকে যুদ্ধাবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যই ক্যাবিনেটে নিয়ে এসেছিলেন ? অন্তত লেজেরের (পরবর্তী যুগের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি স্যা-জ'-পর্স) তাই মত। তাঁর মতে ১৮ মে রেনো জয়ের আশা ত্যাগ করেছিলেন এবং যুদ্ধাবিরতি যাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হয় সেজন্য পেতাঁ্যাকে আহ্বান করেছিলেন।** কিন্তু লেজেরের ভাষ্য কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট। লেজেরের রেণোর প্রতি বিরূপতার কারণ ছিল। লেজের বিদেশ দপ্তরের স্থায়ী অবর সচিব ছিলেন। মন্ত্রিসভার অদলবদলের সময় রেনো তাঁকে সেই পদ থেকে অপসারিত করেন। লেজেরের ধারণা রেণো তাঁর রক্ষিতা মাদাম দ্য পোর্তের কথায়ই তাঁকে অপসারিত করেন। যুদ্ধের পর রেনো এই অপবাদ অস্বীকার করেন।

পরবর্তীকালে প্রকৃত ঘটনা জানতে চেয়ে শিরার রেনোর কাছে যে চিঠি লেখেন এবং রেণো তার যে উত্তর দেন তাতে কিন্তু লেজেরের উক্তিই সমর্থিত হয়। ১৯৬৫-র ২৯ অগস্ট রেনো শিরারকে লেখেন :

"ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সম্মানরক্ষার্থেই আমি পেতাঁ্যা ও ওয়েগাঁকে ডেকেছিলাম। আশা করেছিলাম কোরার নবম আর্মির বিপর্যয়ের পর তাঁরা অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পারবেন……আমার এই একটি আশাই ছিল এবং তা ফলবতী হয়েছিল। আমার লক্ষ ছিল সম্মানের সহিত পরাজয়।"

---

* Pertinax—The Gravediggers of France পৃঃ ২৪৪

** Langer—Our Vichy gamble পৃঃ ১০-১১

অবশ্য যুদ্ধারম্ভের কয়েকদিনের মধ্যেই রেণো চার্চিলের মধ্যে যে মতামত বিনিময় আরম্ভ হয়, তাতেও এই ধারণাই সমর্থিত হয়। মেউজরেখা ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেনোকে পরাজিতের মনোবৃত্তি আচ্ছন্ন করে। তারপর নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি অন্ধের মত হাতড়ে বেরিয়েছেন, দুরন্তবেগে প্রবহমান ঘটনাপরম্পরার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হয়ে বারবার চার্চিলের কাছে আবেদন করেছেন। অবশেষে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে অন্ধের যষ্ঠির মতো পেতঁ্যা-ওয়েগাঁর উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। দুর্যোগের দিনে জাতির কর্ণধার রেনো দৃঢ়ভাবে হাল ধরতে পারেননি, ক্রমাগতই পরিস্থিতির চাপে ভেসে গেছেন। এই পরাজিতের মিছিলে একটি মানুষ—একজন অখ্যাত ট্যাংক কমাণ্ডার—সম্পূর্ণ অপরাজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলো থেকে নির্বাসিত, তখনও নেপথ্যে অপেক্ষমান।

পথে নানা বিঘ্ন ঘটায় ১৯শে বেলা এগারটার আগে ওয়েগাঁ পারী পৌঁছতে পারেননি। প্রতি মুহূর্তেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হচ্ছিল। সুতরাং ১৭ মে ওয়েগাঁর আহ্বান ও উনিশে মে বেলা এগারটায় তাঁর পারীতে উপস্থিতির মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির অনেক অবনতি ঘটে গেছে।

পেতঁ্যা ও ওয়েগাঁকে আহ্বানের কথা দালাদিয়ে গামেলঁ্যাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কি ঘটতে যাচ্ছে গামেলঁ্যার বুঝতে দেরি হয়নি। ১৮ মে গামেলঁ্যা জর্জের সঙ্গে দেখা করার জন্য জর্জের ব্যক্তিগত কমাণ্ডপোস্ট শাতো দ্য বঁদঁ-তে উপস্থিত হন। গামেলঁ্যা স্বয়ং এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

"তাঁর অফিসে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা……কিভাবে চীফ্ অভ্ স্টাফ্ (জেনারেল রর্তো) কাজ করতে পারছেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ক্রমাগত আসাযাওয়া চলছে। চিঠি এবং টেলিগ্রাম সোজা নিয়ে আসা হচ্ছিল। সবাই একসঙ্গে কথা বলছিল। কাজ করার ঘর নয়, অপেক্ষাগৃহ। জেনারেল জর্জ স্বয়ং শান্ত। ক্রমাগত অফিসাররা তাঁর ঘরে ঢুকছিলেন। প্রায়ই তিনি বেরিয়ে গিয়ে কারু কারু সঙ্গে কথা বলছিলেন। মনে হল তিনি রাত্রি জেগে কাজ করেন এবং সামান্য ঘুমান। নিজেকে আলাদা রেখে চিন্তা না করলে এই অবস্থায় ঘটনাবলীর উপর কি করে কর্তৃত্ব করা সম্ভব।"*

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের চীফ্ অভ্ স্টাফ্ জেনারেল দুমেঁকের সঙ্গে এ বিষয়ে গামেলঁ্যার মতৈক্য হয়। তিনি গামেলঁ্যাকে বলেন : "জেনারেল

---

* **Général Gamelin—Evénements II পৃঃ ৪১৫**

জর্জ সর্বদাই আমার প্রতি সহানুভূতি ও আস্থা দেখিয়েছেন এবং আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কার্যকরভাবে কমাণ্ড আপনার হাতে তুলে নেওয়ার সময় এসেছে।"

জেনারেল গামেল'্যার উত্তর : "অবশ্যই। সময় ও সুযোগ এলেই আমাকে বলবেন।"*

কোনো জেনারেল এই দারুণ সংকটে এ ধরণের উত্তর দিতে পারেন ভাবা যায় না। সময় ও সুযোগ যদি তখনও না এসে থাকে তবে তা কবে আসবে? যেন ফ্রান্স শত্রুর আঘাতে ম্রিয়মান নয়, যেন শত্রু ইতিমধ্যেই ফ্রান্সকে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত করে ফেলেনি, যেন অনেক সময় আছে এখনও ফ্রান্সের হাতে, শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত হানার সময় আসেনি। কালহরণের, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কি অসাধারণ ক্ষমতা! ফ্রান্সের এই ঘোর দুর্যোগে য়োরোপের অজেয় সৈন্যবাহিনীর প্রধানের কি অমানুষিক বিশুদ্ধ নিরাসক্তি। সাংখ্যের পুরুষকেও হার মানায়। কেবল le dejeuner এর সময় (মধ্যাহ্ন-ভোজন) গামেলঁ্যার এই নিরাসক্তি অপসৃত। জেনারেল বোফ্‌র গামেলঁ্যার আহারের অসামান্য চিত্র অংকিত করেছেন। অবশ্য জেনারেল বোফ্‌রের এই বর্ণনায় গামেলঁ্যার আহারে রুচি থেকেও যুদ্ধ অথবা তার ফলাফল সম্পর্কে অনাসক্তিই প্রকাশিত হয়। জর্জের হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরে গিয়ে গামেল'্যা লিখছেন : "এই দশদিনের মধ্যে এই প্রথম আমার ঠিক কোনো কাজ নেই।" অতি দ্রুতবেগে যখন ঘটনাস্রোত প্রবহমান, ফ্রান্স যখন পরাজয়ের দ্বারদেশে, ফ্রান্সের প্রধান সেনাধ্যক্ষের তখন কোনো কাজ নেই। আশ্চর্য!

কিন্তু ১৮ মে যখন গামেল'্যার একান্ত অবসর, তখন তাঁর পূর্ণ অবসরের দিনও সমাগত। ১৮ মে ফ্রান্সের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসাবে গামেল'্যার শেষ দিন। রেনো তাঁর মনস্থির করেছেন। রেনো শুধু ওয়েগাঁর ফ্রান্সে উপস্থিতির অপেক্ষা করছিলেন। ১৯ মে বেলা ১১টার আগে তিনি ফ্রান্সে পৌঁছতে পারেননি। ওয়েগাঁর উপস্থিতিতে ফ্রান্সের মনোবল অন্তত সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। ৭৩ বছরের ওয়েগাঁকে দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। আঁদ্রে বোফ্‌র এই বয়সে ওয়েগাঁর আত্মবিশ্বাস ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি দেখে অবাক হয়েছিলেন। পৌঁছেই তিনি মঁত্রির লনে একশ গজ দৌড়ে তাঁর স্টাফ্‌কে হতবাক্ করে দিয়েছিলেন। ওয়েগাঁর আত্ম-বিশ্বাস ফরাসী সরকার ও জেনারেল স্টাফের মনেও সংক্রামিত হয়েছিল।

---

* পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৪১৬

ওয়েগাঁ উপস্থিত, গামেল'্যার বিদায়লগ্ন আসন্ন। অবশ্য গামেল'্যা তা বুঝতে পারেননি। ১৯ মে ভোর পাঁচটায় জেনারেল দুমেঁক্ গামেল'্যাকে ফোন করে জানান, যুদ্ধের পরিচালনার ভার আর ফেলে রাখা যায় না। গামেল'্যার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। উত্তরে গামেল'্যা জানান, তিনি সকাল আটটায় বঁদঁতে পৌঁছোবেন। গামেল'্যা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন : "আজ সময় এসেছে, আশা করি এখনও বিলম্ব হয়নি। অর্থাৎ এখনও সময় আছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যুদ্ধের শুরু থেকে বিদায়কাল পর্যন্ত তাঁর কখনও সময়াভাব ঘটেনি। ভাঁসেনে গামেল'্যা সমাহিত, অতি ধীর ও সুস্থ, শান্ত মেজাজ, বিলম্বিত গতি। ভাঁসেনে বেতার রাখেননি। কি হবে? যুদ্ধ পরিচালনার ভার তো জর্জের উপর। তাছাড়া, বেতার নিরর্থক। বরং ক্ষতিকর। হয়তো সময়সচেতনতা নিয়ে আসবে, হয়তো পানৎসারের কামাননির্ঘোষ, স্টুকার নিষ্করুণ বোমাবর্ষণ, রণাঙ্গনের রাজপথে উদ্বাস্তু পলাতক মানুষের মিছিলের করুণ আর্তনাদ, এবং ফ্রান্সের ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কোনো ইঙ্গিত ভেসে আসতে পারে। তার চেয়ে ঢের ভাল জর্জের কমাণ্ড পোস্ট শাতো দ্য বঁদঁতে গিয়ে জর্জের আশ্বাসবাণী শুনে ভাঁসেনে ফিরে আসা। তাতে ভাঁসেনের নিয়মিত জীবন-যাত্রায় কোনো ছেদ পড়বেনা। কিন্তু উনিশে মে ভাঁসেনের উটপাখীর পক্ষেও আর চোখ বুজে থাকা সম্ভব ছিলনা। ১৮ মে জেনারেল দুমেঁক্ যখন তাঁর হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেন তখন সময় ও সুযোগ এলেই আমাকে জানাবেন বলে অন্তত একদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু উনিশে মে জেনারেল দুমেঁক্ ফোন করেছেন তাঁর হস্তক্ষেপের উপযুক্ত মুহূর্ত সমাগত। ভাঁসেনে আর আত্মমগ্ন হয়ে থাকার উপায় নেই। অতএব গামেল'্যা লিখছেন —প্রধান সেনাধ্যক্ষের চিন্তাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার সময় এসেছে। লক্ষণীয় ভাষায় রূপ দেওয়া কার্যকর করা নয়।

সকাল ৯টার কিছু পূর্বে গামেল'্যা শাতো দ্য বঁদঁতে এলেন। কর্নেল মিনার বঁদঁ-তে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল তার অবিস্মরণীয় বর্ণনা দিয়েছেন : "আমাদের সৈন্যবাহিনীর মৃত্যুর মারাত্মক এই দৃশ্য। ক্লান্ত জেনারেলরা আসছেন, যাচ্ছেন......করিডর ও সংলগ্ন ঘরগুলি অফিসার ও স্টাফ্ কর্মী দিয়ে ভরা। টেলিফোন, ম্যাপ, রিপোর্ট, ফাইল, আদেশ এবং নানা ধরণের নোটবুক কতগুলি পুরণো টেবিল ও চেয়ারে ইতস্তত ছড়ানো। পিয়ানোর উপরে কোঁপ ভর্তি। ঠিক যেন নিলামের দৃশ্য। এই সাজানো বাংলোর বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টাইপরাইটারের খটাখট্ শব্দ, টেলিফোনের বাজনা, বাইরে মোটর সাইকেলের ঘর্ঘর। রান্নার ও নোংরা পায়খানার গন্ধ গোটা জায়গাটার উপর ভাসছিল।"

বঁদঁ-তে পৌঁছে গামেল'্যা সৈন্য পরিচালনার একটি সাধারণ পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। কথাটা এভাবে ঘুরিয়ে বলার কারণ তিনি জেনারেল জর্জের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিতে চাননি। কর্নেল মিনার লিখছেন : "জেনারেল জর্জের অবস্থা দেখে মনে হয় তাঁর দৈহিক ও মানসিক বৈকল্য চরমে উঠেছে। গামেল'্যা একটি কাগজ ও পেনসিল নিয়ে তেতলায় একটি ছোট ঘরে চলে গেলেন। কারণ "আমি নিরালায় কাজ করতে চেয়েছিলাম" এবং "সকলের সামনে জেনারেল জর্জকে অপমানিত করতে চাইনি।"*

কাগজ পেনসিল নিয়ে তেতলায় ছোট ঘরে বসে তিনি যে আদেশটি প্রস্তুত করলেন, সেটির শিরোনামা হল—গোপন ও ব্যক্তিগত নির্দেশ নং ১২। এটির সারাংশ হল : "উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে প্রধান সেনাপতির পরিচালনায় এখন যে যুদ্ধ চলছে তাতে হস্তক্ষেপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি এপর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সব আমি অনুমোদন করছি।......আমার বিবেচনায় : ১নং আর্মিগ্রুপ পরিবেষ্টনী থেকে যাতে অব্যাহতি পায় তার জন্য অসমসাহসিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে; প্রথমত, সর্বশক্তি দিয়ে পথরোধী পানৎসার ডিভিশনগুলিকে হটিয়ে দিয়ে সোম পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ আর্মি উত্তরাভিমুখে মেজিয়েরের দিকে আক্রমণ চালাবে।" এই আদেশ নং ১২ একটি ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে শেষ হয়, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু নির্ভর করছে।

গামেল'্যার এই নির্দেশ একমাত্র পন্থা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মেউজ-রেখা ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই এই পন্থা কার্যকর করা উচিত ছিল। কিন্তু আদেশের ভাষা এবং গামেল'্যার পরবর্তী আচরণ থেকে মনে হয় এই আদেশ কার্যকর করা সম্পর্কে গামেল'্যার বিশেষ শিরঃপীড়া ছিলনা। বরং এই আদেশ সম্পর্কে জেনারেল রর্তর মূল্যায়ন সঠিক বলে মনে হয়। তিনি গামেল'্যার নির্দেশ নং ১২ কে তাঁর সামরিক উইল নামে অভিহিত করেছেন। সম্ভবত গামেল'্যা ইতিহাসের দরবারে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই আদেশ সম্পর্কে জেনারেল জর্জও রর্তর সঙ্গে একমত। পরবর্তীকালে রিয়ঁ বিচারের সময় এবং সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটির কাছে সাক্ষ্য প্রদানকালে জর্জ যে তিক্ত মন্তব্য করেন তা থেকে তা স্পষ্ট হয়। আদেশের ভূমিকা (যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে চাইনা—) সম্পর্কে তিনি বলেন—"তাতো বটেই। সব

* To Lose a Battle-এর উদ্ধৃতি পৃঃ ৪১৯

দায়িত্ব আমার।……সাফল্যের সব প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য আর ব্যর্থতার সব নিন্দা অধীনস্থ কমাণ্ডারের।" গোটা আদেশটি সম্পর্কে জেনারেল জর্জ যে মন্তব্য করেন তার যুক্তি অকাট্য : "এটা কোনো আদেশ নয়। এটা একটা ছাতা…… বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে প্রধান সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব এড়ানোর এবং অধীনস্থ সেনাপতির উপর তা ন্যস্ত করার প্রবণতাই এতে প্রকাশিত।" সংসদীয় কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে সর্বাধিনায়ক সম্পর্কে তিনি আরো স্পষ্টভাবে তাঁর বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : "১৯ মে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। শত্রু সেঁ কেতঁ্যার দ্বারদেশে ; মিত্রপক্ষীয়বাহিনী দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুখে।

অথচ প্রধান সেনাপতি বলতে চাচ্ছেন এই প্রচণ্ড যুদ্ধ, যে যুদ্ধের উপর সমগ্র অভিযানের জয়পরাজয় এবং দেশের ভাগ্য নির্ভর করছিল, তার পরিচালনায় তাঁর কোনো দায়িত্ব ছিল না। তিনি কোনো আদেশ দিলেন না। পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন। এই চরম বিপদের মুহূর্তে সর্বাধিনায়কের কর্তব্য সম্পর্কে কী অদ্ভুত ধারণা! এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আমার বিশ্বাস দায়িত্বগ্রহণে ব্যগ্র ফশ তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও ক্ষমতা নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করতেন না।"

এই দারুণ বিপদের মুহূর্তে গামেল্যাঁ আদেশ না দিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন অথচ ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ফ্রান্সের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ দশই মে পর্যন্ত তিনি প্রায় ১৪০টি সাধারণ আদেশ পাঠিয়েছিলেন।

সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে জর্জ আরো বলেন :

"১০ মে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯ মে যেদিন তিনি বিদায় নিলেন সেদিন পর্যন্ত কোনো আদেশ নেই। ওইদিন তিনি আমাকে ব্যক্তিগত গোপন নির্দেশ দিলেন যা প্রকৃতপক্ষে কোনো আদেশ নয় তার মতামতের অভিব্যক্তি মাত্র। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব আমাকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল···

লড়াইয়ের যে সংস্থান আমাকে দেওয়া হয়েছিল তা নিয়োগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আকার অনুযায়ী এই যুদ্ধ পরিচালনার সাধারণ দায়িত্ব আমার নয়। আশা করি ইতিহাস একথা স্বীকার করবে। এমন একটি কমাণ্ড সংগঠন ছিল যেখানে দুজন সেনাপতিকে পাশাপাশি রাখা হয়েছিল। একজনের হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা ও যুদ্ধপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগবিধি নির্ধারণের ভার এবং অপরের উপর

ছিল সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার। আমার বিশ্বাস ইতিহাস এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কঠিন রায় দেবে।"*

অন্যদিকে জেনারেল গামেল্যাঁ সংসদীয় কমিটির কাছে জেনারেল জর্জ সম্পর্কে বলেন : "আমি বলতে বাধ্য যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ১৫ মের প্রথম থেকে জেনারেল জর্জকে ক্রমশঃ বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখছিলাম। তিনি নিজের উপর অতিরিক্ত কাজের ভার নিয়েছিলেন। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে বলা যায় তিনি ঘটনার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নির্দেশনা তিনি দিতে পারেননি।"**

এই যুদ্ধের কাহিনী প্রথম থেকে লক্ষ করলে জেনারেল জর্জের ব্যর্থতা এতই সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে তার জন্য কারু সাক্ষ্যপ্রমাণই প্রয়োজন হয় না। ঘটনার দ্বারা তিনি অভিভূত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। যুদ্ধের ঘটনাপরম্পরার উপর তার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না তাও অবিসংবাদিত। বিপর্যয়ের মুখে সংকট রোধ করার যথেষ্ট মনোবলও তাঁর ছিল না এবং তাঁর ভঙ্গুর মনোবলের অতি করুণ চিত্রও আমরা দেখেছি। অথচ মাত্র বিশ বছর আগে ফ্রান্সে ফশ নামে একজন সেনাপতি ছিলেন যাঁর মূলমন্ত্র ছিল, হার স্বীকার না করলে কখনও হার হয় না। মেউজের রেখা প্রথম ছিন্ন হওয়ার পরেই জর্জের মনোবলের করুণ ভাঙন দেখে মনে হয় ফশের কোনো প্রভাবই তাঁর উপর পড়েনি। মেউজের রেখা ছিন্ন হওয়ার পর প্রত্যাক্রমণের জন্য তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীরও সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারেননি। যুদ্ধের নয়দিনের ইতিহাস আলোচনা করলে জর্জের এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি অতি সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

কিন্তু গামেল্যাঁ! ফ্রান্সের অজেয়বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব যার উপর ন্যস্ত তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ভাঁসেনের পেরিস্কোপ-হীন সাবমেরিণে অনায়াসে নয়দিন কাটিয়ে দিলেন। ভাঁসেনের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ জীবন। যেন ফ্রান্সের জীবনমরণ সংগ্রাম, যুদ্ধ চলছিল না, জর্মন পানৎসাররা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করছিল, যুদ্ধের প্রতি এমনই তাচ্ছিল্য, এমনই আশ্চর্য সহনশীলতা। এই জাতীয় সর্বাধিনায়ককে কি বলা যাবে!

নির্দেশ নং ১২-র শেষ লাইন আগামী কয়েকঘণ্টার উপর সব নির্ভর

---

* Général Georges এর ১২ ফেব্রুআরির (১৯৪৮) সাক্ষ্য Evénments III পৃঃ ৬৮৯-৯১

** Gamelinর সাক্ষ্য Evénments II, পৃঃ ৪০৩-৪০৪

করছে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্ভবত গামেলঁ্যার ধারণা ছিল নির্দেশে এই বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পর তাঁর দায়িত্ব শেষ। জেনারেল দুমেঁকের অনুরোধে জর্জের হাত থেকে যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্বভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করার এই একমাত্র পন্থা বলে হয়তো গামেলঁ্যা মনে করেছিলেন। শুধু পরামর্শ, আদেশ নয়। যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব নয়, নির্দেশ। সে' সিরে যাঁর শিক্ষা, আজীবন যিনি ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অফিসার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যিনি জেনারেল জফ্‌রের চীফ্ অভ্ স্টাফ্ যুদ্ধপরিচালনার এই অতি সহজ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ তাঁর মাথায় এল না! হয়তো যুদ্ধপরিচালনার এই বিখ্যাত গামেলঁ্যাপন্থা। কিন্তু আরো বড় বিস্ময় পাঠকের অবগতির জন্য গামেলঁ্যা তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যাঁর সর্বাধিনায়কত্বে ফ্রান্সের অজেয় সৈন্যবাহিনী গুঁড়িয়ে গেল, তিনি পরম অবহেলায় ফ্রান্সের চরম সর্বনাশকে মেনে নিলেন। এত কাণ্ডের পরও তাঁর আত্মবিশ্বাসে যে এতটুকু চিড় ধরেনি তা বোঝা যাবে তাঁর স্মৃতিকথার একটি উদ্ধৃতি থেকে: "আমি বুঝতে পারছিলাম না প্রকৃত পরিস্থিতির জন্য আমি কিভাবে দায়ী হতে পারি।" অর্থাৎ তিনি দায়ী নন, দায়ী জর্জ। মানুষের ঔদ্ধত্যের সম্ভবত কোনো সীমা নেই।

'গোপন নির্দেশ নং ১২' রচনা করে গামেলঁ্যা তেতলার ঘর থেকে নেমে এসে কি করলেন সে বিষয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে। জর্জের মতে গামেলঁ্যা কাগজটি তাঁর টেবিলে রেখে বললেন: "আমি চলে যাওয়ার পর আপনি এটা পড়বেন।" তারপর তিনি বিদায় নিলেন। কিন্তু বঁদঁ থেকে গামেলঁ্যার বিদায় নেওয়া সম্পর্কে জর্জের এই উক্তি মেনে নেওয়া যায় না। বরং এবিষয়ে গামেলঁ্যার উক্তিই সঠিক বলে মনে হয় কারণ উপস্থিত অন্যান্য পদস্থ সামরিক অফিসারের সাক্ষ্যে তাই প্রমাণিত হয়। গামেলঁ্যার ভাষা হল, তিনি তাঁর নির্দেশ জেনারেল দুমেঁক্ ভুইয়েমঁ্যাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাছাড়া জেনারেল বোফ্‌রের বর্ণনা থেকে জানা যায়, জর্জ গামেলঁ্যাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। জেনারেল বোফ্‌র* এই লাঞ্চের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রায় বাইবেলের শেষ সাপারের বর্ণনার মতই মর্মন্তুদ:

পাচকও আমাদের সবাইর মতো পরাজয়ের ফলে হতাশায় আচ্ছন্ন। সে তাঁর পরাজিত দেশপ্রেমকে একটা রীতিমত বিবাহ-ভোজের আয়োজনে নিয়োজিত করেছিল। জর্জ স্বয়ং ম্লান ও পরাজিত, তাঁর প্রধান সহযোগীরা ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, লাঞ্চ প্রায় শ্রাদ্ধের ভোজনে পর্যবসিত। মধ্যমণি

* Beaufre-Le Drame de 1940, পৃঃ ২৩৮-৩৯

গামেলঁ্যা। এতক্ষণে তিনি জেনেছেন যে তাঁর সরকার তাঁকে বরখাস্ত করেছে (ওয়েগাঁর উপস্থিতি সবেমাত্র ঘোষিত হয়েছে)। অতএব তিনি আত্ম-ঘোষণার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন, এমনকি রসিকতা পর্যন্ত করেছিলেন। সবই অসম্ভব ফাঁকা মনে হচ্ছিল। অবশেষে ডেজার্ট এল, শেভো দাঁজ*-এ ঢাকা একটি সুউচ্চ পুডিং। অদ্ভুত ও করুণ। আমার ইচ্ছা হল ছাদটা ভেঙে পড়ুক। একমাত্র গামেলঁ্যা বেশ তৃপ্তিসহকারে খেলেন, কফি পান করলেন এবং বিদায় নিলেন। শেষ পর্যন্ত অবিচলিত।"

ভাঁসেনে ফিরে এলেন গামেলঁ্যা। সেখানকার অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন কর্নেল মিনার** :

"সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। কোথায়ও চলে যাওয়ার আগে যেমন হয়। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ভাবছে, তাড়াতাড়ি গোছগাছ করছে। কাবার্ড প্রায় শূন্য। প্রাঙ্গণে যে ৭৫ এম. এম. কামান ছিল তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

সাড়ে তিনটা নাগাদ ওয়েগাঁ ভাঁসেনে এলেন। তিনি জানালেন রেনোর আহ্বানে তিনি পারী এসেছেন এবং তাকে সব দেখেশুনে নিতে বলা হয়েছে। গামেলঁ্যা তাঁর কাছে পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন। বিদায় নেওয়ার আগে শুধু ওয়েগাঁ গামেলঁ্যাকে বললেন : "আপনি তো জানেন পল রেনো আপনাকে পছন্দ করেন না।" উত্তরে গামেলঁ্যা বললেন : "জানি।"***

রাত্রি ৮-১৫ নাগাদ রেনোর কাছ থেকে একটি নোট নিয়ে একজন অফিসার এলেন : "প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষরিত দুটি আদেশের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। দীর্ঘ প্রতিভাদীপ্ত জীবনে আপনি দেশের যে সেবা করেছেন তার জন্য আপনাকে আমি আমার সরকারের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" আদেশ দুটি হল, গামেলঁ্যার পদচ্যুতি ও ওয়েগাঁর নিয়োগ।

২০ মে প্রভাতে ওয়েগাঁ তাঁর কার্যভার বুঝে নিতে ভাঁসেনে এলেন। গামেলঁ্যা তাঁর স্মৃতিচারণায় এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য এই বিবরণের সত্যাসত্য নির্ধারণের কোনো উপায় নেই। তিনি লিখছেন কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়ার সময় তিনি ওয়েগাঁকে বলেন : "সামরিক পরিস্থিতির জন্য যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার একমাত্র সমাধান তাঁর নির্দেশের বাস্তব

---

* Cheveux d'ange

** To Lose a Battle, পৃঃ ৪২৯

*** Gamelin-Evênment II পৃঃ ৪০২-৪০৪

রূপায়ণ।" তার উত্তরে ওয়েগা নাকি তাঁর নোটবুকে টোকা মেরে বলেন : "মার্শাল ফশের গোপন রহস্য আমার কাছে আছে।" গামেল্যাঁ লিখছেন : "আমি বলতে পারতাম মার্শাল জফ্রের রহস্য আমার কাছে আছে। কিন্তু তাতে কিছু হয়নি।"

শেষ পর্যন্ত এভাবে পাদপ্রদীপের আলো থেকে গামেল্যাঁ নিষ্ক্রান্ত হলেন। যাওয়ার আগে ফ্রান্সের সর্বনাশের পথ সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেলেন। ফরাসী সরকারকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদচ্যুত করতে হল। কিন্তু তাঁকে সর্বাধিনায়কের পদ থেকে যখন বিদায় দেওয়া হল তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া যে মুহূর্তে তাকে অপসারিত করা হল সেই মুহূর্তটি একেবারে ফ্রান্সের জয়পরাজয়ের সন্ধিক্ষণ। ঠিক ওই মুহূর্তে সর্বোচ্চ কমাণ্ডের পরিবর্তন করে ফ্রান্সের বিরাট মনোবলের কিছুটা উদ্দীপন হলেও সামরিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অনিশ্চয়তা নিয়ে আসা হল। এই মুহূর্তে সামান্য বিলম্ব ও অনিশ্চয়তাও মারাত্মক। পদচ্যুত হওয়ার ঠিক আগে গামেল্যাঁ একটি মাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তটি হল, তাঁর নির্দেশ নং ১২। তাতে যে পন্থা তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, জর্মনবাহিনীর বৃত্তাকার পরিবেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং ওই মুহূর্তে ১২ নং নির্দেশকে অবিলম্বে কার্যকর করাই একমাত্র কর্তব্য ছিল। কিন্তু কমাণ্ডের পরিবর্তন মানেই বিলম্ব এবং ওয়েগাঁ ফশের গোপন রহস্য উদঘাটিত করতে বিলম্বকে আরও বিলম্বিত করেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনদিন পরে ওয়েগাঁমস্তিষ্ক থেকে ফশের যে গোপন রহস্য উদঘাটিত হল গামেল'্যার নির্দেশ নং ১২ থেকে তাঁর পার্থক্য অতি সামান্যই ছিল। অথচ তার জন্য তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিনের অপচয় ঘটল। তিনদিন পরে ওয়েগাঁ যখন তাঁর নিজস্ব প্ল্যান দিলেন তখন তা প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। কাগজপত্রেই তা সীমাবদ্ধ রইল।

৩৯

ওয়েগাঁ পর্ব

গামেলাঁ্যা পর্বের অবসান হল, এবার ওয়েগাঁ পর্ব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সেঁ সিরে শিক্ষা সমাপ্ত করে অশ্বারোহীবাহিনীর অফিসার হিসাবে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্শাল ফশের চীফ-অভ্-স্টাফ্ ছিলেন ওয়েগাঁ। যুদ্ধের পর তিনি কিছুদিন পোল্যাণ্ডে সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন এবং ১৯২০-এ রাশিয়া যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখন রুশ আক্রমণ পরাজিত হওয়ার মূলে ছিল ওয়েগাঁর পরিকল্পনা। ১৯২৩-এ তিনি সিরিয়ার হাইকমিশনার এবং ১৯৩১-এ ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৫-এ অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩৯-এ গামেল'্যা তাঁকে সিরিয়ার সামরিক কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন।

তাঁর সামরিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল: তিনি কখনও যুদ্ধকালে সৈন্য পরিচালনা করেননি। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে স্পিয়ার্সের মতে যুদ্ধকালীন সৈনাপত্যে ও চীফ্-অভ্-স্টাফের মধ্যে যে ফারাক তা প্রায় গ্রাণ্ড ন্যাশানালের জকি হয়ে প্রতিযোগিতা করা এবং ঘোড়দৌড়ের ফটো নেওয়ার মধ্যে যে তফাৎ তার মতো। ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য এই চরম দুর্যোগের দিনে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর যিনি কর্ণধার হলেন তিনি কখনও যুদ্ধকালে সৈন্য পরিচালনা করেননি। স্পিয়ার্সের মন্তব্যের অভ্রান্ততা প্রমাণিত হতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হল না। ফ্রান্সের সর্বনাশ অসম্পূর্ণ রেখে গামেল'্যা বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। গামেল'্যার অসম্পূর্ণ কাজ ওয়েগাঁ অনায়াসে ও স্বল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ করলেন। ফ্রান্সের সর্বনাশা নিয়তি। এই ভয়ংকর সন্ধিক্ষণে যখন ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে তখন চুরাশি ও তিয়াত্তর বছরের দুজন ভিয়েইয়ার (বৃদ্ধ) ছাড়া আর কোনো কর্ণধার ফরাসী সরকার বেছে নিতে পারল না।

পরিবেষ্টিত চার্চিল: আবার পারী গেলেন

ফশের রহস্য যাঁর কাছে সেই ওয়েগাঁ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কার্যকর করলেন না। তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান দিন নষ্ট করলেন।

প্রথমেই তিনি বেরুলেন উত্তর-রণাঙ্গন পরিদর্শনে। এই রণাঙ্গনের সেনাপতিদের সঙ্গে তার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলবেন। এতে তিনটি দিন বৃথা ব্যয় হলেও কোনো কাজ হলনা। লর্ড গর্টের সঙ্গে ওয়েগাঁর আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কারণ ওয়েগাঁর প্রত্যাক্রমণের পরিকল্পনায় লর্ড গর্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে সম্পূর্ণ পড়ায় ওয়েগাঁর সঙ্গে গর্টের দেখা হয়নি। জেনারেল ব্লাঁশারও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেননি। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ও জেনারেল বিলোতের সঙ্গে যুদ্ধপরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা তাঁর হয়। কিন্তু লর্ড গর্ট ও ব্লাঁশারের অনুপস্থিতির ফলে ওয়েগাঁর পক্ষে প্রকৃত যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এঁরা রণাঙ্গনের অবস্থার প্রকৃত তথ্য ওয়েগাঁকে জানাতে পারতেন। অতএব ওয়েগাঁ যখন উত্তর রণাঙ্গন থেকে ফিরে এলেন তখন রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছুই জানতে পারেননি। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, সে বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড যে আর বেশি দিন লড়াইয়ে টিঁকে থাকবেন না, তাও তাঁর বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু রণাঙ্গন ঘুরে এসে তিনি রেনোর কাছে তার যে পরিকল্পনা পেশ করলেন, তাতে রণাঙ্গনের বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়নি। গামেল্যাঁর ১৯ মের নির্দেশের সঙ্গে ওয়েগাঁ পরিকল্পনার তফাৎ ছিল সামান্যই। একমাত্র পার্থক্য এই যে, সাঁড়াশীর দাঁত দুটো গিয়ে একত্র হবে আরো কিছুটা পশ্চিমে, আরো তিনদিন পরে এবং আঘাতটা হবে প্রচণ্ডতর।

২২ মে দুপুরে চার্চিল পারী এলেন দ্বিতীয়বার। সঙ্গে ছিলেন জেনারেল ইজমে ও স্যার জন ডিল। ওয়েগাঁর সঙ্গে দেখা হল চার্চিলের। ওয়েগাঁ তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন চার্চিলের কাছে :

(১) ১ নং আর্মি গ্রুপের অধীনস্থ সেনা (বেলজিয়ান বাহিনী, ব্রি. অ. বা ও প্রথম আর্মি) সমুদ্রের দিকে জর্মন অগ্রগতি রুখে দেবে, যাতে এই আর্মি গ্রুপ ও অবশিষ্ট ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত থাকে।

(২) প্রত্যাঘাতের দ্বারা জর্মনবাহিনীকে পরাজিত ও স্তব্ধ করে দেওয়া হবে।

(৩) প্রত্যাঘাতের জন্য প্রয়োজনীয় সেনা এই আর্মি গ্রুপের আছে। এরা হল : (ক) প্রথম আর্মির কয়েকটি পদাতিক ডিভিশন ;

(খ) কয়েকটি অশ্বারোহী কোর

(গ) বেলজিয়ান খণ্ড থেকে প্রত্যাহৃত ব্রি. অ. বার সামগ্রিক শক্তি

(ঘ) ফ্রান্সের বিমানক্ষেত্র থেকে রাজকীয় বিমানবহর এই প্রত্যাঘাতের সহায়তা করবে।

(ঙ) ইজের রেখায় প্রতিষ্ঠিত বেলজিয়ান বাহিনী এই প্রত্যাঘাতের পূর্ব দিক রক্ষা করবে।

(চ) যে সব হাল্‌কা শত্রু ইউনিট পাঞ্চিতে সীমান্ত ও সোমের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তাদের আমরা শেষ করে দেব।

সে সাতটি পানৎসার ডিভিশন ফ্রান্সের মধ্যভাগে একটি প্রাচীর তুলে দিয়ে চ্যানেল পর্যন্ত ছুটে গেছে, তাদের হাল্‌কা শত্রু ইউনিট বলে অভিহিত করা একমাত্র ওয়েগাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কারণ উত্তরের রণাঙ্গন ঘুরে এসেও তিনি কিছুই দেখেননি, অথবা দেখেও দেখেননি।

ওয়েগাঁর সঙ্গে আলোচনার পরে চার্চিল এই পরিকল্পনার সারাংশ লর্ড গর্টকে টেলিগ্রাম করে জানান : এতে বলা হয় :

(১) বেলজিয়ানবাহিনী ইজের নদীরেখায় সরে এসে সেখানে দাঁড়াবে।

(২) আগামীকালের মধ্যে আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসীবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমে বাপোম ও কাঁব্রে অভিমুখে আক্রমণ করবে। বেলজিয়ান অশ্বারোহী কোর থাকবে ব্রিটিশবাহিনীর ডানে।

(৩) রাজকীয় বিমানবহর দিনরাত্রি এই আক্রমণে সহায়তা করবে।

(৪) আমিয়্যাঁর দিকে অগ্রসরমান নতুন ফরাসী আর্মি গ্রুপ উত্তরাভিমুখে আঘাত হানবে। তারপর দক্ষিণে বাপোমের দিকে অগ্রসরমান ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবে।

গোটা পরিকল্পনার যে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলনা তা চার্চিলের এই টেলিগ্রাম থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, ওয়েগাঁর জানা উচিত ছিল যে, বেলজিয়ানরা কখনো ইজেরে সরে আসতে রাজী হবেনা। দ্বিতীয়ত, গর্ট ও ব্লাঁশার আলোচনায় উপস্থিত থাকলে তাঁকে বোঝাতে পারতেন যে, পূব দিক থেকে আক্রান্ত আট ডিভিশন সৈন্য অর্থাৎ ১ লক্ষ সৈন্যের পক্ষে একদিনের মধ্যে দক্ষিণে ঘুরে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া 'আমিয়্যাঁর দিকে অগ্রসরমান নতুন ফরাসী আর্মি গ্রুপ'—এই অতিরঞ্জনের তুলনা নেই। নতুন ফরাসী আর্মি গ্রুপ কোথায় দেখলেন ওয়েগাঁ? আবার এই গ্রুপ যে আমিয়্যাঁর দিকে এগোচ্ছে তাই বা তিনি জানলেন কি করে? তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, এই জাতীয় কোনো আর্মি গ্রুপ ছিলনা। ছিল পাঁচটি জোড়াতালি দেওয়া ডিভিশন যা কোনোক্রমে জেনারেল ফ্র্যার একত্র করেছেন। আর ছিল সদ্য-আগত প্রথম ব্রিটিশ সাঁজোয়া ডিভিশন। সবচেয়ে বড় কথা হল—২০ ও

২১ মে পর্যন্ত জর্মন পানৎসার ও পদাতিক ডিভিশনের মধ্যে যে ফাঁক ছিল, ২৩ মে তা ভরাট হয়ে যায়।

চ্যানেল বন্দরের দিকে পানৎসারের দৌড়

এবার আবার গুডেরিয়ানের পানৎসারের দিকে ফেরা যাক। ২২ মের ভোরবেলা আবার পানৎসারদের দৌড় শুরু হল। তাঁর কাছে নির্দেশ এল উত্তরে ঘুরে চ্যানেলের বন্দরগুলি দখল করে নিতে হবে। গুডেরিয়ান চেয়েছিলেন শক্তিশালী দশম পানৎসারকে ডানকার্কের দিকে চালনা করতে। কিন্তু আরায় ব্রিটিশ প্রত্যাক্রমণের ফলে ক্লেইষ্ট দশম পানৎসারকে মজুত রাখলেন। গুডেরিয়ান প্রথম পানৎসার ও এস. এস রেজিমেণ্টকে পাঠালেন কালের দিকে, সমুদ্রোপকূল ধরে দ্বিতীয় পানৎসার এগোতে লাগল বুলইঁনের দিকে।

গর্ট মনস্থির করলেন : ব্রি. অ. বাকে বাঁচাতে হবে

চার্চিলের ২২ মের টেলিগ্রাম পেয়ে গর্ট বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ২৩ মে ৮টি ডিভিশন নিয়ে তিনি কিভাবে ওয়েগাঁ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন? গর্ট জানতেন (যা চার্চিল জানতেন না), ফরাসী প্রথম আর্মির ৮ ডিভিশনের বেশি নেই, একটি পুরো অশ্বারোহী কোরও নেই। তাও কতটা নির্ভরযোগ্য বলা শক্ত। এতকাল পর্যন্ত তো ফরাসীরা প্রত্যাঘাতের জন্য এক রেজিমেণ্টের বেশি জোটাতে পারেনি। ব্রি. অ. বার মজুত দুটি ডিভিশন তখনো আরার আশেপাশে লড়ছিল। বেলজিয়ানরা কিছু করবে এই জাতীয় আশা করারও কোনো কারণ ছিলনা। জেনারেল বিলোত ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন। অন্য কোনো জেনারেলকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়নি। অতএব ব্রিটিশ, বেলজিয়ান ও ফরাসীবাহিনীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করার মতো কোনো সেনাপতি না থাকায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পক্ষে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহত সামরিক প্রয়াস সম্ভব ছিলনা। ওয়েগাঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা ২৩শে। অথচ ওইদিন সকাল পর্যন্তও গর্টের কাছে ফরাসী সেনাপতির কোনো নির্দেশ এসে পৌঁছোয়নি। সুতরাং গর্ট ব্রিটিশ সমরমন্ত্রী এ্যাণ্টনি ইডেনকে টেলিগ্রাম করে জানান যে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর মধ্যে কোনো সংহতি নেই। এই অবস্থায় প্রত্যাক্রমণ সম্ভব নয়। তাছাড়া, বড় ধরণের আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদও তাঁর নেই।

গর্টের এই টেলিগ্রামের উত্তরে চার্চিল রেনোর কাছে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ওয়েগাঁ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করার দাবি জানান। এতে গর্টের

কোনো সুবিধা হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে ওয়েগাঁ পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মত বদলাতে শুরু করেছে। সুতরাং তাঁর টেলিগ্রামের উত্তরে ইডেনের একটি বিশেষ উক্তির সুযোগ নিলেন গর্ট। ইডেন লিখেছিলেন : যোগাযোগ ব্যবস্থার অবস্থা দেখে যদি কোনো সময়ে আপনার মনে হয় যে, এই (ওয়েগাঁ) পরিকল্পনার বাস্তবে রূপায়ন কোনোক্রমেই সম্ভব নয় তবে আপনি আমাদের জানাবেন যাতে আমরা ফরাসীদের জানাতে পারি এবং উত্তর উপকূলে (ব্রিটেনে) আপনার বাহিনীকে তুলে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজ ও বিমানের ব্যবস্থা করতে পারি।

গর্ট এর চেয়ে বেশি কিছু চাননি। ডানকার্ক হয়ে ব্রি. অ. বাকে নিয়ে আসার জন্য এই নির্দেশ যথেষ্ট। গর্ট মনস্থির করে ফেলেছেন। আর দেরি নয়। তিনি জানতেন, ওয়েগাঁ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবেনা। কারণ ফরাসীরা প্রত্যাক্রমণ করবেনা। তাদের তা করার উপায় নেই। উত্তরের ফরাসী-বাহিনী শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং ব্রি. অ. বাকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় সময় থাকতে (অর্থাৎ ডানকার্ক জর্মন অধিকৃত হওয়ার আগে) ডানকার্কে পিছু হঠে আসা। সুতরাং ২৩ মে আরার প্রত্যাঘাতী ব্রিটিশবাহিনীকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন গর্ট। এক রাত্রির মধ্যে ব্রিটিশবাহিনী ১৫ মাইল পিছু হঠে যায়।

আরা থেকে ব্রিটিশ পশ্চাদপসরণের ফলে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে যায়। ওয়েগাঁ অভিযোগ করেন, ব্রি. অ. বা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে ফরাসীবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছে। ২৪ মে চার্চিলকে একটি বার্তা পাঠিয়ে রেনো এই অভিযোগ করেন :

"স্বভাবতই এই পশ্চাদপসরণের ফলে জেনারেল ওয়েগাঁ তাঁর সব ব্যবস্থা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন। ফাঁক ভরাট করার এবং একটি অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গন পুনর্প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তাঁকে পরিত্যাগ করতে হল।

পারীতে চার্চিলের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি স্পিয়ার অবশ্য উল্টো অভিযোগ করেন : "আমি নিশ্চিত, দক্ষিণ থেকে ফরাসী সৈন্যের অগ্রসর না হওয়ার অজুহাত হিসেবে গর্টের অনিবার্য পশ্চাদপসরণকে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

এভাবেই পানৎসার করিডর ভেদ করার জন্য ওয়েগাঁ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। আর এই মুহূর্তে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এলেন লর্ড গর্ট। গর্ট নিজের দায়িত্বে ২১ মে আরায় প্রত্যাক্রমণ করেন। ২৩ মের রাত্রিতে আরায় রণবিযুক্তি ঘটিয়ে পশ্চাদপসরণের দায়িত্বও এককভাবে তাঁরই। এই পশ্চাদপসরণই ডানকার্কের উদ্‌বাসনে পরিণত হয়। গর্টের পশ্চাদপসরণের আদেশ ১৯৪০-এর মে মাসে মিত্রপক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আরবের

লরেন্সের মতো রোমাণ্টিক স্বপ্নচারিতা ছিলনা গর্টের। ফ্লাঁণ্ডার্সের অগ্নিকুণ্ড থেকে যে ব্রি. অ. বাকে তিনি ব্রিটেনে সরিয়ে নিয়ে যান, সেই বাহিনীই আবার চার বছর পরে য়োরোপের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এই প্রচণ্ড সম্ভাবনার কথা গর্টের মনে আসেনি। শুধু ২৩ মে নাগাদ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, ফরাসীবাহিনী শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর একমাত্র কর্তব্য হল ব্রি. অ. বাকে বাঁচানো যাতে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো রণাঙ্গনে এই ফৌজ আবার লড়তে পারে। উত্তর ফ্রান্সের রণাঙ্গনে জর্মনবাহিনী যদি ব্রি. অ. বাকে মুছে দিতে পারত, তাহলে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব হত।

২৪ মে—৪ জুন

২৪ মে : পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধের হিটলারী নির্দেশ

ওয়েগাঁ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ায় ফ্রান্সের উদ্ধারের আর কোনো উপায় রইল না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের যুদ্ধের যে স্বপ্ন আলাদাভাবে হিটলার ও মানস্টাইন দেখেছিলেন, সেই লড়াইয়ে জর্মানি জয়ী হয়েছে। সংগ্রাম চলেছিল আরো একমাস। এই সংগ্রামকে আসল লড়াইয়ের উপসংহার বলা যেতে পারে। কারণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কঁপিয়ঁ্যানের রেলওয়েকোচে শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধের নাটকীয় পরিণতি। ডানকার্কের উদ্‌বাসন ফ্রান্সের যুদ্ধের অন্তিম পর্ব নয়। একে ব্রিটেনের যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় হিসেবে দেখাই হয়তো সঙ্গত। কিন্তু একটি প্রায় অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে ডানকার্কের উদ্‌বাসন অসম্ভব হত। গুডেরিয়ানের পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধ করার দুর্বোধ্য হিটলারী নির্দেশ সেই অলৌকিক ঘটনা যা শুধুমাত্র ব্রিটেনের জন্যই নয়, সামগ্রিকভাবে মিত্রপক্ষের জন্য এক পরমাশ্চর্য সুদৈব হয়ে এসেছিল।

২৪ মে সকালবেলা গুডেরিয়ান যখন ডানকার্ক দখল করতে এগিয়ে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো পানৎসারের অগ্রগতি থামাবার জন্য হিটলারী নির্দেশ এল। নির্দেশ খোদ ফ্যুরেরের এবং এই নির্দেশের কোনো কারণও দেখানো হয়নি। ফ্যুরেরের আদেশের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিতর্কও চলবেনা। এই বিখ্যাত আদেশ তিনদিন স্থায়ী হয়েছিল। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবেনা যে, এই তিনদিনের মধ্যে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। এই বিখ্যাত 'অগ্রগতি থামাও' আদেশ পাঁচ বছর পরে হিটলারের মৃত্যুবান হয়ে ফিরে আসে। এই

আদেশের ফলেই ব্রি. অ. বা অটুট অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরে যায়। ডানকার্কের উদ্‌বাসনের ফলেই ব্রিটেনের পক্ষে নতুন করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়া এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এরজন্যই সম্ভাব্য জর্মন অভিযানের বিরুদ্ধে উপকূলরক্ষী সৈন্যবাহিনীর অভাব হয়নি। এভাবেই হিটলার তাঁর পরাজয় নিজে ডেকে নিয়ে আসেন। ডানকার্কের উদ্‌বাসন ব্রিটেনকে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে, ব্রিটেনের মানুষ তা জানত। কিন্তু তারা জানতনা এর কারণ কি। ডানকার্কের উদ্‌বাসন তাই ডানকার্কের অলৌকিক ঘটনা নামে অভিহিত হয়।

এই 'থামাও আদেশ' নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। ঐতিহাসিকেরা এই আদেশকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: খাল ও নালায় ভরা ফ্লাঁণ্ডার্সের কর্দমাক্ত ভূমি যা ট্যাঙ্কচালনার পক্ষে অনুপযুক্ত; ফ্রান্সের যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ট্যাঙ্কবাহিনীকে সুসংহত করার প্রয়োজনীয়তা; ব্রি. অ. বাকে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি 'সোনার সেতু' উপহার দেওয়ার হিটলারী ইচ্ছা যাতে ফ্রান্সের যুদ্ধের শেষে ব্রিটেনের সঙ্গে একটি শান্তি-চুক্তি সহজসাধ্য হয়; ফ্রান্সের যুদ্ধ শেষ করার জন্য গ্যোরিঙের লুফ্‌ট্‌হ্বাফেকে সুযোগ দান; অথবা জর্মনিতে যে বিপুল সৈন্যসমাবেশ করা হয়েছিল, তাদের যোগ্য পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক সুব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি।

হিটলার কেন অগ্রগতি থামাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়তো কখনই জানা যাবে না। এমনকি জর্মন জেনারেলদের কাছেও এই নির্দেশ একটি ধাঁধাঁর মতো এসেছিল। কি উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে হিটলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন তাও চিরকাল অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এমনকি হিটলার নিজেও যদি কোনো ব্যাখ্যা দিতেন তাও নির্ভরযোগ্য হত কিনা সন্দেহ। অত্যুচ্চ পদে আসীন কোনো মানুষ যদি মারাত্মক ভুল করেন, তাহলে পরে সেই ভুলের সত্য ব্যাখ্যা প্রায় তিনি কখনোই দেননা। আর হিটলারের সত্যিকথা বলার অভ্যাস ছিল, একথা তাঁর শত্রুমিত্র কারু পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া, হিটলারের ইচ্ছা থাকলেও তাঁর পক্ষে প্রকৃত কারণটি হয়তো খুলে বলা সম্ভব হতনা। হয়তো তাঁর একটি অবিমিশ্র লক্ষ্য ছিলনা। আর তাঁর মেজাজও বদলাত প্রতি মুহূর্তে।

যে ঘটনাপরম্পরার শৃঙ্খল এই নিয়তি-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় ঐতিহাসিকেরা তা একত্র গ্রথিত করার জন্য দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করেছেন। এই ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের কারণকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে:

২০ মে গুডেরিয়ানের পানৎসার কোর আবেভিলের কাছে সাগরে পৌঁছয়। তারপর তিনি উত্তরে ঘুরে চ্যানেলের বন্দর ও ব্রি অ. বার পাঁঙ্কি লক্ষ করে অগ্রসর হন। ব্রি. অ. বা তখনও বেল্জিয়াম থেকে পশ্চাদপসরণ করতে পারেনি। সম্মুখের দিক থেকে আক্রমণ করছিল বকের পদাতিক-বাহিনী। গুডরিয়ানের ডানে ছিল রাইনহার্টের পানৎসার কোর। এই কোরও উত্তরে অগ্রসর হচ্ছিল।

২২ শে গুডেরিয়ান গ্রাভলিনে পৌঁছল। গ্রাভলিন থেকে ডানকার্কের দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল এবং ডানকার্কই একমাত্র অনধিকৃত চ্যানেলের বন্দর যেখান থেকে ইংলণ্ডে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। ওইদিনই রাইনহার্টের পানৎসার কোরও এবার-সেঁতোমের গ্রাভলিন খালের রেখায় দাঁড়ায়। এভাবে বাঘ যখন শিকারের উপর শেষ লাফটি দিতে উদ্যত, সেই মুহূর্তে হিটলারের আদেশে ট্যাঙ্কের চাকা থামল।

২৪ মে যখন হিটলারের আদেশ এল, তখন সেঁতোমের ও গ্রাভলিনের অন্তবর্তী 'আ' নদীর অপর পারের ২৫ মাইলের মধ্যে মাত্র একটি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন ছিল। ২৩ মে জর্মন পানৎসার 'আ' নদীর কয়েকটি স্থানে সেতু-মুখও প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। সুতরাং ডানকার্ক অভিমুখে পশ্চাদপসরণপর ব্রি. অ. বার পথ অবরোধ করায় তাদের আর কোনো বাধা ছিলনা। কিন্তু যে বাধা জর্মন পানৎসারের পক্ষে অনতিক্রম্য তাই এল ২৪ মে : হিটলারের আদেশ।

মেউজ অতিক্রমণের পর থেকেই হিটলার স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন। জর্মনবাহিনীর অবিশ্বাস্য, নির্বাধ অগ্রগতি ও শত্রুপক্ষের প্রতিরোধের অভাব তাঁকে নিদারুণ অস্বস্তিতে ফেলেছিল। এ কখনই সত্যি হতে পারে না। এ শত্রুপক্ষের ফাঁদ। এই বাধাবন্ধহীন অগ্রগতিতে প্রলুব্ধ জর্মনবাহিনীর উপর নিশ্চয়ই কোনো প্রচণ্ড আঘাত আসছে। হালডেরের ১৭ মের ডায়েরিতে এই জাতীয় অস্বস্তির প্রমাণ মেলে। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি ওইদিন গুডেরিয়ানের পানৎসারকে একবার থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুদিন পরে পানৎসার সমুদ্রোপকূলে পৌঁছে যাওয়ায় হিটলারের আশঙ্কা সাময়িকভাবে নিরসন হয়েছিল। কিন্তু পানৎসার উত্তরে মোড় নেওয়ার পর আরায় ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতে তিনি আবার শঙ্কাতুর হয়ে পড়েন। যদিও এই প্রত্যাঘাত পানৎসারের উপর বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি, তবু হিটলারের ভয় যায়নি। এবার পানৎসারকে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়তে হবে এবং এই লড়াই কঠিন হবে। সুতরাং শঙ্কা। আর দক্ষিণের ফরাসীবাহিনী কি করবে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

২৪ মে ভোরবেলা হিটলার রুণ্ডস্টেটের হেডকোয়ার্টারে যান। রুণ্ডস্টেট কুশলী রণনীতিবিদ, ধীরস্থির। হিটলারের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির কথা বলেন। উত্তর ও দক্ষিণদিক থেকে, বিশেষত দক্ষিণদিকে, আক্রমণের আশঙ্কা আছে, তাও হিটলারকে জানান।

এই মুহূর্তে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের কথা তাঁর মনে জাগছিল, কারণ সেনাপতি ব্রাউসিৎস পরবর্তী পর্যায়ের যুদ্ধের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। আর উত্তরে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পরিবেষ্টনের দায়িত্ব অর্পণ করে-ছিলেন জেনারেল বকের উপর।

হিটলার রুন্ড্স্টেটের অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হন। তার অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'ফ্রান্সের যুদ্ধের' শেষ পর্যায়ের জন্য পানৎসারবাহিনীকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। বিকেলে নিজের হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে তিনি প্রধান সেনাপতিকে ডেকে পাঠান। একটি অত্যন্ত 'তিক্ত সাক্ষাৎকার' ঘটে যার ফলশ্রুতি অগ্রগতি থামাবার আদেশ। হালডেরের ডায়েরিতে এই আদেশের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় : "বর্মিত ও মোটরায়িতবাহিনী নিয়ে আমাদের যে বামপক্ষ যার সম্মুখে কোনো শত্রুসৈন্য নেই, ফ্যুরেরের সরাসরি আদেশের ফলে সেই বাহিনী থামবে। পরিবেষ্টিত বাহিনীকে শেষ করার দায়িত্ব দেওয়া হল লুফ্ট্হ্বাফেকে।

এই আদেশের পিছনে কি রুণ্ডস্টেট্? হিটলার যদি রুণ্ডস্টেটের দ্বারা প্রভাবিত হতেন, তবে ব্রিটিশ উদ্বাসনের পর হিটলারের সেকথা না বলার কোনো যুক্তি নেই। ব্রিটিশ বাহিনী চলে যাওয়ার পর হিটলার তাঁর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে নানা কারণ দেখিয়েছেন। কিন্তু রুণ্ডস্টেটের কথায় তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, তা একবারও বলেননি। যদি তা হত, তাহলে তিনি অনায়াসে রুণ্ডস্টেটের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি তা দেননি। এ থেকে মনে হয় রুণ্ডস্টেটের অভিমতের সঙ্গে একমত হলেও তাঁর অভিমতের জন্যই তিনি পানৎসারবাহিনীকে থামাবার নির্দেশ দেননি।

অথবা এও হতে পারে হিটলার রুণ্ডস্টেটের হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব কিছু কিছু সন্দেহ নিরসনের জন্যে। ফ্লাঁণ্ডার্সের কর্দমাক্ত ভূমির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ওই অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন। ওই অঞ্চলে ভারী ট্যাঙ্কচালানো সম্ভব কিনা হয়তো সেই সন্দেহও ছিল। হতে পারে তাঁর নিজস্ব অভিমতের সমর্থন চেয়েছিলেন রুণ্ডস্টেটের কাছে। ব্রাউশিৎস ও হালডেরের উপর তাঁর এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে

দেওয়ার জন্য রুণ্ডস্টেটের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। পানৎসারের ক্ষয়ক্ষতি ও দক্ষিণের ফরাসীবাহিনী সম্পর্কে তাঁর অতি সতর্ক মূল্যায়ন হিটলারকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অথবা ও. কে. এইচের উপর চাপিয়ে দিতে সাহায্য করে।

ও কে. ডব্লিউর কাইটেল অথবা ইয়ড্‌লের দ্বারা প্রথমদিকে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। এবিষয়ে জেনারেল হ্বার্লিমণ্টের সাক্ষ্য বিশেষ-ভাবে অর্থবহ। এ-সময়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ইয়ড্‌লের। পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধ করার আদেশের গুজব শুনে হ্বার্লিমণ্ট ইয়ড্‌লকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ইয়ড্‌লের উত্তর সম্পর্কে তিনি লিখছেন: কিছুটা অধৈর্য হয়ে ইয়ড্‌ল উত্তর দেন যে, সত্যই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তিনি এ-বিষয়ে হিটলারের সঙ্গে একমত। শুধু হিটলারেরই নয়, তাঁরও কাইটেলেরও ফ্লাঁণ্ডার্স সম্পর্কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে এই কথাই বলে যে, ফ্লাঁণ্ডার্সের জলাভূমিতে ট্যাঙ্কচালানো সম্ভব নয় অথবা চালানো সম্ভব হলেও ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। ইতিমধ্যেই পানৎসার কোরের অনেক শক্তিক্ষয় হয়েছে এবং 'ফ্রান্সের যুদ্ধের' দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযানও আসন্ন—এই কথা বিবেচনা করলে এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতির মুখে পানৎসার বাহিনীকে ঠেলে দেওয়া যায়না।*

হ্বার্লিমণ্টের ধারণা পানৎসারের অগ্রগতি থামাবার আদেশের জন্য প্রাথমিক উদ্যোগ যদি রুণ্ডস্টেট নিতেন তাহলে তিনি এবং ও.কে. ডব্লিউর অন্যান্য অফিসারেরা তা নিশ্চয়ই জানতে পারতেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইয়ড্‌লের কথাবার্তায় কিছুটা নিজের দোষক্ষালনের চেষ্টাও ছিল। সুতরাং এ-ব্যাপারে রুণ্ডস্টেটের হাত থাকলে ইয়ড্‌ল নিশ্চয়ই বলতেন যে, এই সিদ্ধান্তের উদ্যোগ অথবা সমর্থন এসেছিল রুণ্ডস্টেটের কাছ থেকে কারণ এই সিদ্ধান্ত তাঁর হলে প্রবীণ স্টাফ্ অফিসারদের সব সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে যেত।

এই আদেশের আরো একটি কারণ জানা যায় হ্বার্লিমণ্টের লেখা থেকে। তিনি লিখছেন: "এ-সময়ে এই আদেশের আরো একটি কারণ আমি জানতে পারি। গ্যোরিঙ ফ্যুরেরের কাছে এসে তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, পরিবেষ্টনীর সমুদ্রের দিকের খোলা মুখ তাঁর বিমানবাহিনী আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে বন্ধ করে দেবে।"

হাল্ডেরের ২৪ মের ডায়েরির শেষ লাইনটির সঙ্গে মেলালে এই ব্যাখ্যা আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, গুডেরিয়ান বলেন ক্লেইস্টের কাছ থেকে

---

* **Warlimont-Inside Hitler's Headquarters** পৃঃ ৯৬-৯৭

অগ্রগতি থামাবার যে নির্দেশ তাঁর কাছে আসে তাতে বলা হয়েছিল : ডানকার্ক লুফ্‌ট্‌হ্বাফেকে ছেড়ে দিতে হবে। গুর্ডেরিয়ান লিখছেন : "আমার মনে হয় হিটলারের নিয়তিনির্দিষ্ট এই সিদ্ধান্তের মূলে গ্যোরিঙের দম্ভ।"

"ডানকার্ক লুফ্‌ট্‌হ্বাফেকে ছেড়ে দিতে হবে এই নির্দেশ সত্য হলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। লুফ্‌ট্‌হ্বাফের প্রচণ্ডতম ব্যবহার হয়নি। অর্থাৎ যতটা মারাত্মকভাবে একে ব্যবহার করা যেতে পারত তা করা হয়নি। লুফ্‌ট্‌হ্বাফের উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার বলেন, হিটলার এখানেও ব্রেক কষে-ছিলেন। তিনি বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে দেননি।"

এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে উচ্চতর সামরিক মহলের এই সন্দেহ জেগেছিল যে, পানংসারকে থামিয়ে দেওয়ার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে হিটলারের একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। হিটলার যখন রুণ্ডস্টেটের হেডকোয়ার্টারে আসেন তখন তিনি যে ধরণের কথাবার্তা বলেন তা থেকে ব্লুমেন্‌ট্রিটের এই সন্দেহ হয়। তিনি লিখছেন :* "হিটলার বেশ খোশমেজাজে ছিলেন। তিনি স্বীকার করেন, অভিযান যেভাবে এগিয়েছে, তাতে একে নিঃসন্দেহে অলৌকিক বলা যেতে পারে। তাঁর অভিমত হল, যুদ্ধ ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যুদ্ধ সাঙ্গ হলে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে একটি যুক্তিসঙ্গত শান্তিচুক্তি করবেন এবং তার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধির পথ প্রশস্ত হবে।"

তারপর তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তি করে আমাদের আশ্চর্য করে দেন। তিনি বলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে থাকার প্রয়োজন আছে। ব্রিটেন গোটা পৃথিবীতে সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছে।...তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে তুলনা করেন। উভয়ই পৃথিবীময় স্থায়িত্বের প্রধান উপাদান। তিনি শুধু চান মহাদেশীয় য়োরোপে ব্রিটেন তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিক। জর্মান তাঁর হারানো উপনিবেশ ফিরে চায় কিন্তু তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যিক নয়। এমনকি ব্রিটেন যদি পৃথিবীর কোথায়ও কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়ে তবে তিনি তাঁর সেনা দিয়ে ব্রিটেনকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন, উপনিবেশগুলি সম্পর্কে মর্যাদার প্রশ্নই আসল কেননা যুদ্ধ করে এদের ধরে রাখা যাবেনা। আর জর্মনরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেও পারবেনা।

* রুণ্ডস্টেটের অভিযান পরিকল্পক ছিলেন ব্লুমেন্‌ট্রিট। **Blumentrit—Life of Rundstedt**

"আমার উদ্দেশ্য হল এমন ভিত্তির উপর ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি করা, যা সে সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে। এই কথা বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।"

হিটলারের কথা বারবার চিন্তা করে ব্লুমেনট্রিটের মনে হয়েছে যে অগ্রগতি বন্ধ করার আদেশের পিছনে শুধু সামরিক কারণই ছিলনা। ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধির পথ প্রশস্ত করার জন্যও তিনি এই আদেশ দিয়েছিলেন। ডানকার্কে গোটা ব্রি.অ.বা অধিকৃত হলে ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধির পথ চিরতরে রুদ্ধ হবে, এই ধারণা হয়তো হিটলারের ছিল। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ব্রি অ বা বন্দী হলে ব্রিটিশ মর্যাদায় এমন কলঙ্কের দাগ লাগবে যা মুছে দেওয়ার জন্য ব্রিটেনকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ব্রি.অ. বাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি শত্রুর হৃদয় জয় করতে চেয়েছিলেন। শত্রু যাতে সন্ধি করার মতো মানসিক অবস্থায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেসব জেনারেলদের কাছ থেকে এই জাতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ এসেছে তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে হিটলারের কড়া সমালোচক। এরা সবাই চেয়েছিলেন ব্রি.অ. বাকে শেষ করে দিতে। সেই কারণেই এ-বিষয়ে এঁদের সাক্ষ্য অত্যন্ত অর্থবহ হয়ে ওঠে। ডানকার্কের উদ্‌বাসনের অব্যবহিত পূর্বে রুণ্ডস্টেটের হেডকোয়ার্টারে হিটলার যে কথা বলেন তা দীর্ঘকাল আগে মাইন কাম্‌প্‌ফে তিনি যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও হিটলার মাইন কাম্‌প্‌ফে যা বলেছেন, তা প্রায় পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তাঁর মানসিকতায় ব্রিটেন সম্পর্কে যুগপৎ ঘৃণা ও প্রেমের ভাব ছিল। কাউন্ট চিয়ানো ও হালডেরের ডায়েরিতেও এসময়ে ব্রিটেন সম্পর্কে হিটলার এই জাতীয় মন্তব্য করেছেন বলে লেখা আছে।

এইসব তথ্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে এবং পরাজিত জর্মন জেনারেলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে লিডেল হার্ট এবিষয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল: হিটলার চরিত্র অত্যন্ত জটিল। তাই যে কোনো একটি সরল ব্যাখ্যা সত্য না হওয়াই স্বাভাবিক। বরং যা অনেক বেশি সম্ভব, কয়েকটি সূত্রের বুননে তাঁর এই সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছিল। তিনটি সূত্র চোখে পড়ে: পরবর্তী আঘাতের জন্য ট্যাঙ্কের শক্তি সংরক্ষণের প্রয়াস; ফ্লাণ্ডার্সের জলাভূমি সম্পর্কে ভীতি; এবং গ্যোরিঙের লুফ্‌ট্‌হ্বাফের দাবি। কিন্তু এও স্বাভাবিক এই কটি সামরিক

* Blumntritt-Life of Rundstedt

সূত্রের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সূত্রও হিটলারের মনে মিশেছিল। রাজনৈতিক রণনীতির* স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল হিটলারের এবং চিন্তাধারায়ও ছিল অনেক গ্রন্থি।

এ্যালিস্টেয়ার হর্ণ** অবশ্য এবিষয়ে রুণ্ডস্টেট্‌কেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে ফরাসী সেনাপতিদের মতো রুণ্ডস্টেট্‌ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার দ্বারাই বিশেষভাবে পরিচালিত হয়েছেন। আরায় ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতের ধাক্কা ও ভবিষ্যৎ ফরাসী প্রত্যাঘাতের শঙ্কা রুণ্ডস্টেট্‌কে এই বিশেষ সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে। তিনি এই ভয় হিটলারের মনে সংক্রামিত করে দেন যার ফলশ্রুতি পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধ করার নির্দেশ।

* Political Strategy

** Alistaire Horne—To Lose a Battle পৃঃ ৪৭২

৪০

২৬-২৭ মের রাত্রি : পানৎসার আবার চলতে শুরু করল

২৬-২৭ মের রাত্রিতে অগ্রগতি থামাবার নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়। গুডেরিয়ানের উনিশ কোর আবার চলতে শুরু করে। আমরা আবার গুডে-রিয়ানের বিবরণে ফিরে যাব : "২৬-২৭ মের রাত্রিতে আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হল। অধীনস্থ লাইবস্টাণ্ডার্টে এ্যাডলফ্ হিটলার, পদাতিক রেজিমেন্ট জি. ডি ও ২০ মোটরায়িত পদাতিক ডিভিসনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল হ্বোরমহুট। বামে প্রথম পানৎসার ডিভিশনকে এগিয়ে যেতে বলা হল। পদাতিক জি. ডি রেজিমেন্ট স্বীয় লক্ষ্য ক্রোসত-পিৎগাঁর উচ্চভূমি অধিকার করে।

২৮ মে আমরা হ্বোরমহুট ও বুরবুরভিলে পৌঁছই। ২৯ মে প্রথম পানৎ-সারের কাছে গ্রাভলিনের পতন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বাদ দিয়েই ডানকার্ক অধিকৃত হয়। ২৯ মে চতুর্দশ আর্মি কোর উনবিংশ আর্মি কোরের স্থান নেয়। অভিযান অনেক আগে সম্পূর্ণ হত যদি সর্বোচ্চ হেডকোয়ার্টার উনবিংশ কোরকে থামার নির্দেশ না দিতেন। সে সময় আমরা যদি ব্রিটিশ বাহিনীকে বন্দী করতে সমর্থ হতাম তাহলে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি কি হত এখন তা অনুমান করা অসম্ভব। যাই হোক্ না কেন এই বিপুল সামরিক বিজয় সুদক্ষ কূটনৈতিকের নিকট বৃহৎ সুযোগ এনে দিত। দুর্ভাগ্যক্রমে হিটলারের স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য এই সুযোগ নষ্ট হল। পরবর্তীকালে আমার কোরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন অর্থাৎ বহু খানাখন্দেপূর্ণ ফ্লাণ্ডার্সের জমি ট্যাঙ্কের উপযোগী নয়, তা অত্যন্ত দুর্বল।"

রোমেলের পানৎসার

অগ্রগতি থামাবার নির্দেশ তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমেল লা বাসে খালের পূর্বে ব্রি. অ. বা অধিকৃত বেতুন আক্রমণ করেন এবং দিনের শেষে ব্রিটিশ রক্ষা রেখা ছিন্ন করে অগ্রসর হন। তাঁর অধীনস্থ পঞ্চম পানৎসার এগিয়ে আরম্যাতিয়ার অধিকার করে। আর রোমেল যান পূর্বদিকে। ফরাসী প্রথম আর্মির প্রায় অর্ধেক লিলের আশেপাশে একটি ছোট থলির মধ্যে আটকে

যায়। কিন্তু এই ফরাসীবাহিনী জেনারেল মলিনিয়ের নেতৃত্বে চারদিন দুঃসাহসিক যুদ্ধ চালিয়ে যায়, যার ফলে প্রথম আর্মির বাকী অংশ ও ব্রি.অ.বা নিরাপদে ডানকার্ক পৌঁছবার সময় পায়। ২৯ মে রোমেলের সপ্তম পানৎসারকে ৬ দিন বিশ্রামের জন্য লড়াই থেকে তুলে নেওয়া হয়। এই পানৎসারকে 'অপারেশন রেড'-এর (ফ্রান্সের যুদ্ধের শেষ পর্যায়) জন্য নতুন করে সংগঠিত করার জন্যও এই সময়ের প্রয়োজন ছিল। সিকেলশ্নিটের প্রথম পর্যায়ে রোমেলের ভূমিকা লিলের পরিবেষ্টনেই শেষ হয়। ২৬ মে হিটলার রোমেলকে রিটের ক্রিউজে ভূষিত করেন। ২৬ মে পর্যন্ত সপ্তম পানৎসারের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়িয়েছিল : অফিসার—নিহত ২৭, আহত ৩৩ ; জওয়ান—হতাহত ১৫০০।

ফরাসী হতাশা

ওয়েগাঁ সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হওয়ার পর ভেঙে-পড়া ফরাসী মন স্বল্পকালের জন্য উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। ২৩ মে আলেকজাণ্ডার ওয়েরথ্ লক্ষ করেন, পারীতে স্যানের তীরে বইয়ের দোকান আবার খুলেছে, পঁ-দ্যু-ল্যুভ্রের একটি প্রস্তরমূর্তি তৈরীর কাজ হচ্ছে। দুদিন পরে একটি ককটেলপার্টিতে ওয়েরথ্ লক্ষ করেন, একটা স্বস্তির ভাব ফিরে এসেছে। কথা হচ্ছিল, ওয়েগা সোম রণাঙ্গন সংগঠিত করেছেন ; ফ্লাঁণ্ডার্স ও সোমের বাহিনী একত্রিত হয়ে জর্মন সাঁড়াশীকে ছিন্ন করবে।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে আবার সারাদেশে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। আর্থার কোয়েস্ট্‌লার এই হতাশা লক্ষ্য করেন : রাস্তায় বাস ও ট্যাক্‌সি অদৃশ্য হয়েছে। গোটা শহরটাই যেন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত।

চার্চিলের কাছে জেনারেল স্পিয়ার্স যে প্রতিবেদন পাঠান তারও একই সুর : "পারী রাগে ফুঁসছে, এই খবর ঠিক নয়। শহর থেকে বিত্তবান মানুষেরা পালিয়ে যাচ্ছে……জনতা বিমূঢ় ও উদাসীন। ১৯১৪-র প্রথম দিকে শহর যে উত্তেজনায় ফুলে উঠেছিল তার কোন চিহ্ন নেই।"

বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করল

ব্রি.অ.বা ডানকার্ক থেকে জাহাজে উঠবে, এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তিগুলির মিত্রতার বাঁধন ছিড়ে গেল। স্পিয়ার্স লিখছেন : "এই প্রথম আমি এই দুই জাতির সম্পর্কের ভাঙন লক্ষ করলাম।……আমরা আর অখণ্ড নই।"

২৮ মে আরো মারাত্মক খবর এল : বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করেছে। বেলজিয়ান বাহিনী ছিল লিলের প্রিউক্সের প্রথম আর্মির বাঁদিকে। এই বাহিনী আত্মসমর্পণ করায় লিলের ফরাসী আর্মি প্রচণ্ড ঘা খেল। এই আত্ম-সমর্পণে ফরাসী হাইকমাণ্ডের বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কারণ কয়েকদিন ধরেই আকারে ইঙ্গিতে রাজা লিওপোল্ড মিত্রপক্ষকে তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে রেনো রাগে ফেটে পড়েন। সেই দিন রাত্রিতে বেতার ভাষণে তিনি বলেন : "ফরাসী অথবা ব্রিটিশ বাহিনীর কথা না ভেবে, কিছু না জানিয়ে লিওপোল্ড অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। অথচ এই রাজার আতংকিত আবেদনে সাড়া দিয়েই ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়েছিল। ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই।"

বেলজিয়ান আত্মসমর্পণ সম্পর্কে চার্চিলের প্রতিক্রিয়া অনেক সংযত ছিল। তিনি হাউস অভ্ কমন্সে বলেন, "রাজা লিওপোল্ডের আচরণ সম্পর্কে রায় দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁর।"

ওয়েগাঁ-পেতাঁ্যা-বোদুইঁ চক্র ফ্রান্সকে যুদ্ধবিরতির দিকে নিয়ে গেল

পরাজিতের মনোভাব ও ব্রিটেনের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক ফ্রান্সকে ক্রমশ আত্ম-হননের দিকে নিয়ে গেল। ফ্রান্সকে এই মহতী বিনষ্টির দিকে ঠেলে দিলেন ওয়েগাঁ, যাঁর কাছে ফশের গোপন রহস্য গচ্ছিত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরিত্রাতা মার্শাল পেতাঁ্যা, ওয়েগাঁ-পেতাঁ্যার প্রশ্রয়ভাজন কেবিনেটের সচিব বোদুইঁ ও প্রেসিডেন্ট ল্যব্রাঁ স্বয়ং।

২৫ মে রেনোর অফিসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকে স্পিয়ার্স উপস্থিত ছিলেন। স্পিয়ার্স লিখেছেন যে এই বৈঠকেই ওয়েগাঁ রেনোকে বলেন : "এই যুদ্ধ একেবারে পাগলামি। ১৯১৮-র ফৌজ নিয়ে আমরা ১৯৩৯-এর জর্মন ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছি। পুরোপুরি পাগলামি।"

সন্ধ্যায় এলিজে প্রাসাদে ফরাসী সামরিক ক্যাবিনেটের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। প্রেসিডেন্ট ল্যব্রাঁও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রথম ওয়েগাঁ যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যাক্রমণের পরিকল্পনা তিনি এখনও পরিত্যাগ করেননি। ২৬-২৭ মের রাত্রিতে এই প্রত্যাক্রমণ হবে। কিন্তু পরাজয়ের জন্যও তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন। ঠিক এই সময়ে রেনোর কাছে চার্চিলের টেলিগ্রাম আসে। তিনি জানিয়েছেন ব্রি.অ.বা আরা থেকে ডানকার্কের দিকে পিছু হঠে যাচ্ছে। ওয়েগাঁ বলে চলেন, এখন শেষ লড়াই করতে হবে সোম-এ্যান অবস্থানে ; জাতির

মর্যাদা রক্ষার জন্য এখানে আর্মির সব কটি শাখাকে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। ওয়েগাঁ যে বিবরণ দেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ফ্রান্সের যুদ্ধে জেতার কোনো প্রশ্নই নেই। তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন ফরাসী নেতৃত্বের উপর দোষারোপ করে। ফ্রান্স যখন যুদ্ধের জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলনা তখন ফ্রান্সের যুদ্ধে যোগ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এরপর প্রেসিডেন্ট ল্যব্রাঁ ওয়েগাঁ ও তাঁর সমর্থকেরা যে কথাটি অনুচ্চারিত রেখেছিলেন তাই উচ্চারণ করেন : "যদি ফরাসীবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে যায় তখন কি কর্তব্য ?" তিনি বলেন : "অন্যান্য দেশের সঙ্গে যে সব চুক্তি করেছি, তা এখন আলাদা সন্ধি করার পথে বাধা। কিন্তু যদি জর্মনি ন্যায়সঙ্গত শান্তিচুক্তির প্রস্তাব করে, তবে তা আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুঁটিয়ে দেখা উচিত।"

ওয়েগাঁ ল্যব্রাঁকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করা আবশ্যিক।

মার্শাল পেতাঁর অভিমত এবিষয়ে আরো অগ্রসর। অর্থাৎ ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা বাধ্যতামূলক কিনা সেবিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। দুই দেশ তো যুদ্ধে সমান দায়িত্ব নেয়নি। ব্রিটেন পাঠিয়েছে মাত্র ১০ ডিভিশন, ফ্রান্স ৮০ ডিভিশন। বিমানবাহিনীর ভুইয়েমাঁ বলেন, দেশরক্ষার জন্য ইংলণ্ড ৬০০ বিমান দেশে রেখে দিয়েছে, আর ফ্রান্সে এখন ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান আছে মাত্র ৬৫টি। নৌমন্ত্রী কাঁপ্যাচি পরামর্শ দেন যে, যদি ফ্রান্স ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চায়, তবে এই সরকার পদত্যাগ করলেই তা সম্ভব হতে পারে। বৈঠকের শেষে রেনো জানান যে, তিনি চার্চিলের সঙ্গে আলোচনার জন্য লণ্ডন যাচ্ছেন।

২৫ মের বৈঠক সম্পর্কে রেনো লেখেন, "আমি সব না জানলেও এটুকু জানতাম যে ওয়েগাঁ ও পেতাঁ যুদ্ধবিরতি চাচ্ছেন।" পারীতে ২৪ থেকে ২৬ মের মধ্যে ওয়েগাঁ-পেতাঁ-বোদুইঁ চক্র গড়ে ওঠে। এই চক্রের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে যুদ্ধবিরতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং জর্মনির সঙ্গে পৃথক শান্তিচুক্তি করা। এই সময় থেকেই ফ্রান্সের ইতিহাস নতুন পথে মোড় নিল। এই চক্র এখন শক্তিসঞ্চয় করে রেনোর বিরোধিতা শুরু করল। আরো একটি কারণে এই কটি দিন বিশেষভাবে অর্থবহ। ২৭ মে দক্ষিণ থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফরাসী প্রত্যাঘাত শুরু হয়। জেনারেল গ্রাঁসারের নেতৃত্বে সপ্তম ও চতুর্থ পদাতিক ডিভিশন কিছু সমুয়া ট্যাঙ্ক নিয়ে আমিয়্যাঁর দিকে এগিয়ে যায়। এই বাহিনী প্রায় আমিয়্যাঁর কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু জর্মন প্রত্যাঘাতের ফলে এই বাহিনীকে পিছু হঠে আসতে হয়। ২৮ মে দ্য গল ৫১ ব্রিটিশ

ডিভিশনের সাহায্য নিয়ে তৃতীয়বার আক্রমণ করেন। এবার লক্ষ্য আবেভিলের জর্মন সেতুমুখ। আক্রমণের প্রথম দিন তিনি কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। ৫00 জর্মন সৈনিককে বন্দী করেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন এই আক্রমণ প্রতিহত হয়। এভাবেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফরাসী প্রত্যাঘাত সাঙ্গ হয়। একেবারে নিভে যাওয়ার আগে দীপ একটু জ্বলে উঠেছিল মাত্র। এরপর সোম নদীর রেখা ধরে ফরাসীবাহিনী একটি আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান বেছে নেয়। ২৯ মে ওয়েগাঁ রেনোকে বলেন : আমি সোম-এ্যান রেখায় শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করব. কিন্তু পারব কিনা জানিনা।" ওয়েগাঁ যা বললেন তার অর্থ খুব পরিষ্কার। ফ্রান্সের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি আর একটি যুদ্ধ করবেন। কিন্তু ওইটিই শেষ যুদ্ধ। রেনোর উত্তর হল, "তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। প্রয়োজন হলে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন উত্তর আফ্রিকা থেকে।"

৪১

ডানকার্ক

এসময় গর্টের মনে একমাত্র চিন্তা ছিল : তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে ডানকার্কে হঠে যেতে হবে এবং সেখান থেকে এই বাহিনীকে তুলে নিয়ে যেতে হবে ইংলণ্ডে। তিনি ব্লাঁশারের আবেদনে সাড়া দেননি, চার্চিলের হুমকিতে ভয় পাননি। কারণ তিনি জানতেন সৈন্যবাহিনীর সফল উদ্‌বাসনের উপর নির্ভর করছে ব্রিটেনের নিরাপত্তা। অন্তত ২৬ মে পর্যন্ত গর্ট চার্চিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই কাজ করেছেন।

২৬ মে ব্রিটিশ সমর দপ্তর থেকে গর্টের কাছে যে নির্দেশ আসে তাতে তাঁকে অবিলম্বে সমুদ্রোপকূলের দিকে যেতে বলা হয়। অর্থাৎ এই কদিন গর্ট যে পথে যাচ্ছিলেন, সেই পথই একমাত্র পথ বলে ব্রিটিশ সমর দপ্তর স্বীকার করে নিল। এ-সময় প্রায় সবাইয়ের মনে সন্দেহ ছিল, ব্রি. অ. বার সামান্য ভগ্নাংশও ঘরে ফিরে আসবে কিনা। আয়রণসাইডের ব্যক্তিগত হিসেব ছিল যে, যদি ৩০ হাজার সৈন্যও ঘরে ফিরে আসে, তবু ব্রিটেনের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সমরদপ্তরের নির্দেশের উত্তরে গর্ট স্বয়ং জানান : "আপনার কাছে আমি গোপন করব না যে, পরিস্থিতি খুব ভাল থাকলেও ব্রি.অ.বার একটা বড় অংশ এবং সামরিক সাজসজ্জাও উপকরণ অনিবার্যভাবেই হারাতে হবে।" ২৮ মে চার্চিল হাউস-অভ্‌-কমন্সকে বলে, "আপনারা খারাপ খবরের জন্য প্রস্তুত থাকুন।" বস্তুত গর্ট যদি যথাসময়ে আরায় রণবিযুক্তি না ঘটাতেন আর হিটলারের 'অগ্রগতি থামাও' নির্দেশ না এলে, আয়রণসাইডের হিসেব মোটামুটি ঠিক হত। অর্থাৎ ৩০ হাজারের বেশি ঘরে ফিরত না, সন্দেহ নেই।

যে তিন দিন পানৎসাররা থেমে ছিল, সেই তিনদিনে গর্ট ডানকার্ক সেতুমুখের চারপাশে একটি শক্ত রক্ষারেখা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পানৎ-সাররা থেমে থাকায় ডানকার্কের সেতুরক্ষার লড়াইর নিষ্পত্তি হয়ে যায় আকাশে। রাজকীয় বিমান বহর গোটা বিমানবহরকে এই লড়াইয়ে ছুঁড়ে দেয়। উদ্‌বাসন চলাকালীন বিমানের আবরণ দেওয়ার জন্য ২, ৭৩৯ বার উড়ে আসে ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান। যে নয়দিন ধরে উদ্‌বাসন চলে, তার মধ্যে ২৭ মে

ও ১ জুন আবহাওয়া ভাল ছিল। বাকী কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় লুফ্‌ট্‌হ্বাফের পক্ষে খুব কার্যকর ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, তিন সপ্তাহ ক্রমাগত যুদ্ধ করায় লুফ্‌ট্‌হ্বাফে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সুতরাং চ্যানেলের অপর পার থেকে উড়ে-আসা অসংখ্য বিমানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া লুফ্‌ট্‌হ্বাফের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রথম ৫ দিন খুব বেশি সৈনিককে ডানকার্ক থেকে তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ২৭ মে নাগাদ সন্ধ্যা পর্যন্ত সবশুদ্ধ মাত্র ৭,৬৬৯ জন সৈনিককে তুলে নিয়ে আসা হয়। তার কারণ সৈনিকদের কিছুটা দূরে অপেক্ষমান জাহাজে তুলে দেওয়ার জন্য ছোট নৌকার অভাব। কিন্তু পরদিন থেকে এই অভাব মিটে যায়। ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূল থেকে জেলে নৌকা থেকে শুরু করে যত রকমের সমুদ্রগামী নৌকা পাওয়া গেল সব পাঠিয়ে দেওয়া হল ডানকার্কে। ফলে শুধুমাত্র ২৮ মে ১৭,৮০৪ জন সৈনিককে তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। ২৯ মে ফরাসী যুদ্ধজাহাজও ডানকার্কে পৌঁছয়। ফলে ওই দিনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭.৩১০-এ। ২৯শে সন্ধ্যায় সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক জর্মন বিমান আক্রমণ ঘটে। ব্রিটেনের ভাগ্য ভাল যে ওইদিন বিমান আক্রমণের ফলে জাহাজ ডুবে ডানকার্ক পোতাশ্রয় বন্ধ হয়ে যায়নি। ৩১ মে সংখ্যা ৬৮,০১৪-এ পৌঁছয়। চার্চিলের নির্দেশে ওইদিন গর্টও ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

ওই দিনই সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদে যোগ দিতে চার্চিল পারী আসেন। বৈঠকে চার্চিল জানান যে, ১৬৫,০০০ সৈনিক ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে পৌঁচেছে। ওয়েগাঁ কিছুটা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন: "এদের মধ্যে ফরাসী কজন?" চার্চিল যখন জানান যে এদের মধ্যে ফরাসী মাত্র ১৫,০০০, তখন স্বভাবতই তিক্ত মন্তব্য শোনা যায়। সুতরাং এই বৈঠকে বসেই চার্চিল নির্দেশ দেন যে এর পর থেকে সমানভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈনিককে তুলে নিয়ে আসা হবে।

৩ জুনের সকালে শেষ বৃটিশ সৈন্য জাহাজে ওঠে। জর্মনরা তখন সমুদ্রোপকূল থেকে সওয়া মাইল দূরে। একটি পশ্চাদ্‌রক্ষী ফরাসীবাহিনী তাদের আটকে রেখেছিল। পরদিন প্রত্যূষে শেষ জাহাজটি ডানকার্ক ছেড়ে চলে যায়। এতে ছিল একদল ফরাসী সৈন্য।

সবশুদ্ধ ৩৩৭,০০০ সৈনিককে সিকেলশ্নিট ফাঁদের মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল ১১০,০০০ ফরাসী সেনা। এর জন্য মিত্রপক্ষকে মূল্য দিতে হয় ৬টি ব্রিটিশ জাহাজ, দুটি ফরাসী ডেস্ট্রয়ার।

৪ জুন চার্চিল হাউস-অভ্‌-কমন্সে ডানকার্কের 'অলৌকিক ঘটনার' বিবরণ

দিয়ে সতর্ক করে দেন। এই উদ্‌বাসনকে বিজয় বলে গণ্য করা ঠিক হবেনা : কারণ উদ্‌বাসনের দ্বারা যুদ্ধে জেতা যায় না। তাসত্ত্বেও বৃটিশ জাতি ডানকার্ককে এক পরমাশ্চর্য বিজয় বলে মনে করেছে। কিন্তু ফরাসীদের কাছে ডানকার্কের অর্থ পরাজয় এবং রণাঙ্গন থেকে একমাত্র মিত্রের পলায়ন। শেষ পর্যন্ত ডানকার্কের উদ্‌বাসনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল হিটলারের এবং তার জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী।

৪২

শেষ লড়াই

৫—২২ জুন

সোম ও এ্যান নদী রেখা ধরে নতুন ফরাসী রণাঙ্গন পুরনো রণাঙ্গন থেকে দীর্ঘতর। অথচ এই রেখাকে রক্ষাকরার জন্য সৈন্য এখন অনেক কম। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফ্রান্স ত্রিশ ডিভিশন সৈন্য হারিয়েছে। মিত্রদেরও আর কেউ অবশিষ্ট নেই। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করেছে; ব্রিটেন সৈন্য তুলে নিয়ে গেছে। অবশ্য দুই ডিভিশন ব্রিটিশ সৈন্য তখনও ফ্রান্সে ছিল এবং আনকোরা রংরুট নিয়ে গঠিত আরো দুই ডিভিশন সৈন্য ব্রিটেন থেকে আবার পাঠানো হয়। এই নতুন রণাঙ্গন রক্ষার জন্য ওয়েগাঁ সবশুদ্ধ ৪৯ ডিভিশন সংগ্রহ করেন। মাজিনো রক্ষারেখার জন্য রেখে দেন ১৭ ডিভিশন। এত অল্প সময়ে এত দীর্ঘ রণাঙ্গন সুরক্ষিত করারও কোনো উপায় ছিল না। যান্ত্রিকীকৃত ডিভিশন অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মজুত গতিশীল যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর অভাব ছিল।

অন্যদিকে ১০টি জর্মন পানৎসার ডিভিশনের সব ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা হয়েছিল নতুন ট্যাঙ্ক এনে। এই যুদ্ধে ১৩০টি জর্মন পদাতিক ডিভিশনের গায়ে কোনো আঁচ লাগেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী আবার নতুন করে সংগঠিত করা হল। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য পানৎসার বাহিনীকে ৫টি সাঁজোয়া কোরে বিভক্ত করা হল। তিনটি কোর দেওয়া হল বককে, বাকী দুটি পেলেন রুণ্ডস্টেট্। প্রত্যেক কোরে থাকবে দুটি পানৎসার ডিভিশন এবং একটি মোটরায়িত পদাতিক ডিভিশন। দুটি পানৎসার কোরের একটি গ্রুপ গুডেরিয়ানের অধীনে রইল। পানৎসার কোর দুটির একটি রইল ক্লেইস্টের অধীনে, আর একটির কমাণ্ডার হলেন হথ।

দ্বিতীয় পর্বের যুদ্ধেও ডানে রইলেন বক, আর পূর্বে লাঁয় থেকে মাজিনো রেখার ম'মেদি পর্যন্ত ফরাসীদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন রুণ্ডস্টেট্। জর্মন রেখার একেবারে ডানে রইল রোমেলের সপ্তম পানৎসার ও পঞ্চম পানৎসার হথের পানৎসার কোর। ঠিক তারপরই আমিয়ঁা ও পেরনের মুখোমুখি

দাঁড়াল দুটি পানৎসার কোর ও একটি মোটরায়িত পদাতিক বাহিনীর ক্লেইস্টের গ্রুপ ; আরও পূবে রেথেল অঞ্চলে এ্যান নদীরেখা ধরে দুটি পানৎসার কোর ও একটি মোটরায়িত পদাতিক বাহিনীর একটি গ্রুপের অধিনায়ক এবার গুডেরিয়ান। ওয়াজ ও মেউজের অন্তর্বর্তী এ্যান খণ্ডে আক্রমণ করার জন্য পুরনো জর্মন বাহিনীর সঙ্গে দুটি নতুন আর্মি (দ্বিতীয় ও সপ্তম) জুড়ে দেওয়া হল। সমুদ্র থেকে মেউজ পর্যন্ত জর্মনরা সবশুদ্ধ ১০৪ ডিভিশন সমাবেশ করেছিল।

সোম-এ্যান রেখা ধরে আত্মরক্ষার যে নতুন রেখা ওয়েগাঁ বেছে নিলেন, সেখানে ব্যূহরচনার জন্য অবিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনের তত্ত্বে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ পুরোপুরি 'গভীর আত্মরক্ষা'* ব্যবস্থা অবলম্বন করারও উপায় ছিল না। সুতরাং ওয়েগাঁ মধ্যপন্থা বেছে নিলেন। তিনি রণাঙ্গনকে দাবাখেলার ছকের মতো ভাগ করে প্রত্যেকটি ছককে রক্ষার জন্য 'শজারু'** পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। এক একটি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধককে (বন, গ্রাম ইত্যাদি) ঘিরে সুরক্ষিত ছোট ছোট সৈন্যদল শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনীর মোকাবিলা করবে। শত্রু যদি এদের ঘিরে ফেলে অথবা এদের ফেলে রেখে এগিয়ে যায়, তবু এরা আত্মসমর্পণ করবে না। এদের পিছনে থাকবে মজুত গতিশীল যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর ছোট ছোট দল। মিত্রপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনীর যে কটি ইউনিট অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়ে এই সব ছোট ছোট দল গঠন করা হয়। এই রক্ষাব্যূহ গভীর আত্মরক্ষার প্রথম প্রয়াস। কিন্তু পানৎসারের গতি স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যে গভীরতা ও শক্তির প্রয়োজন ছিল ওয়েগাঁ রেখার তা ছিল না। এই রেখা ছিন্ন হলে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনো চিন্তা করেননি ওয়েগাঁ। কারণ তিনি আগেই বলেছেন ফ্রান্সের মর্যাদার জন্য তিনি একটি শেষ যুদ্ধে লড়বেন। এই যুদ্ধে হার হলে তিনি যুদ্ধবিরতি চাইবেন।

ফরাসী প্রতিরোধ

জর্মন পরিকল্পনা অনুযায়ী বক আক্রমণ শুরু করেন ৫ জুন। ঠিক তার ৪ দিন পরে আক্রমণ করেন রুণ্ডস্টেট্। এবার কিন্তু জর্মন আক্রমণ অনায়াসে ফরাসী ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারেনি, দুঃসাহসিক সংকল্প নিয়ে এবার

* Defence in depth

** hedgehog

ফরাসী সৈনিক বুখে দাঁড়িয়েছিল। ফরাসী গোলন্দাজেরা স্টুকার বোমাবর্ষণে আতংকিত হয়ে তাদের কামান ফেলে পালায়নি। বরং তাদের গোলায় বেশ কিছু জর্মন ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কার্ল ফন স্টাকেলবেগ* লিখছেন : "এই সব বিধ্বস্ত গ্রামে ফরাসী সৈনিকেরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছে। আমিয়ঁ্যা ও পেরন এই দুই জায়গাতেই ক্লেইস্টের পানৎসার কোর দুটিকে থেমে যেতে হয়। তাদের সেতুমুখ থেকে তারা কয়েকমাইলের বেশি এগোতে পারেনি। কিন্তু এই সামান্য সাফল্য এসেছিল অসংখ্য ফরাসী প্রাণের বিনিময়ে। তাছাড়া, সামরিক উপকরণ ও সৈনিকের এমন বিপুল সংখ্যাধিক্য ছিল জর্মনদের যে, জর্মন আক্রমণ ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হলেও তাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না।"

আবার রোমেল

আমিয়ঁ্যা ও পেরণের দক্ষিণে ক্লেইস্টের পানৎসারের অগ্রগতি বন্ধ হলেও, রোমেল শত্রুর পার্শ্ব অতিক্রম করে তার রক্ষাব্যূহ ভেঙে দেন। তিনি আমিয়ঁ্যার পশ্চিমের রক্ষারেখা ভেদ করে সোমের দক্ষিণে ২০ মাইল এগিয়ে যান। পরদিন আরো ৩০ মাইল এগিয়ে তিনি রুয়ঁ্যার ২০ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যান। এই বিদ্যুৎগতি সম্ভব হয়েছিল রোমেলের একটি বিশেষ ক্ষমতার জন্য। শত্রু রণকৌশল পরিবর্তন করলে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের রণকৌশল পরিবর্তন করার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। শত্রুর 'শজারুপদ্ধতির' রক্ষাব্যূহ দেখে তিনি 'শজারু'দের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে, বন ও প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এদের এড়িয়ে এগিয়ে যান। তিনি জানতেন অনুগামী পদাতিকেরাই এদের মোকাবিলা করবে। ৮ জুন তিনি স্যানের তীরবর্তী এলবেউফ্ দখল করে রুয়ঁ্যার সঙ্গে বাইরের সংযোগ নষ্ট করে দেন। ১০ জুন উল্লসিত রোমেল স্ত্রীকে লেখেন : "অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছি আমরা। মনে হয় অনিবার্যভাবে এবং অবিলম্বে শত্রু ভেঙে পড়বে। আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি পশ্চিমের যুদ্ধ এরকম হতে পারে।"

রোমেলের অগ্রগতি মিত্রপক্ষীয় রবার্ট এ্যালটমেয়ারের দশম আর্মিকে দুভাগে ভাগ করে দেয়। এরপর রুয়ঁ্যা দখল করে পঞ্চম পানৎসার। ১২

---

* সামরিক ডায়েরিলেখক যিনি মেউজ আক্রমণ শুরু হওয়ার সময় থেকে জর্মন-বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন

জুন রবার্ট এ্যালটমেয়্যারের বাহিনী রোমেলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং জেনারেল সহ ৪০ হাজার সৈনিককে বন্দী করেন রোমেল। ১৪ জুন তিনি ল্য আব্‌র দখল করেন। এরপর শেরবুরের দিকে এগিয়ে যান তিনি। ১৭ জুন একদিনে ১৫০ মাইল এগিয়ে তিনি এক পরমাশ্চর্য রেকর্ড করেন। দুদিন পরে শেরবুর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। রোমেল ও তাঁর সপ্তম পানৎসারের* ফ্রান্স অভিযান এখানেই শেষ হল। ১০ মে থেকে ঠিক ছয় সপ্তাহ রোমেলের পানৎসার লড়াই করে। এই ছয় সপ্তাহে সপ্তম পানৎসার বন্দী করেছে ৯৭,৬৪৮ জন সৈনিককে, দখল করেছে ২৭৭টি কামান, ৪৫৮টি সাঁজোয়া যান এবং ৪,০০০টি ট্রাক। এই ডিভিশনের হতাহতের সংখ্যা হল: নিহত—৫২ জন অফিসারসহ ৬৮২ জন জওয়ান, আহত—১,৬৪৬, নিখোঁজ—২৯৬। ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় মাত্র ৪২টি। 'ভৌতিক' ডিভিশন সন্দেহ নেই।

আবার গুডেরিয়ান

গুডেরিয়ানের পানৎসার গ্রুপ দেওয়া হয়েছিল বুশুস্টেট্‌কে। কিন্তু আমিয়্যাঁ ও পেরনের পথে ক্লেইস্টের পানৎসার গ্রুপের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় এই গ্রুপকেও এ্যান খণ্ডে এনে বুণ্ডস্টেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। মেউজ অতিক্রমণের সময় জর্মনবাহিনীর পুরোভাগে ছিল ট্যাঙ্ক। এবার সম্মুখে পদাতিকবাহিনী। স্থির হয় পদাতিকবাহিনীই প্রথম আক্রমণ করে এ্যান নদীর বিভিন্ন সেতুমুখ দখল করবে। তারপর এ্যান পেরোবে গুডেরিয়ানের পানৎসার। কিন্তু পদাতিকবাহিনীকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিরোধ আসে প্রধানত ল্যত্‌র দ্য তাসিইঁনির চতুর্দশ ডিভিশনের কাছ থেকে। ফলে পদাতিকবাহিনী একটি সংকীর্ণ সেতুমুখের বেশি দখল করতে পারেনি। সুতরাং গুডেরিয়ান রাত্রির অন্ধকারে তাঁর প্রথম পানৎসার ডিভিশনকে নদীর ওপারে নিয়ে গেলেন এবং পরদিন সকালে সেতুমুখ থেকে এগিয়ে গেলেন। বিকেলে ফরাসী তৃতীয় সাঁজোয়া ডিভিশনের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে একটি কঠিন ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হল। ১১ জুন থেকে ওয়েগাঁ রেখায় ফরাসী প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। রাইন-হার্টের ২টি ও ক্লেইস্টের ৪টি পানৎসার ডিভিশন ইতিমধ্যে নদী পেরিয়ে এসেছে। ১১ জুন রাত্রিতে র‍্যাঁস পৌঁছে যান গুডেরিয়ান ; পরদিন শার্লঁ-সুর-মার্ন অধিকার করেন।

---

* ফরাসীরা এই ডিভিশনের নাম দিয়েছিল ভৌতিক ডিভিশন।

ফরাসী সরকার পারী ত্যাগ করল

পশ্চিমে রুয়্যাঁ অধিকৃত। পূবেও জর্মন বাহিনী মার্ন পেরোল। বোঝাগেল এবার পারীর পতনের আর দেরি নেই। ৩ জুন পারীতে বোমা ফেলে জর্মন বিমান। এবারের যুদ্ধে পারীতে এই প্রথম বোমা পড়ল। ৮ জুন থেকে পারী থেকে অবিচ্ছিন্ন কামানর্নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছিল। সত্তর বছরে এই তৃতীয়-বার পারী আবার অবরুদ্ধ। ৯ জুন লা বঁদঁ থেকে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সরে যায় লোয়ারের তীরে ব্রিয়ারে। ১০ জুন রাত্রিতে ফরাসী বেতার ঘোষণা করে: "অনিবার্য সামরিক কারণে সরকারকে রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন সৈন্যবাহিনীর কাছে। মধ্য রাত্রিতে রেনো জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের নতুন অবরসচিব শার্ল দ্য গল্ল সহ তুরে রওনা হন। আপাতত তুরই সরকারের অস্থায়ী ঠিকানা। প্রত্যূষে রেনো ও দ্য গল অর্লেয়াঁ পৌঁছন।

চলে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও কিন্তু রেনো গাঁবেক্তার মতো তারস্বরে ঘোষণা করেছেন. "আমরা পারীর সম্মুখে লড়ব. পারীর পিছনে লড়ব।" কয়েক দিন আগেও ফরাসী সরকার বলেছেন, "পারীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে।" তারপর ১১ জুন রাত্রিতে ওয়েগাঁ পারীকে 'উন্মুক্ত নগরী' বলে ঘোষণা করেন। বিনাযুদ্ধে পারী আত্মসমর্পণ করবে। আর ওয়ারস লড়েছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সন্দেহ নেই, এই যুদ্ধে ফরাসী জাতি সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতপৌরুষ। নয়তো ১৮৭০-৭১-কে এত শীঘ্র ফরাসীরা ভুলল কিকরে। কেমন করে ভুলে গেল. ১৮৭০-৭১-এ অবরুদ্ধ পারী লড়েছিল বলেই ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে জর্মনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ১১ জুন নাগাদ সামরিক পরিস্থিতি এমন সঙিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সুন্দরী পারীর প্রতিটি পাথরের জন্য লড়াই করলেও আর কোনো সুবিধা হতনা। কিন্তু বিনাযুদ্ধে পারী জর্মনদের হাতে সঁপে দেওয়ায় ফরাসী মনোবল একেবারে ভেঙে গেল। পার্টিনাক্স বলেছেন, "পারী এভাবে ছেড়ে যাওয়ার কোনো নজির নেই ইতিহাসে। "আদ্রে' মরোয়া লিখছেন, "পারীর জন্য ফ্রান্স লড়বেনা এই কথা শুনে সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, সব শেষ। পারী ছাড়া ফ্রান্স তো কবন্ধ মাত্র। এই যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি।"

জর্মনরা যখন পারীর দিকে এগোচ্ছিল তখন বৃষ্টি নামল। পাঁচ সপ্তাহের আশ্চর্য সুন্দর আবহাওয়ার পর এই প্রথম বৃষ্টি। ১৪ জুন ভোরবেলা ক্যুচলেরের অষ্টাদশ আর্মির স্টাফের লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল হানস স্পেইডেলের কাছে সাদা পতাকা নিয়ে দুজন ফরাসী অফিসার উপস্থিত হন। রাজধানীকে—পারীকে

জর্মনদের হাতে সঁপে দেওয়ার নির্দেশ ছিল তাঁদের কাছে। তাই তাঁরা এসেছেন। সেই দিনই সকালবেলা আরো কিছুক্ষণ পরে একটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলন্দাজ-দলের নেতৃত্বে জর্মন ৮৭ পদাতিক ডিভিশন সুশৃঙ্খলভাবে ও নিরুদ্বেগে পারীতে প্রবেশ করে। অধিকার করে ওতেল দ্য ভিল ও এ্যাঁভালিদ। তিনদিন পরে উইলিয়াম শিরার পারী পৌঁছন। অতি পরিচিত শহরের নির্জন রাস্তা দেখে রীতিমত অসুস্থ বোধ করেন। তিনি তাঁর বের্লিন ডায়েরিতে লিখছেন : "না এলেই ভাল করতাম ; আমার জর্মন সঙ্গীরা খুব উল্লসিত।" প্লাস দ্য লপেরার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় শিরার লক্ষ্য করেন : "এই প্রথম দেখলাম, এখানে কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই। অপেরা হাউসের সামনের দিকটা বালির বস্তায় ঢাকা পড়ে গেছে। কাফে দ্য লা পে এইমাত্র খুলল।"*

পরদিন তিনি লক্ষ্য করেন, জর্মন সৈন্যের সঙ্গে পারীর মানুষেরা প্রকাশ্যেই মাখামাখি করছে : "অদ্ভুত লাগল, প্রত্যেক জর্মনসৈনিকের হাতেই একটি ক্যামেরা। আজ হাজার হাজার জর্মন সৈনিক দেখলাম ; এরা সবাই নোত্‌র দাম, আর্ক দ্য ত্রিয়োঁফ ও এ্যাঁভালিদের ফটো তুলছে। গত কালই পারীতে দুটি খবরের কাগজ—লা ভিকতোয়ার এবং লা মার্ত্যাঁ প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে লা মার্ত্যাঁ ইংলণ্ডকে গাল দিতে শুরু করেছে। ফ্রান্সের পরাজয়ের জন্য ইংলণ্ডকে দোষারোপ করছে।"**

পারীর পতনের পরদিন হালডের তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন : "সামরিক ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর ফরাসী জাতীয় চেতনার প্রতীক দুর্ভেদ্য দুর্গ ভর্দ্যাঁ আত্মসমর্পণ করল। এই যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা দুশরও কম। অথচ ১৯১৬-তে এই দুর্গের উপর বারবার জর্মন আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়েছে, লক্ষ লক্ষ জর্মন সৈন্যের প্রাণবলি দিয়েও এই দুর্গ অধিকার করতে পারেনি জর্মান।

পারী ও ভর্দ্যাঁর পতনের পর ফরাসী প্রতিরোধের আর কিছু অবশিষ্ট ছিলনা। ওয়েগাঁরেখা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জর্মনদের কাছে এখন অভিযানের অর্থ ফরাসী সেনার পশ্চাদ্ধাবন। ১৪ জুন গুডেরিয়ান সেঁ দিজিয়েতে প্রবেশ করেন : ১৫ই প্রথম পানৎসার পুরনো সুরক্ষিত শহর লংগ্র অধিকার করে জুরার পাহাড়ের পাদদেশে গ্রে-স্যুর-সায়ন পর্যন্ত এগিয়ে যায় ; ১৬ই গুডেরিয়ান বেসাঁসঁ অধিকার করেন ; গুডেরিয়ানের ২৯ মোটরায়িত ডিভিশন

* Berlin Diary পৃঃ ৩০৪

** পূর্বোক্ত বই পৃঃ ৩০৬

সুইৎসারল্যাণ্ডের সীমান্তে পঁতার্‌লিয়ের দখল করে। ইতিমধ্যে ক্লেইস্টের পানৎসার দিভ' দখল করে। ফলে মাজিনো রেখার দুর্গশ্রেণী ও এর ভিতরের ১৭ ডিভিশন সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। এতকাল পরে মাজিনো রেখার উপর আক্রমণের দিন এল। মাজিনো দুর্গশ্রেণীর ভিতরের সেনা জানতেও পারেনি ইতিমধ্যে বাইরে কি ঘটে গেছে। এবার তারা চারদিক থেকে আক্রান্ত হলেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। যুদ্ধবিরতির আগে মাজিনো দুর্গের একটিও জর্মনদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

মুসোলিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন

এতদিনে মুসোলিনির সময় এল। সস্তায় বাজিমাৎ করার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কি হতে পারে? হিটলারের আঘাতে ধরাশায়ী ফ্রান্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার লোভ সামলানো মুসোলিনির মতো নকল কুস্তিগিরের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিলনা। হিটলার ফ্রান্স ভোজনের পর কিছু উচ্ছিষ্টও নিশ্চয়ই ছুঁড়ে দেবেন। মুসোলিনি মার্শাল বাদোলিত্তকে বলেন: লড়িয়ে দেশ হিসাবে শান্তি আলোচনার টেবিলে বসবার জন্য আমার শুধু কয়েক হাজার নিহত সৈনিকের প্রয়োজন।" কয়েকবার প্রেসিডেণ্ট তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেছেন। হিটলারও চাননি যে মুসোলিনি যুদ্ধে যোগ দিন। জুনের প্রথম দিকে মুসোলিনি অস্থির হয়ে ওঠেন: "চুপচাপ বসে যুদ্ধ দেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, বিজয় আসবে কিন্তু আমি কিছুই পাবনা। ১০ জুন ফরাসী সরকার পারী ছেড়ে যায়। ওইদিনই মুসোলিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শুনে ক্রুদ্ধ রুজভেল্ট বলেন, "ইতালি তার প্রতিবেশীর পিছনে ছুরিকাঘাত করেছে।" অবশ্য এতে ফ্রান্সের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে ইতালি পাঁচদিন যুদ্ধ করে। ৩২ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে ফ্রান্সের আল্‌প্‌স্‌ সীমান্ত আক্রমণ করে ইতালি। কিন্তু ৩ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে ফরাসী জেনারেল অলরি এই ৩২ ডিভিশনকে অনায়াসে আটকে দেন। কোৎ দাজুরে ইতালীয় আক্রমণ প্রতিহত করেন একজন ফরাসী নন্‌-কমিশন্‌ড্‌ অফিসার ও ৭ জন সৈনিক।

ফরাসী সেনা—লক্ষ্যহীন পদযাত্রা

এই মুহূর্তে ফরাসী সেনার একমাত্র কাজ পিছু হঠে যাওয়া। অন্তহীন, উদ্দেশ্যহীন পদযাত্রা। হানস হাবে লিখছেন: "মাটির গন্ধ উঠে আসে। আসে জুনের চমৎকার বৃষ্টির গন্ধ, ঘামেভেজা ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, চাষী-

মেয়েদের কড়া ইস্ত্রিকরা সাদা ব্লাউজের গন্ধ। তারপর চোখ ফেরালেই দেখা যাবে বন্যার জলের মতো অসংখ্য সৈনিক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দেখা যাবে শিশুরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, অথবা মৃত্যুর মতো নীরব : সামরিক অফিসারের গাড়ি ক্রমাগত হর্ণ বাজিয়ে পথ করে নিতে চাচ্ছে ; দেখা যাবে ঘোড়ার গাড়ি ও ঘুমন্ত গাড়োয়ান ; গোলাহীন কামান ; একটি ভেঙে-যাওয়া সৈন্যবাহিনীর বিশৃঙ্খলা শবযাত্রা।"

ফরাসী রাজনীতিবিদ : দিশেহারা আত্মকলহ

জর্মনবাহিনী যখন ফ্রান্সের গভীরে ঢুকে গেছে, যখন ছোট ছোট জর্মন দল চারদিকে ছড়িয়ে জীবাণুর মতো ফ্রান্সের পাকস্থলী কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, তখনও ফরাসী নেতৃত্ব তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অপরাজিত ফরাসী বাহিনী কি ব্রের্তঁর কোনো দুর্গে গিয়ে ফরাসী প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখবে ? সেখানে সমুদ্রপথে ব্রিটেন রসদ পৌঁছে দিতে পারবে। হয়তো সেখানে জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব। আর যদি তাও ব্যর্থ হয় তাহলে কি অবশিষ্ট ফরাসী বাহিনী নিয়ে সরকারের উত্তর আফ্রিকায় চলে যাওয়া উচিত নয় ? সেখানে ফ্রান্স নতুন-ভাবে জর্মনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। প্রতিরোধের এই উজ্জ্বল আলোক শিখা ভবিষ্যতে দাবানলে পরিণত হতে পারত। ফরাসী প্রতিরোধ দীর্ঘায়িত হলে ব্রিটেন আসন্ন জর্মন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কিছু সময় পেত। উপরন্তু, ব্রিটেনের নজর ছিল ফরাসী নৌবহরের দিকে। যদি এই নৌবহর জর্মনির হাতে চলে যায়, তবে ব্রিটেনেরও শেষরক্ষা করা দুরূহ হবে।

১১ জুন চার্চিল চতুর্থবার ফ্রান্সে আসেন। রেনোর জরুরী আহ্বান পেয়ে তিনি ফ্রান্সে যান। কিন্তু এবার আর পারীতে নয়, তুরে। ফরাসী সরকার এখন তুরে অধিষ্ঠিত। বৈঠক হয় ব্রিয়ারে। উপস্থিত ছিলেন ওয়েগাঁ, পেতাঁ এবং দ্য গল। রেনোই তাঁর নিজের দল ভারী করার জন্য দ্য গলকে বৈঠকে নিয়ে আসেন। দ্য গল ছাড়া অন্য যে ক'জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে স্পিয়ার্স লিখছেন : "ফরাসীরা ফ্যাকাশে মুখে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল ওঁরা বন্দী, পাতালের কারাকক্ষ থেকে ওঁদের তুলে আনা হয়েছে বিচারের রায় শোনার জন্য।"

চার্চিল চেয়েছিলেন পারী নিজেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করুক। উত্তরে ওয়েগাঁ বললেন, "তা করতে হলে সব ব্রিটিশ জঙ্গীবিমানকে এই যুদ্ধে

পাঠাতে হবে। এই হচ্ছে আসল্ কথা, এই হচ্ছে জয়পরাজয় নির্ধারণের মুহূর্ত। চার্চিল বললেন, "না, জয়পরাজয় নিষ্পত্তির মুহূর্ত আসবে তখন যখন লুফ্‌ট্‌হ্বাফেকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেওয়া হবে। ফ্রান্স যদি ১৯৪১ পর্যন্ত এই যুদ্ধে টিকে থাকতে পারে তবে ব্রিটেন ২০ থেকে ২৫ ডিভিশন পর্যন্ত নতুন সেনা পাঠাবে।" এই জাতীয় প্রতিশ্রুতিতে ফ্রান্সের উৎসাহিত হওয়ার কোনো কারণ ছিলনা। চার্চিলের প্রতিশ্রুতির উত্তরে বিক্ষুব্ধ রেনো বলেন, "ভবিষ্যৎ ইতিহাস বলবে বিমানের অভাবে 'ফ্রান্সের যুদ্ধে' পরাজয় এসেছিল।" প্রত্যুত্তরে চার্চিল মন্তব্য করলেন "এবং ট্যাঙ্কের অভাবে।"

এভাবে কথা কাটাকাটি চলার পর ওয়েগাঁ বলেন, "আমি নিরুপায়। আমার কোনো মজুতবাহিনী নেই, আমি হস্তক্ষেপ করতে পারছিনা। ...শীঘ্রই ফ্রান্সকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাতে হবে।" ওয়েগাঁর কথা শুনে রেনো হঠাৎ রেগে উঠে বলেন, "ওটা রাজনৈতিক প্রশ্ন"। অর্থাৎ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের কথা বলার এখ্‌তিয়ার কোনো সৈনিকের নেই।

মরণোন্মুখ ফ্রান্সের যন্ত্রণা একটি বিষাক্ত তীরের মতো চার্চিলকে বিদ্ধ করল। আবেগে উন্মথিত প্রদীপ্ত চার্চিল একটি অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :

"হতে পারে নাৎসীরা য়োরোপে আধিপত্য করবে। কিন্তু ওদের আধিপত্য হবে বিদ্রোহী য়োরোপের উপর। শেষ পর্যন্ত এটা নিশ্চিত যে, যন্ত্রের জন্য যে ব্যবস্থার বিজয় এসেছে, তা ভেঙে পড়বে। যন্ত্রই একদিন যন্ত্রকে পরাজিত করবে।"

এতক্ষণ যে প্রশ্নটি তাঁর মনকে আলোড়িত করছিল তা তিনি এখন হঠাৎ ছুঁড়ে দেন। ফরাসী সেনা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে ফরাসী নৌবাহিনী কি করবে ?"

বৈঠকের শেষে তিনি জেনারেল জর্জের সঙ্গে আলাদা কথা বলেন। জর্জের উপর তাঁর অনেক ভরসা। কিন্তু তিনি স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন, জর্জও ওয়েগাঁর সঙ্গে একমত। রাত্রিতে নৈশভোজের সময় তিনি পেতাঁকে বলেন, "ভেবে দেখুন! ১৯১৮-তে আমরা অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছি। কিন্তু আমরা সব বাধাই অতিক্রম করেছি। এবারও একইভাবে আমরা সব বাধা অতিক্রম করব।"

ঠাণ্ডা বরফের মতো কণ্ঠে পেতাঁ বললেন : "১৯১৮-তে ব্রিটিশ-বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য আমরা ৪০ ডিভিশন সৈন্য দিয়েছিলাম। আজ আমাদের রক্ষা করার জন্য ব্রিটেনের ৪০ ডিভিশন কোথায় ?"

এর কোনো উত্তর ছিলনা চার্চিলের। চার্চিল যখন লণ্ডনে ফিরলেন তখন তিনি জেনে গেলেন আর কোনো আশা নেই।

যুদ্ধ অথবা যুদ্ধবিরতি ?

ইতিমধ্যে ফরাসী সরকারের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেছে। একদিকে রেনো, জর্জ, মাদেঁল, কাঁপিঁচি, মার'্যা ও দ্য গল। এ'রা চেয়েছিলেন যতদিন সম্ভব ফ্রান্সে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে এবং তারপর যুদ্ধ চালানো হবে উত্তর আফ্রিকা থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে—এ'দের প্রতিপক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী। এ'দের মধ্যে ছিলেন ওয়েগাঁ, পেতঁ্যা, বোদু'ই, শোতাঁ, ইবর্নেগারে এবং রেনোর রক্ষিতা এলেন দ্য পোর্ত। এ'রা চেয়েছিলেন অবিলম্বে জর্মনির সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি। এ'দের মতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কেননা ইংলণ্ডই ফ্রান্সকে এই যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে অথচ ব্রিটেন তার দায়িত্ব পালন করেনি। রাজকীয় বিমানবহরকে মজুত রেখেছে ব্রিটেনে, ব্রি. অ বাকে তুলে নিয়ে গেছে ফ্রান্স থেকে।

ওয়েগাঁর সঙ্গে পেতঁ্যার সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উত্তর-আশি পেতঁ্যার সঙ্গে ভ'র্দ্যার বিজয়ীর পেতঁ্যার কোনো মিল ছিলনা। এসময়ে পেতঁ্যাকে দেখলে একটি মৃত মানুষ, গোরস্থান, তুষারে-ঢাকা প্রান্তরের কথা মনে হত। বেশির ভাগ সময়েই তাকে দেখে মনে হত তিনি ঘুমন্ত, বাস্তবের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

এসময়ের ফ্রান্সের ইতিহাসের জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় স্পিয়ার্সের পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন এই পরাজিত, বিভক্ত ফ্রান্সের নেতৃত্বের দুর্বহ ভার রেনো আর বইতে পারছিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে টলে পড়ছিলেন। স্পিয়ার্সের মতে এসময়ে রেনোর সবচেয়ে ক্ষতি করেছিলেন তাঁর রক্ষিতা এলেন দ্য পোর্ত। তিনি চেয়েছিলেন, ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াক। আর যুদ্ধ নয়। তাই তিনি, যাঁরা যুদ্ধবিরতি চেয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেনোকেও যুদ্ধবিরতির স্বপক্ষে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

রেনো ভাঙলেন

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শেষের কয়েকদিন মাদাম দ্য পোর্ত প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপ দিয়েছিলেন রেনোর উপর। ১২ জুন প্রতিপক্ষের চাপে রেনো আবার চার্চিলকে তুরে আসার জন্য ফোন করেন। এবার আলোচ্য বিষয় হবে জর্মনির সঙ্গে পৃথক সন্ধি করার প্রস্তাব। চার্চিল এলেন পরদিন দুপুরে

সঙ্গে এলেন হ্যালিফ্যাক্স ও বিভারব্রুক। চার্চিলের ভাষ্য অনুযায়ী লাঞ্চের সময় বোদুইঁ জর্মনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সফল হওয়ার যে কোনো আশাই নেই তা বলতে লাগলেন। জর্মনির বিরুদ্ধে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে একমাত্র তাহলেই ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

লাঞ্চের পর চার্চিলের সঙ্গে মাঁদেলের কথা হয়। মাঁদেল একেবারে উল্টো কথা বললেন : "ফ্রান্স শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করবে যাতে সবচেয়ে বেশি সৈন্যকে উত্তর আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া যায়।"

এরপর রেনো এলেন। বৈঠক শুরু হওয়ার পর জানা গেল ফরাসীবাহিনী ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে! রেনো প্রথমেই চার্চিলকে এতকাল অনুচ্চারিত ভয়ানক প্রশ্নটি করলেন : "যুক্ত বিবৃতিতে ফ্রান্স যে অঙ্গীকার করেছে, ব্রিটেনকি ফ্রান্সকে তা থেকে মুক্তি দিতে রাজী আছে? ফ্রান্স যদি জর্মনির সঙ্গে একটি আলাদা শান্তিচুক্তি করে, ব্রিটেন কি তা অনুমোদন করবে?" স্পিয়ার্স লক্ষ করলেন, রেনো আর উত্তর আফ্রিকা থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন না।

রেনোর এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের যন্ত্রণা চার্চিলের মর্মে গিয়ে আঘাত করেছিল। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তিনি জবাব দেন যে তিনি ফ্রান্সের পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন। ফ্রান্সকে তিনি দোষারোপ করবেন না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি থেকে ফ্রান্সকে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা। তবে তিনি ফ্রান্সকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে ফ্রান্সকে আবার তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। চার্চিল রেনোকে আর একটি পরামর্শ দেন। রেনো যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে আবার একবার আবেদন করেন। এই আবেদনের সঙ্গে ইংলণ্ড নিজেকেও যুক্ত করবে। বৈঠকের পর চার্চিল লণ্ডনে ফিরে যান। আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন চার বছর পরে বিজয়ীর বেশে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন

১৪ জুনের প্রত্যূষে রেনো তাঁর নাটকীয় প্রার্থনা জানালেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে : "কয়েকঘণ্টার মধ্যে আপনি যদি ফ্রান্সকে এই আশ্বাস না দেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে, তাহলে জগতের ইতিহাস পাল্টে যাবে।" অর্থাৎ ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে আকাশ ঢাকা মেঘের মতো বিমান পাঠাবে অথবা সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেবে এই জাতীয় মিথ্যা আশা পোষণ করেছিলেন রেনো। নেহাৎই অমূলক

আশা। ঠিক এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে য়োরোপে একটি যুধ্যমান রাষ্ট্রের ভূমিকা নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। ফ্রান্সে পাঠাবার মতো বাড়তি বিমানও যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। সুতরাং রেনোর ব্যাকুল প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার উপায় ছিল না রুজভেল্টের।

পারী অধিকৃত : জর্মন সেনা পারীতে ঢুকল

১৪ জুন জর্মানি পারীতে ঢুকল। ওইদিনই তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সরকার তুর থেকে বোর্দোয় চলে গেল। রেনো আর পারছিলেন না, এবার তিনি ভেঙে পড়লেন। তিনি বলতে লাগলেন সবকিছুই রুজভেল্টের উত্তরের উপর নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে একটি নতুন প্রস্তাব ব্রিটেনে পাঠানো হল চার্চিলের সম্মতির জন্য! ফ্রান্স জর্মানির কাছে যুদ্ধবিরতির শর্ত জানতে চাইবে। কিন্তু এই শর্ত গ্রহণীয় না হলে তা প্রত্যাখ্যান করবে। চার্চিল জানালেন যে, ফ্রান্স যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে পারে যদি আলোচনা শেষ হওয়ার আগে গোটা ফরাসী নৌবহর ব্রিটিশ পোতাশ্রয়ে চলে আসে।

সন্ধ্যায় রুজভেল্টের উত্তর এল। যখন উত্তর এল তখন স্পিয়ার্স রেনোর সঙ্গে ছিলেন। স্পিয়ার্স লিখছেন : "চিঠি পড়তে পড়তে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন তিনি, মুখ কুঁকড়ে গেল......আমাদের আবেদন ব্যর্থ হয়েছে।" তিনি অস্ফুট ধরাগলায় বললেন, 'আমেরিকা যুদ্ধ করবে না।'

এ-সময়ে দ্য গল ইংলণ্ডে ছিলেন। দ্য গলই চার্চিলকে বোঝালেন এই মুহূর্তে কোনো নাটকীয় ব্যবস্থা না নিলে ফ্রান্সকে আর এই যুদ্ধের মধ্যে ধরে রাখা যাবে না। দ্য গলেরই পরামর্শে ১৬ জুন চার্চিল বিখ্যাত 'ঐক্যের ঘোষণা' করেন। অর্থাৎ ফরাসী ও ব্রিটিশ জাতির অবিচ্ছেদ্য মিলনের দ্বারা গঠিত একটি অখণ্ড রাষ্ট্রগঠনের ঘোষণা করেন। দ্য গল টেলিফোনে রেনোকে চার্চিলের গোটা বিবৃতিটি পড়ে শোনান।

স্পিয়ার্স লিখছেন : "রেনো যখন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন তখন তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। একটি আনন্দিত বিশ্বাসে তিনি সুখী, ফ্রান্স এবার লড়াই চালিয়ে যাবে।" সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেটের বৈঠক ডাকা হল। কিন্তু ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যরা রেনোর আনন্দিত উচ্ছ্বাসের অংশভাক্ হতে পারেননি। ফরাসী মন্ত্রীরা এই প্রস্তাবে হতবাক্ হয়ে গেলেও এতে সায় দিতে পারেননি। "এই প্রস্তাব আমাদের আশা কোনোভাবেই পূর্ণ করেনি। এতে দেশের গলায় যে ফাঁস পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা শিথিল

হয়নি।" শোতাঁ ঘোষণা করেন, "ফ্রান্স ব্রিটেনের ডোমিনিয়ন হতে চায় না।" শেষ পর্যন্ত রেনো ইঙ্গফরাসী মিলনে ক্যাবিনেটকে রাজী করাতে পারেননি। এই প্রস্তাবের উপর কোনো ভোট নেওয়াও হয়নি। ফরাসী নৌবহরকে ব্রিটিশ পোতাশ্রয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চার্চিলের টেলিগ্রাম ও বৈঠকে পেশ করা হয়নি। রেনো বুঝলেন তাঁর আর কিছু করার নেই। তিনি তাঁর পথের শেষে এসে পৌঁচেছেন। তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন প্রেসিডেণ্ট ল্যব্রাঁর কাছে। আর প্রস্তাব করলেন, মার্শাল পেতাঁকে নতুন সরকার গঠন করতে আহ্বান করা হোক।

মার্শাল পেতাঁ : যুদ্ধবিরতি

রাত্রি ৭টায় ল্যব্রাঁ চুরাশি বছরের বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁকে সরকার গঠন করতে আহ্বান করেন। ল্যব্রাঁ লিখছেন : "বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মার্শাল তাঁর ব্রিফ্‌কেস খুলে আমাকে একটি তালিকা দেখিয়ে বললেন : "এই আমার সরকার।"

দুঘণ্টা পরে পেতাঁ স্পেনীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে যুদ্ধবিরতি বিষয়ে জর্মনদের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করেন।

এতদিনে স্পিয়ার্সের কাজ ফুরোল। ১৭ জুন সকালে তিনি ইংলণ্ডে উড়ে যাবার জন্য তৈরী হলেন। ইতিমধ্যে দ্য গল ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন। কিন্তু ফ্রান্সে দ্য গলেরও কাজ ফুরিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে দেশত্যাগ করা সহজ ছিল না। সুতরাং তিনি গোপনে ১৭ জুন স্পিয়ার্সের সঙ্গে দেশত্যাগ করার পরিকল্পনা করলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৭ জুন সকালে যখন ইংলণ্ডে যাওয়ার জন্য স্পিয়ার্স বিমানবন্দরে এলেন, তখন দ্য গলও তাঁর সঙ্গে এলেন তাকে বিদায় দিতে। বিমানের এঞ্জিন যখন স্টার্ট নিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্পিয়ার্স হাত বাড়িয়ে দিলেন দ্য গলের জন্য করমর্দনের জন্য। চেপে ধরলেন তাঁর হাত, একটানে বিমানে তুলে নিলেন দ্য গলকে। চার্চিল লিখছেন : "এই ছোট বিমানে দ্য গল তাঁর সঙ্গে ফ্রান্সের মর্যাদাকেও নিয়ে এলেন।"

পেতাঁ যুদ্ধবিরতি চেয়েছেন, এই খবর পেয়ে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অবশেষে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো যুদ্ধ শেষ হল। হাজার হাজার শরণার্থী

* চার্চিল—পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১৭৮-১৮৩

বোর্দোয় বৃদ্ধ মার্শালকে অভিনন্দন জানাল। প্রকাশ্য রাজপথে জনতা কাঁদল দুঃখে, কৃতজ্ঞতায়।

জর্মনিতে এই সব বিস্ফোরক ঘটনার লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া হয়নি। ডানকার্কের যুদ্ধ যখন শেষ হওয়ার মুখে সেই সময় একদিন সন্ধ্যায় শিরার কুর্-ফুরস্টেণ্ডামে বেড়াতে গিয়ে দেখেন : "রাস্তা জনবহুল। সবাই স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছে। দুদিকে গাছ দিয়ে সাজানো এই প্রশস্ত এ্যাভেনিউর ফুটপাতের কফিখানায় হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সবাই শান্তিতে কফি অথবা আইসক্রীম খাচ্ছে, সৌখীন পোশাক পড়া বেশ কিছু মহিলাকেও দেখলাম। আজ রবিবার। জুনের রোদের উত্তাপে ভরা দিন। হাজার হাজার মানুষ আজ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে শহরের উপকণ্ঠের লেকে অথবা বনে। অনেকেই এসেছে সপরিবারে। টিয়েরগার্টেনও মানুষে ভর্তি। প্রত্যেকেরই মনে ছুটির দিনের আলস্য, প্রত্যেকেরই মনে রবিবারের ভাবনাবিহীন ছুটির দিনের মেজাজ।"

পারীর পতনের খবর শুনেও বের্লিনের উত্তেজনাপ্রবণ নাগরিকেরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেনি। শিরার লিখছেন : "অন্যান্য খবরের মতো এই খবরটিও শহর খুব শান্তভাবেই নিয়েছিল। পরে আমি হালেনসেতে সাঁতার কাটতে যাই। এখানেও ভিড় কিন্তু কাউকেই এই খবরটি আলোচনা করতে শুনিনি। পারীর পতনের টাট্‌কা খবর নিয়ে খবরের কাগজের হকাররা যখন ছুটে এল তখন সেখানের শ'পাঁচেক লোকের মধ্যে দু'তিন জনের বেশি কাগজ কেনেনি।

কিন্তু বের্লিনের নাগরিকদের পারীর পতন সম্পর্কে এই আপাতঅনীহা সত্ত্বেও শিরার মনে করেন : এথেকে এটা মনে করা ভুল হবে যে, পারীর পতন অধিকাংশ জর্মনের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নাড়া দেয়নি। পারীঅধিকার জর্মনির লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নসাধ।*

হিটলারের প্রতিশোধ : ১৯১৮-র রেলওয়ে কোচ**

২০ জুন দুপুরের কিছু আগে জর্মনদের কাছ থেকে খবর এল পেতাঁর কাছে। এতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি আলোচনার জন্য ফরাসী প্রতিনিধিদল পাঠাতে বলা হয়েছে। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বের ভার গিয়ে পড়ল হতভাগ্য

* Berlin Diary পৃঃ ৩০০
** Wagonlit

জেনারেল উঁতজিজের উপর। এই প্রতিনিধিদল পারী পৌঁছল পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায়। তখনও ফরাসী প্রতিনিধিদলের কোনো ধারণাই ছিলনা কোথায় যুদ্ধবিরতি আলোচনা হবে। জর্মনরা পারী থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পূবে কঁপিয়্যান অরণ্যে নিয়ে যায় এই দলকে। বিকেল ৩টা নাগাদ এই দল রেতোঁদ অরণ্যের একটি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। ফরাসী প্রতিনিধিদল স্তম্ভিত হয়ে দেখে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে যেখানে সেই ঐতিহাসিক রেলওয়ে কামরাটি (wagon-lit) রক্ষিত আছে। ১৯১৮-র নভেম্বরে মার্শাল ফশ ও ওয়েগাঁ এখানেই পরাজিত জর্মন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। একটি যাদুঘরে এই রেলের কামরাটি রক্ষিত ছিল। সেখান থেকে ২২ বছর আগে যেখানে এই কামরাটি ছিল ঠিক সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতিশোধের বৃত্তি এবার সম্পূর্ণ হল। ১৮৭১-এ পরাজিত ফ্রান্সের ভার্সেইর আরশির হলঘরে প্রাশিয়ার হ্বিলহেলমকে জর্মন সম্রাট ঘোষণা করা হয়। ফ্রান্স এই অপমানের প্রতিশোধ নেয় ১৯১৯-এ। ১৯১৯-এ পরাজিত জর্মনিকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করতে হয়েছিল রেতোঁদের ওই ফাঁকা জায়গায় একটি রেলওয়ে কামরায় এবং শান্তি-চুক্তি হয়েছিল ভার্সেইর আরশির হলঘরে। আবার চাকা ঘুরেছে। এবার পরাজিত ফ্রান্সকে যেতে হল সেই রেলওয়ে কামরায় যেখানে মার্শাল ফশের কাছে জর্মনরা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। ফরাসী প্রতিনিধিদল পৌঁছবার আগেই হিটলার তাঁর দলবল নিয়ে ওই ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

হিটলারই প্রথম তাঁর দলবল নিয়ে রেলওয়ে কামড়ায় প্রবেশ করেন। তারপর যান ফরাসী প্রতিনিধিদল। কাইটেলই প্রথম কথা বলতে শুরু করেন। তাঁর বক্তব্যের মুখবন্ধে তিনি বলেন পুরনো অবিচারের সংশোধনের জন্যই এই স্থানটি নির্বাচিত হয়েছে। ফ্রান্স এখন পরাজিত। জর্মনির যুদ্ধবিরতি শর্তের প্রধান উদ্দেশ্য হল আর যাতে নতুন করে যুদ্ধ না বাধে তার ব্যবস্থা করা এবং গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। কাইটেল তাঁর বক্তব্য শেষ করেন ৩টা ৩০ মিনিটে। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নাৎসী অভিবাদন করেন এবং ডয়েটসল্যাণ্ড উবের আলেসের সঙ্গীতের তালে তালে মার্চ করে কামরা থেকে বেরিয়ে যান। যুদ্ধবিরতি শর্তের লিখিত কপি কাইটেল ফরাসী প্রতিনিধিদের হাতে দেন। এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা হবে না। উঁতজিজে ও তাঁর দল রাত্রিতে পারীতে ফিরে আসেন এবং টেলিফোনে বোর্দোতে জেনারেল ওয়েগাঁকে যুদ্ধবিরতির শর্ত জানিয়ে

দেন। ওয়েগাঁ পেতঁ্যাকে যুদ্ধবিরতির শর্তের বর্ণনা করে বলেন, এই শর্ত কঠোর কিন্তু অমর্যাদাকর নয়। সারারাত ও তার পরদিন পেতঁ্যার ক্যাবিনেটে যুদ্ধবিরতি শর্ত নিয়ে বিতর্ক চলে। শেষ পর্যন্ত ২২ জুন শনিবার রাত্রি ৮-৫০ মিনিটে রেতোঁদের রেলওয়ে কামরায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর নির্দেশ দেওয়া হল ২৫ জুন রাত্রি ১২-৩৫ মিনিটে সরকারীভাবে লড়াই থামবে।

হিটলারও ভেবেছিলেন এবার যুদ্ধ শেষ হল। চিরকালের শত্রু ফ্রান্স ভূলুণ্ঠিত, ব্রিটেন এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পাকা ফলটির মতো ব্রিটেন এবার হিটলারের হাতে খসে পড়বে। রাশিয়া কিংবা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র হিটলারের হিসেবের মধ্যে ছিলনা। ১৯১৯-এ ভার্সেইয়ে জর্মনিকে যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, তার ফলে ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে জর্মনির চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই ফ্রান্সের অবলুপ্তি ঘটেছে। কার্ল হাইনৎস মেণ্ডে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে বাড়িতে যে চিঠি লেখেন তাতে এই মুহূর্তের জর্মন চিন্তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তিনি লেখেন : "ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘায়িত যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই যুদ্ধ চলেছে ২৬ বছর।"

টীকা

১। ডাহ্‌লেরাস, বির্গের : Dahlerus, Birger

গ্যোরিঙের বন্ধু। সুইডিস ব্যবসায়ী। যুদ্ধের পর ১৯৪৬-এ ন্যুরেম্‌বুর্গ বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেন। ১৯৩৯-এ পৃথিবীর শান্তি বজায় রাখার জন্য তাঁর অদ্ভুত চেষ্টা তিনি একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

২। হেণ্ডারসন, সার্‌ নেভিল মেরিক (১৮৮২-১৯৪২) (Henderson, Sir Neville Meyrick) ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বেলিনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ছিলেন। চেম্বারলেনের হিটলার-তোষণনীতির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে চেম্বারলেনের চেয়েও তিনি তোষণনীতির বেশি সমর্থক ছিলেন। Failure of a Mission নামক গ্রন্থে তিনি নাৎসী আগ্রাসনের অন্তিম পর্বের নিজস্ব বিবরণ দেন।

৩। হ্যালিফ্যাক্‌স্‌, আর্ল অভ্‌ (এডোয়ার্ড উড, ১৮৮১—১৯৫৯) Halifax, Earl of (Edward Wood)

১৯১০-এ কনজারভেটিব দলের এম. পি হন। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রিপদে আসীন ছিলেন। ১৯২৬-এ ভারতে ভাইস-রয় হয়ে আসেন। এ-সময়ে ভারতে অস্থিরতার যুগ চলছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি নিয়ে তিনি বিশেষ বিব্রত ছিলেন। ১৯৩৫-এ হ্যালিফ্যাক্‌স্‌ গান্ধীজীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছন। ভারতে কার্যকলাপ শেষ হওয়ার পর তিনি কিছুকাল বোর্ড অভ্‌ এডুকেশানের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৫-এ তিনি লর্ড প্রেসিডেণ্ট অভ্‌ দি কাউন্সিল নিযুক্ত হন। ১৯৩৭-এর নভেম্বরে তাঁর সঙ্গে হিটলারের একটি সাক্ষাৎকার হয়। এ্যান্টনি ইডেন পদত্যাগ করার পর ১৯৩৮-এ তিনি বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪০-এর মে মাসের রাজনৈতিক সংকটে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন উভয়েই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি এই পদগ্রহণে রাজী হননি। চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি সাত মাস বিদেশমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৪১-এর জানুআরিতে তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। সেখানে তিনি দশ বছর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেন।

৪। মার্শাল স্মিগলী-রিজ (Marshall Smigly-Ritz)

মার্শাল পিলসুদ্‌স্‌কির মৃত্যুর পর তাঁর পোল বাহিনীর কর্নেলদের একটি ছোট গোষ্ঠী পোল্যাণ্ড শাসন করত। তাদের পুরোভাগে ছিলেন মার্শাল স্মিগলী-রিজ।

৫। কাডোগান, স্যার আলেকজাণ্ডার (Cadogan, Sir Alexander)
ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরের স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারি।

৬। কুলঁদ্র, রোবেয়ায় (Coulondre, Robert)
১৯৩৬-এ মস্কোতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত হয়ে যান। যুদ্ধের আগে জর্মনিতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

৭। রিবেনট্রপ, যোয়াকিম ফন (১৮৯৩—১৯৪৬) (Ribbentrop, Joachim Von)
রাইনল্যাণ্ডে জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীতে অশ্বারোহী অফিসার ছিলেন। যুদ্ধের পর মদ্যের সেল্‌স্‌ম্যানহিসেবে কাজ করেন। মধ্য-বিশের দশকে তিনি নাৎসী দলে যোগ দেন এবং একজন এস. এস নেতা নিযুক্ত হন। ১৯৩৩-এর আগে ও পরে বাইরের নানাদেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁর একটি নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহসংস্থা ছিল। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে 'বিদেশী সংবাদ সংগ্রহ করে তিনি হিটলারকে সরবরাহ করতেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে জর্মন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৩৮-এ তিনি জর্মনির বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। জর্মন বিদেশ নীতিকে নাৎসী লক্ষ্যাভিমুখী পরিচালনা করা বিশেষভাবে তার কীর্তি। তাঁর বিদেশনীতির শীর্ষবিন্দু ১৯৪০-এর ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। নাৎসী-জর্মন চুক্তিকেই (১৯৩৯) অবশ্য তিনি তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। ন্যুরেমবুর্গে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁর বিচার হয় এবং ১৯৪৬-এর অক্টোবরে তার ফাঁসি হয়।

৮। ইস্পাতের চুক্তি
কোনো তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে জর্মনি ও ইতালি ১৯৩৯-এর ২২মে পারস্পরিক সামরিক সহায়তার যে সামরিক চুক্তি করে তাই ইস্পাতের চুক্তি নামে খ্যাত।

৯। চিয়ানো, গালেয়াজ্জো, কণ্টি ডি কর্টেলাজ্জো (Ciano, Galeazzo, Contidi Cortellazzo) (১৯০৩-১৯৪৪)
ইতালির ফাসিবাদী রাজনীতিবিদ। বেনিটো মুসোলিনির জামাতা এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত মুসোলিনির সরকারের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন।

স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে অক্ষশক্তির হস্তক্ষেপের, আলবেনিয়া আক্রমণের এবং অক্ষশক্তির চুক্তির সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীকালে জর্মানি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ কমে যায়। মিত্র ইতালির প্রতি জর্মনির ঔদ্ধত্যের অবমাননা তাঁকে বিদ্ধ করে। কিন্তু তাসত্ত্বেও ফ্রান্সের পতনের মুহূর্তে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত মুসোলিনিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করেন।

১৯৪২-এর পরজয়ের পর ফাসিবাদী দলের একাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিত্রপক্ষের সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি করার পক্ষপাতী ছিলেন। এরপর

মুসোলিনি চিয়ানোর উপর আশা হারিয়ে ফেলেন এবং ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে বিদেশমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন। ১৯৪৩-এর ২৪ জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ফ্যাসিস্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের বৈঠকে যাঁরা মুসোলিনিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন, তাঁদের মধ্যে চিয়ানোও ছিলেন। যখন মার্শাল পিয়েত্রো বাদোলিওর সরকার তাঁকে অবৈধভাবে অর্থ আত্ম-সাতের জন্য আদালতে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা করছিল, তখন তিনি রোম থেকে পালিয়ে যান। উত্তর ইতালিতে তিনি মুসোলিনির সমর্থক জর্মনদের হাতে ধরা পড়েন। বিচারের পর ১৯৪৪-এর ১১ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়।

১০। বন্নে, জর্জ এতিয়েন (Bonnet George Etienne)

ফরাসী রাজনীতিবিদ। নাৎসীজর্মনির তোষণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা। ১৯৩৮-এ এদুয়ার দালাদিয়ের মন্ত্রিসভায় বন্নে বিদেশমন্ত্রী হন। ১৯৩৯-এ জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় তাঁর এমন বিরুদ্ধতা ছিল যে তিনি প্রায় ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এ দালাদিয়ে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পর্যন্ত তিনি মন্ত্রী ছিলেন। বন্নে ফরাসী যুদ্ধ বিরতির পক্ষে ছিলেন এবং ভিসী সরকারকে সমর্থন করেন। তিনি জাতীয় পরিষদেও (১৯৪১-৪২) নিযুক্ত হয়েছিলেন। মিত্রপক্ষের ফ্রান্স অভিযানের পূর্বে তিনি দেশত্যাগ করেন। ফ্রান্সের মুক্তির পর তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলা তুলে নেওয়া হয়।

১১। চেম্বারলেন, নেভিল (১৮৬৯-১৯৪০) (Chamberlain, Neville)

জোসেফ চেম্বারলেনের পুত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন। ১৯১৮তে বার্মিংহাম থেকে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং আমৃত্যু তিনি পার্লামেন্টে বার্মিংহামেরই প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে কনজারভেটিক সরকারে তিনি সাফল্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজ করেন। ১৯৩১-এর নভেম্বরে তিনি চ্যান্সেলর অভ্ দি এক্স্চেকার হন। প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৩৭-এর মে মাসে। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি বিদেশনীতি পরিচালনার ভার প্রায় নিজের হাতে নিয়ে নেন, যদিও য়োরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে তিনি সামান্যই জানতেন। এমনকি বিদেশ মন্ত্রী ইডেন বা হ্যালিফ্যাক্সের পরামর্শও তিনি গ্রহণ করতেন না। বিদেশ-নীতি সম্পর্কে তিনি প্রধানত নির্ভর করতেন তাঁর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা সার্ হোরেস উইলসনের উপর। চেম্বারলেন বিশ্বাস করতেন, তিনি হিটলারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার দ্বারা জর্মন অভিযোগের মীমাংসা করতে পারবেন। ১৯৩৮-এর চেকোশ্লোভাক সংকটে বেরসটেসগাডেন ও গডেস-বের্গে তিনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিউনিকের চতুঃশক্তি সম্মেলনে যোগ দেন ১৯৩৯-এর মার্চে হিটলার প্রাগ অধিকার করার পর তিনি তোষণনীতি ত্যাগ করেন এবং পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসের সঙ্গে চুক্তির

প্রস্তাব করেন। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির শর্ত অনুযায়ী পোল্যাণ্ড জর্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হলে ব্রিটেন পোল্যাণ্ডকে সামরিক সাহায্যের গ্যারাণ্টি দিল। অতএব ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ড জর্মনির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় ব্রিটেন জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জর্মনি কর্তৃক নরওয়ে অধিকৃত হওয়ার পর চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন। ছয়মাস পরে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত চার্চিলের কোয়ালিশন সরকারে তিনি লর্ড প্রেসিডেণ্ট অভ্ দি কাউন্সিলের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১২। গ্যোরিঙ্, হারমান (১৮৯৩-১৯৪৬) (Göring Herman)

নাৎসী নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অসামান্য কুশলী পাইলট। তিনি সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানে ভূষিত হন এবং ১৯১৮র রিষঠোফেন স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি নাৎসী পার্টির প্রথমযুগের পার্টি সদস্য। ১৯২৩-এর মিউনিক পুট্স-এ তি'নি আহত হন। জর্মন বায়ুবাহিনী-লুফ্ট্হ্বাফে তাঁর সৃষ্টি। ১৯৪০-এর বিজয়ের পর হিটলার গ্যোরিঙকে রাইষমার্শালের পদে উন্নীত করেন। তাঁর অহংকার ও জ'াকজমক প্রীতির সঙ্গে যুদ্ধের শেষদিকে অযোগ্যতা ও আলস্য যুক্ত হয়েছিল। ফলে নাৎসী পার্টিতে অনেকেই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৬-এ ন্যুরেমবের্গে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁর বিচার হয়। কিন্তু আত্মহত্যা করে তিনি ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিয়েছিলেন।

১৩। গোয়েবল্‌স, যোসেফ (১৮৯৭-১৯৪৫) (Goebbles Joseph)

রাইনল্যাণ্ডে জন্ম। নাৎসী নেতা। ১৯২০-এ হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীলাভ করেন। নাৎসী পার্টির আদি যুগ থেকেই তিনি হিটলারের অনুগামী। ১৯২৬-এ তিনি বের্লিনে নাৎসী নেতা নিযুক্ত হন। ১৯২৯-এ তিনি পার্টির প্রচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৩০-এ রাইষস্টাগের সদস্য হন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি প্রচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। জনতার মানসিকতার জ্ঞান তাঁকে একটি ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে হিটলারের বাংকারে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে আত্মহত্যা করেন।

১৪। বলডুইন, স্ট্যানলি (১৮৬৭-১৯৪৭)

হ্যারো ও ক্যাম্বি্রজের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৮-এ পার্লামেণ্টে কনজারভেটিব সদস্য হন। ১৯১৬-২২-এর কোয়ালিশন সরকারের সদস্য ছিলেন। ১৯২১-এ প্রেসিডেণ্ট অভ্ দি বোর্ড অভ্ ট্রেড হিসেবে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা পান। বোনারল যখন প্রধান মন্ত্রী হন, তখন তিনি তার মন্ত্রিপরিষদে চ্যান্সেলর অভ্ দি এক্স্‌চেকার হন। ১৯২৩-এ তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯২৩-এর নির্বাচনে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারায় তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু ১৯২৪-এ তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসেন এবং ১৯২৯-

পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রিসভা টিকে থাকে। ম্যাকডোলণ্ডের ১৯৩১-এর 'জাতীয় সরকারে' তিনি লর্ড প্রেসিডেণ্ট অভ্ দি কাউন্সিল ছিলেন। ১৯৩৭-এ তিনি পদত্যাগ করেন। পুনরুজ্জীবিত জর্মন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিহীনতার জন্য তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

১৫। দ্রেইফু, আলফ্রে ১৮৫৯-১৯৩৬ (Dreyfus Alfred)

ক্যাপ্‌টেন আলফ্রে দ্রেইফু ফরাসী জেনারেল স্টাফের ইহুদী অফিসার ছিলেন। ১৮৯৪-এর অক্টোবরে জর্মনদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাঁর কোর্টমার্শাল করা হয় এবং তাঁর পদমর্যাদা হ্রাস করে তাকে ডেভিল্‌স দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি সামরিক তথ্য জর্মনদের কাছে পাচার করেছেন। এই তথ্যাদি দ্রেইফুর হস্তাক্ষরে লেখা ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। ১৮৯৬-এ নতুন গোয়েন্দাবিভাগের একজন প্রধান কর্নেল পিকার আবিষ্কার করেন যে, সামরিক বিভাগের গোপন তথ্য দ্রেইফুর নির্বাসনে যাওয়ার পরও জর্মনদের কাছে পাচার করা হচ্ছে এবং যে হস্তাক্ষরে এই তথ্য লেখা হচ্ছে তা অবিকল ১৮৯৪-এর হস্তাক্ষরের মতো। সুতরাং তিনি দ্রেইফু ব্যাপারটি আবার নতুন করে তুলতে চেয়েছিলেন। পারেননি। তাঁকে টিউনিশিয়া বদলি করে দেওয়া হয়। পিকারের অবিষ্কার ১৮৯৭-এ দ্রেইফুর ভ্রাতার চোখে পড়ে। তিনি আরো জানতে পারেন যে এই দেশদ্রোহী মেজর ইস্টারহেজী। একটি সামরিক বিচারালয়ে ইস্টারহেজির বিচার হয় এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।

ফরাসী র‍্যাডিক্যালরা এবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং তাদের ধারণা জন্মে যে জেনারেল স্টাফ (যাজকপন্থী, রাজতন্ত্রী ও ইহুদী বিরোধী) ইহুদী বিরোধিতাজাত ভ্রান্তির অপরাধ করেছে। দ্রেইফুসমর্থকরা ফ্রান্সে যে আন্দোলন শুরু করে তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ান ঔপন্যাসিক জোলা যিনি খোলাখুলিভাবে জেনারেল স্টাফকে নিন্দা করেন। ক্লামাঁসোও দ্রেইফুসমর্থকদের পক্ষে ছিলেন। ক্রমে জানা গেল যে, দ্রেইফুর বিরুদ্ধে যিনি অভিযোগ আনেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে তথ্যাদি জাল করেছিলেন। ১৮৯৯-এর সেপ্টেম্বরে রেনে দ্রেইফুর আবার বিচার হয়। তিনি আবার অপরাধী বিবেচিত হন কিন্তু পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে তাঁকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু দ্রেইফুসমর্থকরা চেয়েছিল দ্রেইফু বিচারে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হোক। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬-এর জুলাইয়ে ১৮৯৪-এর কোর্টমার্শালের রায় নাকচ করা হয়। দ্রেইফুকে আবার সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর পদোন্নতি হয়। তাঁকে লিজিয়ন অব অনার খেতাবে ভূষিত করা হয়। একটি সাধারণ বিচারালয়ের মামলার চেয়ে দ্রেইফু ব্যাপার ফরাসী জীবনের অনেক গভীরে প্রবেশ করে। গোটা ১৮৯৮-৯৯ জুড়ে দ্রেইফুপন্থী ও দ্রেইফু বিরোধীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। দ্রেইফুপন্থীরা দ্রেইফুবিরোধীদের সম্পর্কে এই অভিযোগ আনে যে, তারা অর্থাৎ সেনাপতিরা ও চার্চ দ্রেইফু ব্যাপারকে ব্যবহার করছে প্রজাতন্ত্রকে কলংকিত করে স্বৈরাচার পুনঃ প্রতিষ্ঠার

জন্য। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ অন্তর্লীন ছিল।

১৬। জোরেস, জ্যঁ ১৮৫৯—১৯১৪ (Jaurès Jean)
ফরাসী সমাজতান্ত্রিক নেতা। বুর্জোয়া পরিবারে জন্ম। একল নর্মালে শিক্ষালাভ করে তুলুজে দর্শনের অধ্যাপক হন। ফরাসী চেম্বারের সদস্য ছিলেন ১৮৮৫-৮৬তে, ১৮৯৩-৮৬, এবং ১৯০২-১৪এ। জোরেস মার্কসবাদী ছিলেন না। তাঁকে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক বলাই সঙ্গত। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দ্বারা। সে যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক লেখক ও বাগ্মী ছিলেন জোরেস। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এতে সমাজতান্ত্রিক কমরেডদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়। তবু তাদের মতের বিরুদ্ধে জোরেস দ্রেইফুকে সমর্থন করায় শত শত মানুষ সমাজতান্ত্রিক মতবাদে দীক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯০৫-এ সোস্যালিস্ট আন্তর্জাতিকের আমস্টারডাম কংগ্রেস থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা তাঁকে মেনে নিতে হয়। এই নির্দেশে বলা হয় যে, কোনো সমাজতান্ত্রিক দল বুর্জোয়া কোয়ালিশনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কখনোই কোনো রাজনৈতিক পদগ্রহণ করেন নি। জীবনের শেষ আট বছর তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং একটি নতুন নাগরিক সেনা গঠন করার কথা বলেন। কারণ তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে নাগরিক বাহিনী যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের হাতিয়ারে পরিণত হবে না। ১৯১৪র ২৮ জুলাই জোরেস ব্রাসেলসে যান এবং জর্মন সোস্যালিস্টরা যাতে জর্মনির যুদ্ধার্থে সৈন্য সমাবেশ সমর্থন না করে ধর্মঘট করে সেজন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রাসেলস থেকে ফিরে আসার পর ৩১ জুলাই একজন উগ্রজাতীয়তাবাদী তাঁকে হত্যা করে। দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ক অনেকগ্রন্থ লিখে গেছেন জোরেস। ১৯০৪-এ তিনি বামপন্থী ফরাসী সংবাদপত্র ল্যুমানিতে (L'humanité) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭। পোয়্যাকারে, রাইমঁ (Poincaré, Raymond) ১৮৫০-১৯৩৪
ফরাসী রাজনীতিবিদ। লোরেনের উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ১৮৮০তে পারীতে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। চেম্বারের সদস্য নির্বাচিত হন ১৮৮৭-এ। মধ্যপন্থী যাজকবিরোধী পোয়্যাক্যাঁরে ১৮৯৩-এ শিক্ষামন্ত্রী হন। সেনেটের সদস্য হন ১৯০৩-এ। ১৯১২তে তিনি একটি দক্ষিণপন্থী কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি মৈত্রী শক্তিশালী করার জন্য তিনি স্বয়ং রাশিয়া যান। ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত বেড়ে যায় এবং ১৯১৩-র ফেব্রুআরিতে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯১৪-র-জুলাইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সেন্টপিটার্সবুর্গ যান এবং দুই মিত্রদেশের সামরিক সহযোগিতাকে দৃঢ়তর করেন। ১৯২২-এর জানুয়ারিতে

তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হন এবং জাতীয়তাবাদী বিদেশনীতি অনুসরণ করেন। তারই ফলশ্রুতি রুয়র অধিকার। ১৯২৪-এর জানুআরিতে তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে যায় কিন্তু জুলাই ১৯২৬ থেকে জুলাই ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি জাতীয় ঐক্যের সরকারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

১৮। ভোঁবা, সেবাস্তিয়ঁ্যা ল্য প্রেস্ত্র দ্য (Vauban, Sebastien le Prestre de) ১৬৩৩-১৭০৭

ফরাসী সামরিক এন্‌জিনিয়ার ও সমরতাত্ত্বিক। ফ্রান্সের মার্শাল। যে শতকে যুদ্ধের সবচেয়ে প্রচলিত রূপ ছিল দুর্গ অবরোধের যুদ্ধ তখন ভোঁবার মতো প্রতিভাবান সামরিক এনজিনিয়ার ও সমরতত্ত্ববিদকে পেয়ে ফ্রান্স উপকৃত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৬৫১-৫৩ তে তিনি চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে ফ্র'দয়রদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। ১৬৫৫ তে তিনি রাজার বাহিনীতে যোগ দেন।

ডিভলিউশানের যুদ্ধের পর (১৬৬৭-৬৮) তিনি সুরক্ষিত দুর্গের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ কার্যকর করার সুযোগ পান। ফরাসী সামরিক বাহিনীর সংস্কারে তিনি লুভোয়াকে পরামর্শ দেন। তাঁর অভিমত ছিল এই যে একটি দুর্গের শৃঙ্খল তৈরী করা হবে। প্রত্যেকটি দুর্গ অভিযাত্রী সৈন্যবাহিনীর রসদ ও ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রত্যেকটি দুর্গ এমনভাবে তৈরী হবে যে শত্রুর পক্ষে তা প্রায় দুর্ভেদ্য হবে। এই দুর্গাশৃঙ্খলের নির্মাণের দায়িত্ব ভোঁবার উপর অর্পিত হয়। তিনি ৩৩টি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ৩০০০ দুর্গের সংস্কার করেন। তাছাড়া তিনি ব্রেস্ট, ডান্‌কার্ক, ল্য আব্‌র, রশফর ও তুলঁর শক্ত ও সুরক্ষিত নৌঘাঁটি নির্মাণ করেন।

সৈনিক হিসেবেও ভোঁবা অত্যন্ত সফল। শত্রুর দুর্গ অবরোধ ও দখল করার ব্যাপারেও তিনি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ফিলিপসবুর্গ, মঁ, নামুর ও শার্লরোয়ার মতো দুর্গ দখলের কৃতিত্বও তাঁরই। ১৭০৩-এ তিনি মার্শালের পদে উন্নীত হন।

১৯। ক্ল্যমঁ্যসো, জর্জ (Clemenceau, George) ১৮৪১-১৯২৯

ফরাসী রাজনীতিবিদ। ভ'দের প্রজাতান্ত্রিক পরিবারে জন্ম। ১৮৭০-এ তিনি মঁমাত্রের মেয়র ছিলেন। পারী কমিউনের সময় তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত তিনি চেম্বারের র‍্যাডিক্যাল সদস্য ছিলেন। এসময়েই নির্মমতা ও তীক্ষ্ণভাষার জন্য তিনি দি টাইগার (ব্যাঘ্র) নামে পরিচিত হন। ১৮৯৩ এর পানামার কলঙ্ককর ঘটনার দ্বারা তার সুনামহানি হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে দ্রেইফুস সমর্থন করে ক্রমশ তিনি তাঁর সুনাম ফিরে পান। ১৯০৩-এ তিনি সেনেটর হন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন ১৯০৬-এর মার্চে। অক্টোবরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর সরকার পৌনে তিন বছরের মতো স্থায়ী হয়। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের প্রথম তিন বছর তিনি সামরিক অযোগ্যতা ও পরাজিতের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯১৭-তে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর দুর্দমনীয় সাহস ১৯১৮র মার্চের ভয়ঙ্কর জর্মন আঘাতের সময় ফ্রান্সকে ধরে রেখেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে বিজয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯১৯-এ পারীর শান্তি সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট উইলসন অথবা লয়েড জর্জের তুলনায় জর্মনদের প্রতি অনেক বেশি কঠিন ছিলেন, তবু ফরাসীদের ধারণা জন্মেছিল যে তিনি জর্মনদের প্রতি নরম ব্যবহার করেছেন। এই সমালোচনা ও তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে সংসদীয় বিক্ষোভের ফলে ১৯২০-এ তিনি রাজনৈতিক জগৎ থেকে অপসৃত হন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর মোহভঙের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাঁর স্মৃতিকথা—The Grandeur and Misery of Victory নামক গ্রন্থে।

২০। জেক্‌ট্‌, হান্‌স ফন (Seeckt, Hans Von) ১৮৬৬-১৯৩৬

জর্মন জেনারেল। ১৯১৫-১৯১৮ পর্যন্ত মাকেনসেনের চীফ্ অভ্ স্টাফ ছিলেন। গরলিস-টারনৌ ভেদনের পরিকল্পনা তাঁরই কীর্তি। জর্মন রাজতন্ত্রের পতনের পর তিনি জর্মনবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ভার্সেই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণের শর্ত অনুযায়ী জর্মন বাহিনীকে এক লক্ষে কমিয়ে আনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। এভাবে সৈন্যবাহিনী হ্রাস করেও কিন্তু তিনি পরাজিত জর্মনবাহিনীকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সৈন্যবাহিনী হ্রাস করার জন্য তাঁকে বহু রেজিমেণ্ট ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু পুনর্গঠিত এক লক্ষের বাহিনী এক একটি রেজিমেণ্টকে বহু রেজিমেণ্টের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সংগঠিত করেছিলেন। তিনি জানতেন ভবিষ্যতে জর্মনবাহিনী আবার সম্প্রসারিত হবে। তিনি যে প্রত্যেকটি রেজিমেণ্টের বীজ বপন করে গেলেন ভবিষ্যতে তা ফলপ্রসূ হবে। তিনি অফিসারদের মধ্যে এই অহংকৃত আত্মপ্রত্যয়-বোধ এনে দিলেন যে তাঁরাই জর্মনির অতীত ও ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠত্বের রক্ষক। তিনি সামরিকবাহিনীকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২১। দ্য গল, শার্ল আঁদ্রে জোসেফ মারি (De Gaulles Charles André Joseph Marie) ১৮৯০-

বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পুত্র দ্য গল ১৯১৪ তে রেজিমেণ্ট অফিসার হিসেবে কমিশন পান এবং ১৯১৬ তে ভের্দ্যায় জর্মনবাহিনীর হাতে বন্দী হন। যুদ্ধের পর তিনি সমরতত্ত্বের লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তাঁর Vers l'armée de métier (১৯৩০) নামক গ্রন্থে যান্ত্রিকীকৃত বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ১৯৪০-এর জর্মন আক্রমণ শুরু হওয়ার পর তাঁকে জোড়াতালি দেওয়া চতুর্থ সাঁজোয়া

ডিভিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। ১৯ মে'তে লায়'তে তিনি জর্মন পানৎসার করিডরের পার্শ্বে প্রথম ফরাসী প্রতিআক্রমণ করেন। এই প্রতিআক্রমণের ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁর নয়। এরপর তিনি জেনারেল দ্য ব্রিগেদ পদে উন্নীত হন এবং যুদ্ধমন্ত্রকের অবর সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ফ্রান্স যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি ইংলণ্ডে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে জর্মানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যান। পতিত ফ্রান্সকে তাঁর হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে জগৎসভায় উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা দ্য গলের অসামান্য কীর্তি।

২২। পেতাঁ্যা, আঁরি ফিলিপ ওমের (Pétain, Henri Philippe Omer) ১৮৫৬-১৯৫১

ফ্রান্সের মার্শাল। পা-দ-কালের সমৃদ্ধ কৃষক পরিবারে জন্ম। সেঁ-সির (Saint-Cyr) থেকে শিক্ষালাভ করে পদাতিক বাহিনীতে অফিসার হিসেবে কমিশন পান। সামরিক দক্ষতার জন্য তিনি একল দ্য গ্যারে (Ecole de guerre) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময়ে প্রচলিত সরাসরি আক্রমণের (Offensive à outrance) মতবাদের বিরোধিতা করায় তার পদোন্নতি বিলম্বিত হয়। ১৯১৪ তে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তখনও তিনি কর্নেল। তাঁর রেজিমেণ্টে তখন দ্য গল লেফটেনাণ্ট। যুদ্ধের সময় তাঁকে একটি ব্রিগেডের ভার দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। জর্মন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভর্দ্যাঁর আত্মরক্ষার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। ভর্দ্যাঁ দুর্গের সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখায় তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর লৌহকঠিন স্নায়ু ফরাসীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখে। ভর্দ্যাঁর আত্মরক্ষায় তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয় তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে—ওদের এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না (Ils ne passeront pas)। ভর্দাঁর আত্মরক্ষা তাঁকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়। ১৯১৭-তে তিনি ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে তিনি সৈন্যবাহিনীর নানা উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪০ এর মে মাসে স্পেনে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছিলেন মার্শাল পেতাঁ্যা। তিনি ফরাসী প্রধানমন্ত্রী রেনোর আমন্ত্রণে উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৬ জুন তিনি ফরাসী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিজয়ী জর্মানির সঙ্গে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তারপর তিনি তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে একটি নতুন ফরাসী রাষ্ট্র (Etat Française) গঠন করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাঁর বিচার হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু জরায় আক্রান্ত পেতাঁ্যাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে ইল দিউতে (Ile d'yeu) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

২৩। কার্ডওয়েল, এডওয়ার্ড—১৮১৩-১৮৮৬ (Cardwell, Edward 1st Visconut Cardwell)

ব্রিটিশ সামরিক সংস্কারক। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারই কার্ডওয়েল ব্যবস্থা নামে খ্যাত। ১৮৬৮র গ্ল্যাডস্টোনের সরকারে যুদ্ধমন্ত্রকের সচিব নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সামরিক ব্যবস্থার তিনটি প্রধান ত্রুটি দূর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ব্রিটিশবাহিনীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির অভাব, প্রয়োজনীয় উপনিবেশিক বাহিনীর অনুপস্থিতি এবং কমিশন ক্রয় করে সৈন্যবাহিনীতে অফিসার নিযুক্ত হওয়ার প্রথা—ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। কার্ডওয়েল সৈন্যবাহিনীর টুকরো টুকরো পদাতিক ব্যাটালিয়নগুলিকে একত্র করে কিছু যুগ্ম ব্যাটালিয়ন রেজিমেন্ট গঠন করেন। এই যুগ্ম ব্যাটালিয়নের একটি দেশে থাকবে, অন্যটি সাম্রাজ্যের যে কোনো অংশে কর্তব্যরত থাকবে। দেশের ব্যাটালিয়নটি প্রয়োজন হলে বাইরের ব্যাটালিয়নকে সাহায্য করবে। তাছাড়া গণসেনা ও স্বেচ্ছাসেবী ব্যাটালিয়ন নিয়ে তিনি একটি দেশরক্ষী বাহিনী ও অভিযাত্রী বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা করেন। সৈন্যবাহিনীতে কমিশন ক্রয় করার প্রথা বন্ধ হয় এবং প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি ও পদোন্নতির ব্যবস্থা হয়। ১৯০৬-১০-এর মধ্যে হলডেনের সামরিক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার আগে ব্রিটিশ সামরিক সংগঠনের ভিত্তি ছিল কার্ডওয়েল ব্যবস্থা।

২৪। হলডেন, রিচার্ড বার্টন ১৮৫৬-১৯২৮ (Haldane, Richard Burton, 1st Visconut Haldane)

ব্রিটিশ সামরিক সংস্কারক। উদারপন্থী আইনজীবী। ১৯০৫-এ ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান তাঁকে যুদ্ধমন্ত্রকের ভার দেন। তিনি সমরবিভাগে নানা সংস্কার প্রবর্তন করেন। বুয়র যুদ্ধের পর যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়, সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এই সুপারিশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল : একটি প্রকৃত জেনারেলস্টাফের সৃষ্টি এবং ইম্পিরিয়ল জেনারেলস্টাফের অধিনায়কের নতুন পদের সৃষ্টি। তিনি সাম্রাজ্যের সামরিক প্রয়াসের সঙ্গে ব্রিটিশ সমরবিভাগের সমন্বয় সাধন করবেন। আরো একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল : এমন একটি অভিযাত্রী বাহিনীর সংগঠন যা জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করতে পারে। এই বাহিনীই ভবিষ্যতের ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী। তাছাড়া তিনি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত বাহিনীকে যুক্ত করে রাজ্যিক বাহিনী (Territorial force) তৈরী করেন।

২৫। ফুলার, জন ফ্রেডরিক চার্লস—১৮৭৮-১৯৬৪ (Fuller, John Frederick Charles)

ব্রিটিশ জেনারেল, চিন্তাশীল সমরতাত্ত্বিক ও লেখক। ফুলার তাঁর

আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন Memoirs of an unconventional soldier—অগতানুগতিক সৈনিকের স্মৃতিকথা। বস্তুত তিনি গতানুগতিক সৈনিক ছিলেন না যদিও প্রথাসিদ্ধভাবে সৈনিকের জীবন শুরু করেছিলেন অর্থাৎ ম্যালভার্ণ, স্যান্ড্‌হারস্ট হয়ে তিনি অক্সফোর্ড ও বাকিংহাম শাখার হাল্কা পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি বুয়র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বুয়র যুদ্ধের পর স্টাফ কলেজে শিক্ষা লাভ শেষ করে তিনি টেরিটোরিয়াল ব্যাটালিয়নে এ্যাজুট্যান্টের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে নিয়োগের ফলে তিনি ১৯১৪-র অগস্টে ফ্রান্সে যেতে পারেননি। তাতে ব্রিটিশ বাহিনী লাভবান হয়েছিল। কারণ স্টাফ অফিসার হিসেবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে যখন তিনি নবগঠিত ট্যাংক কোরে নিযুক্ত হল। কাঁব্রের যুদ্ধের পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। এই যুদ্ধকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্যাংক যুদ্ধ বলা যেতে পারে। 'প্ল্যান ১৯১৯' নামে পরিচিত একটি বৃহৎ ট্যাঙ্কবাহিনীর প্রস্তাবও তিনিই করেছিলেন। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে নতুন ট্যাংকবাহিনী গঠনের ভাবনায় আবিষ্ট ছিলেন তিনি। এই ভাবনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে তার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অনলস অধ্যবসায়ের পরিচয় মেলে। কিন্তু এই ভাবনাকে কার্যকর করার জন্য তাঁর উদ্দীপ্ত প্রয়াস উচ্চতর অফিসারদের কাছে প্রীতিকর মনে হয়নি। পরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ তাঁকে উচ্চতর অফিসারদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯৩০-এ তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯৩২-এ Generaliship : Ils Diseases and their Cure নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই এই গ্রন্থ প্রকাশের পর তাকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। এরপর তাঁর জীবন নতুন মোড় নেয়। তিনি মোসলের ফাসিবাদী দলে যোগ দেন।

ফুলার একটি সম্পূর্ণ নতুন রণনীতির প্রবক্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই রণনীতির প্রয়োগ বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করে। ফুলারের মতবাদের আসল কথা : যন্ত্রযুগের যুদ্ধে একত্র সন্নিবেশিত বৃহৎ সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণ বিজয়ের চাবিকাঠি। ব্রিটেন এই তত্ত্ব উপেক্ষিত হলেও জর্মনিতে গুডেরিয়ান তাঁর মতবাদের মহাসম্ভাবনাময় তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। তিনি ফুলারের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। জর্মনির কাছে পরাজয়ের কঠিন শিক্ষা পেয়ে ব্রিটেন এবং আমেরিকাও এই মতবাদ গ্রহণ করে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করে। কিন্তু ফুলার তাঁর মতবাদের মৌলিকতার জন্য কোনো সরকারী স্বীকৃতি পাননি।

২৬। লিডেল হার্ট (স্যার) বেসিল হেন্রি—১৮৯৫· (Leddel Hart, (Sir) Basil Henry)

ব্রিটিশ সমরতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও জীবনীকার। সেন্ট পলস স্কুল ও ক্যামব্রিজে শিক্ষা লাভ করে কিংস ওউন ইয়র্কশায়ার হালকা পদাতিক বাহিনীতে ১৯১৫ তে অস্থায়ী অফিসার হিসেবে কমিশন পান। তিনি

সোমের যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হন। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত তিনি নবগঠিত আর্মি এডুকেশানেল কোরে নিযুক্ত ছিলেন। লিডেল হার্টের পক্ষে নিয়মিত অফিসার হিসেবে বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি ক্রমান্বয়ে মর্নিং পোস্ট, ডেইলি টেলিগ্রাফ ও টাইম্‌সের সামরিক সংবাদদাতা ছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধমন্ত্রী হোর বেলিসার বেসরকারী হলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর পরামর্শেই হোর বিলিসা কিছু বয়স্ক ও অপদার্থ অফিসারকে পদচ্যুত করেন এবং নতুন সংস্কার প্রবর্তন করেন। ফলে তাঁকে সামরিক প্রতিষ্ঠানের তীব্র বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব তাঁর পক্ষে সমরবিভাগের কোনো উচ্চপদ লাভের সুযোগ হয়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর লেখনী তাঁকে যশস্বী করেছে। ১৯২৫ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে অসংখ্য বই লিখে তিনি আধুনিক গতিশীল যুদ্ধের নীতির উদ্ভাবন, প্রচার ও বিশ্লেষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি মেজর জেনারেল ফুলারের সহযোগী। আধুনিক গতিশীল যুদ্ধের প্রধান কথা ট্যাংকের সঙ্গে সমন্বিত যান্ত্রিকীকৃত পদাতিক ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ। তাঁর রচনা অনেক প্রগতিশীল সৈনিককে এই নতুন গতিশীল যুদ্ধের তত্ত্বে বিশ্বাসী করে তোলে। জর্মন পানৎসারের স্রষ্টা গুডেরিয়ান লিডেল হার্টের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁকে যে আলোকচিত্র উপহার দেন তাতে এই অন্তর্লেখ ছিল—যে ক্যাপটেন জেনারেলদের শিক্ষা দেন তাঁকে।

২৭। পাসেনডেল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মধ্যযুগীয় ফ্লেমিস শহর ইপ্রে দখলের লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ে পাসেনডেলের যুদ্ধ হয়। ইপ্রের তৃতীয় যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী জর্মনদের বিরুদ্ধে প্রথম মেসিন পাহাড় এবং পরে পাসেনডেল আক্রমণ করে। পাসেনডেলের যুদ্ধে ব্রিটিশ হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ।

২৮। ডেলব্রুক, হানস (Delbruck, Hans)

জর্মন সমরতাত্ত্বিক। ডেলব্রুক রাজনীতি ও যুদ্ধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। তিনি জানতেন যে, রাষ্ট্রীয় নীতি, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সমরোপকরণের প্রাপণীয়তা রণনীতিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। সুতরাং যুগের বিশিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী রণনীতি বদলাতে বাধ্য।

ক্লাউজেভিৎসের সামরিক চিন্তার একটি সূত্র অনুসরণ করে ডেলব্রুক তাঁর নিজস্ব রণনীতিক মতবাদ গড়ে তোলেন। একে বিধ্বংসী রণনীতির বিপরীত রণনীতি বলা যেতে পারে। এই রণনীতির প্রধান কথা সামরিক ও অন্যান্য উপায়ে শত্রুকে অবসন্ন করে দেওয়া ও তার মনোবল ভেঙে দেওয়া। ক্লাউজেভিৎস যুদ্ধ পরিচালনার দুটি পদ্ধতির কথা বলেন : একটির লক্ষ্য

শত্রুসেনার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, অন্যটির সীমিত যুদ্ধ। এই দুটি পদ্ধতির পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেন ডেলব্রুক। প্রথমটিকে বিধ্বংসী রণনীতি (Stratagy of annihilation) বলা হয়েছে। এর একমাত্র লক্ষ্য নিষ্পত্তির যুদ্ধ। দ্বিতীয়টিকে অবসাদী রণনীতি (Stratagy of attrition) অথবা দুইমেরু রণনীতি (Twopole Stratagy) বলা হয়েছে (এই রণনীতি অবলম্বন করে সেনাপতি যুদ্ধ ও নিপুণ কৌশলচালনার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খণ্ডযুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায়েও (যথা শত্রুর রাজ্যাংশ অধিকার, অবরোধ, শস্য অথবা বাণিজ্যের বিনষ্টি) সাধিত হতে পারে। ডেলব্রুকের মতে আলেকজাণ্ডার, সীজার ও নেপোলিয়ন বিধ্বংসী রণনীতি অনুসরণ করেছেন। আর পেরিক্লিস, গুস্টাভাস এ্যাডলফাস ও ফ্রেডরিক ছিলেন অবসাদী রণনীতির প্রবক্তা। ডেলব্রুক মনে করতেন উভয় রণনীতির সমান উপযোগিতা। কোন রণনীতি অনুসরণ করা হবে তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সমরোপকরণের পরিমাণ ও প্রস্তুতির উপর। যে-যুগে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয় সে যুগ খণ্ডযুদ্ধ দ্বারা বিজয়ে অর্থাৎ বিধ্বংসী রণনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং ডেলব্রুকের অবসাদী রণনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ডেলব্রুক তাঁর সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে খণ্ড যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ ক্লাউজেহ্বিৎসের একমাত্র শিক্ষা নয়।

২৯। ক্লাউজেহ্বিৎস, কার্ল মারিয়া ফন (Clausewitz, Kanl Maria Von) ১৭৮০-১৮৩১

সমরদর্শন প্রণেতা। সামরিক জীবনও মোটামুটিভাবে সফল বলা যেতে পারে। বুর্গে জন্ম। প্রুশীয় বাহিনীতে যোগ দেন; ১৭৮৩-৯৪-এ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে বের্লিন সামরিক অকাদেমিতে যোগ দেন। সেখানে তাঁর প্রতি শার্নহর্স্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নেপোলিয়নের ১৮০৬-এর অভিযানের সময় তাঁকে শার্নহর্স্টের স্টাফে বদলি করা হয়। আউয়েরস্টার্টের যুদ্ধের পর তিনি বন্দী হন। মুক্তিলাভ করার পর প্রুশীয় বাহিনীর গোপন-সংস্কারে তিনি শার্নহর্স্টের সহায়তা করেন। ১৮১২-তে অন্যান্য অনেক প্রুশীয় অফিসারের মতো তিনি রুশ বাহিনীতে যোগ দেন। কারণ নোপোলিয়নের সঙ্গে প্রাশিয়ার এই বাধ্যতামূলক যুগে তিনি প্রুশীয় বাহিনীতে থেকে নেপোলিয়নের আজ্ঞাবহ হতে চাননি। ১৮১৪-তে তিনি আবার প্রুশীয় বাহিনীতে ফিরে আসেন। লিগনী ও ওয়াভ্রের যুদ্ধে তিনি থিয়েলমানের চীফ অভ্ স্টাফ ছিলেন।

একটি স্থায়ী সামরিক দর্শন প্রণয়ন তাঁর অসামান্য কীর্তি। পৃথিবীর সবদেশের সামরিক চিন্তাকে তাঁর দর্শন প্রভাবিত করেছে। ১৮১৮-তে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং সামরিক অকাদেমির অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। অকাদেমির অধ্যক্ষ হলেও তাঁকে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। তিনি এই অবকাশ কাটান সমরসম্পর্কিত চিন্তা লিপিবদ্ধ করে। তাঁর

অনেক লেখাই ঐতিহাসিক। এই সব লেখার গুরুত্ব বিশেষ নেই। কিন্তু তাঁর সমর দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ Vom Krieg (On War) তাঁকে অমরত্ব দিয়েছেন। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ণে কাণ্টীয় ও হেগেলীয় আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর Vom Krieg নামক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং এই গ্রন্থের পৃথিবীব্যাপী প্রচার হয়। তাঁর বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও সর্বগ্রাহিতার জন্য তাঁর মতবাদ সংক্ষেপিত করা অত্যন্ত দুরূহ। তাঁর মতবাদের প্রধান কথা হল : (১) যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নীতিরই অনুবৃত্তি মাত্র; (২) একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধে (Haupt-schlacht) শত্রুর প্রধান বাহিনীর ধ্বংসসাধন সেনাপতির রণনীতির প্রধান লক্ষ্য, কৌশলচালনা, এড়িয়ে-যাওয়া অথবা বিলম্বের দ্বারা সুবিধা আদায় নয়। প্রুশীয় বাহিনী তাঁর এই মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭০-এর প্রুশীয় রণনীতি ক্লাউজেহ্বিৎসের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুই পক্ষই ক্লাউজেহ্বিৎসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। পরমানবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের পর একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধের (Hauptschlacht) ধারণা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সুতরাং ক্লাউজেহ্বিৎসীয় সামরিক দর্শনকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু সব সমালোচনা সত্ত্বেও রণনীতিক তত্ত্বে ক্লাউজেহ্বিৎসীয় দর্শনের আসন স্থায়ী তাতে সন্দেহ নেই।

৩০। পেরিক্লিস—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫-৪২৯

জানথিপ্পাসের পুত্র। রাজনীতিতে অভিজাত দলের নেতা কাইমন বিরোধী। তিনি এ্যাথেন্‌সের গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি এ্যাথেন্‌সের রাজ-নীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং এ্যাথেন্‌সকে গ্রীসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেণ। দীর্ঘকাল তিনি এ্যাথেন্‌স রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন এবং এই নগরীকে পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত করেন। শুধু তাই নয় শিল্পকলা সাহিত্য ও দর্শন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এমন আশ্চর্য সম্পূর্ণতা লাভ করে যা হয়তো কোনো কালে কোনো দেশে এক সময়ে হয়নি। স্পার্টার সঙ্গে ত্রিশ বর্ষব্যাপী সন্ধির পর তিনি এ্যাথেন্‌সের নৌশক্তি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। পেলোপনেশীয় যুদ্ধের সময়েও তিনি রণনীতিবিদ হিসেবে সফল হয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

৩১। বেলিসারিয়াস—(Belisarius) ৪৯৪-৫৬৫ (আনুমানিক)

থ্রেসে জন্ম। পূর্ব রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি। তিনি আফ্রিকা, সিসিলি ও ইতালিতে পুনরায় বাইজাণ্টীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

৩২। হ্বালেনস্টাইন, আলব্রেস্ট ইউসেবিয়াস হ্বেঞ্জেল ফন, ডিউক অভ্ ফ্রিয়েডল্যাণ্ড ও মেকলেনবুর্গ (Wallenestein, Albrecht Eusebius Wenzel Von, Duke of Friedland and Mecklenburg) ১৫০৮-১৬৩৪

চেক ভাড়াটে সৈনিক। অলৌকিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ। এই ধরনের

ব্যক্তিত্ব একমাত্র যাত্রা বা নাটকেই দেখা যায়। ক্ষমতালিপ্সা তাঁর চরিত্রের চাবিকাঠি। এই ক্ষমতালিপ্সু সৈনিক এত উঁচুতে হাত বাড়িয়েছিলেন, যে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামাল দিতে পারেননি। হ্বালেনস্টাইন প্রোটেস্টান্ট হয়ে জন্মেছিলেন কিন্তু হ্যাবস্‌বুর্গ বাহিনীতে পদোন্নতি ও ধনী অভিজাত রমণীকে বিয়ে করার জন্য ধর্মত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করেন। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি বোহেমিয়ার সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের অন্যতম। এই যুদ্ধে অস্ট্রীয় বাহিনীর সবচেয়ে প্রতিভাবান সেনাপতি হ্বালেনস্টাইন। হোয়াইট মাউণ্টেনের যুদ্ধে জয়লাভ করায় কৃতজ্ঞ সম্রাট তাঁকে বোহেমিয়ার গভর্ণর পদে নিয়োগ করেন। ১৬২৫-এ সম্রাট তাঁকে ডিউক অভ্‌ ফ্রিয়েডল্যাণ্ড উপাধি দেন। হ্বালেনস্টাইন বোহেমিয়ার প্রায় স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতে থাকেন। ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধার পর হ্বালেনস্টাইনের ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সম্রাটের এই মুহূর্তে হ্বালেনস্টাইনকে ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা সুইডেনের গুসটাভাস এ্যাডলফাসের বিরুদ্ধে দাড়াবার মতো কোনো জেনারেল অস্ট্রীয় বাহিনীর ছিল না। লুৎসেনের যুদ্ধে (১৬৩২) গুসটাভাস এ্যাডলফাসের প্রতিপক্ষ ছিলেন হ্বালেনস্টাইন। লুৎসেনে এ্যাডলফাসের মৃত্যুর পর হ্বালেনস্টাইন সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রায় অস্বীকার করলেন। অতএব এই উদ্ধত ও অননুগত সেনাপতিকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং সম্রাটের জ্ঞাতসারেই হ্বালেনস্টাইনের অধীনস্থ কয়েক জন জেনারেল হ্বালেনস্টাইনকে হত্যা করেন (১৬৩৪)। হ্বালেনস্টাইন লোভী, বিশ্বাসঘাতক, উদ্ধত ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সামরিক প্রতিভাও অনস্বীকার্য।

৩৩। গুসটাভাস এ্যাডলফাস (Gustavas Adolphus) ১৫৯৪-১৬৩২

সুইডেনের রাজা। ১৬১১-তে যখন গুসটাভাস এ্যাডলফাস সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন যুদ্ধ চলছিল। বস্তুত, সারাজীবন তিনি যুদ্ধের মধ্যেই কাটিয়েছেন। 'উত্তরের সিংহ' নামে পরিচিত গুসটাভাস এ্যাডলফাসের প্রকৃত সামরিক প্রতিভা ছিল। এই সৈনিক-রাজাকে আধুনিক রণকৌশলের জনক বলা হয়েছে। গুসটাভাসকে ম্যাসিডনের ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডারের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। লুৎসেনের যুদ্ধে যদি অকালে তাঁর মৃত্যু না হত তা হলে তিনি সতেরো শতকের সবচেয়ে প্রতিভাবান সেনাপতি হিসেবে কীর্তিত হতেন, সন্দেহ নেই।

ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যে সেনা নিয়ে তিনি ১৬৩০-এ জর্মনিতে যুদ্ধ করতে আসেন। সেই বাহিনীকে ইতিমধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংগঠিত করেছেন। তিনি পদাতিক বাহিনীকে ব্রিগেডে সংগঠিত করেন। দুই থেকে চার রেজিমেণ্ট সৈন্য নিয়ে একটি ব্রিগেড, প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে চারটি কম্‌প্যানি। তিনি কম্‌প্যানিতে গাদা বন্দুকধারী সৈনিকের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৫ করেন এবং বর্শাধারী সৈনিকের সংখ্যা কমিয়ে আনেন ৬৫তে। বর্শার-

দৈর্ঘ্য এবং দেহের বর্মের ওজন হ্রাস করেন। পুরনো ভারী গাদা বন্দুক পালটে হালকা বন্দুক প্রবর্তন করেন। তিনি কাগজে মোড়া কার্তুজ প্রবর্তন করে দ্রুতহারে বন্দুকছোড়ার ব্যবস্থা করেন।

তিনি শত্রুকে প্রচণ্ড ধাক্কায় বিমূঢ় করে দেওয়ার রণকৌশল প্রবর্তন করেন। উন্মুক্ত তরবারি হাতে অশ্বারোহী বাহিনী প্রবলবেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তারপর যতক্ষণ যুদ্ধ চলবে, পিস্তল ব্যবহার করবে। তিনি তাঁর বর্মপরিহিত অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে কিছু অশ্বারোহী পদাতিক জুড়ে দেন। অশ্বারোহী পদাতিকদের সঙ্গে থাকত হ্রস্ব গাদা বন্দুক এবং বাঁকা তলোয়ার। এই ড্রাগুন অর্থাৎ অশ্বারোহী পদাতিকদের আক্রমণের সময় অশ্বারোহী হিসেবে ব্যবহার করা হত। আর শত্রু আক্রমণ করলে এরা পদাতিকের ভূমিকা নিত।

আর্টিলারিতেও তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। দুর্গ অবরোধের কামান ও হালকা বহনযোগ্য কামানের প্রমীকরণও তাঁর কীর্তি। তিনিই প্রথম ৪০০ পাউণ্ড ওজনের হালকা কামান ব্যবহার করেন। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও গুসটাভাসের ফৌজের আধুনিকতা ধরা পড়বে। সৈন্যবাহিনীর রসদ সরবরাহের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গড়ে তোলেন তিনি; বর্মের ভারমোচন করেন পদাতিকের শরীর থেকে। গুসটাভাসের সামরিক সংগঠনের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায় ব্রেইটেনফেলডের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে তিনি তাঁর নবসংগঠিত সেনা নিয়ে বিখ্যাত অস্ট্রীয় সেনাপতি টিলির বিরুদ্ধে জয়ী হন। তাঁর সেনার গতিশীলতা ও গোলা-বর্ষণের দ্রুত হার এই বিজয়ের মূলে। অস্ট্রীয় সৈনাপতি হ্বালেনস্টাইনের বিরুদ্ধে লুৎসেনের যুদ্ধে একই কারণে বিজয় যখন তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে তখন পৃষ্ঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং আর একটি পিস্তলের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩৪। ফ্রেডরিক দ্বিতীয়, মহামতি ১৭১৩-৮৬ (Frederick II, The Great)

প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন একটি ৮০,০০০ হাজারের সৈন্যবাহিনী ও পূর্ণ কোষাগার। সুতরাং ১৭৪০-এ সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাইলেসীয় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধ শেষ হয় ১৭৪২এ। দ্বিতীয় সাইলেসীয় যুদ্ধ শুরু হয় ১৭৪৪-এ এবং শেষ হয় ১৭৪৫এ। এরপর সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ চলে ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রথম-দিকে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইডেন ও স্যাকসনির বিরুদ্ধে তাঁকে একা দাঁড়াতে হয়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় একটি উপযুক্ত রণনীতি উদ্ভাবন করতে হয় তাঁকে। এই রণনীতির প্রথম সূত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুসৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া। কারণ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় প্রাশিয়ার শক্তি অকিঞ্চিৎকর।

শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধের ঝুঁকি নিলে সৈন্যবাহিনীর যে বিপুল শক্তিক্ষয় হত, তা সহ্য করার শক্তি ছিল না প্রাশিয়ার। সুতরাং পার্শ্ব আক্রমণ করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পার্শ্ব আক্রমণের জন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত 'তির্যক বিন্যাস' উদ্ভাবন করেন। তির্যক বিন্যাসে সৈন্যবাহিনীর একটি পক্ষ ধাপে ধাপে শত্রুর পার্শ্ব আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। অন্য পক্ষ আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। এই ধরনের আক্রমণের উদ্দেশ্য হল আকস্মিক আঘাত হেনে শত্রুর রক্ষা রেখাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু অন্য পক্ষ আক্রমণে অংশ না নিলেও নিষ্ক্রিয় থাকে না। আক্রমণ সফল হলে এই পক্ষ শত্রুর রক্ষারেখা গুটিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। ফ্রেডরিক এই ধরনের পার্শ্ব আক্রমণের কৌশলচালনায় বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংহতি ও প্রচণ্ড গতিশীলতার জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল।

১৭৪০-এ ফ্রেডরিক যখন হঠাৎ সাইলেসিয়া আক্রমণ করেন, তখন প্রুশীয় বাহিনীর আঘাতের প্রচণ্ডতা ও আকস্মিকতা য়োরোপকে হতচকিত করে দেয়। ব্লিৎসক্রীগের এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল য়োরোপের। ফ্রেডরিক তাঁর Principes Generaux de la Guerre-নামক গ্রন্থে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। যদিও তিনি ব্লিৎসক্রীগ শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবু তিনি যে রণনীতির কথা বলেন, তা ব্লিৎসক্রীগের সারাৎসার। তিনি বলেন, প্রাশিয়ার যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড। প্রুশীয় জেনারেলরা দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ করবে। যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি এই রণনীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু যে দীর্ঘায়িত যুদ্ধে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেই যুদ্ধে বেশি দিন এই রণনীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি ক্রমশ সতর্ক হয়ে যান। দীর্ঘকালব্যাপী সুতীব্র সংগ্রাম চালানোর জন্য রাষ্ট্রের যে সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন, প্রাশিয়ার তা ছিল না। উপরন্তু প্রাশিয়া নির্ভর করত পূর্বনির্দিষ্ট কয়েকটি স্থায়ী অস্ত্রাগারের উপর এবং এমন পেশাদার সৈন্যবাহিনীর উপর যা বিপর্যয়ের মুহূর্তে রুখে দাঁড়াত না, পালাত। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে ফ্রেডরিক বেঁধে রাখতে চাইলেন নিচু পর্দায়, যাতে সমরোপকরণ ও লোকক্ষয় কম হয়।

ফ্রেডরিক আঠারো শতকের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেননি। শেষ দিকে তিনি অবস্থানের যুদ্ধে ফিরে যান, যার অর্থ জটিল কৌশলচালনা এবং ছোট ছোট জয়কে পুঞ্জীভূত করা। এই যুদ্ধের সঙ্গে তার প্রথমদিকের সংক্ষিপ্ত, প্রচণ্ড যুদ্ধের আকাশ পাতাল ফারাক।

৩৫। শ্লাইফেন, আলফ্রেড, গ্রাফ ফন ১৮৩৩-১৯১৩ (Schleiffen, Alfred, Graf Von)

জর্মন ফিল্ড মার্শাল। জর্মন জেনারেল স্টাফের প্রধান এবং শ্লাইফেন পরিকল্পনার রচয়িতা। শ্লাইফেনকে উনিশ শতকের 'বিশুদ্ধ স্টাফ অফিসার' বলা যেতে পারে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত তিনি ক্রীগস

একাদেমিতে শিক্ষালাভ করেন; ১৮৬৬ ও ১৮৭০-এর যুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনীর স্টাফে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ থেকে ১৯০৬-এ অবসর নেওয়া পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে বার্লিনে জর্মন জেনারেল স্টাফে নিযুক্ত ছিলেন: প্রথমদিকে জেনারেল স্টাফের বিভিন্ন শাখার প্রধান হিসেবে এবং তারপর ১৮৯১-এর পর থেকে জেনারেল স্টাফের প্রধান হিসেবে।

১৮৯১-এর পর যে-সমস্যা শ্লাইফেনের দিনরাত্রির চিন্তা ছিল তাহল: যুগপৎ ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে কিভাবে পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গণে জয়লাভ করা যায়। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম রাশিয়ার সঙ্গে রিইনসিওরেন্স চুক্তি নবীকরণ না করায় যুদ্ধ বাঁধলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে যুগপৎ যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য ছিল।

এই পরিস্থিতির কথা মনে রেখে শ্লাইফেন তাঁর বিখ্যাত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করেন। শ্লাইফেনের বিখ্যাত পরিকল্পনা আভ্যন্তর রেখার ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। সরলতা এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। জর্মন বাহিনীর অধিকাংশ জর্মনির নিকটতর প্রতিপক্ষ ফ্রান্সকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে একটি বিধ্বংসী খণ্ডযুদ্ধে তাকে ধরাশায়ী করে দেবে। শ্লাইফেন পরিকল্পনার সারমর্ম হল: একক পরিবেষ্টন অথবা যুগ্ম পরিবেষ্টনের দ্বারা একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ ঘটিয়ে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি করে দেওয়া এবং পশ্চিমের শত্রুকে পরাজিত করে পূর্বের শত্রু রাশিয়াকে আক্রমণ করা। এই পরিকল্পনা নিয়ে জর্মনি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু করে।

শ্লাইফেন 'কানি' নামক গ্রন্থে তাঁর রণনৈতিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। এইগ্রন্থ পরবর্তী যুগের সামরিক চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কানির বিখ্যাত খণ্ডযুদ্ধে কার্থেজীয়া সেনাপতি হ্যানিবল রোমান বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। কানির খণ্ডযুদ্ধ বিশ্লেষণ করে শ্লাইফেন তাঁর বিধ্বংসী রণনীতিতে পৌঁছন। এই রণনীতির মূলকথা বৃত্তাকার পরিবেষ্টন এবং যুগ্ম পরিবেষ্টনের দ্বারা শত্রুকে একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ করতে বাধ্য করা এবং তাকে সমূলে বিনাশ করা। ১৯১৪-র অগস্টে টানেনবের্গের খণ্ডযুদ্ধ শ্লাইফেন পরিকল্পিত খণ্ডযুদ্ধের আদর্শদৃষ্টান্ত।

৩৬। মার্নের যুদ্ধ (Marne, Battles of The)

স্যানের উপনদী মার্ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্নের তীরে দুটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধটি ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরের ৫ থেকে ১৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। জেনারেল জফ্‌রের আদেশে ফরাসী ও ব্রিটিশ বাহিনী ক্লুক ও বুলোর জর্মনবাহিনীকে প্রতিআক্রমণ করে। ৯ সেপ্টেম্বর জর্মন হাইকমাণ্ড জর্মন বাহিনীকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়। এই আদেশের ফলে এমন সময় জর্মন সৈনিককে পিছু হঠতে হল যখন তারা দূর থেকে আইফেল টাওয়ারে চূড়া দেখতে পাচ্ছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধটি হয় ১৯১৮-র ১৫ জুলাই থেকে ৭ অগস্টের মধ্যে। এই যুদ্ধ ল্যুডেনডর্ফের শেষ আক্রমণ।

র‍্যাঁসের পশ্চিমে জর্মনরা রাইন অতিক্রম করে এবং শাতো-তিয়েরি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মার্শাল ফশের নেতৃত্বে একটি ফরাসী-মার্কিন বাহিনীর প্রত্যাঘাতে জর্মনদের অগ্রগতি বন্ধ হয় এবং তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মার্নের এই যুদ্ধ থেকেই মিত্রপক্ষের প্রতি আক্রমণ শুরু যার ফলে জর্মনি যুদ্ধ-বিরতি চাইতে বাধ্য হয়।

৩৭। দুহেত, গিউলিও (Douhet, Giulio) ১৮৬৯-১৯৩০

ইতালীয় বৈমানিক। তাঁকে বায়ু রণনীতির 'মেহান' বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তিনি ইতালির প্রথম বিমান বহরের অধিনায়ক ছিলেন। ইতালীয় হাইকমাণ্ডের সমালোচনার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁকে কোর্টমার্শাল করে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু কাপোরেত্তোর বিপর্যয় (১৯১৭-র ২৪ নভেম্বর) তাঁর সমালোচনার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। ১৯১৮-তে তাঁকে পুনরায় নিয়োগ করা হয়। ১৯২১-এ তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন। তারপর থেকে তিনি নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিয়ে বায়ুশক্তির যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে লেখায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর অভিমত তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর The Command of the Air (Il Dominis dell' Aria) নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তাঁর মূল বক্তব্য দুটি : (১) বিমানের সীমাহীন আক্রমণাত্মক ক্ষমতা রয়েছে যার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই ; (২) বেসামরিক অধিবাসীদের মনোবল বিমান আক্রমণের ফলে ভেঙে যেতে বাধ্য। সুতরাং শহরের উপর বিমান আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধ জয় সম্ভব।

৩৮। হ্যানিবাল—খ্রীঃ পূঃ ২৪৭-১৮৩ (আনুমানিক) Hannibal

কার্থেজীয় জেনারেল ও রাজনীতিবিদ। হ্যামিলকার বার্কার পুত্র। তিনি স্পেন জয় করেন এবং রোমের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শুরু করেন। একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্পেন থেকে আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে তিনি ইতালি পৌছন এবং ট্রাজিমেনি ও কানির যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করেন। কিন্তু আকস্মিক আক্রমণ করে তিনি রোম দখল করতে পারেননি। এরপর তাকে কার্থেজে ফিরে যেতে হয় এবং সেখানে জামার যুদ্ধে রোমানদের হাতে তিনি পরাজিত হন। রোমানদের হাতে বন্দীদশা এড়াবার জন্য তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

৩৯। বোফ্‌র, জেনারেল আঁদ্রে (Beaufre, General Andre)

ফরাসী জেনারেল ও সমরতত্ত্ববিদ।

৪০। গুডেরিয়ান, হাইনৎস ১৮৮৮-১৯৫৩ (Guderian Heinz)

জর্মন জেনারেল ও ব্লিৎসক্রীগের তাত্ত্বিক। জর্মন পানৎসার ডিভিশনের জনক। প্রুশীয় জেনারেলের পুত্র। ১৯১৩-তে ক্রীগস-অকাদেমিতে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যথাক্রমে ডিভিশন, কোর ও আর্মির স্টাফ অফিসার ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যান্ত্রিক পরিবহণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে

একটি যান্ত্রিকীকৃত বাহিনীর মূল অংশ তৈরী করে ফেলেন। হিটলার ক্ষমতায় এসে এই বাহিনীর সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারেন এবং পানৎসার বাহিনী নির্মাণে গুডেরিয়ানকে সমর্থন করেন। ফ্রান্সের পতনের পর তিনি কর্নেল জেনারেল পদে উন্নীত হন। রাশিয়া অভিযানের সময় গুডেরিয়ানকে একটি পানৎসার গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে গুডেরিয়ান কয়েকটি পরমাশ্চর্য বিজয়লাভ করেন, লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্যকে পরিবেষ্টিত ও বন্দী করেন এবং মস্কোর ২০০ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যান। ইতিমধ্যে হিটলার তাঁর সাঁজোয়া বাহিনীকে আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। গুডেরিয়ান প্রথমত হিটলারের ইচ্ছা যাতে কার্যকর না হয় তার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে তিনি সফল হননি। তখন সরাসরি হিটলারের কাছে গিয়ে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে হিটলার ভুল করছেন এবং তাঁর এই রণনীতিক ভুলের জন্য ১৯৪১-এ জর্মনির সামগ্রিক বিজয়ের সম্ভাবনা নষ্ট হবে। গুডেরিয়ান তর্ক করে হিটলারকে স্বমতে আনতে পারেননি। বরং হিটলারের আদেশ মেনে নিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসেন। শীতকালীন রুশ প্রতি-আক্রমণের পর অন্যান্য অনেক জেনারেলের সঙ্গে গুডেরিয়ানও পদচ্যুত হন। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে হিটলার তাকে পানৎসার বাহিনীর ইনস্পেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৪৪-এর ২০ জুলাইয়ের বোমা ষড়যন্ত্রের পর তাঁকে জেনারেল স্টাফের চীফ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কোনো সৈনিকের পরামর্শ মেনে নেওয়ার মানসিক স্থৈর্য্য হিটলারের তখন ছিলনা। ১৯৪৫-এর ২১ মার্চ হিটলার তাঁকে বরখাস্ত করেন। ১০ মে মার্কিন সৈন্যের কাছে তিনি বন্দী হন।

জর্মন সামরিক বুদ্ধিজীবীদের সারাৎসার গুডেরিয়ান। অনুপ্রাণিত নেতৃত্বের ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

৪১। মার্টেল জেনারেল (Martel General)

ব্লিৎসক্রীগ রণনীতির অন্যতম উদ্ভাবক। তাঁর কাছে গুডেরিয়ান ঋণ স্বীকার করেছেন।

৪২। স্মিগলী-রিজ—৪নং টীকা দ্রষ্টব্য

৪৩। ব্রাউশিৎস, হ্বালটের ফন (Brauchitsch, Walter Von) ১৮৮১-১৮৪৮

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। ফ্রিৎসের পতনের পর ১৯৩৮-এ ব্রাউশিৎস জর্মনবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হন। তিনি প্রধান সেনাপতি হওয়ায় জর্মন সেনাবাহিনী উপকৃত হয়নি। কারণ হিটলারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তর্ক করার সাহস ছিল না তাঁর। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে মসকোর যুদ্ধে ব্যর্থতার জন্য তাঁকে দায়ী করা হয় এবং হিটলার তাকে পদচ্যুত করেন।

৪৪। বক, ফেডর ফন (Bock, Fedor Von) ১৮৮০-১৯৪৫

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। জর্মন আর্মি গ্রুপ 'বি'র সেনাপতি। ১৯৩৯-এ তিনি

পোল্যাণ্ডে আর্মি গ্রুপ 'বি'র নেতৃত্ব দেন। ১৯৪০এ এই আর্মি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে। ১৯৪১ রাশিয়া অভিযানের সময় তিনি আর্মি গ্রুপ সেণ্টারকে পরিচালনা করেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে তিনি পদচ্যুত হন। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে রুণ্ডস্টেটের আর্মি গ্রুপ সাউথের সেনাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মানস্টাইন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। যুদ্ধের শেষে তিনি শ্লেজহ্বিগ-হলস্টাইনে নিহত হন।

৪৫। ক্যুচলের, গেয়র্গ ফন (Küchler Georg Von)

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় তৃতীয় আর্মির অধিনায়ক ছিলেন। ক্যুচলেরের অষ্টাদশ আর্মির হল্যাণ্ড আক্রমণেও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঁর অষ্টাদশ আর্মি অরক্ষিত পারী দখল করে।

৪৬। ক্লুগে, গুন্টের ফন (Kluge, Gunther Von), ১৮৮২-১৯৪৪

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। পোল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে চতুর্থ আর্মির সেনাপতি হিসেবে অসামান্য সাফল্য লাভ করেন। রাশিয়ায় ১৯৪১-এর যুদ্ধে ক্লুগে গুডেরিয়ানের ঊর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে মতভেদ লেগেই ছিল। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে তিনি আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের (কেন্দ্র) অধিনায়কের পদে উন্নীত হন। তিনি রুশ প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে এই আর্মি গ্রুপের সফল আত্ম-রক্ষাতক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৪৪-এর ১ জুলাই হিটলার তাঁকে পশ্চিমের সেনাপতি হিসেবে রুণ্ডস্টেটের স্থলাভিষিক্ত করেন। ৬-১০ অগস্টে তিনি আভ্রাঁস প্রতি-আক্রমণ পরিচালনা করেন। এ-সময় সাময়িকভাবে তিনি হেডকোয়ার্টার ও হিটলারের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। ফলে হিটলার সন্দেহ করেন যে তিনি আলাদাভাবে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা চালাচ্ছেন। তিনি জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রীদের একজন। হিটলার তাঁকে হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠান। জর্মানি প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি আত্মহত্যা করেন।

৪৭। রুণ্ডস্টেট, কার্ল রুডল্‌ফ গের্ড ফন (Rundstedt, Karl Rudolf Gerd Von) ১৮৭৫-১৯৫৩

জর্মন ফিল্ড মার্শাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে ক্রমিক পদোন্নতি হয় তাঁর এবং একটি আর্মি গ্রুপের সেনাপতি হন। ১৯৩৮-এ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৯-এ পোল্যাণ্ড আক্রমণে সহায়তা করার জন্য হিটলার তাঁকে ডেকে পাঠান। পোল্যাণ্ড অভিযানে তিনি আর্মি গ্রুপ 'এ'র সেনাপতি ছিলেন। ১৯৪০-এর ফ্রান্স অভিযানেও তিনি আর্মি গ্রুপ 'এ'র অধিনায়ক ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর পরামর্শেই হিটলার ডানকার্কে পানৎসারদের অগ্রগতি রোধের আদেশ দেন। অপারেশন বার্বারোসার সময়ে তাঁর আর্মি গ্রুপ রুশ রণাঙ্গণের দক্ষিণাংশে যুদ্ধ করে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে তিনি পদচ্যুত হন। ১৯৪২-এর মার্চে অবসর জীবন থেকে তাঁকে আবার ডেকে আনা হয় এবং ১৯৪৪-এর জুলাই পর্যন্ত

তিনি পশ্চিমের প্রধান সেনাপতি হিসেবে কাজ করেন। জুলাইয়ে তিনি আবার পদচ্যুত হন কারণ তিনি ঐ সময়ে মিত্রপক্ষের সঙ্গে শান্তি আলোচনার কথা বলেছিলেন। সেপ্টেম্বরে ঐ পদে তিনি আবার বহাল হন। ১৯৪৫-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। মার্চমাসে হিটলার অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাঁকে পদত্যাগের অনুরোধ জানান। হিটলার তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেনাপতি হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ছিল কিন্তু কোনো মৌলিকতা ছিলনা।

৪৮। ব্লাস্‌কোহ্বিৎস, যোহানেস (Blaskowitz, Johannes)
জর্মন কর্নেল-জেনারেল। পোল্যাণ্ডের দখলদার জর্মন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পোল্যাণ্ডে জর্মন এস. এস বাহিনীর আচরণে তিনি ব্রাউখিৎসের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিচারালয়ে তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। বিচার আরম্ভ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি জেলে আত্মহত্যা করেন।

৪৯। লিস্‌ট, হ্বিলহেল্‌ম ১৮৮০—১৯৭১ (List Wilhelm)
জর্মন ফিল্ড মার্শাল। প্রথম দিকে এনৃজিনিয়ার অফিসার ছিলেন। পোল্যাণ্ড অভিযানের সময় তিনি চতুর্দশ আর্মির সেনাপতি ছিলেন এবং ফ্রান্স অভিযানের সময় সেনাপতি ছিলেন দ্বাদশ আর্মির। ১৯৪০-এ ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হল। গ্রীস আক্রমণকারী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৪২-এর জুলাই-অক্টোবরে রাশিয়ায় আর্মিগ্রুপ এ'র অধিনায়ক ছিলেন।

৫০। রাইষেনাউ, হ্বালটের ফন ১৮৮৪-১৯৪২ (Reichenau, Walter von)
জর্মন ফিল্ডমার্শাল। হিটলার ক্ষমতা দখলের আগেই রাইষেনাউ নাৎসীবাদ গ্রহণ করেছিলেন। হিটলার দুবার তাঁকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুবারই তাঁকে রাইষেনাউর শত্রুদের আপত্তি মেনে নিতে হয়। রাইষেনাউ অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির ও নির্মম মানুষ ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ডে দশম আর্মির এবং বেলজিয়ামে ষষ্ঠ আর্মির, অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের রাশিয়ায় আর্মিগ্রুপ দক্ষিণে তিনি রুণ্ডস্টেটের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁর অধিনায়কত্বেই এই আর্মিগ্রুপ স্টালিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৪২-এ বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

৫১। কেসেলরিঙ, আলবের্ট ১৮৮৫-১৯৬০ (Kesselring, Albert)
জর্মন ফিল্ড মার্শাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেসেলরিঙ প্রিন্স রুপ্রেষ্‌টের স্টাফে কাজ করেন। ১৯৩৩-এ তিনি সদ্য গড়ে ওঠা বায়ুবাহিনী লুফট্‌হ্বাফেতে চলে যান। ১৯৩৯-৪০-এ পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধে জর্মন বিমান বহরের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪১-এ তিনি দক্ষিণের প্রধান সেনাপতি হন এবং উত্তর আফ্রিকার অভিযান পরিচালনায় তিনি রোমেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেষ

পর্যন্ত তিনি রোমেলের কাছ থেকে আফ্রিকার অভিযান পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৩-এ তিনি জর্মন স্থল ও বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ইতালিতে তাঁর যুদ্ধ পরিচালনা আত্মরক্ষাত্মক রণনীতির বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ১৯৪৫-এর মার্চে তিনি পশ্চিমের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তিনিই আমেরিকানদের সঙ্গে আত্মসমর্পণের আলোচনা সম্পূর্ণ করেন। ইতালীয় বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার জন্য তাঁকে মৃতুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ শেষ পর্যন্ত মকুব করা হয়।

৫২। লোহ্‌র—Löhr
জর্মন সেনাপতি

৫৩। মলোটোভ, ভিয়াচেশ্লাভ মিখাইলোভিচ স্ক্রিয়াবিন (Molotov, Viatcheslav Mikhailovitch Skriabine)
সোভিয়েত রাজনীতিবিদ। ১৮৯০-এ জন্ম। সোভিয়েত রাশিয়ার বিদেশ-মন্ত্রী (১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ এবং ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬) ১৯৫৭ তে তিনি ক্ষমতা থেকে অপসৃত হন।

৫৪। শূলেনবের্গ ফ্রিয়েডরিষ হ্বেরনের ফন (Schulenberg, Friedrich Werner Von)
১৯৩৯-এ মসকোতে জর্মন রাষ্ট্রদূত। ১৯৩৯-এর নাৎসী-জর্মন চুক্তিতে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৫৫। সীগফ্রিড রেখা—Siegfried Line
ফরাসী-জর্মন সীমান্তে জর্মানি নির্মিত সীমান্তরক্ষী রক্ষাব্যূহ।

৫৬। রেডার, এরিষ ১৮৭৬-১৯৬০ (Raeder, Erich)
জর্মন নৌসেনাপতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি হিপ্পেরের চীফ অভ্ স্টাফ ছিলেন। তিনি ডগার ব্যাংক ও জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। জর্মানির ভার্সেই-উত্তর ছোট নৌবহরের অধ্যক্ষ হিসেবে এ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হন ১৯২৮-এ। তিনিই 'পকেট' যুদ্ধজাহাজ তৈরী করেন এবং হিটলার ক্ষমতা দখলের পর নতুন ধরণের ইউবোটও তিনিই নির্মাণ করেন। ১৯৩৯-এ তিনি গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হন। রেডারের লক্ষ্য ছিল একটি নতুন নৌবহর নির্মাণ। কিন্তু ১৯৩৯-এ যখন যুদ্ধ শুরু হল তখনও সেই নৌবহর নির্মিত হয়নি। কাজেই তাঁকে প্রধানত ইউবোটের উপরই নির্ভর করতে হল। ইউবোট আক্রমণ সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু তাঁর যুদ্ধ জাহাজ সফল হতে পারেনি। সুতরাং জানুয়ারি ১৯৪৩-এ ড্যোনিৎস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

৫৭। ভিডকুন, কুইসলিঙ ১৮৮৭-১৯৪৫ (Vidkun Quisling)
নরওয়েজীয় দেশদ্রোহী। ১৯৩১-৩৩-এ নরওয়ের যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। নরওয়েতে

একটি নাৎসী পার্টি গড়ে তোলেন এবং জর্মনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন। ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে কুইসলিঙ বের্লিনে যান এবং জর্মন সহায়তা পেলে তিনি কিভাবে অসলোতে একটি নাৎসী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় সে-বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯৪০-এর এপ্রিলে যখন জর্মনরা নরওয়ে অধিকার করে, তখন তিনি সেখানে একটি জর্মন পুতুল সরকারের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪৫-এ নরওয়ে মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তিনি এই সরকারের শীর্ষে ছিলেন। ১৯৪৫-এ তাঁর বিচার হয়। এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কুইসলিঙের নাম দেশদ্রোহীর সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে।

৫৮। ফলকেনহর্স্ট, নিকোলাউস ফন (Falkenhorst, Nikolaus Von)

জর্মন কর্নেল জেনারেল। নরওয়ে অভিযাত্রী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং তাঁর উপর এই অভিযানের প্রস্তুতির দায়িত্বও, ন্যস্ত হয়। তাঁর নরওয়ে অভিযান অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৪৫ পর্যন্ত সামরিক কমাণ্ডার হিসেবে তিনি নরওয়েতে ছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর একটি মিশ্রিত ব্রিটিশ ও নরওয়েজীয় সামরিক আদালতে তার বিচার হয় এবং তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড মকুব করে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

৫৯। অকিনেলেক, স্যার ক্লড ১৮৮৪—(Auchinlek, Sir Claude)

ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ করেন। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে তিনি ভারতীয় বাহিনীর উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অথবা ভারতীয় বাহিনীর স্টাফে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৯-এ যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন তিনি ভারতীয় আর্মির একজন লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল ছিলেন।

১৯৪১-এর জুন থেকে ১৯৪২-এর অগস্ট পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যে পশ্চিমের মরুভূমির অভিযানে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রোমেলের আক্রমণের বেগ তাঁকেই ধারণ করতে হয়েছিল। চার্চিলের সঙ্গে মতভেদের জন্য তাঁকে আবার ভারতে প্রধান সেনাপতি হয়ে ফিরে যেতে হয়। ১৯৪৭-এ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সৈন্য-বাহিনী ভাগ করার দায়িত্ব এসে পড়েছিল তার উপর।

৬০। ইয়ডল, আলফ্রেড (১৮৯০-১৯৪৬)

জর্মন জেনারেল। ১৯৩৮-এ ইয়ডল ও. কে. ডব্লিউর অপারেশন সেকসানের প্রধান নিযুক্ত হন। ফলে তিনি হিটলারের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হন এবং গোটা যুদ্ধের সময়েই তিনি তা ছিলেন। ফ্যুরেরের দৈনিক দুটি বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত নিপুণ স্টাফ অফিসার ও অক্লান্ত পরিশ্রমী ইয়ডল তার প্রশাসনিক রূপ দিতেন। যুদ্ধাপরাধী-হিসেবে ন্যুরিমবের্গে তাঁর বিচার হয় এবং ফাঁসি হয়।

৬১। হ্বারলিমণ্ট, হ্বালটের (Warlimont Walter)

জর্মন জেনারেল। ও. কে. ডব্লিউর জাতীয় সুরক্ষা সেকসনের প্রধান।

১৯৩৮-এর নভেম্বর থেকে অপারেশন্‌স স্টাফের প্রধানের দায়িত্ব ও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

৬২। আমেরি, লিওপোল্ড চার্লস মরিস স্টেনেট ১৮৭৩-১৯৫৫ (Amery, Leopold Chaurs Mauria Stennet)

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ভারতবর্ষের গোরক্ষপুরে জন্ম। হ্যারো ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। The Times সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং The Times History of the South African war ৭ খণ্ড সম্পাদনা করেন। বার্মিংহাম থেকে পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ১৯২২-এ তিনি প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯২৪-১৯২৯ পর্যন্ত উপনিবেশ সমূহের মন্ত্রী হন। চেম্বারলেন মন্ত্রীসভার পতনে তাঁর ভূমিকার জন্যই তিনিই বিশেষভাবে স্মরনীয় হয়ে আছেন।. ১৯৪০—১৯৪৫ পর্যন্ত ভারত ও ব্রহ্মদেশ সংক্রান্ত মন্ত্রী ছিলেন।

৬৩। হ্যালিফ্যাক্‌স—৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। এ্যাটলী, ক্লিমেণ্ট রিচার্ড এ্যাটলী (প্রথম আর্ল) ১৮৮৩-১৯৬৭ (Attlee, Clement Richard Attlee, Ist Earl)

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা এবং জুলাই ১৯৪৫ থেকে অক্টোবর ১৯৫১ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১৯০৭-এ তিনি ফ্যাবিয়ান সোসাইটিতে এবং ১৯০৮-এ ইনডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টিতে যোগ দেন। সে-সময় থেকে তিনি একজন নৈষ্ঠিক সমাজতন্ত্রীরূপে কাজ করে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পদাতিক রেজিমেণ্টে যোগ দিয়ে গ্যালিপোলি ও মেসোপোটামিয়ায় যুদ্ধ করেন।

কমন্স সভায় এ্যাটলীর উত্থান ধীরগতিতে হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে যখন তিনি ব্রিটেনের প্রথম লেবার প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন তাঁর মন্ত্রিসভায় তাঁর চেয়েও বেশি প্রভাবশালী লোক ছিলেন। কিন্তু তিনিই নেতা হিসেবে লেবার সরকারকে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর আমলেই ভারতের বিভাজন ও স্বাধীনতা আসে।

৬৫। গ্রীনউড, আর্থার ১৮৮০-১৯৫৪ (Greenwood, Arthur)

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ত্রিশের দশকে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। নাৎসী আগ্রাসন প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ওয়েকফিল্ড থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য হন। এই গ্রীনউডই যখন পার্লামেণ্টে জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুকূলে বলতে ওঠেন, তখন আমেরি তাকে বলেছিলেন, "ইংলণ্ডের হয়ে কথা বলুন।"

১৯৪০-এ যখন চার্চিল কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন। তখন তিনি সমর ক্যাবিনেটের সদস্য হন। ১৯৪৫-এ লেবার পার্টির বিজয়ের

পর গ্রীনউড লর্ড প্রিভিসীলরূপে মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ১৯৪৭-এর হেমন্তকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন।

৬৬। আলেকজাণ্ডার, এ. ভি, (Alexander, A. V)
ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। ব্রিটিশ লেবার পার্টি'র নেতা। চার্চিলের যুদ্ধকালীন কোয়ালিশন সরকারে নৌদপ্তরের মন্ত্রী।

৬৭। মরিসন অভ্ ল্যাম্বেথ, হারবার্ট স্ট্যানলি মরিসন, ব্যারন ১৮৮৫-১৯৬৫ (Morrison of Lambeth, Herbert Stanley Morrison, Baron)

ব্রিটিশ লেবার রাজনীতিবিদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের কোয়ালিশন সরকারে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যুদ্ধোত্তর লেবার গভর্নমেণ্টের সদস্য ছিলেন তিমি। ১৯৫৫ তে যখন এ্যাটলী লেবার পার্টির নেতৃত্ব থেকে অবসর নেন, তখন মরিসন নেতৃত্বপদপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু হিউ গেইটস্কেলের কাছে তিনি পরাজিত হন। ১৯৫৯-এ তিনি কমন্সসভা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

৬৮। ডালটন, হিউ (Dalton Hugh)
ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। চার্চিলের ১৯৪০-এর কোয়ালিশন সরকারের আর্থ-নীতিক যুদ্ধম্ভকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

৬৯। লীব, ভিলহেলম রিট্টের ফন ১৮৭৬-১৯৫৬ (Leeb, Wilhelm Ritter Von)

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। ত্রিশের দশকে লীব ও রুণ্ডস্টেট সৈন্যবাহিনীর দুজন সর্বোচ্চ অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু দুজনের একজনও নাৎসী পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। ব্লোমবের্গ-ফ্রিৎস সংকটের পর দুজনকেই অবসর নিতে হয়। পোল্যাণ্ড অভিযানের সময়ে দুজনকেই আবার ডেকে পাঠানো হয়। পোল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে অভিযানের সময় তিনি আর্মিগ্রুপ 'সি'র অধিনায়ক ছিলেন। রাশিয়াতে তিনি আর্মিগ্রুপ 'উত্তর'-এর অধিনায়ক ছিলেন। এই আর্মি গ্রুপই লেনিনগ্রাড পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৯৪২-এর জানুআরিতে তিনি পদচ্যুত হন। লীব সমরতাত্ত্বিক ছিলেন। তিনি 'সক্রিয় আত্মরক্ষা'র সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর রণনীতিক মতবাদ Die Abwehr (আত্মরক্ষা) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭০। গ্যামেল্যাঁ, মরিস গুস্তাভ (১৮৭২-১৯৫৮) (Gamelin, Maurice Gustave)

ফরাসী জেনারেল। বিশুদ্ধ স্টাফ অফিসারের দৃষ্টান্ত। এই ধরনের স্টাফ অফিসার এ-সময়ে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রে অনেক দেখা গিয়েছিল। ফ্রান্সের সামরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা শুভ হয় নি। ১৯১৪-তে তিনি জফ্রের স্টাফে ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোটা সময়টাই সামরিক হেডকোয়ার্টারে

অপারেশন সেকসনের প্রধান ছিলেন। ১৯৪০-এ যখন জর্মন আক্রমণ এল তখন এই আক্রমণের মুখোমুখি তাঁর অকর্মণ্যতার প্রমাণ হয়ে গেল। ১৯৪০-এর ১৯ মে জেনারেল ওয়েগাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

৭১। মানস্টাইন, এরিষ ফন লেহ্বিনস্কি গেনান্ট ফন ১৮৮৭ (Manstein, Erich von Lewinski Gennant von)

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। ১৯৪০-এ যখন তিনি জর্মন আর্মি গ্রূপ 'এ'র স্টাফ অফিসার ছিলেন, তখন তিনি পশ্চিমে ফরাসী-ব্রিটিশ রক্ষারেখা ভেদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনার কথা হিটলার জানতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত এই মানস্টাইন পরিকল্পনার ভিত্তির উপরই ফ্রান্সে জর্মন আক্রমণের শিকেলশ্নিট পরিকল্পনা রচিত হয়। সেপ্টেম্বরের ১৯৪১-এ তিনি রাশিয়ায় জর্মন একাদশ আর্মির অধিনায়ক হন এবং ক্রাইমিয়া অধিকার করেন। তারপর তিনি ককেশাসে অগ্রসর হন। নভেম্বরের ১৯৪২-এ আর্মি গ্রূপ ডনের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩-এর ফেব্রুআরি-মার্চে খারকভে তাঁর প্রতি-আক্রমণ সফল হয়। মার্চের ১৯৪৪-এ হিটলার তাঁকে পদচ্যুত করেন। তাঁর 'তরল আত্মরক্ষার' মতবাদের জন্য তিনি হিটলারের বিরাগভাজন হন। গতিশীল যুদ্ধের কৌশলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে তিনি সর্বজনস্বীকৃত।

৭২। হালডের, ফ্রানৎস ১৮৮৪ (Halder, Franz)

জর্মন জেনারেল এবং চীফ অভ্ স্টাফ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রিন্স রুপ্রেষটের স্টাফে কাজ করতেন। ১৯৩৮-এ বেকের পদত্যাগের পর তিনি আর্মির চীফ অভ্ স্টাফ পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৯-৪০-এর ডিসেম্বরে তিনি ফ্রান্স আক্রমণ পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন মানস্টাইনের পরিকল্পনার ভিত্তির উপর তাঁকে ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হল তখন তিনি ঐ পরিকল্পনাকেই সিকেলশ্নিটে রূপান্তরিত করেন, যা শেষ পর্যন্ত বিস্ময়কর সফলতা লাভ করে। রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনাও তিনিই রচনা করেছিলেন, কিন্তু এই পদ্ধতি কার্যকর করা সম্পর্কে হিটলারের সঙ্গে তার মতভেদ হয়। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে তিনি পদচ্যুত হন। ১৯৪৪-এর জুলাইয়ের বোমা ষড়যন্ত্রের পর হিটলার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি।

৭৩। রাইনহার্ট, গেয়র্গ হানস (Reinhardt, Georg Hans)

জর্মন জেনারেল। ফ্রান্সের যুদ্ধে একটি জর্মন-কোরের অধিনায়ক ছিলেন।

৭৪। কোরা, জেনারেল আঁদ্রে-জর্জ (Corah, Gen. André-George)

ফরাসী নবম আর্মির সেনাপতি। জর্মন পানৎসার আক্রমণের ঝড় এসে আছড়ে পড়ে মেউজের অপর পারে কোরার নবম আর্মির উপর। জর্মন পানৎসার আক্রমণের প্রতিরোধে কোরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ফলে জেনারেল জেনারেল কোরা পদচ্যুত হন।

৭৫। ফম- (Fomme)
জর্মন সেনাপতি

৭৬। ওয়েলস, সামনার (Welles Sumner)
১৯৩৯-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডার সেক্রেটারি অভ্ স্টেট ছিলেন। ১৯৪০-এর ২৯ ফেব্রুআরি তিনি শান্তি আলোচনার জন্য বোর্লিনে আসেন। বলা বাহুল্য আলোচনা ব্যর্থ হয়।

৭৭। জর্জ, জোসেফ (১৮৭৫-১৯৫১) (George, Joseph)
ফরাসী জেনারেল। ১৯৪০-এ গামেল্যাঁ ফরাসী প্রধান সেনাপতি হলেও উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের সেনাপতি হিসেবে ১৯৪০-এর মে মাসে জর্মন আক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান দায়িত্ব ছিল জেনারেল জর্জের উপর। কর্মজীবনে কয়েকজন বিখ্যাত ফরাসী সামরিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। যথা ফশ, পেতাঁ্যা ও মাজিনো। সম্ভবত তাঁর পদোন্নতির কারণও তাই। ১৯৩৫ থেকে তিনি গামেল্যাঁর সহকারী ছিলেন। ১৯৪০-এর যুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্ত এই সেনাপতি জর্মন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারেননি।

৭৮। বিলোত, জেনারেল গাস্ত-আঁরি-গুস্তাভ (Billotte, General Gaston-Henry-Gustav)
ফরাসী জেনারেল।

৭৯। রোতো, জেনারেল জি (Roton, General Ge)
ফরাসী জেনারেল

৮০। দুমের্ক, জেনারেল আঁদ্রে (Doumenu, General André)
ফরাসী জেনারেল

৮১। ক্লেইস্ট, পল এহ্বালড ফন (১৮৮১-১৯৫৪) (Kleist, Paul Ewald Von)
জর্মন ফিল্ড মার্শাল। ১৯৪০-এর মে মাসে ক্লেইস্টের পানৎসার গ্রূপই আর্দেন রণাঙ্গন ছিন্ন করে এবং মিত্রপক্ষীয় বূ্যহ ছিন্ন করে সমুদ্র পর্যন্ত পানৎসার করিডর তৈরী করে দেয়। ১৯৪১-এর জুনে তাঁর পানৎসার গ্রূপ ১ কিয়েভ অভিমুখী আর্মি গ্রূপ দক্ষিণের পুরোভাগে ছিল। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে তিনি নবগঠিত আর্মি গ্রূপ-'এ'র অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং এই বাহিনীকে ককেশাস অভিমুখে পরিচালিত করেন। রাশিয়া থেকে পশ্চাদপসরণের সময় তিনি দক্ষিণ য়ুক্রেনে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি রুশবাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং বন্দীদশায়ই তার মৃত্যু ঘটে।

৮২। ব্লাঁসার, জেনারেল জ্যাঁ-জর্জ-মোরিস (Blanchard, General Jean-George-Maurice)
ফরাসী জেনারেল।

৮৩। গর্ট, জন স্ট্যাণ্ডিস সার্টিস প্রেণ্ডেরগাস্ট ভেরেকার, ষষ্ঠ ভাইকাউণ্ট গর্ট (১৮৮৬-১৯৪৬) (Gort, John Standish Surtees Prendergast Vereker, 6th Viscount Gort)

ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট অভিজাত। তার শৌর্যের কিংবদন্তী গড়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ভি. সি. (V. C.) এম. সি (M. C.), ডি. এস. ও. (D. S. O.) প্রভৃতি অর্জন করেন। ১৯৩৭-এ হোরবেলিশা গর্টকে ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের প্রধান নিযুক্ত করেন। ১৯৩৯-এ ফ্রান্সে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন গর্ট। জর্মন আক্রমণের সময় তিনি এই বাহিনীর পরিচালনা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই ডানকার্কে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর সফল উদ্বাসন হয়। যুদ্ধ বিযুক্তি ঘটিয়ে উপকূল অভিমুখে যাত্রার সঠিক সিদ্ধান্ত তিনিই নিয়েছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলেই ব্রিটিশ বাহিনী রক্ষা পায়। জর্মন বিমান আক্রমণের সময় তিনি মাল্‌টার গভর্নর ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি প্যালেস্টাইনের হাইকমিশনার নিযুক্ত হন।

৮৪। জিরো, আঁরি (১৮৭৯-১৯৪৯) (Giraud, Henri)

ফরাসী জেনারেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুঃসাহসিক যোদ্ধা। তাঁর দুর্ভাগ্য জেনারেল কোরার নবম আর্মির ভার তাঁকে এমন সময় নিতে হয়েছিল যখন জর্মন আক্রমণে সেই আর্মির ভাঙন প্রায় সম্পূর্ণ। জর্মনদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু বন্দীদশা থেকে পালিয়ে জিব্রাল্‌টার চলে যান। সেখান থেকে ব্রিটিশ সাবমেরিন তাকে উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে দেয়। মিত্রপক্ষ এসময় তাঁকে স্বাধীন ফরাসীর (Free French) নেতা হিসেবে দ্য গলের বিকল্প বলে ভাবতে শুরু করেছিল। তিনি বিশেষভাবে আমেরিকানদের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিভা নেই। অতএব ১৯৫৪-এর নভেম্বরে তিনি জাতীয় মুক্তি কমিটির (Committee of National Liberation) যুগ্ম-সভাপতির পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

৮৫। উঁতজিজে, জেনারেল চার্লস (Huntziger, General Charles)

ফরাসী জেনারেল

৮৬। স্টুডেণ্ট, কুর্ট (Student, Kurt)

ছত্রী যুদ্ধের অন্যতম প্রবর্তক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি টানেনবের্গে, শ'পাইন ও ভর্দ্যায় যুদ্ধ করেন। হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের আমলে তিনি দশ বছর যুদ্ধমন্ত্রকের বিমানবাহিনী সম্পর্কিত উপদেষ্টা ছিলেন। লুফ্‌ট্‌হ্বাফের সংগঠনেও তিনি সহায়তা করেন এবং পরে একটি ছত্রী-বাহিনী সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪০-এর হল্যাণ্ড অভিযানে তিনি এই ছত্রী-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। এই অভিযানে তিনি ভয়ানকভাবে আহত হয়েছিলেন। ১৯৪১-এর মে'তে তিনি বিমানবাহিত ছত্রী-বাহিনীর দ্বারা ক্রীট আক্রমণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা কার্যকর করেন। স্টুডেণ্ট যে ছত্রী-বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন তা ১৯৪৩-৪৪-এ ইতালিতে শত্রুর সফল প্রতিরোধের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৯৪৪-এ বিমানবাহিত ব্রিটিশ বর্মিত বাহিনীর আর্নহেম

আক্রমণও ব্যর্থ হয়েছিল স্টুডেন্টের প্রথম ছত্রী-আর্মির তৎপরতার জন্যই। স্টুডেন্ট আর্মি গ্রুপ 'সি'র অধিনায়কের পদে উন্নীত হন। যুদ্ধাবসান পর্যন্ত তিনি এই পদেই বহাল ছিলেন।

৮৭। হ্যোপনের, এরিষ (১৮৮৬-১৯৪৪) (Hopner, Erich)

জর্মন পানৎসার জেনারেল। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। ১৯৪১-এর মস্কো অভিমুখী অভিযানে তাঁর নেতৃত্বে চতুর্থ পানৎসার গ্রুপ অত্যন্ত সাফল্য লাভ করে এবং মসকো শহরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। কিন্তু ডিসেম্বরে জুকভের প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের ধাক্কা তাঁকেই সইতে হয় এবং পিছু হঠতে হয়। এই ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হিটলার তাঁকে পদচ্যুত করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর পদমর্যাদাও কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৪৪-এর ২০ জুলাইয়ে হিটলার বিরোধী ষড়যন্ত্রে তিনি যুক্ত ছিলেন। ৮ অগস্ট তার ফাঁসি হয়।

৮৮ মণ্টগোমারি, বার্নার্ড ল (প্রথম ভাইকাউণ্ট মণ্টগোমারি অভ্ আলামেইন) ১৮৮৭ (Montgomery, Bernard Law: 1st Viscount Montgomery of Alamein)

ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শাল। স্যানড্‌হার্স্ট থেকে পাশ করে তিনি রয়্যাল ওয়ারউইকশায়ার রেজিমেণ্টে যোগ দেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আহত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন তিনি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের পদে উন্নীত হয়েছেন। ১৯৩৯-এ তিনি ফ্রান্সে ব্রিটিশ তৃতীয় ডিভিশনের কমাণ্ডার ছিলেন। ১৯৪২-এ তিনি পশ্চিমের মরুভূমির অষ্টম আর্মির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ৩১ অগস্ট—৭ সেপ্টেম্বরের আলাম হালফার যুদ্ধে তিনি রোমেলের কাইরো অভিমুখে অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেন। ২৩ অক্টোবর তিনি এল এ্যালামেইনে রোমেলকে প্রতি-আক্রমণ করেন। ১২ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর অষ্টম আর্মি রোমেলের নেতৃত্বাধীন জর্মন-ইতালীয় প্রতিরোধ ভেঙে দেয় এবং জর্মন-ইতালীয় বাহিনীকে পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। এই পশ্চিম দিকেই আলজেরিয়ায় ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন প্রথম আর্মি অবতরণ করেছে। এই যুদ্ধে মণ্টগোমারির নেতৃত্ব এবং যুদ্ধের পর তাঁর ধীরগতি পশ্চাদপসরণ সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এল এলামেইনের যুদ্ধই ব্রিটেনের প্রথম বিজয়। হয়তো সেই কারণেই তিনি কোনো হঠকারী কাজ করতে চাননি। ১৯৪৩-এর জুলাইয়ে তিনি সৈন্যবাহিনীকে সিসিলিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে সেপ্টেম্বরে চলে যান ইতালিতে। ইতালিতে সাংগ্রো নদী পর্যন্ত পৌঁছবার পর তাকে ব্রিটেনে ডেকে পাঠানো হয়। কারণ য়োরোপ আক্রমণের পরিকল্পনায় তাঁকে জেনারেল আইজেনাওয়ারের অধীনে স্থলবাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। নর্মাণ্ডিতে অবতরণের পর মিত্রপক্ষের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একটি সংকীর্ণ রণাঙ্গন ব্যেপে অতি দ্রুতগতিতে জর্মানিতে অগ্রসর হওয়ার যে পরিকল্পনা মণ্টগোমারি কার্যকর করার চেষ্টা করেন, তা সেপ্টেম্বরে

আর্নহেমে বিপর্যয় নিয়ে আসে। ডিসেম্বরে আর্দেনে জর্মন প্রতিআক্রমণ প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধাবসানের পর তিনি ইম্পিরিয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান এবং ন্যাটোর ডেপুটি কমাণ্ডার হন।

৮৯। রোমেল, এরহিবন (১৮৯১-১৯৪৪) (Rommel, Erwin)

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে খ্যাতনামা সেনাপতি। দুঃসাহসিক ও অসামান্য দক্ষ রণকৌশলবিদ রোমেলের অনুপ্রাণিত নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। হ্বুরটেমবুর্গে জন্ম এবং জর্মন স্কুল-শিক্ষকের পুত্র। এই দুই কারণেই সৈন্যবাহিনীর প্রভাব থেকে তার দূরে থাকার কথা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই বোঝা গেল তিনি সহজাত সৈনিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তিনি সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানে ভূষিত হন।

যুদ্ধের প্রতি রোমেলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্লিৎসক্রীগের নীতির বিস্ময়কর মিল ছিল। ১৯৪০-এর মে'তে তিনি সপ্তম পানৎসার ডিভিশনের অধিনায়ক রূপে মেউজ অতিক্রম করে ফ্রান্স আক্রমণের সুযোগ পান। তিনি তাঁর সপ্তম পানৎসার নিয়ে অনায়াসে মেউজ অতিক্রম করেন এবং তারপর ফ্রান্সের বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে চ্যানেলের দিকে তাঁর ঊর্ধ্বশ্বাস নাটকীয় দৌড়ের কোনো তুলনা নেই।

১৯৪১-এ হিটলার রোমেলকে আফ্রিকা কোর নামে জর্মন অভিযাত্রী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে আফ্রিকায় পাঠান। আফ্রিকায় পৌঁছেই প্রচণ্ড প্রত্যাক্রমণ করে তিনি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন। পরের বছরও যুদ্ধের রাশ তাঁর হাতেই থেকে যায়। ১৯৪২-এ তিনি কাইরো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু মণ্টগোমারি তাঁকে আলাম হালফাতে রুখে দেন এবং এল এ্যালামেইনের যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এর পর তিনি টিউনিশিয়ায় অসামান্য কুশলী পশ্চাদপসরণ করেন। সেখানে তাঁর প্যাঁচিতে ইতিমধ্যেই একটি ইঙ্গ-মার্কিন আর্মি অবতরণ করেছিল। মারেথ রেখার অসামান্য দক্ষ আত্মরক্ষার দ্বারা তিনি ১৯৪৩-এর মে পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় জর্মন-ইতালীয় বাহিনীর আত্মসমর্পণ বিলম্বিত করে দেন।

ইতিমধ্যে তাঁকে বের্লিনে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি ফ্রান্সে রুণ্ডস্টেটের অধীনে আর্মি গ্রূপ 'বি'র অধিনায়ক নিযুক্ত হন। অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর উপর : চ্যানেল পেরিয়ে যে মিত্রপক্ষীয় আক্রমণ আসন্ন তা প্রতিরোধ করতে হবে রোমেলকে। কিন্তু এই প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে রুণ্ডস্টেটের সঙ্গে তাঁর মতের বনিবনা হয়নি। রুণ্ডস্টেট মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তির আঘাত হানার ক্ষমতার অবমূল্যায়ন করেছিলেন এবং ট্যাঙ্ককে তিনি প্রত্যাঘাত হানার জন্য দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। রোমেল ট্যাঙ্কবাহিনীকে একেবারে সমুদ্রের তীরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। হিটলার যে আপোষরফা উভয়ের উপর চাপিয়ে দিলেন তাতে দুজনের কেউই খুশী হননি। যাহোক এই

মতভেদ শেষ পর্যন্ত অবান্তর হয়ে যায়। কারণ মিত্রপক্ষীয় বায়ুশক্তি অপ্রতি-রোধ্য হয়ে ওঠে। জর্মনির হাতে তার কোন জবাব ছিলনা। মিত্রপক্ষীয় সেতুমুখ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জর্মনির যুদ্ধ যখন চরমে উঠেছে তখন একটি ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান রোমেলের গাড়ির উপর মেসিনগানের গুলি চালায়। রোমেল গুরুতরভাবে আহত হন। তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই হিটলার সন্দেহ করেন যে, তিনি ২০ জুলাইয়ের বোমা ষড়যন্ত্রে জড়িত। তাঁকে দুটি প্রস্তাব দেওয়া হয় : হয় তিনি আত্মহত্যা করবেন নয়তো জনতার আদালতে তাঁর বিচার হবে। রোমেল আত্মহত্যাই বেছে নেন। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেল বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

৯০। বাল্‌ক্‌, হেরমান (Balck Hermann)

জর্মন জেনারেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত হন। ১৯৪০-এ সেদাঁর যুদ্ধে বাল্‌ক্‌ গুডেরিয়ানের পানৎসার কোরের প্রথম পানৎসার ডিভিশনের একটি পদাতিক রেজিমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন। মেউজের অপর তীর অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিমান আক্রমণের সুযোগ নিয়ে রবারের ডিঙ্গিতে তিনি তাঁর পদাতিক বাহিনীকে বিশেষ ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই অন্য তীরে নিয়ে যান। মিউজের অপর তীরে তিনি যে সেতু-মুখ প্রতিষ্ঠা করেন তা ব্যবহার করেই জর্মন ট্যাঙ্কবাহিনীর পক্ষে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের যুদ্ধজয় সম্ভব হয়েছিল।

রাশিয়া অভিযানের সময় তাঁকে একটি ডিভিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়া অভিযানের আত্মরক্ষাত্মক পর্যায়ে রণকৌশলে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন, সেজন্য পনের মাসের মধ্যে তিনি জেনারেলের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে তাঁকে আর্মি গ্রুপ 'জি'র অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বাল্‌কের প্যাটনের বিরুদ্ধে লোরেনের আত্মরক্ষার পরিচালনাতে হিটলার অসন্তুষ্ট হন। অতএব হিটলার বাল্‌কের পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁকে হাংগেরিতে একটি আর্মির অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। বাল্‌ক্‌-হাংগেরি থাকাকালীনই যুদ্ধ শেষ হয়। "মানস্টাইনকে যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ রণনীতিবিদ বলা যায়—তবে বাল্‌ক্‌ এই যুদ্ধে রণাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ কমাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।"

৯১। ব্রুক, অ্যাল্যান (প্রথম ভাইকাউন্ট অ্যাল্যান ব্রুক অভ্‌ ব্রুকবরো) (১৮৮৩-১৯৬৩) (Brooke, Alan (1st Viscount Alanebrooke of Brook-borough)

ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৯-এ ফ্রান্সে ব্রিটিশ ২ কোরের অধিনায়ক ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর কোরকে নিয়ে ডানকার্কে পশ্চাদপসরণ করেন। ১৯৪১-এ তিনি ইম্পিরিয়াল জেনারেল

স্টাফের প্রধান নিযুক্ত হন। এই পদাধিকার বলেই গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি চার্চিলের কনুইয়ের পাশে ছিলেন। ফলে চার্চিলের অনেক সামরিক সিদ্ধান্ত ব্রুকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

৯২। ফশ, ফার্দিনান্দ (১৮৫১-১৯২৯) (Foch, Ferdinand)

ফরাসী মার্শাল। বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিকদের অন্যতম। ১৮৭৩-এ তিনি আর্টিলারি বাহিনীতে কমিশন পান। ১৯১৪-র আগে তাকে কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। ১৮৯৫-১৯০০ পর্যন্ত তিনি একল দ্য গ্যারে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৩-এ প্র্যাঁসিপ দ্য লা গ্যার (Principes de la Guerre) নামে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতে তাঁর সমরতত্ত্ব বিবৃত। তাঁর সমর-তত্ত্বের আসল কথা হল: বিজিগীষা (The will to Conquer)। সেনাপতির পক্ষে তাঁর নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল থাকা উচিত এবং এই ধারণার দ্বারা সৈন্যবাহিনীকেও অনুপ্রাণিত করা উচিত।' এই ধারণা গভীর-ভাবে ফরাসী বাহিনীকে প্রভাবিত করে এবং এই ধারণার উপরই ফরাসী রণকৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ শত্রুকে পরাজিত করার জন্য ফরাসী বাহিনী নিরবছিন্ন আক্রমণের (Offensive à outranche) নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু এই তাত্ত্বিক ধারণা তাঁর মনের নমনীয়তা নষ্ট করে দেয়নি। মোর্বাঙ্গে ২০ কোরের আক্রমণের পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র বিজীগিষার দ্বারা মেসিনগানকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া যায় না।

জফ্‌র তাকে নবম আর্মির সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই নবম আর্মির মার্নের যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯১৮-তে প্রকৃত ক্ষমতা আসে তাঁর হাতে। তিনি মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। সুতরাং তিনি মিত্রপক্ষীয় পরিকল্পনা সমন্বিত করে জর্মন অগ্রগতি বন্ধ করেন এবং পরে মিত্রপক্ষের আক্রমণের নেতৃত্ব দেন যা যুদ্ধের অবসান ঘটায়।

৯৩। জফ্‌র, জোসেফ জাক সেজের (১৮৫৩-১৯৩১) (Joffra, Joseph Jacques Césaire)

ফ্রান্সের মার্শাল। ১৮৭০-৭১-এ জুনিয়ার এন্‌জিনিয়ার অফিসার জফ্‌র পারীর আত্মরক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উচ্চতর সমরপরিষদের সহ-সভাপতি হন ১৯১১-তে। অতএব রণপরিকল্পনা প্রস্তুতির দায়িত্বও তাঁর উপর এসে পড়ে। তিনি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাতে তিনি ধরে নেননি যে প্রধান জর্মন ধাক্কা আসবে বেলজিয়ামের মধ্যদিয়ে। সুতরাং সাধারণ ফরাসী জর্মন সীমান্তেই তিনি প্রধান রক্ষাব্যূহ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৪-তে জর্মনপ্রধান ধাক্কা এল বেলজিয়ামের মধ্য দিয়েই। সুতরাং জফরকে নতুন করে সেনাবিন্যাস করতে হল। তাতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর স্নায়ু বিকল হয়ে যায় নি। অনায়াসে স্নায়ুর চাপ সহ্য করেছিলেন তিনি এবং দীর্ঘ পশ্চাদপসরণের ঝুঁকি

নিয়েছিলেন। এই পশ্চাদপসরণের সময়ই অধীনস্থ সেনাপতিদের সহ-যোগিতায় তিনি হঠাৎ প্রতি-আক্রমণ করে মার্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন। পরবর্তী 'সমুদ্রের দিকে দৌড়ের' সময় তাঁর রণনীতি ছিল উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সে একটি শক্তিশালী আত্মরক্ষাত্মক রেখা প্রতিষ্ঠা করা। ১৯১৬-তে তিনি ভর্দ্যাঁর আত্মরক্ষা ও সোমের আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই বছরের ডিসেম্বর থেকে সরকারের উপর তার প্রভাব কমে যায় এবং তাঁকে মার্শালের অতিশয় মর্যাদাসম্পন্ন পদ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হয়।

জফ্‌র অণুপ্রাণিত সেনাপতি ছিলেন তা বলা চলে না। কিন্তু যে কোনো বিপর্যয়ে অবিচলিত ও সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন এই সেনাপতি চরম দুর্দিনে ফ্রান্সের মনোবল অটুট রেখেছিলেন।

৯৪। গালিয়েনি, জোসেফ সিমঁ (১৮৪৯-১৯১৬) (Gallieni, Joseph Simon)

ফরাসী জেনারেল। সেঁ-সির থেকে শিক্ষালাভ করে ১৮৭০-এ তিনি ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন। ফরাসী প্রুশীয় যুদ্ধের সময় তিনি আফ্রিকায় যুদ্ধ করেন। ১৮৯৬ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত তিনি মাদাগাস্‌কারের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। ১৯১৩-তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁকে পারীর সামরিক গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। পারীর দিকে ফন ক্লুকের বাহিনী যখন এগিয়ে আসছিল তখন তিনি পারীর বাহিনী নিয়ে হঠাৎ উরস্‌কে ক্লুকের বাহিনীর পার্শ্ব আক্রমণ করেন। এই পার্শ্ব আক্রমণই মার্নের নিষ্পত্তির যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় নিয়ে আসে। অক্টোবর ১৯১৫ থেকে মার্চ ১৯১৬ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন এবং অতিরিক্ত কাজের চাপেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৯৫। ডিল, স্যার জন গ্রীয়ার (Dill, Sir John Greer)

ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর ১ কোরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪০-এ তিনি ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের প্রধান নিযুক্ত হন। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়ায় এ্যাল্যানব্রুক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ডিল ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ সামরিক মিশনের প্রধান নিযুক্ত হন।

৯৬। কাইটেল, হ্বিলহেল্‌ম (১৮৯২-১৯৪৬) (Keitel, Wilhelm)

জর্মন ফিল্ডমার্শাল। গোটা বিশ্বযুদ্ধের সময় কাইটেল ছিলেন হিটলারের মুখপাত্র। যে সামরিক বিচারালয় ১৯৪৪-এর জুলাইয়ের সামরিক ষড়যন্ত্র-কারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়, তিনি সেই বিচারালয়ে সভাপতিত্ব করেন। যুদ্ধাপরাধের জন্য ন্যুরেমবের্গে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

৯৭। আয়রণ সাইড, এডমণ্ড (প্রথম ব্যারণ) ১৮৮০-১৯৫৯ (Ironside Edmond) (Ist Baron)

ব্রিটিশ ফিল্ডমার্শাল। ১৯১৪-১৮ তে তাঁকে উত্তর রাশিয়ায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি স্টাফ কলেজের কমাণ্ডার ছিলেন। ১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর হোরবেলিশা তাঁকে ইম্পিরিয়াল স্টাফের প্রধান নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি এই পদ পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ডানকার্কের পর তাঁকে এই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

৯৮। ওয়েগাঁ, মাক্সিম ১৮৬৭-১৯৬৫ (Weygand, Maxime)

ফরাসী জেনারেল। সেঁ-সির থেকে অশ্বারোহী বাহিনীতে কমিশন পান। ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরে ফশ তাঁকে তার চীফ্ অফ স্টাক নিযুক্ত করেন। ১৯১৬ তে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ফশের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১৯২০-এ তাঁকে পোল্যাণ্ডে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি পোলবাহিনীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করেন। ১৯৪১-এর ১৯মে রেনো তাঁকে লেবানন থেকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে গামেল্যাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ওয়েগাঁ সোমের দক্ষিণে ওয়েগাঁ রেখা সংগঠিত করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জর্মন বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। ৫ থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত এই ফ্রান্সের যুদ্ধ হয় এবং প্রতিরোধ যখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে তখন তিনি পেতাঁকে যুদ্ধ বিরতির কথা বলেন। ১৯৪০-এ তিনি ভিসীর যুদ্ধমন্ত্রী হন। ১৯৪২-এ গেস্টাপো তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ফ্রান্সের মুক্তির পর তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। কিন্তু বিচারের পর ১৯৪৮-এ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

Albert-Sorel, Jean : Le Chemin de Croix, 1939-1940, Paris 1943.

Bauduin, Paul : Neuf moins au gouvernment, Avril-Decembre, 1940, Paris.

Beaufre, General André : (1) Le Drame de 1940. Paris 1965, (2) Introduction à la Stratégie, Paris. 1963.

Blumentrit, G. Von : Von Runstedt : The Soldier and the Man (London, 1952)

Bonnet George : Defence de la paix, ,2 vols. Geneva, 1948.

Booth Clare : European Spring. New York, 1940.

Brogan, Denis William : France under the Republic : The Development of Modern France (1870-1939).

Bryant Arthur : The turn of the tide. London, 1957.

Churchill, Sir Winston : The Second World War. 6 vols. London 1948-1953, Vol. I, The Gathering Storm.
Vol. II, Their finest Hour.

Clauzewitz : On War.

Count Ciano : The Ciano Diaries, 1939-1943.

Coulondre, Robert : De Stalin à Hitler. Souvenin de deux ambassades, 1936-1939. Paris 1950.

Craig Cordon A. and Gilbert, Felix (eds) The Diplomats 1919-1939, Princeton.

Craig Cordon. A : Germany 1866-1945, Oxford University Press, 1978.

Doumenc, General André : Histoire de la 9e armée. Paris, 1945.

Draper Theodore : The Six Weeks Wan. Methuen, 1946.

Earl, Edward Mead (ed.) : Makers of Modern Strategy, Military thought from Machiavelli to Hitler.

Ellis, Major L. F. : The War in France and Flanders, 1939-1940. London, 1953.

Feiling, Keith : The Life of Neville Chamberlain, London, 1946.

François-Poncet, André : De Versailles à Potsdan, Paris, 1948.

Fuller, Major-General J. F. C : (1) The Second World War, 1939-1945. (2) Decisive Battles of the Western World, London. 1945. Vol. 3, London 1956.

Gamelin, General Maurice Gustave : Servir. 3 vols. Paris, 1947.

Gaulle, General Charles de : Le fil de l'épée, Paris 1932.
: Vers l'armée de métier, Paris. 1934.
: La France et son armée, Paris, 1938.
: Memoires de Guerre.

Gide, André : Journal 1939-1949 Souvenirs. Paris. 1954 : 3 vols.

Goutard, Colonel A : 1940 : La Guerre des Occasions Perdues. Paris, 1956.

Gransard, General C : Le 10e corps d' armée dans la bataille, Paris. 1947.

Guderian, General Heinz : Panzer Leader. London. 1952.

Horne, Alistaire : To Lose a Battle. London. 1969.

Jacosben, 4. A. : (1) Decisive Battles of World War II : The German View.

Liddel Hart, B. H. : (1) Memoirs vols. 1 and 2 : London, 1965.
—(2) The Other Side of the Hill. London, 1948.
—(3) The Tanks, Vol. 2 : 1939-1945 London, 1959.
(4) History of the Second World War, London, 1960.

Lyet, Pierre : La Bataille de France, mai-juin, 1940. Paris, 1947.

Manstein, P. E. Von : Lost Victories. London, 1958.

Menu, Charles Léon : Lumière Sur les Ruines, Paris. 1953.

Middleton, Drew : Our Share of the Night. New York, 1946.

Minar, Colonel Jacques : P. C. Vincennes, Secteur 4. Paris 1945. 2 vols.

Namier, L. B. : (1) Europe in Decay. London. 1950.
(2) In the Nazi Era. London. 1952.

Pertinax, A : The Gravediggers of France. New York. 1944.

Prioux, R : Souvenirs de Guerre. Paris. 1947.

Rauschning, H. : Hitler speaks. London. 1939.

Renaud, Paul : (1) Au Coeur de la Mélée. Paris. 1951.
(2) La France a Sauvé l' Europe. Paris. 1947.

Rommel, Field Marshall E. : The Rommel Papers ed. Liddel Hart. B. H. London. 1951.

Roton. G. : Années Cruciales. Paris. 1947.

Ruby, Gen Éduurd : Sedan, Terre d' Épreuve. Paris. 1948.

Saint-Exupéry, Antoine de : Pilote de Guerre. Paris. 1942.

Shirer, William L. : (1) Berlin Diary, 1939-1941. London. 1941. (2) The Rise and Fall of the Third Reich. London. 1960.

Spears, E. L. : Assignment to Catartrophe, 2 vols. London. 1954.

Taylor, A. J. P. : English History, 1914-1945 (Oxford, 1965)

Taylor, Telford : The march of Conquest.

Warlimont, General W. : Inside Hitler's Headquarters. 1939-1945. London. 1964.

Werth, Alexander : The Last Days of Paris, London. 1940.

Westphal, General Siegfried : The German Army in the West. London. 1951.

Weygand, General M : Mémoires : Roppelé au Service. Paris. 1950.

Wheeler-Bennet, John W. : The Nemesis of Power. London, 1953.

Wilmot Chester : The struggle for Europe. New York. 1952.

Young, Desmond : Rommel, the Desert Fox.

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ৩ খণ্ড।

নির্দেশিকা

ল

শ

স